













ভগবদ্ব্যাস-প্রণীতং  
ব্রহ্মসূত্রং নাম  
বেদান্তদর্শনম্ ।

---

পরমহংসপরিব্রাজকচার্য্য শ্রীশঙ্করভগবৎকৃত 'শারীরকমীমাংসা' নামক-ভূষা-  
মহামহোপাধ্যায় শ্রীবাচস্পতিমিশ্রকৃত 'ভামতী'-টীকা-  
শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃত-'সূত্রার্থসংক্ষেপ'-  
'ভাব্যাহ্বাদ'-সম্মেতম্ ।

---

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ পরিশোধিতম্ ।

পরলোকগতারাঃ

কমলমণি-দাস্যাঃ

প্রায়ণ প্রাক্কালীনসংকল্পিতপরিপূৰ্ণমভীপ্সতাঃ ততঃ পুং.

ত্রীমতিলাল ঘোষদাসেন

নরসিংসুলেনস্থিত ২ সংখ্যকতবনে

প্রকাশিতম্ ।

---

কলিকাতা রাজধান্যাং

২২ নং ওল্ডবৈটকখানাসেকে গুলেনস্থিত

পোস্টজিম্প্যাচমেশিনপ্রেসে

শ্রীরমানাথ ঘোষণে মুদ্রিতম্ ।

---

বঙ্গাব্দ ১২৯৪ ।

[ All Rights Reserved. ]



## বিজ্ঞাপন ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার মুখ-  
পত্রিকায় যে রমণীর নাম সন্নিবিষ্ট হইল, সেই রমণীর জীৱন ব্যয়ে তাঁহারই  
স্মারক-চিত্তরূপ বেদান্তদর্শন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে চলিল।

মদীয় পত্নী কমলমণি দাসী পরলোক যাত্রাকালে আমার বলিয়া যান,  
“আমার যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ থাকিল, তাহা যেন কোন এক হিতকর কার্যে  
ব্যয়িত হয়।” আমার বেশ মনে আছে, তিনি জীবদ্দশায় অপব্যয় করিবার  
ভাল বাসিতেন না। ছুঃখী বালকদিগকে স্কুলে পড়িবার খরচ দেওয়া, তাহা-  
দিগকে পুস্তকাদি কিনিয়া দেওয়া, এইরূপ এইরূপ কার্যে ব্যয় করা তাঁহার  
অভিপ্রের্ত ছিল, তদ্বিষয়ে যত্নও ছিল। দানবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গোবিন্দচন্দ্র  
পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে আমাকে শাস্ত্র পড়াইতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি  
দুই একবার একরূপ কথা বলিয়াছিলেন যে, “জ্ঞানভাণ্ডার ভগবদ্গীতা কি  
কোন একখানি ভাল বেদান্ত গ্রন্থ বেশ পরিষ্কার বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে  
কি ব্যয় লাগে?” পরে অধিক ব্যয় হয় শুনিয়া যদিও তিনি একরূপ কথা আর  
বলেন নাই, তথাপি এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, বোধ হয় তাঁহার একরূপ  
কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল। এইরূপ চিন্তার বশবর্তী  
হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় (আত্ম-তত্ত্ব দর্শন-প্রকাশক)  
মহাশয়ের পরামর্শে আমি তাঁহার সেই যৎকিঞ্চিৎ জীৱন বেদান্তদর্শন-  
প্রচাররূপ স্মৃহৎ হিতকর কার্যে ব্যয়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে  
ইহা সমাপ্ত হইলেই আমি তাঁহার নিকট কতকটা অর্থণী হইতে পারি, একরূপ  
বিশ্বাস করি। যদি তাঁহার প্রচুর অর্থ থাকিত তাহা হইলে ইহা বিনা  
মূল্যে বিতরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু অর্থের অল্পতাহেতু ভবিষ্যৎ চিন্তা  
করিয়া ইহার যথোচিত মূল্য অবধারণ করিলাম।

প্রকাশকত্ব ।





## পাতনিকা ।

নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ । সংশয় না থাকিলে নির্ণয়-ইচ্ছা অথবা বিচার-প্রবৃত্তি কিছুই হয় না । তাহাতে সংশয় থাকে তাহাই নির্ণয় হয় বিচার্য হয় যদি, তাহাতে প্রয়োজন থাকে । সংশয় নাই, প্রয়োজন নাই, অথচ বিচার, —একপ হয় না । এ অব্যভিচারিত নিয়মেব প্রতি ও জ্ঞান ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপার্স কবিলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, আত্ম-নির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র বর্ণনা বা নিষ্কল । কেননা, প্রাণিমায়েবই অসন্দ্বিগ্ন আত্মজ্ঞান আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ বড় কোন সন্দেহ নাই । সকলেই আমি আমি করে, —সকলেই অহং, —সকলেই আপনাকে জানে, —আমিই কি না, আছি কি না, —হই একপ সন্দেহ কবে না । শুভবাং অহং এতদপে স্বাইওব প্রমাণের দ্বারা নিঃসন্দেহ, সে, প্রাণিমায়েবই অসন্দ্বিগ্ন আত্মজ্ঞানী । যদি তাহাই হইল ‘অর্থী’ এই প্রাণিমায়েবই স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞান পার্কিল, — তাহা হইলে তাহার ‘অর্থী’ নিয়ম কি ? নূতনাকি নির্ণয় হইবে ? বিচারে কি ফল ফিরাব ? তাহার জন্য শাস্ত কেন ? আত্মতঃ নির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র নিষ্কল পিষ্টপেশন্যূয় নিষ্কল । সম্ভাব্যে আবার ইহাও মনে হইতে পারে যে, না—এ-সংশয় নিষ্কল নহে, —সকল । কেননা, মন্তব্যমাত্রেই আত্মজ্ঞানী, সকলেই আপনাকে জানে, আপনাকে অহং এতদপে অনুভব কবে, —একটি সত্য, কিন্তু তাহারা আপনাব অব্যভিচারিত স্থিরতর কপটি জানে না । তাহাদের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই । অর্থাৎ “আমি অমুক বা এতৎস্বরূপ” এরূপ কোন স্থিরতর জ্ঞান নাই । থাকিল কেন তাহা বা একবার দেহাদিব প্রতি আত্মজ্ঞান (আমি এতদ্রূপ জান) স্থাপন করিয়া আবার তাহাদিগকেই আমার বলিরা উল্লেখ করে ? দ্বার একবার বলে আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, —আবার বলে আমি খল্ল, আমি কুশ্ল, আমি অক্ল, আমি বামন, আমি উন্নত । অন্তঃস্ব “আমি”-জ্ঞানেব স্থিতি অবলম্বন না থাকায় আমি বা আমার বেবল “আমি”-জ্ঞানেব-জ্ঞেয়, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । কাষেই স্বীকার করিতে হইতেছে, জীবব সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহাব বিশেষত্ব জানা নাই । যখন বিশেষত্ব জানা নাই তখন অশাস্ত সংশয় আছে । স্পষ্টাকাবে না পাতক, অন্ততঃ সন্দেহকারেও আছে । সে সংশয় বা সন্দেহকালে উপস্থিত না হউক, প্রাধান্যকালে উপস্থিত হইবে । মোক্ষবাণ না হউক, —সংশয়



কালে হয়। জীব বখনই স্থিতিতে ভাবিবে যে “আমি কি? কিংবদন্তি?” তখনই সে সংশ্লিষ্ট হইবে—যুক্তি অস্বীকার? না বন আমি? কি আমি? এই সকল পর্যালোচনা করিয়া, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, প্রথমতঃ “আমি” “আমাব” ইত্যাদি অনাদিসিদ্ধ ও লোকসিদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তব কি? কারণই বা কি? তাহা নির্ণয় কবিয়াছেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ী যুক্তিপথ অবলম্বন কবিয়া সুগভীর একান্তেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ প্রথমংশটি ‘তীর্থাব’ ভাষ্যের ভূমিকাস্বরূপ। এক্ষণে উহা অধ্যাস-ভাষ্য নামে বিখ্যাত। এমন চমৎকার ভূমিকা কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিতে পারেন নাই। এই ভূমিকাব দ্বাবাই তিনি অধ্যাসবাদ বা ভগবান দৃঢ় অর্থাৎ অবিচল্য করিয়াছেন। তীর্থাব অভিপ্রায় এই যে, জীব আমি আমি কবে বটে; কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপটি যে কি—তাহা তাহাবা জানে না। কারণ, কেবল মাত্র অহংবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ “আমি”-জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানা হয় না। অহংবৃত্তির প্রতি বিশ্বাস কি? উহা কখন দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদ্ভিত হইতোহু, কখন বা কেবলমাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে। স্মৃতবাং আমি বা আত্মা অহংবৃত্তির অর্থাৎ আমি এতদ্রূপ জ্ঞানের স্থিতি বিষয় বা অব্যভিচরিত আলম্বন নহে। সংসারকালে, মোহকালে, ব্যবহাবকালে, ঐ তত্ত্বের প্রসঙ্গ হয় না বটে; কিন্তু জ্ঞানধানকালে উহা স্পষ্ট পতিত হইয়া থাকে। জ্ঞানধানকালে ইহাও প্রতীত হয় যে, চৈতন্যরূপী আত্মা বা আমি অহংবৃত্তির ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ অহংবৃত্তি-উপলব্ধিত ক্ষুদ্র মাত্র অথচ তদ্বৃত্তির সহিত তাহার লিপ্ততা নাই। সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। তবে যে দেহাদির সহিত তাহার লিপ্ততা প্রতীতি হয়—তাহা বিভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিভ্রম বা অধ্যাস বলই ঐরূপ অবি-বিক্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। যদিও অধ্যাসের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকা দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ অহংজ্ঞান অধ্যাত্ত নহে, একপ প্রতিপন্ন করিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা (অধ্যাস) স্মরণীয়। শত সহস্র যুক্তি একত্রিত হইলেও অহং-জ্ঞানের অধ্যাত্ততা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। এই অভিপ্রায়ে, ঐ তব আধিকার কবিবার জন্য, জ্ঞানশব্দ শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ জীবের অহং-জ্ঞান অধ্যাত্ত কিনা, এইরূপ একটা শব্দ উত্থাপন করিয়া সে শব্দ যুক্তির দ্বারা “অধ্যাত্ত না” এই রূপে দৃঢ় করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তদনুযায়ী ব্রহ্মদ . যুক্তি,—এই পর্য্যন্ত শব্দভাষ্য এবং তথাপি... ব্যবহাবঃ;—এই পর্য্যন্ত তাহার পদবিহাব ভাষ্য।





মুখবন্ধঃ ।

ইহ খলু ভগবান্ পরমকারুণিকোমুনিকাদরায়ণঃ কর্মকাণ্ডোদিতযজ্ঞদান-  
তপঃস্বাধ্যায়াদিকৰ্মভির্বিগুণাশয়ানাং শমদমাদিমতাং নিত্যানিত্যবস্তুবিবে-  
কেনেহামুত্রকলভোগবিরাগিণাং মুমুক্শুণাং মোক্ষোপায়ভূতামধ্যাত্মবিদ্যামুপদি-  
দিক্ষুঃ “অথাহতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদিভিঃ হৃদজ্ঞাতৈরথিলোপনিষদ্বাক্যানি  
বিচার্য সংগ্রহয়ামাস। সোহয়ং গ্রন্থশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্কিততোবেদান্তশাস্ত্রমিতি  
ব্রহ্মনীমাংসেভ্যন্তরামীমাংসেতি চ ব্যাপদিশ্রুতে ব্যবহৃত্তিভিঃ পুরুষৈঃ। তত্র  
তাবৎ প্রথমেহধ্যায়ে সর্কেষাং বেদান্তবাক্যানাং তাৎপর্যতো ব্রহ্মণি পর্যাবসান-  
লক্ষণঃ সননয়ঃ, দ্বিতীয়ে সম্ভাবিতবিরোধপরিহারঃ, তৃতীয়েহধ্যাত্মবিদ্যাসাধন-  
নির্ণয়ঃ, চতুর্থে চ বিদ্যাফলবিচারঃ হৃত্তিতঃ।

সোহয়ং গ্রন্থগ্রন্থঃ কালবশাৎ কৃশত্বমাপনোহপি শ্রীমচ্ছরচাচার্য্যোন্তদুপরি-  
ভাব্যঃ নাম প্রসন্নগন্তীর মহানিবন্ধঃ বিরচয়্য সমুপবৃত্তহিতস্তদনু চ বাচস্পতি-  
মিশ্রপ্রভৃতিভিরাচার্য্যবৈরাভ্যর্মভী প্রমুখানুদারনিবন্ধনিচয়ান্ ব্যবহৃত্তি-  
ষ্ঠাপিতশ্চ। শঙ্করাচার্য্যপ্রাভূতবস্ত বিক্রমার্কসময়াৎ প্রাগতে ৮৪৫ পঞ্চ-  
চত্বারিংশদধিকাষ্টমতমিতে সংবৎসরে কেরলদেশে কালপীগ্রামে শিবগুরু-  
শম্ভুগোভাষ্যাগাং সমভবদিত সম্প্রদায়বিদ আতঃ। অস্মাচ্চ ভগবতঃ শঙ্করা-  
চার্য্য্যং প্রাগেতত্ত্ব ব্রহ্মহুত্ৰাধ্যগ্রন্থঃ ভগবদ্বোধায়নাচার্য্যকৃতাত্তিবিস্তীর্ণা বৃত্তি-  
নামধেরা ব্যাখ্যানীদিত প্রমাণশটৈর্কিজ্জায়তে। তামেবাবলম্ব্য রামানুজেন  
বিগিষ্ঠাষ্টদ্বতপ্রতিপাদকং ব্রহ্মহুত্ৰভাষ্যং নিরমায়ীতি রামানুজীয়ব্রহ্মহুত্ৰ-  
ভাষ্যদর্শনান্শীচীয়েতে।

শঙ্করভাবদেবং মেনে।—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্” “তরতি শোকমাত্ম-  
বিৎ” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যৈর্কৌথিতত্ত্ব সকলত্ত্ব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানত্ত্ব সাধনং শ্রবণং  
“শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইতি শ্রুতিকৌথয়তি। শ্রবণঞ্চ নাম  
বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণানুকূলবিচারঃ। তাদৃশেনৈব শ্রবণেন  
নির্কীচিকিংসং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সম্পাদ্যতে। তদেব তাবৎ সমস্তদুঃখোপশমক-



দেহাদিতাদাত্ত্বাধ্যাসেন স্থলোহমিত্যাদিক্রপোহস্ত্যায়োভ্রান্তিবিবিসিত ইতি ।  
 অতস্মিন্দ্বন্ধবুদ্ধিস্তিরিতি ভ্রান্তের্যোঃসর্গিকং লক্ষণম্ । বিশেষলক্ষণস্ত ভাষ্যে  
 প্রবিততমস্তীতি তদ্বদ্ব্যম্ । ন চাহপুরোবর্ত্তিনি নিরবয়বে নীকপে চ চিদা-  
 স্ত্বনি দেহাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থাধ্যাসোষটত অদৃষ্টবাদিতি মন্তব্যম্ । অধ্যাসহেতোর-  
 নাদ্যজ্ঞানদোষস্ত নিরর্গলত্বাৎ । ন চায়মস্তি নিয়মো পুরোবর্ত্তিত্ত্বাদিবিষিষ্ট এব  
 বিষয়ান্তরমধ্যাসিতব্যমিতি যতো বালা অতাদৃশেপ্যাকাশে তলমলিনতাদাত্ত্ব-  
 স্ত্বস্তি । বস্ত্তত্বারোপ্যপদার্থস্ত সত্ত্বমধ্যাসে নাপেক্ষিতং কিন্তু প্রতীতিমাত্রম্ ।  
 এবঞ্চ কূটকার্ষ্যাপগাদিনা ব্যবহারদর্শনাৎ পূর্বপূর্বমিথ্যাজ্ঞানোপস্থাপিত-  
 দেহাদিপ্রপঞ্চপ্রতীতিরবোত্তবোত্তরাধ্যাস উপযোগ্যতে ন ত্বন্যৎ কিমুপি ।  
 যদ্যপি দেহাদিপ্রপঞ্চস্ত কথঞ্চিৎ প্রতীতৌ সত্যমধ্যাসঃ সিধ্যতি সিদ্ধে চাধ্যাসে  
 দেহাদিপ্রপঞ্চস্ত প্রতীতিরিত্যান্যোপাশ্রয় আপত্ততি তথাপি নাহ্মৌ দোষঃ ।  
 বীজাকুরবৎ সংসারপ্রবাহস্তাহনাদিভেন তৎকারণাত্ত্বাধ্যাসস্তাপ্যনাদিত্বাৎ ।  
 তদেবমপরিচ্ছিন্নে চৈতন্যাকরসেহ্বিতীয়ে প্রত্যগাত্মবস্ত্তন্যাত্ত্বাত্তো নিবিলো-  
 হস্তঃকরণাদির্জড়বর্গশ্চৈতনবৎ সদ্ধপেণাবভাসতে প্রত্যগাত্মা চাত্তঃকরণাদিষ-  
 ত্ত্বাত্তোহস্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ সন্ পূর্ণোপি প্রাদেশিক ইব চৈতনোপি জড় ইবাব-  
 ভাসমানঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা চাহিকারাম্পদমুপজায়তে । সোহয়মনির্দোশীয়ো মিথ্যা-  
 জ্ঞানবিলাসোহনাদিরপার ইতরেত্তরাধ্যাসরূপঃ সর্বানর্থমূলকারণং ন শক্যতে  
 তত্ত্বজ্ঞানমন্তরা সমূলবাতং হস্তম্ । তস্মাদাদরনৈরন্তর্যাদীর্ঘকালাত্যাসজন্মনা  
 প্রবলতরতত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণাহনস্তজ্ঞানান্তরপ্রণালিকাগতঃ সূদৃঢ়োহপি মিথ্যা-  
 জ্ঞানসংস্কারঃ সমূলবাতং হন্যত ইত্যাপদিশতি নাতেব হিতকারিণী প্রতিঃ  
 “দ্রষ্টব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদিক ।

অস্মিন্ হি শাস্ত্রে ব্রহ্মণো যৎ জগৎকারণত্বরূপং লক্ষণমুক্তং তন্ন পরমাণুনা-  
 মিবারণ্তকত্বরূপং নাপি প্রকৃতেরিব পরিণামিত্বরূপং কিন্তু মায়ায়া ব্যোমাদি-  
 রূপেণ বিবর্ত্তমানত্বলক্ষণম্ । তথা চেন্দ্রজালসদৃশস্তেবাত্ত জগতো মাগিকয়েন  
 তাত্ত্বিকসত্ত্বাশূন্যত্বাৎ জগৎকারণত্ববোধিকাশ্রুতির্জগদব্রহ্মণোস্তাত্ত্বিককার্য-  
 কারণত্বাৎ নাতিবহে কিস্তৌপচারিকমেব । যথা চাস্মিন্চ লোকে লোক-  
 প্রসিদ্ধো মায়াবী পরমৈশ্বরজালিকো মণিমন্তাদিপ্রয়োগসংস্কৃত্যমাণয়া মায়ায়া  
 প্রেক্ষকাণাং বিশ্বাপনমিত্ত্বজালং সৃজতি তথা মহামায়াবী মহেশ্বরোহপ্যন-

শক্তির্নিরূপ্যাপার এব স্বেচ্ছামাত্রোপাধিঃ স্বভূতি। বা তন্ত্বেচ্ছাপ্রতিঃ  
সৈব মায়েত্যহস্মিন্ বেদান্তশাস্ত্রে নিগদ্যতে। জীবৈশ্বর্যবিভাগোহপি তদ্বি-  
ভেদাছুপপদ্যত এব। একাপি হি গুণবতীচ্ছাশক্তিরজন্তমোহনতিভূতশুদ্ধস্ব-  
গুণপ্রধানা সতী মায়েতি রজন্তমোহতিভূতমলিনস্বপ্রধানা সতী চাবিদ্যোত্য-  
ভিধীয়তে। একমপি সদ ব্রহ্ম মায়োপাধিকমীশ্বর ইতি গীয়েতে শ্রুতিস্মৃতিস্মৃ।  
তদেব পুনরবিদ্যোপাধিকং সং জীব ইতি ব্যপদিশ্রুতে চ। বিশুদ্ধৈকৈকবিদ-  
ত্বাৎ শুদ্ধস্বপ্রধানমায়য়া একত্বেন মায়াবিন ঈশ্বরত্বাপেক্ষত্বমেব। মালিন্যশ্চ  
ভারতম্যেন মলিনস্বপ্রধানায়্য অবিদ্যায়্য নানাত্বাৎ তছুপাধিকশ্চ জীবত্বাপি  
দেবমমুখ্যার্থ্যাগাদিপ্রভেদেন নানাত্বম্। তত্রেশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ সর্বনিয়ন্তা  
তছুপাধেশ্বরায়্য শুদ্ধস্বপ্রধানত্বাৎ জীবত্ব ন তথা মলিনস্বপ্রধানায়্য অবি-  
দ্যায়্য উপহিতত্বাৎ। এবঞ্চ কৌন্তেয়শ্চৈব রাধেয়ত্ববদবিকৃতশ্চৈব পরমাত্মনঃ  
স্বাহবিদ্যায়্য জীবভাবঃ। বদপি সদসত্ত্ব্যামনির্বচনীয়ং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং  
মূলকারণমজ্ঞানং তদেব প্রকৃতিরিতি মিথ্যাজ্ঞানমিতি মায়েতি চাভিধীয়তে।  
তদেব পুনর্জীবৈশ্বর্যাদিভেদে কারণমিত্যুপপন্ন বিভাগব্যবস্থা। যথা চ স্বভাবে  
নানবচ্ছিন্ন আকাশে ষটমুপাধিঃ নিমিত্তীকৃত্য তৎক্রোড়ীকৃতত্বেনাহংশং  
কল্পয়িত্বা ঘটাকাশ ইত্যেকো বিভাগঃ, ঘটাবহিরিতি শব্দমাত্রনিবন্ধনো  
মহাকাশ ইত্যপরো বিভাগঃ, বস্তুতত্ত্ব নাসৌ বিভাগঃ পারমার্থিকঃ, এবং  
দেহাদিনাহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রকারেণ বিশেষ্যমাণো জীবঃ স এব পুনন্তেনা-  
হবিশেষ্যমাণঃ পরম ইতি বিভাবনীয়ম্।

ঘটোহস্তি, ঘটঃ ক্ষুরতি, ইত্যাদিনা ঘটাদিসত্ত্বক্ষুরগগ্রাহকং প্রত্যক্ষ-  
মাগমবিরোধাদনৈকান্তিকমেব। দৃশ্যতে হি প্রত্যক্ষদৃষ্টবস্ত্বরূপশ্চ বহুশো-  
ব্যভিচারঃ।

“তলবদৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতোহব্যবার্ভিব।

ন তলং বিদ্যতে ব্যোমি ন খদ্যোতো হতাশনঃ ॥

বিতস্তিমাত্রং গগনে প্রত্যক্ষেণেন্দুমণ্ডলম্।

দৃশ্যতাং বালিশৈস্তল প্রমাণং শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ ॥”

অতএব হাগমশ্চৈব নির্বিশেষং প্রামাণ্যমাহ্বয়মেব। অত্রেদমবধারণীয়ম্।  
৪৭ যদবীনসতাক্ষুর্ভিকং তৎ উস্মিন্ কলিতমেব যথা কলাধীনসতাক্ষুর্ভিকং

তদ্ব্যবস্থাদিকং জলে করিতম্ । তথা চ বিশ্বমপি সচ্চিদানন্দাধীনসত্ত্বাকৃষ্টি-  
কত্বাৎ সচ্চিদানন্দেন্যেব করিতমিতি কৃতবুদ্ধয়ো বিদ্যাং কুর্ন্তু । যথা স্বগতেনৈব  
কালিয়া দর্পণস্বভাব আচ্ছাদ্যতে তথা স্বগতেনৈবাহনাদ্যানির্কলনীয়াহজ্ঞানেন  
বস্বরূপমাচ্ছাদ্যতে । তত্ৰ এব হি বিচারমন্তরেণ বালিশা লোকা দ্বৈতপ্রপঞ্চস্ত  
স্বাস্থ্যকরিত্বং ন বিজানন্তি । আকাশবদনবচ্ছিন্নঃ পূর্ণঃ সৰ্ব্বগতঃ স্বরশ্মিকাশ-  
শ্চিদানন্দা স্বাপ্রিতমূলাজ্ঞানলক্ষণদোষবশাৎ স্বশ্লিষ্টমুখিতময়মহমস্মীত্যহকারভে-  
দেন প্রতিপদ্যতে । অয়মেব স্বাভেদেন গৃহীতোহহকার আত্মচেতন্তথ্যচিতো-  
ভূত্বা নিখিলং প্রপঞ্চচমৎকারমবভাসয়ন্নাস্মানমানন্দয়তি । তস্মাচ্চ কারণাদেব  
আনন্দময়কোব ইতি বেদান্তশ্রুতিষু কীর্ত্যতে । ততশ্চাহং বিজ্ঞানামীতি বুদ্ধিং  
বিবর্তয়ন্ বিজ্ঞানময়ং কোষমধিষ্ঠিতি । ততশ্চাহং যন্ত ইতি মননং ভাবয়ন্  
সংকল্পবিকল্পাদ্যাঙ্কেন মনোময়কোষেণাব্রিয়তে । ততঃ পরং মনুষ্যোহহমি-  
ত্যাদ্যভিমত্তমানোবাল্যভারুণাদ্যানেকধর্মবতাহমময়কোষেণ দেহাপরনারোপ-  
হিতো ভূত্বা নানাবিধান্ পুত্রকলত্রধনাগারাদিরূপান্ দেহতোহপি বাহান্  
বিষয়ান্ বিচরন্ তত্র তত্রাভেদেনোপরজ্যতে । এবং স পরমোহপি সন্ মিথ্যা-  
জ্ঞানেন মোহমুপগতো দেহাদ্যভিন্নমাস্মানং গৃহন্ স্বস্ত প্রাদেশিকত্বমভিম-  
ন্যতে । তদেবমখণ্ডানন্দে স্বপ্রকাশে চিদানন্দান্যহকারেণ বৃথা প্রসঞ্জিতং কর্তৃষ্ণ-  
ভোক্তৃবাদিকং ভেদপ্রতিভাসমপবদিতুং জীবাশ্মপরমাস্মানোরভেদং প্রত্যায়  
য়ন্তি ঐতর্যঃ—“তত্ত্বমসি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিকাঃ ।

ন চাগ্রমাত্রায়বেহপ্যবয়ববিচারোপেণাগ্রহন্ত ইতি রাজসচিবেহপি রাজ-  
স্বারোপেণ রাজেতি চ প্রয়োগং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমস্তাদিবাक्यानां জীবেশ্বরয়োঃ-  
শাংশিতাবাভিপ্রায়তা স্বামিভূতাবাভিপ্রায়তা বা করনীয়। যত আকাশ-  
স্তেব বিতোরীশ্বরস্তাংশো ন সম্ভবতি । জীবাশ্মানশ্চেন্দ্রীশ্বরাংশান্তর্হি সৌহপ্যাং-  
শীতি স্বীকিয়তাম্ । অংশিত্বং সাবয়বত্বমিত্যনর্থান্তরম্ । তন্ত সাবয়বত্বে জন্য-  
স্ববিনাশিত্বাদয়ো দোষা আপত্যেয়ুরিতি তদ্ব্যতমসমঙ্গসমেব । কিঞ্চ জীবাশ্ম-  
পরমাস্মানোরভেদঘটিতঃ স্বস্বামিতাবাদি ন কোহপি সম্বন্ধো ঘটতে । “সদেব  
সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্” ইত্যাদ্যপ-  
ক্রমোপসংহারয়োঃ পঠিতেন ঐতিকদম্বেন যৎ ক্ষুটমেবানয়োরখণ্ডস্বাপরপ-  
র্যায়মদ্বিতীয়ত্বমাত্মাতং তদেব প্রত্যায়য়িতুং প্রযুক্তানাং তত্ত্বমস্তাদিবাक्यानां

ভেদঘটিতাংশাংশিব্যামিত্যাদৌ ন লেশতোহপি তাৎপর্যং স্থাপয়িতুং পার্থক্য-  
 কেমাপি । “তৎ সৃষ্টং তদেবাহুপ্রাবিশৎ” “স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্ৰেভ্যঃ”  
 ইত্যাদ্যনেকপ্রতিষ্ঠিতকল্পবতীভিঃ সৃষ্টস্বীকৃতং স্বসৃষ্টেযু সংঘাতেষহবিকৃতত্বৈব  
 প্রবেশবোধনাৎ ভেদঘটিতব্যামিত্যভ্যাসাদিসম্বন্ধতঃ দূরনিরন্তরমবারণীয়মেব ।  
 “বখাহংসেঃ সূত্ৰা বিক্ষুণ্ণিকা ব্যাচরন্তি এষং—” ইত্যাদিকান্ত অন্তরন্তত্বপা-  
 থিকল্পিতভেদমাপ্রিত্য প্রবৃত্তা ইত্যোপচারিকমেব তত্র তত্র তত্ত্বভেদপ্রবণম্ ।  
 ততশ্চ “মিকলং মিক্রিয়ং শাস্তং মিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।” ইত্যাদ্যাঃ অন্তরঃ  
 সাধু সঙ্গচ্ছন্ত এষ । কিমধিকেনোক্তেন—ঔপাধিক্যেনোপাধিক্য এব দ্বৈত-  
 ঔপক্ৰ ইতি সৰ্ব্বসাং বেদান্তপ্রতীনাং হৃদয়ম্ ।

এতৎ সৰ্ব্বং মনসিকৃত্য পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ শারীরকং  
 নাম ভাষ্যং বাদরায়ণকৃততত্ত্বসূত্রব্যাখ্যানাত্মকং প্রতিস্থিতিপূরণাদিত্তিকপ-  
 বৃংহিতং ন্যায়ৈশ্চ লৌকিকবৈদিকৈর্দৃষ্টীকৃতং নির্বিশেষাচ্ছৈতপ্রতিপাদকং  
 বিরচয়ামাস । তন্ত্ৰায়মুপক্রম উপদ্বাতো বা—যুগ্মদ্বয়ংপ্রত্যয়গোচররোরিতি ।  
 অন্তোপদ্বাতসম্বন্ধভাষ্যাসভাব্যামিতি প্রসিদ্ধিরস্তীত্যন্তাং তাবৎ সৰ্ব্বমগ্রে  
 দর্শনপঞ্চমাগমিষ্যতীত্যলং বহনং ।

শ্রীকালীবরশৰ্ম্মণাম্ ।

## ভাষা-ভাষা-ভূমিক

পূর্বে ষাণ্মসুগের শেষ ভাগে ভগবান্ ব্যাস মহর্ষির বেদরাশি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চার বিভাগে বিভক্ত করিয়া জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বেদ কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এতল্লমক কাণ্ডে বিবৃতি। মহামুনি জৈমিনি কর্ম্ম দিগের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডাক্ষর বেদ ভাগের ও তদীয় ঋক্ বাদরায়ণ ব্যাস যুযুত্ম দিগের নিমিত্ত উপাসনা ও জ্ঞান এই দ্বিকাণ্ডী বেদের উৎকৃষ্ট মীমাংসা নিবন্ধ প্রস্তুত করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনির অভিপ্রায়, অধিকারী জীবনবিহ নিত্য নিয়মিত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে রত থাকুক এবং ব্যাসের অভিপ্রায়, কর্ম্মী লোক কর্ম্মের দ্বারা পূত হইয়া তাহা হইতে (কর্ম্ম-বন্ধন হইতে) মুক্ত হউক। জৈমিনি মুনি জানিয়াছিলেন, একমাত্র কর্ম্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের মুখ্য উপায়, তাই তিনি লোকের কর্ম্মবৈগুণ্য না জন্মে, এই ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্মমীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কর্ম্মের স্বভাব এই যে, কর্ম্ম কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে কাম্যকল প্রদান করিবে এবং নিকাম যুযুত্ম কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে মোক্ষের সোপান পরম্পরায় অধিরোহণ করাইবে। কামনা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মকরণে প্রসক্ত বা রত থাকিলে অল্পে অল্পে কামক্রোধাদি মনোদোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি নির্মল হয়, ক্রমে বৈরাগ্য আইসে, পরে শমদমাদি গুণ দৃঢ় হওয়ার মুক্তির পরম কারণ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্ম ভোগ ও অপবর্গ উভয়েরই কারণ। সকাম কর্ম্ম ভোগের ও নিকাম কর্ম্ম মোক্ষের সোপান স্বরূপ। স্বর্গাদি ভোগের ও ভোগক্ষয়রূপ মোক্ষের সোপান স্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানরহস্ত অর্থাৎ বিচার বা মীমাংসা জৈমিনি মুনি কর্তৃক এবং মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সাহায্য উপাসনার স্বরূপ, রহস্ত বা মীমাংসা, বেদ-ঋক্ ব্যাস কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অদ্যাপি ইহ জগতে বিরাজিত ও পুঞ্জিত আছে। জৈমিনিকৃত কর্ম্মরহস্ত পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা নামে এবং ব্যাসের উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানরহস্ত ব্রহ্মমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা ও বেদান্ত নামে বিখ্যাত।



পূর্বমীমাংসা-গ্রন্থ ১৬ অধ্যায়ে বিতর্কিত। তন্মধ্যে শেষ ৪ অধ্যায় দেবতা-কাণ্ড ও সঙ্কর্ষণকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই সঙ্কর্ষণকাণ্ড অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই এবং ইহার কোন ভাষ্য কি টীকা আছে কি না তাহা জানিতে পারি নাই। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্র ৪ অধ্যায়ে বিতর্কিত এবং ইহার অনেক ভাষ্য বৃত্তি বার্তিক ও টীকা আছে। স্বশ্রমতের অমুকূলে বেদান্তের টীকা বা ব্যাখ্যা নাই এমন সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য ও আধুনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির, শৈবসম্প্রদায়ে অবধূতাচার্য্য প্রভৃতির, সন্ন্যাসীদলে শঙ্কর প্রভৃতির ভাষ্যাদি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। এমন কি ৮রাজা রামমোহনরায় মহোদয়ও এই বেদান্তসূত্রের স্বীয় মতের অমুকূলে ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যাখ্যাকারের নাম লিখিত হইল, তাঁহাদের পূর্বেও অসংখ্য আচার্য্যের ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। বেদান্তসূত্রের খুব পুরাতন ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায় না। পুরাতন ব্যাখ্যাকারের মধ্যে বোধায়ন মুনি ও পাণিনিগুরু উপবর্ষ পণ্ডিত \* এই দুই আচার্য্যই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অনেক স্থলেই দেখা যায়, রামানুজ ও শঙ্করস্বামী এই দুই ভাষ্যকার ঐ দুই প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের বাক্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বে এই ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্র গুরু শিষ্য ও আচার্য্য সমাজে বিশেষ মান্য গণ্য ও আদরণীয় ছিল। মধ্যে বৌদ্ধ প্রোহুর্ভাবে ইহার হতাদর ও বিরল-প্রচার ঘটনা হইয়াছিল সত্য; পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই ভগবান্ শঙ্কর-সূর্য্য উদিত হইয়া ভাষ্য-কিরণ বিস্তার করতঃ সমুদায় অধ্যাত্মবিদ্যার আবরক অন্ধকার দূরীকৃত করিয়াছিলেন। স্বয়ং অন্ধের ৮৪৫ অতীত হইলে কেবল দেশের কাল্পী গ্রামে শিবগুরু ব্রাহ্মণের

\* বোধায়ন এক জন ঋষি। উপবর্ষ পাণিনি মুনির অধ্যাপক। পাণিনি মুনি শাক্যসিংহের বহুপূর্বের লোক। স্তত্রয়া ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ অতি পুরাতন। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ বাদিরায়ণ ব্যাসের কি না, সংশয় করিবার অন্তর্যাত্তর্য্য কারণ নাই। মহাত্মারত প্রণেতা ব্যাস মহাত্মারত ও ব্রহ্মসূত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাস মহাত্মারতাত্ত্বগত পীতাপর্কীধ্যায়ের “ব্রহ্মসূত্রপট্টম্বে” ইত্যাদি স্নোকে পাওয়া যায়।

ঔরসে জ্ঞানগুরু শঙ্করের জন্ম হয়। প্রথিত আছে, সর্বজ্ঞকর শঙ্কর ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বে সমুদায় উপনিষদের, গীতার, সনৎসুজাত পরীক্ষাধায়ের ও ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অতি উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং অত্যাশ্চর্য্য অমেক প্রকরণ গ্রন্থও (অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজ্ কাল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের যত গুলি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ের মধ্যে শঙ্কর ভাষ্যই অধিক পুরাতন। শঙ্করের অনেক পরে বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজ জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মতের অমুকূলে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজের মত পরে বলিবে, আগে শঙ্করের মত বলা যাউক। শঙ্কর বলেন—

“জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবা মাত্র ব্রহ্ম হয়” “আত্মজ্ঞ সংসারহুঃখ অতিক্রম করে” এই সকল আগু বাক্য প্রমাণে ও তদমুকূল যুক্তিতে স্থির হয় যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত হুঃখাতীত হইবার অত্র কোন উপায় নাই। “ব্রহ্মই আমি” ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অমুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয় তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরস্পরায় ব্রহ্মেই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্রিত হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপ শুনাই শুনা, তত্ত্বিত্ব শুনা শুনা নহে। তোমার বাড়ী গিয়া তোমার চাকরকে বলিলাম, তোমাক সাজ্। সে তোমাক সাজিল না। আমি হুঃখিত হইয়া বলিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনিল না। সত্য সত্যই কি সে আমার “তোমাক সাজ্” এই কথা শুনে নাই? “তোমাক সাজ্” এ শব্দ কি তাহার কর্ণপ্রবিষ্ট হয় নাই? তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা সে মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অথবা সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই। বক্তব্য তাহাই, কিন্তু শব্দ সাজাইলাম, “তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই।” অতএব, উপর উপর শুনা শুনা নহে, শ্রুতি পদার্থে, আদর ও বিশ্বাসাদি না করিলে তাহাও শুনা নহে।

বলিতে পার, শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তব্বমসি মহাশয়

শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদির পূর্বক গ্রহণ করে, অর্থাৎ তাহাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অনেক লোক বেদান্ত না পড়িয়া ও তত্ত্বমসি বাক্য না শুনিয়া জ্ঞানী হয়। শান্ত্রো ও শুনা যায়, কপিল ও বামদেব প্রভৃতি ঋষি জন্মজ্ঞানী। সুতরাং শ্রবণের ফল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়। শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, চিত্তের অনিশ্চলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে, তাহাতে তাহার কারণতার অভাব ঘটে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণি-ময়াদি প্রতিবন্ধকে দাহকার্য্য অবরুদ্ধ থাকে তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়। বামদেবাদি ঋষিরূপের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্বজন্মের শ্রবণ ওতৎ জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য আর ইহ জন্মে তাঁহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব, শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। “তত্ত্বমসি” মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থ যে অবিদ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয় সে ঘটনা মননের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অন্ত কিছু নহি, এ অমুভব না হয় তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অমুভব স্থিরতর হইবে। অতথা হইলে হইবে না। এই স্থলে কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য কারণ এবং অন্ত দুইটি (শ্রবণ ও মনন) তাহার সহায়।

আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আকৃষ্ট হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন সন্ধ-মরীচিকার জলভ্রান্তি, তেমনি, ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও দৃঢ় করিতে হয়। অনন্তর “আমি” এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ভ্রান্তি-বিশেষের বিলাস, অন্ত কিছু নহে, সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের স্থায় মিথ্যা, এই জ্ঞান অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি “অহং” অর্থাৎ আমি জ্ঞানটা ইন্দ্রিয়, মন, এ সকল ভাগ

করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহং-জ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। তদ্বিধ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য। তাহাকে মোক্ষ বল, জীবন্ত নাশ বল, জীবমুক্তি বল, তুরীয়প্রাপ্তি বল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি বল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার। সে অবস্থা সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক মনোবৃত্তির অতীত সূতরাং শুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া জ্ঞান, সে অবস্থা সে সুখ দুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদয়, ঘন আনন্দ, একরস ও কূটস্থনিত্য।

একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্তঃস্থ জীবে বিরাজমান। সেই এক অণুও চৈতন্ত্যই ব্রহ্ম এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্ত্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি) ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের স্থায় হইয়া আছে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক ; নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্ত্যে অবভাসিত অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাদয় মহান্ ব্যাপি চৈতন্ত্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্ত্যই সত্য। অধিক কি, সত্য চৈতন্ত্যে যাহা যাহা ভাসমান তাহা তাহাই অনত্য। সে সকল চৈতন্ত্যশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অস্ত্র কিছুই নহে। এই প্রতীতি সূদৃঢ় হওয়া আবশ্যক এবং ঐ প্রতীতি সূদৃঢ় বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীব আপনার ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শক্তিমান গুরু বধন বিবেকী ও বুভুংসু শিষ্যকে “তত্ত্বমসি” “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন, তখন তাহার তদুক্ত বাক্যের সামর্থ্যে পূর্বোক্ত প্রকারের প্রতীতি অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রহ্মত্ব বোধ উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই বোধ সাধনের বলে অপরোক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করে। শ্রবণাদির পর দুই প্রকারে বাক্যার্থবোধ হইতে দেখা যায়। এক পরোক্ষরূপে, অপর অপরোক্ষরূপে। বাক্যপ্রকাশ বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তদ্বস্তবিসয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। “তুমিই দশম” এই বাক্য “দশম

নাই” এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া শ্রোতাকে আপনার দশমত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়াছিল\*। “তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ” এই বাক্য রাজপুত্রের ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়াছিল†। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, তত্ত্বমস্তাদি মহাবাক্যও শিষ্যের মানুষভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মত্বসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ এই যে, ব্রহ্মই স্বাশ্রিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানে “আমি অমুক” এই সদ্ব্যভাব বা পরিচ্ছেদভ্রান্তি প্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন। সুতরাং অদ্বয়ব্রহ্মবোধক তত্ত্বমস্তাদি মহাবাক্য তাহার সেই স্বাত্মভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্ত্বমস্তাদি মহাবাক্য জিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করে, তদ্বারা ক্রমে তাহার “আমি অমুক” এই চিরাভ্যস্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদূরিত বা নিবৃত্ত হয়, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অদ্বয়ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। যদিও আলোক অন্ধকারের গ্রাস জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর বিরোধী‡ তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব

\* দশম। দশ জন চাষা একলা দেশান্তর যাইতেছিল। পথি মধ্যে এক নদী, সন্তরণ ব্যতীত পার হইবার উপায় নাই, দেখিয়া সন্তরণ চাষা পার গমন করিল। দশ জনই আহঁ কি না, কেহ নজরুত্তিরগন্ত হইয়াছে কি না, বুঝিবার নিমিত্ত একে একে সকলেই সকলকে গণিল, পরন্তু গণনামধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট না করায় সকলেরই দশম নাই, এই প্রতীতি(ভ্রান্তি) জন্মিল, তাহাতে তাহারা দশমের জন্য অনেকবিধ শোক পরিতাপাদি করিতে লাগিল। এই সময়ে জনৈক বিজ্ঞ পণ্ডিত তথায় আগমন করতঃ তাহাদের শোকের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে পুনর্গণনা করিতে বলিল। নবম পর্য্যন্ত গণা হইলে পণ্ডিত উপদেশ করিল, “তুমি দশম।” “তুমি দশম” এই উপদেশে তাহাদের ভ্রান্তি গেল এবং দশম জ্ঞান অপরোক্ষ পথে আসিল। তখন তাহাদের শোক মোহ রিনষ্ট হইল। বাক্য এই উদাহরণের অনুরূপ স্থলে প্রত্যেক জ্ঞান লগ্নায়।

† রাজপুত্র। এক সময়ে কোন এক রাজপুত্র চৌরনীত, ব্যাধকুলে বিক্রীত ও বর্জিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে কোন এক ভদ্রীয় আত্মীয় তাহাকে “তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ” এইরূপ এইরূপ বাক্য বলিয়া তাহার জন্মভ্রান্তি বুঝাইয়া দেন। তাহাতে তাহার ব্যাধ পুত্রভাতিমান বিদূরিত ও স্বরূপস্বোধ উদিত হয়।

✓ ‡ বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না।

অগ্রত্যাগেয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্তসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপ বোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্ চেতনে অজ্ঞানসংশ্রব নাই? সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংশ্রব দৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ্বচর শক্তি। ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে, কখন নিকটে, কখন প্রকাশরূপে ও কখন অন্তর্হিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহার পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবাধিত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা মোক্ষের আশা করি। যেমন অন্ধকারকালে আলোকের অপসার, এবং আলোককালে অন্ধকারের অপসার হয়, তেমনি, অজ্ঞান-কালে জ্ঞানের তিরোভাব ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন ঘটনা হয়। জ্ঞান হইলে অজ্ঞান পলায়ন করিবে; ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানই সংসার; সংসার অন্ত কিছুর নহে। অথচ চেতন অদ্বয়ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকর-

অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান পায় না, তেমনি, জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবেশ অস্বীকার করা ন্যায্য নহে। কারণ, জ্ঞান অজ্ঞান একত্রাবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্তিজ্ঞানে প্রচলিত। ঘটাকারা মনোবৃত্তি ও ঘটাবাকারা মনোবৃত্তি একত্রিত হয় না, এই মাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত উভয় বৃত্তির গ্রাহক বে আত্মচৈতন্য তাহা তাহার অধিকার ভুক্ত নহে। আত্মচৈতন্যে বিপ্রকার বৃত্তিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাসমান হইয়া থাকে। বাহ্য আত্মা বা চেতন, তাহাই ব্রহ্ম। বাহ্য তাহার প্রতিযোগী—বিপর্যয়—এবং কখন আচ্ছাদক—কখন বা পার্শ্বহায়ী—তাহাই অজ্ঞান। অতএব, মূলজ্ঞান ও মূল জ্ঞান ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানের তুল্যস্বভাবগন নহে। সেই জন্যই চিৎ ও জড় এই দুই বিরুদ্ধ পদার্থের অভিত্যাব্য অভিত্যাবক ভাব সম্ভব হয়।

পাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদিপরিত্যক্ত জীব, আবার তাহারই তির্য্যোভাবে তিনি অপরিহ্রিত ও নিরঞ্জন। চিদাশ্রয় ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর কখন বা সহচর শক্তিবিশেষই—এতৎ শাস্ত্রে ঐশীশক্তি, জগদোমানি, অজ্ঞানশক্তি, মায়ী, স্বজনশক্তি ও মূলপ্রকৃতি, ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ কি বাহ্যপ্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্ত তাহা ব্রাহ্মের বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

“অন্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্।

আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥”

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্ম বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইয়াছে। সে জন্ত জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃষ্টই পঞ্চরূপী। অস্তি—আছে (১), ভাতি—প্রকাশ পাইতেছে (২), প্রিয়—ভাল বা বেশ এই ভাব (৩), রূপ—ইহা এতৎ-প্রকার (৪), নাম—ইহা অমুক বস্তু (৫)। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিন রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুই রূপ জগৎ। অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। সেই জন্যই বলা যায় “জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।”

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশার “অহং—আমি” এই বৃত্তি অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদ্ভিত থাকে। সংসারকালের অহং-জ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞানকালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন শরীর, অবলম্বন করতঃ অবস্থান করে, পূর্ণ-চৈতন্তের দিকে অগ্রসর হয় না। সুতরাং সংসারকালের অহং-জ্ঞান অস্থিরতা বিধায় সন্ধিক্ষেত্র জ্ঞান অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর জ্ঞান হিতাভিলাষিণী ঐতি তত্ত্বমস্তাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্তা আছেন। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে অধিকারিতা লাভের জন্ত ও বুদ্ধিদৌর্ভল্য নিবারণের জন্ত প্রথমে চিত্তগরিকর্ষ-কায়ক উপাসনা প্রয়োজনীয়। শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অষ্টাঙ্গানে কিছু দিন রত থাকিলেই চিত্ত নির্মলীকৃত হয়, তখন

প্রবণাদিকার্যে অধিকারিতা জন্মে। মনন নিমিষাঙ্গনের প্রভাবে প্রতি-  
বন্ধক অভাবপ্রাপ্ত হয়, প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই প্রবণকল তত্ত্বজ্ঞান  
( অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অমৃতত্ব ) আশনা হইতেই উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞান  
অর্থাৎ ব্রহ্মাকারী অহংবৃত্তি ব্রহ্মদর্শন করার, করাইরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন  
আর অহং থাকে না, স্মৃতরাং ব্রহ্মনির্করণ বা মোক্ষ জন্মে। প্রোক্তার চিন্তে  
ব্রহ্মাকারী বৃত্তি উদিত করাইবার নিমিত্ত শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপস্বতট্‌হু বিবিধ  
লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ লক্ষণ তট্‌হু। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ,  
অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, এ লক্ষণ স্বরূপসন্নিবিষ্ট। জগৎকারণ হইলেও তিনি  
সাংখ্যের প্রকৃতির ও বৈশেষিকের পরমাণুর স্থায় পরিণামী ও আরম্ভক  
নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ার আকাশাদি রূপে বিবর্তিত হইয়াছেন,  
স্মৃতরাং অভিন্ননিমিত্তোপাদান বিবর্তী কারণ। অভিন্ননিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত  
মূর্তা ( মাকড়শ )। মূর্তা সৃজ্যমান হইলে প্রতি স্বচৈতন্ত্যপ্রাধাত্তে নিমিত্ত  
কারণ এবং স্বশরীরপ্রাধাত্তে উপাদান কারণ। মূর্তা যে স্বত্ব স্বজন করে,  
তাহার উপাদান সে অস্ত্র কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ  
শরীরেই আছে। বিবর্তনশব্দের অর্থও স্নোকে প্রথিত আছে।

“সত্বতোহন্তথাপ্রথা বিকার ইত্যাদীকৃতঃ।

অত্বতোহন্তথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যাদীকৃতঃ।”

সত্য সত্যই একপ্রকার বস্ত্র অন্তপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং  
মিথ্যা অন্তথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত। হৃৎ দধি হয়, তাহা বিকার।  
রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে,  
কিন্তু বিবর্ত। স্মৃতরাং এই দৃষ্ট জগৎ ইন্দ্রজালসদৃশ তাৎক্ষিকসত্যমূর্তী অর্থাৎ  
মিথ্যা। যেমন কোন ইন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগকৃত্যমান মায়ার দ্বারা  
ইন্দ্রজাল স্বজন করে, সেইরূপ, মহামায়ারী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে যেজ্জার  
দ্বারা জগৎ স্বজন করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাপ্রতিই এতৎশাস্ত্রে মায়ার  
নামে অভিহিত হইয়াছে। শুণবতী মায়ার এক হইলেও শুণের প্রভেদে  
প্রভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবের বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্টসত্ত্ব প্রাবল্যে  
মায়ার এবং বলিনমস প্রাবল্যে অবিন্যাস। মায়ার উপহিত ঈশ্বর ও অবিন্যাস  
উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিন্যাস বস্ত্রও বটে। মায়ার



এক, সেজন্য ঈশ্বরও এক। মালিন্যের অপ্রাধিক্য অমুসারে অবিদ্যা নানা, তদমুসারে জীবও নানা। জ্বর, অজ্বর, মানুষ, পশু, ইত্যাদি। মায়ার জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্কেষ্বর, সর্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্কনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অন্নতা বশতঃ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের জীব হওয়া কোন্তের কর্ণের রাধেয় হওয়ার অমুরূপ। অপিচ, যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তন্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনি ব্রহ্মও মনুজাদি উপাধিতে (আধারে) জীব ও তদপগতে ব্রহ্ম।

শাস্ত্র, যুক্তি, অমুভব, তিন প্রকার অমুসন্ধানে পাওয়া যায় যে, বাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহাতে তাহা কল্পিত। যেমন তরঙ্গ বৃন্দ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত অর্থাৎ সে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে, তেমনি, এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদানন্দব্রহ্মসত্তার অধীন। এতদ্বৃষ্টে স্থির করা যায়, সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচৈতন্যে কল্পিত। অজ্ঞ জীব এই আশ্রয়কল্পিত ভাব সাংক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ। বজ্রপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছস্বভাব প্রচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ, স্বীয় অনির্বাচ্য অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই অজ্ঞ জীব দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাভ জ্ঞাত নহে। বিচারাত্মক শ্রবণাদির দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জিত হইলে তখন তাহার বৃত্তিতে পারে (আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য ; অপর সমস্ত আমাতে ও আমারই কল্পিত)

আত্মা আকাশের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন, পূর্ণ, সর্কগত, স্বরশ্মিকাশ ও চৈতন্য। ইহার পাশ্চর অজ্ঞান নামক দোষ ইহাতে প্রথমে বৃথা অহং-প্রতিভাস উৎপন্ন করে। অহং-প্রতিভাস উৎপন্ন হওয়াতেই ক্রমে অসংখ্য দ্বৈত-প্রতিভাস উৎপন্ন হয়। জীব বস্তুতঃ পরম, পরন্তু তিনি পরম হইয়াও স্বীয় পাশ্চর অজ্ঞানের দোষে অপরম অর্থাৎ প্রাদেশিক (পরিহ্রিত) জীব হইয়া আছেন এবং জীবভাব প্রাপ্ত হওয়াতেই বৃথা কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভোগ করিতেছেন। জননী অপেক্ষা অধিক হিতৈষিণী শ্রুতি তাহা বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদপ্রতিপাদক (অভেদবোধক) “তত্ত্বমসি” “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করিয়াছেন।

যদি বল, অভেদ তত্ত্বমসি-বাক্যের মুখ্যার্থ নহে, ঔপচারিক ;, লোকে

যেমন অমাত্যকেও রাজা বলে, তেমনি ঋতি চৈতন্যাংশে ব্রহ্মবৃত্তাবের সাদৃশ্য আছে দেখিয়া জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অথবা জীব ব্রহ্মের অংশ, অথবা জীব ব্রহ্মের সেবক, তৎকারণে ঋতি জীবকে ব্রহ্ম বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সাদৃশ্য থাকিলে সদৃশ বস্তুকে তৎস্বরূপ বলা যায় এবং অংশাংশিতাব সেব্যসেবকতাব অথবা স্বামিতৃত্যতাব থাকিলেও ঐ রূপ প্রয়োগ হইতে পারে। হয় ত ঋতির অতিপ্রায়—অংশাংশিতাব, না হয় স্বামিতৃত্যতাব, না হয় সেব্যসেবকতাব। শঙ্কর বলেন, প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। অংশাংশিতাব অথবা স্বামিতৃত্যতাব অতিপ্রায়ে ঐ সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, ঋতি-সম্বন্ধের পূর্বাগর অমুসন্ধান ও তাৎপর্য বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, অভেদ অর্থ গোণ নহে; প্রত্যুত মুখ্য। বিবেচনা কর, আকাশের স্থায় নিরবয়ব বিভূ পরমেশ্বরের অংশ নিতান্ত অসম্ভব। জীবগণ জৈশ্বরাংশ, এ কথা সত্য হইলে জৈশ্বর অংশী, এ কথাও সত্য হইবে; কিন্তু তাহা অযুক্ত। বিবেচনা কর, অংশী ও সাবয়ব সমান কথা এবং সাবয়ব পদার্থ যে জন্যাবিনাশিত্বাদি দ্বাৰে প্রলিপ্ত তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এবিষয়ে অধিক কি বলিব, তেদঘটিত স্বামিতৃত্যতাব বা সেব্যসেবকতাব ঋতিতাৎপর্যের বিরোধী; সে অল্প তাহা অপ্রমাণ। অপিচ, উপক্রমে ও উপসংহারে পরিপাঠিত \* “সৃষ্টির পূর্বে এ সকল সং অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, অল্প কিছু ছিল না।” “এ সমস্তই ব্রহ্ম” “অদ্বয় ব্রহ্মই আদিতত্ত্ব।” এই সকল ঋতি সুব্যক্তরূপে অদ্বয়-ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া অনন্তর তৎ-প্রতিপাদনার্থ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তেদঘটিত স্বামিতৃত্যতাবে কি অল্পভাবে ঐ সকল ঋতির

---

\* উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ণতা, কলবর্ণন, অর্থবাদ, ও বুদ্ধিবোধনা, এই ছয়টি প্রস্তাবতাৎপর্য ও শাস্ত্রতাৎপর্য বুঝিবার একটু উপায়। উপক্রম—আরম্ভ, উপসংহার—সমাপ্তি। আরম্ভকালের বাক্য ও সমাপ্তিকালের বাক্য যদি একরূপ বা একার্থবোধক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহাই তৎপ্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। অভ্যাসপদের অর্থ পুনঃ পুনঃ। উপক্রম পদার্থের পুনঃ পুনঃ বা বার বার উপদেশ বা উল্লেখ থাকিলে তাহাকে অভ্যাস বলে। সে উপদেশ অন্তত্ব অলঙ্ক হইলে অপূর্ণ। কলবর্ণন, অর্থবাদ (এশংসাদি) ও বুদ্ধিপ্রবর্তন সেই উপক্রম বিষয়েই প্রযোজিত হইয়াছে দেখিলে হির করিবে যে তাহাই তৎপ্রস্তাবের তাৎপর্য।

অন্নমাত্রও তাৎপর্য্য নাই। আরও দেখ, “তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন” “তিনিই এই শরীরে প্রবিষ্ট” ইত্যাদি শ্রুতি স্বহৃষ্ট সংঘাতে (দেহে) অবিকৃত পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) অমুপ্রবেশ উপদেশ করিয়াছেন। ছই একটি ভেদ-শ্রুতি আছে সত্য; পরন্তু সে গুলিও ঔপচারিক অর্থ ব্যক্ত করে। একের ঔপচারিকত্বে অত্রের মুখ্যতা, এ নিয়ম অনুসারে অবশ্যই সেই সেই অভেদ শ্রুতি জীবব্রহ্মের অভেদ অর্থ প্রতিপাদন করিবে। অদ্বয় ব্রহ্মবাদেই “নিকলং নিক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্” ইত্যাদি শ্রুতি সাধু-রূপে সঙ্গত হয়। ইহাই বেদান্তশ্রুতির হৃদয় অথবা বেদান্তনিহিত রহস্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর অভিপ্রেত। শঙ্কর উক্তরূপে শ্রুতিরহস্ত অনুভব করতঃ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মহৃদের বিস্তীর্ণা ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়া ইহপরলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্যাখ্যার নাম শারী-রক ভাষ্য। ভাষ্যমধ্যে তিনি উপরোক্ত তত্ত্বের অমুকূলে নানা যুক্তি, নানা উদাহরণ ও নানা প্রমাণাদি বিন্যস্ত করিয়াছেন। বর্ণিতপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হইবার জন্ত যে সকল কার্য্য করিতে হয় সে সকল কার্য্য, বুদ্ধিনৈশ্ৰল্যের উপকরণ, শ্রুতিবিচারের প্রণালী, সাধনরহস্ত, উপা-সনাতত্ত্ব, কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের ও উপাসনানিবিষ্ট ব্যক্তির উচ্চাচ ফল, জীবমুক্তি, ক্রমযুক্তি ও নির্বাণ মোক্ষ, এ সমস্তই বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গাগত স্বর্গনরকাদি ফলভোগের কথাও বলিয়াছেন। ঈদৃশ শাঙ্করভাষ্য প্রাহুর্ভাবের পূর্বে বোধায়ন মূনির ও আচার্য্য উপবর্ষের বৃত্তি বা ভাষ্য ছিল। তাঁহার। যে কি মর্মে বেদান্তহৃদের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। শুনা যায় এবং রামানুজস্বামীর ভাষ্য দৃষ্টে জানা যায় যে, বোধায়ন ও উপবর্ষ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর ব্যতীত অত্র কেহ নির্কিংশেবাদ্বৈত হৃদঙ্গত করেন নাই। নির্কিংশেবাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্থ এই যে, ব্রহ্ম একরূপ, তাঁহার আর কোন রূপ বিশেষ অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত, কোন রূপ প্রভেদ নাই। এ সকল ভেদপ্রতিভাস (বিশ্ব) মায়িক। স্ততরাং মিথ্যা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্থ এই যে, অত্র বিপ্রকার ভেদ না থাকুক, স্বগত ভেদ আছে। বৃক্ষ এক বটে; পরন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, ইত্যাদি নানা ভেদ আছে। সে সকল বৃক্ষ ছাড়া নহে;

অথচ তির। সেইরূপ, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার নানা ভেদ আছে। জীব ও জীবোপজীব্য জগৎ তাঁহারই প্রভেদ অথচ তাঁহা ছাড়া নহে। তিনি সেব্য, জীব সকল তাঁহার সেবক। এই মত রামানুজ ও মধ্ব স্বামীর। রামানুজ স্বামীর ও মধ্ব মুনির মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ এই——

রামানুজ বিশিষ্টাষ্টৈতবাদী ও তিন পদার্থবাদী। তাঁহার মতে চিৎ, জড় ও জৈশ্বর, এই তিন তত্ত্ব প্রধান। চিৎ—জীব। জড়—দৃশ্য জগৎ। জৈশ্বর—পরমাশ্রা হরি। জীব ভোক্তা, দৃশ্য জগৎ তাহাদের ভোগ্য, এবং জৈশ্বর তৎসমুদায়ের নিয়ন্তা। দৃশ্য জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। ভোগ্য, ভোগের উপকরণ ও ভোগের আরতন। জৈশ্বর এই ত্র্যম্বক জগতের কর্তা ও উপাদান ন্যায়বিৎ গৌতম প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রভৃতিকে বিশ্বের উপাদান কারণ বলেন, কিন্তু রামানুজ তাহা বলেন না। রামানুজ বলেন, ভগবান্ হরি নিজেই নিজসৃষ্টির উপাদান এবং তিনিই পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবান্, পুরুষোত্তম, বাসুদেব, ইত্যাদি ইত্যাদি নামে ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পরম-কারুণিক ও ভক্তবৎসল। যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করে, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের উপাসনানুরূপ ফল প্রদান করেন। ভক্তবৎসলতা বিধায় তিনি লীলাবিশেষের বশবর্তী হন, হইয়া অর্চা, বিভব, বাহ, হুস্ম ও অন্তর্ধামী ভেদে ব্যপদিষ্ট হন। তদীয় ভক্তগণ সোপানারোহণ জ্ঞান পূর্ব পূর্ব মূর্তির উপাসনা করিয়া পর পর মূর্তির অন্তর্গত লাভে চরম সোপানে গিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন।\* উপাসক জীব পূর্ব পূর্ব উপাসনার বাসুদেবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের পরম শত্রু হ্রিতনিচয় ক্ষয় করিয়া উত্তরোত্তর উপাসনার অধিকারী হয়। অর্চা=প্রতিমা। বিভব=অবতার সমূহ। বাহ=সম্বর্ষণ, বাসুদেব, প্রজ্ঞান, অনিরুদ্ধ, এই চার রূপ। বাসুদেব=সম্পূর্ণ বড়-গুণ। এই বাসুদেবই বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্ম আখ্যায় প্রথিত। হুস্ম ও অন্তর্ধামী মূর্তি জীবন্ত ও জীবপ্রেরক রূপে বিজ্ঞেয়।

রামানুজ বলেন, উপাসনা পাঁচ প্রকার। অতিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। অতিগমন শব্দে ভগবৎস্থানের মার্জন ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি দান। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, নামজপ, তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ণনাদি ও ভগবন্তত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রের

অভ্যাগ। যোগ শব্দে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভাস্তান। এই পঞ্চবিধ উপাসনার  
অগ্নে অগ্নে ভক্তিনামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন  
অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাকে আবৃত্তিরহিত  
স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। তাহাই শাস্ত্রাস্তরের মোক্ষ। ধ্যানাদি  
সহকৃত ভক্তির দ্বারাই ভগবন্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়; অন্ত উপায়ে নহে।  
ভগবন্ত্ব সাক্ষাৎকার তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া হয় না।

৬ রামানুজ আরও বলেন, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। ভক্তি  
জ্ঞানবিশেষ, জ্ঞানের সার বা ফল। তাহা ইতরবৈতৃক্ষ্যরূপিনী। ভগবান্ ব্যতীত  
আর সমস্ত যখন হয় গোচরে আইসে তখন যে অনন্তপরা বা অচলা  
ভক্তি বিকাশমানা হয়, সেই ভক্তিই ভক্তি। বৈরাগ্য ব্যতীত তাদৃশী  
ভক্তি লাভ করিবার আশা করা যায় না এবং বৈরাগ্যও সম্বৎসরী ব্যতীত  
উৎপন্ন হয় না। সম্বৎসরী আহাঙ্গাদির শুদ্ধতা হইতে অগ্নে অগ্নে হইয়া  
থাকে। স্বামী রামানুজ এইরূপ এইরূপ তাৎপর্যে ব্যাসকৃত ব্রহ্মহৃদয়ের বৃত্তি  
রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই বৃত্তি এক্ষণে ভাষ্য নামে প্রথিত।

মধ্বাচার্যের মত প্রায় ঐরূপ; কোন কোন অংশে কিছু কিছু প্রভেদ  
আছে। জীব অণুপরিমাণ, তাহার ভগবানের দাস, বেদ নিত্য ও অপৌরু-  
ষেয়, পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র জীবের আশ্রয়নীয়, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এই  
কয় বিষয়ে মধ্ব রামানুজের সহিত একমত; পরন্তু তত্ত্ববিভাগ ব্যবস্থায় অন্ত-  
মত। মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী এবং তন্মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র।  
অশেষ-সদৃশ ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র তত্ত্ব; জীব ও জড়জগৎ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব।  
ভগবদাস জীব ভ্রমবশতঃ ভগবদাত্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সাম্য ইচ্ছা করিলে  
অর্থাৎ অহংব্রহ্মাশ্মি উপাসনায় নিবিষ্ট হইলে অধঃপতিত হয়। সে জন্ত,  
অস্বতন্ত্র ও সেবক জীবের ভগবদাত্মই পরম অবলম্বনীয়। অধিক কি বলিব,  
পরমসেবা ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের পক্ষে অন্ত কর্তব্য নাই।

মধ্বমতে সেবা প্রধানতঃ ত্রিবিধ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। সর্বদা  
ভগবৎরূপের স্মরণ হইবে, এই আশায় তন্মতাবলম্বীরা শরীরে গদাচক্রাদি  
নারায়ণাত্মের প্রতীক্কে অঙ্কিত করেন। সর্বদা তাঁহার নাম স্মরণ পথে  
ধাকিবে, সেই আশায় তাঁহারা পুত্রাদির “কেশব” “কৃষ্ণ” প্রভৃতি নাম

রাধিয়া থাকেন। এ সকল ব্যাপারও তদ্ব্যতীত সেবা বলিয়া গণ্য। ভজন দশ প্রকার। দয়া, ভগবৎস্মৃতি ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক। সত্যবাক্য, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য ও স্বাধ্যায়, এই চার বাচিক। দান, পর-পরিত্রাণ ও পূজা, এই তিন কার্যিক। ২

পরম সেবা স্বতন্ত্র তত্ত্ব ভগবানের প্রসন্নতা লাভই অন্ততঃ সেবক জীবের পরমপুরুষার্থ। কিন্তু তাহা ভগবৎগুণোৎকর্ষজ্ঞান ব্যতীত হয় না। সে জ্ঞান তত্ত্বমশাদি বাক্য শ্রবণে জন্মে না। অন্ধন, নামকরণ ও ভজনের দ্বারাই তাহা লব্ধ ও স্থিরতর হয়। “তত্ত্বমসি” বাক্য “অগ্নির্মাণবকঃ” ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ। নির্লীণমুক্তি বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় কথামাত্র, সাক্ষ্য সালোক্যাদি মুক্তিই পরমার্থ। মধ্ব মুনি এই ভাব হৃদিশ্চ করিয়া ব্রহ্মহৃৎ-ভাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বল্লভাচার্য্যের মতও সংক্ষেপে বলি, প্রণিহিত হউন।

জীব অণু, সেবক, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এ সকল বিষয়ে বল্লভ মধ্ব-মুনির সহিত একমত। প্রভেদ এই যে, মধ্বমতে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু মুখু জীবের সেবা, বল্লভমতে গোলকাধিপতি ত্রীকুঞ্চ মুখু জীবের সেবা। মধ্ব বলেন, অন্ধনাদিভেদে সেবা ত্রিবিধ; বল্লভ বলেন, সেবা দ্বিবিধ। ফলরূপা ও সাধনরূপা। সর্বদা কৃষ্ণশ্রবণচিত্ততারূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং জব্যাপর্ণাদি নিষ্পাদ্য ও কারব্যাপারনিষ্পাদ্য শারীরী সেবা সাধনরূপা। বলেন, বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই মোক্ষ; বল্লভ বলেন, গোলোকস্থ পরমানন্দ-সন্নাহ বৃন্দাবনে ভগবদুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডরাসরসোৎস নির্ভররসাবেশে পতিভাবে ভগবান্কে সেবা করাই মোক্ষ। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-মার্গ কিছুই নহে, ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, প্রীতিমার্গই সর্বোৎকৃষ্ট। বল্লভ সম্পূর্ণ বৈতবাদী হইয়াও জীবাত্মার ও পরমাাত্মার শুদ্ধতা বর্ণন করিয়াছেন, সেজন্য তদ্ব্যতীত শুদ্ধ বৈতবাদ নামে প্রখ্যাত। এতদ্বিধ আর যে সকল কথা আছে সে সকল তাঁহাদের দর্শনে দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর বৈতবাদী দিগের কথিত প্রকার মুক্তিকে স্বর্গ মধ্যে গণনা করেন। বিশিষ্টাবৈতবাদী রামানুজ ও শুদ্ধবৈতবাদী বল্লভ প্রভৃতির অভিপ্রায় তাঁহার অনুমোদনীয় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, যাবৎ না অদ্বৈতব্রহ্মপ্রতিপত্তি

হয় তাবৎ অমোক্ষ। ভগবৎসারূপ্য ও ভগবৎস্থান লাভ করিলেও কোন না কোন কালে তৎপরিচ্যুত হইতে হইবে। পদে পদে সেবকের সেবাপরোধ সংঘটন হইয়া থাকে। সে দিন তাহা ঘটবে সেই দিনেই আবার সংসার আসিবে। ভগবানের নিত্য পার্শ্বদ জয় বিজয় তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব, সাযুজ্য সারূপ্য সালোক্য, এ সকল মুক্তি পরম মুক্তি নহে; কিন্তু গোণ মুক্তি। অর্থাৎ আত্মনিক মুক্তি। ঐ সকল মুক্তি কল্পী দিগের মধ্যে স্বর্গ নামে পরিচিত। মোক্ষের অস্ত্র নাম অমৃত। যাহারা কৰ্ম্মপ্রভাবে দীর্ঘকাল স্বর্গস্থ-সন্দোহে অবস্থান করে, শাস্ত্র, প্রশংসা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকেও অমৃতী বলেন। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ বলেন। অথচ তাহারা প্রকৃত মুক্ত নহে। যোক্ত উৎকর্ষাপ-কর্ষ-শূন্য, একরূপ ও একরস। সুতরাং তাহা অদ্বয়। অদ্বয় ব্যতীত সম্বন্ধে সংসার ভয় নিবারিত হয় না, ইহা প্রতি উঠে রবে বলিয়াছেন। “দ্বিতীয়ানৈব ভয়ন্তবতি।” ইত্যাদি। শঙ্কর দর্শনে এইরূপ অনেক কথা আছে, সে সকল ভক্তস্থানে দ্রষ্টব্য। ভূমিকা উপলক্ষ্যে তদীয় মতে সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইল; তাহার বিস্তৃতভাব বৃদ্ধিতে হইলে সমুদায় ভাষ্যানুবাদ দেখা আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর যে প্রথমতঃ ভাষ্যভূমিকা লিখিয়াছেন এক মাত্র সেই ভূমিকাই অদ্বৈত প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। বলা বাহুল্য যে, শঙ্করের অধ্যাসভাষ্য যার পর নাই সুগভীর, যুক্তিপূর্ণ ও অদ্ভুত। তাহা পাঠ মাত্রে বিজ্ঞ পাঠকের চিত্ত প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। ভাষ্য পাঠে মন যে কিরূপ প্রফুল্ল হয় তাহা বর্ণনাভীত এবং অব্যবহিত পরেই তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। ইত্যলম্।

শিবমস্ত।

---

# ভাষ্যস্থিত শ্রুতির অনুক্রমণিকা ।

## ১ ম অধ্যায়

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
অ		অথোক্তয়েণ ...	৩৩৬
অস্ত মহতো ভূতস্ত ...	৮০	অথ যচ্ছ ...	৩৩৭
অন্নমাত্মা ব্রহ্ম ...	৮৭, ২৭৭	অষ্টৈব শরীরস্ত ...	৩৩৮
অশরীরং বাব সত্ত্বং ১০৮, ১৪৩, ৪৫৪, ৫৫৫		অদৃষ্টোহশ্রুত ...	৩৪৪
অশরীরং শরীরেব ...	১০৯	অদৃষ্টো দ্রষ্টা ...	৩৪৬
অপ্রাপণো হুমনাঃ শুভ্রঃ ১০৯, ২৯১, ২৯৮		অথ পরা ...	৩৫০
অত্রৈব ধর্মাদভ্রাতাধর্মাদ্ ১১১, ৫৮৮		অক্ষরাৎ পরতঃ ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬১, ৫৭৯	
অভয়ং বৈ জনক ...	১১২	অগ্নিমূর্কী চক্ষুর্বা ...	৩৬১
অনন্তং বৈ মনো ...	১১৩	অতশ্চ সর্বা ...	৩৬২
অন্তদেব তদ্বিদিভাদধ ১১৬		অয়মগ্নির্কৈবানয়ঃ ...	৩৬৬
অপাণিপাদো ...	১১৯	অমৃতশ্চৈব সেতুঃ ...	৩৮৭
অন্নময়ং ...	১২৬	অন্তা বাচো ...	৩৯২
অসন্নেব স ভবতি ...	২১৫	অথ যত্রাত্মং ...	৪০২
অথ য এষ ...	২২৭, ৪৪২, ৪৬১	অস্তি ভগবঃ ...	৪০৪, ৪৭২
অশকম্পর্শম্ ...	২৩৩, ৫৮৫	অতি বাদ্যাসি ...	৪০৪
অস্ত লোকস্ত ...	২৩৫	অতি বাদ্যাত্মীতি ...	৪০৪
অথ যদন্তঃ পরো ...	২৪৯, ২৬৭	অতোহন্তদার্তম্ ...	৪১৪
অথ ধনু ...	২৬৯, ২৯০	অথ যদিদ ...	৪২৬
অহং ব্রহ্মাস্মি ...	৩০৮	অথ য ইহাশ্বান ...	৪৩৬
অনন্নমন্তোহতি ...	৩২১	অগ্নিন্ কামাঃ ...	৪৩৬
		অদ্বুষ্টমাত্রঃ পুরুষঃ ৪৭১, ৪৭৬	



শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
অগ্নিকীৰ্ত্তা অকাময়ত ...	৫১৪	আত্মন এবদং সৰ্বং ...	১৮৮
অগ্নিঃপাদো বায়ুঃপাদঃ ...	৫১৭	আত্মন এষ প্রাণ ...	১৮৮
অহ হারেছা ...	৫৩৭	আত্মাহ্বেষ্টব্যঃ ...	২০৭
অথ হ শৌনকঃ ...	৫৪৩	আকাশং ব্রহ্ম ...	২৩৯
অন্তঃ ধৰ্ম্মাৎ ...	৫৫৩, ৫৮৮	আকাশোহেবৈ ...	২৩৯
অনেন জীবেন ...	৫৫৭, ৬৫২	আকাশো হ বৈ ...	২৩৯, ৫৫৭
অয়ং পুরুষঃ ...	৫৬১	আয়ুরমৃতং ...	২৮৬
অয়ং শরীর ...	৫৬১	আত্মানং রথিনং ...	৩২০, ৫৭০
অনঙ্গাগতং পুণ্যেন ...	৫৬৩	আচার্যাস্ত ...	৩৩১
অজামেকাং ...	৫৯৭	আদিত্যাৎ ...	৩৩৭
অৰ্কাখিলশ্চমস ...	৫৯৯	আদিকৰ্ত্তা স ...	৩৬৩
অসম্বা ইদমগ্র ...	৬১৯, ৬২৬, ৬২৭	আকাশো বৈ নাম ...	৪৪১
অসদেবেদমগ্র ...	৬২০	আত্মন আকাশঃ ...	৬১৯
অগ্নেন সৌম্য ...	৬২৪	আত্মনি বিজ্ঞাতে ...	৬৪৯
অসন্নেব স ...	৬২৬	আত্মনি খবরে ...	৬৬৭
অঐজৈব মা ...	৬৫৬	ই	
অন্তোহসাবন্তোহং ...	৬০৯	ইদং সৰ্বং যদন্নমাত্মা ...	১২৬
অতুলমনগ্ন ...	১৯১	ইদং সৰ্বমসৃজত ...	২২২, ৬২৩
অবাগমনাঃ ...	২৭৪	ইদং বাব ...	২৫৩
আ		ইদং শরীরং ...	২৭১, ২৮৩, ২৮৬
আনন্দাক্ষেপ ষষ্মিমানি ...	৭৭	ইমাঃ সৰ্বাঃ ...	৪৩৭
আত্মা বা ...	৮৭, ৯৭, ১৬৩, ৬২৩, ৬৪২	ইমামেব ...	৫১৮
আত্মেত্যেব ...	৯৭	ইন্তো হ বৈ ...	৫২৩
আত্মানমেব ...	৯৭	ইন্দ্রিয়েভ্যঃ ...	৫৭১
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ১১২, ২০৬, ২১৮		উ	
আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ ...	১১৭	উত তমাদেশমপ্রাকঃ ...	১৮৩, ৬৬৫
আপ এব তদশিতং ...	১৮৬	উত্তিষ্ঠা যজ্ঞেত ...	৬১৫

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
উ		একশতং হ বৈ	... ৪৭৮
উক্কং বিমোক্ষায়ৈব	... ৫৬৩	এত ইতি বৈ	... ৪৮৯
ঋ		এষ সম্প্রসাদো	... ৫৫৩, ৬৫১
ঋচোহুঙ্করে পরমে	... ২৪১	এষ সর্বেষু	... ৫৭৫, ৫৮৫,
ঋতং পিবন্তৌ	... ৩১৩	একমেবাদ্বিতীয়ম্	... ৬২৩
এ		এতন্মাদাত্মনঃ	... ৬৪০
এষ হেবানন্দয়াতি	... ২০৪	এতেত্যো ভূতেভাঃ	... ৬৫৫
একোদেবঃ সর্বভূতেষু	২১৭, ৬০৫	একেন লৌহমণিনা	... ৬৬৬
এষ সর্বেষরঃ	... ২২৯, ৪৪০	ঙ	
এতং হেব	... ২৬৩	ঔকার এবোদং	... ৪১৬
এষ লোকপালঃ	... ২৭৩	ক	
এষ আত্মা	... ২৯৩	কো হেবান্যাত্	... ২১৮
এতমিতি	... ৩০০	ক ইথা বেদ	... ৩১৩
এষ ম আত্মা	... ৩০৪	কস্মিন্ ভগবো	৩৫৭, ৩৯৮, ৪১৫, ৬৬৬
এতং সংব্রাম	... ৩২৮	কো ন আত্মা	... ৩৬৪, ৩৬৭
এষ ত আত্মা	... ৩৪৪	কতমচ্চাত্ত	... ৩৮৪
এতন্মাজ্জায়তে	৩৬১, ১২পৃ. ৩৬২	কিং তদত্র	... ৪৩০
এষ সর্বভূতান্তর	... ৩৬১	কতি দেবা	... ৪৮১
এতন্মাদধীষ এষ	... ৩৬২	কতমে তে	... ৪৮১
এষ তু বা	৪০৮, ৪০৯, ৪১০	কথমসৌ বা	... ৫১৬
এষোহুস্ত পরম	... ৪১৪	কং বর	... ৫৪০
এতস্মিন্	... ৪১৭, ৫৭৯	কতম আশ্বেতি	... ৫৫৯
এতস্ত যাক্ষরস্ত	... ৪১৮, ৪৪০	কুতস্ত ধনু	... ৬২০
এতর্হে সত্যকাম	... ৪২০	কৈষ এতদ্বালাকে	... ৬৪০
এতন্মাজ্জীবঘনাং	... ৪২২	কর্তারমীশং	... ৬৭২
এষ আত্মাগহতপাপ্মা	... ৪৩২	কতমা সা	... ২৪২
এতদ্বেব তে	... ৪৪৬, ৪৫৭		

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
গ		তন্তু ভূরিত্তি শিরঃ	... ২৫৩
গায়ত্রী বা ইদং	... ২৬২	তন্তুবা দৃষ্টিঃ	... ২৫৩
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং	... ৩১৯	তদেতদৃষ্টং	... ২৫৪
জ		তাবানন্ত মহিমা	... ২৫৫, ২৬৫
জ্যায়ান্	... ২৯৭, ২৯৯	তমেব ভাস্তমহু	... ২৫৭
ত		তে বা এতে	... ২৬৩, ২৬৬
তদ্ যথেষ্ট কর্মচিতো	... ৪৪, ৪৩৪,	তমেব মে	... ২৭২
তদ্বিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্ম	... ৫০	তমেব বিদিত্বা	২৭২, ৫৫২, ৬২৫
তৎ কেন কং পশ্চেৎ	... ৮৮	ত্রিশির্বাণং স্বাষ্ট্রং	... ২৭৪
তদান্মানমেবাবেদহং	... ১১২	তথা প্রাণ এব	... ২৭৬
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ	১১২	তদ্ যথা ব্রহ্মস্বরেণ	... ২৭৬
তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষিঃ	... ১১২, ২৭৮	তন্তু মে তত্র	... ২৭৯
স্বং হি নঃ পিতা	... ১১২	তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ	... ২৮১
তদ্বৈদ্যমুদিতকষায়	... ১১৩	তা বা এতা	... ২৮৭
তদ্ব্যসি ১১৪, ২৮৪, ৩০৮, ৩২৩, ৬২৫,		স্ব স্ত্রী স্বং পুমান্	... ২৯৮
	৬৫৩	তদ্ব্যয়ন্যঃ পিঙ্গলং	... ৩১১, ৩২৪,
তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি	... ১১৬		৩২১
তদ্ব্যপনিষদং পুরুষং	... ১৩২	তং হৃদিশং	... ৩২১, ৫৯৩
তদ্ব্যথা অহিনির্লয়নী	... ১৪৭	তদ্যদ্যপ্যস্মিন্	... ৩২৮
তদ্বৈজ ঐক্যত	... ১৭২	তদ্ব্যদিত্তি নাম	... ৩৩০
তদ্বৈক্যত	... ১৭৩, ৬২২	তদ্ব্যদিত্তিঃ	... ৩৬২
তদ্ব্যসি স্বৈতকেতো	... ১৭৫	তন্তু হ বা	... ৩৬৫
তং যথা বধোপাসতে	... ১৯৩	তমেবৈকং জানথ	৩৮৮, ৩৯২, ৩৯৭
তস্যর্ক নাম	... ২৩১	তমেব ধীরো বিজ্ঞায়	... ৩৯৪
তদ্ব ইমে	... ২৩১	তং না তগবান্	... ৪১২
তদ্ব্যথা এতদ্ব্যং	... ১৮৮, ২৩৮	তদ্বৈদ্যমুদিতকষায়	... ৪১২
তদ্ব্যং ত্রিভুজং	... ২৫২	তদ্ব্য এতদ্ব্যয়ং	... ৪১৯

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
তৎকেন ক্রমু	... ৪৩০, ৪৩৪	দহরোহিনিস্তর	... ৪৩৯, ৪৬৩
তদ্ যত্রৈতৎ	... ৪৪৬	ধ	
তস্ত ভাসা	... ৪৬৭	ধ্যায়তীব	... ৪৬২
তদেবা জ্যোতিষাং	... ৪৬৭, ৬১৬	ন	
তেবাং যে যানি	... ৫১২	ন হ বৈ সশরীরস্ত	... ১০৮
তদযো যো	... ৫২৩	ন দৃষ্টেঐষ্টারং	... ১১৭
তে হোচুর্হস্ত	... ৫২৩	ন তস্ত কার্য্যঃ করণক	... ১১৯
তস্মাচ্ছ্রো	... ৫৩৭	নাত্তোহতোহস্তি ঐষ্টা	১১৯, ২০৯,
তং হোপনিন্যো	... ৫৪৫		৩০২, ৩০৭, ৩০৮, ৩৪৮
তদেব শুক্রং	... ৫৫০	নিফলং নিজিয়ং	১২০, ৬৬৪
তৎ ব্রহ্ম	... ৫৫৯	ন বাচং বিজিগ্যাসীত	১৭১, ২৬৯, ২৭৬,
তদ্বেনং তর্হি	৫৭৭, ৬২১, ৬২৬		২৮০, ২৮৪, ৮শূ০
তে ধ্যানযোগানুগতা	... ৬০২	ন প্রাণেন	... ২৮৪, ৫৫১
তত্ত্বোহিস্থজত	... ৬১৯, ৬২৩	ন বা এবষিদ	... ৩২৩
তর্কক আহ	... ৬২০, ৬২৮	ন শৃণোতি	... ৪০৫
তরতি শোকমান্ববিৎ	... ৬২৫	নাশ্চদতোহস্তি	... ৪১৯
তৎ সত্যমিত্যাচকতে	৬২৭	নাহং খবরমেবং	... ৪৪৭, ৪৫৭
তদপ্যেব শ্লোকো	... ৬২৭	ন হি বিজ্ঞাতুঃ	... ৪৫৭
তৎ সদাসীদিতি	... ৬২৭	ন তত্র স্বর্ঘ্যো	... ৪৬৪
তত্র কো মোহঃ	... ৬৫৯	নৈতদব্রহ্মণো	... ৫৪৬
তৎ সৃষ্টা	... ৬৬১	ন জায়তে	... ৫৮৮, ৫৯১
তদান্মানং বরমকুরুত	... ৬৭০	ন বা অরে সর্বস্ত	... ৬৪২
তস্ত প্রিয়মেব শিরঃ	... ২১৩	ন বা অরেহং	... ৬৫৬
দ		প	
দ্বা সুপর্ণা	৩২১, ৩২২, ৩৯৮	পণ্ডিতোমেধাবী	... ৭১
যে বিদ্যো	... ৩৫৬	প্রাজ্ঞেনান্মনা	... ১৮৬
দিব্যোহমূর্ত্তঃ	... ৩৫৯	প্রত্যোতর্ষী দেবতা	... ২৪২

ক্রতি	পৃষ্ঠা
প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য	২৪৩, ২৪৮, ৬৩৯
প্রাণস্ত প্রাণং	... ২৪৭
পরো দিবঃ	... ২৫১
পাদোহস্ত বিম্বাভূতানি	... ২৬৫
প্রতর্দনোহ বৈ	... ২৬৮
প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা	২৭৪, ২৭৯, ২৮২
প্রাণো ব্রহ্ম	... ৩৩১, ৩৩২
পৃথিব্যেব	... ৩৪২
প্রবা হেতে	... ৩৫৭
পরীক্ষ্য লোকান্	... ৩৫৮
পুরুষ এবেন্দং সর্কং	৩৬৩, ৩৬৪, ৩৮৯
পুরুষেহস্ত	... ৩৭১
পুরুষবিধং	... ৩৭৭
প্রাদেশমাত্রনিব হ বৈ	... ৩৮১
প্রাণায়ম এতৈবতস্মিন্	... ৪০৫
পুরুষান পরং	... ৪২৫, ৫৮৫
পরঞ্চাপরঞ্চ	... ৪২৫
পৃথ্যগ্বেজো	... ৫৩৩
পশ্য হ বা এতং	... ৫৪৭
পরং জ্যোতিঃ	... ৫৫৬
পঞ্চ সপ্ত	... ৬০৮
প্রাণস্ত প্রাণমূত	... ৬১৩
প্রাণেহর্পিতা	৬১৪, ৪০৬
পশ্যঃশক্:	... ৬২৯
প্রাণো বা অমৃতম	... ৪০৬
ভ	
ভৃগুর্কৈ বারুণিঃ	... ৭৬, ৪৭৮

ক্রতি	পৃষ্ঠা
ভীষাস্বাধাতঃ পবতে	... ৩৪০, ৫৫২
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রহিঃ	... ৩৯৩
ভূমা য়েব	... ৪০১
ভয়াদস্তাশিস্তপতি	... ৫৫১
ম	
মনোরজ্যোত্মাপাসীত	১১৪, ৩৭৩
মামেব বিজ্ঞানীয়া	২৭৪, ২৮২
মনোময়ঃ	... ২৯৩, ২৯৭, ৩৭৩
মূর্ধৈব স্ততেজা	... ৩৭২
মৃত্যোঃ স মৃত্যু	... ৩৯১
মেধাতিথিং হ	... ৫২৩
মৃদব্রবীদাপোত্রবন্	... ৫২৪
মহতঃ পরমব্যক্ত	... ৫৬৮
মায়াস্ত	... ৫৮০, ৬০২
মহাস্তং	... ৫৯৬
মহত্ত্বমনস্তমপারং	... ৬৪৪
মহিমান এতৈব	... ৪৮১
য	
যতো বা ইমানি ভূতানি	৫০, ৬৬, ৭৬, ৬৬৯
য আত্মাহিপহতপাপ্মা	৯৭, ২৩০, ২৯৭, ৪৪০, ৪৪৫, ৫৫৪
যেনেন্দং সর্কং	... ১১৬
যদ্বাচাহনভাদিতং	১১৬, ২৮৪
যস্তামতং তস্ত মতং	... ১১৭
যঃ সর্কজঃ সর্কবিদ্	১৬৪, ৩৫৩, ৩৫৫
যত্রৈতং পুরুষঃ স্বপিতি	১৮৪

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
যথায়েজ্জলতঃ ...	১৮৮	য আত্মনি ...	৩৪৮
যত্র হি দৈতমিব ভবতি ...	১৯০	যত্র হি দৈতমিব ...	৩৫০
যথা ক্রতুরগ্নিন্ লোকে ...	১৯৩	যথোর্ণনাভিঃ ...	৩৫১, ৬৭২
যোহন্তোহস্তরাষ্ট্রা ...	২০৫	যদা তদক্ষরম্ ...	৩৫৩
যদা হেবৈষ ...	২১০	যেনাহকরঃ ...	৩৫৫
যতো বাচো নিবর্তন্তে ২১৭, ২১৯		যো ভাতুনা ...	৩৭২
যত্র নাত্তৎ পশ্চতি ২১৭, ৪০২, ৪১৩		য এষোহনস্তোহব্যক্ত ...	৩৮৩
যদেষ আকাশঃ ২১৯, ২৩৬		যগ্নিন্ দ্যৌঃ ৩৮৬, ৪০১, ৪৬৯	
য এষঃ ২২৮, ২২৯, ২৩০, ৩২৫, ৩৩৮		যদা সর্গে ...	৩৯৪
৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫৫, ৪৫৬, ৬৪১		যো বৈ ভূম্বা ৪০৬, ৫পুং, ৪১৪, ৭পুং	
য আদিত্যে তিষ্ঠন্ ...	২৩৪	যথা বা অরা ...	৪০৬
যদা বৈ পুরুষঃ ...	২৪৪	যদপ্যোক্তারঃ ...	৪১৭
যদা স্পৃগঃ ...	২৪৬, ৫০৮, ৬৪০	যঃ পুনরেতং ...	৪২১
য এবং বেদ ...	২৫৪	যথা পাদোদরম্বচা ...	৪২৫
যো বৈ প্রাণঃ ...	২৮২	যাবান্ বা ...	৪২৭
যথাহৈশ্র ...	২৮৬	যদিদমগ্নিন্ ...	৪৩৫
যন্ত ব্রহ্ম ...	৩০৯	যজেন বাচঃ ...	৫০৫
যেরং প্রেতে বিচিকিৎসা ৩১৪, ৫৮৭,		যো ব্রহ্মাণং বিদধতি ৫১১, ৫৭৩	
৫৮৮, ৫৯০		যো হ বা অবিদিত্বা ...	৫১১
যত্র বাস্তব ভবতি ...	৩২৪	যদিদং জ্যোতিঃ ...	৫১৮
যত্র স্ত্র সর্গং ...	৩২৪, ৪১৩	যত্শৈ দেবাতারৈ ...	৫৩১
যঃ পৃথিব্যাং ...	৩২৯, ৩৪০	যদিদং কিঞ্চ ...	৫৪৮
যদ্বা কং ...	৩৩২	যত্রৈতদস্মাৎ ...	৫৫৪
যথা পুরুষপলাশে ...	৩৩৪	যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ ৫৬০, ৫৬২, ১০পুং	
য ইমঞ্চ লোকং ...	৩৪০	যচ্চানদ্বাগতন্তেন ...	৫৬৩
যঃ পৃথিবী ...	৩৪৪	যচ্ছেষাশ্বনসী ৫৭৫, ৫৮৬	
যো বিজ্ঞানে ...	৩৪৮	যদেবেহ ...	৫৯২

ক্রতি	পৃষ্ঠা
বদধেরোহিতং	... ৬০১
বসিন্ পঞ্চ ...	৬০৬, ৬১৩
যো বৈ বালাকে	... ৬৩০
য এবোহস্তর্কদয়	... ৬৪১
যে নাহং নামৃত্য	... ৬৪৬
যথা নদ্যাঃ স্তন্য	... ৬৫১
যত্র হি ষৈতমিব	... ৬৫৭
যত্র যন্ত সর্কমায়ৈব	... ৬৫৭
যথা সোটেম্যকেন	... ৬৬৬
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ	... ৬৬৭
বহুভবোনিং	... ৬৭২

র

রসো বৈ সঃ	... ২০৭, ২১৮
রাভেদাতুঃ পরায়ণং	... ২৪০
রক্ষিতঃ	... ৩২৬, ৩৩৯

ল

লোকাদিময়িং	... ৫৮৮
-------------	---------

ব

ব্রহ্মবিদ্যামোতি পবং	... ৪৫, ৬২৫
ব্রহ্মবেদম্ সর্কম্	... ৮৮
ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মব	... ১১২
বায়ুর্কায় সর্কগঃ	... ১১৪
বিজ্ঞানমানসং	... ২১৮, ২৪০
বসন্তে জ্যোতিষা যজ্ঞত	২৪৮
বাটচ বা হুঃ	... ২৫৭
বাগেবাতাঃ	... ২৮৬
বিজ্ঞানমাহং	... ৩৩২

ক্রতি	পৃষ্ঠা
বায়ুর্কায় গোতম	... ৩৮৭
ব্রহ্মবেদম্ সর্কম্	... ৩৮৯
বাখাব নারো	... ৪০৮
বায়ুর্কৈ কেপিষ্ঠা	... ৫২৭
বায়ুবেব ব্যষ্টির্কায়ুঃ	... ৫৫০
বরাণামেষ বয়ঃ	... ৫২০
বুদ্ধেবাত্মা মহান্	... ৫২৬
বেদাহমেতং	... ৫২৬
বিজ্ঞাতারমরে	... ৬৪৫
ব্রহ্ম তং পরাদাদ্	... ৬৪৭
বেদান্তবিজ্ঞান	... ৬৫২

শ

শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ	... ৭১, ১০১
শ্রুতং হেব	... ৪০৩

স

সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীং	
৮৭, ১৬২, ১৭৩, ৬২০, ৬২৩, ৬৫৮	
স জ্ঞানং চক্রে	... ১৬৩
সেয়ং দেবতৈকৃত	... ১৭৩
স য এবোহগিমান	... ১৭৪
স বা এব আত্মা	... ১৮৫
স কারণং কবণা	... ১৮৮, ১৮৯
সত্যং জ্ঞানমনস্তং	... ২০৪, ২১৭, ৪১১, ৬২২
সৌকাময়ত	২০৬, ২১০, ২২০, ৬২৬, ৬৬৯
স বা এব	... ২১৬

ক্রতি	পৃষ্ঠা	ক্রতি	পৃষ্ঠা
স ভগবঃ	... ২২৮, ৪১২	স জ্ঞানদ	... ৪৩৬
স্বৈ মহিম্বি	... ২২৮,	স এতম্মাক্ষীবধনাং	... ৪৩৩
সৰ্গকৰ্ম্মা	... ২৩৩, ২২৩,	সতা সৌম্য	... ৪৩৬
সৰ্গাণি হ বা	২৩৭, ২৩৮, ২৪৫, ৫৭১	স বা এষ মহানজ	... ৬৫২, ৬৬২
স এষ পরঃ	... ২৪০	স জ্ঞানাক্ষে	... ৬৬৩
সৰ্গং খৰিৎ ব্রহ্ম	২৬২, ২২০, ২২১,	স যথা হৃদ্যতে	... ৬৬৩
	২২২	সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ	... ৬৭৩
সৈবা চতুশ্চদা	... ২৬৫	সম্প্রসাদো	... ৪৪৮
স, হোবাচ	... ২৭০	স যো হ বৈতৎ	... ৪৫১
স এষ প্রাণঃ	... ২৬২, ২৮২	স আত্মা	... ৪৭৬
স যোমাং বেদ	... ২৭২	স মনসা বাচঃ	... ৪২৪
স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা	... ২৭৩, ৫৬৪	স ভূরিতি ব্যাহরন	... ৪২১
স ম আশ্বেতি	... ২৭৭	স্বৰ্ঘ্যচক্রমসৌ	... ৫১৪
সহ হেতাবশ্বিন্	... ২৮৫	স য এতদেব	... ৫১৬
স ক্রতুং কুর্কীত	... ২৯২	স সৰ্গত	... ৫৬৪
সত্যকামঃ	... ২৯৭	স স্বমগ্নিঃ	... ৫৮৭
সৰ্গতঃ পাণিপাদং	... ২৯৮	স্বপ্নাস্তং	... ৫৯২
সোহিধ্বনঃ পার	... ৩২০	স প্রাণমহজত	... ৬১৯
সমানে বৃক্ষে	... ৩২২	স ইমাম্লোকান্	... ৬১৯
স ব্রহ্মবিদ্যাং	... ৩৫৭	স ঐক্ষত	... ৬২৩
স বৈ শরীরী	... ৩৬৩	স এষ ইহ	... ৬২৮
স সৰ্কেবু	... ৩৬৮	সৰ্গান্ পাণ্‌মানো	... ৬৩৮
স এবোহুগ্নিঃ	... ৩৭৪	সৰ্গাণি রূপাণি	... ৬৫২
সম্মূলাঃ সৌমোমাঃ	... ৩৮৯	হ	
স যথা সৈন্ধবধনঃ	... ৩৯১	হিরণ্যশ্রব	... ২৩২
স তেজসি	... ৪২১	হিরণ্যগৰ্ভঃ সমবৰ্জতাণে	৩৬৩
স সামতিব্রহ্মীরতে	... ৪২৪	হা হস্ত সৰ্কে	... ৩৬৮



ক্রতি	পৃষ্ঠা
হিবগ্নয়ে পরে ...	৪৬৯
হস্ত ত ইদং ...	৫৮৮
ক	
কীবন্তে চাত্ত কৰ্ম্মাণি ...	১১২, ২৭২

## ২য় অধ্যায় ।

অ

অসন্ধোহয়ং পুরুষ ...	১৮
অথ পরিভ্রাট্ বিবর্ণবাসা ...	১৮
অধিক্ষাগ্ভূতা মুখং ...	২৮, ৪৭৫
অপাগাদমেরঘিৎ ...	৬১
অসদেবেদমগ্র আসীৎ ...	৮৬, ৮৭, ১০০
অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ...	৮৭, ৪৪০
অতিরাজে ষোড়শিনং গৃহ্রাতি ...	১১৯
অচক্ষুক্ষমশ্রোত্র ...	১২৫
অশাণিশাধো ...	১২৬
অনেন জীবেনাশ্রনা ...	১৩৭, ৩৬১
অমেরাপঃ ...	৩৪৩
অজো নিত্যঃ ...	৩৬১
অহং ব্রহ্মান্মি ...	৩৬১, ৪২৪
অন্নমাত্মা ব্রহ্ম ...	৩৬১
অত্রৈব মা ...	৩৬২
অস্থপ্তঃ স্থপ্তনাতিঃ ...	৩৬৫
অত্রায়ং পুরুষঃ ...	৩৬৫
অগীমান্ ব্রীহের্বা ...	৩৮৪
অহিংসন্ ...	৪১৭

ক্রতি	পৃষ্ঠা
অগ্নৌষোমীয়ং পশুং ...	৪২৫
অপ্রাণো হবনাঃ ...	৪৪৬, ৪৬২
অন্নময়ং হি সৌম্য ...	৪৪৯
অথ হ প্রাণা ...	৪৬৯
অথ যত্রৈতদাকাশ ...	৪৭৭
অথ যো বেদেদং ...	৪৭৭
অথ হেমমাসত্ৰং ...	৪৮৩
অন্নং বৈ নঃ ...	৪৮৫
অথেমমেব নাপ্রোৎ ...	৪৮৫
অন্নমশিতং ত্রেধা ...	৪৯১
অস্থলমনগু ...	৩৩৩
অন্ত্যঃ পৃথিবী ...	৩৪৬

আ

আট্টমবেদং ...	৪১, ৬২
আত্মা বা অবৈ ...	১০৬, ৩৯৭, ৪৪৫
আশ্বনঃ আকাশঃ ...	২৩৬, ৩২৮
আরগ্যানাকাশেষু ...	৩১৪
আকাশবৎ সর্কগতশ্চ ...	৩১৫, ৩৩৪
আশ্বনি থবরে ...	৩১৯
আকাশাধায়ুঃ ...	৩৩৬, ৩৪৭
আরাগ্রমাত্রা হবরোহপি ...	৪৭২
আলোমভ্য আনথাগ্রেভ্য ...	৩৭৮
আয়েজিরমনোযুক্তং ...	৪০০
আকাশো হ বৈ ...	৪৮৯

ই

ইদং সর্কমস্থজত ...	৪১, ৬২, ৩২১
ইদং মহত্বতম্ ...	১১৫

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
ইচ্ছিয়াণি হয়ানাহঃ ...	৩৫৩	ঐ	
ইমান্তিস্রো দেবতাঃ ...	৪৯০	ঐতনাস্মায়িনঃ ৬১, ৬৫, ৩২০, ৪৪২	
ইমাঃ সর্গা ...	৪৩	ক	
উ		কো হ্রদা বেদ ক ইহ ...	৩৩
উত্তেব জীতিঃ ...	৪০৫	কশ্মিনু ভগবো ...	৩১৯, ৪৪৫
ঋ		কথমসতঃ ...	৩৩৯
ঋষিঃ প্রস্তুতঃ ...	৫	কশ্মিনহমুৎক্রান্ত ...	৩৮৪
ঋতৌ ভার্য্যাম্ ...	৪২৫	কামঃ সঙ্কমো ...	৩৯১
এ		কর্তা বিজ্ঞানাত্মা ...	৪০৩
এতা হ বৈ দেবতা ...	২৮	গ	
এষ সর্কেষ্বরঃ ...	৮১	গুহাশয়া নিহিতাঃ ...	৪৫১
একমেবাধিতীয়ং ...	৯৯, ৩১৭, ৩২৬	চ	
এষ হেঋ সাধু ...	১৩৪, ৪১১	চক্ষুষ্টোবা মূর্ধ্বো বা ...	৩৬৯
এতস্ত বা হ্রস্বস্ত ...	১৫৩	চক্ষুষ চ দ্রষ্টব্যঞ্চ ...	৪৫১, ৪৫৮
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো ৩৫৩, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৬০, ৪৬৪, ৪৮১		জ	
এতস্মিন্ বিদিতো ...	৩৫৮	জীবাণেতং বাব ...	৩৫৫
একো দেবঃ ...	৩৬১	ত	
এতাস্তেজোমাত্রাঃ ...	৩৬৯	তৎ কারণং সাধ্যাযোগা ...	১৭
এষোহগুরাত্মা চেতসা ...	৩৭১, ৩৮৩	তমেব বিদিত্বা ...	১৭
এষ হি দ্রষ্টা ...	৩৯২	তে হ প্রাণাঃ ...	২৮
এযান্ত পরমা ...	৪০১	তত্তেজ ঐক্যত ...	২৯, ৩৪৮
এতমেব বিদিত্বা ...	৪১৫	ত ইহ ব্যাত্মো বা ...	৪৩
একস্তথা সর্কভূতান্তরাত্মা ...	৪২৩	তৎসৃষ্টা তদেবাহ ৫৯, ১০৩, ৩৬১, ৪২৪	
এতস্মাদাশ্বনঃ ...	৪৪৩	তস্মসি ৭৩, ১০৬, ৩৬১, ৪২২, ৪২৪	
এতৎ সর্কং ...	৪৫৪	তস্মাৎ এতস্মাদাশ্বন ৭৮, ৩১০, ৩১১, ৩১৬, ৩২১, ৩৪১, ৪৪০	
		তদৈক আহঃ ...	৯৯

ক্রতি	পৃষ্ঠা
তাবানন্ত মহিমা	... ১১৭, ৪১৭
তত্ত্বজোহিস্বজত	৩১১, ৩২১, ৩২৪, ৩৪০, ৩৪৫, ৪৪০, ৪৪৮
তপসা ব্রহ্ম	... ৩১৬
তজ্জলানিতি শাস্ত্র	... ৩২৪
তদাঙ্গানং স্বরমকুরুত	... ৩৪২, ৩৬০
তদহপোহিস্বজত	... ৩৪৩
তদৈকরুত বহু	... ৩৪২
তদেবাং প্রাণানাং	... ৩২৩, ৪০৪
তদা অস্ত্র তদাশ্রকামম্	... ৪০১
ত্বং জী ত্বং	... ৪১৬
তয়োরনাঃ পিপ্পলং	... ৪২৩
তমুৎক্রামন্তঃ	... ৪৫৬, ৪৭২
তে হ বাচমুচুঃ	... ৪৮৩
তত্র তন্ত্ৰৈব সর্কে	... ৪৮৪, ৪৮৫
তানি মৃত্যুঃ	... ৪৮৪
তাসাং ত্রিবৃতং	... ৪৯২
তৎ সত্যং স আত্মা	... ৬২
তদ্ বদপাং পর	... ৩৪৬
দ	
দশেমো পুরুষে	... ৪৫০, ৪৫৩
যে শ্রোত্রে যে	... ৪৫৫
ধ	
ধ্যায়তীব লেলারতীব	... ৩৮৭
ন	
নাবেদ বিদ্বদ্ভূতে তং	... ১৯
নৈবা তর্কেণ	... ৩৩

ক্রতি	পৃষ্ঠা
নেহ নানান্তি	... ৬২
ন তন্ত্র কার্য্যং	... ১১১
নিষ্কলং নিক্রিয়ং	... ১১৫
নেতি নেতি	... ১২৬
ন বা অয়ে	... ১২৭, ৩৬২
ন কাচন	... ৩২০
নাশ্চোহতোহস্তি দ্রষ্টা	৩৪৯, ৩৮৬, ৪০০, ৪১৬, ৪২৪
ন জীবো ত্রিযতে	... ৩৬০
ন জায়তে ত্রিযতে	... ৩৬১
নব বৈ পুরুষে	... ৪৫০, ৪৫৫
নাভির্দশমী	... ৪৫৫
ন বৈ শক্যামম্বদুতে	... ৪৬২
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং	... ৪৬১
প	
পুণ্যো বৈ পুণ্যন	... ১৩৪
পৃথিবী ভগবন্	... ২৩৭
পৃথিব্যা ওষধয়ঃ	... ৩৪৬
পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ	... ৩৪৮
প্রজাপতির্কা	... ৩৫৪
প্রজ্ঞানঘন	... ৩৬২
প্রজ্ঞা শরীরং	... ৩৭৮
প্রাণান্ গ্রহীত্বা	... ৩৯৩
পুরুষ এবোদং	... ৪৪৫
প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ	... ৪৬২
প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ	... ৪৬৩
পুণ্যমেবাম্	... ৪৭৮

শ্রুতি	পৃষ্ঠা
ম	
মৃদব্রবীদাপোহিক্রবন্ ...	২৬
মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ...	৬৪
মনসা ছেব ...	৩৯১
মৃত্যোঃ স মৃত্যু ...	৪২৪
মা হিংস্তাৎ ...	৪২৫
মনোবুদ্ধিরহকার ...	৪৫৪
মনঃ সর্বেক্রিয়াণি চ ...	৪৮১
মনো বাচৎ ...	৪৮৩
য	
যদৈকিকঞ্চ ...	৯
যস্মিন্ সর্বাণি ...	১১
যথা সোমৈয়্যেকেন ...	৬০
যত্র ভৃশ সর্ব ...	৬৫, ৮০, ৪০১
যদা কৰ্ম্মস্ব ...	৭২
যত্র নাত্তৎ পশুতি ...	৮০
যেনাশ্রুতং ১০০, ১০১, ৩২৪, ৩১২, ৩২০, ৪৪২	
যোহপ্স্ব তিষ্ঠন্নতো। ...	১৫৩
যৎ কৃষ্ণং তৎপৃথিবী ...	৩৪৬
যতো বা ইমানি ...	৩৫০
যথাগেঃ ক্ষুদ্রাঃ ...	৩৫২, ৪৪১
যথা সূদীপ্তাৎ ...	৩৫২
যে বৈ কে চান্মান্নোকাৎ ...	৩৬৮
যোহস্বং বিজ্ঞানময়ঃ ৩৭০, ৩৭৬, ৩৭৪	
যত্র হি দ্বৈতমিব ...	৪০১
য আশ্বনি তিষ্ঠন্ ...	৪০১

শ্রুতি	পৃষ্ঠা
যঃ প্রাণঃ স এব ...	৪৬৩, ৪৬৫
যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ...	৪৬৯
যদগ্নেরোহিতং ...	৪৯০
যদ্রোহিতমিবাভূৎ ...	৪৯০
যদবিজ্ঞাতমিবাভূৎ ...	৪৯০
ব	
বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং ...	২৫, ৩৫
ব্রহ্মৈবেদম্ ৪১, ৬২, ৩২১, ৪৪৫	
বায়ুশ্চাস্তরিকৃৎকৈতদ্ ...	৩১৫
বুদ্ধিস্ত সারথিঃ ...	৩৫৩
বিরজঃ পরঃ ...	৩৭০
বালাগ্রশতভাগস্ত ...	৩৭২
বুদ্ধেণ্ড গৈনান্ম ...	৩৮৩
বিজ্ঞানময়ো ...	৩৮৬
বেদাহমেতং পুরুষং ...	৩৮৭
বিজ্ঞানং যজ্ঞং ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০৬	
বিজ্ঞানং দেবা ...	৪০৬
ব্রহ্মদাশা ...	৪১৬
বায়ুঃ প্রাণো ...	৪৭৫
বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ ...	৪৭৫
বদিষ্যাম্যেবাহম্ ...	৪৮৪
শ	
শ্রোতব্যো বস্তুব্যো ...	১৫, ২১
শ্বেতকেতো যন্নু ...	৩২৬
শুক্রমাধায় পুনরৈতি ...	৩৬৯
স	
সর্বং তং পরাদাদ্ ...	৩৭১

শ্রুতি	পৃষ্ঠা
সর্বং ধ্বিদং	... ৪১,৩২৩
স আত্মা তত্ত্বমসি	৬৫,১০৩,৩৬৫
দ এষ নেতি	... ৭৭,১২১
সর্কাপি রূপাণি	... ৭২,৪১৬
সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ	৯৯,১০০, ১৩৫,৩০২,৩২০
সোহিহেষ্টব্যঃ	১০৬,১০৭,৪১৫
সতা সোম্য	... ১০৬,১১৭
সেয়ং দেবতৈশ্চকৃত	... ১৬৭
সর্বকর্মা সর্বকামঃ	... ১২৫
স্বর্ঘ্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা	... ১৩৮
সত্যং জ্ঞানমনন্তং	... ৩১০,৩৬৫
সৈবাহিনন্তমিতা	... ৩৩৬
স কারণং	... ৩৩৯
স তপস্তপ্তা ইদং	... ৩৪০
সোহিকাময়ত বহ	... ৩৪৯
স বা অয়ং	... ৩৫৬,৩৬১
স বা এষ	৩৬০,৩৭০,৩৭৪
স এষ ইহ	... ৩৬১
স যদাত্মাচ্ছরীরাং	... ৩৬৮
সতি সম্পদ্য	... ৩৮৯
স জৈয়েতৈহ্মতো	... ৩৯৩
স্বৈ শরীরে যথাকামং	... ৩৯৩
সধীঃ স্বপ্নো	... ৪০৪
স এষ বাচশ্চিন্তন্ত	... ৪০৬
স্বর্গকামো যজ্ঞেত	... ৪১৩
সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি	৪৪১,৪৫০,৪৫১

শ্রুতি	পৃষ্ঠা
স প্রাণমন্থজত	৪৪১,৪৪৭,৪৬১
সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ	... ৪৫০,৪৫১
সর্কেবাং স্পর্শানাং	... ৪৫০
সমঃ প্লুঘিণা সমো	... ৪৭৩
স বৈ বাচমেব	... ৪৭৫
স এবেক	... ৪৮২
সেয়ং দেবতা	... ৪৮৮
হ	
হৃদি হেম	... ৩৭৪
হস্তো বৈ গ্রহঃ	... ৪৫২,৪৫৭
হস্তো চাদাতব্যং	... ৪৫৮
হস্তাশ্চৈ সর্কে	... ৪৮০
হৃদি কতম	... ৩৭৪

## ৩য় অধ্যায় ।

অ

অধৈনমেতে প্রাণা	... ৩
অন্তঃস্ববতরং কল্যাণতরং	... ৩
অসৌ বাব লোকো	... ১৩
অণ ব ইমে	... ১৭
অথ যোহিত্যাং	... ২১
অথ যে শতং	... ২২
অধৈতয়োঃ পথোর্ন	... ৪৬
অধৈতমেবাধ্বানং	... ৫৩
অতো বৈ থলু	... ৫৬
অগ্নিধোনিয়ং	... ৬২

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
অথ রথান্ রথযোগান্ ...	৬৭	অথৈর্কেহোত্রঃ ...	৩০৯, ৩৮১
অন্তত্র ধর্মাদন্ত্রাদধর্ম্যং ...	৬৮, ৩১২	অতোহন্ত্রদ্বার্তম্ ...	৩১৭
অথো খবাহজ্জাগরিতদেশ ...	৬৯	অথ য এবঃ ...	৩২৪
অনেন জীবেনাস্থনা ...	৮২	অথ যদিদ ...	৩২৫
অন্তত্রায়তনমলকা ...	৮৫	অথ য ইহঁ ...	৩২৭
অতন্তঃ ন কশ্চন ...	৮৯	অগ্নির্কাগুভূত্বা ...	৩৪৩
অপহতপথো হেব ...	৯০	অত এতে ...	৩৪৩
অস্থূলমনগু ...	১০৭, ১১২, ৫০৪	অথাতো ব্রতমীমাংসা ...	৩৪৫
অশকম্পর্শম্ ...	১০৯	অগ্নির্বে মৃত্যুঃ ...	৩৬৩
অথাত আদেশঃ ...	১১৬, ১৩৬, ১৪২, ১৫৪	অসৌ বাব ...	৩৬৩
অগ্নীত্যেবোপলক্বাঃ ...	১২৩, ১৪০	অন্নং বাব ...	৩৬৪
অসন্নেব স ...	১৪০	অধ্বর্ধ্যাবে ...	৩৮২
অব্যাক্তোহয়ম্ ...	১৪৬	অন্ত মহতোভূতশ্চ ...	৪১৭
অহং ব্রহ্মাশ্মি ...	১৫১	অথা ইকাময়মানঃ ...	৪২১
অথ য আত্মা ...	১৫৫	অথ পুনরেব ব্রতী ...	৪৪২
অথ য এষোহস্তরাদিত্য ...	১৫৭	অথ পরিব্রাট্ ...	৪৪২
অথ য এষোহস্তরাকিণি ...	১৫৭	অথ হ যাক্ষবক্স ...	৪৪৬
অথ হ য এতানিবং ...	১৮৮, ১৯৯	অথ যৎ যজ্ঞ ...	৪৫৩
অথ হেমমাসন্তং ...	১৯৯	অভিসমাবৃত্য ...	৪৯৪
অথ খষেতশ্চ ...	২০২	আ	
অথাতঃ ...	২১৬	আপো হাট্ম ...	১৬
অদোহন্তঃ ...	২৩০	আকাশাচ্চন্দ্রমসমেব ...	১৭
অথাতো রেতসঃ ...	২৩০	আশ্ন নাড়ীষু ...	৮৯
অথ কোহং ...	২৩৫	আকাশবৎ সর্কগতশ্চ ...	১৬৭
অথ ইব রোমাণি ...	২৭৬, ২৮৬, ২৮৮	আকাশো হেবৈভ্যঃ ...	২০৬
অথ য এতো ...	২৯৭	আপস্নিতা ...	২১২, ৩৩৬, ৪৪৬
অথ পরা ...	৩০৭	আত্মা বা ইদং ...	২২৮

ক্রতি	পৃষ্ঠা	ক্রতি	পৃষ্ঠা
আট্টমবেদম্	... ২৩০, ২৩২	এব ত আত্মা সর্কান্তর	... ১৫১
আত্মা বজমান	... ২৬১	এব ত আত্মাহুতর্য্যাম্ম	... ১৫১
আচার্য্যবান্ পুরুষো	... ৪০৫	এব উহেব	... ১৭৫
আচার্য্যকুলাৎ	... ৪১৩	এব উ বা	... ২০১
আত্মনস্ত কামায়	... ৪১৭	এবং বিদ্বান্	... ২১৬
আত্মা বা অরে	... ৪১৭, ৪৪২	এব সর্কেষু	... ২২৭
ই		এব ব্রহ্ম	... ২৩৫
ইতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ	... ১৩৬	এতমেব	... ২৪৩
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ	... ২২৪	এব আত্মা	২৫৬, ৩২৫, ৩২৬
ইন্দ্রিয় বৈ	... ২৮০	এব হ যোড়শ	... ২৬২
ইয়মেবর্গগ্নিঃ	... ৩২৫	একবিংশো বাঃ	... ২৭২
ইন্দ্রায় রাস্তে	... ৩৪৬	একো দেবঃ	... ৩১৬
ইতি হু কামরমানঃ	... ৪২১	এতে অনন্তে	... ৩৫৭
ইয়মেব পৃথিবী	... ৪৪৩	এবদ্বিদে	... ৩৫৮
ইদং সর্কং যদরমাত্মা	... ৫০৪	এবদ্বিদো	... ৪০২
উ		এতাবদরে	... ৪০৬, ৪১২
উর এব	... ৩৩৪	এতদ্ বৈ অরামর্ধ্যাং	... ৪১৩
উক্ধমুক্ধং	... ৩৭৭	এতত্ত বা অকুরত্ত	... ৪১৬
উদগীথ	... ৩৭৮, ৪৪৫	এতশ্চেব তে	... ৪১৭
ঋ		এতচ্চ স্য বৈ	... ৪১৮, ৪২৪
ঋতং পিবন্তো	... ৩১১, ৩১২	এয়ো ধর্ম্মস্বকাঃ	৪২৬, ৪২৭, ৪৩২
ঋতবো	... ৩৮১	এতমেব প্রব্রাজিনো	৪২৬, ৪৩০, ৪৩২
এ		এব হাত্মা ন নশ্রুতি	... ৪৭২
এতৎ তৃতীয়ং স্থানং	... ৪৮	একমেব ব্রতধরেৎ	... ৩৪৫
এক এব তু	... ১১৮	এব সোমো রাজা	... ১২
একমেবাদ্বিতীয়ং	... ১২৮, ২২২	ও	
		ঋমিত্যোতৎ ২০২, ২০৯, ৩৩৬, ৩৭৭, ৪২০	

ক্রতি	পৃষ্ঠা	ক্রতি	পৃষ্ঠা
ঔ		তন্মিন্নেতন্মিন্নমৌ দেবা ..	১৩, ১৭
ঔপমন্তব কং ...	৩৮২	তে বা এতে ...	১৮, ৩৪৬
ঔষধীলৌমানি ...	১২	তে চক্রং প্রাপ্যন্নং ...	১৯
ক		তন্মিন্ যাবৎ ...	২৪, ৫২
কতম আত্মা ...	২৩৬, ২৩৭	তেষাং যদা তৎ ...	২৪
কুশা বানস্পত্যঃ ...	২৮১	তদ্ য ইহ ...	২৭, ৩১, ৬৪
কল্পস্তে হাট্ম ...	৩৪০	তদ্ য ইথং ...	৪৬, ২৯৫
কুটকুরসি ...	৩৮১	তেষাং ধৰেষাং ...	৫১
কুকুটোহসি ...	৩৮১	ত ইহ ব্রীহিযবা ...	৫৭
কুর্কন্নবেহ ...	৪১৪, ৪২৩	তদেব শুক্রং ...	৬৯
কষায়পক্তিঃ কৰ্ম্মাণি ...	৪৫৩	তন্মসি ৭৭, ১৫১, ২১০, ২৩৮, ৩০৬, ৪১৮	
কামো ম উদপানম্ ...	৪৬২	তৎ সত্যং ...	৮২
গ		তদ্যত্রৈতৎ ...	৮৩
গুহাং প্রবিষ্টা ...	৩১৩	তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য ...	৮৩, ৯১
জ		তাসু তদা ভবতি ...	৮৩, ৮৭
জাত্বা দেবং ...	৮০	তেজসা হি তদা ...	৯০
জেন্নং যৎ তৎ ...	১১৭	তৎ কেন কং ...	৯৩
জ		তদেতদ্ ব্রহ্মাপূৰ্ণ ...	১২৪, ১৫৬
জ্যায়ান্ দিবো ...	১৬৭, ২৫৬	ততস্ত তং পশ্যতি ...	১৫০
জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ...	১৮৬	তন্মৈতত্ত যজ্ঞপং ১৫৭, ২৫৪, ৭৭২	
জুহুং যদা ...	৩১২	তন্মায়িরেবাগ্নির্ভবতি ...	১৮৮, ১৯০
জয়তীমাংলোকান্ ...	৩২২	তং প্রেতং ...	১৮৯
জনকোহ বৈদেহো ...	৪১১	তেষামেবৈতাং ...	১৯২
জানক্রতি হি ...	৪৪৭, ৪৪৯	তন্মৈতমেব ...	১৯৪
ত		তে হ দেবা উচুঃ ...	১৯৮
তমুংক্রান্তং ...	১১	তদ্বদেবাঃ ...	১৯৯
তজ্ঞাত পুরুষত ...	১২	যং ন উদগায় ...	২০০



শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
দ্রোণা ভাণ্ডান্	... ২০৪	ভরতি শোকম্	... ৪০৫
ভাণ্ড প্রিয়মেব	... ২২০	তং বিদ্যা কন্মণী	... ৪১২, ৪২০
ভাস্মাদ্ভা	... ২৩১, ২৪০	তদৈক্যত বহুভাং	... ৪১৩
ভভেজঃ অসুজত	... ২৩৩	তপঃ শ্রদ্ধে	... ৪২৬
ভদ্বিহাংসঃ	... ২৪০	তপ এব দ্বিতীয়ঃ	৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৫
ভদ যদ্	২৫০, ৩২১, ৩২২	তানি বা এতান্তবরানি	... ৪৪১
ভদ্বৈবং বিহুযো	... ২৫২	তদ্বুদ্ধয়ন্তদ্	... ৪৪১
ভদা বিহান্	... ২৭৬	তমেভং বেদাহুবচনেন	৪৫২, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৯, ৪৭১
ভদ্র পুত্রা	... ২৭৭, ২৮২	ভাস্মাদেবংবিচ্ছান্তো	... ৪৫৫
ভৎ সুরকৃত	... ২৭৭	ভাস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ	... ৪৬৫
ভ্রিষ্টভৌ	... ২৮০	ভং হ বকোদালভ্যো	... ৪৮৭
ভদ্র ভাবদেব	৩০১, ৩০৫, ৪০৫	ভাস্মাহ হৈবদ্বিহু	... ৪৮৭
ভদ্বো দেবানাং	... ৩০৫	ভাস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং	৪৮৯, ৪৯৬
ভদ্বৈতং পশুন্	... ৩০৬	ভং যথা যথোপাসতে	... ৫০৬
ভদ্বৈতদক্ষরং	... ৩০৭	দ	
ভদ্বোহং	... ৩১৮	দে বাব ব্রহ্মণো	... ১৩৪
ভং বা অহমস্মি	... ৩১৮	দহরং পুণ্ডরীকং	... ২৫৬
ভদ্র ঋকৃচ	... ৩২৫	দেবসবিতঃ	... ২৬২, ২৬৭
ভদ্বৈতকং	৩২৮, ৩২৯, ৩৩২	দেবা হ বৈ	... ২৬৩
ভাস্মাদেকমেব	... ৩৪৩	দ্বাদশ মাসাঃ	... ২৮০
ভানি যুহুঃ	... ৩৪৫	দ্বা ছপর্ণা	... ৩১০, ৩১২
ভেনো এতন্তৌ	... ৩৪৫	দর্শপূর্ণমাসাত্যাং	... ৪৯৩
ভৌ বা এতৌ	... ৩৪৫	ন	
ভে হৈতে	... ৩৫৪, ৩৫৫	ন বৈ দেবা অগ্নিস্তি	... ২০
ভদ্র হ বা	... ৩৮৩	ন সাম্পারারঃ	... ৪৩
ভব সূতং	... ৩৮৩	ন ভদ্র রথা	... ৭৪
ভেনেয়ং জয়ী	... ৩৯৯		

ক্রতি	পৃষ্ঠা	ক্রতি	পৃষ্ঠা
নাড়ীষু স্থপ্তো	... ৮৪	পুরুষান পরং	... ২২৪
নেতি নেতি	... ১৪৫	পুণ্যপাপে	... ২৯২
ন চক্ষুৰা গৃহতে	... ১৪৬	পূৰ্বোহতিষিত্যঃ	... ৩৩০, ৩৩৪
নাত্তোহতোহস্তি দ্রষ্টা	... ১৫৪	প্রস্তোতন্ যা	... ৩৩৮
নিত্যঃ সৰ্বগতঃ	... ১৬৭	প্রাণো বাব	... ৩৪২
ন নামা	... ১৮৭	প্রাণাধা এষ	... ৩৪৩
নৈতদচীর্ণব্রত	... ১৯২	পরস্তাৎ	... ৩৪৩
নিচায্য তং	... ২২৬	প্রাণং তদা	... ৩৫৭
নানা বা দেবতা	... ৩৪৬	প্রাচীনশাল	... ৩৮২
নৈব বা ইদমগ্রে	... ৩৪৮	প্রতর্দনোহবৈ	... ৪৪৭
ন কৰ্ম লিপ্যতে নয়ে	... ৪২৩	প্রাণোহস্মি প্রজাশ্বা	... ৪৪৯
জ্ঞাসো ব্রহ্মা	... ৪৪১		
ন হ বা অস্ত্রানন্নং	... ৪৫৮	ত	
ন হ বা এবংবিদি ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬৩, ৪৬৫		ভূঃ প্রপদ্যে	... ২৬৬
ন কাঞ্চন পরিহরেৎ	... ৪৬০	ভিদ্যাতে হৃদয়	... ৩০৪
নৈবস্বিদি কিঞ্চিদনন্নং	... ৪৬১	ভূয় এব মা	... ৩১৭
ন বা অজীবিষ্যৎ	... ৪৬২	ভীষান্নাঘাতঃ	... ৪১৬
প		ম	
প্রাপ্যাস্তং কৰ্মগরুত	... ২৫	মনসৈবেদমাস্তব্যং	... ১১১
পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ	... ৪৯	মায়ী হেবা	... ১১৭
পুরুষং কৃষ্ণং	... ৭৫	মনোময়ঃ ১২৪, ২৪৬, ৫০৫, ৩৮৮, ৩৯৩	
প্রাঞ্জনাস্থনা	... ৮৪	মহত্ত্বং	... ১২৪, ৪১৬
পুত্রীততি শেতে	... ৯১	মাসময়িহোত্রং	... ৩৩৩, ৪৭০
প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিবোনি	... ৯৮	মূৰ্দ্ধা হেব	... ৩৮৪
পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ	... ১২১	মূৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ	... ৩৮৫, ৩৮৬
পরাক্ষি থানি	... ১৪৭	মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ	... ৪৬৪
পর্যং পরং	... ১৫১	মটচীহতেষু	... ৪৬১

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
য		যৎ সায়ং	... ২৬০
যে বৈ কে চান্মালোকাৎ	৪১	যে চেমেহরণ্যে	... ২২৬
য এষ	৬৮, ৭৭, ২৫২		৪৩০, ৪৩২, ৪৩৫
যদা কশ্মলু	... ৭৫	য এবমে	... ২৯৭
যত্র বাস্তাদিব	... ৯৩	যৎ সাক্ষাৎ	... ৩০৬, ৩১৪
যথার্থে: ক্ষুদ্রা	... ৯৬	যঃ সেতুরীজা	... ৩১৩
যচ্চারমস্তাং	... ১১০	যদেব সাক্ষাৎ	... ৩১৭
যথা হ্রয়ং	... ১১৮	য এবং বিদ্বান্	... ৩২৫
যতোবাচো	... ১৪০	য এতদেবং	... ৩২৯
যঃ সর্ক্সাণি	... ১৫১	যথেষ্ট ক্ষুধিতা	... ৩২৯
যুক্তা হস্ত	... ১২৪	যন্ত পর্ণময়ী	... ৩৩৭, ৪০৭
যে চান্মায়াৎ	... ১৫৭	যঃ প্রাণঃ	... ৩৪৩
যে চৈতন্যাদর্ক্সাণঃ	... ১৫৭	যতশ্চোদেতি	... ৩৪৩
যোহয়ং বহির্জা	... ১৬৫	যদেতন্মণ্ডলং	... ৩৬৫
যোহয়মন্তর্জদয়	... ১৬৫	যো জাত এব	... ৩৮১
যাবান্ বাহয়	... ১৬৭	যন্ত আদক্ষা	... ৩৯৪
যো হ বৈ	... ১৮৫	য আত্মাহিপহতপাপা	... ৪০৫
যদা হেবৈষ	... ১৯৪	যক্ষ্যমানো হৈব	... ৪১১
যদেত্তমেবং	... ১৯৫	যদেব বিদ্যয়া	... ৪১২, ৪২০
যে মধ্যমাঃ স্ত্র্যঃ	... ২০৪	যঃ সর্ক্সজঃ	... ৪১৬
যদ্ বা অহং	... ২১৬	যঃ প্রাণেন প্রাণিতি	... ৪১৭
যচ্ছদ্বাঙমনসী	... ২২৭	যোহশনারা	... ৪১৭
যদি বাচা	... ২৩৫	যক্ষ্যমানো হ বৈ	... ৪১৯
যোহয়ং বিজ্ঞানময়	... ২৩৬, ২৫২	যত্র তন্ত সর্ক্সমাইন্দ্রবাত্তং	৪২৫, ৫০৪
যেনাশ্রিতং শ্রুতং	... ২৩৭	যজ্ঞেন বিবিদ্যিস্তি	... ৪৫৫
যদিদং	... ২৪৪	যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং	... ৪৬৭
য এবোহকিপি	... ২৫৬, ৪১৭	যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ	... ৪৮৭

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
বন্ন সন্তং ন চাসন্তং ...	৪৯৮	বিদ্যাচিহ্ন এব ...	৩৫৫
যত্র নান্তং পশুতি ...	৫০৪	ব্রহ্মচর্যাদেব ...	৪২৬
র		ব্রহ্মসংস্থোহমৃত ...	৪২৮
রমণীয়চরণা ...	২৪	বীরহা বা এষ ...	৪২৯
য়েতো বৈ প্রজাপতিঃ ...	১৮৯	বেদান্তবিজ্ঞান ...	৪৪১
ল		ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য ...	৪৪১, ৪৭৮
লোকেষু পঞ্চবিধং ...	৩৭৭	বায়ুর্দেব সস্বর্গঃ ...	৪৪৯
ব		বর্ষতি হাট্মন ...	৪৮৬
বেথ যথা পঞ্চম্যা ...	৬	বর্ষত্যাট্মন য.উপাস্তে ...	৪৮৬
বিশোধঃ রাজাং ...	২০	ব্রহ্মৈবেদমমৃতং ...	৫০৪
বেথ যথাসৌ ...	৪৫	শ	
বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ...	৫৩	স্বধোনিং বা শূকরধোনিং ...	৫৮
বহিঃ কুলারাদমৃতঃ ...	৭১	শারীর আত্মা ...	১৫৭
ব্রহ্মৈব তেজ এব ...	৯০	স্বৈতান্থো ...	২৬৩
ব্রহ্ম তে ক্রবাণি ...	১৪০	শন্নোমিত্রঃ ...	২৬৩
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি ...	১৪০, ৪০৫	শ্রবণায়পি বহতিঃ ...	৫০২
বৈশ্বদেব্যামিকা ...	১৮২	য	
বাচা চ হেব ...	২০৪	যট্টজিংশতং ...	৩৪৮
ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা ...	২৫৫	স	
ব্রহ্মণো মহিমান ...	২৬১	স এতান্তেজোমাত্রা ...	৩
ব্রহ্ম বা অগ্নিষ্টোমো ...	২৬৩	স সোমলোকে ...	২২
বাজপেয়েনেষ্টা ...	২৭৫	স যত্র প্রস্থপতি ...	৬৫
বিদ্যাৱা.তদারোহন্তি ...	২৯৬, ৩৬৪	সন্ধ্যাং তৃতীয়ং ...	৬৬
বীজান্তগ্নি ...	৩০৪	স যত্রৈতৎ ...	৭২
বদ্যিয্যামি ...	৩৪২	স্বয়ং বিহত্য ...	৭৭
বাক্চিতঃ ...	৩৪৮	সতা সোম্য তদা ...	৮৫, ৯২, ১০৫, ১৫৬

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
সত্তি সম্পদ্য ন বিছঃ ...	৮৫	সর্কং প্রবিধ্যা ...	২৬২, ২৬৩
সর্কং পাণ্ডানোহতো ...	৯০	সমরাধ্যাষিতে ...	২৮২
সত আগম্য ...	৯৬	স এতং ...	২৮৭
সোহহমস্মি ...	৯৮	স আগচ্ছতি ...	২৮৭
সর্ককর্ণা ...	১০৭	স যো হৈবমেতং ...	৩২১
স যথা সৈন্ধবধনঃ ...	১১৫	স যথৈষাং ...	৩৪৪
স হোবাচাধীহি ...	১১৬	সৈবাহনস্তমিতা ...	৩৪৫
সত্যং জ্ঞানমনস্তং ...	১৪০	স্বপতে জাগ্রতে ...	৩৫৬
সত্যস্ত সত্যং ...	১৪৫	সোহমৃতো ...	৩৬৫
স যো হ বৈতং ...	১৫০, ৪০৫	স সর্কেষু ...	৩৮৫
সেতুঃ তীর্থা ...	১৫৫	স ক্রতুং ...	৩৮৯
সদেব সোম্যোদমগ্র ...	১৫৯, ২৩৭	স য এতমেব ...	৩৯৫
সেতুরাশ্বেতি হাহ ...	১৫৯	স সর্কাংস্চ ...	৪০৬
স্বমপীতো ...	১৬৪	স আশ্বনো বপা ...	৪৪৯
স এবাধস্তাদহমেব ...	১৬৫	সর্কং বেদা যৎ ...	৪৫৩
স বা এষ মহানজঃ ...	১৭০, ২৩৬, ৩২৬, ৯পুং, ৩৬৩, ৫০৪	স এষ নেতি ...	৫০৪
সর্কং বেদা ...	১২৪	হ	
সৌধনঃ ...	২২৮	হস্তি পাণ্ডানং ...	৩২২
স ঐক্যত ...	২৩২	হৈবৈবত এবস্বিদ ...	৩৫৫
স ইমান্ ...	২৩২	হোতৃষদনা ...	৩৯৮
স এতমেব ...	২৩৪, ২৩৫		
সর্কং তৎ ...	২৩৫		
স আশ্বা ...	২৩৬, ৩১৭		
স আশ্বানং ...	২৪৬		
স এষঃ ...	২৪৯, ৩২৮, ৪৪৩		
সত্যং ব্রহ্ম ...	২৫০		
		৪র্থ অধ্যায়ঃ ।	
		অ	
		অমুম এতাং ...	৫
		অদৃষ্টং দ্রষ্ট্ ...	১২
		অজমজরং ...	১২

শ্রুতি	পৃষ্ঠা	শ্রুতি	পৃষ্ঠা
অহং ব্রহ্মাশ্মি	... ১২,১৭৩	ই	
অথ বোহিষ্ঠাং	... ২০	ইয়মেবর্গগ্নিঃ	... ৩২,৩৩,
অথ ধবমুদাদিত্যাং	... ৩৮	ইয়মেবর্ক	... ৩৭
অপ সপ্তবিধস্ত	... ৩৯	ইতি হু কাময়মানঃ	... ৯৬
অথ হ যৎ	... ৮৩	এ	
অমৃতত্বং হি	... ৮৪	এষ ত আত্মা	... ১২,৬পূ০
অথাকাময়মানঃ	... ৯২,৯৬,	এতদগায়ত্রং	... ৩৪,৩৮
অমুদাদাদিত্যাং	... ১০৭	এবমেবাহস্ত	... ৯৯
অহরেবৈতদ্রাত্রৌ	... ১০৭	এতেন প্রতিপদ্যমানা	... ১৩৬,২০০
অথৈতৈরেব	... ১১৩,১১৫	এতং হ বাব	... ১৪৬
অথৈতয়োঃ	... ১১৮	এতদৈষ সত্যকাম	... ১৫৯
অহোরাত্রৈবু	... ১২৬	এবমেবৈষ	... ১৬৬
অর্চ্চিবোহিহঃ	... ১২৯	এতশ্চৈব তে	... ১৭০
অথ যত্রাত্রং	... ১৪০	এবং মূনের্সিদ্ধান্তঃ	... ১৭৪
অত্রাত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্ম্যাং	১৪০	এষ আত্মা	... ১৭৫
অপরাজিতা পুঃ	... ১৪১	ও	
অস্থূলমনণু	... ১৪৪	ওমিত্যেতৎ	... ৩৬
অভয়ং বৈ জনক	... ১৪৬	ক	
অশরীরং বাব	... ১৭০	কিং প্রজয়া	... ১৫
অথ য ইহ	... ১৮৩	কায়স্তদা	... ৮৩
আ		খ	
আত্মা বা অরে	... ২	খবেতশ্চৈব	... ৩৬,
আদিত্যো ব্রহ্ম	২০,২৩,২৭,৩৪	গ	
আপঃ পুরুষচসো	... ৮২	গতাঃ কলাঃ	... ৯৯
আপূর্য্যমাণপক্ষাং	... ১০৯	চ	
আত্মৈবেদং	... ১৪৩	চক্ষুঃ বা	... ৯৬
আত্মা ভবতি	... ১৭৪	চক্ষমসো	... ১২৬

শ্রুতি	পৃষ্ঠা
তমেব ধীরো ...	২
তৎসমসি ১১,৫৭,১৪২,১৭৩	১২,
তৎসত্যং ...	৩৩
তদেতদেত্তত্ত	৩৭
তদে তত্ত	৫০
তদযথেষিকা	৫৮,৬২,
তত্ত তাবদেব চিরং ...	৬৩
তত্ত পুত্রা দায়ম্ ...	৬৬,৬৭
তমেতমাত্মানং ...	৭৫
তন্মাহপশাস্তেজা ...	৭২
তমুৎক্রামন্তং ...	৮৩
তো হ যদুচুঃ ...	৮৭
তেজঃ পরস্তাং ...	১০২
তত্ত হৈতত্ত ...	১০৫,১৩৭,১৪০,২০০
তরোর্জিমায়ম্মতত্ত্ব ১০৫,১৩৭,১৪০,২০০	১১৩,১২০,১৩০
তেহর্জিমমতি	১১৭
তে তেবু ...	১১৭
তত্র কো মোহঃ কঃ ...	১৪৬
তদয ইহ ...	১৫৩
তং যথা যথোপাসতে ...	১৬৩
তদেবা ...	১৭৩
তত্ত সর্কেবু ...	১৭৬
তেবাং সর্কেবু ...	১২২
তাবানন্ত মহিমা ...	১২৭
তমাহাপো ...	১২৮
তান্ বৈহ্যতান ...	১৩১
তত্রৈতচ্ছমুৎপত্তিতং ...	১৪৭
ন	
নৈনং সেতুং ...	৫৬
নেতি হোবাচ ...	২৪
ন তন্মাং প্রাণা ...	২৫
ন তত্ত প্রতিমাস্তি ...	১৪১

শ্রুতি	পৃষ্ঠা
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং ...	১৪৪
নান্যঃ পশ্বা ...	১৫৬
ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ...	১৭৩,১৮২
ন তত্তাসয়তে ...	১২৮
ন তত্ত স্বর্ঘ্যো ...	১২৭
প	
পিতাহপিতা ...	২২
পৃথিবী হিংকার ...	৩৪,৩২
প্রায়ণকালে ...	৪৭
প্রাণন্তেজসি ...	৮০,৮১
প্রজাপতেঃ সভাং ...	১৪১,১৪২
ভ	
ভাতি চ তপতি চ ...	৫
ভূয় এবমা ...	১১
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রহিঃ ...	৫৭
ভিদ্যতে তাসাং ...	১০০
ম	
মৃত্যোঃ ন মৃত্যু ...	২০,১৪৭
মনোব্রহ্ম ...	২৩
মাসেভ্যোদেবলোকং ...	১২২
মনসৈতান্ ...	১৮৩
য	
যন্তেষদ ...	৫
যদৈতত্ত ...	১৫
যত্র তত্ত ...	২১,১৫৭,১২১
যদেব বিদ্যমা ...	৩৫,৬৮
য এতদেবং ...	৩৫
য এবং বিদ্বান্ ...	৩৮,৬৫
যথা পুরুষপলাশে ...	৫০
যদহরেব জুহোতি ...	৬৬
যজ্ঞেন বিবিদ্যতি ...	৬৮
যত্রৈতৎ পুরুষঃ ...	৮৪

ক্রতি	পৃষ্ঠা	ক্রতি	পৃষ্ঠা
যজ্ঞাং পুরুষঃ ...	৯৪	স যো নাম ...	২৩
যদা বৈ পুরুষঃ ...	১১৪, ১২১	স য এতদেবং ...	৩১
যে চার্মী ...	১১৫	সমস্তং খলু সায়ঃ ...	৩৯
যশোহিং ভবামি ...	১৪১	সমে শুচৌ ...	৪৪
যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ...	১৪৩	সবিজ্ঞানো ভবতি ...	৪৬, ৭৯
য আত্মা ...	১৪৩	সর্বং আপ্যানং ...	৫২, ৫৬
যতো বা ইমানি ভূতানি ...	১৪৭	সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং ...	৬৪
যত্র হি বৈতমিব ...	১৫৭	স উচ্ছন্নত্যাগ্ধারতি ...	৯৫
যাবন্নাম্নো ...	১৬৪	স এতান্তেজঃ ...	১০২
য আত্মাহিপহতপাপ্য ...	১৭১, ১৭২	স যাবৎ সম্পাতং ...	১০৮, ১১৫
যত্র নান্যৎ পশ্রুতি ...	১৭৩	স এতং দেবধানং ...	১১৩, ১১৯, ১২২
যথোদকং ...	১৭৪	স বায়ুলোকম্ ...	১২১
গত্র স্থপ্তৌ ...	১৯১	স এতান্ ব্রহ্ম ১৩২, ১৩৮, ১৬৩, ২৩০	
র		সর্বকর্মা ...	১৪৩
হং ...	৬	স বাহ্যভ্যন্তরো ...	১৪৫
ল		স বা এষ ...	১৪৫
লোকেষু পঞ্চবিধং ৩২, ৩৩, ৩৮		স এষ নেতি ...	১৪৫
ব		স যদি পিতৃলোক ...	১৬০
বিজ্ঞানমানন্দং ...	১২	যেন রূপেণাতি ...	১৭০
বেদা অবাদা ...	২২	স তত্র পর্ধ্যোতি ...	১৭৩
ব্রহ্মেত্যাদেশ ...	৩০	স ভগবঃ ...	১৪৭
বাচি সপ্তবিধং ...	৩২	যে মহিন্নি ...	১৭৪
ব্রহ্মৈব সন্ ৬৯, ১৫৮, ১৯০		যেন রূপেণ ...	১৭৫
বিষঙঙন্যা ...	১৪২	সক্সাদেবাত্ত ...	১৮১, ১৮৩
ব্রহ্মবিদাগ্নোতি পরং ...	১৫৮	স একধা ...	১৮৪, ১৮৮
ল		সলিল একো ...	১৮৯
শতকৈকা চ ...	১০৪	স্বমপীভো ...	১৯০
স		সর্বৈহৈশ্ব ...	১৯২
সোহষেষ্টব্যঃ ...	২	স যথৈতাং ...	১৯৮
সত্যং জ্ঞানং ...	১২	ক	
সর্বং তং ...	১৯	কিয়ন্তে চাত্ত ...	৫৬

সমাগ্ধানি হৃদিপত্রানি ।

সমাপ্তোগ্রহঃ ।





# ছাড় ও শুদ্ধাশুদ্ধি ।

ছাড় ।

২য় অধ্যায়ের ১ম পাদে ১ম সূত্রের সূত্রার্থ-  
সংক্ষেপের অনুবাদ ।

সর্বস্তত্রক জগৎ কারণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল বলিয়া মনে করিও না যে, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি স্থিতি নির্বিষয় অর্থাৎ অপ্রমাণ ( মিথ্যা ) হইল । সাংখ্য স্থিতির ভয়ে ত্রককারণবাদ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে । কারণ, সাংখ্য স্থিতির প্রাধান্ত স্থাপন করিতে গেলে মহাদি স্থিতি অপ্রধান ও নির্বিষয় স্ততরাং অপ্রমাণ হইবে । অতএব, যখন এক স্থিতির প্রাধান্তে অপর স্থিতির অপ্রাধান্ত, তখন অবশ্যই উক্ত পূর্ব পক্ষ অগ্রাহ্য । বিশেষতঃ স্থিতির অমুরোধে ক্রতির সংকোচ সর্বথা অগ্রাহ্য ।

শুদ্ধাশুদ্ধি ।

অধ্যায়	পৃষ্ঠা	পুং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১মঃ নোটে	৬৩	৩	মাহগ্রস্ত	মোহগ্রস্ত
২য়ঃ ভাব্যে	৩৭৪	৭	হ্যাব	হেব
২য়ঃ ঐ	৩৫৩	২	বুদ্ধিস্ত	বুদ্ধিস্ত
৩য়ঃ ভাব্য	১৮	১২	পুনর্ভোগয়তন	পুনর্ভোগায়তন
“ “	৭০	৬	কাৎস্ব	কাৎস্ব্য
“ “	১৬১	৫	বোড়শকল	বোড়শকল
“ নোটে	১৮৪	৫	বেদান্তে	বেদান্তে
“ “	২৬২	৫	ইইবে	ইইবে
“ ভাব্য	৪৪৬	২	শ্রবণ	শ্রবণ
৪র্থ নোটে	৯৭	২	নই	নাই
“ ভাব্য	১১৯	৫	পর্য্যস্ত	পর্য্যস্ত
“ “	১২৩	২	শৃণোপসংসার	শৃণোপসংহার
“ নোটে	“	৫	ঐ	ঐ
“ ভাব্য	১২৮	১৩	পিণ্ডিতেক্রিয়	পিণ্ডিতেক্রিয়
“ নোটে	১৯৯	৫	তৎকাশে	তৎসকাশে
“ “	১৮২	২	ইচ্ছ	ইচ্ছা
“ ভাব্য	১২৩	২	শৃণোপসংসার	শৃণোপসংহার
শুচিপত্রে	৬৭০	৫	সংজ্ঞাস্তিকৃষ্ণিস্ত	সংজ্ঞাস্তিকৃষ্ণিস্ত
“	২১০	২৬	শশা বিনাশঃ	শশা বিনাশঃ
ঐ	৮	১৯	বায়ুর্জীব সম্বর্গঃ	বায়ুর্জীব সম্বর্গঃ

## ভাষ্যানুবাদস্থ দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ ।

অ ।

অবিবিক্ত—একীভূত, যাহার পার্থক্য  
বোধগম্য হয় না ।

অধৈশ্বর্য—বাহার ঋণ অর্থাৎ অংশ  
নাই বা কোন প্রকার ভেদ নাই ।

অসংহত—বাহা দুই বা ততোধিক  
বস্তুর মিলনে উৎপন্ন নহে ।

অনাবরণজ্ঞানতা—বাহার জ্ঞানশক্তি  
কিছুতেই আচ্ছন্ন হয় না ।

অপ্রতিহতজ্ঞানতা—বাহার জ্ঞান কোন  
প্রতিবন্ধক দ্বারা অবলম্বন হয় না ।

অনুপ্রবেশ—নুটি করিয়া তদ্বশে  
প্রবেশ ।

অত্যন্তবিলক্ষণ—একেবারে পৃথক্ ।

অত্যন্তবিবিক্ত—বার পর নাই পৃথক্ ।  
বিবেক জ্ঞানে স্থনিশ্চিত ।

অনুকৃত—অনুকৃত্যবিশিষ্ট । বাহা  
ক্রমাত্মকভাবে কথিত হয় তাহা ।

অহস্তাভ্যাসপ্রভব—বাহা “আমি”  
ইত্যাকার মিথ্যা প্রভাব হইতে  
অগ্নিমান্নোৎপত্তি ।

অনুভূতমান—সর্বদা অনুভবগোচরে  
বিদ্যমান ।

অসিদ্ধ—বিলীন হওয়া । লয়প্রাপ্ত ।

অপায়—প্রলয় ~~স্ব~~ কার্যের কারণ-  
দ্রব্যে প্রবেশ ।

অবধারণভঙ্গ—বাহা স্থির বা নিশ্চয়  
করা হইয়াছে তাহার অন্তথা ।

অর্থপ্রত্যায়ণ—বস্তুর বুদ্ধিবাহার সামর্থ্য ।

অকরময়ী—বর্ণময়ী, শব্দমুগ্ধি ।

অধিপ্রজ্ঞ—প্রজ্ঞা অধিকারের । প্রজ্ঞা  
= বুদ্ধি ।

অভিসারিধ্য—অব্যবধান, অত্যন্ত  
নিম্ন ।

অনুশরশূন্য—ভোগাবশিষ্ট পাপপুণ্য  
অনুশর, ভবিষ্যৎ ।

অভিব্যক্ত—আছে, কিন্তু ব্যক্ত নাই,  
বাহা তাদৃশ পদার্থ ব্যক্ত করে  
তাহা ।

অকৃতাত্ম্যগম—না করিয়া কল  
পাওয়া । যেমন গমন না করিয়া  
গ্রাম পাওয়া ।

অতিদেশ—প্রতিনিধিবাক্য । যথা—  
যেমন করিয়া অমুক করা হয়  
তেমনি করিয়া কর, ইত্যাদি ।

অভিলাপ্য—স্পষ্ট করিয়া বলিবার  
বস্তু । উদ্দেশ্য ।

অধর্ম্য—অধর্মোদোক্তকর্মকর্তা ।

অপান্তরভয়—এক জন খবি।

অমুদ্রক—নিমিত্ত।

অধিকরণে—পঞ্চাঙ্গ বিচারে। বিচার-

যোগ্য বাক্য, সংশয়, পূর্বপক্ষ,

উত্তর বা সিদ্ধান্ত, এই ৫ অঙ্গ।

অস্তনিহিত—মধ্যে অবস্থিত।

অমুপপত্তি—যুক্তিযুক্ত না হওয়া।

অমুভবাত্মক—বোধরূপ।

অকর্তৃত্বপ্রকাশ্যভাব—কর্তা নহে,

অর্থাৎ নিজস্ব, তদ্বিহীন নাই,

এতদ্রূপ প্রকাশ্য আত্মা, এই ভাব।

অধিকৃত্যধিকার—যে যাহাতে অধি-

কারী, তাহার অধিকার ভুক্ত।

অভিসমুত্ত—সেই সেই রূপে উৎপন্ন।

অবকৃপ্ত—যাহার কল্পনা করিতে হয়

না। যাহা স্বীয় সামর্থ্যে প্রতীত

হয়।

অগন্তকরূপ—অস্বাভাবিক রূপ। কোন

এক নূতন প্রকার হওয়া।

অবদ্যাসকল্প—যাহার মনের কল্পনা বা

ইচ্ছা বৃথা হয় না।

অনারোপিতরূপ—ব্রহ্মরূপ। যাহা ঠিক,

সত্য, তাহা।

অমুদ্রুত—পূর্বোক্তের প্রাপ্তি বা আক-

র্ষণ। পূর্বের কথা আনিয়া পরোক্ত

কথায় যোগ করা।

অকর্তৃত্ব—কর্তৃত্ব ও বৈত এতদ্ব্যতীত

বর্জিত।

অনভ্যুপগম—অস্বীকার।

অশান্ত—উপদেশের বা শাসনের

অনধীন বা অযোগ্য।

অর্চিঃ—স্বর্ঘ্যরশ্মি।

অর্চিরাদিমার্গে—জ্ঞানীর গন্তব্য দেব-

যান নামক পথে।

অতিবহনীয়—যে, পথে বাহক কর্তৃক

নীত হয়। বহনকারী যাহাকে

বহন করে।

অমানবপুরুষ—ব্রহ্মলোকস্থ পুরুষ।

অর্চিরাদিপর্য—অর্চিঃ (স্বর্ঘ্যকিরণ),

দিন, ইত্যাদি প্রকার বিভাগ—

যাহা ব্রহ্মলোক গমনের শাস্ত্রোক্ত

পথের অংশবিশেষ, তাহা।

অমৃতবর্ষী—মোক্ষ বা পরম সুখ-

প্রদাতা।

আ।

আবিদ্যক—অবিদ্যাকল্পিত।

আনন্দর্য্য—অব্যবহিতপরে।

আত্মসম্ভাব—আপনার অস্তিত্ব।

আপাতজ্ঞান—বিচারের পূর্বে যে

চিরাত্যস্ত জ্ঞান থাকে তাহা।

আপাদ্যের—যাহা আপত্তির বিষয়

তাহার।

আধ্বর্ধ্যব—অধ্বর্ধ্যব কার্য। হোম

করা।

আরম্ভাদিযুক্তিতে — উৎপাদনাদি

যুক্তিতে। ষট, এটা কথামাত্র,

বৃত্তিকাই মতা, এতৎ প্রাণালীর

শাস্ত্রোক্ত যুক্তিতে।

আবৃত্তলোক—অধোলোক। পাতাল-  
নামক স্থান।

আমুখিক—পারলৌকিক।

আতিষাটিক—বাহক। বহনকার্য্য-  
কারী।

আতিবাহিক—বহনকারিণী।

আক্স—অন্ধতা। দৃকশক্তিরাহিত্য।

আম্ববহিভূত—যাহা আত্মা নহে।

যাহা অনাত্মা তাহা।

ঈ।

ঈক্ষিতা—আলোচনাকারী।

উ।

উপাস্তিকর্ম্ম—উপাসনা।

উপাধান—উপাধিনির্দিষ্ট।

উপমর্দন—নষ্ট হওয়া।

উদগীথ—সামগানের অংশ। প্রণব,

প্রণবে ব্রহ্মোপাসনা।

এ।

একভবিক—মরণ কালে পূর্বোপা-

র্জিত নানাকর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ও

পাপ একত্রিত ও ফলদানোন্মুখ

হইয়া যে কোন এক জন্মের অর্থাৎ

শরীরোৎপত্তির কারণ ভাব ধারণ

করে, তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম।

ও।

ওদর্য্য—উদরবর্ত্তী। দেহস্থ পাচকাণ্ডি।

ক।

কর্ত্তব্যবাপদেশ—কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত।

কৃতনির্কচন নাম—যে নামের ব্যাং-

পত্তি বলা হয় তাহা।

কোকেয়—উদরবর্ত্তী তেজ। পাচকাণ্ডি।

কুপ্তরথরূপ শরীর—শরীরটা রথ, এই-

রূপ বর্ণনা থাকা।

কারীরী—এক প্রকার যজ্ঞ। ইহা

বৃষ্টি কামনায় অনুষ্ঠিত হয়।

কপূরচরণ—পাপাচার।

কৃতপ্রণাশ—করিলাম অথচ ফলভোগ

হইল না, এই দোষ।

কুটনির্কিকার—কুটের জ্বালা বিকার

শূন্য। কুট—কামার দিগের <sup>amrit</sup> লেই,

যাহার উপর লোহা পিটে তাহা।

লোহাই বাড়ে, লেই যেমন

তেমনি থাকে। তাহার কিছুই

হয় না।

ক্রমবৎ—অমুকের পর অমুক, এতক্রপ

পরিপাটীযুক্ত।

ক্রমযুক্তি—অগ্রে সূর্যালোকে গমন,

তৎপরে ব্রহ্মলোকে গমন বা জন্ম,

পরে তৎস্থানের প্রভাবে তত্তজান,

তৎপরে মুক্তি।

ক্রমপরিপাটী—যেক্রপ ক্রম নির্দিষ্ট

আছে তাহা।

কর্ত্তভোক্তৃ—ক্রিয়াকর্ত্তা ও তাহার

ফলভোগ। করা ও ফলভোগকরা।

কালুয়া—মলিনতা।

গ।

গোলক—ইন্দ্রিয়দিগের থাকিবার স্থান।

ইন্দ্রিয়াধার। চক্ষুঃ প্রভৃতি।

গেক—গাঁইট, হস্ত পদাদির গ্রন্থি।

গুণোপসংহার—নানাস্থানোক্ত নানা-  
গুণ বা বিশেষণ একত্র সংগ্রহ  
করিয়া একই বিশেষ্যে (বস্তুতে)  
ন্যস্ত করা।

গুণপরিচ্ছিন্ন—গুণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন  
অর্থাৎ অন্তর্ভাব প্রাপ্ত। গুণপরিমিত।

চ।

চিরস্থেমা—চিরকাল স্থায়ী। দীর্ঘ-  
কাল স্থায়ী।

চতুর্শাদ্বৈক—চার ভাগের এক ভাগ  
পাদ। যাহা তাদৃশ চার পদে  
কল্পিত হইয়াছে তাহা।

চয়ন—বস্তুর নিমিত্ত কাঠে কাঠে  
সঞ্চয় করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা।

যজ্ঞাধি স্থাপন।

চৈতন্যঘন—কেবল চৈতন্য। নিবিড়  
চৈতন্য।

চলবৎ—গতিশীল, সচল।

ছ।

ছত্রিন্যায়—ছত্রধারীর দৃষ্টান্ত। যেমন  
২১৩ জনের মধ্যে এক জনের ছত্র  
ধাকিলে তাহাকে দেখাইয়া লোকে  
বলে, ছাতাওয়ালারা, তেমন।

জাড্যবিপরীত—জড়ের উল্টা, চিত্ত।

জীবঘন—সমষ্টিজীব। হিরণ্যগর্ভ।

ড।

ডাঙ্কিক—যাহা যথার্থ তাহা। মিথ্যা-  
বিপরীত।

ডক্তাদান্য—ডাক্তার স্বাক্ষর প্রাপ্তি।

ডদান্যক—তৎস্বরূপ, তৎসমান।

ডব্ববুভুৎসু—যে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে  
ইচ্ছুক, সে।

ডব্বমসিবাক্য—ব্রহ্মের ও জীবের  
অভেদপ্রতিপাদক মহাবাক্য।

দ।

দেহাদিসংঘাত—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন,  
এই গুলি একীভূত বা একত্র  
মিলিত হওয়া।

দ্বারীভূত—দ্বার স্বরূপ। যেমন চিত্ত-  
তত্ত্বের দ্বারা কর্মের মোক্ষকার-  
ণতা।

ধ।

ধোয়াকারা—অর্থাৎ চিন্তনীয় পদার্থের  
আকার প্রাপ্ত। যাহা ধ্যান করা  
যায় মন তাহারই আকার ধারণ  
করে।

ন

নিষেধচোদনাবোধ্য—ন-বচনিত নিষেধ  
বাক্যে যাহা বুঝা যায় তাহা।

নিত্যনৈমিত্তিক—যাহা না করিলে  
পাপ হয় তাহা এবং যাহা স্থির

আছে তাহা। বাহা কোন এক  
উপলক্ষ্য বিশেষ অবলম্বনে করিতে  
হয় তাহা নৈমিত্তিক। যেমন  
পুত্রোষ্ট্রিবাগ ও জাতকর্ষ। এই দুই  
কর্ষ পুত্র জন্ম উপলক্ষ্যে করা  
হইয়া থাকে।

নেত্রপ্রতীকে—চক্ষু বাহার অবলম্বন  
তাহা।

নাড়ীরশ্মি—ব্রহ্মরক্ষ ও সূর্য্যাকিরণ।  
নৈমিত্ত্য—নির্দিষ্টতা।

প

প্রমের—বাহা সত্য জানে তাহা  
প্রমাত্ত্ব—জীবিত। যে প্রমাণ দ্বারা  
এ সকল জানিতেছে তাহার বস্তু।

প্রবিভাগ—এক একটা ভাগ। অংশ।

পরাবর—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য—প্রস্তাবে বাহা বলা  
হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রিয়াদি অবয়ব—প্রিয়, মোদ, আ-  
মোদ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ  
আনন্দ ব্রহ্মের বস্তুকাঙ্গি অঙ্গ  
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধপ্রাপণ—বাহা প্রাপ নামে  
প্রসিদ্ধ তাহার বোধক। তাহারই  
বাস প্রাশাসাদি পাঁচ প্রকার  
কার্য।

পঞ্চবৃত্তিক—বাহার বৃত্তি বা কার্য  
পাঁচ প্রকার তাহা।

প্রাণকার্য—বাস, প্রাশাস।

প্রকৃতজ্ঞান—বাহা বলিতে প্রবৃত্ত  
তাহার পরিত্যাগ হওয়া।

প্রসঙ্গিত—প্রাপিত।

প্রদেশবিশেষ—সেই সেই অংশ। অব-  
য়ব বিশেষ।

পরিম্পন্ননামক—চলনরূপ। গতি।

পরভবিক—জন্মান্তরীয়।

প্রপঞ্চিত—বিস্তারিত।

প্রত্যবসর্পণ—বাহির হইয়া যাওয়া।  
বিস্তৃত হওয়া।

পররূপাপত্তি—নিজরূপ ত্যাগ ও অপ-  
রের রূপ পাওয়া।

প্রচ্যুতি—ত্যাগ হওয়া।

প্রবর্গ্য—বেদের একটা কাণ্ড।

পৰ্য্যাস—ন-শব্দের অর্থ। পুণ্য ও পাপ  
হরের কিছুই হয় না এরূপ অর্থ।

প্রত্যাবৃত্তি—ধ্যানপ্রবাহ।

প্রত্যাবৃত্তসামান্য—প্রত্যাবৃত্ত—জ্ঞান, তা-  
হার সামান্য অর্থাৎ সামান্যতা।  
ইহাও জ্ঞান, তাহাও জ্ঞান,  
সুতরাং সমান, এই তাব।

প্রবুদ্ধ—তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত।

প্রত্যগাত্মা—প্রতিশরীরস্থ আত্মা, জীব।

পাপবস্তু—পাপ থাকা।

প্রকীর্ণ—ক্ষয়প্রাপ্ত।

প্রপদ্যে—প্রাপ্ত হই।

পঞ্চাশিবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা।

ছানোগ্য উপনিষদে যে দিব্  
ও পৰ্জ্জনা (মেঘ) প্রভৃতি পাঁচ  
পদার্থে অগ্নিতাব আরোপিত  
করিয়া উপাসনা করিবার বিধান  
আছে তাহা।  
পর্যাক্ষবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা।  
ইহাও ছানোগ্যে কথিত আছে।  
ব  
বিদিক্রিয়া—বিদ্যাত্মক অর্থ। জ্ঞান।  
জ্ঞান = মানসী ক্রিয়া।  
ব্যাপদিষ্ট—যাহা উল্লিখিত হইয়াছে  
তাহা।  
বিদেহমুক্তি—দেহ ত্যাগের পর নির্বাক  
মুক্তি।  
বাচিতা—অর্থবোধক ভাব।  
ব্যাহতি—ব্যাপ্যত নামক দোষ।  
বাক্যশেষ—প্রস্তাবের শেষ কথা।  
উপসংহার বাক্য।  
বিস্তৃত: পৃষ্ঠে—বিস্তার উপরে। সমু-  
দয়ের উপরে।  
বীণা—প্রত্যেককে বুঝাইবার নি-  
মিত্ত বিকল্পিত। হই বার বলা।  
যেমন প্রতিদিন বুঝাইবার নি-  
মিত্ত দিন দিন, এই রূপ বলা  
যায়।  
বাক্যসম্বন্ধ—বাক্যের পরিপাটি।  
বিহর্তা—বিহারকারী। ক্রিডাকারী।  
ব্যামিশ্র—মিশ্র। অনিশ্চিত।

বশিষ্ঠ—অতিশয় বশী। অত্রকে বশতা-  
পন্ন করে একরূপ গুণ বাহার আছে।  
বিধুনন—ধোতকরণ। ধুয়ে ফেলা।  
বিশেষ্যভূত—বাহার বিশেষণ তাহা।  
বিবিদিষা—তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা।  
ব্রহ্মায় প্রতিপত্তি—ব্রহ্মই আত্মা অর্থাৎ  
আমি, এতরূপ অসম্ভব বা  
বোধ।  
ব্রহ্মগন্তা—যে ব্রহ্মগতি পায়।  
বিশেষণপর—যাহা বিশেষে নিশ্চিত বা  
নির্দিষ্ট বিষয়ে অবস্থিত। বিশেষ  
অর্থে পর্য্যবসিত।  
ব্রহ্মবেশপ্রাপ্তি—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।  
বামনীষাদি—কর্মকলাদ্বারা প্রভৃতি  
গুণ।  
ব্রহ্মক্রতু—ব্রহ্মধ্যানকারী।  
বৃত্ত্যুপসংহার—ইন্দ্রিয়ের ও মনের  
তুষ্কীভাব। কিছু না করা, চুপ্  
থাকা।  
ভ  
ভোগভূগিত্ত্ব—ভোগপ্রদ স্থান।  
ম  
মহাদি ক্রম—প্রকৃতি হইতে মহান,  
তাহা হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি।  
মোক্ষয়িতব্য—বাহাকে মুক্ত করিতে  
হইবে তাহা।  
মুমুক্শুচেতন—মুক্ত হইতে ইচ্ছুক  
এরূপ জীব।

মকটপুঙ্খমূলবর্ণ—বানরের রক্তবর্ণ  
পায়ু।

মনোলয়—মনের কোন প্রকার বৃত্তি  
না থাকা ও না হওয়া। না  
থাকার স্থান হওয়া।

মনোব্রহ্ম—মনঃই ব্রহ্ম।

মহান্ ব্যাপী—সর্বব্যাপী। পরিপূর্ণ।

য

যুক্তাপেত—যুক্তিযুক্ত।

র

রৈতসী—রেতস্—শুক্রনামক চরম  
ধাতু, তৎপ্রভব। শুক্রশোণিত  
যোগে শরীরোৎপত্তি হওয়া।

ল

লোকসংঘ—লোকসমূহ। জীবসমূহ।

লিঙ—ব্যাকরণোক্ত বিধিপ্রত্যয়।  
ইহাতে কুর্ধ্যাৎ ইত্যাদি প্রয়োগ  
নিশ্চয় হয়।

শ

শরীরাদ্যনপেক জ্ঞান—যে জ্ঞান শরী-  
রাদিনিরপেক, শরীরাদির অস্তিত্ব  
অবচ্ছেদ না করিয়া বিদ্যমান  
বা উৎপন্ন হয়।

শ্রোতৃপুরুষ—যে শ্রবণ করে সে।

শেষবীজী—সম্বন্ধ মাত্রেয় বোধিকা  
৬জী বিভক্তি।

শরীরবহির্ভূর্তী—বাহ্যবস্ত।

শতোদন—একপ্রকার চক্র। দেবতার

উদ্দেশে কেবল ছদ্মে তত্ত্বল পাক  
করিলে তাহাকে চক্র বলে।

ব.

ষোড়শকল—কল্পিত ১৬ অবয়ববিশিষ্ট

স

সংব্যবহার—অব্যভিচারী ব্যবহার।  
অবাধে কার্য্য চলা।

স্বত্রাঙ্কা—হিরণ্যগর্ত। সমষ্টিহীনশরী-  
রাভিমাত্রী।

সংখ্যাসাম্য—সমানাকারের সংখ্যা।

যেমন ইহাতে দশ, তাহাতে দশ  
সুতরাং সংখ্যায় সমান।

সম্প্রসাদ—সুসুপ্ত জীব। মুক্তাঙ্কা।

স্বোৎপ্রেক্ষিত—নিজে নিজে কল্পনা  
করা। নিজ বুদ্ধিতে উদ্ভূত করা।

স্বাপকাল—সুসুপ্ত সময়।

সম্পৎ—তৎস্বরূপ হইয়া যাওয়া।

স্তিমিত—নিশ্চল। নিম্পন্দ। নিঃশব্দ।

সদ্বর্ণবিদ্যা—একপ্রকার উপাসনা।

সত্য—সৎ+তাদ—এই ও সেই।

সাতত্যা—নিরন্তরতা। অবিচ্ছেদে।

সহভাব—এক সঙ্গে থাকা।

সম্প্রসূত—সম্যক রূপে প্রসূত। উৎ-  
পন্ন।

স্বরূপাববোধ—আপনার চেতনহ  
ও ব্রহ্মতাব বুদ্ধিতে পারা।

স্বার্থপ্রমা—শব্দের প্রামাণিক অর্থ  
অভিধাশক্তিমূলক অর্থ।



সংসার্যাশ্রয়তা—একই অবিদ্যা যোগে  
 জীব, তাহার ভাব বা ধর্ম ।  
 সূত্ৰ্যপুত্রম—মরণ অবধি পুনর্জন্ম  
 পর্যন্ত জীবগতি বর্ণনের শাস্ত্র ।  
 স্বসংবেদ্য—নিজ প্রজ্ঞার জ্ঞেয় ।  
 স্থিতপ্রজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানী ।  
 সমষ্টি—সমূহ ।  
 সমষ্টি লিঙ্গশরীরাত্মিকানী — সমুদায়  
 প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরে যাহার  
 “এ সকল আমার শরীর ।” এইরূপ  
 অভিমান আছে তিনি । হিরণ্য-  
 গর্ভ । ব্রহ্মা ।

সুখিৎ—সম্যক জ্ঞান । আত্মজ্ঞান ।  
 সমনস্ক—বাহ্যের মন আছে সে ।  
 হিতশাসক—বাহ্যেতে হিত হওয়া বুঝা  
 যায় তাহা ।  
 হিততত্ত্বাদিবাক্য—হিত হয়, অধিক  
 হিত হয়, ইত্যাদিবিধ বাক্য ।  
 হোমপ্রতিষেধক—হোমনিষেধক ।  
 হিংকার—সামগানের অংশবিশেষ ।  
 হার্দবিদ্যা—উপাসনা বিশেষ । হৃদ-  
 পদ্মে ব্রহ্মচিন্তা ।

# সূত্রানুক্রমণিকা ।

## প্রথমাদ্যায়ন্ত ।

অ ।

স্থত্র	পাদাক	স্থত্রাক	পত্রাক ।
অথাভৌতকজিজ্ঞাসা । ...	১	১	৩৫
অগ্নিন্নত্র চ তদ্ব্যোগং শাস্তি । ...	"	১৯	২১০
অন্তস্তদ্ব্যপদেশাৎ । ...	"	২০	২২৬
অতএব প্রাণঃ । ...	"	২৩	২৪২
অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ । ...	২	৩	২৯৮
অর্ভকৌকস্বাত্তব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন নিচায্যত্বা-			
দেবং ব্যোমবচ্চ । ...	"	৭	৩০৪
অভা চরাচরগ্রহণাৎ । ...	"	৯	৩০৯
অন্তর উপপত্তেঃ । ...	"	১৩	৩২৫
অনবস্থিতেরসস্তবাক নেতরঃ । ...	"	১৭	৩৩৭
অন্তর্বাদ্যাদিবাঈবদিত্ব তদ্ব্যপদেশাৎ । ...	"	১৮	৩৪০
অদৃশ্যাদিগুণকোষধর্মোক্তেঃ । ...	"	২১	৩৫০
অত এব ন দেবতা ভূতঞ্চ । ...	"	২৭	৩৭৫
অভিব্যক্তেরিত্যাশ্রয়ঃ । ...	"	২৯	৩৭৯
অনুস্থিতের্বাদিঃ । ...	"	৩০	ঐ
অক্ষরমধরাস্তদ্ব্যপত্তেঃ । ...	৩	১০	৪১৫
অন্ততাবব্যাপ্তেস্ত চ । ...	"	১২	৪১৯
অন্তার্থেচ পরামর্শঃ । ...	"	২০	৪৬১
অনুশ্রুতেরিতি চেত্তদ্ব্যপত্তম্ । ...	"	২১	৪৬৭
অনুশ্রুতেন্তস্ত চ । ...	"	২২	৪৬৮
অপি চ স্বর্ঘ্যতে । ...	"	২৩	৪৭০
অত এব চ নিত্যত্বম্ । ...	"	২৯	৫০৫

হুত্র

পাদ্যিক হুত্রাক পত্রাক ।

অস্ত্রার্থন্ত দৈমিনিঃ প্রপ্নব্যাখ্যানাত্ম্যমপি চৈব-

মেকে ।	...	...	৪	১৮	৬৩৯
অবস্থিতেরিত্তি কাশকৃৎস্বঃ ।	...	...	"	২২	৬৫২
অভিধোপদেশাচ্চ ।	...	...	"	২৪	৬৬৯

আ ।

আনন্দময়োহভ্যাবাৎ ।	...	...	১	১২	১৯৬
আকাশন্তল্লিঙ্গাৎ ।	...	...	"	২২	২৩৫
আমনস্তি চৈনমগ্নিন্ ।	...	...	২	৩২	৩৮৩
আকাশোহর্থাস্তরঙ্গাদিব্যপদেশাৎ ।	...	...	৩	৪১	৫৫৭

আত্মমানিকমপ্যেকেমামিতি চেন্ন, শরীররূপক-

বিগ্রহস্তগৃহীতেদর্শয়তি চ ।	...	...	৪	১	৫৬৬
আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ।	...	...	"	২৬	৬৭০

ই ।

ইতরপরামর্শাৎ ন ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ।	...	...	৩	১৮	৪৪২
------------------------------------	-----	-----	---	----	-----

ঈ ।

ঈক্ষতের্নাশকম্ ।	...	...	১	৫	১৫৯
ঈক্ষতিকর্ষব্যপদেশাৎ সং ।	...	...	৩	১৩	৪২৭

উ ।

উপদেশভেদাম্মেতি চেন্নোভয়গ্নিনবিরোধাৎ ।	...	...	১	২৭	২৬৬
উত্তরাচ্ছেদাবিভূত্বরূপস্ত ।	...	...	৩	১৯	৪৪৪
উৎক্রমিষ্যত এবস্তাবাদিত্যোদ্ধুলোগিঃ ।	...	...	৪	২১	৬৫৭

এ ।

এতেন যক্বে ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ।	...	...	৪	২৮	৬৭৪
--------------------------------------	-----	-----	---	----	-----

ক ।

কর্ষকর্ষব্যপদেশাচ্চ ।	...	...	২	৪	৩০০
কল্পনাৎ ।	...	...	৩	৩৯	৪৪৮
কল্পনোপদেশাচ্চ নধ্বাদিবদবিরোধঃ ।	...	...	৪	২৭	৬৭৩

স্থত্র	পাদ্যক	স্থত্রাক	পত্রাক।
কারাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ...	১	১৮	২০৯
কারগঞ্চে ন চাকাশাবিবু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ।	৪	১৪	৬১৮
গ ।			
গতিসামান্যাৎ । ...	১	১০	১৮৭
গতিশকাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গকঃ । ...	৩	১৫	৪৩৭
ঋহাং প্রবিষ্টাবাশ্বানো হি তদর্শনাৎ । ...	২	১১	৩১৩
গৌণশ্চেন্নাশ্বশকাৎ । ...	১	৬	১৭৫
চ ।			
চমসবদবিশেষাৎ । ...	৪	৮	৫৯৬
ছ ।			
ছন্দোভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোহর্পণনিগদা- তথাহি দর্শনম্ । ...	১	২৫	২৬০
জ ।			
জন্মাদ্যন্ত যতঃ । ...	১	২	৬৫
জগদ্বাচিহ্নাৎ । ...	৪	১৬	৬২৯
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদা- শ্রিতবাদিহ তদ্বোগাৎ । ...	১	৩১	২৭৯
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ।	৪	১৭	৬৩৭
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ । ...	১	২৪	২৪৮
জ্যোতিষি ভাবাচ্চ । ...	৩	৩২	৫১৮
জ্যোতির্দর্শনাৎ । ...	৫	৪০	৫৫৩
জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা স্বধীরত একে । ...	৪	৯	৬০০
জ্যোতির্ধৈকেষাবনস্যন্নে । ...	৫	১৩	৬১৬
জ্যেষ্ঠাবচনাচ্চ । ...	৪	৪	৫৮৩
ড ।			
ডন্তু সমন্বয়াৎ । ...	১	৪	৮৬
ডর্ম্মিষ্ঠা যোক্ষোপদেশাৎ । ...	৫	৭	১৭৬

স্থান	পাদিক	স্থানিক	পত্রিক।
তত্ত্বত্ব্যাপদেশীক। ... ..	“	১৪	২০৩
তত্ত্বপৰ্য্যাপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ। ... ..	৩	২৬	৪৭৬
তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তে: ... ..	“	৩৭	৫৪৫
তদধীনত্বাদর্থবৎ। ... ..	৪	৩	৫৭৭
অরাণামেব চৈবমুপভাসঃ প্রব্রশ্চ। ... ..	“	৬	৫৮৬
দ।			
দহর উত্তরেভ্যঃ। ... ..	৩	১৪	৪২৬
দ্যুভাদ্যায়তনং স্বশকাৎ। ... ..	“	১	৩৮৬
ধ।			
ধর্মোপপত্তেচ্চ। ... ..	“	৯	৪১৩
যুতেচ্চ মহিন্নোহস্তাশ্মিন্নুপলভে:। ... ..	“	১৬	৪৩৯
ন।			
ন বক্তুরাশ্রোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মস্বকৃত্বমা হস্মিন্। ... ..	১	২৯	২৭৩
ন চ স্মর্ত্তমতক্রম্যভিলাপাৎ। ... ..	২	১৯	৩৪৫
ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাক।	৪	১১	৬০৫
নাহুমানমতচ্ছকাৎ। ... ..	৩	৩	৩৯৫
নেতরোহুপপত্তে:। ... ..	১	১৬	২০৬
প।			
পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ। ... ..	৩	৪৩	৫৬৪
প্রকরণাক। ... ..	২	১০	৩১৩
প্রকরণাৎ। ... ..	৩	৬	৩৯৮
প্রসিদ্ধেচ্চ। ... ..	“	১৭	৪৪১
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেপিদ্ধবাস্থরথা:। ... ..	৪	২০	৬৪৯
প্রকৃতিচ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাভ্যুপরোধাৎ। ... ..	“	২৩	৬৬২
প্রাপত্ত্বাধুগমাৎ। ... ..	১	২৮	২৬৮
প্রাপ্তচ্চ। ... ..	৩	৪	৩৯৬

স্থত্র	পাদাক	স্থত্রাক	পত্রাক ।
প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ । ...	৪	১২	৬১৩
ড ।			
ভাবন্তু বাদরায়ণোহস্তি হি । ...	৩	৩৩	৫২২
ভূতাদিশাদব্যপদেশোপপত্তেঃশেষম্ । ...	১	২৬	২৬৫
ভূমা সস্ত্রসাদাদধ্যাপদেশাৎ । ...	৩	৮	৪০১
ভেদব্যাপদেশাচ্চ । ...	১	১৭	২০৭
ভেদব্যাপদেশাচ্চান্তঃ । ...	"	২১	২৩৪
ভেদব্যাপদেশাৎ । ...	৩	৫	৩৯৭
ন ।			
মধ্যাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ । ...	৩	৩১	৫১৫
মহৎস্বচ্ছ । ...	৪	৭	৫৯৫
মান্দ্রবর্গিকমেব চ গীয়তে । ...	১	১৫	২০৪
মুক্তোপস্থ্যব্যাপদেশাৎ । ...	৩	২	৩৯৩
য ।			
যোনিশ্চ হি গীয়তে । ...	৪	২৭	৬৭২
র ।			
রূপোপন্যাসাচ্চ । ...	২	২৩	৩৬০
ব ।			
বদভীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ । ...	৪	৫	৫৮৪
ব্যাক্যাদরাৎ । ...	"	১৯	৬৪২
বিকারশকার্যেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ । ...	১	১৩	২০২
বিবক্ষিতঙুণোপপত্তেঃশ্চ । ...	২	২	২৯৫
বিশেষণাচ্চ । ...	"	১২	৩২০
বিশেষণভেদব্যাপদেশাভ্যাক্ষ নেতরৌ । ...	"	২২	৩৫৯
বিরোধঃ কল্পগীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তেঃদর্শনাৎ । ...	৩	২৭	৪৭৯
বৈধানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ । ...	২	২৪	৩৬৪
শ ।			
শব্দবিশেষাৎ । ...	"	৫	৩০১

স্থত্র	পাদাক	স্থত্রাক	পত্রাক।
শব্দাদিত্যোহন্তঃ প্রতিষ্ঠান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপ-			
দেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।	“	২৬	৩৭০
শব্দাদেব প্রমিতঃ। ...	৩	২৪	৪৭১
শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্।	“	২৮	৪৮৫
শাক্তবোনিহাৎ। ...	১	৩	৭৮
শাক্তদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ। ...	“	৩০	২৭৭
শারীরশোভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।	২	২০	৩৪৭
শুগন্ত তদনাদরপ্রবণাতদাজ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।	৩	৩৪	৫৩৪
প্রতস্থাক। ...	১	১১	১৮৯
প্রতোপনিবৎকগত্যভিধানাক। ...	২	১৬	৩৩৬
প্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিবেধাৎ সূতেশ্চাস্ত্র। ...	৩	৩৮	৫৪৭
স।			
সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ। ...	২	১	২২০
সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ। ...	“	৮	৩০৬
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি। ...	“	৩১	৩৮০
সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধোদর্শনাৎ			
সূতেশ্চ। ...	৩	৩০	৫০৬
সমাকর্ষাৎ। ...	৪	১৫	৬২৬
সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ। ...	২	২৮	৩৭৯
সা চ প্রশাসনাৎ। ...	৩	১১	৪১৮
সাক্ষাচ্ছোভয়ানানাৎ। ...	৪	২৫	১৬৯
স্বথবিশিষ্টাভিধানাদেব চ। ...	২	১৫	৬৫৫
স্বপুণ্ড্রুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন। ...	৩	৪২	৫৫৯
স্বল্পত্ব তদর্হহাৎ। ...	৪	২	৫৭৩
সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাক। ...	৩	৩৬	৫৪৪
সাপ্যয়াৎ। ...	১	২	১৮৩
স্থানাসিব্যপদেশাক। ...	২	১৪	৩২৯
স্থিতিদনাত্যাক। ...	৩	৭	৩৯৮

স্থান	পাদ্য	স্থান	পাদ্য
স্বর্গমাণসমুদায়ঃ সাদৃশ্যে । ...	২	২৪	৩৬৯
স্বতন্ত্র । ...	“	৬	৩০২
হ ।			
হেয়স্বাভাবনা । ...	১	৮	১৮১
হৃদয়পেক্ষা তু মনুষ্যবিকারস্বাৎ । ...	৩	২৫	৪৭৪
ক ।			
কজিয়দগন্তেচোত্তরজ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ।	“	৩৫	৫৪২

## দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

অ ।

অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষাহুগতিভ্যাম্ ।	১	৫	২৬
অলম্বিত চেন্ন প্রতিবেদ্যাত্মস্বাৎ । ...	“	৭	৩৬
অপীতো তবৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ । ...	“	৮	৩৮
অসম্ব্যপদেশোন্নেতি চেন্ন স্বাক্ষরেন বাক্যশেষাৎ ।	“	১৭	৮৬
অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ । ...	“	২২	১০৫
অঙ্গাদিবচনভঙ্গপদ্ধতিঃ । ...	“	২৩	১০৮
অঙ্গ্যজ্ঞাতাবচ্চ ন তৃণাদিবৎ । ...	২	৫	১৫৫
অঙ্গ্যপদগমেহপরিভাবাৎ । ...	“	৬	১৫৭
অলিঙ্গাহুগন্তস্তেচ । ...	“	৮	১৬৩
অন্যথাহুমিতৌ চ জ্ঞপ্তিবিরোধাৎ । ...	“	৯	১৬৪
অপরিগ্রহাচ্চাত্মস্বয়নপেক্ষা । ...	“	১৭	২০১
অলম্বিত প্রতিজ্ঞাপরোষোপপাদ্যমন্যাথা ।	“	২১	২৩১
অহুস্বতন্ত্র ...	“	২৫	২৩৮
অত্যাবহিত্তেচোত্তরনিত্যবাদবিশেষঃ । ...	“	৩৬	২৮৭
অনির্ভাবাহুগন্তস্তেচ । ...	“	৩৯	২৯৫



হ্রদ	পাদ্যক	হ্রদ্যক	পত্রাক ।
অস্তবস্তুমসর্কজতা বা । ... ..	২	৪১	২২৭
অস্তি তু । ... ..	৩	২	৩১০
অসম্ভবস্ত সতোহুপগন্তেঃ । ... ..	“	৯	৩৩৭
অস্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেম্না- বিশেষাৎ ... ..	“	১৫	৩৫২
অবিরোধশ্চন্দনবৎ । ... ..	“	২৩	৩৭২
অবস্থিতিবৈশেষাদিতি চেম্নাত্যুপগমাক্ দি হি ।	“	২৪	৩৭৩
অপি চ স্মর্যতে । ... ..	“	৪৫	৪১৮
অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ।	“	৪৮	৪২৫
অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ । ... ..	“	৪৯	৪২৯
অদৃষ্টান্নিরমাৎ । ... ..	“	৫১	৪৩৩
অভিসন্ধাদিষপি চৈবম্ । ... ..	“	৫২	৪৩৫
অগবশ্চ । ... ..	৪	৭	৪৫৯
অকরণত্বাচ্চ ন দোষত্বা হি দর্শয়তি । ...	“	১১	৪৬৮
অগ্শ্চ । ... ..	“	১৩	৪৭২
আ ।			
আত্মনি চৈবং বিচিহ্নাশ্চ হি । ... ..	১	২৮	১২১
আকাশে চাবিশেষাৎ । ... ..	২	২৪	২৩৬
আপঃ । ... ..	৩	১১	৩৪৩
আভাস এব চ । ... ..	“	৫০	৪৩০
অংশোনানাব্যাপদেশাদন্যাথা চাপি দাশকিতবাদি- সম্বীয়ত একে । ... ..	“	৪৩	৪১৪
ই ।			
ইতরেবাংকানুপলক্ষেঃ । ... ..	১	২	১২
ইতরব্যপদেশোক্তিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।	“	২১	১০২
ইতরেতরপ্রত্যয়াদিতি চেম্নোৎপত্তিমান্নিনিষি- দ্ধাৎ । ... ..	২	১৯	২১৯

সূত্র	পাদক	সূত্রক	পত্রক
উ ।			
উপসংহারদর্শনারেতি চেন্ন কীরবদ্ধি । ...	১	২৪	১০৯
উপপদ্যতে চাপ্পাপলভ্যতে চ । ...	"	৩৬	১৩৬
উত্তরথাপি ন কৰ্দ্ধাতত্তদভাবঃ । ...	২	১২	১৮২
উত্তরথা চ দোষাৎ । ...	"	১৬	১৯৮
উত্তরোৎপাদে চ পূৰ্ণনিরোধাৎ । ...	"	২০	২২৭
উত্তরথা চ দোষাৎ । ...	"	২৩	২৩৫
উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ । ...	"	২৭	২৪৮
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ । ...	"	৪২	৩০০
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং । ...	৩	১৯	৩৬৬
উপাদানাৎ । ...	"	৩৫	৩৯৩
উপলব্ধিবদনিরমঃ । ...	"	৩৭	৩৯৫
এ ।			
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ । ...	১	৩	১৪
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ । ...	"	১২	৫৩
এবঞ্চাচ্ছাৎকান্‌ন্নাম্ । ...	২	৩৪	২৮২
এতেন মাতরিষ্ঠা ব্যাখ্যাভাঃ । ...	৩	৮	৩৩৫
ক ।			
করণবচ্ছেন্ন ভোগাদিত্যঃ । ...	২	৪০	২৯৫
কৰ্দ্ধা শাস্ত্রার্থবজ্জাৎ । ...	৩	৩৩	৩৯১
কৃতপ্রসক্তির্নিরবয়বদ্বন্দ্বককোপোবা । ...	১	২৬	১১৪
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষন্ত বিহিতপ্রতিবিদ্ধাত্বেয়র্থ্যা- দিত্যঃ । ...	৩	৪২	৪১১
গ ।			
গুণাচ্ছা লোকবৎ । ...	"	২৫	৩৭৪
গৌণ্যসম্ভবাৎ । ...	"	৩	৩১২
গৌণ্যসম্ভবাৎ । ...	৪	২	৪৪৪

ক্ৰ	পাদক	হজাৰ	পক্ষিক ।
চ ।			
চর্যচর্যপাশ্রয়ন্ত শান্তদ্ব্যপদেশো ভাস্তত্ভাব-			
ভাবিহাং । ...	৩	১৬	৩৫৫
চক্ষুরাদিবন্ত তৎসহশিষ্টাদিত্যঃ । ...	৪	১০	৪৬৬
জ ।			
জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্ত তদামননাং । ...	"	১৪	৪৭৩
জ্যোত এব । ...	৩	১৮	৩৬৩
ত ।			
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যাখ্যায়মেরমিতি চেদেবমপ্য-			
বিমোকপ্রসঙ্গঃ । ...	১	১১	৪৬
তদনন্যম্বয়ারন্তগণকাদিত্যঃ । ...	"	১৪	৫৯
তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাং সঃ । ...	৩	১৩	৩৪৭
তথা চ দর্শয়তি । ...	"	২৭	৩৭৮
তদগুণসারস্বাত্ত তদ্যপদেশঃ প্রোক্তবৎ । ...	"	২৯	৩৭৯
তথা প্রাণাঃ । ...	৪	১	৪৪০
তৎ প্রাক্ ক্রতেঃ । ...	"	৩	৪৪৭
তৎপূর্বকস্বাঘাচঃ । ...	"	৪	৪৪৮
তন্ত চ নিত্যহাং । ...	"	১৬	৪৭৮
ত ইন্দিরাণি তদ্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাং । ...	"	১৭	৪৭৯
তেনোহন্ততথাহাহ । ...	৩	১০	৩৩৫
দেবাদিবদপি লোকে । ...	১	১৫	১১২
দ্বত্বতে তু । ...	"	৬	২৯
ন ।			
ন বিলক্ষণস্বাদন্ত তথাহি শকাং । ...	"	৪	১৯
ন কু হৃষ্টান্ততাবাং । ...	"	২	৪০
ন প্রয়োজনবহাং । ...	"	৩২	১২৭
ন কল্পাবিভাগাদিতি চেরাহনাদিত্যঃ । ...	"	৩৫	১৩৫

হুজ	পাদাঙ্ক	হুজাঙ্ক	পজাঙ্ক
ন ভাবোহিহুপলঙ্কেঃ । ...	২	৩০	২৭০
ন চ পর্য্যায়ান্যবিরোধাবিকারাদিত্যঃ ।	"	৩৫	২৮৫
ন চ কর্তৃঃ করণম্ । ...	"	৪০	৩০০
ন বিয়দশ্রুতেঃ । ...	৩	১	৩০৮
ন বায়ুক্ৰিয়ে পৃথগ্গণদেবাং । ...	৪	৯	৪৬২
নাকতোহদৃষ্টবাং । ...	২	২৩	২৪৪
ন্যজাব উপলঙ্কেঃ । ...	"	২৮	২৪৯
নান্যহশ্রুতের্নিষ্যস্বাক্ত তাভ্যঃ । ...	৩	১৭	৩৫৭
নানুসত্তচ্ছভেন্নিত্তি চেন্নৈতরাধিকার্যাং । ...	"	২৯	৩৭০
বিজ্ঞমেব চ ভাবাং । ...	২	২৪	১২২
নিভ্যোপলঙ্কানুপলঙ্কিপ্রসক্তোহন্যতরনিয়মো বাহ- মাধা । ...	৩	৩২	৩৮৯
নৈকশ্লিষসম্ভবাং । ...	২	৩৩	২৭৫
প ।			
পটক্ক । ...	১	১৯	১০০
পরোহুবেকেৎ তত্রাপি । ...	২	৩	১৫২
পত্ন্যয়ানন্যভাং । ...	"	৩৭	২৮৮
পৃথগ্গণদেশাং । ...	৩	২৮	৩৭৮
পৃথিব্যাধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ । ...	৩	১২	৩৪৪
পন্নাত্তু তচ্ছভেঃ । ...	"	৪১	৪০৮
পঞ্চবৃত্তির্মনোব্যাগমিত্তে । ...	৪	১২	৪৭০
পুঙ্খান্ববদিত্তি চেৎ তত্রাপি । ...	২	৭	১৬০
পুঙ্খান্ববিত্তত্ব যতোহভিব্যক্তিব্যাগাং । ...	৩	৩১	৩৮৮
প্রবৃন্তে । ...	২	২	১৪৭
প্রতিসংখ্যাং প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাং ।	"	২২	২৩২
প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছভেভ্যঃ । ...	৩	৯	৩১৯
প্রকাশাদিবৈবং পরঃ । ...	"	৪৬	৪১২

স্থ	পাদ্য	স্থ	পত্র
প্রদেশাদিত্তি চেরান্তর্ভাবাৎ । ...	৩	৫৩	৪৩৫
প্রাণবতা শব্দাৎ । ...	৪	১৫	৪৭৭
ব ।			
বিকরণদ্বারেতি চেত্ত্বকৃত্তম্ । ...	“	৩১	১২৫
বিশ্রুতিবেদাচ্চাসমঞ্জস্যম্ । ...	২	১০	১৬৫
বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিবেদঃ । ...	“	৪৪	৩০৪
বিশ্রুতিবেদাচ্চ । ...	“	৪৫	৩০৬
বিপর্যায়ণে তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ । ...	৩	১৪	৩৪২
বিহারোপদেশাৎ । ...	“	৩৪	৩২২
বৈষম্যনৈস্বর্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ।	১	৩৪	১৩১
বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ । ...	২	২২	২৬৭
বৈলক্ষণ্যাচ্চ । ...	৪	১২	৪৮৩
বৈশেষ্যাত্ত্ব তদ্বাদস্তবাদঃ । ...	“	২২	৪২৩
ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ । ...	২	৪	১৫৪
ব্যতিরেকো গন্ধবৎ । ...	৩	২৬	৩৭৬
ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ারাং ন চেদ্বিদেশবিপর্যায়ঃ ।	“	৩৬	৩২৩
ড ।			
ভাবে চোপলক্ষেঃ । ...	১	১৫	৮১
ভেদপ্রভেদেঃ । ...	৪	১৮	৪৮২
ভোক্তাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ শাল্লোকবৎ । ...	১	১৩	৫৬
ম ।			
মহর্দীর্ঘবদা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ...	২	১১	১৭৬
মহ্রবর্ণাচ্চ । ...	৩	৪৪	৪১৭
মাংসাদি ভোমং যথাপেক্ষমিত্তরয়োচ্চ । ...	৪	২১	৪২১
য ।			
যথা চ প্রাণাদি । ...	১	২০	১০১
যথা চ ত্তকোত্তরথা । ...	৩	৪০	৩২৭

স্থান	পাদ্য	স্থান	পাদ্য
যাবদিকারস্ত বিভাগো লোকবৎ । ...	৩	৭	৩২৭
যাবদাস্তাবিহাচ ন দোবস্তদর্শনাৎ । ...	"	৩০	৩৮৫
যুক্তঃ শবাস্তরাচ । ...	১	১৮	৮৮
র ।			
রচনামুপপত্তেচ নানুমানম্ । ...	২	১	১৪০
রূপাদিমহাচ বিপর্যায়োদর্শনাৎ । ...	"	১৫	১৯৩
ল ।			
লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ । ...	১	৩৩	১২৮
শ ।			
শব্দাচ । ...	৩	৪	৩১৫
শক্তিবিপর্যয়াৎ । ...	"	৩৮	৩৯৬
শ্রুতেস্ত শব্দমূলদ্বাৎ । ...	১	২৭	১১৬
শ্রেষ্ঠশ্চ । ...	৪	৮	৪৬০
স ।			
সম্বাচাবরস্ত । ...	১	১৬	৮৪
সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ । ...	"	৩০	১২৪
সর্বধর্মোপপত্তেচ । ...	১	৩৭	১৩৮
সমবায়াত্মপগমাচ সাম্যাননবস্থিতেঃ । ...	২	১৩	১৮৮
সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ । ...	"	১৮	২১৪
সর্বধামুপপত্তেচ । ...	"	৩২	২৭৪
সম্বন্ধামুপপত্তেচ । ...	"	৩৮	২৯২
সমাধ্যাত্বাচ । ...	৩	৩৯	৩৯৭
সন্তগতের্কিশেষিতদ্বাচ । ...	৪	৫	৪৪৯
স্তাচৈককন্ত ব্রহ্মশব্দবৎ । ...	৩	৫৩১	৩১৬
স্বপকদোষাচ । ...	১	১০	৪৪
স্বপকদোষাচ । ...	"	২২	১২২
স্বপকদোষানাত্যাক । ...	৩	২২	৩৭১

স্থান	পাদ্য	স্থান	পাদ্য
স্বাননা চোত্তরোঃ । ...	৩	২০	৩৬৮
স্বরতি চ । ...	৪	৪৭	৪২২
স্বতানবকাশদোবপ্রসঙ্গ ইতি চেরাভস্বতানবকাশ- দোবপ্রসঙ্গাৎ । ...	১	১	১
সংজ্ঞাস্বত্বিকৃষ্ণিত্ত্ব জিব্বৎকুর্কত উপদেশাৎ ।	৪	২০	৪৮৫
হ ।			
হতাদয়স্ত্ব হিতেহতো নৈবম্ । ...	৪	৬	৪৫২
ক ।			
কণিকছাচ্চ । ...	২	৩১	২৭১

### তৃতীয়াধ্যায়স্য ।

অ ।

অঙ্গাদিগতিপ্রভেতিতি চের ভাস্ত্রাৎ । ...	১	৪	১১
অত্রতদ্বাদিতি চেরেটাদিকারিণাং প্রভীতেঃ ।	“	৬	১৬
অনিটাদিকারিণামপি চ প্রভম্ । ...	“	১২	৪০
অপি চ সপ্ত । ...	“	১৫	৪৪
অঙ্গাদিগতিতে পূর্ববদতিলাপাৎ । ...	“	২৪	৫৭
অঙ্গাদিগতি চের শকাৎ । ...	“	২৫	৬০
অন্তঃ প্রবোধেহ্মাৎ । ...	২	৮	২৫
অপি চৈবমেকে । ...	“	১৩	১১১
অঙ্গশবদেব হি তৎপ্রধানম্ । ...	“	১৪	১১২
অন্ত এব চোপমা স্বর্যকাদিবৎ । ...	“	১৮	১১৭
অঙ্গশবদপ্রধানত্ব ন তদ্বাদম্ । ...	“	১৯	১১৮
অপি সংগ্রাহক প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ । ...	“	২৪	১৪৭
অন্তোহনন্তেন তথা হি সিদ্ধম্ । ...	“	২৬	১৪৯
অন্তেন সর্বগতস্বমায়ানশকাতিত্যঃ । ...	“	৩৭	১৬৬
অঙ্গশবৎ শকাতিতি চেরাবিশেষাৎ । ...	৩	৬	১৯৮

স্থত্র	পাদ্যক	স্থত্রাক	পত্রাক ।
অন্যাদিতি চেৎ শ্রাদবধারণাৎ । ...	৩	১৭	২৩২
অনিয়মঃ সর্কাসামবিবোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ।	"	৩১	২৩৩
অক্ষরধিরাৎ অববোধঃ সামান্ততত্ত্বাবাত্যামোপসদব- তত্বত্বম্ । ...	"	৩৩	৩০৬
অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাস্থনঃ । ...	"	৩৫	৩১৪
অন্তরা ভেদানুপপত্তিরিতি চেদ্রোপদেশান্তরবৎ ।	"	৩৬	৩১৬
অতিদেশাচ্চ । ...	"	৪৬	৩৫৩
অনুবন্ধাদিত্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ভবৎ দৃষ্টশ্চ তত্বত্বম্ ।	"	৫০	৩৫৮
অন্যাববন্ধান্ত ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ । ...	"	৫৫	৩৭৭
অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ । ...	"	৬১	৩৯৬
অধিকোপদেশান্তে বাদরায়ণশৈবঃ তদর্শনাৎ ।	৪	৮	৪১৫
অসার্কত্রিকী । ...	৪	১০	৪২০
অধ্যয়নমাত্রবতঃ । ...	"	১২	৪২২
অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ । ...	"	১৯	৪৩১
অতএব চার্মীকনাদানপেক্ষা । ...	"	২৫	৪৫০
অবাধাচ্চ । ...	"	২৯	৪৬৩
অপি চ স্বর্য্যতে । ...	"	৩০	৪৬৪
অনতিভবঞ্চ দর্শয়তি । ...	"	৩৫	৪৭২
অন্তরা চাপি তু তদৃষ্টেঃ । ...	"	৩৬	৪৭৩
অপি চ স্বর্য্যতে । ...	"	৩৭	৪৭৪
অতঃপিতরজ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ । ...	"	৩৯	৪৭৬
অনাবিহুর্কর্ম্মস্বরাৎ । ...	"	৫০	৪৯৫
আ ।			
অনির্ন্যক্যমিতি চেৎ তদপেক্ষত্বাৎ । ...	১	১০	৬৮
আহি চ তন্মাত্রম্ । ...	২	১৬	১১৫
আমন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত । ...	৩	১১	২১৯
আখ্যানায় প্রয়োজনাত্বাৎ । ...	"	১৪	২২৪



স্থ	পাদ্য	স্থ	পাদ্য
আশ্বশব্দাচ্চ । ...	...	“ ১৫	২২৭
আশ্বগৃহীতিরিতরবহুত্তরাং । ...	...	“ ১৬	২২৮
আদরাবলোপঃ । ...	...	“ ৪০	৩২৮
আচারদর্শনাং । ...	...	৪ ৩	৪১১
আস্থিভ্যামিত্যোভুলোমিস্তমৈ হি পরিকীরতে ।	...	“ ৪৫	৪৮৭
ই ।			
ইতরে স্বর্থসাম্যাত্মাং । ...	...	৩ ১৩	২২৩
ইয়দামননাং । ...	...	“ ৩৪	৩১০
উ ।			
উত্তরবাপদেশাশ্বহিকুণ্ডলবৎ । ...	...	২ ২৭	১৫০
উপপত্তেচ্চ । ...	...	“ ৩৫	১৬৪
উপসংহারোহর্থাভেদাধিধিশেষবৎ সমানে চ ।	...	৩ ৫	১২৬
উপপন্নস্তন্নকণার্থোপলব্ধেলোকবৎ । ...	...	“ ৩০	২২২
উপস্থিতেহতত্ত্বচনাং । ...	...	৩ ৪১	৩৩২
উপসর্গকঃ । ...	...	৪ ১৬	৪২৫
উপপূর্বমপি যেকৈ ভাবমশনবত্ত্বজ্ঞম্ । ...	...	“ ৪২	৪৮১
উ ।			
উক্তয়েতঃ সূ চ শব্দে হি । ...	...	“ ১৭	৪২৫
এ ।			
এক আশ্বনঃ শরীরে ভাবাং । ...	...	৩ ৫৩	৩৬৬
এবং মুক্তিকলানিয়মস্তদবহাবধুতেস্তদবহাবধুতেঃ ।	...	৪ ৫২	৫০৩
ঐ ।			
ঐহিকমর্গ্যশ্রিত্তপ্রতিবন্ধে তদর্শনাং । ...	...	“ ৫১	৪২৮
ক ।			
কার্য্যাখ্যানাদপূর্বম্ । ...	...	৩ ১৮	২৩২
কামাদীত্তরত্ব তত্র চারিত্যনামিভ্যঃ । ...	...	“ ৩২	৩২৫
কাম্যাত্ত বথাকামং সমুচ্চিরেয়ং বা পূর্বহেতুভাবাং ।	...	৬০	৩২৫
কামকারেণ চৈকঃ । ...	...	৪ ১৫	৪২৪

স্থান	পাদ্য	স্থান	পাদ্য
কৃতাত্ম্যেহুশরবান্ দৃষ্টস্থিতিভ্যাং যথেনেনবক্ ।	১	৮	২৩
কুংসভাবাং তু গৃহিণোপসংহারঃ ।	৪	৪৮	৪৯৪
গ ।			
গন্তেরর্থবস্তুভরখাত্তথা হি বিরোধঃ ।	৩	২৯	২৯০
গুণসাধারণ্যাক্রতেশ্চ ।	...	৬৪	৩৯৯
চ ।			
চরণাদিতি চেমোপলক্ষণার্থেতি কার্কাঙ্কিনিঃ ।	১	৯	৩৬
ছ ।			
ছন্দত উভয়াবিরোধাং	৩	২৮	২৮৯
ত ।			
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রম্ননিক্রপণা- ভ্যাম্ ।	১	১	১
তত্রাপি চ তদ্যাপারাদবিরোধঃ ।	১৬	৪৫	
তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছুত্তেরাশ্বনি চ ।	২	৭	৮৩
তদব্যক্তমাহ হি ।	২৩	১৪৬	
তথাত্তাপ্রতিষেধাং ।	৩৬	১৬৫	
তন্নির্ধারণানিয়মস্তদৃষ্টেঃ পৃথগ্ধ্যাপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ।	৩	৪২	৩৩৫
তচ্ছুত্তেঃ ।	৪	৪	৪১২
তদ্বতোবিধানাং ।	৬	৪১৩	
তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাং ।	২৪	৪৪৯	
তদুত্তত তু নাতস্তাবো জৈমিনেরপি নিয়মাত্তদ্রপা- ভাবেভ্যঃ ।	৪	৪০	৪৭৭
তৃতীরশকাবিরোধঃ সংশোকজস্ত ।	১	২১	৫২
তুল্যস্ত দর্শনম্ ।	৪	৯	৪১৮
ত্য়ান্নক্কাবতু তুরহাং ।	১	২	৮
ক ।			
দর্শনাচ্চ ।	২০	৫১	

স্থত্র	পাদাক	স্থত্রাক	পত্রাক ।
দর্শয়তি চাথো অপি স্বর্যতে ।...	২	১৭	১১৬
দর্শনাচ্চ ।	২১		১২১
দর্শয়তি চ ।	৩	৪	১৯৪
দর্শয়তি চ ।	২২		২৫৪
দর্শনাচ্চ ।	৪৮		৩৫৪
দর্শনাচ্চ ।	৬৬		৪০২
দেহবোগায়া সোহপি ।	২	৬	৮০
ধ ।			
ধর্মঃ জৈমিনিরত এব ।	৪০		১৭০
ন ।			
ন তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ ।	১	১৮	৪৯
ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্কত্র হি ।	২	১১	১০৬
ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাং ।	১২		১০৯
ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়ত্বাদিবৎ ।...	৩	৭	২০১
ন বা বিশেষাৎ ।	২১		২৫২
ন সামান্যাদুপাংলক্ষেণ ত্বাবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ ।	৫১		৩৬২
ন বা তৎসহভাবাক্রতেঃ ।	৬৫		৪০০
ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানান্তদযোগাৎ ।	৪	৪১	৪৮০
নাতিচিরেণ বিশেষাৎ	১	২৩	৫৫
নানা শব্দাদিভেদাৎ ।	৩	৫৮	৩৮৭
নাবিশেষাৎ ।	৪	১৩	৪২৩
নির্দ্ব্যতারণৈকে পুত্রাদয়শ্চ ।	২	২	৬৭
নিয়মাচ্চ ।	৪	৭	৪১৪
পরানুষ্ঠানান্তু তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধ- বিপর্যায়ো ।	২	৫৫	৭৮
প ।			
পরমতঃ সেতুমানসম্বন্ধভেদব্যাপদেশেভ্যঃ ।	৩১		১৫৪

স্থান	পাদ্য	স্থান	পাদ্য
পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধ্যং ভূয়স্বিত্ত্ববন্ধঃ । ...	৩	৫২	৩৬৪
পরাশরশং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ।	৪	১৮	৪২৭
পারিগ্ধবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ । ...	"	২৩	৪৪৬
পূর্বজ্ঞ বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ । ...	২	৪১	১৭৪
পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতসেয়ামনানানাৎ । ...	৩	২৪	২৫২
পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ । ...	৪	১	৪০৪
পূর্ববদ্বা ...	২	২৯	১৫২
পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্তাৎ ক্রিয়া মানস- বৎ । ...	৩	৪৫	৩৫০
প্রথমেশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ।	১	৫	১৩
প্রকাশবচ্চাবৈষয়্যাৎ । ...	২	১৫	১১৩
প্রকৃতৈতাবন্ধং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ । ...	"	২২	১৩৫
প্রকাশাদিবচ্চাবৈষেয়াৎ প্রকাশশচ কন্মণ্য- ভ্যাসাৎ । ...	"	২৫	১৪৮
প্রকাশপ্রসবদ্বা তেজস্বাৎ । ...	"	২৮	১৫২
প্রতিষেধাচ্চ । ...	"	৩০	১৫৪
প্রদানবদেব তদ্বক্তৃম্ । ...	৩	৪৩	৩৪২
প্রাণগতেশ্চ । ...	১	৩	১০
প্রিয়শিরস্বাদ্যপ্রাপ্তিরূপচয়্যাপচরৌ হি ভেদে । ফ ।	৩	১২	২২১
ফলমত উপপত্তেঃ । ...	২	৩৮	১৬৭
ড ।			
ভাক্তং বাহনাস্ববিদ্যাং তথা হি দর্শয়তি ।...	১	৭	১৯
ভাবশব্দাচ্চ । ...	৪	২২	৪৪৫
ভূয়ঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্বং তথা হি দর্শয়তি । ...	৩	৫৭	৩৮২
ভেদায়েতি চৈকৈকস্তামপি । ...	"	২	১৮৭

পত্র	পাদ্যক	পত্রাক	পত্রাক ।
ম ।			
মজাদিববাহবিবোধঃ । ...	“	৫৬	৩৮০
মারামাত্রস্ত কাংসে'নানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।	২	৩	৬২
মুদ্রেকর্কসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ । ...	“	১০	১০১
মৌনবদিতরেবামপ্যুপদেশাৎ । ...	৪	৪২	৪২৫
য ।			
যাবদধিকারমবস্থিতিরধিকারিকাগাম্ । ...	৩	৩২	২২৮
যোনেঃ শরীরম্ । ...	১	২৭	৬৪
র ।			
রেভঃসিগ্‌বোগোহথ । ...	১	২৬	৬৩
ল ।			
লিঙ্গভূতত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি । ...	৩	৪৪	৩৪৮
ব ।			
বহিস্ত্ভূতথাপি স্তুতেরাচারাক্ত । ...	৪	৪৩	৪৮৪
বিদ্যাকর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ । ...	১	১৭	৪৫
বিদ্যেব তু নির্ধারণাৎ । ...	৩	৪৭	৩৫৩
বিকল্পোহবিশিষ্টকলত্বাৎ । ...	“	৫২	৩২২
বিভাগঃ শতবৎ । ...	৪	১১	৪২০
বিধিকী ধারণবৎ । ...	“	২০	৪৩৪
বিহিতত্বাচ্চাপ্রমকর্ম্মাপি । ...	“	৩২	৪৬৫
বিশেষাভুগ্রহণ । ...	“	৩৮	৪৭৫
বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ । ...	২	৩৩	১৬১
বেদাদ্যর্থভেদাৎ । ...	৩	২৫	২৬২
ব্যতিহারো বিশিৎষন্তি হীতরবৎ । ...	“	৩৭	৩১৮
ব্যতিরেকস্তভাবাবিচার তুপলক্ৰিবৎ । ...	“	৫৪	৩৭১
ব্যাপ্তে'চ সমঞ্জসম্ । ...	“	৯	২০২
বুদ্ধিহ্রাসভাক্তমতর্ভাবাহুভরসামঞ্জস্যাদেবম্ ।	২	২০	১১২

পূত্র	পাদ্যক	হ্রস্বক	পত্রাক ।
শ ।			
শমদমাছ্যপেতঃ স্তান্তথাপি তু ভবিষ্যন্তদনতরা			
তেবামবস্ত্রাহুষ্ঠেরবাৎ । ...	৪	২৭	৪৫৫
শব্দচাতোহিকামকারে । ...	“	৩১	৪৬৫
শিষ্টেচ্চ । ...	৩	৬২	৩২৭
শেষবাৎ পুরুষার্থবাদো যথাহিত্তেবিত্তি জৈমিনিঃ ।	৪	২	৪০৬
ঋতহাচ্চ । ...	২	৩২	১৭০
ঋত্যাদিবলীয়হাচ্চ ন বাধঃ । ...	৩	৪২	৩৫৫
ঋতেচ্চ । ...	৪	৪৬	৪৮৮
স ।			
সক্যো সৃষ্টিরাহ হি । ...	২	১	৬৫
স এব তু কৰ্ম্মাহুত্বতিশব্দবিধিত্যঃ । ...	“	২	২৯
সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষবাৎ । ...	৩	১	১৭৮
সৰ্বীভেদাদন্ত্রজ্ঞেমে । ...	“	১০	২১৫
সমান এবকাভেদাৎ । ...	“	১২	২৪৬
সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি । ...	“	২০	২৫০
সম্ভৃতিহ্যব্যাপ্ত্যপি চাতঃ । ...	“	২৩	২৫৪
সমাহারাৎ । ...	“	৬৩	৩৯৮
সমহারস্তথাৎ । ...	৪	৫	৪১২
সৰ্বীপেক্ষা চ যজ্ঞাদিঋতেরবৎ । ...	“	২৬	৪৫১
সৰ্বীয়াহুত্বতিচ্চ প্রাণাত্যরে তদ্বর্ণনাৎ । ...	“	২৮	৪৫৮
সহকারিণেন চ । ...	“	৩৩	৪৬৭
সৰ্বথাপি ত এবোভয়লিকাৎ । ...	“	৩৪	৪৬৯
সহকার্যস্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধা- দিবৎ । ...	“	৪৭	৪৮২
সামান্যাত্মু । ...	২	৩২	১৫৮
সাতব্যাপ্তিকপপত্তেঃ । ...	১	২২	৫২

স্থান	পাদাঙ্ক	স্থানাঙ্ক	পত্রাঙ্ক ।
স্বকৃতদৃষ্টিতে এবতি তু বাদরিঃ । ...	১	১১	৪০
স্বচক্চ হি ঞ্জতেরাচকতে চ তদ্বিঃ । ...	২	৪	৭৪
সৈব হি সত্যাদয়ঃ । ...	৩	৩৮	৩২১
সংঘমানে স্বল্পভূতেরেবামারোহাবরোহৌ			
তদগতিদর্শনাৎ । ...	১	১৩	৪২
সংজ্ঞাতশেৎ তদ্বক্তৃমন্তি তদপি । ...	৩	৮	২০৮
সাম্পরায়ৈ তত্বব্যাবাহিকতা হন্যে । ...	“	২৭	২৮৬
স্বাধ্যায়স্ত তথাহেন হি সমাচারেহধিকারাক্ত সরবচ্চ			
তদ্বিঃ । ...	“	৩	১২১
স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যায়েঃ । ...	৪	৪৪	৪৮৫
স্বতয়েহুত্বমতির্বা । ...	“	১৪	৪২৩
অতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেম্মাপূর্ব্বাৎ । ...	“	২১	৪৪৩
স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ । ...	২	৬৪	১৬৩
স্বরস্তি চ । ...	১	১৪	৪৪
স্বর্য্যতেহপি চ লোকে ...	“	১২	৫০

হ ।

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তত্বপগানবৎ			
তদ্বক্তৃম্ । ...	৩	২৬	২৭৬

### চতুর্থীধ্যায়স্ত ।

অ ।

অচলত্বপেক্ষ্য । ...	১	৯	৪২
অনারককার্য্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ । ...	“	১৫	৫৭
অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্বক্তৃম্ । ...	“	১৬	৬১
অতোহিন্যাহপি হেকেবায়ুভয়োঃ । ...	“	১৭	৬৪
অন্ত এব চ সর্বাণ্যহু । ...	২	২	৭৪
অইত্ব চোপপত্তেরেয় উয়া । ...	“	১১	৯০

স্থত্র	পাদাক	হ্রস্বাক	পত্রাক।
অবিভাগোবচনাৎ । ...	২	১৬	১০০
অভ্যাস্যনেহপি দক্ষিণে । ...	“	২০	১০২
অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ । ...	৩	১	১১৩
অপ্রতীকালঘনান্নরতীতি বাদরাগ্নয়ণ উভয়থাহ-			
দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ । ...	“	১৫	১৬১
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ । ...	৪	৪	১৭৩
অত এব চানন্যাধিপতিঃ । ...	“	৯	১৮২
অভাবঃ বাদরিরাহ হেবম্ । ...	“	১০	১৮৩
অনাবৃষ্টিঃ শব্দাদনাবৃষ্টিঃ শব্দাৎ । ...	“	২২	১৯৯
আ ।			
আবৃষ্টিরসক্লদুপদেশাৎ । ...	১	১	১
আশ্রুতি তুগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ । ...	“	৩	১৭
আদিত্যাদিমতশ্চাক্র উপপত্তেঃ । ...	“	৬	৩২
আগ্নীনঃ সম্ভবাৎ । ...	“	৭	৩৯
আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ । ...	“	১২	৪৫
আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ । ...	৩	৪	১২৪
আত্মা প্রকরণাৎ । ...	৪	৩	১৭১
ই ।			
ইতরস্তাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু । ...	১	১৪	৫৫
উ ।			
উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ । ...	৩	৫	১২৮
এ ।			
এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাবিরোধঃ বাদ-			
রায়ণঃ । ...	৪	৭	১৭৮
ক ।			
কার্যাত্ময়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ।	৩	১০	১৩৭
কার্যং বাদরিরস্ত গত্যুপপত্তেঃ । ...	“	৭	১৩২



সূত্র	পাদ্যাক্ষ	সূত্রাক্ষ	পত্রাক্ষ ।
চ ।			
চিতি তন্মাত্রাণ তদাত্মকত্বাদিত্যোড়ুলোমিঃ ।	৪	৬	১৭৬
জ ।			
জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং প্রকরণাদসমিহিতত্বাচ্চ ।	“	১৭	১৯২
ত ।			
তদধিগম উত্তরপূর্বাঘোরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপ- দেশাৎ । ... ..	১	১৩	৪৮
তন্ময়ঃ প্রাণ উত্তরাৎ । ... ..	২	৩	৭৫
তদাপীতেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ । ... ..	“	৮	৮৭
তদোকোহগ্রজ্ঞানং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যা- ভুজ্জৈবগত্যমুশ্বতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ			
শতাধিকশা । ... ..	“	১৭	১০১
তড়িতোহধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ । ... ..	৩	৩	১২৩
তদ্ব্যভাবে সন্ধ্যাবহুপদ্যতে । ... ..	৪	১৩	১৮৬
তানি পরে তথা হ্যহি । ... ..	২	১৫	৯৮
দ ।			
দর্শনাচ্চ । ... ..	৩	১৩	১৪০
দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানৈঃ । ... ..	৪	২০	১৯৭
দ্বাদশাহবহুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ । ... ..	“	১২	১৮৫
ধ ।			
ধ্যানাচ্চ । ... ..	১	৮	৪১
ন ।			
ন প্রতীকে ন হি সঃ । ... ..	“	৪	২৩
ন চ কার্যো প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ । ... ..	৩	১৪	১৪০
নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্ত যাবদেহভাবিহাৎ দর্শয়তি চ । ... ..	২	১৯	১০৬
নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি । ... ..	“	৬	৮১

হ্রস্ব	পাদ্যাক	হ্রস্বাক	পদ্যাক।
নোপমর্দেনাতঃ। ...	...	“ ১০	২০
প।			
পরং জৈমিনিমুখ্যত্বাৎ। ...	...	৩ ১২	১৩৮
প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাত্। ...	...	২ ১২	২১
প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি। ...	...	৪ ১৫	১৮৭
প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ। “	...	১৮	১২৫
ভ।			
ভাবং জৈমিনির্লিক্কন্নামননাৎ। ...	...	“ ১১	১৮৪
ভাবে জাগ্রৎ। ...	...	“ ১৪	১৮৬
ভূতেষতঃ শ্রুতেঃ। ...	...	২ ৫	৮০
ভোগেন দ্বিতরে কপয়িত্বা সম্পদ্যাতে। ...	...	১ ১২	৬২
ভোগমাত্রসাম্যালিক্কচ্চ। ...	...	৪ ২১	১২৮
ম।			
মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ। ...	...	“ ২	১৬২
য।			
যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। ...	...	১ ১১	৪৩
যদেব বিদ্যায়েতি হি। ...	...	“ ১৮	৬৪
যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে স্মার্ত্তে চৈতে। ...	...	২ ২১	১১০
র।			
রশ্ম্যাসুসারী। ...	...	২ ১৮	১০৫
ল।			
লিক্কচ্চ। ...	...	১ ২	৬
ব।			
বাস্ত্বনসি দর্শনাচ্ছক্কচ্চ। ...	...	২ ১	৭১
বাস্ত্বমক্কাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্। ...	...	৩ ২	১১৮
বিশেষিতত্বাচ্চ। ...	...	“ ৮	১৩৪
বিশেষক্ দর্শয়তি। ...	...	“ ১৬	১৬৩

সূত্র	পাদ্যাক	সূত্রাক	পত্রাক ।
বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ । ...	৪	১৯	১৯৬
বৈদ্যতেনৈব ততস্তচ্ছতেঃ । ...	৩	৬	১৩১
ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ । ...	১	৫	২৬
ব্রাহ্মণ জৈমিনিরূপন্যাসাদিভ্যঃ । ...	৪	৫	১৭৫
স ।			
সমানা চাস্ত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চাস্ত্যুপোষ্য । ...	২	৭	৮৩
সম্পাদ্যবিভাবঃ স্বেনশকাৎ । ...	৪	১	১৬৬
সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছতেঃ । ...	“	৮	১৭৯
সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ । ...	৩	৯	১৩৫
সৌহৃদ্যক্ষে তদ্ব্যপগমাদিভ্যঃ । ...	২	৪	৭৮
স্বল্পং প্রমাণতশ্চ তথোপলক্ষেঃ । ...	“	৯	৮৯
স্বাপ্যয়সম্পত্তোরন্যতরাপেক্ষমাবিস্কৃতং হি ।	৪	১৩	১৯০
স্পষ্টৌ হেকেষাম্ । ...	২	১৩	৯৩
অরন্তি চ । ...	১	১০	৪২
অর্থ্যতে চ । ...	২	১৪	৯৭
অুতেশ্চ । ...	৩	১১	১৩৭

## ব্রহ্মসূত্রীয়ষোড়শপদার্থদর্শনম্ ।

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।	অধ্যায়াকাঃ ।	পাদাকাঃ ।
স্পষ্টব্রহ্মবোধকশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ ।	১	১
উপাস্তব্রহ্মবাচকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ ।	১	২
জ্ঞেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ ।	১	৩
অব্যক্তাদিসন্ধিপদমাত্রাণামেব সমন্বয়ঃ ।	১	৪
সাধ্যযোগকাণাদাদিস্থিতিভিঃ সাধ্যাদিপ্রযুক্ততর্কেচ্চ বেদান্তসমন্বয়স্ত বিরোধপরিহারঃ ।	২	১
সাধ্যাদিমতানাং দৃষ্টত্বপ্রদর্শনম্ ।	২	২
পূর্বভাগেণ পঞ্চমহাত্মতশ্রুতীনাং উত্তরভাগেণ চ জীবশ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধপরিহারঃ ।	২	৩
লিঙ্গশরীরশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারঃ ।	২	৪
জীবস্ত পরলোকগমনাগমনবিচারপূর্বকবৈরাগ্যানিরূপণম্ । ৩		১
পূর্বভাগেণ তৎ-পদার্থস্ত উত্তরভাগেণ চ তৎ-পদার্থস্ত শোধনম্ ।	৩	২
সগুণবিদ্যাস্থ গুণোপসংহারস্ত, নিগুণে ব্রহ্মণি অপূন- রুক্তপদোপসংহারস্ত নিরূপণম্ ।	৩	৩
নিগুণজ্ঞানস্ত বহিরঙ্গসাধনভূতানাং আশ্রমযজ্ঞাদীনাং অন্তরঙ্গসাধনভূতানাং চ শমদমশ্রবণমননাদীনাং নিরূপণম্ ।	৩	৪
শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা নিগুণং উপাসনয়া সগুণং বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতো জীবতঃ পুণ্যাপাপালেপবিনাশ লক্ষণায়া মুক্তেরভিধানম্ ।	৪	১
ত্রিয়মাণস্ত উৎক্রান্তিপ্রকারবর্ণনম্ ।	৪	২
সগুণব্রহ্মবিদোমৃতশ্রোত্তরমার্গাভিগমনম্ ।	৪	৩
পূর্বভাগেণ নিগুণব্রহ্মবিদো বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তেঃ, উত্তর- ভাগেণ চ সগুণব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোকস্থিতিনিরূপণম্ ।	৪	৪

## অধিকরণানি ।

প্রথমাধ্যায়স্ত প্রথমপাদে ।

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।	স্থ.	অধি.
ব্রহ্মণোবিচার্য্যত্বম্ ।	১	১
ব্রহ্মণোলক্ষ্যত্বম্ ।	২	২
ব্রহ্মণোবেদকর্তৃত্বম্ ।	১ বর্ণকম্ ।	৩
ব্রহ্মণোবেদৈকমেয়তা,	২ বর্ণকম্ ।	৩
বেদাস্তানাং ব্রহ্মবোধকত্বম্ ।	১ বর্ণকম্ ।	৪
বেদাস্তানাং ব্রহ্মণ্যবসিতত্বম্ ।	২ বর্ণকম্ ।	৪
প্রধানস্ত জগৎকর্তৃত্বাভাবকথনম্ ।	৫-১১	৫
আনন্দময়কোষস্ত পরমাত্মত্বম্ ।	১ বর্ণকম্ ।	৬
ব্রহ্মণ আনন্দময়জীবাদারত্বম্ ।	১২-১৯	৬
আদিত্যাস্তর্গতহিরণ্ময়পুরুষস্তেশ্বরত্বম্ ।	২০-২১	৭
পরব্রহ্মণ আকাশশব্দবাচ্যত্বম্ ।	২২	৮
ব্রহ্মণ আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দবাচ্যত্বম্ ।	২২	৯
পরব্রহ্মণো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যত্বম্ ।	২৪-২৭	১০
ব্রহ্মণঃ প্রাণশব্দপ্রতিপাদ্যত্বম্ ।	২৮-৩১	১১

## দ্বিতীয়পাদে ।

ব্রহ্মণ উপাস্তত্বম্ ।	১-৮	১
ব্রহ্মণোজগৎকর্তৃত্বম্ ।	৯-১০	২
চেতনয়োজীবেশ্বরয়োহৃৎগুহাগতত্বম্ ।	১১-১২	৩
ছায়াজীবাত্মদেবান্ তিদ্ভা পরব্রহ্মণ এবোপাস্তত্বম্ ।	১৩-১৭	৪
প্রধানজীবেশ্বরস্তেশ্বরশৈবান্তর্য়ামিশব্দবাচ্যত্বম্ ।	১৮-২০	৫
প্রধানজীবৌ নিরাকৃত্যেশ্বরস্ত ভূতযোনিত্বম্ ।	২১-২৩	৬
ব্রহ্মণোবৈশ্বানরশব্দবাচ্যত্বম্ ।	২৪-৩২	৭

তৃতীয়পাদে ।

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।	স্থ.	অধি.
সূত্রানুস্মিহিরণ্যগৰ্ভপ্রধানভৌক্তৃজীবনধারাং মধ্যে		
কেবলমীশ্বরশ্চৈব সৰ্বাধিষ্ঠানভূতত্বম্ ।	১-৭	১
প্রাণপরেশনোর্য্যধ্যে পরেশশ্চৈব সত্যশব্দেন শ্রেষ্ঠত্বম্ ।	৮-৯	২
প্রাণব্রহ্মণোর্য্যধ্যে ব্রহ্মণ এবাক্করশব্দবাচ্যত্বম্ ।	১০-১২	৩
অপর-পর-ব্রহ্মণোর্য্যধ্যে পরব্রহ্মণ এব ত্রিমাাত্রাণ		
প্রাণবেণ ধ্যেয়ত্বম্ । ... ..	১৩	৪
দহরাকাশশ্চেন প্রতীকমানানাং বিষজ্জীবব্রহ্মণাং		
মধ্যে ব্রহ্মণ এব তদাকাশবাচ্যত্বম্ । ...	১৪-১৮	৫
অক্ষিপুরুষদ্বেনাপাততঃ প্রতীকমানয়োজ্জীবপরেশনোর্য্য:		
পরেশশ্চৈব তৎপদবাচ্যত্বম্ । ... ..	১৯-২১	৬
জগৎপ্রকাশদ্বেনোপলব্ধয়োঃ সূর্যাদিতেজঃপদার্থচৈত-		
ন্তর্য্যোশ্চৈতন্যশ্চৈব তৎপ্রকাশত্বম্ । ...	২২-২৩	৭
জীবাশ্চপরমাশ্চনোর্য্যধ্যে পরমাশ্চন এবাসুষ্ঠমাত্রপুরুষ-		
শব্দেন প্রতিপাদনম্ । ... ..	২৪-২৫	৮
দেবানাং নিগুণবিদ্যায়ামধিকারনিরূপণম্ । ...	২৬-৩৩	৯
শূদ্রাণাং বেদানধিকারকথনপূর্ব্বকঃ শোকাকুলত্বেন		
শূদ্রনামমাত্রধারিণো জ্ঞানশ্রুতৈর্বেদবিদ্যাধিগমঃ ।	৩৪-৩৮	১০
প্রাণদ্বেনান্নাতানাং বজ্রবায়ুপরেশানাং মধ্যে পরেশশ্চৈব		
তাদৃশপ্রাণশব্দবাচ্যত্বম্ । ... ..	৩৯	১১
ব্রহ্মণঃ পরত্বজ্যোতিষে । ... ..	৪০	১২
ব্রহ্মণ আকাশশব্দবাচ্যত্বম্ । ... ..	৪১	১৩
ব্রহ্মণোবিজ্ঞানমরশব্দবাচ্যত্বম্ । ... ..	৪২-৪৩	১৪

চতুর্থপাদে ।

কারণাবস্থাপন্নস্তুলশরীরশ্চৈবাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বম্ । ...	১-৭	১
ঐতিপ্রমিতপ্রকৃতি-স্বতिसম্মতপ্রধানরোর্য্যধ্যে তাদৃশ-		
প্রকৃতিতেরেবাজাশব্দবাচ্যত্বম্ ।	৮-১০	২

প্রতিপাদ্যবিষয়ঃ।	সূ.	অধি.
প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনোহ্রদানাং পঞ্চপঞ্চজনশব্দবাচ্যত্বম্।	১১-১৩	৩
ব্রহ্মপ্রতিপাদকবেদাস্তবাক্যসম্বন্ধানাং যুক্তিযুক্তত্বম্।	১৪-১৫	৪
প্রাণজীবপরমাণ্বানাং মধ্যে পরমাণ্বন এব কুৎসজগৎকর্তৃ- ত্বেন বালাকিনা ব্রহ্মত্বেনোক্তানাং বোড়শপুরুষাণাং কর্তৃত্বনিরাকরণম্।	... ১৬-১৮	৫
সংশ্লিষিতজীবপরমাণ্বানোর্থধ্যে পরমাণ্বন এব শ্রবণ- মননাদিবিষয়ীকর্তৃত্বম্।	... ১৯-২২	৬
ব্রহ্মণোনিমিত্তোপাদানোভয়কারণত্বম্।	... ২৩-২৭	৭
পরমাণুশৃঙ্খাদীনাং শ্রুতাক্তানামপি জগৎকারণত্ব- মপহার ব্রহ্মণ এব প্রতিনিয়তজগৎকারণত্বম্।	২৮	৮

### দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে।

সাক্ষ্যস্বত্বা বেদসঙ্কোচশ্রাযুক্তত্বম্।	... ১-২	১
যোগস্বত্বাহপি বেদসঙ্কোচশ্রাযুক্তত্বম্।	... ৩	২
বৈলক্ষণ্যাধ্যযুক্তিহারাহপি বেদাস্তবাক্যানামবাধ্যত্বম্।	৪-১১	৩
কাণাদবোদ্ধাদীনাং স্মৃতিযুক্তিভ্যামপি বেদবাক্যানামবাধ্যত্বম্।	১২	৪
ভোক্তৃভোগ্যভেদযতোহপি পরব্রহ্মণোহদ্বৈতত্বস্তাবাধত্বম্।	১৩	৫
ব্রহ্মণি ভেদাভেদরোর্যবহারিকত্বমবিতীয়ত্বস্ত চ তাত্ত্বিকত্বম্।	১৪-৩০	৬
সর্বজ্ঞত্বেন জীবসংসারমিথ্যাৎ স্বনির্লেপত্বং চ পশ্যতঃ পরমেশ্বরস্ত ন হিতাহিতভাগদোষঃ।	... ২১-২৩	৭
অদ্বিতীয়স্তাপি ব্রহ্মণঃ ক্রমেণ নানাকার্য্যাণাং সৃষ্টি- সম্ভাবনা।	... ২৪-২৫	৮
ঈশ্বরতোপাদানরূপপরিণামিকারণত্বব্যবস্থাপনম্।	২৬-২৯	৯
ঈশ্বরস্তাশরীরিত্বেহপি মায়াবিত্বম্।	... ৩০-৩১	১০
নিত্যতৃপ্তস্তেশ্বরস্তাপি প্রয়োজনং বিনাহশেষজগৎপাদনম্।	৩২-৩৩	১১

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।

হৃং অধিঃ

কৰ্মনিবহিতানাং জীবানাং সূত্রঃ ধনিমিত্তমাত্ৰ		
জগৎ সংহরতশ্চ নৈস্বৰ্গ্যদোষাভাবঃ ।	৩৪-৩৬	১২
নিগুণতাপি ব্রহ্মণো বিবর্তরূপেণ প্রকৃতিবিসিদ্ধিঃ ।	৩৭	১৩

দ্বিতীয়পাদে ।

সাধ্যাহুতপ্রধানস্ত জগদ্ধেতুত্বখণ্ডনম্ ।	...	১-১০	১
অসদুপশোধবে কাণাদদৃষ্টান্তান্তিহম্ ।	...	১১	২
পরমাণুনাং সংযোগেন জগদ্বৎপত্তেয়ু ক্তিবিরুদ্ধত্বম্ ।		১২-১৭	৩
ঈশ্বরান্দিমানাং বাহুবলস্তিহবাদিবৌদ্ধবিশেষসম্মতানাং			
পরমাণুনাং শব্দস্পর্শাদীনাক জগদ্বৎপাদকত্ব-			
মতখণ্ডনম্ ।	...	১৮-২৭	৪

বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধসম্মতবিজ্ঞানস্ত জগৎকর্তৃত্বাদে:

খণ্ডনম্ ।	...	২৮-৩২	৫
জীবাদিসপ্তপদার্থবাদিনাং বৌদ্ধান্তরাগাং মতখণ্ডনম্ ।		৩৩-৩৬	৬
তটস্থেশ্বরবাদশাস্ত্রযুক্তত্বম্ ।	...	৩৭-৪১	৭
জীবোৎপত্তাদেয়যুক্তত্বম্ ।	...	৪২-৪৫	৮

তৃতীয়পাদে ।

বেদান্তবাদিমতে আকাশত্যানিত্যত্বকথনম্ ।	...	১-৭	১
অরূপবতো ব্রহ্মণো বারোহুৎপত্তিকথনম্ ।	...	৮	২
সজগত ব্রহ্মণোহজ্ঞত্বং জগজ্জনকত্বঞ্চ ।	...	৯	৩
কার্যকারণরোরভেদেন বায়ুভূতস্ত ব্রহ্মণস্তেজঃ সৃষ্টিঃ ।	...	১০	৪
বেদান্তভেদেজোরূপব্রহ্মণোহুৎপত্তিসিদ্ধিঃ ।	...	১১	৫
ছান্দোগ্যোপনিষদুক্তজলোৎপন্নায়স্ত পৃথিব্যর্থকত্বম্ ।		১২	৬
পূৰ্বপূৰ্ব্বেকার্যোপাধিকাদব্রহ্মণ উত্তরোত্তরকার্যোৎপত্তিসিদ্ধিঃ ।		১৩	৭
লয়কালে পৃথিব্যাধীন্যং বিপরীতক্রমকল্পনম্ ।		১৪	৮
প্রাণাদীন্যং ভূতেষুতর্ভাবান্ন তেবাং সৃষ্টিক্রমভঙ্গঃ ।		১৫	৯
বপুযো জন্মমরণমৌষধ্যায়েন জীবন্তৈতরোর্ভাভুক্তত্বম্ ।		১৬	১০
জীবজন্ম উপাধিকয়েন ভক্ত বস্ততো নিত্যত্বম্ ।		১৭	১১



## প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।

	স্থ.	অধি.
জীবত্ৰাহিচ্ছিপদ্বথগুনপূৰ্ণিকা তচ্ছিপদ্বথসিদ্ধিঃ ।	১৮	১২
জীবত্ৰাগুদ্বথগুনপূৰ্ণকং তৎসৰ্গগত্ৰপ্রতিপাদনম্ ।...	১৯-৩২	১৩
জীবত্ৰাকৰ্ণদ্বথনিরসনপূৰ্ণকং তৎকৰ্ণদ্বত্ৰপ্রতিপাদনম্ ।	৩৩-৩৯	১৪
জীবকৰ্ণদ্বত্ৰাধাত্ত্বেনাবাস্তবিকত্বম্ । ...	৪০	১৫
জীবত্ৰেশ্বরপ্রবৃত্তত্বেন ন রাগপ্রবৃত্তত্বম্ । ...	১৪-৪১	১৬
ঔপাধিককল্পনৈর্জীবোবশয়োজীবানাম পরম্পরং ব্যব- হারব্যবস্থা । ...	৪৩-৫৩	১৭

## চতুর্থপাদে ।

ইন্দ্রিয়াগামনাদিহনিরাকরণপূৰ্ণকং তেবামাত্মসমুৎপন্নত্বম্ ।	১-৪	১
ইন্দ্রিয়াগামেকাদশসম্ব্যাক্তত্ব বেদান্তসম্মতত্বম্ ।	৫-৬	২
সাম্ব্যাসম্মতেন্দ্রিয়সৰ্গগত্ৰনিরাকরণপূৰ্ণকং তেবাং পরি- চ্ছিন্নত্বকথনম্ । ...	৭	৩
প্রাণস্থানাদিদ্বথগুনপূৰ্ণকং তদ্বৎপত্তিসম্বাদনম্ ।...	৮	৪
প্রাণবায়োঃ স্বতন্ত্রতাকথনম্ । ...	৯-১২	৫
প্রাণস্ত সমষ্টিরূপেণাধিদৈবিকী বিভূতা আধ্যাত্মিকী তু তত্ত্বান্নতাহৃদ্যতা চেন্দ্রিয়বদিত্তি । ...	১৩	৬
ইন্দ্রিয়গগন্ত দেবতাবিশেষাধীনত্বকথনম্ । ...	১৪-১৬	৭
বিলক্ষণত্বেন প্রাণাদিহনিরাকরণং পৃথকত্বম্ । ...	১৭-১৯	৮
সৰ্গজগৎসৰ্জনে জীবত্ৰাশক্তাদীশশৈব সৰ্গশক্তিমত্বাৎ তশৈব তন্নিষ্ঠাত্বম্ । ...	২০-২২	৯

## তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে ।

জীবস্ত ভাবিশরীরবীজরূপত্বভূতবেষ্টিতশ্চৈবেতো গমনম্ । ...	১-৭	১
কৰ্মাস্তরৈঃ সাহস্রয়স্ত জীবস্ত লোকাস্তরারোহণম্ ।	৮-১১	২
পাপিনাং বায়ালোকগমনম্ । ...	১২-২১	৩
অবরোহিণৌ জীবস্ত বিয়দাদিসমানত্বম্ । ...	২২	৪

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।

হৃ. অধি.

স্বর্গাদবতরণকালে স্বর্গ-বৃষ্টি-পৃথিবী-পুরুষ-যোবিৎসু		
ক্রমশো জনিব্যতো জীবন্ত স্বর্গে বৃষ্টৌ চ জন্মনি		
স্বরা, তদিতরেষু চ জন্মনি বিলম্বঃ । ...	২৩	৫
শতাদৌ জীবন্ত ন মুখ্যজন্ম কিন্তু সংশ্লেষমাত্রমিতি ।	২৪-২৭	৬
দ্বিতীয়পাদে ।		
স্বপ্নদৃষ্টেঈশ্বরিয়াত্বকথনম্ । ...	১-৬	১
সুপ্তিস্থানরূপস্ত হংসহব্রহ্মণ একত্বস্থাপনম্ । ...	৭-৮	২
স্বপ্নাবস্থিতশ্চৈব জীবন্ত তস্যাং সমুদ্বোধো নাপরশ্চেতি ।	৯	৩
মুচ্ছারী জাগ্রদাদ্যবস্থান্তরভিন্নত্বম্ । ...	১০	৪
ব্রহ্মণো নীরূপভাবস্ত বেদান্তসম্মতত্বম্ । ...	১১-২১	৫
ব্রহ্মণো নিবেদ্যাতীতত্বেন সত্যত্বস্থাপনম্ । ...	২২-৩০	৬
ব্রহ্মণোহিত্তত্ত্বাবস্ত্বব্যবস্থাপনম্ । ...	৩১-৩৭	৭
কৰ্ম্মকলোৎপত্তিং প্রতীশ্বরশ্চৈব কর্তৃত্বং নাপূৰ্ণশ্চেতি ।	৩৮-৪১	৮
তৃতীয়পাদে ।		
ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকশ্রুতাক্তয়োঃ পঞ্চাশ্চবিদ্যায়ো-		
বিধ্যমুষ্ঠানফলসাম্যেনৈকত্বম্ । ...	১-৪	১
শুণোপসংহারস্ত কর্তব্যত্বম্ । ...	৫	২
ছান্দোগ্যকান্দিশাখরৌদ্রদগীথবিদ্যাভেদ কথনম্ । ...	৬-৮	৩
ব্রহ্মদৃষ্টেহেতুত্বেনাকরৌদ্রদগীথরৌকত্বসম্পাদনম্ । ...	৯	৪
বশিষ্ঠবাদিশুণানামুপসংহর্তব্যত্বম্ । ...	১০	৫
জানন্দসত্যত্বাদীনাম্ ব্রহ্মশুণানাম্ প্রতিপত্তিফলত্বেন		
সৰ্ব্বশাখাস্থ সমানত্বাং ব্যবস্থাপকবিধ্যভাবাচ্চ		
তেষামুপসংহর্তব্যত্বম্ । ...	১১-১৩	৬
পুরুষজ্ঞানস্ত সংসারকারণত্বা তজ্জ্ঞানশ্চৈবাহজ্ঞাননিবর্তকত্বাং		
পুরুষশ্চৈব বেদাত্বম্ । ...	১৪-১৫	৭
ঈশ্বরশ্চৈবাত্মশব্দবাচ্যত্বং ন বিরাজঃ । ...	১৬-১৭	৮
কাণ্ছান্দোগ্যবঠরৌষধৌষধৈকত্বম্ । ...	১৮	৯

প্রতিপাদ্যবিষয়ঃ ।	হৃ.	অধি.
প্রাণোপাসনং প্রতি প্রাণবিদ্যা প্রাপ্তয়ো রনগতাবুদ্ধ্যচমনয়ো-		
রনগতাবুদ্ধেরেব বিধেয়ত্বম্ । ...	১৯	১০
কাণ্ডানামাংগরহস্তত্রাক্ষণবৃহদারণ্যকয়োঃ পঠিতায়াঃ		
শাণ্ডিল্যবিদ্যায় একবিধত্বম্ । ...	২০-২২	১১
অহরিত্যাদিত্যগতশাহমিত্যক্ষিগতস্ত চ বেদ্যপুরুষ-		
শৈকত্বেহপি স্থানবিশেষে তন্মামবিশেষস্ত যুক্তত্বম্ ।	২৩	১২
বিদ্যৈকত্বাভাবং সম্ভৃত্যাদীনাং গুণানাং শাণ্ডিল্য-		
বিদ্যা দিষ্টভূপসংহার্যত্বম্ । ...	২৪	১৩
তৈত্তিরীয়কতাণ্ডিনোঃ পুরুষবিদ্যায়াঃ পৃথকত্বম্ । ...	২৫	১৪
বেদমন্ত্রপ্রবর্ত্তাদীনাং বিদ্যানঙ্গত্বম্ । ...	২৬	১৫
অর্থবাদত্বেন পাপপুণ্যয়ো রুপাং- নস্ত হানাবুপসংহর্ত্তব্যত্বম্ ।	} ১ বর্ণকম্ }	} ২৭-২৮ ১৬
পাপপুণ্যবিধূননস্ত হানার্থকত্ব- মেব ন চালনার্থকত্বম্ ।		
মরণাং প্রাক্ উপান্তে সাক্ষাৎ- কৃতে স্কৃততদ্বৃক্করণঃ ।		
উপাসকশ্চৈবাক্ষিরাদিমার্গো ন জ্ঞানিন ইত্যস্ত ব্যবস্থা ।	২৯-৩০	১৭
সর্কাসুপাসনাস্তত্তরমার্গবিধানম্ । ...	৩১	১৮
ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানিণাং যুক্তিনিয়তা ন তু পাক্ষিকীত্যস্ত প্রতি- পাদনম্ । ...	৩২	১৯
আত্মস্বরূপলক্ষকাণাং নিবেদানাং পরস্পরোপসংহর্ত্তব্যত্বম্ ।	৩৩	২০
ঋতং পিবস্ত্যাবিতি বা সূপর্ণাবিতি চ মন্ত্রয়ো র্কেদ্যৈকত্বম্ ।	৩৪	২১
একশাখাস্থরো র্হাস্তকহোলয়োত্রাক্ষণয়ো র্কেদ্যৈক্যপ্রতি- পাদনম্ । ...	৩৫-৩৬	২২
উপাসনার্থং পৃথক্বেনোপাস্তস্ত দ্বৈধজ্ঞানম্ । ...	৩৭	২৩
সত্যবিদ্যায় একত্বপ্রতিপাদনম্ । ...	৩৮	২৪
মহরাক্ষাহর্দাক্ষয়ো রুপসংহর্ত্তব্যত্বম্ । ...	৩৯	২৫

প্রতিপাদ্যবিষয়ঃ ।	সূ.	অধি.
উপাসকস্ত ভোজনে প্রাণাহতিলোপাপত্তিঃ ।	৪০-৪১	২৬
উদগীথকশ্মাদীকৃতদেবতোপাসনারা অনিয়তত্বম্ ।	৪২	২৭
সম্বর্গবিদ্যোক্তাধিদৈববারুধ্যাশ্বপ্রাণয়োরহুচিহ্ননস্ত		
পৃথকত্বম্ । ...	৪২	২৭
মনশ্চিদাদীনাং স্বতন্ত্রবিদ্যাস্বসীকারঃ । ...	৪৪-৫২	২৯
জ্যোতিকস্তাশ্বনিরাকরণপূর্বকতদন্ত্রস্তাশ্বপ্রতি-		
পাদনম্ । ...	৫২-৫৪	৩০
ঐতরেয়গতোক্তোপাসনারাং পৃথিব্যাদিদৃষ্টেঃ কৌশীত-		
ক্যামপি সমানত্বম্ । ...	৫৫-৫৬	৩১
বিরাদ্রুপবৈখানরস্ত কুৎস্রষ্টেব ধাতব্যত্বং ন তদংশভেতি ।	৫৭	৩২
অমুষ্ঠাতব্যশাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যানাং বেদ্যব্রহ্মভিন্ন-		
ত্বেন ভিন্নত্বম্ । ...	৫৮	৩৩
আত্মনঃ সন্তগোপাসনারাং একস্ত যয়োর্কহুনাঞ্চ উপাস-		
নানাং বৈকলিকনিয়মকথনম্ । ...	৫৯	৩৪
বিকল্পেন সমুচ্চয়েন বা প্রতীকোপাসনারা ঐচ্ছিকত্বম্ ।	৬০	৩৫
বিকল্পসমুচ্চয়য়োৰ্বাধাকাম্যম্ । ...	৬১-৬৬	৩৬
চতুর্থপাদে ।		
আত্মজ্ঞানস্ত স্বতন্ত্রত্বং ন ক্ৰত্বর্থত্বম্ । ...	১-১৭	১
উর্দ্ধরেতোরূপাশ্রমাগামতিত্বব্যবস্থাপনম্ ।	১ বর্ণকম্ } ১৮-২০	২
লোককামিনাশ্রমিণাং ব্রহ্মনিষ্ঠানর্হত্বম্ ।		
উদগীথাবরবন্তোদ্ধারস্ত ধ্যেয়ত্বম্ । ...	২১-২২	৩
ঔপনিষদাধ্যানানাং বিদ্যাভাবকত্বম্ । ...	২৩-২৪	৪
আত্মবোধস্ত কৰ্ম্মানপেক্ষত্বম্ । ...	২৫	৫
বিদ্যারাঃ স্বেংগতো কৰ্ম্মসাপেক্ষত্বম্ । ...	২৬-২৭	৬
আপদি সৰ্ব্বান্নাত্মজ্ঞানম্ । ...	২৮-৩১	৭
বিদ্যার্থান্নাত্মশ্রমধৰ্ম্মাণাঞ্চ যজ্ঞাদীনাং সঙ্কদমুষ্ঠানম্ ।	৩২-৩৫	৮
অনাশ্রমিণোজ্ঞানসম্ভাবনম্ । ...	৩৬-৩৯	৯

প্রতিপাদ্যবিষয়ঃ ।	স্থ.	অধি.
আশ্রমিণামবরোহাতাবনিক্রপণম্ । ...	৪০	১০
ব্রহ্মোক্তিরেতসঃ প্রারম্ভিকতত্ত্বাবঃ । ...	৪১-৪২	১১
ব্রহ্মোক্তিরেতসঃ প্রারম্ভিকতত্ত্ব আনুশঙ্গিকতত্ত্বজ্ঞানকথ্যঃ তাদৃশতত্ত্বকিমতোব্যবহারানর্হত্বম্ । ...	৪৩	১২
উপাসনস্ত ঋত্বিকতত্ত্বম্ । ...	৪৪-৪৬	১৩
মৌনস্ত বিধেয়ত্বম্ । ...	৪৭-৪৯	১৪
বাল্যস্ত ভাবতত্ত্বকিৎ ন বয়ঃকামচারোভয়ত্বম্ । ...	৫০	১৫
ইহ বা জন্মান্তরে বা জ্ঞানোৎপত্তিরিতি জ্ঞানোৎপত্তেঃ পাক্ষিকত্বম্ । ...	৫১	১৬
সালোক্যাদিমুক্তীনাং জ্ঞানত্বেন সাতিশয়ত্বং নির্বাণ- মুক্ত্যেচ নিরতিশয়ত্বম্ । ...	৫২	১৭

### চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথমপাদে ।

প্রবণাদীনামাবর্তনীয়ত্বম্ । ...	১-২	১
জ্ঞাত্বা জীবেন স্বাতন্ত্র্যত্রা ব্রহ্মণো গ্রাহ্যত্বম্ । ...	৩	২
প্রতীকেহংদৃষ্ট্যভাবঃ । ...	৪	৩
অব্রহ্মণি প্রতীকে ব্রহ্মধিয়ঃ কর্তব্যত্বম্ । ...	৫	৪
কর্মাঙ্গেষাদিত্যাঙ্গিদৃষ্টকর্তব্যত্বম্ । ...	৬	৫
উপাসনান্যামাসনস্ত নির্যতত্বম্ । ...	৭-১০	৬
ধ্যানসাধনশ্চৈকাগ্র্যস্ত প্রধানত্বেন দিগ্দেশকালানাম- নির্যমঃ । ...	১১	৭
উপাস্তীনামামরগমাবৃত্তিঃ । ...	১২	৮
জ্ঞানিনঃ পাপলেপাভাবঃ । ...	১৩	৯
জ্ঞানিনঃ পুণ্যলেপাভাবঃ । ...	১৪	১০
সকিতমোরিবারকমোঃ পুণ্যপাপয়োজ্ঞানোদয়সময়ে বিনাশাভাবঃ । ...	১৫	১১
অগ্নিহোতাদিনিত্যকর্মণোবিদ্যোপযোগ্যত্বশাবিনাশঃ ।	১৬-১৭	১২

## প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।

স্থ.

অধি.

সোপাসনস্ত নিরুপাসনস্ত চ নিত্যকৰ্মণো তারতম্যেন

বিদ্যাসাধনত্বম্ ।

...

...

১৮

১৩

অধিকারিণাং ভাগিতা ।

...

...

১৯

১৪

## দ্বিতীয়পাদে ।

বাগাদীনাং মনসি বৃত্তিপ্রবিলয়ো ন স্বরূপেণ ।...

১-২

১

মনসঃ প্রাণে বৃত্ত্যা প্রবিলয়ঃ ।

...

৩

২

প্রাণস্ত জীবে লয়াস্তরং পুনর্ভূতেষু লয়ঃ ।

...

৪-৬

৩

জ্ঞাত্তজ্ঞানিনোরুৎক্রান্তেরপি সাম্যম্ ।

...

৭

৪

তেজঃপ্রভৃतीনাং ভূতানাং পরমাশ্চনি বৃত্ত্যা লয়ঃ ।

৮-১১

৫

দেহাদেব প্রাণোৎক্রান্তেনিষেধঃ ।

...

১২-১৪

৬

তত্ত্বজ্ঞানিনো বাগাদীনাং পরমাশ্চনি লয়ঃ ।

...

১৫

৭

তত্ত্ববিদোবাগাদীনাং নিঃশেষেণ পরমাশ্চনি লয়ঃ ।

১৬

৮

উপাসকস্তোৎক্রান্তেবিশেষবস্তুম্ ।

...

১৭

৯

নিশায়ামপি ভূতানাং রশ্মিপ্রাপ্তিঃ ।

...

১৮-১৯

১০

দক্ষিণায়নমৃতস্তোপাসকস্ত জ্ঞানফলপ্রাপ্তিঃ ।

...

২০-২১

১১

## তৃতীয়পাদে ।

অচ্চিরাদিকস্ত ব্রহ্মলোকমার্গত্বৈকত্বম্ ।

...

১

১

সংবৎসরাদিত্যরোম্মধ্যে দেবলোকবায়ুলোকৌ সন্নিবেশনি-

তব্যৌ ।

...

...

২

২

বরণাদীনাং সন্নিবেশদচ্চিরাদিমার্গস্ত ব্যবহাপিতত্বম্ ।

৩

৩

অচ্চিরাদীনাংমতিবাহিকত্বম্ ।

...

...

৪-৬

৪

উত্তরমার্গেণ কার্যব্রহ্মগমনম্ ।

...

...

৭-১৪

৫

প্রতীকোপাসকানাং ব্রহ্মলোকাহপ্রাপনম্ ।

...

১৫-১৬

৬

## চতুর্থপাদে ।

মুক্তিরূপস্ত বস্তুনঃ পুরাতনত্বম্ ।

...

...

১-৩

১

মুক্তস্ত ব্রহ্মণোহতিরত্বম্ ।

...

...

৪

২

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।	সূ०	অধি०
মুক্তস্বরূপভূতস্ত ব্রহ্মণো যুগপৎ সবিশেষত্বনির্কির্শেষত্বে ।	৫-৭	৩
অচিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তশ্রোতাসকস্ত		
ভোগ্যবস্তুনাং স্থষ্টৌ মানসসঙ্কল্পশ্চৈব হেতুত্বম্ ।	৮-৯	৪
একশ্রাপি পুরুষস্ত দেহভাবাব্যবয়োরৈচ্ছিকত্বম্ । ...	১০-১৪	৫
সর্বেষাং দেহানাং সাত্ত্বিকত্বম্ । ...	১৫-১৬	৬
ব্রহ্মলোকগতানামুপাসকানাং জগৎস্থষ্টৌ স্বাতন্ত্র্যা-		
ভাবেপি ভোগমোক্শয়োস্তেষাং স্বাতন্ত্র্যাসিদ্ধিঃ ।	১৭-২২	৭

সমাপ্তং ব্রহ্মসূত্রীয়াধিকরণার্থদর্শনম্ ।

# বেদান্তদর্শনম্ ।

“ভামতী”-টীকাবিত-শাকরভাব্য-সহিতম্ ।

প্রথমোধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

টীকা-কৃতোমঙ্গলাচরণম্ ।

ঐগণেশায় নমঃ ।

অনির্বাচ্যাবিদ্যাহিতয়সচিবস্য প্রভবতো-  
বিকর্তা যস্যোক্তে বিয়দনিলতেজোহুবনয়ঃ ।

যতশ্চাত্ত্বদ্বিধং চরমচরমুচ্চাবচমিধং

নমামস্তত্ত্ব জ্ঞাপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্ ॥ ১ ॥

নিখসিতমস্য বেদা বীক্ষিতমেতস্য পঞ্চভূতানি ।

স্মিতমেতৎ চরমচরমস্য চ স্তূপং মহাপ্রলয়ঃ ॥ ২ ॥

ষড়্ভিরঙ্গৈরুপেতায় বিবিধৈরব্যয়ৈরপি ।

শাশ্বতায় নমস্কুর্নোবেদায় চ ভবায় চ ॥ ৩ ॥

মার্ভগুতিলকস্বামি-মহাগণপতীন্ বয়ম্ ।

বিশ্ববন্দ্যান্ নমস্যামঃ সর্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ ॥ ৪ ॥

ত্রক্ষনুত্রকুতে তস্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে ।

জ্ঞানশক্ত্যবতারায় নমোভগবতোহরেঃ ॥ ৫ ॥

নম্রা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং কল্পণাকরম্ ।

ভাষ্যং প্রসঙ্গগভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে ॥ ৬ ॥

আচার্য্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোহস্মদাদীনাং ।

রথোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি ॥ ৭ ॥

টীকাপ্রারম্ভঃ ।

অথ বদসন্ধিধর্মপ্রয়োজনং চ ন তৎপ্রেক্ষ্যবৎপ্রতিশিংসাগোচরো,  
যথা সযনকেন্দ্রিয়সমিকৃষ্টঃ ক্ষীণলোকমধ্যবর্তী যটঃ করটোদন্তো বা, তথা



চেদৎ ব্রজেতি ব্যাপকবিকল্পোপলব্ধিঃ। তথাহি, “রূপভূতীহ্নগদ্যাত্মৈব  
 ব্রজেতি গীৰ্ণতে”। স চারমাকীটপতজ্জৈত্যা আ চ দেব-ভ্যঃ প্রাণভূতজ-  
 স্যেদংকায়াস্পদেভ্যোদেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধিবিস্ময়েভ্যোবি-ব্ধেকোহহ্মিত্যস-  
 দ্বিদ্ধাবিপৰ্যাস্তাপরোক্ষানুভবসিদ্ধ ইতি ন জিজ্ঞাস্যস্পদম্। ন হি জাতু  
 কচ্চিদন্ন সংদিগ্ধেহং বা নাহং বেতি, ন চ বিপর্যাস্যতি নাহংমেবেতি। ন  
 চাহং কৃষ্ণঃ সুলোমগামীত্যাদিদেহবর্জসামান্যধিকরণাদর্শনাৎ দেহাল-  
 য়নোহাৎসংকার ইতি লাস্ত্রতম্। তদালম্বনং হি বোহহং বালো  
 পিতবাব্যভবং স এব স্বাবিবে প্রণপ্তুনুভবায়ীতি প্রতিপদ্যানং  
 ন ভবেৎ। ন হি বালস্ববিররোঃ শরীবোরন্তি মনাগপি প্রত্যভিজ্ঞান-  
 গন্ধোযেনৈকত্বমধ্যবসীয়েত। তস্মাৎ যেষু ব্যাবর্ত্যমানেষু যদনুভূতে  
 তত্তেভ্যোভিন্নম। যথা কুসুমেষাঃ স্তব্ধম্। তথা চ বালাদিশরীবোষু  
 ব্যাবর্ত্যমানেষু পৰস্পরমহংকাবাস্পদমভুবত্তমানং তেভ্যো ভিন্ন্যতে।  
 অপি চ স্বপ্নান্তে দিব্যং শরীবভেদমাস্থাষ তত্ত্বচিন্তান্ ভোগান্ ভুঞ্জান এব  
 প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মনং পশ্যন্নাহং দেবো মনুষ্য এবতি দেবশরীরে  
 বাধ্যমানেহপ্যহংকাবাস্পদমব্যবর্ত্যমানং শরীরাত্তিন্নং প্রতিপদ্যতে। অপি চ  
 যোগিব্যাঘঃ শরীবভেদেহপ্যাত্মনামভিন্নমভুবৎ ইতি নাহং কাহালম্বনং  
 দেহঃ। অতএব নেক্সিরাণ্যপ্যাস্যালম্বনম্। ইতিপ্র২. ২. ১ বোহহমত্রাকং  
 স এবেতি স্পৃশ্যমীত্যহ্মালম্বনস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বিবরেভ্যস্তস্য বিবেকঃ  
 স্ববীজানৈব। বুদ্ধিমনসোচ্চ কবণযোবহ্মমিতিওক্তপ্রতিভাস প্রথ্যানালম্বনভা-  
 যোগঃ। কশোহহমন্ধোহহ্নিত্যাদন্নশ্চ প্রয়োগা অসত্যপ্যভেদে কথঞ্চিৎ  
 মক্ষাঃ ক্রোশণীত্যাদিবিদোপচারিকা ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। তস্মাদিদং-  
 কাবাস্পদেভ্যোদেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধিবিস্ময়েভ্যোব্যারতঃ ক্ষুটতরাহ্মনুভব-  
 ৎম্য আরা স পষাভাবনজিজ্ঞাস্য ইতি সিদ্ধম্। অপ্রয়োজনত্বাৎ।  
 তথাহি,--সংসারনিরত্তিবপৰ্বণ টহ প্রয়োজনং বিনশিতম। সংসারশ্চ  
 আত্মবাধ্যানুভবনিমিত্ত আত্মবাধ্যাত্মজ্ঞানেন নিবৰ্ত্তনাযঃ। স চেদন্ন  
 মনাদিরনাদিনাস্বাধ্যাত্মজ্ঞানেন সহানুভবতে কুতোহস্য নিরত্তিরবিরো-  
 ধাৎ। কৃতশ্চাৎস্বাধ্যাত্মানুভবঃ। ন হ হ্মিতানুভবাদন্যাত্মবাধ্যাত্ম-  
 মানং স্ত। ন চাহ্মিতি সাধজনান্যনুটরাণুভবসমর্থিত আত্মা দেহে-  
 জ্জিয়ান্যব্যতিবিক্তঃ শক্য উপনিষদাং সহস্রৈবপ্যন্যথস্মিতুমহত্তরবিরোধাৎ।  
 ন হ্যন্যথা। ন হ স্মদপ যট পশ্যিতুমশতে। তস্মাদনুভববিরোধাত্তপ-  
 চক্রিতাথা এতৎ নিসং ইতি যুক্তমুৎপশ্যাম ইত্যশয়বান্ধব্যা পঠিত্বতি  
 বুদ্ধ্যদশ্চপ্রত্যয়গোচর্যেতি।

## ভাব্য প্রাকৃতঃ ।

বুদ্ধদেবঃ প্রত্যয়গোচররোক্ত বিষয়বিধিগোচরঃ ।

অত্র চ বুদ্ধদেবদ্বিতীয়াধিবিখ্যাতবিঃ বৃত্তান্তমিত্যুক্তঃ ।  
ত্যাগিঃ পরিহার্যম্ । তথাপীত্যাদিসম্বন্ধাচ্ছায়া  
বাম্ । ইদমসং প্রত্যয়গোচররোচরিতি বক্তব্যে ।  
পলকণার্থম্ । বথা হাহংকারপ্রতিযোগী বহুকণার  
বয়সিমে বয়সাম্ ইতি বক্তব্যে । প্রয়োদশমি  
বিষয়ী, জড়স্বভাবা, বুদ্ধীভিন্নদেহবিষয়া, বিবর্ত  
বিষয়স্তি অবয়বস্তি স্মেন রূপেণ নিরূপণীয়  
স্পর্শানধ্যাসহেতাবতান্তবৈলক্ষণ্যে দৃষ্টান্ত  
কণ্ঠিৎ সমুদাচরবৃত্তির্বা প্রকাশিতম্ । প্রতিপত্ত  
তদিত্যুক্তমিত্যেতদভাবমুপপত্তিঃ । ইতরেতর  
তাদাত্মমিতি বাবৎ । তল্যাহংকারপ্রতিযোগী  
পরিম্পরভাবন্তুস্বাধীনাক্ষয়িত্যাদিভাষ্যদীপনিতরেতরাধ্যা

বুদ্ধদেব অর্থাৎ ইদং । অস্মদ অর্থাৎ অহং । “ইদং” বা “এই” এত-  
জ্ঞপ জ্ঞানের আশ্পদ বা আলম্বন অনেক ; কিন্তু “অহং”—“আমি” এত-  
জ্ঞপ জ্ঞানের আশ্পদ বা গোচর এক । দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার  
ও প্রত্যেক বাহ্যবস্ত্র—সমস্তই ইদং-প্রত্যয়ের গোচর—“এই” বা “ইহা”  
বলিবার যোগ্য অথবা “এই” এতজ্ঞপ জ্ঞানের বিষয় । কিন্তু আত্মা অস্মদ  
শব্দের গোচর ও “অহং” “আমি” এতজ্ঞপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানের  
আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য । [ বিষয়-বিষয়িণোঃ ]—যাহা ইদং  
জ্ঞানের জের তাহা বিষয় এবং যাহা অহংজ্ঞানের জের তাহা বিষয়ী । চিৎ-  
স্বভাব আত্মা বিষয়ী—তাহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—  
তদ্বির অর্থাৎ সমস্ত তাহার বিষয় (২) অর্থাৎ জড় বা চিৎপ্রকাশ্য । [ তদ্বিঃ ]

(১) যাহাকে “এই” বলা যায়, স্মরণের কালে তাহাকে “তুমি” বলাও যায় এবং বাহ্যকে  
“তুমি” বলা যায়, নির্দেশ কালে তাহাকে “এই” বলাও যায় ; কিন্তু আমি বলা যায় না ।  
অতএব, আত্মাভিন্ন সমস্ত পদার্থই ইদংশব্দের ও ইহংজ্ঞানের গোচর ; কেবল একমাত্র আত্মাই  
অহংশব্দের ও অহংজ্ঞানের গোচর ।

(২) যাহারা চিদাত্মাকে বিষয় একান্তে বন্ধন করে, নিরূপণীয় করে, তাহারা বিষয় ।  
প্রত্যেক বাহ্য বস্ত্র ও দেহাদি-ইহারা চৈতন্যপদার্থকে বন্ধন করে, অর্থাৎ আপন আপন  
বন্ধনের অন্তর্য্যপন নিরূপণীয় করে, এ কারণে তাহারা বিষয় ।

বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুশপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ব্যব-

সৌ ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে হি বস্তুগোবিন্দেকগ্রহণেহপি তদ্ব্যবস্থা-  
ন্যাসো, যথা কুতুম্বাক্তে... গৃহমাণেহপি স্ফটিকমণ্ডিতবল্ল-  
ভরাসম্প্রদায় তদ্ব্যবস্থাদ্রোহিণ্যকণঃ স্ফটিক ইত্যাকণ্যবিভ্রমঃ। ইত্যত  
উক্তং ৩৮ নীতিশাস্তি। ইতরেতরত্র বস্তুগি বস্তুগাং ভাবোবিনিময়স্তস্যা  
হুতরাং পত্তিঃ। অসমভিন্নিঃ—রূপবদ্ধি এব্যমভিন্নতরাস্তরূপবতোব্যবস্থ-  
রস্য তদ্ব্যবস্থাকেন গৃহমাণস্যাহপি দ্বায়াং গৃহীয়াং। চিদাত্মা বরূপো  
বিবরী ন বিবরজ্জ্বারাদ্রোহিহরিতুমহতি। যথাহঃ—“শব্দগন্ধরসানাঞ্চ  
কীদৃশী প্রতিবিম্বতা” ইতি।

ভদিহ পারিবেদ্যাবিস্তরবিস্তরণোরন্যোন্মায়সত্ত্বদেদৈব তদ্ব্যবস্থামপি  
পরস্পরসত্ত্বদেদৈব বিব্রাহ্যানা ভবিতব্যং, তৌ চেক্ষণিব্যভ্যভবিরবেকেন  
গৃহমাণাবলভিরৌ, অসংভিন্নাঃ সূতরাং তরোরবরাঃ, স্বাত্মরাত্মাং  
ব্যবস্থানেন দূর্যাপেতত্বাং। তদিসমুক্তং সূতরামিতি। তদ্ব্যবস্থায়ৈনেতি।  
বিস্তরবিস্তরণেণেতাবঃ। বিব্রাহ্যকৌহপস্ববচনঃ। এতদুক্তং ভবতি—  
অন্যাসো ভেদাগ্রহণ ব্যাভ্যবহিকক্ষেপেহাহতি ভেদগ্রহঃ স ভেদাগ্রহং  
নিবর্তনংস্বাত্মাণ্ডমধ্যাসমপি নিবর্তনতীতি। বিখ্যতি ভবিতুং যুক্তং যদ্যপি  
তথাপীতি যোজনা। ইদমত্রাকৃতম্। ভবেদেতদেবং বদ্যাহমিতানুভবে  
আস্তত্বং প্রকাশেত, ন ভেদততি। তথাহি—সমস্তোপাধ্যানবচ্ছিন্না  
নস্তানন্দচৈতন্যকরসমুদানীনদেকমহি তীরমাস্তত্বং প্রতিন্মুতীতিহাসপূরা-  
ণেহু গীৰ্তে। ন চৈতানুপক্রমপরাশরণেপসংহারৈঃ ক্রিয়াসমভিহারেণে

স্বভাবয়োঃ—অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং-  
প্রত্যয়সম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়-গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা,  
ইহারাত্তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। বাহ্য আলোক তাহা অন্ধকার  
নহে, বাহ্য অন্ধকার তাহা আলোক নহে। এইরূপ, বাহ্য আত্মা তাহা  
অনাত্মা নহে এবং বাহ্য অনাত্মা তাহা আত্মা নহে। [ইত...সিদ্ধায়াং]  
সূতরাং অহংজ্ঞানজ্ঞের আত্মার লবিত ইদংজ্ঞানজ্ঞের অনাত্মার ইতরে-  
তরত্র অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকে যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ  
যা উপপন্ন হয় না (৩)।

(৩) অর্থাৎ আমি হূল, আমি কূল, আমি বাইতেছি, ইত্যাদিবিধকালে যে দেহাদির  
উপপন্ন অহংজ্ঞান দেখা যায় তাহা অধ্যাসমূলক হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন অন্ধকারে  
আলোক জ্ঞান হইবার ও আলোকে অন্ধকার জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি, অনাত্মার  
আহংজ্ঞান ও আত্মার অনাত্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।

দৃগাভ্যন্তরমভিসম্যতি তৎপর্যাপি সন্তি শক্যানি শক্বেণাপ্যপচরিতার্থানি  
কর্তুম। অত্যাশে হি তুসম্মর্থন্য তবতি। যথাহো কলনীরাহো। নদনী-  
রেতি ন হ্যনহং প্রাগৈবোপচরিতমিতি। অহমভূতবন্ত প্রাদেশিকম্বোদ  
বিধলোকস্থখাদিপ্রকোপপুতমাঙ্গানমাদর্শয়ন্ কথমাং দেহাঙ্গতাৎ কথং  
বা হুপপ্লবঃ? ন চ জ্যেষ্ঠপ্রমাণপ্রত্যাহিরোবাণাদায়সোঃ তদংশ-  
কস্যাপ্রমাণমুপচরিতীর্ষক্যেতি বুদ্ধম্। তস্যাহপৌকবেত্ততা বিরক্ত-  
সমস্তদোষাশকস্য বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্যে ঐমিত্যবশ  
পেক্ষাৎ। ঐমিত্যবশপেক্ষত্বৈহ পুংপতৌ প্রজ্ঞাপেক্ষত্বাতিহিরোবাণ-  
মুংপতিলক্ষণমপ্রমাণ্যমিতি চেৎ। উৎপাদকাতিবিশিষ্টাৎ। ন হ্যা-  
গমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রমাণানুপচরতি যেন কারণভা-  
বায় তবেদপি হু তাত্ত্বিকম্। ন চ তত্তমোৎপাৎ। স্ব। অতাত্ত্বিকপ্রমাণ  
তাবেভ্যোহপি সাংব্যবহারিকপ্রমাণেভ্যন্তরুজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা  
চ বর্ণে তুসদীর্ঘাদবোহন্যধর্যা অপি সমারোপিতান্তরুপ্রতিপত্তিহেতবঃ।  
ন হি লৌকিকা নাগ ইতি বা নগ ইতি ৫। পদাৎ কুঞ্জরং বা তকং বা  
প্রতিপদ্যমানা তবন্তি ভ্রাতাঃ। ন চামন্যপরং নাক্যং স্বার্থউপচরিতার্থং  
বুদ্ধম্। উক্তং হি “ন বিদ্যা পরঃ স্বার্থঃ” ইতি। জ্যেষ্ঠত্বক্ছমপেক্ষিতস্য  
বাধ্যত্বে হেতুর্ন বাধকত্বে রক্ততজ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্তিজ্ঞানেন কলীয়াস বাধ-  
দর্শনাৎ। তদনপবাধনে তদপবাধাস্তমস্তমোৎপত্তেরবুৎপত্তেঃ। নশিষ্টক  
তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবসামান্যপেক্ষিতম্। তথা চ পারমর্ষঃ স্বজং—“পৌরীক্ষাপেক্ষে  
পূর্বদৌর্ভল্যং প্রকৃতিবৎ” (মী, অং ৩ পাং ৫) ইতি। তথা “পূরীক্ষা পরবনী-  
রত্বং তত্র নাহ প্রতীয়তাম্। অন্যান্যামিরপেক্ষাণাং যত্র জ্ঞম্বিহ্নাংতবেৎ”  
ইতি। অপি চ, যেহপ্যছ-কারাস্পদমাস্ত্রানমাহিবত তৈত্তর্যাস্য ন তাত্ত্বি-  
কমভ্যুপেতব্যম্। অহমিহৈবাহ্মি সদনে জামান ইতি সর্বব্যাপিনঃ  
প্রাদেশিকস্মেন প্রহাৎ। উক্ততঃপারিশিখরবর্তিহু মহাতকু তুরিতম্য-  
হুর্নাপ্রবালনির্ভাসপ্রত্যয়বৎ। ন চেৎ দেহস্য প্রাদেশিকতম্মত্বরূপে  
ন হ্যস্তন ইতি সাংপ্রভম্। ন হি তদৈবং তবত্যহমিতি, গোণহে বা ন  
জানামীতি। অপি চ পরশকঃ পরম লক্ষ্যমাণভুগযোগেন বর্তত ইতি যত্র  
প্রযোক্ত প্রতিপত্তোঃ সম্ভ্রতিপত্তিঃ ন গোঁগঃ। স চ ভেদপ্রত্যয়পূরঃসরঃ।  
তদ্বখা নৈবমিকামিহোত্রবচনোহ্মিহোত্রশকঃ (মী, অং ১ পাং ৪) প্রকর-  
ণান্তরাবধৃতভেদে কোণপারিনাময়নগতে কথং নি দাসম্মিহোত্র জুহো-  
তীত্যত্র সাধ্যসাধুশ্যেন গোঁগঃ [মী, অং ৭ পাং ৩]। মানবকে চান্ত্রভবসিদ্ধ-  
ভেদে সিংহাৎ সিংহশকঃ। ন ত্বহংকারস্য সুখোহমিলু ঠিডগ র্ততয়া  
দেহাদিভোক্তিরোহমুভ্যত যেন পরশকঃ শরীরাদৌ গোঁগো-

ভবেৎ । ন চাত্মনিরূপতয়া গৌণত্বম্ । ন গৌণত্বাভিমানঃ সার্বপাদিস্ব  
 তৈলশব্দনামিতি বৈদিত্তকম্ । তত্রাহপি স্নেহাভিলভ্যভেদে সিদ্ধ এব  
 সার্বপাদীনাং তৈলশব্দব্যাক্ত্যভিমানে ন ত্বর্থরৌত্তলসার্বপায়োরভেদা-  
 ইধ্যবশ্যঃ । তৎ সিদ্ধং গৌণত্বমুভয়দর্শিনোগে ণমুখ্যবৈবেকবিজ্ঞানেন  
 ব্যাপ্তং । তদ্বিহ স্বাপকং বিবেকজ্ঞানং নিবর্তমানং গৌণতামপি নিবর্তয়-  
 তীতি । ন চ বাসন্যবিরশরীরভেদেহপি মোহহমিতোকস্যাভ্রনঃ প্রতিসন্ধা-  
 নাক্কেহাদিত্যোভেদেনাহস্ত্যাত্মানুভব ইতি বাচ্যম্ । পরীক্ষকাণাং  
 খল্লিরং কথা ন লৌকিকানাম্ । পরীক্ষকা অপি হি ব্যবহাবসময়ে ন  
 লোকসামান্যমাতবর্তন্তে । বক্ষাতানন্তরমেব হি ভগবান্ ভাব্যকরিঃ ।  
 “পশাদিভিষ্ঠাবিশেষাদিতি” । বাহ্য অপ্যাহঃ “শাস্ত্রচিহ্নকাঃ খণ্ডেবং  
 বিবেচয়ন্তি ন প্রতিপত্তার” ইতি । তৎ পারিশেষ্যাচ্চিনাস্রগোচরম-  
 হংকারমহমিহাহমি সদন ইতি প্রযুক্তানোলৌকিকঃ শরীর দ্যভেদগ্রহাদা-  
 ভ্রনঃ প্রাদেশিকহমভিমন্যতে নভস ইব ঘটমণিকমল্লিকাভূপাধ্যাবচ্ছেদা-  
 দিতি যুক্তমুৎপাদ্যম্ । ন চাহংকাবপ্রমাণ্যায় দেহাদিবদাত্মাপি প্রাদে-  
 শিক ইতি যুক্তম্ । তদা খল্লিরমণুপরিমাণোবা স্যাৎদেহপরিমাণেবা ।  
 অণুপরিমাণেত্ব সুলোহহং দীর্ঘ ইতি চ ন স্যাৎ । দেহপরিমাণেত্ব তু সাব-  
 রবতরা দেহবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । কিঞ্চ অশ্বিন পক্ষে অবয়বসমুদায়োবা  
 চেতয়েৎ প্রত্যকং বাহবরবাঃ । প্রত্যকং চেতনত্বপক্ষে বহুনাং চেতনানাং  
 অন্তর্ভাণাবেকবাক্যতাভাবাদপর্যায়ং বিকল্পদিকৃষ্ণিতয়া শরীরমুখ্যেত,  
 আকিরং বা প্রসজ্যেত । সমুদায়স্য তু চৈতন্যযোগে রূপ একশ্লিষবয়বে  
 চিদাত্মনোহপ্যবয়বোরূপ ইতি ন চেতয়েৎ । ন চ বহুনামবয়বানাম  
 বিনাভাবমিমমোদৃষ্টে ব এবাহবরবাবিশীর্ণস্তদা তদভাবে ন চেত-  
 য়েৎ । বিজ্ঞানালম্বনত্বেহ প্যাহংপ্রত্যয়সা ভাস্ত্বহং তদবস্থমেব । তস্য  
 স্থিরকল্পনির্ভাসহাদস্থিরহাচ্চ বিজ্ঞানানাম্ । এতেন সুলোহহমক্কোহহং  
 নক্ষামীতাদয়োহপ্যধ্যায়তয়া ব্যাখ্যাতাঃ । তদেবযুক্তক্রমেণাহহং  
 প্রত্যয়ে পুত্ৰিকৃষ্ণাণীকৃতো ভগবতী ঐতিবপ্রভূহং কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব  
 স্নহংখণোকাদ্যাত্মত্বমুভবপ্রসঞ্জিতমাত্মণো নিবেক্ষুমর্হতীতি । তদেং  
 কর্তৃপ্রবাদিকৃত্ত্বতীতিহাসপূরণপ্রথিত মধ্যভাবস্যাহহং প্রত্যবস্যা  
 অল্পপনিমিত্তকলৈকপব্যখ্যানমনোন্যাস্মিত্যাদি । অত্র চ অনোন্যশ্বিন-  
 দ্বিধিনি আশ্রয়রীাদাবনোন্যাত্মকত মমাস্যাহহমিদং শরীরাদীতি ।  
 ইদমিতি চ বস্তুতো ন প্রতীতিতঃ । লোকব্যবহারে লোকানাং  
 ব্যবহারঃ । স চায়মহমিতি ব্যাপদেশঃ । ইতিশব্দচিহ্নক শরী-  
 রাদাত্মকলং প্রতিকলং চ প্রমেয়জাতং প্রমাণেন প্রমায় তদুপাধ

ণামপি সুতরাং তরিতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোহন্যপ্রত্যয়-  
গোচরে বিধিরিণি চিদান্বকে যুগ্মপ্রত্যয়গোচরস্য বিধয়স্য

পরিবৰ্জনাদিঃ। অন্যান্যধৰ্মাংশ্চাধাস্যান্যোন্যমিন্ ধৰ্ম্মিণি দেহাদি-  
ধৰ্ম্মান্ জন্মমরণজরাব্যাধ্যাদীনাম্ধৰ্ম্মিণি ধৰ্ম্মিণি অনাতদেহাত্মভাবে সমা-  
রোপ্য তথা চৈতন্যাদীনাম্ধৰ্ম্মান্ দেহাদাব্যবস্থাত্মভাবে সমারোপ্য  
মমেদং জরামরণপুত্রপশুস্বাদীনীতি ব্যবহারো বাপদেশঃ। ইতিশব্দস্বচি-  
তশ্চ তদনুরূপঃ প্রসূতাদিঃ। অত্র চাখ্যাসব্যবহারক্রিয়াভাঃ যঃ কৰ্ত্তো-  
ন্নীতঃ স সমান ইতি সমানকৰ্ত্তৃকত্বেনাধাস্য ব্যবহার ইতুাপপন্নম্। পৰ্ক-  
কালস্বচিতিমধ্যাসস্য ব্যবহারকাণ্ডঃ স্বচয়তি,—মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তো  
ব্যবহারঃ। মিথ্যাজ্ঞানমধ্যাসন্তরিত্ত্বমিত্ত্বাব্যবস্থাব্যবধানাব্যবহারভাব-  
ভাবয়োঁরিত্যর্থঃ। তদেবমধ্যাসস্বরূপঃ ফলক ব্যবহারমুক্তঃ। তস্য চ  
নিমিত্তমাহ—ইতরিতরবিবেকেন। বিবেকাৎহেণেত্যর্থঃ। অথাৎবিবেক  
এব কস্মিন্ন ভবতি তথা চ নাহধ্যাস ইত্যত আহ—অত্যন্তবিদিক্তরো-  
ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিণোরিতি। পরমার্থতোধৰ্ম্মিণোরতাদান্ব্যং বিবেকোধ্যাণাঞ্চাহসং  
কীর্তা বিবেকঃ। সাদেতৎ। বিবিক্তরোর্কুসতোর্ভেদাৎ ইতিবন্ধন  
স্তাদান্ব্যবিভ্রমোযুক্ত্যতে শুক্লেরিব রজতাত্ত্বেদাৎহে রজততাদান্ব্য-  
বিভ্রমঃ। ইহ তু পরমার্থমতশ্চিদান্ব্যেনা ন ভিন্নং দেহাদান্তি বস্তসৎ তৎ কুত  
শ্চিদান্ব্যেনোভেদাৎহে কুতশ্চ তাদান্ব্যবিভ্রম ইত্যত আহ—সত্য-  
ভূত মিথুনীকৃত্য। বিবেকাৎহাদধ্যাসোতি যোজনা। সত্যঃ চিদান্ব্য,  
অনৃতঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহাদি, তে দেহধৰ্ম্মিণী মিথুনীকৃত্য, যুগলীকৃত্যেত্যর্থঃ।  
ন চ সংরতিপরমার্থমতোঃ পারমার্থিকং মিথুনমন্তীত্যভূততদ্ব্যবস্থাস্য  
ভেদে প্রয়োগঃ। এতদ্বুক্তং ভবতি।—অপ্রতীতস্যারোপ্যাহযোগাদারো-  
প্যাস্য প্রতীতিকপযুক্ত্যতে ন বস্তসত্তেতি। সাদেতৎ। আরোপস্য প্রতী-  
তো সত্যং পূৰ্বদৃষ্টস্য সমারোপঃ সমারোপনিবন্ধনা চ প্রতীতিরिति  
দুদ্বারং পরস্পরাশয়দ্বয়মিত্যত আহ—নৈসর্গিক ইতি। স্বাভাবিকো

[তদ্ব্যবস্থাং...অনুপপত্তিঃ]—যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায়  
অনান্যায় তাদান্ব্যবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভ-  
য়ের ধৰ্ম্মসমূহেরও অর্থাৎ জাড্যৈতন্যাদিগুণেরও পরস্পর তাদান্ব্যভ্রম থাকা  
যুক্তিসিদ্ধ হইবে না (৪)।

(৪) অর্থাৎ স্বচিৎ ও জ্ঞানকল্পপথক বস্তু হইলেও ক্ষটিকে জবাবদ্ব্যবস্থাপ্রতিবেদ্যধাস্য বা  
মিথিয়াং প্রয়োগে এতৎ সত্যং ধৰ্ম্মনিষিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

তদ্ব্যর্থানাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপৰ্যায়েন বিমৰ্শিততদ্ব্যর্থানাঞ্চ বিবৰেহ-  
ধ্যাসোমিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং । তথাপ্যন্যোন্যান্বিন্নন্যোন্মা-

নান্নিরয়ং ব্যবহারঃ । ব্যবহারানাদিতরা তৎকারণস্যাধ্যাসস্যানাদিতো-  
ক্তা । ততশ্চ পূৰ্বপূৰ্বমিথ্যাজ্ঞানোপদৰ্শিতস্য বুদ্ধীশ্চিন্নশরীরাদেকস্ত-  
রোক্তস্যাধ্যাসোপযোগ ইত্যানাদিত্বাবীভাক্কুরবর পরস্পরাভ্রমমিত্যর্থঃ ।

ন্যাংদেতৎ । অত্ৰা পূৰ্বপ্রতীতিমাত্রমুপযুক্ত্যতে আরোপে, নতু প্রতীক-  
মানস্য পরমার্থস্তা । প্রতীতিরেব ত্যক্তাসতো গাণককলিনীকলস্য  
দেহেস্তিগাদেনোপপদ্যতে । প্রকাশমানম্ভবে হি চিদান্বনোহপি  
সত্ত্বং ন তু তদতিরিক্তং সত্ত্বসামান্যসম্বারোহৰ্থক্ৰিয়াকারিতা বা ।  
ঐতাপত্তেঃ । সত্ত্বাশ্চাৰ্থক্ৰিয়াকারিতাশ্চ সত্ত্বান্ত্বার্থক্ৰিয়াকারিতা  
স্তরকপ্পেনেহনবস্থাপাতাৎ প্রকাশমানতৈব সত্ত্বাহত্যাপেতত্যা । তথা  
চ দেহাদয়ঃ প্রকাশমানভান্নাসম্ভুতিদাস্তবৎ অসত্ত্বং বা ন প্রকাশমান-  
স্ত্বং কথং সত্যাহতয়োৰ্মিথুনীভাবস্তদভাবে বা কস্য কুতো ভেদাৎ হ  
স্তদসত্ত্বং কুতোহধ্যাস ইত্যশয়বানাহ ।—আহ আক্ষেপা । কোহয়ম-  
ধ্যাসো নাম । ক ইত্যাক্ষেপে । সমাধাতা লোকসিদ্ধমধ্যাসলক্ষণ-  
মা ক্ৰাণ এবাক্ষেপং প্রতিক্রিপতি ।—উচ্যতে । স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূৰ্ব  
চদৃষ্টাবভাসঃ । অবসন্নোহবমতো বা ভাসোহবভাসঃ । প্রত্যাস্তরবামশ্চ  
স্যা।বসাদোহবমানো বা । এতাবতা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি । তসোদ্  
মুপব্যাধ্যানং পূৰ্বদৃষ্টেত্যাদি । পূৰ্বদৃষ্টস্যাবভাসঃ পূৰ্বদৃষ্টাবভাসঃ ।  
মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চারণবিবস্তারোপণীয়স্য মিথুনমস্তরেন ন ভবতীতি পূৰ্ব

[ অতঃ যুক্তম্ ]—বদিও এই এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার  
( আমাতে ) ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার ( দেহাদির ) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম  
মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় দেহা-  
দিতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার ( আমান ) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অসত্য  
হইবার যোগ্য অর্থাৎ অহং মম—আমি আমার—ইত্যাদিবিধজ্ঞানব্যবহার  
অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ (৫) ।

(১) কঁব আপনাতে আমি মাংসাম, আমি এক, ইত্যাদিপ্রকার জরাসরণাদিধর্মের অনু-  
প্রাণন কর এবং আমি যাইবজি, আমি করিতেছি, উতাদিপ্রকারে দেহাদির উপর চেতন-  
ধর্মের অর্থে 'সাব্যবহার' প্রকাশিত হইয়াছে । এই ব্যবহার যে অধ্যাসমূলক তাহা  
সুক্ষিপ্ত দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং কহা হইয়াছে যে, অহংজ্ঞানমাত্রেই আত্মা-  
বলবী, এবং ইদংজ্ঞানমাত্রেই অনাত্মাবলবী ।

স্বকতামন্যোনাধর্মাৎ চাধ্যায়োত্তরেত্তরাবিবেকেনাভ্যন্তরি-  
ভ্যেদোর্থ স্বধর্ম্মিণোর্ম্মিখ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যাত্মে মিথুনীকৃত্য-  
হ্মিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ ।

দৃষ্টগ্রহণেনাত্মারোপণীয়মুপস্থাপ্যতি । তস্য চ দৃষ্টত্বমত্রাপ্যবজ্ঞাতো ন  
বিস্তরতেতি দৃষ্টগ্রহণং তথাপি বর্তমানঃ দৃষ্টঃ দর্শনঃ নার্যোপোপমো-  
গীতি পূর্বদৃষ্ট্যক্তঃ, তত্র পূর্বদৃষ্টং স্বকাপণ সন্দপ্যারোপণীভূতগামিক্যাকা-  
মিত্যনুভবঃ । অবোপবিষয়ং সত্যমাহ পরত্রৈতি । পরত্র শক্তি  
কাদৌ পরমার্থসতি । তন্মেন সত্যাত্মমিথুনমুক্তম্ । স্যাদেতৎ । পবর  
পূর্বদৃষ্টাবভাস ইত্যসক্গমতিব্যাপবভাৎ । অস্তি হি স্বভিষক্ত্যাং  
গবি পূর্বদৃষ্টস্য গোতস্য পরত্র কালাক্ষণবভাস । অস্তি চ পাটলি-  
পুস্ত্রে পূর্বদৃষ্টস্য দেববভাস্য পরত্র মাহিমত্যাগবভাসঃ সমীচীনঃ ।  
অবভাসপত্রঃ সমীচীনেহপি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্ । যথা মীলসাবভাসঃ  
পীতসাবভাস ইত্যত আহ স্বতিরূপ ইতি । স্বতিরূপমিব রূপমস্যোতি  
স্বতিকপঃ । অসম্বিহিতবিষয়ত্বং স্বতিকপঃ সন্নিহিতবিষয়ং প্রত্যতি-  
জ্ঞানং সমীচীনমিতি নীতিব্যাখ্যিঃ । ন্যাপ্য-ব্যাখ্যিঃ স্বপ্নজ্ঞানম্যাপি স্বতি  
বিভিন্নরূপস্যৈবংকপত্বং । তত্রাপি হি স্বর্গমাণে পিলদে নিজেপ  
প্লববশাদসন্নিধানপর্যমর্শে তত্র তত্র পূর্বদৃষ্টস্যৈব সন্নিহিতদেশকাল-  
ত্বস্য সমারোপঃ । এবং পীতঃ শব্দস্তিক্তোক্ত উভ ইত্যাহোপোত্তমকণং  
যোজনীয়ম্ । তথাহি।—বহির্লিঙ্গির্হৃদ্যচ্ছন্নয়নমসি পৃকপিভবব্য-  
বর্ত্তিনীং পীততাং পিত্তবহিতামনুভবন্ শব্দঞ্চ দোষাস্থাদিতশ্চক্রি-

[ তথাপি ব্যবহারঃ ]—তথাপি, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে  
অত্যন্তবিশুদ্ধ ও অত্যন্তবিকৃত আশ্রয় অনাশ্রয় বিবিকৃত বা পার্থক্য  
বোধ না থাকা প্রযুক্ত আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্ম্মের এবং অন্যেতে  
( দেহাদিতে ) আশ্রয় ও আশ্রয়ধর্ম্মের অধ্যাস (আবোপ) কবিরাই লোকে  
“আমি” “আমার” “এই আমি” “ইহা আমার” ইত্যাদিবিব উল্লেখ ও  
ব্যবহার কবিতা থাকে । ঐ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্য মিথ্যা  
উভয়সম্বন্ধিত, স্মৃতবাৎ অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভা-  
বিক ও অনাদিসিদ্ধ ( ৬ ) ।

( ৬ ) অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহারমাত্রই অধ্যাসমূলক, এবং তাহা যুক্তির দ্বারা অভিপ্রায়  
না হইলেও ‘না’ বলিবার উপায় নাই । উহা বরন অনাদিসিদ্ধ -তখন উহা যুক্তিসিদ্ধ  
না হইলেও স্বসিদ্ধ এবং উহাও অন্যায় কবিতা বোধ নাই



আহ কোরমধ্যাসোনামেতি । উচ্যতে, স্মৃতিরূপঃ পরজ  
পূর্বদৃষ্টাবতাসঃ । তং কেচিন্মাত্ৰান্যধর্ম্মাধ্যাসইতি বদন্তি ।

জঘমানমমুত্তবন্ পীততারাশ্চ শঙ্খাঙ্গসক্কমমমুত্তবরসক্কাংগ্রহণ সার-  
পোণ পীতং তপনীয়পিণ্ডং পীতং বিজ্ঞকসমিত্যাদৌ পূর্বদৃষ্টং সামান্য-  
ধিকরণ্যং পীততলশ্চত্বরোমারোপ্যাছ লোকঃ পীতঃ শঙ্খ ইতি ।  
এতেন তিক্তোক্তু ইতি অত্যরোহপি ব্যাখ্যাতঃ । এবং বিজ্ঞাতৃ-  
পুরুষাভিমুখেদানর্শোদকাদিহু অশ্বেহু চাক্ষুবং তেজঃ সংলগ্ন  
মপি বলীরসা সৌর্ধ্যোণ তেজসা প্রতিজ্যোতঃ প্রবর্তিতং মুখসংযুক্তং  
মুখং গ্রাহরকোষবশাত্তদেবতাগনতিমুখতাঞ্চ মুখস্যাংগ্রাহরং পূর্ব-  
দৃষ্টাভিমুখানর্শোদকদেশতামাভিমুখ্যঞ্চ মুখস্যারোপয়তীতি প্রতিক্রিয়  
বিজ্ঞমোহপি লক্ষিতো ভবতি । এতেন বিজ্ঞেদিদৃঘোহালাতচক্র-  
গুরুর্বমগরবংশোরগাদিবিজ্ঞমেহহপি যথাসম্ভবঞ্চ লক্ষণং যোজনী-  
রম্ । এতদুক্তং ভবতি । ন প্রকাশমানতামাত্ৰং সত্ত্বং যেন দেহেজ্জিন্নাদেঃ  
প্রকাশমানতয়া সত্ত্বাবোভবেৎ । ন হি সর্পাদিতাবেন রজ্জ্বাদিরো বা  
স্ফটিকাদিরো বা রক্তাদিগুণযোগিনো ন প্রতিভাসস্তে প্রতিভাসমানা  
বা ভবন্তি তদান্বানন্তরঙ্গ্যগো বা । তথা সতি মকহু মরীচিরমুচ্চাবচ-  
মুচ্চলন্তু ক্তরক্ততলমালৈরমভার্ণমবতীর্ণা মলাকিনীত্যাতিসঙ্কার প্রবৃত্তঃ  
স্যাৎ তোরমাণীয়া পিণাসামুপশময়েৎ । তন্মাদকামেনাহপি আরো-  
পিতস্য প্রকাশমানস্যাপি ন বস্তসম্বন্ধ্যুপগম্যনীচম্ । ন চ মরীচি  
রূপেণ সলিলমবস্তস্যৎ স্বরূপেণ তু পরমার্থসদেব । দেহেজ্জিন্নাদয়স্ত  
স্বরূপেণাপি অসমু ইত্যমুত্তবগোচরত্বাৎ কথারোপ্যত ইতি সাস্ত্রভঙ্গঃ ।  
যতো যদ্যসম্ভো নানুত্তবগোচরাঃ কথং তর্হি মরীচ্যানীলামসতাং তোর-  
তরানুত্তবগোচরত্বং । ন চ স্বরূপসত্ত্বেন তোরান্বনাশি সন্তো ভবন্তি ।  
যদ্ব্যচ্যেত নাতাবো নাম ভাবাদন্যঃ কশ্চিদন্তি আপ তু ভাব এব ভাবান্ত  
রাশ্বনাহিতাবঃ স্বরূপেণ তু ভাবঃ । যথাহঃ ।—“ভাবান্তরমতাবো হি  
করা চিত্ত্ব ব্যপেক্ষয়েতি ।” ততশ্চ ভাবান্বনোপাখ্যেয়তরাংস্য যুক্ত্যে-

[ আহ...উচ্যতে ]—অধ্যাস কি ? তাহার স্বরূপ কি ? কারণই বা  
কি ? বলা যাইতেছে । [ স্মৃতি...অবভাসঃ । ]—অধ্যাস এক প্রকার  
অবভাস অর্থাৎ মিথ্যাপ্রত্যয় এবং তাহা স্মৃতিজ্ঞানের মত ও পূর্বপ্রতীতি  
অনুসারে বা অনুরূপে উৎপন্ন হয় । স্থল কথা এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর  
জ্ঞান বা অবভাস হইলেই তাহা অধ্যাস ও ভ্রম এই দুই আখ্যা লাগু

কেচিৎ যত্র যদধ্যাসন্তঃ সিবিকা গ্রহণনিবন্ধনোদ্রম ইতি । অন্যে  
তু যত্র যদধ্যাসন্তঃ সৌৰ বিপরীতধর্মস্বকল্পনামাচক্ষতে । সর্ব-

ভাষ্যগোচরঃ । অপর্যায় পুনর্যাস্তাস্তো নিরন্তরমন্তস্যামর্থ্যস্য  
নিস্কৃত্য কুতোহুভববিষয়ভাবঃ কুতো বা চিদাশ্রয়্যারোপঃ । ন চ  
বিষয়স্য সমস্তসামর্থ্যস্য বিরুদ্ধেইপি জানমেব তত্ত্বাদৃশং প্রত্যক্ষসামর্থ্য-  
সাদিতাদৃকীভূতিন্ধমতাবভেদমুপজাতমসতঃ প্রকাশনম্ । তন্মাদমৎ-  
প্রকাশনশক্তিরেবাহবিদ্যোতি সান্ততম । যতো যেমমৎপ্রকাশনশক্তি  
বিক্তজানম্য কিং পুনরস্যঃ শক্যমসদিতি চেৎ, কিমতৎকার্যং আত্মেইৎ  
অস্যা । জাপ্যং, ন তাবৎ কার্যমসতস্তদ্বাহুপপত্তেঃ । নাপি জাপ্যং জ্ঞান-  
স্তরাহুপলক্ষেঃ । অনবস্থাপাতাক । বিজ্ঞানস্বরূপমেবাহসতঃ প্রকাশ  
ইতি চেৎ, কঃ পুনরেব সদসতোঃ সম্বন্ধঃ । অসদধীননিরূপণত্বং সতো  
জ্ঞানস্য অসত্যং সম্বন্ধ ইতি চেৎ, অহোবতাহরমতিনিবৃত্তঃ প্রত্যয়-  
তপস্বী যস্যাহসত্যপি নিরূপণমায়ততে ন চ প্রত্যয়স্তত্রাধতে কিঞ্চিৎ ।  
অসত্ত্বাধারত্যাগোপ্যং । অসদন্তরেণ প্রত্যয়ো ন প্রথত ইতি প্রত্যয়নৈম  
বৈষম্যভাবো ন হুইসদধীনমস্য কিঞ্চিদিতি চেৎ, অহোবতাহস্যাসৎ-  
পক্ষপাতো যদন্তমতঃপত্তিরত্যাগো চ তদবিনাভাবনিরতঃ প্রত্যয়  
ইতি । তন্মাদত্যাগাসত্ত্বঃ শরীরেন্দ্রিয়াদয়ো নিস্কৃত্য নাহুভববিষয়  
ভবিতুমর্হন্তীতি । অত্র জ্ঞমঃ । নিস্কৃত্যং সোহুভবগোচরঃ তৎ কিমি-  
দানীং মরীচরোহপি তোরায়না সত্ত্বা-যদহুভবগোচরঃ স্থান সত্ত্বান্ত  
দাশ্রয়নাঃ মরীচীনাংসত্ত্বাৎ । বিবিধঞ্চ ব্রহ্মনাং তৎ সত্ত্বমসত্ত্বং চ । তত্র  
পূর্বং সত্ত্বঃ পরং তু পরতঃ । যথাহঃ ।—“স্বরূপপররূপাভ্যাং বিভা-  
সদসদাসত্ত্বকে । সত্ত্বমি জ্ঞারতে কিঞ্চিৎ রূপং কৈশ্চিত্তং কদাচেনোতি ।”  
তৎ কিং মরীচির তোরনির্ভাসপ্রত্যয়স্তত্ত্বগোচরঃ । তথা চ সমীচীন ইতি  
ন জ্ঞান্তো নাপি বাধ্যত । অজ্ঞা ন বাধ্যত যদি মরীচী ন তোরায়-

হয় । [তৎ...সাম্বিতীয়বদিতি ।]—ঐরূপ অবস্থাস বা ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞান  
কিংমূলক ও কিংরূপ ? তাহা নির্বাচিত করিতে গিয়া অর্থাৎ ঐরূপ  
জ্ঞানের তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কথা  
বলিয়া থাকেন । কেহ বলেন, এক পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্মবিশেষ  
প্রতীত হয় এবং তাহা অধ্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হয় । কেহ বলেন,  
যাহাতে যাহার অধ্যাস হয় তাহার সহিত তাহার পার্থক্যপ্রতীতির অজ্ঞার  
থাকে—তৎকারণে ঐরূপ ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় জন্মে । অন্যে বলেন, যাহাতে

ধাপি তু অনাস্যান্যধর্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি, তথা চ  
লোকেহুভবঃ, শুদ্ধিক। হি রজতবদবভাসতে, একচ্চন্দ্রঃ

তদ্বান্ অতোজ্ঞানানা গৃহীয়াৎ। তোরাস্তনা তু গৃহন্ কথমদ্রোহঃ কথং  
বা হবাধ্যঃ। হস্ত তোরাতাবাস্তনাং মরীচীনাং তোরতাবাস্তহং  
তাবয় সৎ। তেবাং তোরাতাবাদভেদেন তোরতাবাস্ততানুপপত্তেঃ।  
নাপাসৎ। বস্তুস্বরূপেব হি বস্তুস্বরূপ্যাসত্ত্বমাস্বীরতে ভাবাস্তরূপভাণে  
হন্যো ন কশ্চিদনিক্রপণাদিতি বদন্তিঃ। ন চারোপিতং রূপং বস্তুস্বরূপং  
তচ্ছি মরীচরো বা ভবেৎ গজাদিগতং তোরং বা। পূর্বদ্বন্দ্বং কপ্পে  
মরীচয় ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ন তোরমিতি। উত্তরান্বংলু পক্ষঃ তোর-  
মিত্যায় পুনরিহেতি। দেশভেদাশ্রয়ে তোরমিতি স্যায় পুনরিহেতি।  
ন চেনমত্যন্তমসন্নিরন্তরমন্তস্বরূপমলীকদেবাহস্তিতি সাম্প্রতম্। তস্যাহ-  
নুভবগোচরতানুপপত্তেরিত্যুক্তমহস্তাৎ। তস্যায় সৎ, ন হপি সদস্যৎ,  
পরম্পরবিরোধাদিতি অনির্বাচ্যমোপপাদ্যমং মরীচিষু তোরমাত্মকত্বম্।  
তদনেন ক্রমেণাধ্যাতুং তোরং পরমার্থতোরমিব। অতএব পূর্বদ্বন্দ্বং।  
তত্ত্বতত্ত্ব ম গোহং ন চ পূর্বদ্বন্দ্বং কিং তত্ত্বত্বমনির্বাচ্যম্। এবঞ্চ দেহে-  
স্ত্রিয়াদিপ্রপঞ্চোপানির্বাচ্যোহপূর্বোহপি পূর্বমিথ্যা প্রত্যয়োপদর্শিত ইব  
পরত্র চিদাস্ত্রন্যাধ্যাসাত ইতি উপপন্নমধ্যাসলক্ষণযোগাদেহেস্ত্রিয়াদি-

অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীতধর্মের কর্ত্তনা করার নাম অধ্যাস।  
যিনি যে প্রকার বলুন, অথবা লক্ষণ নির্ণয় করুন, কোন লক্ষণই “এক  
পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্যধর্মের অবভাস” এ লক্ষণ অতিক্রম করি-  
তেছে না। লোকমধ্যেও ঐরূপ অহুভব প্রসিদ্ধ আছে। সেই জন্যই লোকে  
বলিয়া থাকে যে, শুদ্ধি রজতের মত অবভাসিত হইতেছিল এবং একই  
চন্দ্র দু-এর মত দেখাইতেছিল। (৭)

(৭) “দেখাইতেছিল” ইহা ভ্রমবিনাশের পরে বোধ হয়। ভ্রমকালে “ন্যায়” বা  
“মত” বোধ হয় না, ঠিক বলিয়াই বোধ হয়। অতএব, ভ্রমজ্ঞানের পূর্বাগর অহুভবকান  
করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে ভ্রমের আধারটা সত্য, কিন্তু তাহাতে বাহ্য প্রতীত হয় তাহা  
মিথ্যা। মিথ্যা বটে; কিন্তু বক্ষ্যাপ্তের ন্যায় আভাস মিথ্যা নহে। আভাসিক মিথ্যা  
হইলে কখনই তাহা প্রতীতিগোচর হইত না। হুতরাং ঐরূপ আরোপিতত্ব বৈ আদির্বচনীয়,  
তৎপক্ষে সংশয় নাই। অধ্যাস বস্তু থাকে না বলিয়া মিথ্যা অর্থাৎ ভুল, কিন্তু প্রতীত হয়  
বলিয়া তাহা পূর্ণ মিথ্যা নহে। তাহার ঠিক রূপটী বলা যায় না, বলিয়া ন্যায় ও মত প্রভৃতি  
উপন্যাস দ্বারা কথঞ্চিৎপ্রকারে বুঝাইতে হয়। হুতরাং উহা অনির্বাচ্য ভিন্ন নির্বাচ্য নহে।

সম্বিতীয়বদিত্তি । কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েহধ্যাসোবিষয়-  
ধৰ্ম্মাণাং, সৰ্ব্বোহি পুরোহবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যাস্যতি,

প্রপঞ্চবানং চোপপাদয়িষ্যতে । চিদাম্মা তু অতিশুভীতিহাসপূরণ-  
গৌচরন্তুভূতদবিকল্পন্যারনির্গতশুদ্ধবুদ্ধমুক্তবতাবঃ সত্ত্বেনৈব নির্বাচ্যো-  
হবাহিতঃ । অরংপ্রকাশিতবাহস্য সত্তা সা চ অরূপমেব চিদাম্মনো  
ন তু ভদতিরিক্তম্ । সত্তাসামান্যসমবারোহর্থক্রিয়াকাহিতা বা । ইতি  
সৰ্ব্বমবদাতম্ । স চারমেবংলক্ষণকোহধ্যাসোহনির্ব্বচনীয়ঃ সৰ্ব্ব-  
বামেব সমতঃ পরীক্ষকাণাং তন্ত্বেদে পরং বিশ্রুতিপত্তিরিতানির্ব্ব-  
চনীতাতং জ্ঞায়িতুমাং—তং কেচিদন্যত্রাহন্যবৰ্ণ্যধ্যাস ইতি বদন্তি ।  
অন্যবৰ্ণস্য, জ্ঞানবৰ্ণস্য রজতস্য, জ্ঞানাকারস্যোতি যাবৎ । অধ্যাসো  
হন্যত্র বাহ্যে । সৌষ্ঠান্তিকনয়ে তাবরাহ্যমন্তি বস্তসৎ তত্র জ্ঞানাকারস্য  
রোপঃ । বিজ্ঞানবাদিনামপি যদ্যপি ন বাহ্যং বস্তসং তথাপ্যান্যাদিহা  
বাসনারোপিতমলীকং বাহ্যং তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ । উপপত্তিঃ  
যদ্বাদৃশমুভবসিকং রূপং তস্তাদৃশমেবাভ্যুপেতব্যমিত্যুৎসর্গোহন্যথাহং  
পুনরস্য বদবদ্যধকপ্রত্যবশাৎ । নেদং রজতমিতি চ বাধ্যম্যেদন্তা  
মাত্রবোধেনোপপত্তৌ ন রজতগৌচরতোচিতি । রজতস্য ধর্ম্মিণো  
বোধে হি রজতং চ তস্য চ ধর্ম্ম ইদন্তা বাধিতে ভবেতাম । তবধর্ম্মদ-  
ত্তৈবাহস্য ধর্ম্মো বাধ্যতাতং ন পুনরজতমপি ধর্ম্মি । তথাচ রজতং  
বহির্ব্বাহিতমর্থাদান্তরে জ্ঞানে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জ্ঞানাকারস্য বহিঃস্থ্যাসঃ  
সিধ্যতি । কেচিত্তু জ্ঞানাকারখ্যাতাবপদিতুযান্তো বদন্তি ।—যত্র যদ-  
ধ্যাসন্তদ্বিবেকাগ্রহণিবন্ধশো ভ্রম ইতি । অপদিতোষকারণঞ্চ আহঃ—  
বিজ্ঞানাকারতা রজতাদেবমুভবাদা ব্যবহ্যাপ্যেতানুমানাণা । তত্রানু-  
মানমুপরিষ্ঠান্নিরাকরিষ্যতে । অনুভবোহপি রজতপ্রত্যয়ে বা স্যাৎ  
বাধকপ্রত্যয়ে বা । ন তত্ররজতানুভবঃ । স হীদয়কারাস্পদং রজতমা-  
বেদয়তি ন ভ্রান্তরম্ । অহমিতি হি তদা স্যাৎপ্রতিপত্তুঃ প্রত্যয়াদব্যাতি-

[কথং—ত্রবীৰি ?]—যদি বলেন, প্রত্যগাত্মা অবিষয়, তিনি কাহার বিষয়  
নহেন—অর্থাৎ তিনি পরাধীন প্রকাশ নহেন । সুতরাং কি প্রকারে তাহাঁতে  
বিষয়ের (দেহাধির) ও বিষয়ধর্ম্মের (জরাকল্পপাদির) অধ্যাস হইতে পারে ?  
যাহা বিবদ—বাহ্য পুরোবর্তী অর্থাৎ বাহ্য প্রত্যক্ষীকৃত—জ্ঞাহাতেই  
লোকের বিষয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে,  
কিন্তু অদৃষ্ট ও আবদ পদার্থে কাহারও কোন অধ্যাস দেখা যায় না ।

যুগ্মং প্রত্যয়্যাপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোহবিময়ঃ ত্রীবিধি ।  
উচ্যতে, ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ

রেকাৎ । জ্ঞাত্বং বিজ্ঞানং জ্ঞাকারণেব বাহ্যতরাহ্ধ্যবস্যাতি । তথা চ  
নাহংকারান্ধমমস্য গোচরো জ্ঞানাকারিতা পূনরস্য বাধকপ্রত্যয়প্রবে-  
দনীয়েতি চেৎ, হস্ত বাধকপ্রত্যয়মালোচরত্বাযুধ্যাম্ । কিং পুরোবর্তি  
ত্রযাং রজতত্বিবেচয়ত্যাহো জ্ঞানাকারিতামপ্যাস্য দর্শয়তি । তত্র জ্ঞান-  
কারিতোপদর্শনব্যাপারং বাধকপ্রত্যয়স্য ত্রয়াণঃ দ্রাবনীরপ্রজ্ঞো  
দেবানাং প্রিয়ঃ । পুরোবর্তিতপ্রতিবেদাদর্শাদস্য জ্ঞানাকারিত্যেতি চেৎ,  
ন । অসন্নিধানাগ্রাহনিবেধাৎ অসন্নিহিতোভবতি । প্রতিপত্ত্বুর্ত্যাস্তসন্নি-  
ধানং তস্য প্রতিপজ্ঞাত্বকং কৃতস্তাৎ, ন চৈব রজতস্য নিবেধো ন চেদ-  
স্তায়াঃ কিং তু বিবেকাগ্রহপ্রসজিতস্য রজতব্যবহারস্য । ন চ রজতমেব  
শক্তিকারাৎ প্রসজিতং রজতজ্ঞানেন । ন হি রজতমির্ভাসস্য শক্তিকা-  
লখনং বুদ্ধং অনুভববিরোধাৎ । ন খলু সত্যাত্রেণালখনং অতি প্রস-  
জাৎ । সর্বের্ব্যমর্থানাম্ সত্বা বিশেষবাদালখনত্বপ্রসজাৎ । নাপি কারণত্বেন ।  
ইন্দ্রিয়াদীনামপি কারণত্বাৎ । তথা চ ভাসমানবৈভবালখনার্থঃ । ন চ  
রজতজ্ঞানে শক্তিকা ভাসত ইতি কথমালখনম্ । ভাসমানতাত্ত্ব্যপগমে  
বা কথং নানুভববিরোধঃ । অপি চেন্দ্রিয়াদীনাম্ সমীচীনজ্ঞানোপজ্ঞানে  
সামর্থ্যমুপলব্ধমিতি কথমেভ্য মিথ্যাজ্ঞানসম্বৎ । দোষসংহিতানাং  
ভেবাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়েহপি সামর্থ্যমিতি চেৎ ন । দোষাণাং কার্যোপজনন-  
সামর্থ্যবিষাতমাত্রৈ হেতুত্বাৎ । অন্যথা ছুতীদপি কুটজবীজাঘটাক্কুরোৎ-  
পত্তিপ্রসজাৎ । অপি চ স্বগোচরব্যতিচারে বিজ্ঞানানাং সর্বত্রান্যথাস-  
প্রসজঃ । তন্মাৎ সর্বং জ্ঞানং সমীচীনমাহেয়ম্ । তথা চ রজতমিসমিতি  
চ বৈ বিজ্ঞানে স্মৃত্যানুভবরূপে । তত্রৈদমিতি পুরোবর্তিত্রযাণ্যগ্রহণং  
দৌৰ্ববশাৎ তদাতশক্তিস্বসামান্যবিশেষস্যগ্রহাৎ তন্মাত্রঞ্চ গৃহীতং সৎ  
সদৃশতরাং সংস্কারোদগোচরক্ৰমেণ রজতে স্মৃতিং জনয়তি । স্য চ গৃহীত-

(শক্তি প্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ পরাধীন প্রকাশ, তজ্জনা তাহাতে রজত  
প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে) । কিন্তু আপনি বলিতেছেন, প্রত্য-  
গাত্মা অসদ্ব্যবহারের অতীত সত্ত্বরাং তিনি বিষয় নহেন, অবিষয় ।

অবিষয় সত্য ; অবিষয় হইলেও যে প্রকারে তাহাতে বিষয়ের ও  
বিষয়ধর্মের আরোপ বা অধ্যাস ( ব্রহ্ম ) হইতে পারে ; [ উচ্যতে ] তাহা  
বলিতেছি ।

অপরোক্কতাক প্রত্যগাত্মপ্রসিক্কেঃ । ন চারমন্তি নিয়মঃ  
পুরোহবস্থিতঃ এব বিষয়ে বিষয়ান্তিরমধ্যাসিতব্যমিতি । অত্র—

এইহনশ্রুতাব্যাপি দোষবশাদ্গৃহীতত্বাংশপ্রমোবাদ্ হনমাত্রমবতিষ্ঠতে ।  
তথা চ রজতস্থিতে: পুরোবর্তিত্রব্যমাত্রএইহনস্য চ মিথঃ স্বরূপতৌ বিষয়-  
তন্ত ভেদাৎপ্রহাৎ সন্নিহিতরজতগোচরজ্ঞানসারূপোণ ইদং রজতমিতি  
ভিন্নে অপি স্মরণপ্রহণে অভেদব্যবহারঞ্চ সামান্যধিকরণ্যব্যাপদেশঞ্চ  
প্রবর্তয়তঃ । কচিৎ পুনরাইহণ এব মিথোগৃহীতভেদে । যথা পীতঃ শঙ্খ  
ইতি । অত্র হি বিনির্গচ্ছন্নরশ্মিবর্তিনঃ পিত্তত্রব্যস্য কাচস্যেব  
স্পৃহস্য পীতত্বং গৃহ্যতে । পিত্তস্তু ন গৃহ্যতে । শঙ্খোইপি দোষবশাৎ  
শুক্লগুণবহিতঃ স্বরূপমাত্রেন গৃহ্যতে । তদমরোক্তগুণগুণিত্বেরসংসর্গা  
এইহরূপ্যাৎ পীততপনীয়পিও প্রত্যয়াবিশেষেণাভেদব্যবহারঃ সামান্য-  
ধিকরণ্যব্যাপদেশঃ । ভেদাৎইহ প্রসজ্জিতাভেদব্যবহারবাধনাত নৈদমিতি  
বিবেকপ্রত্যয়স্য বাধকত্বমুপাপদ্যতে । তদুপপত্তৌ চ প্রাক্তনস্য  
প্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বমপি লোকসিদ্ধং সিদ্ধং ভবতি । তস্মাৎ যথার্থাঃ সর্বৈ  
বিপ্রতিপরাঃ সন্দেহবিভ্রমাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ । তদিদমুক্তং  
যত্র যদধ্যাস ইতি । যস্মিন্ শুক্তিকার্দৌ যস্য রজতাদেবধ্যাস ইতি  
লোকপ্রসিদ্ধিঃ নাসাবন্যাখ্যাতিনিবন্ধনা । কিন্তু গৃহীতস্য রজতাদে-  
স্তঃস্মরণস্য চ গৃহীততাংশপ্রমোষেণ গৃহীতমাত্রস্য । য ইদমিতি পুরোব-  
স্থিতাৎ ত্রব্যমাত্রাৎ তৎপ্রজ্ঞানাত বিবেকঃ তদএইহণনিবন্ধনোক্তমঃ ।  
ভ্রান্তত্বঞ্চ এইহনস্মরণরোরিতরেতরসামান্যধিকরণ্যব্যাপদেশোরজতাদিব্যব-  
হারশ্চেতি । অন্যে ত্রুপ্যাপরিভূযান্তো যত্র যদধ্যাসস্তসৌব বিপরীতধর্মত্ব-  
কল্পনাচকতে । অত্রৈদমাকৃতম্ ।—অস্তি তাবদ্রজতার্থিনো রজত-  
মিদমিতি প্রত্যয়াৎ পুরোবর্ত্তিনি ত্রব্যো প্ররুতিঃ সামান্যধিকরণ্যব্যাপ-  
দেশশ্চেতি সার্বজনীনম্ । তদেতন্ন তাবদ্এইহনস্মরণমৌস্তদোচরশেষ

[ন অনান্বাধ্যাসঃ] আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোনও প্রকারে  
বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমনত নহে । এখন তাঁহাতে (এই জীব-  
বহার তাঁহাতে) অস্বদ্প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরায়রূপে প্রসিক্কে-  
বা প্রতীত হওয়ার অপরোক্কতাও আছে (৮) । আত্মা কখন “অহং” “আমি”  
এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাহাকে একান্ত অবিষয় বলিয়া বলা না

(৮) প্রসিক্কে = ভাসমানতা বা প্রকাশমানরূপে প্রথাত । অর্থাৎ যাহা সকলেই জানে ।  
তপরোক্ক = সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ ।

ত্যেক্বেহপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতান্যথাস্যন্তি । এবমবি-

মিথোভেদাৎগ্রহমাত্রাভুক্তিত্বমহঁতি । গ্রহণনিবন্ধনোঁ হি চেতনস্য ব্যব-  
হারব্যাপদেশোঁ কথংগ্রহণমাত্রাভুক্তবেতাম্ । নহুন্তং নাগ্রহণমাত্রাৎ কিন্তু  
গ্রহণস্মরণে এব মিথঃ স্বরূপতোঁ বিষয়তশ্চ অগৃহীতভেদে সমীচীন-  
পুরোবহিতরজতবিজ্ঞানসাদৃশ্যোঁনাভেদব্যবহারং সামান্যধিকরণব্যাপদে-  
শঞ্চ প্রবর্তয়তঃ । অথ সমীচীনজ্ঞানসারূপ্যমনয়োঁগ্রহ্যমাণং বা ব্যব-  
হারপ্ররুতিহেতুরগৃহ্যমাণং বা । সত্যমাত্রেন গৃহ্যমাণেহপি সমীচীন-  
জ্ঞানসারূপ্যমনয়োরিদমিতি রজতমিতি চ জ্ঞানয়োরিতি গ্রহণং অথবা  
ভয়োরৈব স্বরূপতোঁ বিষয়তশ্চ মিথো ভেদাৎগ্রহ ইতি গ্রহণম্ ।  
তত্র ন তাবৎ সমীচীনজ্ঞানসদৃশী ইতি জ্ঞানং সমীচীনজ্ঞানব্যবহার-  
প্রবর্তকম্ । ন হি গোঁসদৃশোঁ গবয় ইতি জ্ঞানং গবাঁর্ধিনং গবয়ে  
প্রবর্তয়তি । অনয়োরৈব ভেদাৎগ্রহ ইতি তু জ্ঞানং পরাহতম্ । ন হি  
ভেদাৎগ্রহেহনয়োরিতি ভবতি । অনয়োরিতি গ্রহে ভেদাৎগ্রহণমিতি  
চ ভবতি । তস্যাৎ সত্যমাত্রেন ভেদাৎগ্রহোঁগ্রহীত এব ব্যবহার-  
হেতুরিতি বক্তব্যম্ । তত্র কিময়মারোপোঁৎপাদক্রমেণ ব্যবহারহেতু-  
রাহোঁ অনুৎপাদিতারোপ এব স্বত ইতি । বয়ং তু পশ্যামঃ—চেতন-  
ব্যবহারস্যজ্ঞানপূর্বকহানুপপত্তেরারোপজ্ঞানোঁৎপাদক্রমেণৈবেতি । নহু  
চ সত্যং চেতনব্যবহারোঁ নাজ্ঞানপূর্বকঃ কিন্তুবিদিতবিশেষগ্রহণস্মরণ  
পূর্বক ইতি । মৈবম্ । ন হি রজতপ্রতিপদিকার্মাত্রাস্মরণং প্ররুত্যা-  
নুপযুজ্যতে । ইনংকারান্ধাদাভিমুখী খলু রজতার্ধিনাং প্ররুতিরিত্যা-  
বিবাদম্ । কথং চাহয়মিদংকারান্ধাদে প্রবর্তেত যদি তু ন তদিস্ছেৎ ।  
অন্যদিস্ছত্যান্যং কৰোতীতি ব্যাহতম্ । ন চেদিদংকারান্ধাদং রজতমিতি  
জানীয়াৎ কথং রজতার্থী তদিস্ছেৎ । যদ্যতথাতেনাগ্রহণাদিতি  
জ্ঞানং স চ প্রতিবক্তব্যোঁহথ তথাতেনাগ্রহণাৎ কস্মারোপেক্ষেতেতি ।  
সোঁহরূপাদানোঁপেক্ষাভ্যাসভিমত আকৃষ্যমাণশ্চেতনোঁব্যবহিত ইদং  
কারান্ধাদে রজতসমারোপেণোঁপাদান এব ব্যবস্থাপাত ইতি ভেদাৎগ্রহঃ  
সমারোপোঁৎপাদক্রমেণ চেতনপ্ররুতিহেতুঃ । তগাহি—ভেদাৎগ্রহাদিদং-

এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না । (অতিপ্রায় এই যে, চৈতন্য-  
মাত্রাভাব পরমাত্মা বস্তুরূপে নিরূপাধিক ও অব্যবহৃত হইলেও অব্যবহৃত-  
কল্পিত “অহং”-উপাধির দ্বারা বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন । অর্থাৎ অহং-  
জ্ঞানের গোঁচর বা বিষয় হইয়াছেন । বিবেককালে বা অনধ্যাসকালে

রুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ । তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসঃ

কারান্দে রজতত্বং সমারোপ্য তজ্জাতীরসোপকারেইতুতাবস্তুচিহ্না  
তজ্জাতীরভেদংকারান্দে রজতে তদনুসার তদর্থী প্রবর্ততে ইত্য-  
নুপুৰ্ব্বাং সিদ্ধম্ । য চ তটস্থরজতস্থিতিরিতংকারান্দসোপকার-  
হেতুতাবস্তুবাণিরিতুমর্হতি । রজতত্বম্ হেতোরপক্ষমর্থদ্বাং । এক  
দেশদর্শনং ক্ষত্বনুশাপকং ন ত্বদেকদেশদর্শনম্ । যথাহঃ—জাতসবন্ধ  
সৈক্যদেপদর্শনাদিতি । সমারোপে ত্বদদেশদর্শনমিতি । তৎসিক্ষিত-  
দ্বিবাধ্যাসিতং রজতাদিজ্ঞানং পুরোবর্তিবস্তুবিষয়ং রজতাদ্যর্থমিতর  
নিয়মেন প্রবর্তকত্বাৎ । যৎ বদর্শিনং যত্র নিয়মেন প্রবর্তয়তি তজ্জ্ঞানং  
তদ্বিবরম্ । যথোত্তরসিক্ষসদীচীমরজতজ্ঞানম্ । তথা চেনং তদ্যন্তথেনি ।  
যচোক্ত বদবভাসমানভরান ন শুক্তিরালম্বনমিতি, তত্র তবান্ পৃষ্ঠৌ  
ব্যাচষ্টাং কিং শুক্তিকাত্মসোদং রজতমিতি জ্ঞানং প্রত্যনালম্বনত্বমাছৌ-  
শ্বিদ অধ্যাদ্যস্য পুরঃস্থিতস্য সিদ্ধান্তদ্বয়স্য । যদি শুক্তিকাত্ম্যানালম্বনত্বং  
অজ্ঞা উত্তরল্যানালম্বনত্বং জ্ঞাবাগস্য তবৈবানুভববিরোধঃ । তথাহি—  
রজতমিদমিত্যনুভবরহস্তবিভা পুরোবর্তিবস্তুকুলাদিনা নির্দিশতি । দৃষ্টঞ্চ  
দৃষ্টানাং কারণানামোৎসর্গিককার্যপ্রতিবন্ধে কার্যাস্তরোপজননসা-  
র্থম্ । যথা দাবান্নিদধানাং বেদবীজানাং কদলীকাণ্ডজমকত্বম্ ।

তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও  
সাংশ । অবিদ্যাকল্পিত অহং যত কাল থাকিবে তত কালই তিনি অহং-  
বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয় । সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত অহং-উপাধির বিলোপ  
বা বিগম না হওয়া পর্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন । অর্থাৎ আত্মা এখন  
অহং-বৃত্তির বিষয় । অতএব, বাহ্য অহংবৃত্তির বিষয়—তাহাতে দেহাদির ও  
দেহাদির ধর্মের অধ্যাস থাকা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । বাহ্য অবিষয়  
অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞের নহে কিরূপে তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস বা ভ্রান্তি হইতে  
পারে ? এতজ্ঞপ প্রথম আপত্তির বা প্রশ্নের খণ্ডন বা প্রত্যুত্তর হইল ।  
অপ্রত্যক্ষ পদার্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর অধ্যাস হয় না, এই দ্বিতীয় আপত্তির  
খণ্ডনার্থ বলা বাইতেছে যে, আত্মা অপ্রত্যক্ষ নহেন, তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ ।  
কেন না, জীব মাঝেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং—আমি এতজ্ঞপে  
সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে । অপিচ, এমন নিয়ম নাই যে, বাহ্য চক্ষুদিগের  
দ্বারা প্রতীত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তজ্জপ প্রত্যক্ষেই বিষয়াস্তরের  
অধ্যাস হইবে, ভ্রম হইবে, অন্যত্র হইবে না । আকাশ তজ্জপ প্রত্যক্ষ



পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং

ভ্রমকদুষ্টস্য চৌদর্শস্য তেজসো বহুত্বপচয়মিতি । প্রত্যক্ষবাণীপহৃত-  
বিষয়ঞ্চ বিজ্ঞাণাং স্বার্থবাহুমানদাতাসৌহৃদবাহুমানুমানবৎ ।  
যচ্ছৌভঃ মিথ্যাপ্রত্যয়স্য ব্যভিচারে সর্বক্ৰমাগেহনাশাস ইতি তদো-  
ৎকর্ষেন স্বতঃ প্রাণাণং ন্যাব্যভিচারেণেতি স্থ্যুপাদরুহিত্ত্বাভিঃ পশি-  
কৃতং ন্যায়কণিকারামিতি মেহ প্রত্যম্যতে । দিগ্ভ্রমাজ্ঞঃ চাস্য স্মৃতিপ্রমো-  
যত্বসূচকম্ । বিস্তরস্ত ভ্রমতত্ত্বস্বীকারানবগান্তব্য ইতি । তদ্বিদুস্তং—  
অন্যে তু যত্র যদধ্যাসস্তমৌব বিপরীতধর্মকল্পনমাচকত ইতি । যত্র শুক্তি  
কার্দৌ যস্য রজতাদেয়ধ্যাসস্তমৌব শুক্তিকাদেব্বিপরীতধর্মকল্পনং  
রজতত্বধর্মকল্পনমিতি যোজন্য । নমু সন্তু নাম পরীক্ষাকাণাং বিপ্রতি-  
পত্তরঃ প্রকৃতে তু কিমারাতমিত্যত আহ—সর্বথাপি হন্যাস্যান্যধর্মকল্প-  
নাং ন ব্যভিচারতি । অন্যস্যান্যধর্মকল্পনানুত্ততা, সা চামির্কচনী-  
তেত্যন্তদুপপাদিতম্ । তেন সর্বেষামেব পরীক্ষাকাণাং স্বতে হন্যাস্যা-  
ন্যধর্মকল্পনান্নির্কচনীয়াতাহবশ্যস্তাবিনীত্যামির্কচনীয়াত। সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত-  
ইত্যর্থঃ । অখ্যাতিবাদিত্তিরকামেরপি সাধানাবিকরণব্যাপদেশপ্রতি-  
নিয়মস্নেহাদিদমভূাপেরমিতি ভাষঃ । অ কেয়লমিয়মত্বততা পরীক্ষকা-  
ণাং সিদ্ধা অপি তু লৌকিকানামনীতাহ । তথা চ লোকেহনুভবঃ—  
শুক্তিকা হি রজতবদবভাসত ইতি । ন পুনরজতমিদমিতি শেষঃ ।  
স্যাৎদেতৎ । অন্যস্যান্যাত্তাবিত্রমো লোকসিদ্ধঃ । একস্য হুহিত্ত্বস্য

নহে, তথাপি উহাতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস (ভ্রম) দৃষ্ট হয় । বালকেরা অর্থাৎ  
অজ্ঞ মানবেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশে তল-মলিনতাদির (৯) অধ্যাস বা আরোপ  
করিয়া থাকে । অতএব, আত্মা সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না  
হইলেও তাঁহাতে অনাত্মার অর্থাৎ বুদ্ধাদির ও বুদ্ধাদিধর্মের অধ্যাস হও-  
য়ার বাধা নাই ।

[ তৎ.....সম্বধ্যতে ] তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রোক্ত লক্ষণ অধ্যাসকে অর্থাৎ  
ঐক্য মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেক দ্বারা বা

(৯) তল = কটাহ-তল । মলিনতা = নীলকান্তি । যখন মেঘ না থাকে, তখনও আকাশকে  
নিবেড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায় । যেন একখানি নীলকান্তমণির কড়া উপড় করা  
আছে । নশ্বতঃ আকাশের রঙ নাই এবং উহা চক্ষুগ্রাহ্যও নহে । স্তম্ভরাজ ঐক্য বোধ অধ্যাস  
মূলক অর্থাৎ ভ্রম । অজ্ঞ মানবেরা অবিবেক প্রবৃত্ত পৃথিবীর ছায়াকে ও পৃথিবীর গোল-  
তাকে আকাশে আরোপ করিয়া ঐক্য ভ্রম অনুভব করে । বাচস্পতিমিত্র বলেন, পৃথিবী  
যে গোল, তাহা এবমিধ ভ্রমপ্রতীতির দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় ।

বিদ্যামাহঃ । তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাস্তৎকৃতেন দোষণে  
গুণেন বা অধুমাত্রৈণাপি স ন সংবধ্যতে ।

ভেদভ্রমো ন দৃষ্ট ইতি কুতচ্চিদাস্মদমোহভিরান্যং জীবান্যং ভেদবিজম  
ইত্যভি প্রাহ ।—একশব্দঃ সন্থিত্যবদিত ।

পুনরপি চিদাস্মদ্যধ্যাসম্বন্ধিগতি—কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মক্যবিসং-  
ধ্যামো বিষয়ত্বক্ষণ্যামিতি । অরমর্থঃ—চিদাস্মদ্য প্রকাশতে ন বা । ন  
চেৎ প্রকাশতে কথমস্মদ্যধ্যাসো বিষয়ত্বক্ষণ্যামিতি । ন ধ্বংপ্রতিভাস-  
মানে পুরোবর্ত্তিনি ত্রৈলোক্যে রজতসং বা তদ্বক্ষণ্যং বা সমারোপঃ সম্ভব-  
শ্যতি । প্রতিভাসে বা ন ভাবদগম্যাত্মা জড়ো বটাদিবিৎ পরাধীনপ্রকাশ  
ইতি বুদ্ধম্ । ন খলু স এব কৰ্ত্তা চ কৰ্ম চ ভবতি বিরোধঃ । পরসমবেত-  
ক্রিয়াকলশালি হি কৰ্ম । ন চ জ্ঞানক্রিয়া পরসমবারিমীতি কথমস্মদ্য-  
কৰ্ম । ন চ তদেব স্বয়ং পরম, বিরোধঃ । আত্মাস্তরলব্ধ্যাদ্যুপগমে  
তু জ্ঞেয়স্যাস্মদমোহস্যব্রহ্মপ্রসঙ্গঃ । এবং তস্য তস্যোভ্যাসম্বন্ধপ্রসঙ্গঃ ।  
স্যাদেতৎ । আত্মা জড়োইপি সৰ্ব্বার্থজ্ঞানেহু ভাসমানোইপি কৰ্ত্তেব  
ন কৰ্ম । পরসমবেতক্রিয়াকলশালিত্বাতাৰ্য্যং । চৈত্রবৎ । যথ্য হি চৈত্র  
সমবেতক্রিয়া । চৈত্রনগরপ্রাপ্তাবুত্তরসমবেতারামপি ক্রিয়াকলশাৎ নগর  
সৌৰ কৰ্মতা পরসমবেতক্রিয়াকলশালিত্বাৎ । ন তু চৈত্রস্য ক্রিয়াকল-  
শালিনোইপি, চৈত্রসমবারাদগমকক্রিয়াকলশাৎ ইতি । তত্র । প্রতিবিরোধঃ ।  
জ্ঞরতে হি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইতি । উপপদ্যতে চ । তথাহি—  
বোহরমর্থপ্রকাশঃ কলং যন্মিহমর্থশ্চ আত্মা চ প্রথমে স কিং জড়ঃ স্বয়ং  
প্রকাশো বা । জড়শ্চেতিস্বরাত্মানাবপি জড়াবিতি কস্মিন্ কিং প্রকা-  
শেত অবিশেষাৎ ইতি প্রাপ্তমাক্যামশেষস্য ভগতঃ । তথা চাভাণকঃ—

বিচারজনিত প্রজ্ঞা বিশেষের দ্বারা তদন্তর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়া  
জানেন । ঐ অবিদ্যা বহল অনর্থের মূল এবং উহারই উচ্ছেদ জন্য বেদান্ত-  
শাস্ত্রের প্রবৃত্তি ।

[ তত্র...সংবধ্যতে ] অধ্যাসের কথিতপ্রকার রূপ বা লক্ষণ স্থির হও-  
ন্যতে ইহাও স্থির হইতেছে যে, বাহ্যতে বাহ্যর অধ্যাস—তাহাতে তাহার  
দোষ গুণ অন্তমাত্রও স্পষ্ট হয় না । রজুতে সর্পের অধ্যাস হয়, অথচ  
তাহাতে সর্পের সৰ্ব্বত্র থাকে না, সর্পের দোষ গুণ স্পষ্ট হয় না, সর্পের  
দোষ গুণ অনুক্রান্ত হয় না । এইরূপ, আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে  
আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহার সহিত কাহার সৰ্ব্বত্র বা সংশ্লিষ্টতা নাই স্তত্রাৎ

তমেতমবিদ্যাখ্যাত্মানাত্মানোরিতরেতরাখ্যাসং পুরুষত্বা-  
সর্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারে লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রকৃত্যঃ

“অন্ধস্যেবাঙ্কলগম্য দ্বিবিধাতঃ পদে পদে।” ন চ নিলীনয়েব বিজ্ঞানমর্থী-  
জ্ঞানো জ্ঞাপরতি চক্ষুরাদিবদিতি বাচ্যম্। জ্ঞাপরং হি জ্ঞানজননম্।  
জনিতক জ্ঞানং জড়ং সৎ নোক্তদ্বয়মভিব্যক্তেতি। এবমুক্তরোত্তরা-  
ণ্যপি জ্ঞানানি জড়ানীত্যনবস্থা। তন্মাদপরাধীনপ্রকাশ্য সংবিদ্যপো-  
তব্যা। তথাপি কিমাত্তং বিবরাগ্নয়োঃ স্বভাবজড়য়োঃ। এতদ্যঃ  
রাতং মত্তরোঃ সংবিদজড়োতি। তং কিং পুত্রঃ পণ্ডিত ইতি পিতৃহপি  
পণ্ডিতোহস্তঃ। স্বভাব এব সংবিদঃ স্বরংপ্রকাশ্যাদি স্বর্গাঙ্গলবদিতোতি  
চেৎ হস্ত পুত্রস্যপি পণ্ডিতস্য স্বভাব এব স্বং পিতৃসদৃশিত্বোতি লভানম্।  
সহাধীয়াপ্রকাশে ন সংবিৎপ্রকাশোঃ স্বর্গাঙ্গলপ্রকাশঃ বিদেতি তস্যাঃ  
স্বভাব ইতি চেৎ তং কিং সংবিদো ভিরোঃ সংবিদর্গাঙ্গলপ্রকাশোঃ।  
তথা ঃ ন স্বরংপ্রকাশ্য সংবিৎ ন চ সংবিদর্গাঙ্গলপ্রকাশ ইতি। অথ  
সংবিদর্গাঙ্গলপ্রকাশো ন সংবিদোভিদ্যোতে, সংবিদেব ভৌ। এবং চেৎ  
বাবুজং ত্বতি সংবিদাত্মার্থো লভেতি জ্ঞাবুজং ত্বতি সংবিদর্গাঙ্গ-  
লপ্রকাশো লভেতি। তথা চ ন বিবিকিতার্থসিদ্ধিঃ। ন চাতীত্যানাগতার্থ  
গোচরায়ঃ সংবিদোহর্বসহভাবোহপি। তদ্বিবরণানোপাদানোপেকা-  
বুদ্ধিজন্মান্দর্শনসহভাব ইতি চেৎ। অর্বসংবিদ ইব হানাদিবুদ্ধীনামপি  
তদ্বিবরণানুপপত্তেঃ। হানাদিজন্মানাত্মাদিবুদ্ধীনামর্ব বিবরণম্।  
অর্ববিবরণ হানাদিবুদ্ধিজন্মান চার্বসংবিদস্তদ্বিবরণমিতি চেৎ, তং কিং  
দেহস্য প্রযত্ববদাত্মসংযোগোদেহপ্রতিনিহতিহেতুরর্থে ইত্যর্থপ্রকাশো-  
হস্তঃ। জাত্যাদেহাত্মসংযোগো চার্বপ্রকাশ ইতি চেৎ, নহরং স্বরংপ্রকা-  
শোহপি আত্মন্যেব খদ্যোতবৎপ্রকাশঃ অর্থে তু জড় ইতুপপাদিতম্।  
ন চ প্রকাশস্যাত্মাশোবিবরণাঃ। তে হি বিচ্ছিন্ন দীর্ঘ সুদত্তর। অনুভূতন্তে

কেহ কাহার দোষ শুণে লিপ্ত হয় না। [ তৎ... পরাণি ] প্রমাণব্যবহার,  
প্রমেয়ব্যবহার, অহংমমাদি-জ্ঞান-ব্যবহার, লৌকিক ও বৈদিক যে কোন  
ব্যবহার, সমস্তই ঐ অবিদ্যা নামক আত্মানাত্মার পরস্পরাখ্যাসং এইতে  
উৎপন্ন ও নির্বাহিত হইতেছে। সমস্ত বিধি শাস্ত্র, মন্ত্র নিবেদন শাস্ত্র,  
সমুদ্র মৌল শাস্ত্র, মন্ত্রই অবিদ্যাপর অর্থাৎ অবিদ্যাশূলক ও অবিদ্যা  
প্রতিশাদক। অবিদ্যা ব্যতীত অর্থাৎ আত্মানাত্মার অখ্যাস ব্যতীত কিছুই  
হইতে পারে না। অতএব, আত্মা ও অনাত্মা পরস্পর পরস্পরে অধ্যাত

সৰ্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিবেদনমোকপরাণি । কথং পুনর-  
বিদ্যাবক্ষ্যমাণি প্রত্যক্ষানীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি ।

প্রকাশশক্ত্যন্তর্যো হুত্বেনো হনুপ্রভৃষোহনীর্ষ্যেতি প্রকাশ্যেতি ।  
তন্মাত্রস্ত্রে অহুত্বরাম ইব বিতীরন্তস্ত্রাঃ অপ্রকাশ্যনমোহর্ষোহনীর্ষ্য-  
চনীং এবতি যুক্তযুৎপাশ্যামঃ । ন চাস্য প্রকাশস্যাভাবতঃ সলক্ষণভেদো  
হনুত্বতে । ন চানীর্ষ্যাচার্যভেদঃ প্রকাশঃ নিরীচ্যঃ চেত্বমর্থতি ।  
অতিপ্রসঙ্গঃ । ন চার্চানামপি পরস্পরঃ ভেদঃ নবীতীন্দ্রকানপকতি  
নব্যান্তে ইত্যপরিচীহ্নপানস্বিকাতে । তস্মৎ প্রকাশ এব অরংপ্রকাশ  
একঃ কুট্টো নিত্যোনিরংগঃ প্রত্যগাত্মা হপকানীর্ষ্যচনীয়েত্যো মেহে-  
জ্জিন্নামিত্যা আত্মানং প্রতীপং নির্বচনীরক্ষতি জ্ঞানাতীতি প্রত্যগ্ ন চা-  
য়েতি প্রত্যগাত্মা । ন চাপরাধীনপ্রকাশবাদনং শাস্ত্রাভিযন্তস্বিন্নম্যাজো  
বিষয়ধর্মীণং দেহেজ্জিন্নামিধর্মীণং কথং, কিমাক্ষেপে । অহুত্বোহনীর্ষ্য-  
ধ্যাস ইত্যাক্ষেপঃ কন্মাদরমযুক্ত ইত্যত আহ ।—সর্বোর্থিহ পুরোহিত্তে, বি-  
যয়ে বিষয়ান্তরমব্যস্যতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি ।—কং পরাধীনপ্রকাশধর্ম-  
বলং তৎসামান্যাহংপ্রার্থে কারণদোষবলাচ্চ বিশেষার্থেহে হন্যথা প্রকা-  
শতে । প্রত্যগাত্মা হপরাধীনপ্রকাশতরা ন স্বভাৱে কারণান্যাপেক্ষতঃ ।  
যেন তদাত্মৈর্যেকৌটৌক্যেতি । ন চাংশবান, যেন কশিদস্যাপ্রশৌক্যেতি  
কশিচ্চ গৃহ্যেত । ন হি তদেন তদানীমেন তেনৈব গৃহীতমধ্বীকৃত্য নত্ব-  
তীতি ন অরংপ্রকাশপক্ষেহধ্যাসঃ । সনাতনেন্ধ্যাপ্রকাশে পুরোহিত্তে  
হস্যাপরোকহস্যাতাব্যাব্যাসঃ । ন হি শুদ্ধাবপূরঃস্থিতাঃ কৃত্তদগ্ধ-  
সাতীদং রজতমিতি । তন্মাদিত্যন্তার্থেহত্যন্তার্থে চ নাধ্যাস ইতি  
সিদ্ধম্ । সাদৈতৎ । অবিবরয়ে হি চিদান্তনোনাধ্যাসঃ বিবর এব তু  
চিদাত্মা অরংপ্রত্যগাত্মা, তং কথং নাধ্যাস ইত্যত আহ ।—যুৎপাপ্রত্যগা-  
শেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোহবিবরত্বং ব্রবীষি । বিবরয়ে হি চিদান্তনোহধ্যো  
বিবরী ভবেৎ । তথা চ যো বিবরী স এব চিদাত্মা বিবরন্ত তজো হুত্বো

হইয়াই এই বিশ্ব সংসার ও এতদন্তর্গত প্রযুক্তি নিবৃত্তাদি লৌকিক ব্যবহার  
সকল নির্বাহিত করিয়া আসিতেছে ।

[ কথং...চেতি ] যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি, শাস্ত্র, এ সকল  
অবিদ্যাবিবর কেন ? অর্থাৎ অজানবিশিষ্ট জীবের অধিকারভুক্ত কেন ?  
উহাও যে অম্যাসমূলক তাহা তোমার কে বলিল ? অথবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ  
ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল যদি অবিদ্যাপ্রিত জীবের বিবরই হয়, তাহ

উচ্যতে । দেহে ইন্দ্রিয়াদিস্বহংসম্যজ্ঞানহীনস্য প্রমাতৃদ্ব্যুপ-  
পত্তৌ প্রমাণপ্রত্যক্ষানুপপত্তেঃ । ন ইন্দ্রিয়ান্যুপাদান্য প্রত্য-

বুধ্যং প্রত্যয়গোচরোহুত্বপেরঃ । তদ্যাদনান্নস্বপসকাদেনবহাপরিহার্য  
বুধ্যং প্রত্যয়গোচরত্বত্ব । অতএবাবিবরদ্ব্যমোবক্তব্যত্ব । তথা চ  
নাশ্যাস ইত্যর্থঃ ।

পরিহার্যত্ব ।—উচ্যতে । ন তাদেকরমেকান্তেনাবিবর ইতি । কৃত্ব  
অন্যং প্রত্যয়বিবরত্বাৎ । অরহণঃ ।—সত্যং প্রত্যয়গোচর্য স্বরং প্রকাশদানবি-  
বরোহনং শক্য । তথা পানিকচনীয়া নাদ্যবিদ্যাগণিকপিত্তবুদ্ধিসমনঃ স্বর  
কুলশরীরে ইন্দ্রিয়বলেন্দেনানবচ্ছিন্নোহপি বস্ততোহবচ্ছিন্ন ইবাতিরোহপি  
তির ইবাহকর্তৃপাি কর্তেব অতোক্তাপি তোক্তেব অবিবরেনপান্য-  
প্রত্যয় বিবর ইব জীবতাবমাগয়োহবতাসতে । নত ইব যট বণিক  
মলিকাদ্যবলেন্দেন তিরমিবানেকবিধবর্ষকমিবেতি । ন হি চিদেকরস  
স্যাৎসমচ্ছিন্নশে গৃহীতে হগৃহীতং কিঞ্চিদতি । ন ধরানলমিত্যত্ব  
বিদ্যুদানরোহস্য চিজপাদবস্ততো তির্যন্তে যেন তদগ্ৰেহেন গৃহোরন ।  
গৃহীতা এব তু কপিতেন ভেদেন ন বিবেচিতা ইত্যগৃহীতা ইবাতি ।  
ন চান্ননো বুধ্যামিত্যোভেদস্তাত্ত্বিকো যেন চিদাননি গৃহ্যমাণে সোহপি  
গৃহীতো ভবেৎ । বুধ্যাদীনামবিকীচ্যকেন তন্ত্বেদস্যাপানিকচনীয়াৎ ।  
তদ্যাদিকদ্বয়মঃ স্বরং প্রকাশসৌবাহনবচ্ছিন্নস্যাবচ্ছিন্নেত্যোবুধ্যাদিতেন-  
ভেদাগ্রহাৎ তদধ্যাসেন জীবতাব ইতি । তস্য চানিদমিদমাত্তনোহন্যং  
প্রত্যয়বিবরত্বানুপপত্তেঃ । তথাহি ।—কর্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহং প্রত্যয়ে  
প্রত্যয়ভাসতে । ন চোদাসীনস্য তস্য ক্রিয়াশক্তিরোগশক্তিরী সন্তবতি ।  
যস্য চ বুধ্যাদেঃ কার্য্যকরণসম্ভাতস্য ক্রিয়াভোগশক্তীন তস্য চৈত-  
ন্যত্ব । তদ্যাদিদাত্ত্বৈব কার্য্যকরণসম্ভাতেন অধিতো লব্ধক্রিয়াভোগ-  
শক্তিঃ । স্বরপ্রকাশোহপি বুধ্যাদিবিবরবিচ্ছুরণাৎ কথঞ্চিদন্যং প্রত্যয়বি-  
বরো হুৎকার্য্যাপনো জীব ইতি চ জন্তুরিতি চ কেত্রজ ইতি চান্যায়ত্তে ।

হইলে, ঐ সকল কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? [ উচ্যতে ]  
বলিতেছি, অর্থাৎ এ প্রবেরও প্রত্যুত্তর করিতেছি ।

[ দেহে... শাস্ত্রাণি চ ] ভাবিয়া দেখ, দেহের উপর, ইন্দ্রিয়াদির উপর,  
অহং ইত্যাদি জ্ঞান ন্যস্ত না হইলে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে অভিমানবর্জিত হইলে  
প্রমাতৃ স্ব সত্ত্ব হয় না বা কর্তৃদ্বাদি জীবতাব থাকে না । প্রমাতৃ স্ব ব্যতীত  
অর্থাৎ জীবতাব না থাকিলে, দেহাদির প্রতি অহংসম্যজ্ঞান না থাকিলে,

ক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি । ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়-  
ব্যাপারঃ সম্ভবতি । ন চানধ্যাত্ত্বভাবেন দেহেন কশ্চিৎ

ন ধনু জীবন্তিদান্মনোভিদ্যতে । তথা চ ঋতিঃ “অনেন জীবনাত্মনা” ইতি ।  
তস্মাচ্চিদান্মনোহর্যতিরেকাজীবঃ স্বয়ংপ্রকাশোহপ্যাহংপ্রত্যয়েন কর্তৃত্বভোক্তৃ-  
তয়া ব্যবহারযোগ্যঃ ক্রিয়ত ইত্যাহংপ্রত্যয়ালম্বনমুচ্যতে । ন চাধ্যাসে সতি  
বিষয়ত্বং বিষয়ত্বে চাধ্যাস ইত্যন্যোন্যাপ্রয়ত্বমিতি সাম্প্রতম্ । বীজাকুস-  
বদনাদিহাৎ পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বাধ্যাসতদ্বাসনাবিষয়ীকৃততয়া উত্তরোত্তরাধ্যাসবিষয়ত্বা  
বিরোধাদিত্যুক্তং নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহার ইতি ভাষ্যগ্রহেণ । তস্মাৎ  
সূৰ্ত্ত্বক্ৰমঃ ন তাবদয়মেকাশেনাবিষয় ইতি । জীবো হি চিদান্মতয়া স্বয়ংপ্রকাশ-  
তয়া অবিসয়োপ্যোপাধিকেন রূপেণ বিষয় ইতি ভাবঃ । স্যাদেতৎ । ন  
বয়মপরাধীনপ্রকাশতয়া অবিসয়ত্বেনাধ্যাসমপাকুৰ্ণঃ । কিন্তু প্রত্যগাত্মা ন  
স্বতো নাপি পরতঃ প্রথত ইত্যবিষয় ইতি ক্রমঃ । তথা চ সৰ্ব্বথাঃপ্রথমানে  
প্রত্যগাত্মনি কূতোহধ্যাস ইত্যত আহ—অপরোক্কাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিক্কেঃ ।  
প্রতীচ আত্মনঃ প্রসিক্কেঃ প্রথা তস্যা অপরোক্কাৎ । যদ্যপি প্রত্যগাত্মনি  
নান্যা প্রথাস্তি, তথাপি ভেদোপচারঃ । যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি । এত-  
দুক্তং ভবতি ।—অবশ্যং চিদান্মা অপরোক্কাহভ্যুপেতব্যস্তদপ্রথায়ঃ সৰ্ব্বস্যাহ

অন্য কোনও প্রকারে প্রমাণাদির (চক্ষুরাদির) প্রবৃত্তি হয় না, হইতেও পারে  
না । ইন্দ্রিয়গণও নিরাশ্রয়ে অর্থাৎ দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত আপন আপন  
কার্য্য করিতে পারে না । (ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে, অর্থাৎ অহং  
মমাদি জ্ঞান বর্জিত হইলে, কি দিয়া কি প্রকারে দেখিবে ও শুনিবে ? এবং  
শরীর ভুলিয়া গেলে ইন্দ্রিয়েরাই বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন  
আপন কার্য্য করিবে ?) যে দেহে অহংমমাদির অধ্যাস নাই, অর্থাৎ যে  
দেহে অহংমমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা কোন জীব কি  
কার্য্য সাধন করিতে পারে ? কোন ব্যবহার নির্বাহ করিতে পারে ?  
তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ক্যাপার থাকে (১০) । অতএব, যখন ঐরূপ ঐরূপ

(১০) হ্রাদ মুচ্ছাদিকালে শরীরস্থিতে অহং-মম-জ্ঞান বা অভিমান থাকে না । তৎ-  
কারণে তৎকালে প্রমত্তত্ব বা জীবতাব লুপ্ত থাকে । ইন্দ্রিয়গণও তখন নিশ্চেষ্ট বা নির্ক্যাপা-  
পার থাকে । ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অসঙ্গ চেতন পরমাত্মা অহংবৃত্তির-  
বোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাশ্রিত অঙ্গ সকলকে  
পরিচালন করিতেছেন । সুতরাং শক্তির অশাক্তীর উভয়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও  
জীবান্ত্রিত ।

ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতন্মিন্ সৰ্বশ্চিন্মসত্যসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃ-  
 ন্মপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃতিরস্তু।  
 তস্মাদবিদ্যাবদ্বিময়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি

প্রথনেন জগদাক্ষ্যপ্রসঙ্গাদিত্যুক্তম্। শ্রুতিশাস্ত্রভবতি—তমেব ভাস্তমহুভাতি  
 সৰ্বং তস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ইতি। তদেবং পরমার্থপরিহারমুক্তা  
 অভ্যুপেত্যাপি চিদাত্মনঃ পরোক্ষতাং প্রোচবাদিতয়া পরিহারান্তরমাহ—  
 ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোবস্থিত এব—( অপরোক্ষ এব ) বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্য-  
 সিতব্যমিতি। কস্মাদয়ং ন নিয়ম ইত্যত আহ।—অপ্রত্যক্ষেহপি হ্যাকাশে  
 বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যস্তু। হিৰ্যস্মাদর্থো। নভো হি দ্রব্যং সৎ রূপস্পর্শ  
 বিরহাৎ বাহ্যেজ্জিয়প্রত্যক্ষম্। নাপি মানসং মনসা হসহায়স্য বাহ্যে  
 হপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদপ্রত্যক্ষম্! অথ চ তত্র বালা অবিবেকিনঃ পরদর্শিত  
 দর্শিনঃ কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং শুক্ল-  
 মারোপ্য নীলোৎপলপলাশশ্যামমিতি বা রাজহংসমালাধবলমিতি বা  
 নির্কণ্ঠয়ন্তি। তত্রাপি পূৰ্বদৃষ্টস্য তৈজসস্য বা তামসস্য বা রূপস্য পরত্র  
 নভসি স্মৃতিরূপোহবভাস ইতি। এবং তদেব তলমধ্যস্যস্তু অবাঙ্-  
 মুখীভূতং মহেজ্জনীলমণিময়মহাকটাহকল্পমিত্যর্থঃ। উপসংহরতি—এব-  
 মিতি—উক্তেন প্রকারেণ। সৰ্বাক্ষেপপরিহারাৎ। অবিরুদ্ধঃ প্রত্য-  
 গাত্মন্যপ্যনাট্মনাং বুদ্ধাদীনাং অধ্যাসঃ। নহু সন্তি চ সহস্রমধ্যাসান্তঃ  
 কিমর্থময়মেবাধ্যাস আক্ষেপসমাধানাভাঃ ব্যুৎপাদিতো নাধ্যাসমাত্রমিত্যত  
 আহ।—“তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যোতি মন্যন্তে”। অবিদ্যা  
 হি সৰ্বানর্থবীজমিতি শ্রুতিস্মৃতিহাসপুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্। তদ্বচ্ছেদার-

অধ্যাস্তভাব ব্যতীত অসঙ্গস্তভাব পরমাত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয়  
 না এবং কর্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃতিও থাকে না, তখন  
 ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি  
 শাস্ত্র, সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত।  
 অর্থাৎ সমস্তই জীবের পরিকল্পিত। ( বস্তুতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বেদাদি  
 শাস্ত্র, তদ্ব্যবহার, সমস্তই অবিদ্যামূলক, অধ্যাসমূলক, সুতরাং উহা-  
 দের ব্যবহারিক প্রামাণ্য বা ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্ত্বিক প্রামাণ্য বা  
 পরমার্থ সত্যতা নাই। অধ্যাসমূলক-ব্যবহার অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়া  
 পর্য্যন্তই থাকে সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্যও তৎকাল পর্য্যন্ত থাকে, ইহা  
 অঙ্গীকৃত হয় )। কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারে প্রবৃত্ত

চেতি । পশ্বাদিভিঃশ্চাবিশেষাৎ । যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ  
শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে

বেদান্তাঃ প্রবৃত্তা ইতি বক্ষ্যতি । প্রত্যগাশ্রয়ানাশ্রাধ্যাস এব সৰ্বানর্থহেতুর্ন  
পুনরুক্ত্যাদিবিভ্রমা ইতি স এবাবিদ্যা তৎস্বরূপত্ববিজ্ঞাতং ন শক্যম্ভেদ-  
মিতি ভদেব ব্যুৎপাদ্যং নাধ্যাসমাত্রম্ । অত্র চ এবংলক্ষণমিত্যেবংরূপত্বা-  
হনর্থহেতুতোক্তা । যস্মাৎ প্রত্যগাশ্রয়ানাশ্রাদিরহিতে হ্রস্বানাশ্রয়পেতাভ্যঃ-  
করণাদ্যাহিতারোপেণ প্রত্যগাশ্রয়ানমহুঃখং দুঃখাকরোতি, তন্মাদনর্থহেতুঃ ।  
ন চৈবং পৃথগ্জ্ঞানা অপি মন্যন্তেহধ্যানং, যেন ন ব্যুৎপাদ্যত ইত্যত উক্তং  
পণ্ডিতা মন্যন্তে । নদ্বিগমনাদিরতিনিরুচনিবিড়বাসনানুবিদ্ধা হবিদ্যা ন শক্যা  
নিরোদ্ধু মুপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে তং প্রতি তন্নিরোধোপায়মাহ ।—  
“তদ্বিবেকেন চ বস্ত্তস্বরূপাবধারণং” নির্ধিচিকিৎসং জ্ঞানং “বিদ্যামাত্রঃ”  
পণ্ডিতাঃ প্রত্যগাশ্রয়নি খৰ্য্যতাস্ত্রবিবিক্তে বুদ্ধাদিভ্যো বুদ্ধাদিভেদাগ্রহনি-  
মিত্তো বুদ্ধাদ্যাশ্রয়ত্বত্বক্ষ্মাধ্যাসঃ । তত্র শ্রবণমননাদিভিঃবদ্বিবেকবিজ্ঞানং  
তেন বিবেকাগ্রহে নিবর্তিতে অধ্যাসাপবোধায়কং বস্ত্তস্বরূপাবধারণং বিদ্যা  
চিদাশ্রয়রূপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । সাদেতৎ । অতিনিরুচনিবিড়-  
বাসনানুবিদ্ধাহবিদ্যা বিদ্যয়া অপবাদিতাহপি স্ববাসনাবশাৎ পুনরুক্ত্যবিষ্যতি,  
প্রবর্ত্তন্বিষ্যতি চ বাসনাদিকার্য্যং স্বোচিতমিত্যত আহ ।—“তত্রৈবং সতি”  
এবংভূতবস্ত্ততদ্বাবধারণে সতি । “যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা  
অগুণ্মাত্রোপাংপি স ন সম্বধ্যতে” । অস্ত্তঃকরণাদিদোষোপাংশনাদিনা চিদাশ্রা  
চিদাশ্রয়নোপাংগেন চৈতন্যানন্দাদিনাহস্ত্তকরণাদি ন সম্বধ্যতে । এতদ্বস্ত্তং  
ভবতি ।—তদ্বাবধারণাভ্যাসস্য হি স্বভাব এব স তাদৃশো বদনাদিমপি

আছে, এমনত নহে । জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাহাঁদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে  
তাহাঁরাও ব্যবহারকালে ঐরূপ ঐরূপ অধ্যস্ত্তভাব গ্রহণ করিয়া ব্যবহার  
করিয়া থাকেন ।

[পশ্বা...অবিশেষাৎ] ব্যবহার বিষয়ে বা ব্যবহারকালে জ্ঞানী মহুবোরাও  
পণ্ডিগের সহিত সমান—তদ্বিষয়ে তাহাঁদের কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ  
নাই । অর্থাৎ পণ্ডরা যেমন অধ্যাসপূর্কক ব্যবহার করে, জ্ঞানীরাও তদ্রূপ  
অধ্যাসপূর্কক ব্যবহার করেন । অধ্যাস ব্যতীত কাহারও কোন ব্যব-  
হার চলিতে বা থাকিতে পারে না ।

[যথা...বর্ত্তন্তে] শব্দাদির সহিত শ্রোত্রাদির সম্বন্ধ হইলে পণ্ড  
প্রভৃতির যেমন শব্দাদি জানিতে পারে এবং জানিবার পর তাহারা



উতৌনিবর্তন্তে অল্পকূলে চ ঐবর্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরণং  
পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হস্ত ময়মিহীতীতি পলায়িতুমার-  
ভন্তে, হরিতত্বগুণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যতিমুখীভবন্তীতি,

নিরুচিনিবিড়বাসনমপি মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয়তি। তত্বপক্ষপাতো হি স্বতা-  
বোধিয়াম্। যদাহর্কীহ্যা অপি। “নিরুপদ্রবভূতার্থ-স্বভাবস্য বিপর্যায়ঃ।  
ন বাধো যদ্ববস্ত্বেহপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ” ইতি। বিশেষতস্ত চিদান্বস্বভাবস্য  
তত্ত্বজ্ঞানস্যাভাস্তাস্তরঙ্গস্য কূতো হনির্কীচ্যয়া ইবিদ্যয়া বাধ ইতি। যত্বে  
“সত্যানুতে মিথুনীকৃত্য বিবেকাগ্রহাদধ্যাসাহমিদং মমেদমিতি লোক-  
ব্যবহার” ইতি, তত্র ব্যপদেশলক্ষণে ব্যবহারঃ কঠোক্তঃ। ইতিশব্দসূচিতং  
লোকব্যবহারমাদর্শয়তি।—“তমেতমবিদ্যাখ্য” মিতি। নিগদব্যখ্যাতম্।

আক্ষিপতি।—“কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি?।  
তত্বপরিচ্ছেদো হি প্রমা বিদ্যা, তৎসাধনানি প্রমাণানি কথমবিদ্যাবদ্বি-  
ষয়াণি। নাবিদ্যাবস্তং প্রমাণান্যাশ্রয়ন্তি, তৎকার্যস্য বিদ্যয়া অবিদ্যা-  
বিরোধিত্বমিতি ভাবঃ। সত্ত্ব বা প্রত্যক্ষাদীনি সংবৃত্ত্যাপি যথা তথা,  
শাস্ত্রাণি তু পুরুষহিতাভ্যুদয়সাধনপরাণ্যবিদ্যাপ্রতিপক্ষতয়া নাবিদ্যাবদ্বিষয়াণি  
ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ।—“শাস্ত্রাণি চেতি।”

সমাধন্তে।—“উচ্যতে। দোহজ্জিয়াদিষহংমমাভিমানহীনস্য” তাদাক্ষ-  
তক্ৰম্যাসহীনস্য “প্রমাতৃস্বরূপপত্তৌ সত্যং প্রমাণপ্রবৃত্ত্যরূপপত্তেঃ”। অয়-  
মর্থঃ।—প্রমাতৃত্বং হি প্রমাশ্রুতি কর্তৃত্বম্। তচ্চ স্বাতন্ত্র্যম্। স্বাতন্ত্র্যঞ্চ প্রমা  
তুরিতরকারকাপ্রযোজ্যস্য সমস্তকারকপ্রযোক্তৃত্বম্। তদনেন প্রমাকরণং  
প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমন্তরেণ করণং প্রয়োক্তুমর্হতি।  
ন চ কূটস্থনিত্যান্চিদায়া হপরিণামী স্বতোব্যাপারবান্। তস্মাৎ ব্যাপারবন্ধু-  
জ্ঞাদিতাদায়াধ্যাসাৎ ব্যাপারবস্তয়া প্রমাণমধিষ্ঠাতুমর্হতীতি ভবত্যবিদ্যা-  
বৎপুরুষবিষয়ত্বমবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বং প্রমাণানামিতি। অথ মা প্রবর্তি-  
য়ত প্রমাণানি কিং নশ্চিন্নমিত্যত আহ।—ন হীজ্জিয়াণ্যরূপাদায় প্রত্যক্ষা-  
দিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ব্যবহরিত্যেতেনেতি ব্যবহারঃ কলং প্রত্যক্ষাদীনাং  
প্রমাণানাং কলমিত্যর্থঃ। ইজ্জিয়াগীতি ইজ্জিয়লিঙ্গাদীনীতি দ্রষ্টব্যম্। দণ্ডিনো-

যেমন অল্পকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়—প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হয়—  
জানীরাও তজ্রপ ঐরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং জানিবার পত্র  
জানীরাও প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অল্পকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হন।  
[ যথা...ব্যবহারঃ] পণ্ডরা যেমন দণ্ডোদ্যতহস্ত মনুষ্যকে আপনার মজ্জিস্থে

এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিহ্নাঃ ক্রুরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ  
খণ্ডোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্তন্তে তদ্বিপরী-  
তান্ প্রতি অভিযুখীভবন্তি । অতঃ সমানঃ পঞ্চাদিভিঃ

গচ্ছন্তীতিবৎ । এবং হি প্রত্যক্ষাদীত্বপদ্যাতে । ব্যবহারক্রিয়য়া চ ব্যব-  
হার্য্যাক্ষেপাৎ সমানকর্তৃকতা । অমুপাদায় যো ব্যবহার ইতি যোজনা ।  
কিমিতি পুনঃপ্রমাতোপাদন্তে প্রমাণানি, অথ স্বয়মেব কন্মায় প্রবর্ততে  
ইত্যত আহ ।—“ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণৈজিয়াণাং ব্যাপারঃ” প্রমাণানাং ব্যাপারঃ  
সম্ভবতি । ন জাতু করণান্যনধিষ্ঠিতানি কর্তা স্বকাৰ্য্যে ব্যাপ্রিয়ন্তে । যাতুৎ  
কুবিন্দরহিতেভ্যো বেমাদিত্যঃ পটোৎপত্তিরিতি । অথ দেহ এবাধিষ্ঠাতা  
কন্মায় ভবতি ? কৃতমত্ৰাশ্বাধ্যাসেনেত্যত আহ ।—“ন চানধ্যস্তাশ্বতাবেন  
দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে ।” স্বযুগ্মেহপি ব্যাপারপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ।  
স্যাদেতৎ । যথা হনধ্যস্তাশ্বতাবৎ বেমাদিকং কুবিন্দো ব্যাপারয়ন্ পটস্য কর্তা  
এবমনধ্যস্তাশ্বতাবৎ দেহেজিয়াদি ব্যাপারয়ন্ ভবিষ্যতি তদভিজ্ঞঃ প্রমাতা  
ইত্যত আহ । “ন চৈতয়িন্ সৰ্ব্বস্বিন্” ইতরেতরাধ্যাসে ইতরেতরধ্বাধ্যাসে  
চাসত্যাস্থনো হসঙ্গস্য সৰ্ব্বথা সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বধৰ্ম্মধৰ্ম্মিবিমুক্তস্য প্রমাতৃস্বমুপ-  
দ্যাতে । ব্যাপারবস্তো হি কুবিন্দাদয়ো বেমাদীনধিষ্ঠায় ব্যাপারয়ন্তি । অনধ্য-  
স্তাশ্বতাবস্য তু দেহাদিষাশ্বনো ন ব্যাপারযোগোহসঙ্গবাদিত্যর্থঃ । অতশ্চা-  
ধ্যাসাশ্রয়ণি প্রমাণানীত্যাহ ।—“ন চ প্রমাতৃস্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরিতি ।”  
প্রমায়াং থলু ফলে স্বতন্ত্রঃ প্রমাতা ভবতি । অন্তঃকরণপরিণামভেদেহৈব প্রমের  
প্রবণঃ কর্তৃহুচিংস্বভাবঃ প্রমা কথঞ্চ জড়স্যান্তঃকরণস্য পরিণামশ্চৈক্যপো-  
ভবেৎ যদি চিদাশ্বা তত্র নাধ্যস্যোত । কথঞ্চৈব চিদাশ্ব কর্তৃকোভবেৎ যদ্যন্তঃ-  
করণং ব্যাপারবচ্চিদাশ্বনি নাধ্যস্যোত । তন্মাদিতরেতরাধ্যাসাচ্চিদাশ্ব কর্তৃহুৎ  
প্রমাফলং সিধ্যতি । তৎসিদ্ধৌ চ প্রমাতৃস্বম । তামেব চ প্রামুররাকৃত্য  
প্রমাণস্য প্রবৃত্তিঃ । প্রমাতৃস্বেন চ প্রমোপলক্ষ্যতে । প্রমায়াঃ ফলস্যাভাবে  
প্রমাণং ন প্রবর্তেত । তথা চ প্রমাণমপ্রমাণং স্যাদিত্যর্থঃ । উপসংহরতি ।  
তন্মাদবিদ্যাবদ্বিসরাণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি । স্যাদেতৎ । ভবতু পৃথগু-  
জ্ঞানামেবম্ । আগমোপপত্তিপ্রতিপন্নপ্রত্যগাশ্বতত্বানাং ব্যুৎপন্নানামপি  
পুংনাং প্রমাণপ্রমেরব্যবহারাদৃশ্যন্ত ইতি কথমবিদ্যাবদ্বিসরাণ্যেব প্রমাণা-  
আসিতে দৌখলে “এ আমার মারিতে আসিতেছে” ভাবিয়া পলায়ন করে  
এবং তৃণপূর্ণহস্তে আগমন করিতে দেখিলে তাহার অভিযুখীন হয়, সেই  
রূপ, জ্ঞানী লোকেরাও আপনার অভিযুখে রোষকষারিতনেত্রে খণ্ডাহন্ত

পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধ এবা-  
বিবেকপূৰ্বকঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাদ্ব্যু-

নীত্যত আহ।—“পশ্বাদিভিষ্চাবিশেষাৎ” ইতি। বিদ্বন্তু নামাগমোপপত্তিত্যাং  
দেহেজিয়াদিভ্যো ভিন্নং প্রত্যগাত্মানং, প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারে তু প্রাণভূ-  
ত্বাদ্ব্যবস্থান্নাতিবর্ত্তন্তে। যাদুশো হি পশুশকুন্তাদীনামবিপ্রতিপন্নমুক্তভাবানাং  
ব্যবহারস্তাদুশোবাৎপন্নানামপি পুংসাং দৃশ্যতে। তেন তৎসামান্যাত্ত্বেণামপি  
ব্যবহারসময়ে হবিদ্যাবস্তুমহুমেরম্। চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে। উক্তশব্দানিবর্ত্তন-  
সহিতপূৰ্ব্বাক্তোপপত্তিরবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং প্রমাণানাং সাধয়তীত্যর্থঃ।  
এতদেব বিভজতে “যথা হি পশ্বাদয় ইতি।” অত্র চ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাম্  
সম্বন্ধে সতীতি প্রত্যক্ষং প্রমাণং দর্শিতম্। শব্দাদিবিজ্ঞান ইতি তৎফল-  
মুক্তম্। প্রতিকূল ইতি চাহুমানফলম্। তথাহি।—শব্দাদিস্বরূপমূলভ্য  
তজ্জাতীয়স্য প্রতিকূলতামহুম্বত্যা তজ্জাতীয়তীরোপলভ্যমানস্য প্রতিকূলতা-  
মহুমিমীত ইতি। উদাহরতি।—“যথা দণ্ডেতি” শেষমতিরোহিতার্থম্। স্যা-  
দেতৎ। ভবন্তু প্রত্যক্ষাদীন্যবিদ্যাবিষয়ানি। শাস্ত্রস্ত জ্যোতিষ্টোমেন  
স্বৰ্গকামো যজ্ঞেতেত্যাদি ন দেহাত্মাধ্যাসেন প্রবর্ত্তিতুমর্হতি। অত্র খৰামু-  
ল্লিকফলোপভোগযোগ্যো হধিকারী প্রতীয়তে। তথা চ পারমৰ্শং হুতম্।  
“শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি তল্লক্ষণত্বাৎ তস্মাৎ স্মরণংপ্রয়োগে স্যাদিতি।” ন চ  
দেহাদি ভস্মীভূতং পারলৌকিকায় ফলায় কল্পত ইতি দেহাদ্যতিরিক্তং  
কঞ্চিদধিকারিণমাক্ষিপতি শাস্ত্রং তদবগমশ্চ বিদ্যেতি কথমবিদ্যাবিষয়ং  
শাস্ত্রমিত্যাশঙ্কাহ।—শাস্ত্রায়ে স্থিতি। তু-শব্দঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারান্তিনিতি  
শাস্ত্রীয়ম্। অধিকারশাস্ত্রং হি স্বৰ্গকামস্য পুংসঃ পরলোকসম্বন্ধং বিনা ন  
নির্বাহতীতি তাবদ্ব্যবস্থামাক্ষিপেৎ, ন তস্যাসংসারিত্বমপি, তস্যাদিকারে হুতপ-  
যোগাৎ। প্রত্যুতোপনিষদস্য পুরুষস্যাকর্ত্তুরভোক্তৃরধিকারবিরোধাৎ।  
প্রযোক্তা হি কৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্মজনিত ফলভোগভাগী কৰ্ম্মণ্যধিকারী স্বামী ভবতি।  
তত্র কথমকর্ত্তা অপ্রযোক্তা কথং বা অভোক্তা কৰ্ম্মজনিতফলভোগভাগী।  
তদ্বাদনাদ্যবিদ্যালককর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বত্রাক্ষণত্বাদ্যভিমানিনং নরমধিকৃত্য বিধি-

পুরুষ আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং তদ্বিপরীত দেখিলে  
তাইর অভিযুধীন হন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মনুষ্য  
জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদমুখায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্তই  
পশুদিগের সহিত সমান; কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

[ পশ্বা...নিশ্চীঘতে ] পশুদিগের প্রত্যক্ষাদিব্যবহার অবিদ্যামূলক বা

পত্তিষতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারন্তৎকালঃ সমান  
ইতি নিশ্চীয়তে । শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্বব-  
কারী নাবিদিহ্যাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি,

নিষেধশাস্ত্রং প্রবর্ততে । এবং বেদান্তা অপ্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়া এব । ন হি  
প্রমাত্রাদিবিভাগাদৃতে তদর্থাধিগমঃ । তে অবিদ্যাবস্তুরূপশাস্ত্রো নির্মু-  
ষ্টনিখিলাবিদ্যামহুশিষ্টং স্বরূপে ব্যবস্থাপয়ন্তীত্যোতাবানেবাং বিশেষঃ । তস্মা-  
দবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়াণ্যেব শাস্ত্রাণীতি সিদ্ধম্ । স্যাদেতৎ । যদ্যপি বিরোধ-  
রূপযোগাত্মমৌপনিষদঃ পুরুষো হধিকারে নাপেক্ষ্যতে, তথাপ্যাপনিষন্তো-  
হবগম্যমানঃ শক্যোত্যধিকারং নিরোদ্ধুম্ । তথা চ পরম্পরাপহতার্থত্বেন  
কৃত্ব এব বেদঃ প্রামাণ্যমপজহাদিতাত্ আহ ।—প্রাক্ চ তথাভূতায়েতি ।  
সত্যমৌপনিষদপুরুষাধিগমোহধিকারবিরোধী, তস্মাত্ পুরস্তাৎ কৰ্ম্মবিধয়ঃ-  
স্বোচিতং ব্যবহারং নির্বহন্তো ভাগ্যপজাতেন ব্রহ্মজ্ঞানেন শক্য নিরোদ্ধুম্ ।  
ন চ পরম্পরাপহতিঃ । বিদ্যাবিদ্যাবৎপুরুষভেদেন ব্যবস্থাপপত্তেঃ । যথা  
ন হিংস্যাৎ সৰ্ব্বা ভূতানীতি সাধ্যাংশনিষেধেহপি যেনেনাভিচরন্ যজ্ঞেতেতি  
শাস্ত্রং প্রবর্তমানং ন হিংস্যাদিত্যনেন ন বিরুদ্ধ্যতে । তৎ কস্য হেতোঃ,  
পুরুষভেদাদিতি । অবজিতক্রোধারাতয়ঃ পুরুষা নিষেধেহধিক্রিয়ন্তে,  
ক্রোধারাতিবশীকৃতাস্ত্র শ্রেণাদিশাস্ত্র ইতি । অবিদ্যাবৎপুরুষাবয়বত্বং নাতি-

অজ্ঞানকৃত, ইহা সকলেরই জ্ঞান আছে এবং তাহার স্থিরতাও আছে (১১) ।  
ব্যবহার মাত্রেই সমান স্মৃতিরাজ্ঞানীর ব্যবহারও পাশব-ব্যবহারের সহিত  
সমান । পশুরা যেক্রমে ব্যবহার কার্য্য নির্বাহ করে, জ্ঞানীরাও সেইক্রমে  
ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করেন । তাহা দেখিয়া নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞানিপুরুষের  
ব্যবহারও অধ্যাসমূলক এবং ব্যবহারকালে নিশ্চিত তাহীদের অধ্যাস  
থাকে । (১২)

( শাস্ত্রী...বিরোধাত ) যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে (যজ্ঞাদিকার্য্যে) বুদ্ধি-  
পূর্বক কৰ্ম্মকারীরাই অর্থাৎ জ্ঞানি-মহুষ্যেরাই অধিকারী ; কেন না, আপ-

(১১) পশুদিগের সামান্যতঃ আত্ম-পর-জ্ঞান আছে পরন্তু তাহাদের তথ্যবরক বিবেক জ্ঞান  
নাই । বিবেক জ্ঞান উপদেশ লভ্য ; উপদেশ না থাকায় তাহাদের বিবেক-জ্ঞান নাই ।

(১২) যখন যখন অধ্যাস—তখন তখনই ব্যবহার,—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ।  
স্মৃতিকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস (অহংজ্ঞান) থাকে না, হতরাং তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যব-  
হারও থাকে না । জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, সেই জন্য তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে ।  
জ্ঞানীরা যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাহীদের অধ্যাস থাকে না, অর্থাৎ তখন তাহারা  
দেহাদি হইতে বিনিস্কৃত হন ; এজন্য, তৎকালে তাহীদের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার লুপ্ত থাকে ।

ন বেদান্তবেদ্যমশমায়াদ্যতীতমপেতজ্ঞানকল্পাদিত্তেদমসংসা-  
র্য্যাত্তত্ত্বমধিকারেহপেক্যতে । অল্পপযোগাদধিকারে বিরো-  
ধাচ্চ ।

বর্তত ইতি যদুক্তং তদেব ক্ষোরয়তি ।—তথাহীতি । তত্র বর্ণাধ্যাসঃ,—রাজা  
রাজহুয়েন যজ্ঞেতেত্যাदिঃ । আশ্রমাধ্যাসঃ,—গৃহস্থঃ সন্নীং তর্ধ্যাং বিদে-  
দিত্যাदिঃ । বয়োধ্যাসঃ,—কুরুকেশোহগ্নীনাদধীতেত্যাदिঃ । অবস্থাধ্যাসঃ  
অপ্রতিসমাদেয়ব্যাধীনাং জলাদিপ্রবেশেন প্রাণতাগ ইতি । আদিগ্রহণং  
মহাপাতকোপপাতকসঙ্করীকরণপাত্ত্রীকরণমলিনীকরণাদ্যাধ্যাসোপসংগ্রহার্থম্ ।  
তদেবমাত্মানাগ্নোঃ পরম্পরাধ্যাসমাক্ষেপসমাধানাত্ত্যামুশপাদ্য প্রমাণ-  
প্রমেয়ব্যবহারপ্রবর্তনে চ দৃষ্টীকৃত্য তস্যানর্থহেতুতামুদাহরণপ্রপঞ্চেন  
প্রতিপাদয়িতুং তৎস্বরূপমুক্তং স্মারয়তি ।—অধ্যাসো নাম অতশ্চিৎস্তদ্বুদ্ধিরিত্য-  
বোচাম ইতি । স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাস ইত্যস্য সংক্ষেপাভিধানমেতৎ ।  
তত্রাহমিতি ধর্ম্মিতাদাত্মাধ্যাসমাত্রং মমেত্যমুংপাদিতধর্ম্মাধ্যাসং নানর্থহেতু-  
রিতি ধর্ম্মাধ্যাসমেব মমকারং সাক্ষাদশেষানর্থসংসারকারণমুদাহরণপ্রপঞ্চে-  
নাহ ।—তদ্বধা, পুত্রভার্য্যাदिषু ইতি । দেহতাদাত্মাত্মন্যাধ্যাস্য দেহধর্ম্মং  
পুত্রকলত্রাদিষাম্যং ক্লেশত্वादিকারোপ্যাহাহমেব বিকলঃ সকল ইতি । অস্য  
খলু সাকল্যেন স্বাম্যসাকল্যাং স্বামীশ্বরঃ সকলঃ সম্পূর্ণো ভবতি । তথা  
অস্য বৈকল্যেন স্বাম্যবৈকল্যাং স্বামীশ্বরো বিকলো হসম্পূর্ণো ভবতি ।  
বাহ্যধর্ম্মা যে বৈকল্যাদয়ঃ স্বাম্যপ্রণালিকয়া সঞ্চারিতাঃ শরীরে তানাত্মন্য-  
ধ্যাসাতীত্যর্থঃ । যদা চ পরোপাধ্যাপেক্ষে দেহধর্ম্মে স্বাম্যে ইয়ং গতিস্তদা কৈব  
কথা অনোপাধিকেবু দেহধর্ম্মেবু ক্লেশত্वादিষিত্যাশয়বানাহ । তথা দেহধর্ম্মানি  
তি । দেহাদপ্যন্তরঙ্গাণামিঞ্জিয়াণামধ্যস্তাত্মভাবানাং ধর্ম্মান্ মুক্তত্বাদীংস্ততো  
হপ্যন্তরঙ্গস্তান্তঃকরণস্তাত্মাত্মভাবস্তধর্ম্মান্ কামসংকল্পাদীনাংস্তত্বাত্মতীতি  
যোজন্য । তদনেন প্রপঞ্চে ধর্ম্মাধ্যাসমুক্ত্য তন্ত মূলং ধর্ম্মাধ্যাসমাহ ।—  
“এবমহস্ত্যাত্মিনম্” অহস্ত্যাত্মো বৃত্তির্বাগ্নিমন্তঃকরণাদৌ সোহয়মহস্ত্যাত্মী

নান বা আত্মায় পরলোকসম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত তজ্রপ ব্যবহারে ( যজ্ঞাদিতে )  
প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি, সেই সেই ব্যবহারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান  
ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য কুৎপিপাসাদিধর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণত্বাদি-  
জ্ঞাত্তিভেদশূন্য অথটৌকরস আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই ( প্রয়োজন  
হয় না ) । কেন-না, তজ্রপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ঐ অধিকারের ( শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি  
কার্য্যের ) একান্ত অল্পযুক্ত ও বিরোধী ।

প্রাক্ চ তথাভূতাত্ত্ববিজ্ঞানাং প্রবর্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যা-  
বদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ততে । তথাহি—ব্রাহ্মণোষজ্ঞেতেত্যাদীনি

“প্রত্যগাশ্রয়ত্বাশ্রয়” তদনেন কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব উপপাদিতে । চৈতন্যমুপপা-  
দয়তি ।—“তৎ প্রত্যগাশ্রয়ানং সৰ্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্যায়ণং” অন্তঃকরণাদি-  
বিপর্যায়ণং, অন্তঃকরণাদ্যচৈতন্যং তত্ত্ব বিপর্যায়ঃ চৈতন্যং তেন । ইথস্ত-  
লক্ষণে তৃতীয়া । “অন্তঃকরণাদিব্যবস্থাপতি” তদনেনান্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ  
প্রত্যগাশ্রয় ইদমনিদংরূপশ্চৈতন্যঃ কর্তা ভোক্তা কার্য্যকারণাবিদ্যাব্যবস্থাত্তো-  
হংকারাস্পদং সংসারী সৰ্বানর্থসম্ভারভাজনং জীবাত্মা ইত্যেতরাধ্যাসো-  
পাদানন্তরূপাদানশ্চাধ্যাস ইত্যানাদিত্যাবীজাকুরবল্লভেতরেতরাশ্রয়মিত্যুক্তং ভ-  
বতি । \*প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারদৃষ্টীকৃতমপি শিষ্যহিতায় স্বরূপাতিবানপূৰ্ব্বকং  
সৰ্বলোকপ্রত্যক্ষতয়াবধ্যাসং সূদৃষ্টীকরোতি ।—“এবময়মনাদিরনন্তঃ”—তত্ত্ব-  
জ্ঞানমন্তরেণাশ্রয়স্যসমুচ্চেষ্টাঃ । অনাদানন্তর্বে হেতুরুক্তঃ “নৈসর্গিকঃ” ইতি ।  
“মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ” মিথ্যাপ্রত্যয়ানাং রূপনির্ধেচনার্থং তদ্বৎ স তথোক্তঃ,  
অনির্ধেচনীয় ইত্যর্থঃ । প্রকৃতমুপসংহরতি ।—“অশ্রয়ানর্থহেতোঃ প্রহাণায় ।”  
বিরোধিপ্রত্যয়ং বিনা কুতো হস্ত প্রহানমিত্যত উক্তম্ ।—আত্মৈক্যবিদ্যা-  
প্রতিপত্তয় ইতি । প্রতিপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ তেষ্টে ন তু জপমাত্রায়, নাপি কর্ম্মসু  
প্রবৃত্তয়ে । আত্মৈক্যং বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চত্বমানন্দরূপস্য সতত্ত্বং প্রতি-  
পত্তিং নির্ধিচিকিৎসাং ভাবয়ন্তো বেদান্তাঃ সমূলধাতমধ্যাসমুপগমন্তি । এতদ্বৎ  
ভবতি ।—অশ্রয়প্রত্যয়স্তাব্যবহারস্য সমীচীনহে গতি ব্রহ্মণো জ্ঞাতম্মানি-  
শ্রয়োজনত্বাচ্চ ন জিজ্ঞাসা শ্র্যং । তদভাবে চ ন ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তাঃ  
পদোরন । অপি অবিবক্ষিতার্থা জপমাত্রো উপযুক্তোরন । ন হি তদৌপ-

[ প্রাক্...বর্ততে ] কেন-না, আশ্রয়তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই শাস্ত্র সকল  
প্রবৃত্ত থাকে ; পরে তাহার কিছুই থাকে না অর্থাৎ তাহার কোনও সাফল্য  
থাকে না । এতদ্বদ্বিষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, যখন শাস্ত্র সকল তত্ত্বজ্ঞানের  
পূর্বপর্য্যন্তই থাকে, পরে থাকে না, নিষ্ফল হইয়া যায়, তখন আর তাহার  
অবিদ্যাবদ্বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না অর্থাৎ, অধ্যাসের  
অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না । ( নংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এই যে,  
শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সমস্তই ঐ কারণে আবিদ্যক, অধ্যাসমূলক বা  
অজ্ঞানকল্পিত ) । [ তথাহি...বর্ততে ] ইহার উদাহরণ দেখ । “ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম

শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাপ্রমবয়োহবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাপ্তিত্য  
প্রবর্তন্তে। অধ্যাসোনাম অত্মস্বিত্ত্বদ্বিত্যবোচ্যম।

নিবদ্যপ্রত্যয়ঃ প্রমাণভাবমগ্নুতে। ন চাসাবপ্রমাণমভ্যন্তোহপি বাস্তবং  
কর্তৃভোক্তৃভাদ্যাত্মনো হপনেতুমর্হতি। আরোপিতং হি রূপং তত্ত্বজ্ঞানে-  
নাপোহ্যতে, ন তু বাস্তবমতত্ত্বজ্ঞানেন। ন হি রজ্জা রজ্জ্বৎ সহস্রমপি সর্প-  
ধারাপ্রত্যয়া অপবদিতুং সমুৎসহন্তে। মিথ্যাজ্ঞানপ্রসঞ্জিতঞ্চ স্বরূপং শকাৎ  
তত্ত্বজ্ঞানেনাপবদিতুং। মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারশ্চ স্মৃদুচোহপি তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণা-  
দর-নৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকাল-তত্ত্বজ্ঞানাত্যাস-জন্মানেতি। ত্বাদেতৎ। প্রাণাহ্য-  
পাসনা অপি বেদান্তেষু বহুলমুপলভ্যন্তে, তৎ কথং সর্ব্বেষাং বেদান্তানামা-  
ত্মৈকত্বপ্রতিপাদনমর্থ ইত্যত আহ।—“যথা চারমর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা  
বয়মন্তাং শারীরকমীমাংসারং প্রদর্শয়িষ্যামঃ”। শরীরমেব শরীরকং তত্র  
নিবাসী শারীরকো জীবাত্মা তস্য স্ব-পদাভিধেয়স্ত তৎ-পদাভিধেয়পরমা-  
রূপতামীমাংসা যা সা তথোক্তা। এতাবানত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যদ্যপি চ স্বাধ্যা-  
য়াধ্যয়নবিধিনা স্বাধ্যায়পদবাচ্যস্ত বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধপরতামাপা-  
দয়ত। কস্মিবিধিনিষেধানামিব বেদান্তানামপি স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যানাং ফলবদর্থ-  
ববোধপরতমাপাদিতং যদ্যপি চ অবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থ ইতি ভ্রাম্যৎ মন্ত্রাণামিব  
বেদান্তানামর্থপরত্বমোৎসর্গিকং, যদ্যপি চ বেদান্তেভ্যশ্চৈতত্ত্বানন্দধনঃ কর্তৃ-  
ভোক্তৃভরহিতোনিপ্রপঞ্চ একঃ প্রত্যগাত্মাহবগম্যাতে, তথাপি কর্তৃভোক্তৃ-  
করিবেন” ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্র সকল যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ, গার্হ-

স্থ্যাদি আশ্রম, অষ্টবর্ষাদি বয়স ও গুচিহাদি অবস্থা প্রভৃতি অধ্যস্ত থাকে—  
সেই ব্যক্তির প্রাতই প্রবর্তক হয়, সফল হয়, স্বীয় ক্ষমতা প্রচার করিতে  
পারে; অন্যথা নিষ্ফল বা বিফল হইয়া বিলীন হইয়া যায় (১৩)। [অধ্যা...  
চামঃ] যে বাহ্য বা যজ্ঞপ নহে—তাহাতে তাহার বা তজ্ঞপের জ্ঞান হওয়ার  
নাম অধ্যাস এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য-  
মাত্রস্বভাব নির্কিংশেব আত্মার অনাত্ম-বুদ্ধাদির জ্ঞান এবং বুদ্ধাদি  
অনাত্মপদার্থে অহংমমাদি জ্ঞান,—এইরূপ পরম্পরাধ্যাস ব্যতীত কোনও  
শাস্ত্র ও কোনও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ করিতে পারে না।

( ১৩ ) যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে না, “ব্রাহ্মণ বজ্র করিবেন,” এরূপ শাসন  
বাক্য বা পত সহস্র শাস্ত্র তাহাকে বজ্রপ্রবৃত্ত করিতে পারিবে না; অতরাং তৎপ্রতি সে শাস্ত্র  
বিফল হইবে। এইরূপে অন্যান্য শাস্ত্রের বিফলতা র উদাহরণ উল্লয়ন করিয়া লও।

তদ্ব্যথা—পুত্রভার্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বাহুহমেব বিকলঃ  
সকলোবেতি বাহ্যধৰ্ম্মানান্বন্যাধ্যাত্যতি । তথা দেহধৰ্ম্মান্ ক্লেশো-  
হহং ক্লেশোহহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লজ্জয়ামি চেতি, তথেষ্মিন্ন-  
ধৰ্ম্মান্ মুকঃ ক্লীবোবধিরঃ কাণোহহমিতি । তথা অন্তঃকরণ-  
ধৰ্ম্মান্ কামসংকল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন । এবমহংপ্রত্য-

দুঃখশোকমোহময়মান্বনমবগাহমানেনাহংপ্রত্যয়েন সন্দেহবোধবিরহিণা বি-  
কৃত্যমানো বেদান্তাঃ স্বার্থাৎ প্রচ্যুতা উপচরিতার্থা বা জপমাত্রোপযোগিনো  
বা ইত্যবিবক্ষিতস্বার্থাঃ । তথা চ তদৰ্থনিচারাঙ্গিকা চতুর্লক্ষণী শারীরক  
মীমাংসা নারদব্যা । ন চ সার্কজনীনাহমভুবনিক্ত আত্মা সন্দিগ্ধো বা  
সপ্রয়োজনো বা যেন জিজ্ঞাসাঃ সন্ বিচারঃ প্রযুক্তীতেতি পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ ।

সিদ্ধাস্তস্ত ভবেদেতদেবং যদ্যহংপ্রত্যয়ঃ প্রমাণম্ । তস্য তুঙ্কেন ক্রমেণ  
ঋত্যাদিবাধকত্বানুপপত্তেঃ । ঋত্যাদিভিষ্চ সমস্ততীর্থকরৈশ্চ প্রামাণ্যান-  
ভ্যাপগমাদধ্যাসত্বম্ । এবঞ্চ বেদান্তা নাবিবক্ষিতার্থা নাপ্যুপচরিতার্থাঃ

[ তদ...সায়াদীন ] ইহার উদাহরণ দেখ । পুত্র ভার্যাদি ক্লিষ্ট হইলে  
ও অক্লিষ্ট থাকিলে অজ্ঞ জীব আমি ক্লেশে আছি ও আমি সুখে আছি মনে  
করিতেছে । বাহ্যিক পুত্র ভার্যাদির ক্লেশাক্লেশ আপনাতে আরোপ বা  
অধ্যস্ত করিয়াই ঐরূপ অনুভব করিতেছে । স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি দেহ  
ধর্ম্ম সমূহকে আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে আরোপ করিয়া আমি কৃশ,  
আমি স্থূল, আমি কৃষ্ণবর্ণ, আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থিত হইতেছি, আমি  
যাইতেছি, আমি লজ্জন করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান ও সংব্যবহার  
নির্কীর্ষ করিতেছে । মুকত্ব কাণত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মদিগকেও আপনাতে  
আরোপিত করিয়া আমি মুক—কথা কহিতে পারি না, আমি ক্লীব—রতি  
ক্ৰীড়ার অক্ষম, আমি বধির—শুনিতে পাই না, আমি অন্ধ—দেখিতে পাই  
না, ভাবিতেছে । ঘেব, সংকল্প, বিকল্প প্রভৃতি মানস ধর্ম্মকেও আত্মার উপর  
ন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া আমি ইচ্ছা করি, আমি সংকল্প করি,  
আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি,—ইত্যাদি  
ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে ।

[ এবং...স্যাতি ] ঐরূপে লোক সকল অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহং-  
জ্ঞানের আধার বা উপস্থিতিস্থান অন্তঃকরণকে, তৎপ্রচারসাক্ষীতে অর্থাৎ



য়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যাস্য তৎ প্রত্যগাত্মা-  
নং সর্ববাসাক্ষিণং তদ্বিপৰ্য্যয়েণান্তঃকরণাদিহধ্যাস্যতি । এব-  
ময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোহধ্যাসোমিথ্যা প্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্ব-  
ভোক্তৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্ববলোকপ্রত্যক্ষঃ ।

অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যা প্রতিপত্তয়ে সৰ্ব্বে  
বেদান্তা আরভ্যন্তে । যথা চায়মর্থঃ সৰ্ব্বেষাং বেদান্তানাং  
তথা চ বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসার্যাং প্রদর্শয়িষ্যামঃ ।  
বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাহ্মাভিরিদদমাদিমং  
সূত্রম্ ।

কিন্তু কুলকণঃ প্রত্যগাত্মৈব তেষাং মুখ্যার্থঃ । তস্য চ বক্ষ্যমাণেন  
ক্রমেণ সন্নিগ্ধহাং প্রমোজনবজ্রাচ্চ যুক্তা জিজ্ঞাসা ইত্যশয়বান্ হৃত্কারঃ  
তজ্জিজ্ঞাসাসূত্রমসূত্রয়ং ।

অন্তঃকরণের অস্তিত্বসাধক, দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্ত্য নামক প্রত্যগাত্মাতে  
অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে—তদ্ভাবাপন্ন করিতেছে—আবার সাক্ষিরূপ  
সর্বাবভাসক প্রত্যগাত্মাতে ও অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত বা তত্ত্বাদাত্ম্য-  
প্রাপ্তি করাইতেছে ।

[ এবং...প্রত্যক্ষঃ ] এতদ্বিধ অনাদি ও আবহমানকালাগত স্বতঃ প্রবর্ত-  
মান মিথ্যা প্রত্যয়রূপ অধ্যাস সকল লোকেই প্রত্যক্ষ বা অনুভবগোচর ।  
এই অনাদি অনন্ত ও অনির্কলচনীয় অধ্যাসই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির  
প্রবর্তক । [ অস্যা...ব্যামঃ ] সকল অনর্থের মূলস্বরূপ ঐ অবিদ্যার উচ্ছেদ ও  
অবিদ্যানাশক একায়বিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদান্তবিচার আবশ্যক ।  
যে প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের ঐরূপ অর্থবা ঐরূপ তাৎপর্য্য জ্ঞানগম্য হয়,  
সে প্রকার বা সে প্রণালী আমি এই শারীরক মীমাংসার (১৪) দেখাইব ।  
[ বেদান্ত...সূত্রম্ ] যে বেদান্ত-মীমাংসার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইরাছি—  
সেই বেদান্তমীমাংসার প্রথম সূত্র এইঃ—

(১৪) শরীরে ভয়ঃ শরীরের ততঃ কুৎসিতার্থকঃ । জীব ইত্যর্থঃ । শুণ্ডসন্ধিনি  
মীমাংসা—বিচারঃ । শারীরক মীমাংসা অর্থাৎ আন্তরিক বিচার ।

## অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ \*

তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে নাধিকারার্থঃ ব্রহ্ম-  
জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ । মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়া-  
ভাবাৎ । অর্থান্তরপ্রযুক্তএব হি অথশব্দঃ প্রত্য্যা মঙ্গল-

হিতি । জিজ্ঞাসয়া সন্ধেহপ্রয়োজনে সূচয়তি । তত্র সাক্ষাদিচ্ছাব্যাপাত্বাৎ-  
ব্রহ্মজ্ঞানং কঠোক্তং প্রয়োজনম্ । ন চ কর্মজ্ঞানাৎ পরাচীনমহুতানমিব  
ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরাচীনং কিঞ্চিদস্তি যেনৈতদবাস্তবপ্রয়োজনং ভবেৎ । কিন্তু  
ব্রহ্মমীমাংসাধ্যতর্কেতিকর্তব্যতানুজ্ঞাতবিষয়ৈর্কদাস্তৈরাহিতং নির্বিকিচিকিৎসং  
ব্রহ্মজ্ঞানমেব সমস্তদুঃখোপশমরূপমাননৈকরসং পরমং প্রয়োজনম্ । তমর্থ  
মধিকৃত্য । হি প্রেক্ষাবস্তুঃ প্রবর্ত্তন্তেতরাম্ । তচ্চ প্রাপ্তমপ্যানাদ্যবিদ্যা-  
বশাদপ্রাপ্তমিবেতি প্রেমিতং ভবতি । যথা স্বগ্রীবাগতমপি গ্ৰৈবেয়কং  
কুতশ্চিদব্রহ্মানুভূতি মনুমানঃ পরেণ প্রতিপাদিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি ।  
জিজ্ঞাসা তু সংশয়স্ত কার্য্যমিতি স্বকারণং সংশয়ং সূচয়তি । সংশয়স্ত মীমাং-  
সারম্ভং প্রয়োজয়তি । তথা চ শাস্ত্রে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিহেতুসংশয়প্রয়োজন-  
সূচনাৎ যুক্তমশ্ব সূত্রস্য শাস্ত্রাদিত্বমিত্যাহ তগবান্ ভাব্যকারঃ ।—“বেদান্ত-  
মীমাংসাসাশ্রয়ন্ত ব্যাচিখ্যাসিতস্তাহন্যভিদিদমাদিমং সূত্রম” । পূজিতবিচার-  
বচনোমীমাংসাসম্বন্ধঃ । পরমপুরুষার্থহেতুভূতস্বস্বতমার্থনির্গমফলতা বিচারস্ত

[ তত্র...অনধিকার্য্যত্বাৎ ] সূত্রস্থ অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য । অধি-  
কার বা আরম্ভ অর্থ থাকিলেও তাহা এখানে গ্রহণ যোগ্য নহে । কেন-না,  
এস্থলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান অধিকার্য্য নহে । অর্থাৎ আরম্ভণীয় নহে । [ মঙ্গলা...  
ভবতি ] অথ শব্দের আর এক অর্থ “মঙ্গল”, তাহাও এস্থলের যোগ্য  
নহে । কেন-না, মঙ্গল অর্থটী ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই বাক্যের অর্থের সহিত  
অধিত বা সম্বন্ধ হয় না । অর্থাৎ পৃথক থাকিয়া যায় । মঙ্গলের অর্থ  
“অথ” শব্দের প্রয়োগ বা উচ্চারণ আবশ্যক আছে বটে ; কিন্তু তাহা অন্য

\* অথ অনন্তরঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যানন্তরঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মবিচাররিতব্যমিত্যর্থঃ ।  
বিচারজনিতেন জ্ঞানোদাবগতমিষ্টং ব্রহ্মজ্ঞেতি সূত্রত্যাগং ধ্যাম্ । জ্ঞানসাধক শব্দ দ্বারা  
অধিকার পর ব্রহ্মবিচার করিবেক । অর্থাৎ বিচারজনিত নির্মল জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ  
করিবেক ।

প্রয়োজনোভবতি । পূর্বপ্রকৃতাপেকায়াশ্চ ফলত আনন্ত-  
র্যাব্যতিরেকাৎ ।

পূজিতত। তস্যা মীমাংসার্নাঃ শাস্ত্রম্ । না হ্যনেন শিষ্যতে শিষ্যোভ্যো  
যথাবৎপ্রতিপাদ্যত ইতি । সূত্রঞ্চ বহুবর্ষস্থচনাভবতি । যথাহঃ।—

‘লঘুনি স্থচিতার্থানি স্বক্কাঙ্করপদানি চ ।

সর্বতঃ সারভূতানি স্থত্রাণ্যাহর্ষনীবিণঃ ॥’

ইতি । তদেবং সূত্রতাৎপর্যং বাধ্যায় তন্ত প্রথমপদমধেতি ব্যাচষ্টে ।  
“তত্রাখশক আনন্তর্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে” তেযু সূত্রপদেষু মধ্যে বোহয়মখশকঃ  
স আনন্তর্যার্থ ইতি যোজনা । নন্বধিকারার্থোপাখশকোদৃশ্যতে যথা, অথৈব  
জ্যোতিরিত্তি বেদে, যথা বা লোকে, অথ শকাব্দশাসনম্, অথ যোগাব্দশাসনম্,  
ইতি, তৎ কিমত্রাধিকারার্থো ন গৃহ্যত ইত্যত আহ।—“নাধিকারার্থঃ ।”  
কৃতঃ । “ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্না অনধিকার্য্যত্বাৎ ।” জিজ্ঞাসা তাবদিহ সূত্রে ব্রহ্মণশ্চ  
তজ্জ্ঞানান্ন শব্দতঃ প্রধানং প্রতীয়তে । ন চ যথা দণ্ডী প্রৈয়ানবাহ-  
ইত্যত্রাধ্যানমপি দণ্ডশকার্থো বিবক্ষ্যতে, এবমিহাপি ব্রহ্মতজ্জ্ঞানে  
ইতি যুক্তম্ । ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যাদসংশয়প্রয়োজনস্থচনার্থেন জিজ্ঞা-  
সার্না এব বিবক্ষিতত্বাৎ । তদবিবক্ষ্যাস্ত তদস্থচনেন কাকদন্তপরীক্ষা-  
য়ামিব ব্রহ্মমীমাংসার্নাং ন প্রেক্ষাবস্তঃ প্রবর্তেয়ন্ । ন হি তদানীং ব্রহ্ম বা  
তজ্জ্ঞানং বা অভিধেয়প্রয়োজনে ভবিতুমর্হতঃ । অনধ্যস্তাহস্প্রত্যয়বিরো-  
ধেন বেদান্তানামেবস্থিধেহর্থো প্রামাণ্যমুপপত্তেঃ । কণ্ঠপ্রবৃত্ত্যুপযোগিতয়ো-  
পচরিতার্থানাং বা লপোপযোগিনাং বা হমিত্যেবমাদীনামবিবক্ষিতার্থানামপি  
স্বাধ্যায়াদ্যয়নবিধ্যধীনগ্রহণত্বস্ত সম্ভবাৎ । তস্মাৎ সন্দেহপ্রয়োজনস্থচনী  
জিজ্ঞাসা ইহ পদতোব্যাক্যতশ্চ প্রধানং বিবক্ষিতত্বাৎ । ন চ তস্তা অধিকার্য্য-  
ত্বম্, অপ্রস্তুতমানত্বাৎ, যেন তৎসমভিব্যাহতোহশকোহর্থধিকারার্থঃ স্তাৎ ।

অর্থে প্রয়োগ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারে । যে-কোন অর্থে ইউক, উচ্চারিত  
হইলেই তাহা (অর্থ শব্দ) শব্দধ্বনি প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গলজনক হয় ।

[পূর্ব...রেকাৎ] পূর্বে কিছু, তৎপরে অস্ত কিছু, এরূপ স্থলেও  
অর্থ-শব্দের প্রয়োগ হয় সত্য, পরন্তু তাদৃশ পূর্বাণবীতাব অর্থ-টী আন-  
ন্তর্য্য অর্থের অব্যতিরেক অর্থাৎ তাহা আনন্তর্য্য হইতে অতিরিক্ত নহে ।  
কেন না, তাহাও আনন্তর্য্যমধ্যে গণ্য ।

সতি চানন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্বকৃতং বেদা-  
ধ্যয়নং নিয়মেনাপেক্ষতে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যং পূর্ব্বকৃতং

জিজ্ঞাসাবিশেষণন্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানমধিকার্য্যন্তবেৎ । ন চ তদপাথশব্দেন সত্বধাতে  
প্রাধান্ত্যভাবাৎ । ন চ জিজ্ঞাসা মীমাংসা যেন যোগানুশাসনবদধিক্রিয়েত ।  
নাস্তৎ নিপাত্য মাণ্ডু মন ইত্যন্যথা মন পূজানামিত্যান্যথা ধাতোন্নান-  
বধেত্যাদিনাহনিচ্ছার্থে মনি ব্যুৎপাদিতস্ত মীমাংসাশব্দস্ত পূজিতবিচারবচন-  
স্থাৎ । জ্ঞানেচ্ছাবাচক্যাত্ত জিজ্ঞাসাপদস্য প্রবর্তিকা হি মীমাংসায়্যং  
জিজ্ঞাসা শ্রাৎ । ন চ প্রবর্ত্যপ্রবর্তকযৌরেক্যম্ । একস্মৈ তত্ত্বাবানুপপত্তেঃ ।  
ন চ স্বার্থপরত্বতোপপত্তৌ সত্যামন্ত্যর্থপরত্বকল্পনা যুক্তা অতিপ্রসঙ্গাৎ ।  
তস্মাৎ সূক্তং জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাদিতি । অথ মঙ্গলাংশব্দঃ কস্মিন্ন  
ভবতি তথা চ মঙ্গলহেতুবাং প্রত্যহং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যেতি সূত্রার্থঃ সম্প-  
দ্যত ইত্যত আহ—“মঙ্গলস্ত চ বাক্যার্থে সমধরাভাবাৎ” পদার্থ  
এব হি বাক্যার্থে সমধীয়তে । স চ বাচ্যো লক্ষ্যো বা । ন চেহ মঙ্গলমণ-  
শব্দস্ত বাচ্যঃ বা লক্ষ্যঃ বা কিন্তু মঙ্গলশব্দধ্বনিবদধশব্দপ্রষণমাত্রাকার্য্যম্ ।  
ন চ কার্য্যজ্ঞাপ্যযৌর্কাক্যার্থে সমধরঃ শব্দব্যবহারে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ।

তৎকিমিদানীং মঙ্গলার্থেহংশব্দস্তেব তেষু ন প্রয়োক্তব্যঃ । তথা চ—

ওঙ্কারশচাথশব্দস্ত দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা ।

কঃ ভিষা বিনির্ধাতৌ তস্মান্নলিকাবৃভৌ ॥

ইতি স্মৃতিব্যাকোপ ইত্যত আহ—অর্থাস্তরপ্রযুক্ত এব হি অর্থশব্দঃ  
ঐত্যা শ্রবণমাত্রেন বেণুবীণাধ্বনিবন্মঙ্গলং কুর্কন মঙ্গলপ্ররোজনো ভবতি ।  
অন্ত্যর্থমানীরমানোদকুন্মদর্শনবৎ । তেন ন স্মৃতিব্যাকোপঃ । ন চেহান-  
ন্ত্যর্থস্ত সতো ন শ্রবণমাত্রেন মঙ্গলার্থতেত্যর্থঃ । শ্রাদেতৎ । পূর্ব্বপ্রকৃতা-  
পেক্ষোহংশব্দোভবিষ্যতি বিট্টবানন্ত্যর্থত্বম্ । তদ্ব্যথেমমেবাথশব্দঃ প্রকৃত্য

[ সতি...বক্তব্যম্ ] অথ-শব্দের “অনন্তর” অর্থ-ই স্থির হইলে, গ্রাহ্য  
বা সিদ্ধান্তিত হইলে, অবশুই প্রশ্ন হইবে, “কাহার অনন্তর ?” ধর্মজিজ্ঞাসা  
বা ধর্মবিচার যেমন পূর্ব্বকৃত বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন যেমন  
ধর্মমীমাংসার নিয়মিত কারণ, বেদ না পড়িলে যেমন ধর্মবিচার নিষ্পন্ন  
হইতে পারে না, বিচারে অধিকারী হওয়া যায় না, সেইরূপ, বাহ্য ব্রহ্ম  
জিজ্ঞাসার নিয়মিত কারণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্বে বাহার অবশু অপেক্ষা  
আছে, বাহ্য না থাকিলে বা না হইলে ব্রহ্মবিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে না,

নিয়মেনাপেক্ষতে তদন্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যন্ত সমানম্।  
নদ্বিহ কস্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ, ন, ধর্মজিজ্ঞাসায়াঃ  
প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। যথা চ হৃদ-  
য়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যানিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ন তথেষ্হ

বিমৃশতে,—কিময়মথশব্দ আনন্তর্য্যোহথাধিকারে ইতি। অত্র বিমর্শবাক্যে  
অথশব্দঃ পূর্বপ্রকৃতমথশব্দমপেক্ষ্য প্রথমপক্ষোপপত্তাসপূর্বকং পক্ষান্তরোপ-  
পত্তাসে। ন চান্তানন্তর্য্যমর্থঃ। পূর্বপ্রকৃতস্ত প্রথমপক্ষোপপত্তাসেন ব্যাখ্যাৎ।  
ন চ প্রকৃতানপেক্ষা। তদনপেক্ষস্ত তদ্বিষয়ত্বাভাবেনাসমানবিষয়তয়া বিক-  
ল্পানুপপত্তেঃ। ন হি জাতু ভবতি কিং নিত্য আত্মা, ‘অথানিত্যা’ বুদ্ধিরিতি।  
তস্মাদানন্তর্য্যং বিনা পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষ ইহাথশব্দঃ কস্মান ভবতীত্যত আহ—  
পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আমন্তর্য্যাবতিরেকাৎ। অস্ত্যর্থঃ—ন বরমা-  
নন্তর্য্যার্থতাং ব্যসনিতয়া রোচয়ামহে কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুভূতপূর্বপ্রকৃত-  
শিক্ষয়ে। সা চ পূর্বপ্রকৃতার্থাপেক্ষেদ্বৈপ্যথশব্দস্ত সিধ্যতীতি ব্যর্থ আনন্তর্য্যা-  
র্থত্বাবধারণাগ্রাহোহস্মাকমিতি। তদিদমুক্তং ফলত ইতি। পরমার্থতন্ত  
কল্পান্তরোপপত্তাসে পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা। ন চেহ কল্পান্তরোপপত্তাস ইতি পারি-  
শেযাদানন্তর্য্যার্থ এবোতি যুক্তম্। ভবদ্বানন্তর্য্যার্থঃ কিমেবং সতীত্যত আহ—  
“সাত চানন্তর্য্যার্থত্ব” ইতি। ন তাবদ্ যস্ত কস্ত চিদব্রানন্তর্য্যমিতি বক্তব্যং

তদ্বিষয়ে অধিকারী হওয়া যায় না, তাহারই অনন্তর, ইহা অবশ্য বলিতে  
হইবে।

[ স্বাধ্যা...সমানম্ ] যদি বল, বেদাধ্যয়নের অনন্তর ব্রহ্মবিচার, তল্লা  
বলিতে পার না। বেদাধ্যয়ন একটি কাণ বটে ; কিন্তু পুঙ্ল কারণ  
নহে। উহা ধর্ম ব্রহ্ম উভয়-সাধারণ স্মৃতিরঃ উহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নির্দিষ্ট  
কারণ নহে। যে-টী বিশেষ কারণ—নিয়মিত কারণ—সেইটাই বলিতে  
হইবে।

[ নদ্বিহ...পত্তেঃ ] ধর্মজ্ঞানের পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ধর্মজ্ঞানের আনন্তর্য্যই  
ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পুঙ্ল কারণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কেননা,  
ধর্মবোধের পূর্বেও বেদান্তমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেক লোককে ব্রহ্ম-  
জিজ্ঞাস হইতে দেখা যায়। [ যথাচ...বিবক্ষিতঃ ] যজ্ঞ, কার্য্যে যেমন

ক্রমোবিবক্ষিতঃ । শেষশেষিভেদধিকৃতাধিকারে বা অঙ্গ-  
ণাভাবাক্ষ্মত্রজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্তভেদাচ্চ । অভ্যাস-

তত্ত্বাভিধানমুরণাপি প্রাপ্তত্বাৎ । অবশ্যং হি পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কুৰ্ব্বা কিঞ্চিৎ  
করোতি ন চ নাস্তুর্য্যমাত্রস্ত দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনং পশ্যামঃ । তদ্ব্যবস্থা-  
হনস্তুর্য্যং বক্তব্যং যদিহা ত্রক্ষজিজ্ঞাসা ন ভবতি । যস্মিন্ সতি তু ভবতীতি  
ভবত্যেব । তদ্বিদমুক্তম্ ।—যৎ পূৰ্ব্ববৃত্তং নিয়মেনাপেক্ষত ইতি । তাদে-  
তৎ । ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসায়া ইব ত্রক্ষজিজ্ঞাসায়া অপি যোগাত্মাৎ সাধারানন্তুর্য্যং  
ধৰ্ম্মবদ্বাক্ষণোপায়ান্নৈকপ্রমাণগম্যত্বাৎ । তস্ত চাগৃহীতস্ত স্ববিষয়ে বিজ্ঞা-  
নাজননাৎ গ্রহণস্ত চ সাধায়াহেতুত্বা ইত্যাদ্যনেনৈব নিয়তত্বাৎ । তস্মাৎ  
বেদাধ্যয়নানন্তুর্য্যমেব ত্রক্ষজিজ্ঞাসায়া অপ্যর্থশকার্থ ইত্যাত আহ—সাধা-  
য়ানন্তুর্য্য সমানং ধৰ্ম্মত্রক্ষজিজ্ঞাসয়োঃ । অত্র চ সাধায়েন বিষয়েণ তদ্ব্যয়-  
মধ্যয়নং লক্ষয়তি । তথা চাথাতো ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসেত্যানেনৈব গতমিতি নেদং  
সূত্রমারম্ভম্ । ধৰ্ম্মশব্দস্ত বেদার্থমাত্রোপলক্ষণতয়া ধৰ্ম্মবৎ ত্রক্ষণোহপি বেদা-  
র্থত্বাবিশেষেণ বেদাধ্যয়নানন্তুর্য্যোপদেশসাম্যাদিত্যর্থঃ । চোদয়তি ।—নখিহ  
কস্মীববোধানন্তুর্য্যং বিশেষো ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসাতোত্রক্ষজিজ্ঞাসায়াঃ । অত্ভার্থঃ ।—

“অগ্রে-মারিত পণ্ডর হৃদয়মাংস লইয়া হোম করিবেক, অনন্তর তাহার  
জিহ্বা লইয়া হোম করিবেক” ইত্যাদিপ্রকার ক্রম-নিয়ম বা ক্রম-বিধান থাকা  
দৃষ্ট হয়, ত্রক্ষজিজ্ঞাসার সহিত ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসার সেরূপ ক্রমসম্বন্ধ বা ক্রম নিয়ম  
থাকা দৃষ্ট হয় না । আগে ধৰ্ম্ম জানিবেক, তৎপরে ত্রক্ষ জানিবেক, নচেৎ  
ত্রক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই । মানুষ ধৰ্ম্মসীমাংসা  
জাহ্নক বা না-ই জাহ্নক, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ত্রক্ষ-জানিবাব ইচ্ছা  
হয় এবং কৃতকার্য্যও হয় । [শেষ...ভেদাচ্চ] ত্রক্ষবিজ্ঞানের সহিত ধৰ্ম্ম-  
বিজ্ঞানের শেষশেষিভাব ( অঙ্গাঙ্গিভাব বা সাধ্যসাধকসম্বন্ধ ) (১৫) থাকিবার  
সম্ভাবনা নাই, প্রমাণও নাই । ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসা ত্রক্ষজিজ্ঞাসার পূৰ্ব্বাঙ্গও নহে;  
অধিকার ভুক্তও নহে । বিশেষতঃ উক্ত উভয়ের ফল ও জিজ্ঞাস্য উভয়ই  
অত্যন্ত ভিন্ন—একবারে ভিন্ন । [অভ্য...পেক্ষম্] ধৰ্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যাস

(১৫) শেষ—অঙ্গ । শেষী—প্রধান । অগ্নিহোত্র যোগ একটা শেষী অর্থাৎ প্রধান  
কৰ্ম্ম ; আর সবিধ-হোম ও আগ্নেয়-অষ্টাকপাল হোম তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ কৰ্ম্ম । সমা-  
বন্দনা একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান কৰ্ম্ম ; আর আচমন, স্নান ও সাধারান্ন প্রভৃতি তাহার  
শেষ অর্থাৎ অঙ্গ । ধৰ্ম্মজ্ঞানের সহিত ত্রক্ষজ্ঞানের একরূপ শেষশেষি ভাব নাই এবং থাকে না  
প্রমাণও নাই ।

কলং ধর্মজ্ঞানং তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিঃশ্রেয়সফলস্ত ব্রহ্ম-  
জ্ঞানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্মোজ্জিজ্ঞাস্তোন  
জ্ঞানকালেহস্তি পুরুষব্যাপারতন্ত্র দ্বাং। ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম

বিবিধিযন্তি যজ্ঞেনেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা যজ্ঞাদীনামঙ্গয়েন ব্রহ্মজ্ঞানে বিনি-  
রোগাৎ জ্ঞানন্তৈব কর্তৃতরৈচ্ছাং প্রতি প্রাধাত্মাৎ প্রধানসম্বন্ধাকা প্রধানানাং  
পদার্থান্তরাগাং তত্রাপি চ ন বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবোব্রহ্মাদীনাম্ বাক্যা-  
র্থজ্ঞানস্য বাক্যাদেবোৎপত্তেঃ। ন চ বাক্যং সহকারিতরা কর্মণ্যাপেক্ষত ইতি  
বুদ্ধম্। অকৃতকর্মণামপি বিদিতপদতদর্থসঙ্গতীনাং সমধিগতশাস্তারতত্বানাং  
শ্রুতপ্রধানত্বতপূর্বাপরপদার্থাকাজ্ঞাসমিধিযোগ্যতাহুসন্ধানবতামপ্রত্যাহং বা-  
ক্যার্থপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ। অহুৎপত্তৌ বা বিধিনিষেধবাক্যার্থপ্রত্যয়ভাবেন  
তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনভাবপ্রসঙ্গঃ। তদ্বোধতস্ত তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনে  
পরম্পরাশ্রয়ঃ। তস্মিন্ সতি তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনং ততশ্চ তদ্বোধ ইতি।  
ন চ বেদান্তবাক্যানামেব স্বার্থপ্রত্যয়নে কর্মাপেক্ষা ন বাক্যান্তরাগামিতি  
সাম্প্রতম্। বিশেষহেতোরভাবাৎ। তদ্ব্যমসীতিবাক্যাৎ ত্বম্পদার্থস্ত কর্তৃ-  
ভোক্তরূপস্ত জীবাত্মনো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবেন তৎপদার্থেন পর-  
মাত্মনৈক্যমশক্যং দ্রাগিত্যেব প্রতিপত্তুম্। আগাততোহুৎপত্তস্বৈধোগ্যতা-  
বিরহনিশ্চয়াৎ। বজ্রতপোদানতনুকৃতান্তর্গতাস্ত বিগুহসম্বাঃ শ্রদ্ধধানাযোগ্য-

(পারলৌকিক হিত অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভ), তাহা আবার অনুষ্ঠানসাধ্য।  
আর ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মুক্তি; পরন্তু তাহা অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ  
তাহা কর্তব্যাপারজন্য নহে—ক্রিয়ার দ্বারা অগ্নে না। [ ভব্যশ্চ...তন্ত্রম্ ]  
ধর্মজিজ্ঞাসার জিজ্ঞাসা—ধর্ম, তাহা ভব্য অর্থাৎ জন্য (অনুষ্ঠানের প্রতীবে  
জন্মে), হুতরাং তাহা জ্ঞানকালে হয় না বা জন্মে না। না জন্মিবার  
কারণ এই যে, তাহা পুরুষ-ব্যাপারের অধীন (১৬)। পুরুষ তৎকালে  
নির্ব্যাপার হয়, কাবেই তৎকালে নিজিয়ত্ববিধার পুণ্যপুণ্য কিছুই হয় না।  
আর এ শাস্ত্রের (বেদান্ত শাস্ত্রের) জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ  
তাহাকে করিতে হয় না। তাহা নিত্যনিবৃত্ত অর্থাৎ তাহা চিরনিশ্চয়  
আছে। সেই জন্যই তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন, অর্থাৎ তিনি

(১৬) পুরুষ বদিকরে তবেই হয় নচেৎ হয় না। জ্ঞানকালে কর্মকর্মি অভিধান  
ধাকে না, হুতরাং সে ধর্মানুষ্ঠান করে না, কাবেই তৎকালে তাহার তৎকাল্য ধর্ম উৎপন্ন  
হয় না।

জিজ্ঞাস্তাং নিত্যনিরুক্তত্বাৎ পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্ । চোদনাপ্র-  
বৃতিভেদাচ্চ । যা হি চোদনা ধর্মস্য লক্ষণং সা স্ববিবরে  
নিষুজ্ঞানৈব পুরুষমববোধয়তি । ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমব-

ভাবগম্যপূরঃসরং তাদাত্ম্যমবগমিব্যস্তোতি চেৎ । তৎ কিমিদানীপ্রমাণকারণং  
যোগ্যভাবধারণমপ্রমাণাৎ কৰ্ম্মণোবক্তুমধ্যবসিতোইসি । প্রত্যক্ষাদ্যতিরিক্তং  
বা কৰ্ম্মাপি প্রমাণম্ । বেদান্তাবিরুদ্ধতন্মূলত্বায়বলেন তু যোগ্যভাবধারণে  
কৃতং কৰ্ম্মভিঃ । তন্মাৎ তন্মূলত্বাৎদেঃ শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্ম-  
ভাবং গৃহীত্বা তন্মূলত্বাৎ চোপপত্ত্যা ব্যবস্থাপ্য তদুপাসনারাং ভাবনাপরাত্তিধা-  
নারাং দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যাবত্যাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলারাং যজ্ঞাদীনামুপযোগঃ ।  
যথাহঃ ।—স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিরিতি । ব্রহ্ম-  
চর্য্যাতপঃপ্রক্ৰিয়জ্ঞাদয়শ্চ সংকারঃ । অতএব শ্রুতিঃ—তমেব ধীরো বিজ্ঞায়  
প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণ ইতি । বিজ্ঞায় তর্কোপকরণেন শব্দেন প্রজ্ঞাং ভাবনাং  
কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ । অত্র চ যজ্ঞাদীনাং শ্রেয়ঃপরিপাকস্থিতিবর্ণনদ্বারেনোপ-  
যোগ ইতি কেচিৎ । পুরুষসংস্কারদ্বারেনোপযোগে । যজ্ঞাদিসংস্কৃতো হি  
পুরুষ আদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালৈরাসেবমানো ব্রহ্মভাবনামনাদ্যবিদ্যাবাসনাং  
সমূলকাষং কবতি । ততোহস্ত প্রত্যগাত্মা স্প্রসন্নঃ কেবলোবিশদীভবতি ।  
অতএব স্থিতিঃ ।—

“মহাবৈজ্ঞেয়শ্চ যট্টজ্ঞেয়শ্চ ব্রাহ্মীয়েৎ ক্রিয়তে তদুঃ ।”

যট্টজ্ঞেয়েষ্টাচচারিংশৎ সংস্কারা ইতি চ । অপরে তু ঋণত্বরূপাকরণেন  
ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগে কৰ্ম্মণামাহঃ । অস্তি হি স্থিতিঃ ।—

অনুষ্ঠেয় বস্তু নহেন । করিলে হয়, না করিলে হয় না, এরূপ বস্তু তিনি  
নহেন । [ চোদনা...দাচ্চ ] ধর্ম ও ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে যে সকল চোদক  
বাক্য ( বিধি বাক্য ) আছে, সে সকল ও সে সকলের অর্থবোধিকা শক্তি  
অত্যন্ত বিভিন্ন ; অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত । [ যা হি...তৎ ] ধর্মবিষয়ক  
বিধানগুলি অর্থাৎ বিধি বাক্যগুলি শ্রোতৃপুরুষকে “ইহা কর—এইরূপে কর”  
ইত্যাদিপ্রকারে বোধ জনায় অর্থাৎ স্ব স্ব প্রতিপাদ্য যাগ দান প্রভৃতিতে  
প্রবৃত্তি জন্মায়—কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বিধান বা বিধিবাক্যগুলি উহার বিপরীত  
ক্রমে অর্থাৎ “কর” বলিয়া না কহাইয়া—না ব্রাহ্মহর্য, কেবলমাত্র “জান—  
তাহাকে জান—” এতমাত্র উপদেশ দ্বারা কেবলমাত্র তদন্তর্য্য অজ্ঞান  
সংশয়াদি নিবৃতি করিয়া দেয়—অনন্তর আপনা হইতেই তদ্বিষয়ক অববোধ



বোধয়ত্যব কেবলম্ । অববোধস্য চোদনাজন্যত্বান্ন পুরুষো-  
ববোধে নিবুজ্যতে, যথাক্ষসম্মিকর্ষণার্থাববোধে তদ্বৎ । ত-  
স্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত

• “ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ” ইতি ।

অন্তে তু—তমেতং বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন ইত্যাদিশ্রুতি-  
ভ্যন্তত্ত্বংফলায় চোদিতানামপি কৰ্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ভেদে ব্রহ্মভাবনাং  
প্রত্যক্ষভাবমাচক্ষতে ক্রতুশ্চৈব খাদিরত্বশ্চ বীৰ্য্যার্থতাম্ । একস্ত তুভ্যর্থেষু  
সংযোগপৃথক্ভবিত্তি জ্ঞায়াৎ । অতএব পারমৰ্শং হৃত্রম্ । “সৰ্ব্বাপেক্ষা চ  
ব্রহ্মাদিশ্রুতেরত্ববৎ” ইতি । যজ্ঞতপোদানাদি সৰ্ব্বং তদপেক্ষা ব্রহ্মভাবনে-  
ত্যর্থঃ । তস্মাৎ যদি শ্রুত্যাভিন্নঃ প্রমাণং যদি বা পারমৰ্শং হৃত্রং সৰ্ব্বথা যজ্ঞাদি-  
কৰ্ম্মসমুচ্চিত্তা ব্রহ্মোপাসনা বিশেষণজয়বত্যান্যবিদ্যাভাসনাসমুচ্ছেদক্রমেণ  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় মোক্ষোপনয়নে কল্পত ইতি তদর্থঃ কৰ্ম্মণান্নষ্ঠেয়ানি ।  
ন চৈতানি দৃষ্টাদৃষ্টসাক্ষ্যায়িকারাহণকারহেতুভূতৌপদেশিকাতিদৈশিকক্রমপ-  
র্যস্তাক্রান্তমসহিতপরস্পরবিভিন্নকৰ্ম্মস্বরূপতদধিকারিভেদপরিজ্ঞানং বিনা শ-  
ক্যাত্তুষ্ঠাতুম্ । ন চ ধৰ্ম্মমীমাংসাপরিশীলনং বিনা তৎপরিজ্ঞানম্ । তস্মাৎ  
সাধুক্তং কৰ্ম্মাববোধানন্তর্যং বিশেষ ইতি । কৰ্ম্মাববোধেন হি কৰ্ম্মাতুষ্ঠানসা-  
হিত্যন্তবতি ব্রহ্মোপাসনয়া ইত্যর্থঃ । তদেতন্নিরাকরোতি।—ন, কৃতঃ, কৰ্ম্মাব-  
বোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ । ইদমত্রাকৃতম্ ।—  
ব্রহ্মোপাসনয়া ভাবনাপরাভিধানয়া কৰ্ম্মাণ্যপেক্ষন্ত ইত্যুক্তম্ । তত্র ক্রমঃ ।  
ক পুনরস্তাঃ কৰ্ম্মাপেক্ষা কিং কার্য্যে যথা আগ্নেয়াদীনাং পরমাপূৰ্বে চিরন্তাবি-  
ফলানুকূলে জনয়িতব্যে সমিাদ্যাপেক্ষা স্বরূপে বা যথা তেষামেব দ্বিরবস্ত-  
পুরোভাশাদিভব্যাদিবেদভ্যাপেক্ষা । ন তাবৎ কার্য্যে । তস্ত বিকল্পাসহ-  
জাৎ । তথাহি ।—ব্রহ্মোপাসনয়া ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারঃ কার্য্যানুভূতাপেক্ষঃ ।

উদ্ধিত হয় । অববোধ বা সম্যক্জ্ঞান নিয়োগ দ্বারা জন্মে না—অর্থাৎ  
“কর” বলিয়া করান যায় না । ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্জীব্যের সন্নিগর্হ হইলেই  
যেমন তদ্বিবক্ষ্য জ্ঞান বা অববোধ আপনা হইতেই হয়, সে স্থলে যেমন “কর”  
বলিতে হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ংকো সেইরূপ নিয়ম জানিবে । অতএব, ধৰ্ম্ম-  
জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান, এরূপ অর্থ সর্বপ্রকারে অসম্ভব, ইহা সিদ্ধ  
ইহা ।

[ তস্মাৎ...দিশ্যত ইতি ] অতএব, এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার

ইতি । উচ্যতে । নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুক্তোর্থকল-  
ভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্শুত্বং । তেষু হি  
সংস্থ প্রাগপি ধর্মজিজ্ঞাসায়া উর্দ্ধং শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞা-

স চোৎপাদ্যোবা ত্বাৎ যথা সংযবনস্ত পিণ্ডঃ । বিকার্যোবা যথ অবধাতস্ত  
ব্রীহয়ঃ । সংস্কার্যোবা যথা প্রোক্ষণস্তোলুখলাদয়ঃ । আপ্যোবা যথা দোহনস্ত  
পয়ঃ । ন তাবহুৎপাদ্যঃ । ন খলু ঘটাদিসাক্ষাৎকার ইব জড়বৃত্তাবেত্যো-  
ঘটাদিত্যো ভিন্ন ইঞ্জিরাদ্যাধেষো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভাবনাধেষঃ সম্ভবতি ।  
ব্রহ্মণোঃ পরাধীনপ্রকাশতয়া তৎসাক্ষাৎকারস্ত তৎস্বাত্ম্যাবোন নিত্যতরোৎ-  
পাদ্যত্বানুপপত্তেঃ । ততো ভিন্নস্ত চ ভাবনাধেষস্ত সাক্ষাৎকারস্ত প্রতিভা-  
প্রত্যয়বৎ সংশয়াক্রান্ততয়া প্রামাণ্যযোগাৎ । তদ্বিশস্ত তৎসামগ্রীকষ্টেব  
বহলং ব্যতিচারোপলব্ধেঃ । ন খবহুমানবিবুদ্ধং বহিং ভাবযতঃ শীতাতুরস্ত  
শিশিরভরমম্বরতরকার্যকাণ্ডস্ত ক্ষুরজ্জ্বালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমানান্তরেন  
সম্বাদ্যতে । বিসম্বাদস্ত বহলমুপলভ্যৎ । তন্মাৎ প্রামাণিকসাক্ষাৎকারলক্ষণ-  
কার্য্যভাবান্নোপাসনায়া উৎপাদ্যে কর্ম্মাপেক্ষা । ন চ কৃটস্থনিত্যস্ত সর্বব্য-  
পিনো ব্রহ্মণ উপাসনাতো বিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি । ত্বাদেতৎ । মাতুৎ  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদ্যাদিরূপ উপাসনয়াঃ । সংস্কার্য্যধ্বনির্বচনীযানাদ্য-  
বিদ্যাধ্বয়পিধানাপনয়নেন ভবিষ্যতি প্রতিসীরাপিহিতা নর্তকীব প্রতিসীরা-  
পনয়দ্বারা রক্তব্যাপৃতেন । তত্র চ কর্ম্মণামুপযোগঃ । এতাৎসং বিশেষঃ ।  
প্রতিসীরাপনয়ে পারিষদানাং নর্তকীব বিষয়সাক্ষাৎকারোভবতি । ইহ তু  
অবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রমেব আপবয়ুৎপাদ্যমন্তি । ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য ব্রহ্ম-  
বৃত্তাবস্থা নিত্যত্বেনাহুৎপাদ্যত্বাৎ । অত্রোচ্যতে ।—কা পুনর্বিয়ং ব্রহ্মোপা-

অনন্তর অর্থাৎ যাহার অবাবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা  
অবশ্য সম্ভব হইতে পারে । তাহা কি ? [ উচ্যতে ] বলিতেছি ।

[ নিত্য...বিপর্য্যয়ে ] নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক । (কি নিত্য, কি অনিত্য,  
জাহা অনুসন্ধান করা) ঐহিক ও আত্মিক ভোগে বৈরাগ্য । শম (বহির্জি-  
জ্ঞিরের সংযম) । দম (অন্তরিজ্ঞিরের নিগ্রহ) । উপবতি (বিবরানুভব হইতে  
বিরত হওয়া) । তিতিক্ষা (শীতগ্রীষ্মাদিহৃদয়সহিষ্ণুতা) । সমাধান (আত্মতত্ত্ব  
জ্ঞানঃসংযোগ) । শ্রদ্ধা (শুদ্ধবোধাস্বরূপে বিশ্বাস) । মুমুক্শু (মুক্ত হইবার ইচ্ছা) ।  
এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে ধর্মজিজ্ঞাসার পূর্বে ও পরে  
উভয়কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ সকল সাধন

সিদ্ধং জ্ঞাতুং, ন বিপর্যাসে। তস্মাদতশব্দেন যথোক্তসাধন-  
সম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।

অতঃশব্দোহেতুর্থঃ। যস্মাদ্বেদ এবাঘিহোত্রাদীনাং জ্ঞেয়ঃ-  
সাধনানামনিত্যফলতাং দর্শয়তি ‘তদ্যথেহ কস্মচিত্তোলোকঃ

সনা। কিং শব্দজ্ঞানমাত্রসত্ততিরাহো নির্বচিকিংসশব্দজ্ঞানসত্ততিঃ। যদি  
শব্দজ্ঞানমাত্রসত্ততিঃ কিম্বদভ্যাস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি। তদ্ব-  
বিমিশ্রয়স্তদভ্যাসো বা সর্বাংসনং বিপর্যাসমুদ্বলয়েৎ ন সংশয়াভ্যাসঃ সামান্য-  
মাত্রদর্শনাভ্যাসো বা। ন হি স্বাণুর্ক পুরুষোবেতি বা আবোহপরিণাহবদ্-  
ব্যামিতি বা শতশোহপি জ্ঞানমভ্যাস্যমানং পুরুষ এবেতি নিশ্চয়ঃ পর্যাপ্তমুতে  
বিশেষদর্শনাৎ। ননু কং ঋতময়েন জ্ঞানেন জীবায়নঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা  
যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যত ইতি। তস্মাদ্বির্বিচিকিংসশব্দজ্ঞানসত্ততিরূপোপা-  
সনা। কস্মসহকারিণ্যবিদ্যাধরোচ্ছেদহেতুঃ। ন চাসাবলুৎপাদিতব্রহ্মাত্মভবা  
ভুচ্ছেদায় পর্যাপ্তা। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব  
ভবজ্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে ন তু পবোক্তাবভাসেন। দিঘোহালাতচক্রচলঙ্ক-  
মকুমরীচিসলিলাদিবিভ্রমেধপরোক্তাবভাসিস্ব অপবোক্তাবভাসিভিরেব দিগা-  
দিতত্ত্বপ্রত্যয়ের্নিবৃত্তিদর্শনাৎ। নো থল্গাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং  
দিঘোহাদয়ো নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ স্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থত্বেন সাক্ষাৎকার  
এষিতব্যঃ। এতাবতা হি স্বপ্নদার্থস্য দ্বঃখিশোকাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তির্না  
ন্যাথ। ন চৈব সাক্ষাৎকাবো মীমাংসাসহিতস্যাপি শক্যস্য প্রমাণস্য কলম্।

না থাকিলে কি পূর্বে, কি পরে, কোনও সময়ে পারা যায় না। [ তস্মাৎ...  
দিক্তভে ] ঐ কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, বহাবুনি ব্যাস ‘অথ’  
শব্দের দ্বারা ঐ সকল সাধনের অনন্তর্য্য উপদেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য  
ঐই যে, জীব ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়, অন্যথা হয় না।  
যে ব্যক্তি ঐ সকল সাধন আবত্ত কবিযাছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের  
যথার্থ অধিকারী; অন্যো নহে।

[ অতঃ...হেতুর্থঃ ] শূত্রে “অথ” শব্দের পর “অতঃ” শব্দ আছে। তাহার  
অর্থ সেই হেতু। অর্থাৎ ক্রিৎ-কণের ( স্বর্ণাদির ) অনিত্যতা হেতু।  
[ তস্মাৎ ইত্যাদি ] যেহেতু বেদ স্বয়ং যুক্তিসহকারে অঘিহোত্রাদি-কণের  
অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—“যেমন কৃষিকর্ম্মাদিসম্পাদিত ঐহিক

কীরত এবমেবানুজ্ঞ পুণ্যচিতোলোকঃ কীরত ইত্যাদিঃ।  
তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি ‘ব্রহ্মবিদা-  
ধোতি পরম’ ইত্যাদিঃ। তস্মাদ্যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং  
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য।

ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং  
জ্ঞানাদ্যন্ত যত ইতি। অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্ত জাত্যাদ্যর্থান্তর-

অপি তু প্রত্যক্ষস্যা। তসৌব তৎকলহনিরমাৎ। অন্যথা কুটজবীজাদপি  
বটাকুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদিরিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকমহিত-  
মন্তঃকরণং হং পদার্থসাপেক্ষস্যা তত্ত্বপাধ্যাকারনিবেদেন তৎপদার্থভাব-  
নুভাবরতীতি বুদ্ধম্। ন চারমুত্তরবো ব্রহ্মস্বভাবো বেন ন জ্ঞনোত অপি  
দ্বস্তঃকরণস্যেব বুদ্ধিভেদো ব্রহ্মবিষয়ঃ। ন চেতাকতা ব্রহ্মণো নাপরাদীন-  
প্রকাশতা। ন হি শাকজাতপ্রকাশ্যং ব্রহ্ম স্বরূপপ্রকাশং ন ভবতি। সর্বো-  
পাধিরহিতং হি স্বরূপোতিবিস্তি গায়ত্রে নৈব হিতমপি। যথাহং তদধীন  
ভাব্যকারঃ।—‘নায়মেকান্তেনাবিবর’ ইত্যাদি ন চোক্তব্রহ্মবিদ্যাব্যাসা সাক্ষাৎ-  
কারে সর্বোপাধিবিনির্মোকঃ। তসৌব তত্ত্বপাধ্যেকীনশাদবহুত্ব স্বপররূপাধি-  
বিরোধিনো বিদ্যমানত্বাৎ। অন্যথা চেতনাচ্ছারোপন্তিঃ বিনা অন্তঃকরণ-  
বৃত্তেঃ স্বয়মচেতনারাঃ স্বপ্রকাশস্বানুপপত্তৌ সাক্ষাৎকারস্বাযোগাৎ। ন চাহ-  
মিতভাবিতবহিসাক্ষাৎকারবৎপ্রতিভায়েনাস্যাপ্রামাণ্যং তজ্জ বুদ্ধিবল্লগস্য

কল (শস্যাদি) অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর; তেমনি, যাগাদি-কর্ম-নিষ্পাদ্য পার-  
ত্রিক কর্মাদি কলও অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর। [ তথা...কর্তব্য। ] এবং “ব্রহ্মজ  
পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন” ইত্যাদিপ্রকারে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পরম-  
পুরুষার্থ লাভ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই হেতু, পূর্বোক্ত শৃঙ্গসম্পন্ন হইয়া  
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবেক। [ ব্রহ্মণঃ...তদ্ব্যম্ ] এক্ষণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-শব্দের অর্থ  
কল। ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। কলিতার্থ এই যে,  
ইচ্ছাসম্বৃত্ত বিচারপ্রভব জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে পাইবার ইচ্ছা করা কর্তব্য।  
ব্রহ্ম কি? তাহা পরব্রহ্মে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ  
ব্রহ্মণঃবাতি অথবা পরমোনি ব্রহ্ম, একপ আপকা করিয়াই লক্ষ্যবস্তু  
নাই।

শাস্কৃতবাম্ । ব্রহ্মণ ইতি কৰ্ম্মণি বজী ন শেষে জিজ্ঞাস্য-  
পেক্ষাং জিজ্ঞাসায়াঃ, জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দেশাচ্চ । নহু  
শেষবজীপরিগ্রহেহপি ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসাকৰ্ম্মত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে  
সম্বন্ধসামান্যস্ত বিশেষনিষ্ঠতাং ! এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ  
কৰ্ম্মত্বমুৎসৃজ্য সামান্যদ্বारेण পরোক্ষং কৰ্ম্মত্বং কল্পয়তো-

পরোক্ষত্বাৎ । ইহ তু ব্রহ্মব্রহ্মরূপসোপাধিকলুপিতস্য জীবস্য প্রাগপ্যপারোক্ষ-  
ত্বাৎ । ন হি শুদ্ধবুদ্ধ্যাদয়ো বস্তুতত্ততোহতিরিচ্যতে । জীব এব তু তত্ত-  
ত্বপাধিরহিতঃ শুদ্ধবুদ্ধাদিশব্দাবো ব্রহ্মোতি গীয়তে । ন চ তত্ত্বপাধিবিগ্রহোহপি  
ততোহতিরিচ্যতে । তস্মাদবশা গাঙ্করীশাস্ত্রার্থজ্ঞানভাষ্যসাহিতসংস্কারসচিব-  
প্রোত্রেজিয়েণ বড়্ আদিশব্দগ্রামমূচ্চ'নাভেদমধ্যক্ষমত্বতবতি এবং বেদান্তার্থ-  
জ্ঞানভাষ্যসাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মত্বাবয়বত্বঃকরণেনেতি । অন্তঃকরণবৃত্তৌ  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জনরিতব্যো অস্তি তদ্ব্যপাসনায়াঃ কৰ্ম্মাপেক্ষেতি চেৎ । ন ।  
তস্যাঃ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানেন সহভাবাভাবেন তৎসহকারিত্বাহুপপত্তেঃ । ন খলু তৎ-  
সঙ্গীভ্যাদেবীক্যারিকিচিকিংসং শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনশব্দাবয়বকৰ্ম্মত্বাহুপপত্তেঃ  
ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিং দেহাদ্যতিবিক্রমেকমাখ্যানং প্রতিপদ্যমানঃ কৰ্ম্মবধিকার-  
মববোধু মৰ্হতি । অনর্হচ্চ কথং কৰ্ত্তা বা অধিকৃতো বা । বহ্মাচ্যুত  
নিশ্চিতেহপি তস্মৈ বিপর্যাসনিবন্ধনো ব্যবহারোহুৎসবর্ম্মমানো দৃশ্যতে যথা  
শুভ্রস্ত মাধুর্য্যবিশিষ্টয়েহপি পিত্তোগহতেজ্রিরাণাং তিক্তাবভাসাহুবৃত্তিঃ  
আত্মাদ্য খুংকৃত্য ত্যাগাৎ । তস্মাদবিদ্যাসংস্কারাহুবৃত্ত্যা কৰ্ম্মাহুষ্ঠানং তে ন  
চ বিদ্যা সহকারিণা তৎসমুচ্ছেদ উপপৎস্যাতে । ন চ কৰ্ম্মবিদ্যাত্মকং কথ-

[ ব্রহ্মণঃ · শাস্ক ] ব্রহ্মনশব্দে বে বজী-বিভক্তি ছিল তাহা শেষবজী (১৭)  
সহে, কৰ্ম্মবজী। কেমনা, জিজ্ঞাসা মায়েই জিজ্ঞাস্যসাপেক্ষ। এহলে ব্রহ্ম ভিন্ন  
অন্য কোন জিজ্ঞাস্য নাই; কাষেই কৰ্ম্মবজী, শেষবজী নহে। [ নহু...স্যাৎ ]  
যদি বল, শেষবজী গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা বজার থাকে; কেমনা,  
সামান্য উল্লেখ সকল নির্দিষ্ট বিবরে পর্য্যবসন্ন হয় (১৮)। [ এবং...স্যাৎ ] হয়  
সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (কৰ্ম্মতা) পরিত্যাগ করিয়া অসাক্ষাৎসম্বন্ধের

· (১৭) শেষবজী—সম্বন্ধসামান্যো বজী।

· (১৮) অনির্দিষ্ট বা সাধারণ উপদেশ সকল প্রয়োগকালে নির্দিষ্টরূপেই দৃষ্ট হইয়া  
থাকে।



ক্ষিপ্তত্বাৎ। ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপুম্বিক্তমত্বাৎ প্রধানম্।  
তস্মিন্ প্রধানেন জিজ্ঞাসাকৰ্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জিজ্ঞাসিতৈ-

রহিতস্তেষুপি নাধিক্রিয়েত পশ্বাদিবৎ। তথা চায়াং নিষিদ্ধমন্তুতিষ্ঠনং ন প্রত্য-  
বেয়াৎ তির্গ্যাগাদিবদ্বিতি ভিন্নকৰ্ম্মতাপাতঃ। মৈবম্। ন খলুয়ং সৰ্ব্বথা মনু-  
ষ্যাভিমানরহিতঃ কিম্বিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যান্সা মাত্রয়া তদভিমানোহনুবর্ততে।  
অনুবর্তমানঞ্চ মিথ্যেতি মন্যমানো ন শ্রদ্ধত্ব ইত্যুক্তম্। কিমতো যদোব্যমত-  
দতোভবতি। বিধিষু শ্রাদ্ধোৎসাহিকারী নাশ্রাদ্ধঃ। ততশ্চ মনুষ্যাদ্যভিমানেন  
অশ্রদ্ধধানো ন বিদিশাস্ত্রেণাধিক্রিয়েতে। তথা চ স্মৃতিঃ—অশ্রদ্ধয়া হত্যং দত্ত-  
মিত্যাদিকা। নিষেধশাস্ত্রস্ত ন শ্রদ্ধামপেক্ষতে। অপি তু নিষিধ্যমানক্রিয়ো-  
ন্থথো নর ইত্যেব প্রবর্ততে। তথা চ সাংসারিক ইব শ্রদ্ধাবগতশ্রদ্ধতদ্বোধপি  
নিষেধমতিক্রম্য প্রবর্তমানঃ প্রত্যবৈতীতি ন ভিন্নকৰ্ম্মদশনাভ্যাপগমঃ। তস্মা-  
ল্লোপাসনায়াঃ কার্যো কৰ্ম্মাপেক্ষা। অত এব নোপাসনোৎপত্তাবপি নির্বি-  
চিকিৎসশাক্তজ্ঞানোৎপত্ত্যন্তরকালমনধিকারঃ কৰ্ম্মণীত্যুক্তম্। তথা চ শ্রুতিঃ।

“ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অন্তত্বমানঃ।”

তৎসংমিদানীমনুপ্রবোগ এব সৰ্ব্বথেষ্ট কৰ্ম্মণাম্। তথা চ “বিবিদিষন্তি  
যজ্ঞেন” ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিরুদ্ধোরন। ন। আরাহুপকারকত্বাৎ কৰ্ম্মণাং  
যজ্ঞাদীনাম্। তথাহি।—“তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন” নিত্যাস্বাধায়েন  
“ব্রাহ্মণ্য বিবিদিষন্তি” বেদিতুমিচ্ছন্তি, ন তু বিদন্তি, বস্তুতঃ প্রধানস্যাপি বেদ-  
নস্য প্রকৃত্যর্থতয়া শব্দতো গুণত্বাদিচ্ছায়াশ্চ প্রত্যয়ার্থতয়া প্রাধান্যাৎ।  
প্রধানেন নচ কায্যসম্প্রত্যয়াৎ। ন হি রাজপুরুষমানয়েত্যুক্তে বস্তুতঃ  
প্রধানমপি রাজা পুরুষবিশেষণতয়া শব্দত উপসর্জনমানীতঃ অপি তু পুরুষ  
এব। শব্দতন্তস্য প্রাধান্যাৎ। এবং বেদানুবচনস্যেব যজ্ঞস্বাপীচ্ছাসাধন-  
তয়া বিধানম্। এবং তপসোহনাশকস্যা কামানশনমেব তপঃ হিতমিতমে-  
ধ্যাশিনো হি ব্রহ্মণি বিবিদিষা ভবতি ন তু সৰ্ব্বথা ইনগ্রতো, মরণাৎ। নাপি  
চাক্রায়ণাদিতপঃশীলস্য। ধাতুৈবষম্যাপত্তেঃ। এতানি চ নিত্যানু্যপাত্ত-  
পরিগৃহীত ইহয়া থাকে ; তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের  
দ্বারা ব্রহ্ম পাইবার ইচ্ছা করিবেক, এই উপদেশের দ্বারা স্থির হইতেছে যে,  
ব্রহ্মই হৃদয়ের ঈশ্বরিত্ব বস্তু স্বতরাং ব্রহ্মই প্রধান জিজ্ঞাস্য বা প্রধান বিষয়।  
যদি তাহাই হইল, তবে তাদৃশ প্রধানকে জিজ্ঞাসার কৰ্ম্মরূপে বা বিষয়-  
রূপে গ্রহণ কবিলে যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা বা বিচার ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন

বিনা বুদ্ধ জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তান্যার্থক্ষিপ্তান্যেবেতি ন  
পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি । যথা রাজাহসো গচ্ছতীত্যুক্তে সপরি-  
বারস্য রাজোগমনযুক্তং ভবতি তদ্বৎ । প্রত্যনুগমাচ্চ ।

ছুরিতনিবর্হণেন পুরুষং সংস্কুর্ত্তি । তথা চ শ্রুতিঃ । “স হ বা আয়ুযাজী  
যো বেদ ইদং মে হনেনাঙ্গং সংস্কিয়ত ইদং মে হনেনাঙ্গমুপধীয়তে” ইতি ।  
অনেনেতি প্রকৃতং যজ্ঞাদি পরামুশতি । স্মৃতিশ্চ “ষট্‌সাতে ষ্টাচস্মারিংশৎ-  
সংস্কারা” ইতি । নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানপ্রক্ষীণকল্পমযস্য চ বিশুদ্ধসত্ত্বসাবি-  
দ্ব্য এব উপন্নবিবিদিষস্য জ্ঞানোৎপত্তিং দর্শয়ত্যাথর্কণী শ্রুতিঃ । “বিশুদ্ধ-  
সত্ত্বস্তত্ত্ব তং পশ্যতি নিষ্কলং ধায়মানঃ” ইতি । স্মৃতিশ্চ ।

“জ্ঞানোৎপাদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কৰ্ম্মণঃ” ইত্যাদিকা ।

ক্লেশ্টেনৈব চ নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং নিত্যে হি তেনোপান্তছুরিতনিবর্হণেন  
পুরুষসংস্কারেণ জ্ঞানোৎপত্তাবস্থভাবোপপত্তৌ ন সংযোগপৃথক্‌হেন সাক্ষাদঙ্গ-  
ভাবো যুক্তঃ । কল্পনাগোরবাপত্তেঃ । তথাহি ।—নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাক্ষমোৎ-  
পাদঃ ততঃ পাপ্মা নিবর্ত্ততে । স হ্যনিত্যাঙচিহ্নঃখরূপে সংসারে নিত্যঙচি-  
হ্নুথখাতিলক্ষণেন বিপর্যাসেন চিত্তসদ্বৎ মলিনয়তি । অতঃ পাপনিবর্ত্তৌ প্রত্য-  
ক্ষোপপত্তিদ্ধারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারম্যানিত্যাঙচিহ্নঃখ-  
রূপতামপ্রত্যাহমববুধ্যতে । ততোহস্যান্নিৰ্ম্মিত্তিরাতসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে ।  
ততস্তজ্জিহাসোপাবর্ত্ততে ততোহানোপায়ং পর্যোমতে পর্যোমমাণশ্চাত্তত-  
জ্ঞানমসোপায় ইতু্যপশ্রুত্যা তজ্জিজ্ঞাসতে । ততঃ শ্রবণাদিক্রমেণ ভাবানাতী-  
ত্যারোহপকারকত্বং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদং প্রতি চিত্তসত্ত্বশুদ্ধ্যা কৰ্ম্মণাং যুক্তম্ ।  
ইমঞ্চাথমনুবদতি ভগবদ্ভীতা ।—

“আরুক্ষ্যোক্ষ্মু নৈর্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগাক্রুতস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥”

এবঞ্চানুষ্ঠিতকৰ্ম্মাপি প্রাগ্‌ভবীয়কৰ্ম্মবশাৎ যো বিশুদ্ধসদ্বৎ সংসারাসার-  
তাদর্শনে ন নিষ্পন্নবৈরাগ্যঃ কৃতং তস্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানে ন বৈরাগ্যোৎপাদোপযো-

হইতে পারে না—সে সমস্ত বিষয় আপনা হইতেই পরিগৃহীত হইবে, তজ্জনা  
পৃথক্‌ প্রয়াস পাইতে হইবে না । যেমন রাজা যাইতেছেন বলিলে, তৎসঙ্গে  
ঠাহার অনুযাত্রিগণও যাইতেছে, বলা হয়, এস্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মবিচার  
করিবে । বলিলে ব্রহ্মাশ্রিত সমস্ত পদার্থের বিচার করিবে বলা হয় ।  
[ প্রত্যনুগমাচ্চ ] শ্রুতির বর্ণনা বা উপদেশ পর্যালোচনা করিলেও ঐরূপ



“যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদ্যাশ্চ ঋতয়ঃ  
 “তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্বন্ধু” ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসা-

গিনা। প্রাগ্ভবীয়কর্মানুষ্ঠানাদেব তৎসিদ্ধেঃ। ইমমেব চ পুরুষধৌবের-  
 ভেদমধিকৃত্য প্রবৃতে শ্রুতিঃ। “যদি বেতবথা বন্ধচর্যাদেব প্রব্রজেৎ” ইতি।  
 তদ্বিমুক্তম্—“কর্মান্ববোধোঃ প্রাগ্গপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তে”  
 স্মৃতিঃ। অত এব ন ব্রহ্মচাৰিণ ঋণানি সতি যেন তদপাকবণার্থং কর্মানু-  
 ভিষ্টেৎ। এতদনুরোধাচ্চ “জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ভিঃপূর্ণবাব জায়তে” ইতি।  
 গৃহস্থঃ সম্পদ্যমান ইতি ব্যাখ্যায়ম্। অন্যথা “যদি বেতবথা ব্রহ্মচর্যাব” ইতি  
 শ্রুতির্বিরুদ্ধোত। গৃহস্থস্যাপি চ ঋণাপাকবণং সম্বৃত্যর্থমেব। জরামর্যা-  
 বাদো ভ্রামান্ততাবাদৌস্ত্যেষ্টয়শ্চ কর্মজড়ানবিহ্বঃ প্রতি ন স্বায়ত্ত্বপণ্ডিতান্।  
 ভ্রামান্তসানন্তর্য্যমথশব্দার্থো যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি যদ্বিঃস্ত সতি  
 ভবন্তী ভবত্যেব। ন চেৎ কর্মান্ববোধানন্তর্য্যং, তন্মাৎ ন কর্মান্ববোধান-  
 নন্তর্য্যমথশব্দার্থ ইতি সর্বমবদাতম। স্যাদেতৎ। মা ভূদয়িহোত্রয়বাগুপাক-  
 বদার্থঃ ক্রমঃ শ্রৌতস্ত ভবিষ্যতি ‘গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ’ ‘বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ’  
 ইতি জাবালশ্রুতির্গার্হস্থ্যেন হি যজ্ঞাদ্যানুষ্ঠানং সূচ্যত। অরাস্ত চ।—

“অধীত্য বিধিবচ্ছেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।

ইষ্টা চ শক্তিতো যজ্ঞেশ্বনো মোক্ষে নিবেশায়ৎ ॥”

মিন্দতি চ।—

“অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথাস্বজান।

অনিষ্টা চৈব যজ্ঞেচ্চ মোক্ষমিচ্ছন ব্রজত্যবঃ।” ইতি।

অত আহ।—“যথা চ ক্ষদয়াদাবদানানামানন্তর্য্যানয়মঃ। কৃতঃ”। ‘ক্ষদ-  
 যস্যাগ্রে ঋবদ্যতি অথ জিহবারা অথ বক্ষস’ ইত্যথাগ্রশব্দভ্যাং ক্রমণ্য বিব-  
 ক্তিত্বাৎ ন তৎ হ ক্রমো ব্যবক্কিতঃ। তথৈবাহ‘নয়মপ্রদশনাৎ—‘যদি  
 বেতবথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ হৃদ্বা বনাস্য’ ইতি। এতাবত্৷ হি বৈরাগ্য-  
 মূললক্ষ্যতি। অত এব ‘যদহরেবাবয়জ্ঞেত্তদহরেব প্রব্রজেদ্’ ইতি শ্রুতিঃ।  
 নিন্দাবচনং চাবিক্তকসম্বপুরুষাভিপ্রায়ম্। অবিভক্তসাহ। হ মোক্ষমিচ্ছনা-  
 লস্যাভূতপায়েহ প্রবর্তমানো গৃহস্থঃ‘এমপি নিত্যনৈমিত্তিকমনাচরন প্রতিকণ-  
 মূলচীয়ামানপাপমাহংধোগতি’ গচ্ছতীত্যর্থঃ।

অর্থ প্রতীত হইবে। [ যতো যজ্ঞ ] শ্রুতি “যাহা হইতে এইসকল জন্ম-  
 হ্রাহে তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম” এই কথা বলিয়া ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসাব  
 দ্বাৰাৎ কর্মরূপে নির্দেশ বা উল্লেখ করিয়াছেন সুতাবা কর্মবস্তুর গৃহণ

কৰ্মত্বং দৰ্শয়ন্তি। তচ্চ কৰ্ম্মণি যতীপরিগ্রহে সূত্রেণানুগতং  
ভবতি। তস্মাদ্ভুক্তং ইতি কৰ্ম্মণি যতী। জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা।

স্যাৎ ২। যা ভূচ্ছ্রুত অর্থো বা ক্রমঃ পাঠস্থানমুখ্যপ্রবৃতিপ্রমাণকল্প  
কথায় ভবতীত্যত আহ।—“শেষশেষিষে প্রমাণাভাবাৎ।” শেষশেষি  
সমিদাদীনাং শেষিণাং চায়েবাদীনামেকফলবহুপকারোপনিবন্ধানামেকফলা-  
বচ্ছিন্নানামেকপ্রয়োগবচনোপগৃহীতানামেকাধিকারিকঙ্কণাগামেকপৌর্ণমাস্য-  
মাবস্যা কালসম্বন্ধানাং যুগপদভূটানাশঙ্কেঃ সামর্থ্যাৎ ক্রমপ্রাপ্তৌ তথিষেবা-  
পেক্ষায়াং পাঠাদয়ন্তুভেদনিয়মায় প্রভবন্তি যত্র তু ন শেষশেষিভাবে নাপৌ-  
কাধিকারাবচ্ছেদো যথা সৌধ্যার্থ্যমণপ্রাজাপত্যাদীনাং তত্র ক্রমভেদাপেক্ষা-  
ভাবায় পাঠাদিঃ ক্রমবিশেষনিয়মে প্রমাণম্। অবজ্ঞানীয়তয়া তস্য তত্রাগত-  
ত্বাৎ। ন চেহ ধৰ্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোঃ শেষশেষিভাবে প্রত্যাদীনামন্যতমং  
প্রমাণমস্বীতি। নহু শেষশেষিভাবেভাবোহপি ক্রমনিয়মোদৃষ্টো যথা গোদোহ-  
নস্ত পুরুষার্থস্য দর্শপৌর্ণমাসিকৈবদৈঃ সহ যথা বা দশপৌর্ণমাসাত্যামিষ্টা।  
সোমেন যজ্ঞেতেতি দর্শপৌর্ণমাসসোমযোরশেষশেষিণোবিত্যত আহ—“অধি-  
কৃতাধিকারে চ প্রমাণাভাবাৎ” ইতি যোজন। স্বর্গকামস্য হি দর্শপৌর্ণমাসাধি-  
কৃতস্য পণ্ডকামস্য সতো দশপৌর্ণমাসক্রত্বার্থাপ্রণয়নাশ্রিতে গোদোহনেহধি-  
কাঃ। নো থলু গোদোহনক্রব্যমব্যাপ্রিয়মাণ° সাক্ষাৎ পশূন্ ভাবযিহু-  
মর্হিতি। নচ ব্যাপ্যাস্তবাবিষ্টং ক্রয়তে যতস্তদক্রমমতিপতেৎ। অপ-  
প্রণয়নাশ্রিতস্ত প্রতীয়তে ‘চমসেনাপঃ প্রণয়েদগোদোহনেন পণ্ডকামস্যে’তি  
সমভিব্যাহারাৎ। যোগ্যহ্যচ্চাস্যাপাং প্রণয়ন° প্রতি। তস্মাৎ ক্রত্বার্থাপ্রণ-  
য়নাশ্রিতত্বাৎ গোদোহনস্য তৎক্রমেণ পুরুষার্থমপি গোদোহনং ক্রমবর্দিতি  
সিদ্ধম্। প্রতিনিবাকবগেনৈবেষ্টিসোমক্রমবদপি ক্রমোপ্যপ্যাস্তোবেদিতব্যঃ।  
শেষশেষিষাধিকৃতাধিকারাবেহপি ক্রমোববক্ষ্যত যদ্যেকফলাবচ্ছেদো-  
ভবেৎ যথায়েবাদীন° যনামেকস্বর্গফলাবচ্ছিন্নানাম। যদি বা জিজ্ঞাস্য-  
ব্রহ্মণোংশো ধর্ম্মঃ স্যাৎ যথা চতুর্লক্ষণান্যুৎপাদ্য° ব্রহ্ম বোন চিৎ কেনচিৎ  
অংশেনৈকেকেন লক্ষণেন ব্যুৎপাদ্যতে তত্র চতুর্গাঃ লক্ষণানাং জিজ্ঞাস্যা-  
ভেদেন পবম্পবসম্বন্ধে সতি ক্র মা বিবক্ষিতস্তথোপ্যেকজিজ্ঞাস্যতবা ধর্ম্ম-  
করিলে তাহা পবিরক্ষিত হয় এবং স্বার্থার্থেব সহিত প্রত্যর্থের আত্মরূপ্যও  
থাকে। অতএব, ব্রহ্মলক্ষ্যে যে যতী বিভক্তি ছিল, তাহা কর্ম্মযতী, শেষ যতী  
নহে।

[ জ্ঞাতু ..ত্বাম্, জানিবার বা জানেব উদ্দেশে যে ইচ্ছা, তাহাই

অবগতিপর্যন্তং জ্ঞানং সন্বাচ্যায় ইচ্ছায়াঃ কৰ্ম ফল-  
বিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ। জ্ঞানেন হি প্রমাণেনাবগন্তুমিচ্ছং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ ক্রমো বিবক্ষ্যেত। ন চৈতদ্ব্যবসায়প্যন্তীত্যাহ।—“কলজিজ্ঞাস্ত-  
ভেদাচ্চ।” ফলভেদং বিভজ্যেত। “অভ্যাসফলং ধৰ্মজ্ঞান”মিতি। জিজ্ঞা-  
সায়্য বস্তুতো জ্ঞানতত্ত্বত্বাৎ জ্ঞানফলং জিজ্ঞাসাফলমিতি ভাবঃ। ন কেবলং  
স্বরূপতঃ ফলভেদস্তদুৎপাদনপ্রকাবভেদাদপি তদ্বৈদ ইত্যাহ।—“তচ্চানুষ্ঠান-  
পেক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ নানুষ্ঠানান্তবাপেক্ষম্।” শব্দজ্ঞানানুষ্ঠানানুষ্ঠানান্তব-  
মপেক্ষতে। নিত্যনৈমিত্তিককৰ্ম্মানুষ্ঠানসহভাবত্বাপাত্ত্বাদিতি ভাবঃ। জিজ্ঞাস্ত-  
ভেদমাত্মান্তিকমাহ।—“ভব্যশ্চ ধৰ্ম ইতি। ভবিতা ভব্যঃকর্তৃণি কৃত্যঃ।  
ভবিতা চ ভাবকব্যাপারনির্কর্তৃত্বতয়া তত্ত্ব ইতি ততঃ প্রাক্ জ্ঞানকালে  
নাস্তীত্যর্থঃ। ভূতং সত্যং সদেকান্ততো ন কদাচিদসদিত্যর্থঃ। ন কেবলং  
স্বরূপতো জিজ্ঞাস্তয়োভেদো জ্ঞাপকপ্রমাণপ্রবৃত্তিভেদাদপি ভেদ ইত্যাহ।—  
“চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ।” চোদনেতি বৈদিকং শব্দমাহ, বিশেষণে সামান্যস্ত  
লক্ষণাৎ। প্রবৃত্তিভেদং বিভজ্যেত। “যা হি চোদনা ধৰ্ম্মস্তে”তি। আজ্ঞা-  
দীনাং পুরুষাতিপ্রায়ভেদানামসম্ভবাদপৌরুষেণ বেদে চোদনোপদেশঃ।  
অত এবোক্তং (জৈমিনি) ‘তস্ত জ্ঞানমুপদেশ’ ইতি। সা চ সাধ্যে চ  
পুরুষব্যাপাবে ভাবনায়াং, তদ্বিষয়ে চ যোগাদৌ, স হি ভাবনাবিষয়ঃ, তদ-  
ধীননিরূপণত্বাৎ প্রযত্নস্ত ভাবনায়াঃ। যিঞ্চ ব্রহ্মন ইত্যস্ত ধাতোর্ক্সিষয়পদ-  
বাৎপত্তেঃ। ভাবনাযান্ত্বাবেণ চ যোগাদেবশেক্ষিতোপায়তামবগময়ন্তী  
তত্রৈচ্ছোপহাবমথেন পুরুষং নিযুক্তানৈব যোগাদিধৰ্ম্মমববোধযতি নাত্তথা।  
ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমববোধযত্যেব কেবলং ন তু প্রবর্ত্তন্যববোধযতি।  
কুতঃ, অববোধস্ত প্রবৃত্তিরহিতস্ত চোদনাজন্তত্বাৎ নন্তাত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যে-  
তদ্বিধিপন্নৈর্কেদাস্তৈস্তদেকবাক্যতয়া অববোধে প্রবর্ত্তয়ন্তিবেব পুরুষো ব্রহ্মা-  
ববোধ্যত ইতি সমানত্বং ধৰ্ম্মচোদনাভিব্রহ্মচোদনানামিত্যত আহ।—“ন  
পুরুষোহববোধে নিযুক্ত্যেত।” অয়মভিসন্ধিঃ।—ন তাবৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে

জিজ্ঞাসা শব্দেব অর্থ। জ্ঞান এক প্রকাব মনোবৃত্তি, অবগতি তাহার ফল।  
অর্থাৎ জ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তিঃ ত জ্ঞেয়রূপ বিষয়ের ক্ষুণ্ণি বা প্রকাশ পাওয়ার  
নাম জ্ঞান। স্মৃত্তয়াঃ অবগতি পর্য্যন্তই জ্ঞান-শব্দের বোধ্য। জ্ঞানার্থ  
জ্ঞা-ধাতুর উত্তব ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় কবিত্ত্বা জিজ্ঞাসা শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে।  
সন্ প্রত্যয়বোধ্য ইচ্ছাব কল্প বা বিষয় জ্ঞান। ইচ্ছার বিষয় ফল অর্থাৎ

ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ । নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থ-  
নিবহণাৎ । তস্মাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতবাম্ ।

পুরুষো নিষোকব্যঃ । তস্য ব্রহ্মস্বাভাবেন নিত্যবাদকার্যত্বাৎ । নাপ্যপা-  
সনায়াং তস্য অপি জ্ঞানপ্রকর্ষে হেতুভাবশ্রাব্যব্যতিরেকসিদ্ধতয়া প্রাপ্তক্ষে-  
নাবিধেয়ত্বাৎ । নাপি শাক্তবোধে । তস্তাপ্যধীতবেদন্ত পুরুষস্ত বিদিতপদ-  
তদর্থস্ত সমধিগতশাক্তভারতব্রহ্মপ্রত্যাহমুৎপত্তেঃ । অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ।—  
“যথাক্ষার্থে”তি । দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি ।—“তৎ”মিতি । অপি চাত্মজ্ঞান-  
বিধিপরেষু বেদান্তেষু নাস্মতত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ শাক্তঃ স্তাৎ । ন হি তদাস্মতত্ত্ব-  
পরাস্তে । কিন্তু তজ্জ্ঞানবিধিপরাঃ । যৎপরাস্ত তে ত এব তেষামর্থঃ ।  
ন চ বোধস্ত বোধ্যানিষ্ঠবাদপেক্ষিতবাদস্তপরেভ্যোহপি বোধতত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ।  
সমারোপেণাপি তদুপপত্তেঃ । তস্মান্ন বোধবিধিপরা বেদান্তা ইতি সিদ্ধম্ ।  
প্রকৃতমুপসংহরতি ।—“তস্মাৎকিমপি বক্তব্য”মিতি । যন্নিয়মসি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা  
ন ভবতি সতি তু ভবন্তী ভবতোবেত্যর্থঃ । তদাহ ।—“উচ্যতে, নিত্যানিত্য-  
বস্তুবিবেক” ইত্যাদি । নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা, অনিত্যঃ দেহেজিয়বিষয়াদয়ঃ,  
তদ্বিষয়শ্চৈবিকো নিশ্চয়ঃ কৃতমশ্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া জ্ঞাতবাহুক্রমঃ । অথ  
বিবেকো জ্ঞানমাত্রং ন নিশ্চয়ঃ । তথা সত্যেয বিপর্যাসাদন্যঃ সংশয়ঃ স্তাৎ ।  
তথা চ ন বৈরাগ্যং ভাবয়েৎ । অভাবয়ন্ কথং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুঃ ? তস্মাদেবং  
বাধ্যৈয়ম্ ।—নিত্যানিত্যয়োর্বসতীতি নিত্যানিত্যবস্তু তদ্বক্ষ্যঃ । নিত্যানিত্য-  
য়োর্ধর্ম্মিণোস্তুদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিবেকো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ । এতদ্বাক্তং ভবতি।—  
মা ভূদিদং তদূতং নিত্যমিদং তদনৃতমনিত্যমিতি ধর্ম্মবিশেষধর্ম্মাবিবেকঃ  
ধর্ম্মমাত্রয়োর্নিত্যানিত্যয়োস্তদ্ধর্ম্মযোশ্চ বিবেকং নিশ্চিনোতোব । নিত্যত্বং  
সত্যত্বং তদ্যন্তাস্তি তন্নিত্যং সত্যং তথা চান্ধাগোচরঃ । অনিত্যত্বমসত্যত্বং  
তদ্যন্তাস্তি তদনিত্যমনৃতং তথা চান্ধাগোচরঃ । তদেভেৎকল্পভ্রমানেষু  
যুগ্মদম্মৎপ্রত্যয়োচরেষু বিষয়বিষয়িষু বদূতং নিত্যং সূত্বং বাবহাস্ততে  
তদ্যন্তাগোচরো ভবিষ্যতি যদনিত্যমনৃতং ভবিষ্যতি তাপত্রয়পরীতং তৎ  
তাক্ষ্যত ইতি । সোয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ প্রাগ্ভবীয়াদৈহিকাসা

ফলের উদ্দেশ্যেই ইচ্ছার উদ্রেক হয় । জ্ঞানরূপা প্রমাণবৃত্তির অবগম্যনীর বস্তু  
ব্রহ্ম ; সূতরাং প্রাপ্য বস্তুও ব্রহ্ম এবং তিনি সেই জন্যই প্রোক্ত ইচ্ছার  
প্রধান বিষয় । ব্রহ্মজ্ঞানই ( ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য করাই ) পুরুষার্থ । যদি তাহাই  
হইল, তবে ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য—অর্থাৎ ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয় ।

তৎ পুনত্রৈক্যং প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ । যদি প্রসিদ্ধং  
ন জিজ্ঞাসিতব্যং, অথাপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি ।  
উচ্যতে, অস্তি তাবন্মিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং সর্ব-

কর্মণো বিমুক্তস্বস্য ভবত্যশুদ্ধভবোপপত্তিভ্যাম্ । ন খলু সত্যং নাম ন কিকি-  
দন্তীতি বাচ্যম্ । তদভাবে তদধিষ্ঠানস্যানুতস্যাপানুপপত্তেঃ । শূন্য-  
বাদিনামপি শূন্যতারা এব সত্যত্বাৎ । অথাস্য পুরুষধোবেদস্যশুদ্ধভবোপ-  
পত্তিভ্যামেবং স্ত্রনিপুণং নিরূপয়ত আ চ সত্যলোকাৎ আ চাবীচৈর্জায়ন্ত  
ত্রিষ্মেতি বিপবিবর্তমানঃ ক্ষণমূহূর্ত্বামাহোবাত্রাধর্মানমাসদ্ব্যয়নবৎসরষ্ণ-  
চতুষ্পৃগমহন্তবপ্রলয়মহাপ্রলয়মহাসর্গবাস্তবসর্গসংসারসাগবোদ্ধিভিরনিশমুহ্য-  
মানং তাপত্রষপবীতমাত্মানঞ্চ জীবলোকঞ্চ অবলোক্যান্মিন্ সংসারমণ্ডলে  
অনিত্যশুচিচ্ছঃখাত্মকং প্রসংখ্যানমুপাবর্ততে । ততোসৈত্যাদৃশান্নিত্যানিত্য-  
বস্তববৈকলক্ষণাৎ প্রসংখ্যানাৎ “ইহামুত্রার্থভোগবিরাগো” ভবতি । অর্থাৎ  
প্রার্থিত ইত্যর্থঃ কলমিতি যাবৎ তস্মিন্ বিবাগোহনাতোগান্নিকোপেক্ষা-  
বুদ্ধিঃ । “ততঃ শমদমাদিসাধনসম্পৎ ।” রাগাদিকষায়মদিবামন্তং হি মন-  
ন্তেষু তেষু বিষয়েষু চাচমিস্ত্রিয়াশি প্রবর্তয়দ্বিবিধাশ্চ প্রবৃত্তীঃ পুণ্যাপুণ্যফলা  
ভাবয়ৎ পুরুষমতিঘোবে বিবিধজঃখজ্ঞানাজটিলে সংসারহতভূজি জুহোতি ।  
প্রসংখ্যানাভ্যাসলব্ধবৈবাগাপবিপাকভয়রাগাদিকষায়মদিরামদন্ত মনঃ পুরু-

[ তৎ...সিতুম্ ] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ত্রৈক্য প্রসিদ্ধ না অপ্রসিদ্ধ ?  
যদি প্রসিদ্ধই হন—সকলের জানা বস্তু হন—তাহা হইলে আবার তাঁহাকে  
জানিব কি ? যদি অপ্রসিদ্ধই হন—জানিবার যোগ্য না হন—তাহা হইলেও  
তিনি অজিজ্ঞাস্য । কেন না, তাঁহাকে জ্ঞানিতে পারা যাইবে না । কে  
কোথায় অপ্রসিদ্ধ বস্তু জানিতে পারিবে ? ( ১৯ ) [ উচ্যতে ] ইহার প্রত্য-  
স্তব বলিতেছি ।

[ অস্তি...ত্রৈক্যং ] অদ্যোতৃগণ প্রথমোক্ত শব্দের দ্বারা জ্ঞাত হন যে,  
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ( ২০ ) ত্রৈক্য আছে ।

( ১৯ ) এখানে একপ আশঙ্কা করিতে হইবে যে, বেদান্ত বাক্যের দ্বারা ত্রৈক্য কীভাবে  
কি না । যদি দ্বায়, তবে বিচারের প্রয়োজন নাই । যদি না দ্বায়, তাহা হইলেও বিচার  
অনাবশ্যক । উত্তর প্রকারেই এই বিচার শাস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইতেছে ।

( ২০ ) সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এই দুই বিশেষণ পদের দ্বারা ত্রৈক্যের সৈম্পদিক  
অর্থাৎ প্রথমতঃ প্রাপ্যপাদিত হইয়াছে ।

শক্তিসমম্বিতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্য-  
শুদ্ধত্বাদযোঃর্থঃ প্রতীযন্তে বৃহতের্ধাতোরর্থানুগম্যৎ। সর্ব-

যেণাহবজীযতে বশীক্ৰিয়তে। সোহয়মস্য বৈবাগ্যাহেতুকোমনোবিজ্ঞঃ শব্দ ইতি বশীক্যবসংজ্ঞ ইতি চাখ্যাবতে। বিজিতঞ্চ মনস্তববিষয়বিনিয়োগ-  
যোগ্যতা নীষতে। সেয়মস্য যোগ্যতা দমঃ। যথা দান্তোহয়ং বুধভম্বুবা  
হলশকটাদিবহনযোগ্য। কৃত ইতি গম্যতে। আদিগ্রহণেন চ বিষয়বিত্তিক্কা-  
তরূপবমতবশ্রদ্ধাঃ সংগৃহ্যন্তে। অত এব ক্রতিঃ। ‘তস্মাৎ শান্তো দান্ত  
উপবর্তন্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাচিত্তো ভূবান্মন্যোবান্মানং পশ্যেৎ সর্বমাত্মনি পশ্যতি’  
ইতি। তদেতস্য শব্দমাদিকপস্য সাধনস্য সম্পৎ প্রকৰ্ণঃ শব্দমাদিসাধন-  
সম্পৎ। ততোহস্য সংসাববন্ধনাগ্নুসূক্ষ্মা ভবতীত্যাহ।—“মুমুক্শ্বক”। তস্য  
চ নিত্যশুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষস্য কাৰণমিত্যুপপন্নত্যা তজ্জিজ্ঞাসা  
ভবতি ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগুর্জ্ঞক। তস্মাত্তেবামেবানন্তৰ্য্যং ন ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসায়া  
ইত্যাহ।—তেষু হীতি। ন কেবলং জিজ্ঞাসামাত্রমপি তু জ্ঞানমপীত্যাহ।—  
“জ্ঞাতুঃ” উপসংহৰতি।—তস্মাদিত। ক্রমপ্রাপ্তমতঃশব্দং ব্যাচষ্টে।—  
“অতঃ শব্দো হেতুর্থঃ”। তমেবাতঃশব্দস্য হেতুকপমর্থমাহ।—যস্মাদ্বেদং  
এবেতি। হত্বেবং পৰিচোদ্যতে।—সত্যং যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তৰ্য্যং ব্রহ্ম-  
জিজ্ঞাসা ভবতি সৈব স্বরূপমগ্না। ইহামুক্তকালোপভোগবিবাগস্যাহুপপত্তেঃ।  
অনুকলবেদনীয়ং হি ফলম। ইষ্টলক্ষণত্বং ফলস্য। ন চাহুবাগেণ কাবস্য  
বৈবাগ্যং ভবিতুমর্হতি। হুঃখাহুযঙ্গদণনাং সুখেহপি বৈবাগ্যমিতি চেৎ,  
হন্ত ভোঃ সুখাহুযঙ্গাদ্যুঃখেহপ্যনুবাগো ন কস্মাদ্ভবতি। তস্মাৎ সুখে উপাদীয-  
মানে হুঃখপৰিহাৰে প্রযতীতব্যম্। অবজ্ঞনীযতয়া হুঃখমাগতমপি পৰিহৃত্য  
সুখমাত্রং ভোগ্যত। তদযথা মৎস্যার্থী সপলান্ সৰুপকান্ মৎস্যান্নুপাদন্তে  
স যাবদুদ্দেশং তাবদানান্ বিনিবৰ্ত্ততে। যথাবা ধান্যার্থী সপলানানি ধান্না-  
ন্থাহবতি স যাবদাদেশং তাবদুপাদায় নিবৰ্ত্ততে। তস্মাদুঃখভয়ান্নুকল-  
ব্রহ্ম শব্দেব ব্যুৎপত্তি অল্পসন্ধান কবিলেও ঐ অর্থ প্রতীত হয়। যথা—  
বৃহ+মন্=ব্রহ্ম। বৃহ বাতুব অর্থ বৃদ্ধি—বাহাব অন্য নাম বড় বা মহান্।  
মন্ প্রত্যয়েব অর্থ নিবর্ত্তন অথাৎ অবধিবাহিত্য। যিনি নিবর্ত্তিশব্দ  
মহান্—বাহা অপেক্ষা বৃহৎ (বড়) ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আব নাই—তিনিই  
ব্রহ্ম। সুতরাং অধ্যত্সম্প্রদায়েব মধ্যে ব্রহ্ম একান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন। অপিচ,  
বাহা নখব, বাহা সদাশিব, বাহাতে সৰ্ব্বজ্ঞতাতি গুণ নাই, তাহাকে আশ্রয়

স্যাচ্ছাষ্টাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ । সর্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যতি

বেদনীযনৈব বা আত্মিকং বা স্মৃৎ ৷ ১ ৷ প্রিত্যক্ত্যুচ্চৈতম । ন হি মৃগাঃ  
সন্তীতি শাশ্বতং নোপ্যস্তু, ভিক্ষবাঃ সন্তীতি আলোচ্যাদিশ্রবস্তে । অপি চ,  
দৃষ্টং স্মৃৎ চন্দনবনিতাদিসঙ্গজ্ঞানক্ষয়িতালগণেন চ তথেনাদ্র্যাত্মাদিত্যভিধা  
ত্যাভ্যুপাংপি ন আত্মিক স্বর্গাদি তম্যাবিনাশিত্বাৎ । ঐষতে হি ‘অপাম  
সোমমমৃতভূম’ ইতি । তথাচ ‘অজ্ঞা ই বৈ চাতুম্যাসাযাজিনঃ স্কৃতং  
ভবতি ।’ ন চ কৃতকত্বং বিনাশিত্বাভ্যুমানমদ সম্ভবতি । নবশিবঃ-  
কপাশোচাত্তমানবদাগনবাবিতবিষায়াৎ । তস্মাৎ যথোক্তসাধনসম্পত্তা-  
ভাবান্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসোতি পোপম । এতৎ প্রাপ্তে আহ ভগবান্ সূত্রকাঃ  
“অত” ইতি । তস্মাৎ ব্যাচষ্টে ভাষ্যকাঃ “যস্মাদেদ এব” ইতি । অযমভি-  
সিদ্ধিঃ ।—সত্যং মৃগভিক্ষুকাদয়ঃ শকা পাবিত্বং পাচকরূপাদিভিঃ, চঃখং  
অনেকবিধানেব কাণ্ডসম্পাদিতজ্ঞমশকাপি ৷ ১ ৷ অন্ততঃ সাধনপাবিত্বাভ্যুপা-  
লক্ষণায়াঃ প্রমাণঃ সমস্তরূপব্রহ্মাণ্যাবিনাবনাৎ । ন হি মধুবিষসম্পৃক্ত-  
মগ্নং বিষং পবিত্রাভ্য সমধু শক্যং শিল্পিবাব্যাপি ভোক্তম । অবিভাভ্যমোনো-  
পোদ্বানুগ । ‘তদগোহি বস চত’ ইত্যাদি বচনং স্মৃতিপ্রতিপাদকম্ ।  
‘অপাম সোম’ ইত্যাদেব বচনং মথ্যাসম্ভবে জ্ঞানাবত্তিতাপাদযতি ।  
যথাহঃ গোবাণিকাঃ ।—

‘আত্মত্বং এব স্থানমমৃতত্বং হি ভাস্যতে’ ইতি ।

অত্র চ ব্রহ্মপদেন তৎপ্রমাণং বেদ উপস্থাপিতঃ । স চ যোগ্যত্বাৎ ‘তদ্  
যথৈব বস্মচিৎ’ ইত্যাদিঃ মত ইতি সন্ধানায় পবাংমুদ্র হেতুপক্ষম্যা নির্দি-  
শ্যৎ । হাদে৩২ । যথা স্বগাদেঃ কৃতকস্য স্মৃতস্য চঃখাসঙ্গস্তথা ব্রহ্মণো-

নিবতিশয মহান্ বাণয জানি না । কাযেই ব্রহ্ম শব্দেব দাবা নিত্য-ওঙ্ক-  
বুদ্ধ মুক্তস্বভাবতা প্রভৃতি অর্থ অনুভূত হয় । দোষশূণ্যতা বিধায নিত্য ওঙ্ক,  
জাতিবিপবীত বলিযা নিত্যবুদ্ধ এবং অববি বা সাগা না থাকা প্রযুক্ত  
নিত্যমুক্ত । এতদ্বিন্ন, “এই আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি শাস্ত্র ও বিদ্বদম্ভব  
এ চাযেব দাবাও ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রসিদ্ধ হইযা থাকে । ফলিতাথ এই যে, যেহেতু  
তিনি আত্মা—সেই হেতু সমস্ত লোক তাঁহাকে “অহং আমি” এতৎপ্রকারে  
তাৎপৰ্য্যমাত্রেই আত্মাব অথাৎ আপনাব অস্তিত্ব জানে । কেননা,  
আত্মা অথবা আমি নাই, একপ প্রত্যয কাহাবও নাই । আত্মাকে বা  
আপনাকে জানা না থাকিলে কেহই “আমি আমি” কবিতে পাবিত না ।

ন নাহমস্মীতি । যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বকালো-  
কোনাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ । আত্মা চ ব্রহ্ম ।

২পীত্যত আহ।—“তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি” ইতি । তেনাযমর্থঃ।—অন্তঃ  
স্বর্গাদীনাং ক্ষয়িতাপ্রতিপাদকাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানস্ত চ পবমপুঙ্খার্থতাপ্রতিপাদকা-  
দাগমাদ্ যথোক্তসাধনসম্পৎ ততশ্চ জিজ্ঞাসেতি সিদ্ধম্ । ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপদ-  
ব্যাখ্যানমাহ।—“ব্রহ্মণ” ইতি । যষ্টীসমাসপ্রদর্শনেণ প্রোচাৎ বৃত্তিকৃতাং  
ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি চতুর্থীসমাসঃ পবাস্তো বেদিতব্যঃ । তাদ্ব্য-  
সমাসে প্রকৃতিবিকৃতিগ্রহণং কর্তব্যমিতি কাত্যায়নীয়বচনেন যুগদার্বাদিষেব  
প্রকৃতিবিকাবভূতেন চতুর্থীসমাসনিয়মাৎ অপ্রকৃতিবিকাবভূত ইত্যেবমাদৌ  
তন্নিবেধাৎ । অশ্বঘাসাদযঃ যষ্টীসমাসা ভবিষ্যন্তীত্যশ্বঘাসাদিষু যষ্টীসমাস-  
প্রতিবিধানাৎ । যষ্টীসমাসোহপি চ ব্রহ্মণো বাস্তবপাবান্যোপপত্তেঃপ্রতি ।  
শ্রাদেতৎ । ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেত্যাঙ্কে উদ্রানেকার্থবাদ ব্রহ্মণদস্য সংশয়ঃ কস্য  
ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেতি । অস্তি ব্রহ্মশব্দো বিপ্রস্বজাতৌ যথা ব্রহ্মহত্যেতি । অস্তি  
চ বেদে যথা ব্রহ্মোজ্জ্বলমিতি । অস্তি চ পবমাশ্বনি যথা ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভব-  
তীতি । তমিমং সংশয়মপাকবোতি ।—ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণমিতি । যতো  
ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় তজ্জ্ঞাপনায় পবমাশ্বলক্ষণং প্রণয়তি ততোহন-  
গচ্ছামঃ পবমাশ্বজিজ্ঞাসৈবেয ন বিপ্রস্বজাত্যাদিজিজ্ঞাসেত্যর্থঃ । যষ্টীসমাস-  
পবিগ্রহেহপি নেযং কস্ময়ষ্টী কিন্তু শেবলক্ষণা সম্বন্ধমাদেধ শেষ ইতি ব্রহ্মণো  
জিজ্ঞাসেত্যাঙ্কে ব্রহ্মসম্বন্ধিনী জিজ্ঞাসেত্যাক্তং ভবতি । তথা চ ব্রহ্মস্বরূপ-  
প্রমাণযুক্তিসাধনপ্রযোজনজিজ্ঞাসাঃ সৰ্বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসাণী ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াইব  
কদ্ধা ভবন্নি । সাক্ষাৎপাবম্পৰ্য্যেণ চ ব্রহ্মসম্বন্ধাৎ । কস্ময়ষ্টী ব্রহ্মশব্দার্থঃ  
কস্ম, স চ স্বরূপমেবেতি তৎপ্রমাণাদিযোनावকধোবন্ । তথা চা প্রতিজ্ঞাতার্থ-  
চিন্তা প্রমাণাদিষু ভবেদिति যে মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ।—“ব্রহ্মণ” ইতি ।  
“কস্মণি” ইতি । অব হেতুমাহ।—জিজ্ঞাস্যতি । ৩৯৮৮াঃ প্রতিপত্ত্যবন্ধো  
জ্ঞানং জ্ঞানস্য চ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম । ন খলু জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বিনা নিরূপ্যত । ন চ  
সুতবাং ইহা অবশ্য স্বীকাৰ্য্য হইবে যে, আত্মা বা আমি নিতান্ত অপ্ৰসিদ্ধ  
নহে, প্রতুত প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, আত্মাব প্রসিদ্ধিতেই ব্রহ্মের  
প্রসিদ্ধি, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । কেন না, আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা ।  
তাৎপৰ্য্য এই যে, ব্রহ্মব্রহ্মবস্তব পবোক্ষতা সিদ্ধ আছে কিন্তু তাহা অপবোক্ষ  
হইতেছে না, এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ ।



যদি লোকে ব্রহ্মাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি ততোজ্ঞাতমেবেত্য-  
জিজ্ঞাস্যত্বং পুনরাপন্নম্ । ন তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ ।

জিজ্ঞাসা জ্ঞানং বিনেতি প্রতিপত্ত্যনুবদ্ধহাং প্রথমং জিজ্ঞাসাকশ্মৈবাপেক্ষতে ।  
ন তু সম্বন্ধিমাশ্রম । তদন্তবেনাপি সতি কস্মণি তন্নিরূপণাং । ন হি চক্স-  
মসমাদিত্যপ উপলভ্য কস্যায়মিতি সম্বন্ধাশ্বেষণা ভবতি । ভবতি তু জ্ঞান  
মিত্যুক্তে বিষয়শ্বেষণা কিং বিষয়নতি । তস্মাৎ প্রথমমপেক্ষিতহাং কস্মতৈব  
ব্রহ্ম সম্বধ্যতে ন সম্বন্ধিতামাত্রেন তন্য চঘন্যহাং । তথা চ কস্মণি বস্তুত্বার্থঃ ।  
নহু সত্যং ন জিজ্ঞাসামস্তাবণ জিজ্ঞাসা নিকপ্যতে, জিজ্ঞাস্যাস্তবং ত্বয়া ভবি  
ষ্যতি, ব্রহ্ম তু শেষতয়া সম্বন্ধনস্যাতে ইত্যত আহ ।—“জিজ্ঞাস্যাস্তব” ইতি ।  
নিগৃঢ়াভি প্রায়শ্চোদয়তি ।—“নহু শেষবস্তুপরিগ্রহেহপি” হতি । সামান্ত-  
সম্বন্ধস্য বিশেষসম্বন্ধাবিবোধেন কস্মতয়া । অবিবাতেন । জিজ্ঞাসানিরূপণোপ-  
পত্তেরিত্যর্থঃ । নিগৃঢ়াভিপ্রায় এব দৃশ্যতি ।—এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণ  
ইতি । বাচ্যস্য কস্মতস্য জিজ্ঞাসয়া প্রথমমপেক্ষিতস্য “মসম্বন্ধাইস্য  
চান্বয়পবিত্যাগেন পশ্চাৎ কথঞ্চিদপেক্ষিতস্য সম্বন্ধিমানস্য সম্বন্ধোজঘতঃ  
প্রথমঃ প্রথমশ্চ জঘন্য ইতি সুব্যাহতং ত্রাযতত্ত্বম । প্রত্যক্ষপবোধোজ-  
ঘানঞ্চ প্রাথম্যপ্রাথম্যাক্ষুট্যভিপ্রায়ম্ । চোদকঃ স্বাভিপ্রায়মুদ্ঘাটয়তি ।—  
“ন ব্যর্থো ব্রহ্মাপ্রিতোষে” ইতি । ব্যাখ্যাতমেতদধস্তাৎ । সমাধাতা  
স্বাভিসন্ধিমুদ্ঘাটয়তি ।—“ন প্রধানপরিগ্রহে” হতি । বাস্তবং প্রাধান্যং  
ব্রহ্মণং । শেষং সনিদর্শনমতিবাহিভাণং এতান্নগমশ্চাতিবোধিতঃ । তদেব-

[ যদি পত্তেঃ ] বলিতে পাবেন, যদি অধ্যত্ব লোকেব মধ্যে ব্রহ্মাত্মত্ব  
প্রসিদ্ধ বা বিচিত থাকে—তাহা হইলে তাহা বা আবাব জানিবে কি ?  
যাহা জ্ঞাত—যাহা জ্ঞান আছে—তাহা আবাব জানিবে কি ? তাহা জানিবা  
ইচ্ছাই বা কেন হইবে ? অতএব ব্রহ্ম সম্বন্ধা অজিজ্ঞাস্য, এ আপত্তি পুন-  
রাব উপস্থিত হইল । ইহাতে আমবা বলিব, ঐ আপত্তি হইতে পাবে না ।  
কেন না, সে সম্বন্ধ লোকেব বিশেষ জ্ঞান নাই । লোকে ব্রহ্মাত্মবস্তু জানে  
বটে, কিন্তু তাহা বা তাহাব সামান্য ভাবটাই জ্ঞান, বিশেষ তত্ত্ব জানে না ।  
লোক সকল ব্রহ্ম আছেন, আমি আছি, এহ মাত্র জানে, কিন্তু উক্ত উভ-  
য়ে ঠিক স্বরূপ কি তাহা জানে না । বিশেষ তত্ত্ব বা নিশ্চিত স্বরূপ জানা  
থাকিলে বিপ্রতিপত্তি থাকিবে কেন ? ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন নির্ণয়  
কবিষে কেন ?

দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মৈতি প্রাকৃতাজনা লোকারতি-  
কাশ্চ প্রতিপন্নঃ। ইন্দ্রিয়ান্যেব চেতনাত্মাত্মৈত্যাশ্রয়ে। মন-

মতিমতং সমাসং ব্যবস্থাপ্য জিজ্ঞাসাপদার্থমাহ।—জ্ঞাতুমিতি। সাদে-  
তৎ। ন জ্ঞানমিচ্ছাবিষয়ঃ। স্মৃচ্ছঃখাবাপ্তিপরিহারৌ বা তদুপায়ৌ বা  
তদ্বারেণেচ্ছাগোচরঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবিজ্ঞানম্। ন খবেতদমুকুলমিতি বা  
প্রতিকূলনিবৃত্তিরিতি বা অনুভূয়তে। নাপি তয়োরূপায়ঃ। তস্মিন্ সত্যপি  
স্মৃচ্ছভেদস্যাদর্শনাৎ। অনুবর্ত্তমানস্য চ দুঃখস্তানিবৃত্তেঃ। তস্মান্ন স্মৃচ্ছকার-  
বচনমাত্রাদিবিষয়তা জ্ঞানস্ত্রোতাৎ আহ।—অবগতিপর্যাস্তমিতি। ন কেবলং  
জ্ঞানমিষ্যতে কিন্তুবগতিং সাক্ষাৎকারং কুর্যদবগতিপর্যাস্তং সম্বাদ্যয়া ইচ্ছায়াঃ  
কর্ম্ম। কর্ম্মাৎ। ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ। তদুপায়ং ফলপর্যাস্তং গোচরয়-  
তীচ্ছতি শেষঃ। ননু ভবত্ববগতিপর্যাস্তং জ্ঞানং, কিমেতাবতাপীষ্টং ভবতি।  
ন হ্যপেক্ষণীয়বিষয়মবগতিপর্যাস্তমপি জ্ঞানমিষ্যত ইত্যত আহ।—“জ্ঞানেন  
হি প্রমাণেনাবগন্তুমিষ্টং ব্রহ্ম।” ভবতু ব্রহ্মবিষয়াবগতিঃ। এবমপি কথ-  
মিষ্টেত্যত আহ।—“ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ।” কিমভ্যুদয়ঃ, ন, কিন্তু  
নিঃশ্রেয়সং। বিগলিতনিখিলদুঃখানুবঙ্গপরমানন্দধনব্রহ্মাবগতিব্রহ্মণঃ স্বভাব  
ইতি সৈব নিঃশ্রেয়সং পুরুষার্থ ইতি। সাদেতৎ। ন ব্রহ্মাবগতিঃ পুরু-

[ দেহমাত্রং...ইতাপরে ] তাহার নিদর্শন দেখুন, প্রাকৃত লোকেরা  
অর্থাৎ জ্ঞানচর্চাবিহীন অজ্ঞ মানবেরা এবং চার্ল্যাকেরা (২১) নির্ণয় করিয়া  
রাখিয়াছে যে, এই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা অর্থাৎ অহমাম্পদ। আবার  
তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকেরা বলে, ইন্দ্রিয়সমষ্টিই চেতন, স্মৃত্তরাং  
ইন্দ্রিয়সমষ্টিই আত্মা। (২২) অন্য এক সম্প্রদায় নির্ণয় করে, মনঃই আত্মা,  
মন ভিন্ন অন্য কোন পৃথগাত্মা নাই। (২৩) আবার বৌদ্ধেরা বলে, কণ-  
বিনাশী বিজ্ঞান-প্রবাহই আত্মা; পৃথগাত্মা নাই। (২৪) উহাদের অন্য

(২১) লোকায়তিক ও চার্ল্যাক তুল্য পণ্ডার শব্দ। চার্ল্যাকের মতে দেহাতিরিক্ত  
পৃথক্ চৈতন্য নাই; স্মৃত্তরাং জীবদেহই আত্মা অর্থাৎ অহমাম্পদ। দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট  
হয়, তাহা ইহার উপাদানীভূত ভূতনিবহের গুণ বা ধর্ম্ম।

(২২) ইহার ঐ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা।

(২৩) ইহার ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত।

(২৪) পূর্বে ইহার যোগাচারী বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইত।

ইত্যন্তে । বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে । শূন্যমিত্যপরে । অস্তি  
দেহাদিব্যতিরিক্তঃ সংসারী কৰ্ত্তা ভোক্তেত্যপরে । ভোক্তেব

বার্থঃ । পুরুষব্যাপারব্যাপ্যো হি পুরুষার্থঃ । ন চাস্যা ব্রহ্মস্বভাবভূতান্না  
উৎপত্তিবিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি । তথা সত্যানিত্যত্বেন তৎস্বাভাব্যা-  
নুপপত্তেঃ । ন চোৎপত্তাদ্যভাবে ব্যাপারব্যাপ্যতা । তস্মান্ন ব্রহ্মাবগতিঃ  
পুরুষার্থ ইত্যত আহ ।— “নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদানর্থনিবহৰ্গাৎ ।” সত্যং  
ব্রহ্মাবগতৌ ব্রহ্মস্বভাবে নোৎপত্তাদয়ঃ সম্ভবন্তি । তথাপ্যনির্লক্ষণীয়ানাদ্যা-  
বিদ্যাবশাৎ ব্রহ্মস্বভাবোপরাধীনপ্রকাশোহপি প্রতিভানপি ন প্রতিভাতীৰ  
পরাধীনপ্রকাশ ইব দেহেজ্জিয়াদিভ্যোজ্জিন্নোপ্যভিন্ন ইব ভাসত ইতি সংসার-  
বীজাবিদ্যাদানর্থনিবহৰ্গাৎ প্রাগপ্রাপ্ত ইব তস্মিন্ সতি প্রাপ্ত ইব ভবতীতি  
পুরুষেণার্থ্যমানত্বাৎ পুরুষার্থ ইতি যুক্তম্ । অবিদ্যাদীত্যাদিগ্রহণেন তৎ-  
সংস্কারোহবরুধ্যতে । অবিদ্যাদিনিবৃত্তিস্তূপাসনাকার্য্যাদন্তঃকরণবৃত্তিভেদাৎ  
সাক্ষাৎকারাদিতি দ্রষ্টব্যম্ । উপসংহরতি ।— “তস্মাদ্ভ্রূক্ষ জিজ্ঞাসিতব্যমুক্ত-  
লক্ষণেন মুমুক্শুণা ।” ন ধনু তজ্জ্ঞানং বিনা সবাসনবিবিধদুঃখনিদানমবিদ্যো-  
চ্ছিদ্যতে । ন চ তদ্বচ্ছেদমন্তরেণ বিগলিতনিখিলদুঃখানুভবানন্দধনব্রহ্মান্বতা-  
সাক্ষাৎকারাবিভাবোজীবন্ত । তস্মাদানন্দধনব্রহ্মান্বতামিচ্ছতা তদুপায়ো-  
জ্ঞানমেবিত্যবাম্ । তচ্চ ন কেবলেভ্যো বেদান্তেভ্যোহপি তু ব্রহ্মমীমাংসো-  
পকরণেভ্য ইতি ইচ্ছানিভেন ব্রহ্মমীমাংসায়াং প্রবর্ত্যতে । ন তু বেদান্তেহু

সম্প্রদায় বলে, আত্মতা কোন পদার্থ নহে, শূন্যতারই অন্য নাম আত্মা । (২৫)  
তार्কিকেরা বলে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত অথচ দেহাশ্রয়ী ও সং-  
সারণশীল । সেই সংসারণশীল আত্মা কর্মনিবহের কৰ্ত্তা ও কর্মফলের  
ভোক্তা । (২৬) অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে আত্মা অকৰ্ত্তা, তিনি কিছু করেন  
না, প্রকৃতির কৰ্ত্ত্বত্ব তাঁহাতে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হয়, তাই তিনি ভোক্তা,

( ২৫ ) ইহারাত বৌদ্ধবিশেষ এবং এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম মাধ্যমিক । মাধ্যমিক-মতে  
শূন্যই আত্মা । ‘শূন্যই আত্মা’ এ কথার তাৎপৰ্য্য এই যে, অহংবুদ্ধি আকস্মিক ও নিরাশ্রয় ।  
অহং বা আমি এতদ্রূপ জ্ঞানের কোন আলম্বন নাই । কায়েই তাহা অসৎ বা শূন্য, শূন্যই  
আত্মতত্ত্বের স্বরূপ ।

( ২৬ ) এখানে তार्কিকশব্দে নৈয়ায়িক বুঝিতে হইবে না । প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসক-  
গণই এখানে তार्কিক শব্দের ব্যাচ্য ।

কেবলং ন কৰ্ত্তেত্যেকৈ । অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ  
সৰ্ব্বশক্তিরিতি কেচিৎ । আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে । এবং হি

তদর্থবিবক্ষায়াং বা । তত্র ফলবদর্থববোধপরতাং স্বাধায়াধ্যয়নবিধেঃ সূত্র-  
য়তা অথাতোদর্শজিজ্ঞাসেত্যেনৈব প্রবর্তিতত্বাৎ ধর্মগ্রহণস্ত বেদার্থোপলক্ষণ-  
ত্বেনাধর্মবৎ ব্রহ্মণোপ্যপলক্ষণাৎ । যদ্যপি চ ধর্মমীমাংসাং বেদার্থমীমাং-  
সয়া ব্রহ্মমীমাংসাপ্যাক্ষপ্তুং শক্যতে, তথাপি, প্রাচ্যা মীমাংসয়া ন তদ্ব্য-  
পাদ্যতে, নাপি ব্রহ্মমীমাংসয়া অধ্যয়নমাত্রানন্তর্যামিতি ব্রহ্মমীমাংসারন্তায়  
নিত্যানিন্ত্যাবিবেকাদানন্তর্য্যপ্রদর্শনায় চেদং সূত্রমারম্ভগীরমিত্যেপোনরুক্ত্যম্ ।  
ত্বাদেতৎ । এতেন সূত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রত্যাশ্রয়তা মীমাংসায়াঃ প্রতিপাদ্যত  
ইত্যুক্তং তদযুক্তং, বিকল্পসহজাদিতি চোদয়তি।—“তৎ পুনব্রহ্ম” ইতি ।  
বেদান্তেভ্যোহপৌরুষেয়তয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রামাণ্যেভ্যঃ প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা  
জ্ঞাৎ । যদি প্রসিদ্ধং বেদান্তবাক্যসমুখেন নিশ্চয়জ্ঞানেন বিষয়ীকৃতং তন্মৈ  
ন জিজ্ঞাসিতবাম্ । নিস্পাদিতক্রিয়ে কর্মণি অবিশেষাধায়িনঃ সাধনস্ত  
সাধনন্ত্যাতিপাতাৎ । অথাপ্রসিদ্ধং বেদান্তেভ্যস্তর্জি ন তদেদান্তাঃ প্রতি-  
পাদয়ন্তীতি সর্বথাহপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুম্ । অল্পভূতে হি প্রিয়ে  
ভবতীচ্ছা ন তু সর্বথাহনল্পভূতপূর্বে । ন চেব্যমাণমপি শক্যং জ্ঞাতুং,  
প্রমাণাভাবাৎ । শকো হি তস্ত প্রমাণং বক্তবাম্ । যথা বক্ষ্যতি ‘শান্ত্রয়ো-  
নিত্বা’দिति । স চেদ্রাববোধয়তি কুতস্তস্ত তত্র প্রামাণ্যম্ । ন চ প্রমাণ-

কর্ত্তা নহেন । (২৭) অন্যো বলেন, এই দেহাশ্রয়ী সংসারী আত্মা ছাড়া অন্য  
এক স্বতন্ত্র সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরনামক আত্মা আছেন । (২৮) এ সম্বন্ধে  
এ পক্ষের মত এই যে, সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরাত্মাই ভোক্তাআর বা  
সংসারী আত্মার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ । (২৯) [এবং...সন্তঃ] এইরূপ  
এইরূপ বহু লোককেই যুক্ত্যভাস ও বাক্যভাস (৩০) অবলম্বন করিয়া

( ২৭ ) ইহা সাংখ্যবাদীর মত ।

( ২৮ ) এইটাই নায়-মত ।

( ২৯ ) এইটাই স্ব-মত অর্থাৎ বেদান্তবাদীর মত ।

( ৩০ ) যুক্ত্যভাস অর্থাৎ যুক্তির মত বা মিথ্যায়ুক্তি । বাক্যভাস অর্থাৎ বাক্যের মত  
বা শব্দমাত্র । তর্কপরিশোধিত অর্থ বা তাৎপর্ষ্যার্থ দৃষ্ট না হইলেই বাক্য ও যুক্তি উভয়ই  
আভাস পদ ব্যচ্য হয় ।

বহুবোবিপ্রতিপন্নঃ যুক্তিবাক্যতদাভাসসমাজ্ঞাঃ সন্তঃ ।  
তত্রাবিচার্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানোনিঃশ্রেয়সাৎ প্রতি-

স্তরং ব্রহ্মণি প্রকমতে । তন্মাং প্রসিদ্ধস্ত জ্ঞাতুং শক্যস্ত্রাপ্যজিজ্ঞাসনাং  
অপ্রসিদ্ধস্তেচ্ছায়াং অবিষয়ত্বাৎ অশক্যজ্ঞানত্বাচ্চ ন এক জিজ্ঞাস্তামিত্যাক্ষেপঃ ।  
পরিহরতি ।—“উচ্যতে । অস্তি তাবদ্বৃক্ষ নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবম্ ।” অয়-  
মর্থঃ ।—প্রাগপি ব্রহ্মমীমাংসারা অধীতবেদস্ত নিগমনিকৃতব্যারণাদিপরি-  
শীলনবিদিতপদতদর্থসম্বন্ধস্ত সদেব সোমোদমগ্রআসীদিত্যুপক্রমাৎ তত্ত্বমসীত্য-  
স্তাৎ সন্দর্ভগ্রিত্যত্বাধ্যাপেতব্রহ্মস্বরূপাবগমস্তাবদাপাততোবিচারাদ্বিনাহ্যপ্তিস্তি ।  
অত্র চ ব্রহ্মেতাদিনাবগমোন তদ্বিষয়মবগমং লক্ষয়তি । তদন্তিস্তস্ত সতি  
বিমর্শে বিচারাৎ প্রাগনির্ণয়াৎ । নিত্যোতি ক্ষয়িতালক্ষণং দ্ব্যর্থমুপলক্ষিতম্ ।  
গুণেতি দেহাত্মপাদিকমপি দ্ব্যর্থমপাকরোতি । বুদ্ধেত্যপরাধীনপ্রকাশ-  
মানন্দাত্মনং দর্শয়তি । আনন্দপ্রকাশয়োরভেদাৎ । আদেতৎ । মুক্তৌ সত্য-  
মশ্রুতে গুণত্বাদয়ঃ প্রথমে, ততস্ত প্রাগ্ দেহাদ্যভেদেন তদ্ব্যর্থজন্মজরা-  
মরণাদিঃস্বযোগাদিত্যত উক্তং মুক্তেতি । সदैব মুক্তঃ সदैব কেবলো-  
হনাদ্যবিদ্যাবশাদু ভ্রান্ত্যা তথাহিবভাসত ইত্যর্থঃ । তদেবমনৌপাধিকং  
ব্রহ্মণোরূপং দর্শয়িত্বা অবিদ্যোপাধিকং রূপমাহ—“সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিসমম্বি-  
তম্ ।” তদনেন জগৎকারণত্বমস্ত দর্শিতং শক্তিজন্যভাবাভাবানুবিধানাৎ  
কারণত্বভাবাভাবয়োঃ । কুতঃ পুনরেবম্ভূতব্রহ্মস্বরূপাবগতিরিত্যত আহ ।—  
ব্রহ্মশব্দস্ত হীতি । ন কেবলং সদেব সোমোদমিত্যাদৌনাং বাক্যানাং  
পর্যালোচনয়া ইৎসন্তুতব্রহ্মাবগতিঃ । অপি তু ব্রহ্মণদমপি নির্বচনসামর্থ্যা-  
দিমমেবাং স্বস্তয়তি । নির্বচনমাহ ।—“বৃহতেকীতোরথাত্ত্বমাৎ ।” বৃদ্ধি-  
কশ্মা হি বৃহতিরতিশায়নে বর্ততে । তচ্চেদমতিশায়নবর্জিতং পদান্তরা-  
বগমিতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধত্বাদ্যাত্মভ্যনুজানাভীত্যর্থঃ । তদেবং তৎপদার্থস্ত গুণ-  
ত্বাদেঃ প্রসিদ্ধিমভিধায় ত্বং পদার্থস্ত্রাপ্যাহ ।—“সর্বস্ত্রাত্ত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-  
প্রসিদ্ধিঃ” । কুতঃ । আত্মত্বাৎ । এতদেব ক্ষুটয়তি ।—সর্বৌহীতি ।

আত্মত্ববিষয়ে বিপ্রতিপন্ন ( ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বোধবিশিষ্ট বা বিপরীত  
বোধবিশিষ্ট ) হইতে দেখা যায় । [ তত্র অনর্থক্যেয়াৎ ] অতএব, বিচার  
ব্যতীত অসংক্লত ও অহস্তামগ্রপ্রভব আপাতজ্ঞানের দ্বারা আত্মার জ্ঞেয়ার্থ-  
স্বরূপ নির্ণয় করিয়া রাখিলে নিঃশ্রেয়স ( মুক্তি ) হইতে স্থলিত হইতে হয়

হন্তোতানর্থঞ্জেয়াং । তস্মাদ্ভুক্তজিজ্ঞাসোপস্থাসমুখেন বেদান্ত-

প্রতীতিমেবাপ্রতীতিনিরাকরণেন দ্রুতয়তি ।—ন নেতি । ন ন প্রত্যোত্যহ-  
মস্মীতি কিন্তু প্রত্যোত্যোরেতি যোজনা । নহমস্মীতি চ জ্ঞাত্বাতি মা চ  
জ্ঞাসীদান্মানমিত্যত আহ ।—“যদি” ইতি । “অহমস্মীতি ন প্রতীয়াং ।”  
অহঙ্কারাস্পদং হি জীবাত্মানং চেন্ন প্রতীয়াদহমিতি ন প্রতীয়াদিত্যর্থঃ ।  
নহু প্রত্যোতু সর্বো জন আত্মানমহঙ্কারাস্পদং ব্রহ্মণি তু কিমাত্মমিত্যত  
আহ ।—“আত্মা চ ব্রহ্ম ।” তদস্মা সামানাদিকরণাৎ । তস্মাত্তৎপদার্থস্ত  
শুদ্ধবুদ্ধত্বাদেঃ শব্দতত্ত্বস্পদার্থস্ত চ জীবাত্মানঃ প্রত্যক্ষতঃ প্রসিদ্ধেঃ । পদার্থজ্ঞান-  
পূর্বকত্বাচ্চ বাক্যার্থজ্ঞানস্ত ত্পদার্থস্ত ব্রহ্মতাবাবগমস্তত্ত্বমসীতিবাক্যাহপ-  
পদ্যত ইতি ভাবঃ । আক্ষেপ্তা প্রথমকল্পাশ্রয়ং দোষমাহ ।—“যদি তর্হি  
লোক” ইতি । অধ্যাপকাধ্যোত্পরস্পরালোকঃ । তত্র তদ্বনসীতিবাক্যাদ্  
যদি ব্রহ্মাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি আত্মা ব্রহ্মত্বেনেতি বক্তব্যে ব্রহ্মাত্মত্বেনেত্যভেদ-  
বিবক্ষয়া গময়িতব্যম্ । পরিহরতি ।—“ন,” কুতঃ, “তদ্বিশেষঃ প্রতি বিপ্রতি-  
পত্তেঃ ।” তদনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবোধকপ্রমাণাভাবে সতি সংশয়বীজ-  
মুক্তং ততশ্চ সংশয়াজিজ্ঞাসোপপদ্যত ইতি ভাবঃ । বিবাদাদিকরণং ধর্মো  
সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তসিদ্ধোহভ্যুপেয়ঃ । অত্রথা অনাশ্রয়া ভিন্নাশ্রয়া বা বিপ্রতি-  
পত্তয়ো ন স্যুঃ । বিরুদ্ধা হি প্রতিপত্তয়ো বিপ্রতিপত্তয়ঃ । ন চানাশ্রয়া  
প্রতিপত্তয়ো ভবন্তি, অনালম্বনত্বাপত্তেঃ । ন চ ভিন্নাশ্রয়া বিরুদ্ধাঃ । ন  
হানিত্যা বুদ্ধিনিত্য আয়েতি প্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্তৌ । তস্মাৎ তৎপদার্থস্ত  
শুদ্ধত্বাদেকৈদান্তেভ্যঃ প্রতীতিত্পদার্থস্ত চ জীবাত্মানো লোকতঃ সিদ্ধিঃ  
সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তঃ । তদাভাসত্বানাভাসত্বেন তদ্বিশেষেষু পরমত্র বিপ্রতিপত্তয়ঃ ।  
তস্মাৎ সামান্যতঃ প্রসিদ্ধে ধর্ম্মিণি বিশেষতো বিপ্রতিপত্তৌ যুক্তস্তদ্বিশেষেষু  
সংশয়ঃ । তত্র ত্বং-পদার্থে তাবদ্বিপ্রতিপত্তীর্দর্শয়তি ।—“দেহমাত্ম”নিত্যাদিনা

এবং অনর্থনংঘটনও হয় । (৩১) [ তস্মাৎ...প্রসূরতে ] এই নিমিত্ত, মুক্তি-  
ফলক ব্রহ্মজ্ঞানের বা আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের বিচার উপলক্ষ্য করিয়া অনুকূল

( ৩১ ) অনর্থঘটনা অর্থাৎ নরকাদি প্রাপ্তি অথবা অধোগতি । আচার্য্যের এই কথায়  
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রত্যাগের পরিচয় করিয়া স্ব-বুদ্ধিনাথ অবলম্বন দ্বারা  
আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিলে আত্মতত্ত্ব জানা হয় না, প্রত্যুতঃ স্বাহরণ হইয়া অধঃপতিত হইতে  
হয় ।

বাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতকৌপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়ো-  
জন্য প্রস্তুয়তে ।

“ভোক্তৈব কেবলং ন কৰ্ত্তা” ইত্যন্তেন । অত্র দেহেজ্জিয়মনঃকণিকবিজ্ঞান-  
চৈতন্ত্যপক্ষে ন তৎপদার্থনিত্যত্বাদয়ত্বস্পদার্থেন স্বধ্যস্তে যোগ্যতাবিরহাৎ ।  
শূন্যপক্ষেহপি সৰ্ব্বোপাখ্যারহিতমপদার্থঃ কথং তত্ত্বমোর্গোচরঃ । কৰ্ত্তৃভোক্তৃ-  
স্বভাবত্বাপি পরিণামিতয়া তৎপদার্থনিত্যত্বাদ্যসঙ্গতিরেব । অকৰ্ত্তৃত্বেহপি  
ভোক্তৃত্বপক্ষে পরিণামিতয়া নিত্যত্বাদ্যসঙ্গতিঃ । অভোক্তৃত্বেহপি নানা-  
ত্বেনাবচ্ছিন্নত্বাৎ অনিত্যত্বাদিপ্রসক্তাবদ্বৈতহানাচ্চ তৎপদার্থসঙ্গতিস্তদবস্থেব ।  
ত্বস্পদার্থবিপ্রতিপত্তয়া চ তৎপদার্থেহপি বিপ্রতিপত্তির্দর্শিতা । বেদাপ্রামাণ্য-  
বাদিনো হি লৌকায়তিকাদয়স্তৎপদার্থপ্রত্যয়ং মিথ্যেতি মন্তস্তে । বেদ-  
প্রামাণ্যবাদিনোপ্যোপচারিকং তৎপদার্থমবিবক্ষিতং বা মন্তস্ত ইতি ।  
তদেবং ত্বস্পদার্থবিপ্রতিপত্তিদ্বারা তৎপদার্থে বিপ্রতিপত্তিঃ সূচয়িত্বা সাক্ষাৎ-  
তৎপদার্থে বিপ্রতিপত্তিমাং ।—“অস্তি তদ্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বশক্তি-  
রিতি কে চিৎ ।” তদিতি জীবাশ্মানং পরামুশতি । ন কেবলং শরীরাদিভ্যো  
জীবাশ্মভ্যোহপি ব্যতিরিক্তঃ । স চ সৰ্ব্বশ্রেণেব জগত ঈষ্টে । ঐশ্বর্য্যসিদ্ধার্থং  
স্বাভাবিকমস্য রূপদ্বয়মুক্তং সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বশক্তিরিতি । তস্যাপি জীবাশ্মভ্যো-  
হপি ব্যতিরেকান্ন ত্বস্পদার্থেন সামান্যধিকরণ্যমিতি স্বমতমাং ।—“আত্মা স  
ভোক্তুরিত্যপরে ।” ভোক্তৃজীবাশ্মনোহবিদ্যোপাধিকস্য স ঈশ্বরস্তৎপদার্থ  
আত্মা তত ঈশ্বরাদভিন্নো জীবাশ্মা পরমাকাশাদিব ঘটাকাশাদয় ইত্যর্থঃ ।  
বিপ্রতিপত্তীৰূপসংহরন্ বিপ্রতিপত্তিবীজমাং ।—“এবং বহব” ইতি । যুক্তি-  
যুক্ত্যাভাসবাক্যবাক্যাভাসসমাপ্রায়াঃ সন্ত ইতি যোজনা । নহু সন্ত বিপ্রতি-  
পত্তয়স্তন্নিমিত্তশ্চ সংশয়স্তথাপি কিমর্থং ব্রহ্মমীমাংসারভ্যত ইত্যত আহ ।—  
“তত্রাবিচার্য্য” ইতি । তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগমো নাতত্ত্বজ্ঞানান্তবিতু-  
মৰ্থতি । অপি চ অতত্ত্বজ্ঞানান্নাস্তিক্যে সত্যনর্থপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । সূত্রতাৎ-  
পর্য্যমুপসংহরতি ।—“তন্মা”দিতি । বেদান্তমীমাংসা তাবন্তর্ক এব । তদ-  
বিরোধিনশ্চ বেদেহপি তর্ক্য অক্ষরমীমাংসায়াং ত্রায়ে চ বেদপ্রত্যক্ষাদি-

যুক্তির ও অমূল্য তর্কের সহিত বেদান্তবাক্যসমূহের মীমাংসা (বিচার)  
আরম্ভ করা যাইতেছে ।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং কিংলক্ষণকং পুনস্তদ্ব্যক্ত্যেত্যত  
আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ ।

## জন্মাদ্যন্ত যতঃ ॥ ২ ॥ \*

জন্ম উৎপত্তিরাদিরস্যেতি তদগুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ ।  
জন্মস্থিতিভঙ্গং সমাসার্থঃ । জন্মনশ্চাদিত্বং ক্রান্তিনির্দেশা-

প্রামাণ্যপরিশোধনাদিবুক্তাঃ ত উপকরণং যস্যঃ সা তথোক্তা । তস্যাং  
পরমনিঃশ্রেয়সসাধনব্রহ্মজ্ঞানপ্রয়োজনা ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভব্যেতি সিদ্ধম্ ।

তদেবং প্রথমেণ সূত্রেণ মীমাংসারম্ভমুপপাদ্য ব্রহ্মমীমাংসারম্ভাভ্যেতি ।

এতন্ত সূত্রস্ত পাতনিকমাহ ভাষ্যকারঃ ।—“ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং  
কিংলক্ষণকং পুনস্তদ্ব্যক্ত্যেত্যত” ইতি । অত্র যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানস্ত প্রাধান্য  
প্রতিজ্ঞয়া তদঙ্গাংশপি প্রমাণাদীনি প্রতিজ্ঞাতানি তথাপি স্বরূপস্ত প্রাধান্য  
তদেবাঙ্গিপ্য প্রথমং সমর্থ্যতে । তত্র যদ্যাবদমুভূয়তে তৎ সর্বং পরিমিত-  
লক্ষয়তি । ন চ তদ্ব্যর্থং নিত্যত্বাদিনা তল্লক্ষ্যতে । তস্তামূললক্ষণচরত্বাৎ ।

[ ব্রহ্ম...সূত্রকারঃ ] পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে, অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম  
জানিবেক,—ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিবেক,—অথবা বিচারজনিত নির্মলজ্ঞানের  
দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিবেক,—কিন্তু ব্রহ্ম কি? কিংস্বরূপ? তাহা ঐ সূত্রে  
বলা হয় নাই; কায়েই এক্ষণে তাহা বলা আবশ্যক বিবেচনায় ভগবান্  
সূত্রকার ( ব্যাসদেব ) প্রথমতঃ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন ।

[ জন্ম...পেক্ষণ ] “জন্ম” শব্দের অর্থ উৎপত্তি এবং “আদি”  
শব্দের অর্থ প্রকৃতি । জন্ম শব্দের সহিত আদি শব্দের বহুব্রীহি-সমাস ;  
তদ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়,—এই তিনই পাওয়া যাইতেছে । সূত্রকার  
মবিগুহ্মবুদ্ধং বিধ্বংসিনং তেনোপলব্ধেন তদ্বিরুদ্ধস্ত নিত্যগুহ্মবুদ্ধম্ভাবস্ত  
ব্রহ্মণঃ স্বরূপং শক্যং লক্ষয়িতুম্ । ন হি জাতু কশ্চিৎ কৃতকত্বেন নিত্যং

\* যতঃ যৎসকাশ্যং অস্য জগতঃ জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং ভবতি তদ্ব্যজ্ঞেতি বাক্য-  
শেষঃ পূরণীয়ঃ । অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, সেই অখণ্ড নিত্য  
চিরন্তনই ব্রহ্ম । ইহার বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে, দুই কল্পন ।



পেক্ষং বস্তুবৃত্তাপেক্ষক । শ্রুতিনির্দেশস্তাবৎ—“যতোবা  
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইতি বাক্যে জন্মস্থিতিপ্রলয়ানাং  
ক্রমদর্শনাৎ । বস্তুবৃত্তমপি, জন্মনা লব্ধসত্ত্বাকস্য ধর্ম্মিণঃ  
স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ । অস্যেতি প্রত্যক্ষাদিসম্মিধাপিতস্য  
ধর্ম্মিণ ইদমা নির্দেশঃ । ষষ্ঠী জন্মাদিধর্ম্মসম্বন্ধার্থা । যত ইতি  
কারণনির্দেশঃ । অস্য জগতোনামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যা-  
নেককর্তৃত্বোক্তসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়া-

প্রসিদ্ধং হি লক্ষণং ভবতি নাত্যস্তাপ্রসিদ্ধম্ । এবঞ্চ ন শব্দোহপ্যত্র ক্রমতে ।  
অত্যস্তাপ্রসিদ্ধতয়া ব্রহ্মণোহপদার্থস্যাবাক্যার্থত্বাৎ । তন্মাল্লক্ষণাভাবাৎ ন  
ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতবামিত্যাক্ষেপাভিপ্রায়ঃ । তন্মিমমাক্ষেপং ভগবান্ হৃত্তকায়ঃ  
পরিহরতি ।—জন্মাদাস্য যত ইতি । না ভূদহুভূয়মানং জগত্ত্বক্সতয়া তাদা-  
ত্মেন বা ব্রহ্মণোলক্ষণং তদ্বৎপত্ত্যা তু ভবিষ্যতি । দেশান্তরপ্রাপ্তিরিব সবিতু-  
ব্রজ্যায়া ইতি তাৎপর্যার্থঃ । স্ত্রাবয়বান্ বিভজতে ।—জন্মোৎপত্তিরাদি-  
রস্যেতি । লাঘবায় হৃত্তকৃত্য জন্মাদৌতি নপুংসকপ্রয়োগঃ কৃতঃ । তদ্বৎপাদ-  
নায় সমাহারমাহ ।—জন্মস্থিতিভঙ্গমিতি । জন্মনশ্চেত্যাদিঃ কারণনির্দেশ  
ইত্যন্তঃ সন্দর্ভো নিগদব্যাখ্যাতে । স্যাদেতৎ । প্রধানকালগ্রহলোকপালক্রিয়া-  
যদৃচ্ছাস্বভাবাভাবেষু প্লবমানেষু সংস্রু সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিস্বভাবং ব্রহ্ম জগ-

শ্রুতির নির্দেশ ও বস্তুসমূহের স্বভাব অনুসারে জন্ম-শব্দকে প্রথমে উল্লেখ  
করিয়াছেন । [ শ্রুতি...তাবৎ ] শ্রুতিনির্দেশ যথা ।—[ যতঃ...জায়ন্তে ] এই  
সকল ভূত অর্থাৎ জন্যপদার্থ সমূহ যাহা হইতে জন্মে । [ ইতি...সম্ভবাৎ ]  
এই শ্রুতিতে অগ্রে জন্ম, পরে স্থিতি, তৎপরে তাহাদের লয়, এইরূপ ক্রম-  
নির্দিষ্ট আছে । অপিচ, জন্য বস্তু সকল ঐরূপ ক্রমেই উৎপন্ন হয় । প্রথমে  
জন্মে, অন্তিতা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে তাহাদের স্থিতি ও লয় (নাশ) হয় ।  
[ অস্ত...শেষঃ ] “অস্য” এই ইদং শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি গৃহীত জগৎ,  
ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা ইহার সহিত জন্মাদিধর্ম্মের সম্বন্ধ, এবং “যতঃ” শব্দের  
দ্বারা যাহা ইহার মূল কারণ তাহাই গৃহীত হইতেছে । সমুদায় কথা  
মিলিত করিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় ।—বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে বা  
আকারে প্রব্যাক্ত বা প্রকাশমান এই জগৎ—ইহা অসংখ্যকর্ত্তভোক্তৃসংযুক্ত—

ফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিস্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গঃ যতঃ  
সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারাণাম্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য-  
শেষঃ । অন্তেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিষেবাস্তর্ভাব ইতি

জ্ঞানাদিকারণমিতি কূতঃ সম্ভাবনেত্যত আহ ।—অস্যা জগত ইতি । অত্র  
নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যোতি চেতনভাবকর্তৃকতনুসম্ভাবনয়া প্রধানাদ্যচেতন-  
কর্তৃকত্বং নিরূপাখ্যকর্তৃকত্বঞ্চ ব্যাসেধতি । যৎ খলু নাম্না রূপেণ চ ব্যাক্রিয়তে  
তচ্চেতনকর্তৃকং দৃষ্টং যথা ঘটাদি । বিবাদাধ্যাসিতঞ্চ জগন্মামরূপব্যাকৃতম্ ।  
তস্মাচ্চেতনকর্তৃকং সম্ভাব্যতে । চেতনো হি বুদ্ধাবালিখ্য নামরূপে ঘট ইতি  
নাম্না রূপেণ চ কল্পগ্রীবাদিনা বাহ্যং ঘটং নিষ্পাদয়তি । অত এব ঘটস্য  
নির্কর্তৃত্বস্যাপ্যন্তঃসঙ্কল্পাত্মনা সিদ্ধস্য কৰ্ম্মকারকভাবো ঘটং করোতীতি ।  
যথাহঃ ।—“বুদ্ধিসিদ্ধং ন তদসৎ” ইতি । তথা চাচেতনোবুদ্ধাবনালিখিতং  
করোতীতি শক্যং সম্ভাবয়িতুমিতিভাবঃ । স্যাদেতৎ । চেতনা গ্রহা  
লোকপালা বা নামরূপে বুদ্ধাবালিখ্য জগজ্জনয়িত্বাশ্চি, কৃতমুক্তম্বভাবেন  
ব্রহ্মণেত্যত আহ ।—অনেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্যোতি । কেচিৎ কর্তারো  
ভবন্তি যথা সূদৰ্শিগাদয়ো ন ভোক্তারঃ । কেচিৎ ভোক্তারো যথা  
শ্রাদ্ধবৈশ্বানরীয়েষ্ট্যাদিষু পিতাপুত্রাদয়ো ন কর্তারঃ । তস্মাদ্ভয়গ্রহণম্ ।  
দেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলানি ইত্যেতরেতরবন্দ্যঃ । দেশাদীনি চ তানি  
প্রতিনিয়তানি চেতি বিগ্রহঃ । তদাশ্রয়োজগৎ তস্য । কেচিৎ খলু  
প্রতিনিয়তদেশোৎপাদা যথা কৃষ্ণমৃগাদয়ঃ । কেচিৎ প্রতিনিয়তকালোৎ-  
পাদা যথা কোকিলারবাদয়ঃ । কেচিৎ প্রতিনিয়তনিমিত্তা যথা নবান্বদ-  
ধ্বানাদিনিমিত্তা বলাকাগর্ভাদয়ঃ । কেচিৎ প্রতিনিয়তক্রিয়া যথা ব্রাহ্মণানাং  
যাজ্ঞনাদয়ো নেতরেযাম্ । এবং প্রতিনিয়তফলাঃ । যথা কেচিৎ সূতিনঃ

নিয়মিত দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের আশ্রয়—ইহার রচনা নিতান্ত  
দুর্বোধ্য—ঈদৃশ অচিস্ত্যরূপ জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যে সর্বজ্ঞ ও সর্ব-  
শক্তি কারণ পদার্থ হইতে হইতেছে, সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি কারণই ব্রহ্ম ।  
[ অন্তে...গৃহ্যন্তে ] যাক্ষ মুনির গ্রন্থে অশ্রু তিন প্রকার ভাব-বিকারের অর্থাৎ  
হ্রাস, বৃদ্ধি ও পরিণামের উল্লেখ আছে বটে ; পরন্তু তাহা ঐ তিনের  
(উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ের) অন্তর্গত । সেই কারণে উৎপত্তি স্থিতি ও লয়,  
এই তিনটি প্রধান বিকারের উল্লেখ করা হইল, অশ্রুগুলির উল্লেখ হইল

জন্মস্থিতিনাশানামিহ গ্রহণম্ । যাক্ষপরিপঠিতানাস্ত জায়তে-  
হস্তীত্যাदिमां গ্রহণে হ্যেবাং জগতঃ স্থিতিকালে সম্ভাব্য-  
মানহান্মূলকারणादুৎপত্তিস্থিतीनां जगतो न गृहीताः स्युरि-  
त्याशङ्केत तन्माशङ्किष्येति योऽपत्तिर्लक्षणः कारणां तद्वैव  
स्थितिः प्रलयश्च ते गृह्यन्ते ।

কেচিদুঃখিন এবং যএব সুখিনস্ত এব কদাচিদুঃখিনঃ । সৰ্বমেতদাকস্মি-  
কাপন্নাম্মি যাদৃচ্ছিকস্বে বা স্বাভাবিকস্বে বা হসৰ্বজ্ঞাসৰ্বশক্তিকৰ্ত্তৃকস্বে চ ন  
ঘটতে । পরিমিতজ্ঞানশক্তিভির্গ্রহলোকপালাদিভির্জ্ঞাতুং কৰ্ত্তৃঞ্চাশক্যত্বাৎ ।  
তদিদমুক্তং মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপসেতি । একস্যা অপি হি শরীররচ-  
নায়া রূপং মনসা ন শকাং চিন্তয়িতুং কদ্যচিৎ প্রাগেব জগদ্রচনায়াঃ কিমঙ্গ  
পুনঃ কৰ্ত্তৃমিতার্থঃ । সূত্রবাক্যং পূরয়তি ।—তদ্বন্ধেতি বাক্যশেষঃ । তাদে-  
তৎ । কস্মাৎ পুনর্জন্মস্থিতিভঙ্গমাত্রমিহাদিগ্রহণেন গৃহ্যতে ন তু বুদ্ধিপরি-  
ণামাপক্ষয়া অপীত্যত আহ ।—অন্তেষামপি ভাববিকারাণাং বুদ্ধাদীনাং  
ত্রিষেবাস্তর্ভাব ইতি । বুদ্ধিস্তাবদবয়বোপচয়ঃ । তেনান্নাবয়বাদবয়বিনো-  
দিতস্তকাদেৱত্ত্ব এব মহান্ পটৌ জায়ত ইতি জন্মৈব বুদ্ধিঃ । পরিণামোহপি  
ত্রিবিধো ধর্ম্মলক্ষণাবস্থালক্ষণ উৎপত্তিরেব । ধর্ম্মিণো হি হাটকাদের্ধর্ম্মলক্ষণঃ  
পরিণামঃ কটকমুকুটাদিস্তস্যোৎপত্তিঃ । এবং কটকাদেৱপি প্রত্যুৎপন্নহাদি-  
লক্ষণলক্ষণঃ পরিণাম উৎপত্তিরেব । এবমবস্থাপরিণামো নরপুৰাণস্বাত্ম্যৎ-

না । এস্থলে যাক্ষোক্ত ছয় প্রকার ভাববিকারের (১) উল্লেখ না করিবার  
হেতু এই যে, জগতের স্থিতিকালেই ঐ সকল ভাব-বিকার সম্ভাবিত হয় ও  
দৃষ্ট হয়, পরন্তু ঐ সকলের দ্বারা মূল কারণ ব্রহ্ম হইতেই এ জগতের উৎপত্তি,  
স্থিতি ও লয় হইতেছে, এ অংশ গৃহীত বা বোধগম্য হয় না । স্মৃতরাং  
শঙ্কানিবারণের জন্ত, স্পষ্টতার জন্ত, ত্রাস বুদ্ধি ও বিপর্যায়,—এই বিকার-  
ত্রয়ের পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ উল্লেখ না করিয়া উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই  
প্রধান বিকারত্রয়ের গ্রহণ করা হইল । এতদ্বা বা এই সিদ্ধান্ত লক্ষ হয় যে,  
ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই ইহার স্থিতি এবং ব্রহ্মেই ইহার লয়

(১) যাক্ষ । ইনি একজন বেদব্যাখ্যাতা ঋষি । ইহার গ্রন্থের নাম নিরুক্ত ও নিখট্ট । ইনি  
ভাবপদার্থের অর্থাৎ জন্মবৎ বস্তুর ছয় প্রকার বিকার থাকা হিঁয় করিয়া ছিলেনঃ । আন্ত (১)  
জায়তে (২) বর্ধতে (৩) বিপরিণমতে (৪) অপক্ষীয়তে (৫) নশ্বতি (৬) ।

ন যথোক্তবিশেষণস্ত জগতোযথোক্তবিশেষণমীশ্বরং  
যুক্তান্নতঃ প্রধানাদচেতনাদণ্ডভ্যোবাহভাবাদ্ধা সংসারিণোবা  
উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্। ন চ স্বভাবতঃ। বিশিষ্ট-  
দেশকালাদিনিমিত্তোপাদানাং। এতদেবানুমানং সংসারি-

পত্তিরেব। অপক্ষয়স্ববয়বহ্রাসো নাশ এব। তস্মাজ্জন্মানাদিহ যথাস্বমস্তর্ভাবাৎ  
বুদ্ধাদয়ঃ পৃথগ্ভোক্তা ইত্যর্থঃ। অথৈতে বুদ্ধ্যাদয়ো ন জন্মানাদিস্তর্ভবস্তি  
তথাপ্যুৎপত্তিস্থিতিভঙ্গমেবোপাদাতব্যম্। তথা সতি হি তৎপ্রতিপাদকে  
‘যতো বা ইমানি ভূতানি’ ইতি বেদবাক্যে বুদ্ধিস্বীকৃতে জগন্মূলকারণং ব্রহ্ম  
লক্ষিতং ভবতি। অন্যথা তু জায়তে অস্তি বর্ধত ইত্যাদীনাং গ্রহণে তৎ-  
প্রতিপাদকং নৈরুক্তবাক্যং বুদ্ধৌ ভবেৎ তচ্চ ন মূলকারণপ্রতিপাদনপরম্।  
মহামর্গাদৃক্ষং স্থিতিকালেহপি তদ্বাক্যোদিতানাং জন্মানাদীনাং ভাববিকারাণা-  
মুপপত্তেরিতি শঙ্কানিরাশ্বরণার্থং বেদোক্তোৎপত্তিস্থিতিভঙ্গগ্রহণমিত্যাহ।—  
যাস্থপরিপণ্ডিতানাঙ্চ ইতি। নৈবেদ্যপ্যুৎপত্তিমাত্রং সূচ্যতাং তস্মাদ্ভৌত-  
তয়া তু স্থিতিভঙ্গং গম্যত ইত্যত আহ।—যা উৎপত্তিব্রহ্মণঃ কারণাৎ  
ইতি। ত্রিভিরস্যোপাদানস্বং সূচ্যতে। উৎপত্তিমাত্রস্ত নিমিত্তকারণসাধা-  
রণমিতি নোপাদানং সূচয়েৎ। তদ্বদযুক্তং তত্রৈব ইতি। পূর্বোক্তানাং  
কার্যকারণবিশেষণানাং প্রয়োজনাচ্চ।—ন যথোক্ত ইতি। তদনেন  
প্রবন্ধেন প্রতিজ্ঞাবিষয়স্য ব্রহ্মস্বরূপস্য লক্ষণদ্বারেণ সম্ভাবনোক্তা। তত্র  
প্রমাণং বক্তব্যম্। যথাহনৈরায়িকাঃ।—

‘সম্ভাবিতঃ প্রতিজ্ঞায়াং পক্ষঃ সাধোন হেতুনা।

নির্বাহ হইতেছে। [ন...শক্যম্] এরূপ জৈশ্বর ব্যতীত অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও  
সর্বশক্তি জৈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যতীত শূন্য বা অভাব হইতে, জড়স্বভাব প্রকৃতি  
হইতে, অথবা পরমাণু হইতে, কিংবা অন্য কোন জন্মমরণবান্ সংসারী জীব  
হইতে এরূপ জগতের এতৎপ্রকার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হওয়া কোন ক্রমেই  
সম্ভাবিত হইতে পারে না। [ন...পাদানাং] কার্যোৎপত্তির প্রতি বিশিষ্ট  
দেশ, কাল, নিমিত্ত ও উপাদান দ্রব্যাদির বিশিষ্ট-নিয়ম নিয়মিত থাকিলে  
স্বভাব দ্বারা সৃষ্টাদি হয়, এ কথা বা এ নির্ণয় রক্ষা করিতে পারিবে না।  
[এতদেব...মন্তস্তে] জন্মানাদিস্বত্বের জীবনস্বরূপ “যতো বা ইমানি ভূতানি  
জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি দেখিয়া স্বতন্ত্রৈশ্বরবাদী নৈরায়িকেরা মনে করেন,

ব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনমীশ্বরকারিণীনোমশ্রুন্তে । নম্বি-  
হাপি তদেবোপশ্রুন্তং জন্মাদিসূত্রে, ন, বেদান্তবাক্যকুসুম-  
গ্রন্থনর্থত্বাৎ সূত্রাণাম্ । বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য  
বিচার্যন্তে । বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্ব্বৃত্তা হি ব্রহ্মাব-  
গতির্নানুমানাদিপ্রমাণান্তরনির্ব্বৃত্তা । সৎস্ব তু বেদান্ত-

ন তস্য হেতুভিত্তিগমুৎপত্তয়েব যো হতঃ ॥'

যথা বক্ষ্যাজননীত্যাদি ।

ইখং নাম জন্মাদিসম্ভাবনাহেতুঃ যদন্যে বৈশেষিকাদয় ইত এবানুমান-  
দীশ্বরবিনিশ্চয়নিচ্ছন্তীতি সম্ভাবনাহেতুনাং দ্রুতয়য়িতুমাহ।—এতদেব ইতি ।  
চোদয়তি।—নম্বিহাপীতি । এতাবতৈবাধিকরণার্থে সমাপ্তে বক্ষ্যমাণাধি-  
করণার্থং বদন্ সুহৃদ্ভাবেন পরিহরতি।—ন ইতি । বেদান্তবাক্যকুসুম-  
গ্রন্থনর্থতামেব দর্শয়তি।—বেদান্ত ইতি । বিচারসাধ্যবসানং. সবাসনা-  
বিদ্যাহরয়োচ্ছেদঃ । ততো হি ব্রহ্মাবগতেনির্ব্বত্তিরাবির্ভাবঃ । তৎ কিং ব্রহ্মণি  
শব্দাদৃতে ন মানান্তরমমুসরণীয়ম্ । তথা চ কুতো মননং কুতশ্চ তদনুভবঃ  
সাক্ষাৎকার ইত্যত আহ।—সৎস্ব তু বেদান্তবাক্যোষিতি । অনুমানং  
বেদান্তাবিরোধি তদুপজীবী চেতাপি দ্রষ্টব্যম্ । শব্দাবিরোধিন্যা তদুপ-  
জীবিন্যা চ যুক্ত্য বিবেচনং মননম্ । যুক্তিচার্থাপত্তিরনুমানং বা । শ্রাদে-  
তৎ । যথা ধর্ম্মে ন পুরুষবুদ্ধিসাহায্যং এবং ব্রহ্মণ্যপি কস্মিন ভবতীত্যত  
ঐ শ্রুতির অর্থ ঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অনুমান অর্থাৎ ঐরূপ অনুমানের দ্বারাই  
ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । ( তাঁহারা আরও মনে করেন, যে-অনুমানের দ্বারা  
জীবের ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রতীতি হয়, শ্রুতি সেই অনুমান স্বীয় ভাষায় অনুবাদনাত্র  
করিয়াছেন ) বস্তুতঃ তাহা নহে । [ নহু...ভ্যাপেতত্বাৎ ] বলিতে পারেন, বা  
ভাবিতে পারেন, ভগবান ঋষি (ব্যাস) সেই অনুমান—ঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অনু-  
মান—এই জন্মাদি-সূত্রে বিবৃতি করিয়াছেন । বস্তুতঃ তাহা নহে । কেন  
না, এ সূত্র বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র ; অনুমান বা যুক্তি গাঁথি-  
বার নহে । নানাস্থানস্থ বেদান্তবাক্য সকল আনীত বা আহৃত হইয়া এই  
সূত্রের দ্বারা বিচারিত বা মীমাংসিত হইবে । অপিচ, ব্রহ্মাবগতি অর্থাৎ  
ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্তবাক্য-বিচার-জনিত-প্রজ্ঞা বিশেষের দ্বারাই নিম্পন্ন হয়,  
অনুমান অথবা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা হয় না । ব্রহ্মই জগৎকারণ ও  
জগদধার, এরূপ অর্থের বেদান্ত বাক্য অনেক আছে । যদি তদ্বাধ্যে বা

বাক্যেষ্ণু জগতোজন্মাদিকারণবাদিষু তদৰ্থগ্রহণদাট্যায়ানু-  
মানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবন্ন নিবার্যতে ।  
শ্রুতৌব চ সহায়ত্বেন তর্কস্থাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ । তথাহি,  
‘শ্রোতবোমন্তব্য’ ইতি শ্রুতিঃ ‘পণ্ডিতোমেধাবী গন্ধারানে-  
বোপসম্পাদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ’ ইতি চ শ্রুতিঃ  
পুরুষবুদ্ধিসাহায্যমাত্মনোদর্শয়তি । ন ধর্মজিজ্ঞাসায়ামিব

আহ।—ন ধর্মজিজ্ঞাসায়ামিব ইতি । শ্রুতাদয় ইতি—শ্রুতীতিহাসপুরাণ-  
স্বতন্ত্রঃ প্রমাণম্ । অনুভবোহন্তঃকরণবৃত্তিভেদঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ । তস্যা-  
হবিদ্যানিবৃত্তিদ্বারেণ ব্রহ্মস্বরূপাবির্ভাবঃ প্রমাণকলম্ । তচ্চ কলমিব ফল-  
মিতি গময়িতব্যম্ । যদ্যপি ধর্মজিজ্ঞাসায়ামপি সামগ্র্যাং প্রত্যক্ষাদীনাং  
ব্যাপারস্তথাপি সাক্ষাৎসত্তি । ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ান্ত-সাক্ষাদনুভবাদীনাং সম্ভবো-  
হনুভবার্থী চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাহ।—“অনুভবাবসানত্বাৎ ।” ব্রহ্মানুভবো ব্রহ্ম-  
সাক্ষাৎকারঃ । পরমপুরুষার্থো নিমৃষ্টনিখিলদুঃখপরমানন্দরূপত্বাদিতি । নহু  
ভবতু ব্রহ্মানুভবার্থী জিজ্ঞাসা তদনুভব এব ত্ৰশক্যঃ । ব্রহ্মগন্তবিষয়ত্বাবোগ্য-  
ত্বাদিত্যত আহ।—“ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য ।” ব্যতিরেকসাক্ষাৎ-

তৎসঙ্গে উক্ত অর্থের পরিপোষক বা দৃঢ়তাকারক অবিনোদী অনুমান থাকে  
ত থাকুক, তাহা আমরা নিবারণ করি না । ( এ সম্বন্ধে আমরা অনুমানের  
প্রাধান্ত স্বীকার করি না বটে ; কিন্তু ) আমরা অনুমানকে—তর্কে—  
যুক্তিকে—শ্রুতির সহায় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকি । তর্ক, যুক্তি বা  
অনুমান, এ সকল শ্রুতির সাহায্যকারী ভিন্ন অস্ত কিছু নহে ; অর্থাৎ তর্ক বা  
যুক্তি এ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে । ( কেন ? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত  
হইবে ) । [ তথাহি...দর্শয়তি ] শ্রুতিও ঐ কথা বলিয়াছেন । যথা—  
“শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক ।” “যেমন কোন বুদ্ধিমান মনুষ্য  
বুদ্ধির সাহায্যে গান্ধার দেশ প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ, আচার্য্যবান্ পুরুষই আচা-  
র্য্যের সাহায্যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ।” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞান-  
বিষয়ে পুরুষবুদ্ধির সহায়তামাত্র স্বীকৃত হইয়াছে । ( পুরুষবুদ্ধি-প্রভব অনুমান  
বা তর্ক ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের সহায়তা করে মাত্র ; কিন্তু প্রমিতিজ্ঞান অসম্ভব  
না । কায়েই তাহা প্রমাণ নহে । যুক্তি বা তর্ক প্রমাণের সহায় মাত্র ;  
প্রমাণ নহে ) ।

[ ন...গচ্ছতীতি ] ধর্মশাস্ত্রোক্ত শ্রুত্যাঙ্গি অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, স্থান,

শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং কিন্তু শ্রুত্যাদয়ো-  
 হনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং, অনুভবাবসানত্বানুভব-  
 বিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্ত । কৰ্তব্যে হি বিষয়ে নানুভবা-  
 পেক্ষাস্তীতি শ্রুত্যাदीনামেব প্রামাণ্যং স্মৃতাং, পুরুষাধীনাভ-  
 লাভত্বাচ্চ কৰ্তব্যস্ত । কৰ্ত্তুমকৰ্ত্তুমন্যাথা বা কৰ্ত্তুং শক্যং

কারস্য বিকল্পরূপো বিষয়বিষয়িভাবঃ । নধেবং ধৰ্মজ্ঞানমহুভবাবসানং  
 তদহুভবস্য স্বয়মপুরুষার্থত্বাং তদহুষ্ঠানসাধ্যত্বাং পুরুষার্থস্য অহুষ্ঠানস্য চ  
 বিনাপ্যহুভবং শাকজ্ঞানমাশ্রাদেব সিদ্ধিরিত্যাহ ।—“কৰ্তব্যে হি” ইত্যাদিনা ।  
 ন চায়ং সাক্ষাৎকারবিষয়তাব্যোগ্যোপ্যবৰ্ত্তমানত্বাং অবৰ্ত্তমানশ্চানবস্থিতত্বাদি-  
 ত্যাহ ।—পুরুষাধীনা ইতি । পুরুষাধীনত্বমেব লৌকিকবৈদিককার্য্যাণা-  
 মাহ ।—কৰ্ত্তুমকৰ্ত্তমিতি । লৌকিকং কার্য্যমনবস্থিতমুদাহরতি ।—“যথা  
 অশ্বেন” ইতি । লৌকিকেনোদাহরণেন সহ বৈদিকমুদাহরণং সমুচ্চিনোতি ।

প্রকরণ ও সমাখ্যা, (২) এ গুলি যেমন ধৰ্মবিজ্ঞান বিষয়ে নির্দিষ্ট  
 প্রমাণ ; ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে ঐগুলি সেরূপ প্রমাণ নহে । ব্রহ্মবিজ্ঞান-  
 বিষয়ে ঐগুলিকে এবং অনুভবপ্রভৃতিকে যথাসম্ভব (যেখানে যাহা  
 খাটে বা সম্ভব হয়) প্রমাণকার্য্য করিতে দেখা যায় । তাহার হেতু  
 এই যে, “ব্রহ্মবিজ্ঞানের অবসান বা চরমফল অনুভব অর্থাৎ বোধগম্য  
 হওয়া এবং তাহার বিষয়ও সিদ্ধ অর্থাৎ চিরনিত্য ।” যাহা কৰ্তব্য—যাহা  
 করিতে হয়—যাহা ক্রিয়ানিষাদ্য—তাহাতে অনুভব অপেক্ষা করে না ।  
 (ধৰ্মও করিতে হয়—জন্মাইতে হয়—তজ্জন্য তাহা অনুভবসাপেক্ষ নহে) ।  
 ঐ কারণেই তাদৃশ বিষয়ে অর্থাৎ কৰ্ম্মনিষাদ্য ধৰ্ম্মাদি-বিষয়ে কেবলমাত্র  
 পূর্বোন্নিখিত শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণ্য আছে ; অনুভব প্রভৃতির প্রামাণ্য  
 নাই । (৩) আরও দেখুন, যাহা কৰ্তব্য—মাহুষ যাহা কৰ্ম্মের দ্বারা বা  
 ক্রিয়ার দ্বারা জন্মায়—তাহার আত্মলাভ বা স্বরূপোৎপত্তি কৰ্ত্তার অধীন ।

(২) এ গুলি পূর্বব্রীমাংশোক্তায় তর্কবিশেষের নাম । ইহারা বেশশব্দকেই প্রমাণ  
 বলিয়া থাকেন এবং বেশশব্দের তাৎপর্য্য অবধারণের জন্য উহাদের মধ্যে ঐ সকল কিচর-  
 গন্ধত বীকৃত হয় । এই গ্রন্থের অন্যস্থানে এ সকল উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিবে ।

(৩) অভিপ্রায় এই যে, ধৰ্ম অনুভবযোগ্য নহে ; এ কারণ ধৰ্মবিষয়ে বাক্য ভিন্ন  
 অন্য কোন প্রমাণের প্রামাণ্য নাই । ব্রহ্ম অনুভবযোগ্য ; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতি, বুদ্ধি,  
 বাক্য, অনুভব, সমস্তই প্রমাণ ।

লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কৰ্ম । যথাহং শেন গচ্ছতি পশুত্যাহন্যাথা বা  
ন গচ্ছতীতি বা, তথাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্নাতি নাতিরাত্রে  
ষোড়শিনং গৃহ্নাতি, উদিতে জুহোতি অহুদিতে জুহোতীতি ।  
বিধিপ্রতিষেধাশ্চাত্ত্বার্থবস্তুঃ স্ত্যঃ বিকল্লোৎসর্গাপবাদাশ্চ ।  
ন তু বস্ত্বেবং নৈবমস্তু নাস্তীতি বা বিকল্ল্যতে । বিকল্লনাস্ত

“তথা অতিরাত্রে” ইতি । কৰ্ত্তৃমকৰ্ত্তৃমিত্যন্তেদমুদাহরণমুক্তম্ । কৰ্ত্তৃমন্তথা  
বা কৰ্ত্তৃমিত্যস্যোদাহরণমাহ—“উদিতে” ইতি । তাদেতৎ । পুরুষস্বাত-  
জ্ঞ্যাৎ কৰ্ত্তব্যো বিধিপ্রতিষেধানামানর্থক্যঃ অতদবীনত্বাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিনিব-  
ন্তোৱিত্যত আহ—“বিধিপ্রতিষেধাশ্চাত্ত্বার্থবস্তুঃ স্ত্যঃ” । গৃহ্নাতীতি বিধির্ন  
গৃহ্নাতীতি প্রতিষেধঃ । উদিতাহুদিতহোময়োৰ্বিধী । এবং নারাহিষ্পর্শন-  
নিষেধো ব্রহ্মৱশ্চ তদ্ধারণবিধিরিত্যেবজ্ঞাতীয়কা বিধিপ্রতিষেধা অর্থবস্তুঃ ।  
কুত ইত্যত আহ—“বিকল্লোৎসর্গাপবাদাশ্চ” । চো হেতৌ । যস্মাদ্গ্রহণাগ্রহ-

কৰ্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারে, না করিতেও পারে, অন্যথা বা  
অন্য প্রকারে করিতেও পারে । লৌকিক বৈদিক যে কিছু কৰ্ম—যে কিছু  
কৰ্ত্তব্য—বা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য—সমস্তই ঐ নিয়মের অধীন । মনে করুন, গমন  
একটা কৰ্ম, গ্রামপ্রাপ্তি তাহার উৎপাদ্য বা কৰ্ত্তব্য । মনুষ্য তাহা ইচ্ছা  
করিলে অশ্বের দ্বারা নির্বাহ করিতে পারে, পায়ের দ্বারাও পারে, অন্য  
উপায়েও পারে এবং না করিলেও পারে । [ তথা...জুহোতীতি ] বৈদিক  
কৰ্মও ঐরূপ । অতিরাত্র নামযজ্ঞে ষোড়শী (৪) গ্রহণ করিবার বিধান  
আছে ; কিন্তু তাহা বাজিকের ঐচ্ছিক । অর্থাৎ বাজিক তাহা লইলেও পারে,  
না লইলেও পারে । হোম একটা কৰ্ত্তব্য কৰ্ম । কিন্তু হোমকৰ্ত্তা তাহা উদয়  
কালে করিলেও করিতে পারেন, অহুদয় কালেও পারেন । [ বিধি...  
বাদাশ্চ ] অধিক কি, ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধি, নিষেধ, বিকল্ল, উৎসর্গ (সাধারণ  
বিধি) ও অপবাদ (বিশেষবিধি) সমস্তই পুরুষপ্রবৃত্তির অধীন । [ ন তু...  
তৎ ] কিন্তু বাহা বস্তু—বাহা আছে—বাহা স্বতঃসিদ্ধ—তাহা ঐরূপ অর্থাৎ  
পুরুষপ্রবৃত্তির অধীন হয় না । তাহা পুরুষবুদ্ধির সাহায্যে “ইহা এইরূপ”  
“উহা আছে” এবং “উহা নাই” ইত্যাদিপ্রকারে বিকল্পিত (ভিন্ন ভিন্ন) হইতে  
পারে না । কখন কখন লোকদিগকে অজ্ঞানপ্রযুক্ত বস্তুবিষয়ে বিকল্পিত



পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ । ন বস্তুযাথাত্মজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্ ।  
কিন্তুহি বস্তুতত্ত্বমেব তৎ । ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা  
পুরুষোবাহন্যোবেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি । তত্র পুরুষোবা-  
হন্যোবেতি স্থিধ্যাজ্ঞানং, স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতত্ত্ব-  
জ্ঞানং । এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতত্ত্বম্ । তত্রৈবঃ

গয়োরুদিতামুদিতহোনয়োশ্চ বিরোধঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে তুল্যবলতরা চ বাধ্য-  
বাধকভাবাভাবে সত্যগত্যা বিকল্পঃ । নারাষ্ট্রস্পর্শনিষেধত্কারণয়োশ্চ  
বিরুদ্ধয়োঃ তুল্যবলতরা ন বিকল্পঃ । কিন্তু স্যামাশ্রয়শাস্ত্র স্পর্শনিষেধস্ত ধারণ-  
বিধিবিষয়েণ বিশেষশাস্ত্রেণ বাধঃ । এতদুক্তং ভবতি ।—কিধিপ্রতিষেধৈর্যেব  
স তাদৃশো বিষয়োহনাগতোৎপাদ্যরূপ উপনীতো যেন পুরুষস্ত বিধিনিষেধা-  
দীনপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরপি স্বাতন্ত্র্যং ভবতীতি । ভূতে বস্তুনি তু নেয়মস্মি  
রিথেত্যাহ ।—ন তু বদ্যেব নৈবমিতি । তদনেন প্রকারবিকল্পো নিরস্তুঃ ।  
প্রকারবিকল্পং নিষেধতি ।—অস্তি নাস্তীতি । তাদেতৎ । ভূতেহপি বস্তুনি  
বিকল্পো দৃষ্টঃ, যথা স্থাণুর্বা পুরুষো বেতি, তৎকথং ন বস্তু বিকল্পত ইত্যত

ও সংশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু সে বিষয়ে সেই অজ্ঞ পুরুষই  
অপরাধী; বস্তু নিরপরাধী। বুদ্ধির অপরাধে সংশয় বা বিকল্প জন্মে;  
কিন্তু বস্তু যেমন তেমনই থাকে। অপর, যাহা বস্তুবিষয়ক যথার্থজ্ঞান  
বা ঠিক জ্ঞান, কদাপি তাহা পুরুষবুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে। তাহা সেই  
বস্তুই অধীন। [ ন হি...তত্ত্বজ্ঞানং ] স্থাণুতে ( ৫ ) “ইহা স্থাণু না মানুষ্যঃ”  
এরূপ সংশয়-জ্ঞান; এবং “ইহা স্থাণুও নহে, মানুষ্যও নহে, অতঃ কিছু”  
এরূপ বিপর্যয়-জ্ঞান হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইবে না। স্থাণুতে স্থাণু জ্ঞান  
হইলেই তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইবে; অন্যথা হইলে তাহা স্থিধ্যাজ্ঞান নাম প্রাপ্ত  
হইবে। তাহার কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান মাজেই বস্তুতত্ত্ব বা বস্তুর অধীন।  
যে বস্তু ব্রহ্মণঃ, সে বস্তুতে তত্রূপ জ্ঞান হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। [ এবং...তত্ত্বম্ ]  
তত্ত্বজ্ঞান ( ঠিক জ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান ) যেমন বস্তুতত্ত্ব বা বস্তুর অধীন, সিদ্ধবস্তু-  
বিষয়ক প্রশ্নের প্রশ্নাণ্যও তেমন সিদ্ধবস্তুর অধীন। [ তত্ত্ব...বিষয়জ্ঞানং ]  
যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মবস্তুরই অধীন; প্রশ্না-  
ণের অধীন নহে। তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম, তাহা সিদ্ধ

( ৫ ) স্থাণু—পাথারহীন বৃক্ষ। ওড়ি বা মুড়ো গাছ।

সত্তি-ব্রহ্মবিজ্ঞানমপি বস্তুতত্ত্বমেব ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ । নতু  
ভূতবস্তুবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেবেতি বেদান্ত-  
বাক্যবিচারণাৎ নর্থিকৈব প্রাপ্তা । ন । ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে সম্বন্ধা  
গ্রহণাৎ । সত্তাবস্তোবাহিকবিষয়বিষয়াণীন্দ্রিয়ানি ন ব্রহ্মবিষ-  
য়াণি । সত্তি-ই ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মণা সম্বন্ধাৎ  
কার্যমিতি গৃহ্যেত । কার্যমাত্রমেব গৃহ্যমাণং কিং ব্রহ্মণা

আহা—বিকল্পনাস্ত ইতি । পুরুষবুদ্ধিঃ অন্তঃকরণং তদপেক্ষা বিকল্পনাঃ  
সংশ্লিষিপর্যাসাঃ স্वासনমনোমাত্রাণ্যোনয়ো বা, যথা স্বপ্নে স্वासনেন্দ্রিয়-  
গনোন্সোনয়ো বা, যথা বা জাগরে স্বাগুর্কা পুরুষো বেতি স্বাগৌ সংশয়ঃ পুরুষ  
এবেতি বা বিপর্যাসঃ, অত্মশব্দেন বস্তুতঃ স্বাগোরত্ম পুরুষস্তাভিধানাৎ,  
ন তু পুরুষত্বং বা স্বাগুত্বং বাহপেক্ষন্তে । সমানধর্মধর্মিত্রাধীনজন্মত্বাৎ ।  
তন্নাৎ যথাবস্ত্বো বিকল্পনা ন বস্তু বিকল্পয়ন্তি বা অত্মত্বয়ন্তি বেত্যর্থঃ ।

অর্থঃ চিরনিত্য । (অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাকারা মনোগুণ্ডি উদ্ভিত হওয়া  
ব্রহ্মব্রহ্মপেরই অধীন ; তাহা ইচ্ছাধীন নহে) । [নতু...নিশ্চেষ্টম্] বলিতে  
পার, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তুই হন—চিরত্বেয়া হন—নিষ্পদ্য বস্তু না হন—তাহা  
হইলে ইহাও বলিতে হইবে যে, তিনি অত্ম প্রমাণেরও (অনুমানেরও) বিষয় ।  
অন্যপ্রমাণের বিষয় বলিলে বেদান্তবাক্যবিচারের প্রয়োজনতা থাকে না ।  
(বরং অনুমানবিচারের প্রয়োজনতাই থাকে) । ইহার প্রত্যুত্তর এই যে,  
না, সিদ্ধ বস্তু হইলেও ব্রহ্ম প্রমাণান্তরের বিষয় নহেন । অর্থঃ তাঁহাতে  
বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ প্রদর প্রাপ্ত হয় না । তাহার হেতু  
এই যে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় (প্রকাশ) নহেন । তৎ-  
কারণে তাঁহাকে সম্বন্ধ (৬) অজ্ঞাত বা অগোচর থাকে । (সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত  
অনুমান জন্মে না; ইহা সকলেই জানেন) । কার্যই বলিতে হইতেছে, ব্রহ্ম-  
বিজ্ঞানে অনুমান প্রমাণের কারণতা নাই । প্রমাণান করিয়া দেখুন;  
ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতাই বহিঃপ্রবৃত্ত এবং তাহাদের বিষয়ও (গ্রাহ বা প্রকাশ)  
বাহিরে । (ইন্দ্রিয়গণ উপরতাই দেখে, অন্তরে কি তাহা দেখিতে, বা গ্রহণ

(৬) ভাবার্থ এই যে, ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহার কারণভূত বৃত্তিকার  
সহিতও সম্বন্ধ হয়, তৎকারণে ঘট দেখিলে তাহার কারণভূত বৃত্তিকা অনুভূত পক্ষ হয় ।  
ব্রহ্ম কখন ইন্দ্রিয়গোচর হন না, হুতমঃ কার্য দেখিয়া তাহার সহিত তৎকারণের সম্বন্ধ থাকে  
যোগ্য হয় না ।

সম্বন্ধং কিমন্যেন কেমচিৎ। সম্বন্ধমিতি ন শক্যং নিশ্চেষ্টুং ।  
তস্মাজ্জ্ঞানাদিসূত্রং নানুমানোপন্যাসার্থম্ । কিন্তু ইহ, বেদান্ত-  
বাক্যপ্রদর্শনার্থম্ । কিং পুনস্তবেদান্তবাক্যং যৎ সূত্রেণ ইহ  
লিখিতমিতি । “ভৃগুর্বে বারুণির্বরুণঃ পিতরমুপসসার  
অধীহি ভগবোব্রহ্ম” ইত্যুপক্রম্যাহ “যাতোবা ইমানি ভূতানি

তত্ত্বজ্ঞানস্ত ন বুদ্ধিতত্ত্বং কিন্তু বস্তুতত্ত্বম্ । অতস্ততোবস্তুবিনিষ্টমৌষধেন্তো ন তু  
বিকল্পনাভ্য ইত্যাহ ।—ন বস্তুবাখ্যাত্মা ইতি । এবমুক্তেন প্রকারেণ ভূতবস্তু-  
বিষয়াণাং জ্ঞানানাং প্রমাণাস্ত বস্তুতত্ত্বতাং প্রমাণ্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য বস্তুতত্ত্বতা-  
মাহ ।—তত্রৈবং সতি ইতি । অত্র চোদয়তি ।—নহু ভূতেতি । যৎ কিল  
ভূতার্থং বাক্যং তৎপ্রমাণান্তরগোচরার্থতয়া অনুবাদকং দৃষ্টম্ । যথা নব্য-  
স্তোরে ফলানি সন্তীতি । যথা চ বেদান্তাঃ । তস্মাদ্ভূতার্থতয়া প্রমাণান্তর-

করিতে বা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে ) । সেই জন্যই সর্বাস্তরতম ব্রহ্ম উহা-  
দের (ইন্দ্রিয়গণের, অবিরর, অগ্রাহ বা অগোচর । হৃদয় বিবেচনা করিয়া দেখুন,  
ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়গণের অবিরর অগ্রাহ বা অগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্রহ্ম-  
স্বরূপ দেখিতে পায় না তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দৃষ্টবস্তুতে  
ব্রহ্মসম্বন্ধ থাকিলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না । ইন্দ্রিয়  
কেবল কার্যভাগটাই দেখে, তাহার কারণভাগ কি তাহা দেখে না বা দেখিতে  
পায় না । সুতরাং কোন কার্যবস্তু (জনা পদার্থ) দৃষ্ট হইলে তাহা ব্রহ্মসম্বন্ধ-  
বিশিষ্ট অথবা অন্য কোন কারণসম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা নির্ণীত হয় না অর্থাৎ  
অনুমানের দ্বারা জানা যায় না । (৭) [ তস্মাৎ...প্রদর্শনার্থম্ ] এই সকল  
ইহাই অবধারিত হইতেছে যে, এই সূত্রটী অনুমান বিচারের নিমিত্ত রচিত  
কারণে হয় নাই; বেদান্তবাক্য মীমাংসার জন্যই লিখিত বা রচিত হইয়াছে ।

[ কিং...বিতম্ ] এই সূত্রের লক্ষ্যভূত বেদান্তবাক্য কি ? কোন্ বেদান্ত-  
বাক্য এ সূত্রের উদাহরণ বা বিচার্য-বিষয় কি ? [ ভৃগু...অভিসংবিশস্তীতি ]  
“বরুণপুত্র ভৃগু পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন । বহিলেন : ভগবন্ !  
আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন ।” ইহা শুনিয়া বরুণ ভৃগুকে বলিলেন :—  
“যাহা হইতে এই সকল ভূত (জন্মানু জীব বা বস্তু) জন্মিতেছে, জন্মিয়া

(৭) ধুমধ্বজস্থলে উভয়ই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য; তৎকারণে ধূমধ্বজের পর ধূমের সহিত  
ধ্বজের জন্যজনকসম্বন্ধ থাকা জানা যায়; কাবেই বহিঃ সত্ত্বা জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম  
মিজ্ঞানহলে সেসকল বিজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই ।

জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বি-  
জিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্ম ইতি । তস্ম চ নির্ণয়বাক্যং “আনন্দা-  
ক্যেব ঋষিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীব-  
ন্ত্যানন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি” ইতি । অন্যান্যাপ্যেবজ্ঞাতীয়-  
কানি বাক্যানি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসর্বজ্ঞস্বরূপকারণবিষয়াণ্যু-  
দাহর্তব্যানি ॥ ২ ॥

দৃষ্টমেবার্থমমুদেবুঃ । উক্তঞ্চ ‘ব্রহ্মণি জগজ্জন্মাদিহেতুকমমুমানং প্রমাণান্তরম্ ।  
এবঞ্চ মৌলিকং তদেব পরিরক্ষণীয়ং ন তু বেদান্তবাক্যানি তদধীনসত্যজ্ঞা-  
নীতি’ । কথং বেদান্তবাক্যগ্রন্থনর্থতা সূত্রাণামিত্যর্থঃ । পরিহরতি ।—  
নেদ্রিয়বিষয়জ ইতি । কস্মাৎ পুনর্নেদ্রিয়বিষয়ত্বং প্রতীচ ইত্যত আহ ।—  
স্বভাবত ইতি । অত এব শ্রুতি :—

‘পর্যাক্ষ ধানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ

তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নাস্তরাশ্বন’ ইতি ।

“সতি হীদ্রিয়” ইতি ।—প্রত্যগাশ্বনস্ববিষয়ত্বমুপপাদিতম্ । যথা চ  
সামান্ততোদৃষ্টমপ্যমুমানং ব্রহ্মণি ন প্রবর্ততে তথোপরিষ্টান্নিগুণতরমুপপাদয়ি-  
ষ্যামঃ । উপপাদিতকৈতদস্মাভির্কিস্তরেণ ত্রায়কণিকায়াম্ । ন চ ভূতার্থতা-  
মাত্রেণাহুবাদতেতুপরিষ্টাহুপপাদয়িষ্যামঃ । তস্মাৎ সর্বমবদাতম্ । শ্রুতিঃ ।—

যদ্বারা জীবিত থাকিতেছে, আবার প্রলয়কালে যাহাতে গিয়া প্রবিষ্ট  
হইবে—লয় প্রাপ্ত হইবে,—তুমি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর—জানিতে ইচ্ছা  
কর—জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকেই লাভ কর—অমুভব কর—তিনিই ব্রহ্ম ।”  
এইরূপ প্রশ্নপ্রতিবচনের পর, যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল—তাহা এই :—  
“এই সকল ভূত আনন্দ হইতে জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত  
থাকিতেছে, আবার অন্তকালে ইহারা আনন্দে গিয়া প্রবিষ্ট হইবে বা  
লীন হইবে ।” এই বেদান্তবাক্যই ( তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা ) এ সূত্রের  
বিষয় অর্থাৎ ইহারই নীমাংসার জন্য জন্মাদি-সূত্রের প্রবৃতি । [ অজ্ঞাত  
উদাহর্তব্যানি ] এতদ্বিধি ব্রহ্ম ভাবের অন্যান্য বেদান্তবাক্য—যাহা নিত্য-  
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি জগৎকারণ ব্রহ্মের অবিবেচক—  
তাহাও এ সূত্রের উদাহরণার্থ সংগ্রহ করিতে হইবে ।

জগৎকারণত্বপ্রদর্শনে সৰ্বজ্ঞঃ ত্রৈলোক্যপকিপ্তস্তদেব  
দ্রুতরম্ভাহ ।

## শাস্ত্রযোনিহাং ॥ ৩ ॥ \*

মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্তাহনেকবিদ্যাংস্থানোপবৃংহিতস্য

‘যতো বা’ ইতি জন্ম দর্শয়তি । ‘যেন জাতানি জীবন্তি’ ইতি জীবনং স্থিতিম্ ।  
‘যং প্রযন্তি’ ইতি তত্রৈব লয়ম্ । “তস্য চ নির্ণয়ব্যাক্যম্” । অত্র চ প্রধা-  
নাদিসংশয়ে নির্ণয়ব্যাক্যং ‘অনন্দাক্ষোব’ ইতি । এতদ্বাক্যং ভবতি ।—যথা রজ্জ-  
জ্ঞানসহিতরজ্জুপাদানাদি রজ্জাং সত্যামন্তি রজ্জামেব চ লীয়তে এবম-  
বিদ্যাসহিতত্রৈলোক্যপাদানং জগৎ ত্রৈলোক্যোবাহন্তি তত্রৈব চ লীয়তে ইতি সিদ্ধম্ ।

স্বত্রাস্তরমবতারয়িতুং পূৰ্ব্বস্বত্রসঙ্গতিমাহ ।—জগৎকারণত্বপ্রদর্শনে ইতি ।

ন কেবলং জগদ্যোনিহাদস্য ভগবতঃ সৰ্বজ্ঞতা শাস্ত্রযোনিহাদপি  
বোদ্ধব্যম্ । শাস্ত্রযোনিহাস্য সৰ্বজ্ঞতাসাধনত্বং সমর্থয়তে ।—“মহত ঋগ্বেদাদেঃ  
শাস্ত্রম্” ইতি । চাতুৰ্ভূত্যা চাতুরাশ্রম্য চ যথাযথং নিবেকাদিশাশানাস্তাহ

[ জগৎ...আহ ] পূৰ্ব্বস্বত্রে “ত্রৈলোক্যজগৎকারণ” এইরূপ বলিয়া বা সিদ্ধান্ত  
করায় ত্রৈলোক্যসার্বজন্য-শক্তির উপক্ষেপ (৮) করা হইয়াছে । অর্থাৎ ত্রৈলোক্য যে  
সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তি, তাহাও বলা হইয়াছে । সেই অস্পষ্ট অর্থ বিস্পষ্ট  
করিবার জন্য—শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য—বলিতেছেন অর্থাৎ  
স্বত্রাস্তর উপদেশ করিতেছেন । (৯)

[ মহত...ত্রৈলোক্য ] যে মহান্ শাস্ত্র—ঋগ্বেদ প্রভৃতি মহাশাস্ত্র নানাবিধ্যার

(৮) এক অর্থের বলে অন্য অর্থ লভ হইলে তাহা উপক্ষেপ আখ্যা প্রাপ্ত হয় ।  
ইহার অন্য নাম বাস্তবার্থ ও পার্থক্যার্থ । কখন কখন এরূপ অর্থকে ভাবার্থ শব্দেও উল্লেখ  
করা যায় । এহলে জগৎকারণ শব্দের দ্বারা এইরূপও অর্থ উপলব্ধ হইতেছে যে “ত্রৈলোক্যবধন  
সৰ্বজগৎকারণ, তখন অবশ্যই তিনি সৰ্বজগৎ জানেন,” ইত্যাদি ।

\* শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদেঃ যোনিঃ কারণম্ । শাস্ত্রযোনিহাং শাস্ত্রকারণত্বং হেতোঃ সৰ্বজ্ঞঃ  
ত্রৈলোক্য । অথবা শাস্ত্রমেক কারণং উপাদেয়স্য স্বরূপাবগতো ।—যেহেতু তিনি সৰ্বজ্ঞত্বা মহান্  
শাস্ত্রের যোনি (উৎপত্তি স্থান) অথবা শাস্ত্রই যাহাকে জানিবার একমাত্র উপায়—সেই হেতু  
তিনি সৰ্বজ্ঞ । ইহার উপপাদক যুক্তিসমূহ ভাবানুবাদে ব্যক্তি আছে । (বেদানে ২।৩  
প্রকার অর্থ থাকে; সে স্থলে বক্তা নিজের মত সম্বন্ধেই বলেন । এতদ্ব্যস্মিন বুদ্ধিতে  
হইবে যে, শেষোক্ত ব্যাখ্যা ইচ্ছাচারীক অস্তিত্যঃ) ।

প্রদীপবৎ সৰ্বার্থাবদ্যোতিনঃ সৰ্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং  
ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সৰ্বজ্ঞ-  
গুণাশ্ৰিতস্য সৰ্বজ্ঞাদন্ততঃ সম্ভবোহস্তি। যদ্যদ্বিস্তরার্থং  
শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি যথা ব্যাকরণাদি  
পাণিনিয়াদেজ্জৈকদেশার্থমপি স ততোপাধিকতরবিজ্ঞান-  
ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য  
দেবতির্য্যাক্‌নুস্ম্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতো ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য

ব্রাহ্মমূর্ত্তোপক্রমপ্রদোষপরিসমাপনীয়াম্ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকৰ্ম্মপদ্ধতিম্  
ব্রহ্মতত্ত্বে চ শিষ্যাণাং শাসনাৎ শাস্ত্রমৃগেদাদি অতএব মহাবিষয়ত্বাৎ মহৎ।  
ন কেবলং মহাবিষয়ত্বেনাস্য মহত্বম্। অপি জ্ঞনেকাক্ষোপাক্ষোপকরণতয়া  
ইপীত্যাহ।—“অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য”। পুরাণন্যায়মীমাংসাম্বয়ো দশ  
বিদ্যাস্থানানি তৈস্তয়া তয়া দ্বারোপকৃতস্য। তদনেন সমস্তশিষ্টজনপরিগ্রহে-  
ণাপ্রামাণ্যশঙ্কাহ্যপ্যাকৃত্য। পুরাণাদিপ্রণেতারো হি মৰ্হবরঃ শিষ্টাশ্চৈস্তয়া  
তয়া দ্বারা বেদান্ ব্যাচক্ষাণৈস্তদর্থং চাদরেণামুতিষ্ঠতিঃ পরিগৃহীতো বেদ  
ইতি। ন চায়মনববোধকো নাপ্যস্পষ্টবোধকো যেনাপ্রমাণং স্যাদিত্যাহ।—  
“প্রদীপবৎ সৰ্বার্থাবদ্যোতিনঃ”। সৰ্বমর্থজাতং সৰ্বথা অববোধয়ন্ নানব-  
বোধকো নাপ্যস্পষ্টবোধক ইত্যর্থঃ। অতএব “সৰ্বজ্ঞকল্পস্য” সৰ্বজ্ঞসদৃশস্য।  
সৰ্বজ্ঞস্য হি জ্ঞানং সৰ্ববিষয়ং শাস্ত্রস্যাপ্যভিধানং সৰ্ববিষয়মিতি সাদৃশ্যম্।  
তদেবমত্বয়মুক্তম্। ব্যতিরেকমাহ।—“ন হীদৃশস্য” ইতি। সৰ্বজ্ঞস্য গুণঃ সৰ্ব-  
বিষয়তা তদবিত্তং শাস্ত্রম্। অস্যাপি সৰ্ববিষয়ত্বাৎ। উক্তমর্থঃ প্রমাণয়তি—

আকর, সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের ন্যায় সৰ্বাবভাসক  
সুতরাং সৰ্বজ্ঞত্বা—সেই ঋগ্বেদ প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উদ্ভবস্থান ব্রহ্ম।

[ ন হি...সম্ভবোহস্তি ] সৰ্বজ্ঞ ব্রহ্ম ভিন্ন অত্র কোন অল্পজ্ঞ হইতে তদ্রূপ  
সৰ্বগুণাশ্রিত মহৎ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। [ যদ...লোকে ]  
যে-পুরুষ হইতে যে-বিপুলার্থ শাস্ত্র জন্মে, সে-পুরুষে সে-শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক  
জ্ঞান থাকে, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। পাণিনীয় শাস্ত্রে (ব্যাকরণে)  
যে-জ্ঞান লব্ধ হয়, সে-জ্ঞান অপেক্ষা পাণিনি মুনির অনেক অধিক জ্ঞান  
ছিল। [ কিমু...সম্ভবঃ ] অতএব, অসংখ্যশাখাসম্বিত, দেব তির্য্যাক্‌ নুস্ম্য  
বর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নানা প্রবিভাগের তেজ, সৰ্বজ্ঞানের আকর-সুতরাং

সর্বজ্ঞানাকরস্যা প্রযত্নেনৈব লীলাশ্রায়েন পুরুষনিষ্ঠাসবদ-  
যস্মান্নহতোভূতাদ্যোনেঃ সম্ভবঃ—‘অস্য মহতোভূতস্য নিষ্-  
সিতমেতদ্যদ্বৈদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ—তস্য মহতোভূতস্য নির-  
তিশয়ং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বঞ্চৈতি ।

অথবা যথোক্তমুখেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণ-  
মস্য ব্রহ্মণো যথাবৎস্বরূপাধিগমে । শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ

“যদ্ যদ্ বিস্তারার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি” “স পুরুষবিশেষ-  
স্ততোহপি শাস্ত্রাদধিকতরবিজ্ঞানঃ” ইতি যোজনা । অদ্যত্বেহপ্যস্মদাদিভির্ষৎ  
সমীচীনার্থবিষয়ং শাস্ত্রং বিরচ্যতে তত্রাস্মাকং বক্তৃগাং বাক্যাৎ জ্ঞানমধিক-  
বিষয়ম্ । ন হি তে তে অসাধারণধর্ম্মা অমুভূয়মানা অপি শক্যা বক্তৃনাম্ ।  
ন খণ্ডিকুক্ষীরগুড়াদীনাং মধুররসভেদাঃ শক্যাঃ সরস্বত্যা প্যাথ্যাত্মনাম্ । বিস্ত-  
রার্থরূপি বাক্যাং ন বক্তৃজ্ঞানেন তুল্যবিষয়মিতি কথয়িতুং বিস্তরগ্রহণম্ ।  
সোপনয়ং নিগমনমাহ—“কিমু বক্তব্যমিতি । বেদস্ত যস্মাৎ মহতো  
ভূতাৎ যোনেঃ সম্ভবঃ তস্ত মহতোভূতস্ত ব্রহ্মণো নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্বং সর্ব-  
শক্তিত্বঞ্চ কিমু বক্তব্যমিতি যোজনা । “অনেকশাখ” ইতি ।—অত্র চানেক-  
শাখাভেদভিন্নস্তেত্যাদিঃ সম্ভব ইত্যস্ত উপনয়ঃ । তস্যোত্যাদি সর্বশক্তিত্ব-  
ক্ষেত্যস্তং নিগমনম্ । “অপ্রযত্নেনৈব” ইতি ।—ঈষৎপ্রযত্নেন, যথা অলবণা  
যবাগুরিতি । দেবর্ষয়ো হি মহাপরিশ্রমেণাপি যত্রাশক্তান্তদন্বয়ীষৎপ্রযত্নেন  
লীলয়ৈব করোতীতি নিরতিশয়মস্ত সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বক্ষেত্যস্তং ভবতি ।  
অপ্রযত্নেনাহস্ত বেদকর্তৃত্বে ঋতিকৃত্তা ‘অস্ত মহতোভূতস্ত’ ইতি । যেহপি  
তাবৎগীনাং নিত্যত্বমাস্থিবত তৈরপি পদবাক্যাদীনামনিত্যত্বমভ্যুপেতব্যম্ ।

সর্বজ্ঞকল্প ঋথেদাদি শাস্ত্রসমূহ যে-মহদ্ভূত ( স্বতঃসিদ্ধ বা চিরনিত্য ) হইতে  
জন্ম লাভ করিয়াছে, সে মহদ্ভূত যে নিরতিশয়সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি, এ কথা  
বলা বাহুল্য । [ অস্ত...ক্ষেতি ] ঋথেদাদি শাস্ত্র যে মহদ্ভূত ( ব্রহ্ম ) হইতে  
উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ঋতি স্বয়ং “বাহ্য ঋথেদ—তাহা সেই মহদ্ভূত হইতে  
নিঃস্রবিতের গ্রাম বিনা আরাগে উৎপন্ন হইয়াছে ।” ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত  
করিয়াছেন ।

[ অথবা...অভিপ্রায়ঃ ] অথবা, একমাত্র ঋথেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মতত্ত্ব-জানিবার  
কারণ বা বোধক হেতু । অর্থাৎ, কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব

জগতোজন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ  
শাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্বসূত্রে, যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত-  
ইত্যাদি। কিমর্থস্তুহি ইদং সূত্রং, যাবতা পূর্বসূত্র এবৈত-  
জ্জাতীয়কং শাস্ত্রমুদাহরতা শাস্ত্রযোনিঃ ব্রহ্মণোদর্শিতম্।  
উচ্যতে। তত্র সূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্যানুপাদানাজ্জন্মাদি-  
সূত্রেণ কেবলমনুমানমুপন্যস্তমিত্যাশঙ্কেত তামাশঙ্কাং নিবর্ত-  
য়িতুমিদং সূত্রং প্রববৃতে শাস্ত্রযোনিহাদিতি ॥ ৩ ॥

আনুপূর্বীভেদবস্তো হি বর্ণাঃ পদম্। পদানি চানুপূর্বীভেদবস্তি বাক্যম্।  
ব্যক্তিম্বশ্চানুপূর্বী ন বর্ণম্বশঃ। বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চ কালতো  
দেশতো বা পৌৰ্ব্বাপর্য্যায়োগাৎ। ব্যক্তিশানিত্যোতি কথং তদ্ব্যপগৃহীতানাং  
বর্ণানাং নিত্যানামপি পদতা নিত্য। পদানিত্যতয়া চ বাক্যাদীনামপ্য-  
নিতাতা ব্যাখ্যাতা। তস্মাদ্ভ্যাস্তানুপূর্বকরণং পদান্যনুপূর্বকরণম্। যথা হি যাদৃশং  
গাত্রচলনাদি নর্তকঃ কৰোতি তাদৃশমেব শিক্ষ্যমাণাহু্যকরোতি নর্তকী ন তু  
তদেব ব্যনক্তি এবং যাদৃশীমানুপূর্বীং বৈদিকানাং বর্ণপদাদীনাং কৰোতা-  
ধ্যাপয়িতা তাদৃশীমেবাহু্যকরোতি মাণবকো ন তু তামেবোচ্চারয়তি।  
আচার্য্যব্যক্তিভ্যো মাণবকব্যক্তীনামন্যত্বাৎ। তস্মাদ্ভিত্যানিত্যবর্ণবাদীনাং  
ন লৌকিকবৈদিকপদবাক্যাদিপৌরুষেয়ত্বে বিবাদঃ কেবলং বেদবাক্যেষু  
পুরুষস্বাতন্ত্র্যাস্বাতন্ত্র্যে বিপ্রতিপত্তিঃ। যথাহঃ।—

উপলব্ধ হয়, অল্প প্রমাণে হয় না, এইরূপ অর্থ কর। [ তৎ...ইত্যাদি ]  
যে শাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্ম জানা যায়, সে শাস্ত্র পূর্বসূত্রে “যাহা হইতে এই  
সকল জন্মিয়াছে” ইত্যাদিক্রমে বলা হইয়াছে। [ কিমর্থং...দর্শিতম্ ]  
বলিতে পার য়ে, যদি পূর্বসূত্রেই সে সকল শাস্ত্র বলা হইয়া থাকে,  
অর্থাৎ ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার এ সূত্রের  
প্রয়োজন কি? [ উচ্যতে ] বলিতেছি। [ তত্র...হাদিতি ] পূর্বসূত্রটি শাস্ত্র-  
যোনিবোধক অক্ষরে গ্রথিত হয় নাই। তজ্জন্ত উহাতে শাস্ত্রযোনিবোধক  
অর্থের অস্পষ্টতা আছে। অস্পষ্টতা থাকায় লোকের মনে আশঙ্কা হইতে  
পারে যে, জন্মাদিসূত্রে কেবল অনুমানপ্রণালীই প্রদর্শিত হইয়াছে, শাস্ত্র-  
যোনিই দেখান হয় নাই। অতএব, তাদৃশ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্ত  
ও যুক্তিযুক্ত অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্ত পুনরপি এই সূত্র অবতারণিত হইল।



কথং পুনত্র প্রমাণং শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমুচ্যতে, যাবতা আত্ম-  
য়স্য ক্রিয়ার্থহাদানর্থক্যমতদর্থানামিতি ক্রিয়াপরত্বং শাস্ত্রস্য  
প্রদর্শিতং, অতোবেদান্তানামানর্থক্যমক্রিয়ার্থহাৎ । কর্তৃ-  
দেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা ক্রিয়াবিধিশেষত্বমুপাসনাদি-  
ক্রিয়াস্তরবিধানার্থং বা । ন হি পরিনিষ্ঠিতবস্তুপ্রতিপাদনং

‘যত্নতঃ প্রতিবেধ্য নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা’ ।

তত্র সৃষ্টিপ্রলয়মনিচ্ছন্তো জৈমিনীয়া বেদাধ্যয়নং প্রত্যশ্চাদৃশগুরুশিষ্য-  
পরম্পরামবিচ্ছিন্নামনাদিমাচক্ষতে । বৈয়াসিকস্ত মতমমুর্বর্তমানাঃ শ্রুতি-  
স্মৃতিতীহাসাদিসিদ্ধ-সৃষ্টিপ্রলয়ানুসারেণাহনাদ্যবিদ্যোপধানলক-সর্বশক্তিজ্ঞান-  
স্তাপি পরমাত্মনো নিত্যস্ত বেদানাং যোনেরপি ন তেহু স্বাতন্ত্র্যং । পূর্বপূর্ব-  
সর্গানুসারেণ তাদৃশতাদৃশানুপূর্বীবিরচনাৎ । যথা হি যাগাদিব্রহ্মহত্যাদয়ো-  
হর্থানর্থহেতবো ব্রহ্মবিবর্তা অপি ন সর্গান্তরে বিপরীয়ন্তে । ন হি জ্ঞাতু কচিৎ  
সর্গে ব্রহ্মহত্যাহর্থহেতুরনর্থহেতুশ্চাম্মেধোভবতি, অগ্নিকা রেদয়তি, আপোবা  
দহন্তি, তদ্বৎ । যথাহত্র সর্গে নিয়তানুপূর্ব্যং বেদাধ্যয়নমভ্যাদয়নিঃশ্রেয়সহেতু-  
রত্থথা তদেব বাধ্যজ্ঞতয়াহনর্থহেতুঃ, এবং সর্গান্তরেষপীতি তদমুরোধাৎ

আপত্তি ।—[ কথং...উচ্যতে ] ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণক অর্থাৎ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রের  
প্রতিপাদ্য ইহা তুমি কিপ্রকারে বলিতে পার ? অর্থাৎ বলিতে পার না ।  
[ যাবতা...অক্রিয়ার্থহাৎ ] তাহার হেতু এই যে, জৈমিনি মুনি বিচার-  
পূর্বক দেখাইয়াছেন, আত্মার (বেদ) মাত্রেই ক্রিয়াপ্রতিপাদক এবং যাহা  
ক্রিয়াপ্রতিপাদক তাহাই প্রমাণ । যাহা ক্রিয়াপর নহে—তাহা নিরর্থক ও  
অপ্রমাণ । (১) সূতরাং বেদান্ত সকল (বেদের উপনিষত্তাগ) অক্রিয়ার্থ  
বলিয়া, ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে বলিয়া, স্বার্থশূন্য অর্থাৎ স্বার্থে অপ্রমাণ ।  
[ কর্তৃ...বা ] বেদান্তের মধ্যে কর্তৃপুরুষের ও দ্রব্যদেবতাদির প্রকাশ থাকার  
উহাকে কর্মবিধির অঙ্গ বলিতে পার, অথবা উহাকে উপাসনা-নামক অন্য  
এক প্রকার কর্মের বিধায়ক বলিতেও পার । স্বতন্ত্ররূপে কর্মবোধক বা  
সিদ্ধবস্তুপ্রতিপাদক, এ দু-এর কিছুই বলিতে পার না । [ ন হি...বস্তুনঃ ]  
বেদান্ত পরিনিষ্ঠিত (সর্বতোভাবে ও নিশ্চিতরূপে স্থিত অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা

(১) ভাবার্থ এই যে, শাস্ত্রের ক্রিয়াবোধক অংশই প্রমাণ; অবশিষ্ট অপ্রমাণ । বিধি  
নিবেধ তিন্ন অন্যান্য অংশ সকল অপ্রমাণ ।

সম্ভবতি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ । তৎপ্রতি-  
পাদনে চ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ । অতএব

সর্বজ্ঞোহপি সর্বশক্তিরপি পূৰ্বপূৰ্বসর্গাত্মসারেণ বেদান্ বিরচয়ন্ত স্বতন্ত্রঃ ।  
পুরুষাত্মাত্মাত্মাত্মপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি । তচ্চাত্মাকমপি  
সমানমন্যাত্মাভিনিবেশাৎ । ন চৈকম্ প্রত্যভানেহনাশ্বাস ইতি যুক্তম্ ।  
ন হি বহুনামপ্যজ্ঞানাং বিজ্ঞানাং বা আশয়দোষবতাং প্রতিভানে যুক্ত  
আশ্বাসঃ । তত্ত্বজ্ঞানবতশ্চাপান্তসমস্তদোষৈক্যস্যাপি প্রতিভানে যুক্ত এবা-  
শ্বাসঃ । সর্গাদিত্যুবাং প্রজাপতিদেববীণাং ধৰ্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্যসম্পন্নানা-  
মুপপদ্যতে তৎস্বরূপাবধারণং তৎপ্রত্যয়েন চার্বাকীনাংনামপি তত্র সম্ভ্রাত্যয়ঃ ।  
ইত্যুপপন্নং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রবোনিৎ শাস্ত্রস্ত চাপৌরুষেয়ত্বং প্রামাণ্যক্ষেতি ।

বর্ণকান্তরমারভতে।—“অথ বা” ইতি । পূৰ্বেণাধিকরণেন ব্রহ্মস্বরূপ-  
লক্ষণাসম্ভবশক্তাং বৃন্দস্ত লক্ষণসম্ভব উক্তঃ । তত্শৈব তু লক্ষণস্যানেনাত্মমান-  
দ্বাশঙ্ক্যমপাকৃত্যাগমোপদর্শনেন ব্রহ্মণি শাস্ত্রং প্রমাণযুক্তম্ । অক্ষরার্থভূতি-  
রোহিতঃ ।

নিত্যসং) বস্তু প্রতিপাদন করে, এ কথা অসম্ভব । তাহার কারণ এই যে,  
তাদৃশ বস্তু প্রত্যক্ষাদির বিষয় ; শাস্ত্রের বিষয় নহে । (২) [ তৎ...ভাবাৎ ]  
যদি বল, বেদান্ত তাহাই বলে, তাহাই প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে  
বেদান্তশাস্ত্র নিশ্চিত অপুরুষার্থ অর্থাৎ শ্রোতৃপুরুষের অপ্ৰয়োজনীয়, ইহা  
স্বীকার্য্য হইবে । (৩) [ অত...যুক্তম্ ] এইজন্ত, যে যে বেদান্তে জিজ্ঞা-

(২) তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য প্রত্যক্ষগম্য অথবা অসুমানগম্য, শাস্ত্র তাহা বলেন না ।  
“অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্” বাহ্য কেহ জানে না, বাহ্য অন্য উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল  
তাহাই জানান্ বা উপদেশ করেন । বাহ্য আছে, বাহ্য স্বতঃসিদ্ধ, অবশ্য তাহা ইন্দ্রিয়াদির  
গ্রাহ্য হয় । হুতরাং তাদৃশ সিদ্ধ-বস্তুর উপদেশ শাস্ত্রের পক্ষে অনর্থক । বেদান্ত যদি সিদ্ধ-  
বস্তুর অর্থাৎ নিত্য সং বস্তুর প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি নিরর্থক  
ও প্রত্যক্ষাদির অস্ববাদ মাত্র হইবেন ।

(৩) বিধি নিবেদন না দেখিলে, অর্থাৎ গ্রহণ করিতে হইবে, কি ভাগ্য করিতে হইবে,  
তাহা না বুঝাইলে, কেবলমাত্র “অমুক” “ইহা অমুক” “তাহা হইয়াছিল” ইত্যাদিপ্রকার  
উদাসীন বাক্যে কোন কলোদয় হয় না । সেরূপ বাক্য ভাসিয়া যায় । কেন না তাহা প্রযুক্তি  
নিবৃত্তির সাধক বা বাধক কিছুই নহে । সমুদ্র তাহা শুনিয়াও শুনে না, এবং প্রয়োজন  
নাই বলিয়া উপেক্ষা করে । কাবেই বলিতে হইতেছে, বেদান্ত যদি বিধি নিবেদন বাহিষ্ঠ  
হয়—সিদ্ধমাত্রের বোধক হয়—তাহা হইলে অবশ্য তাহা ভাসিয়া বাইবে, উপেক্ষিত হইবে,  
প্রয়োজনীয় বা পুরুষার্থ হইবে না ।

সৌরোদীদিত্যাদীনাগানর্থক্যং মাভূদিতি বিধিনাস্ত্বেকবাক্য-  
ত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্ম্যরিতি স্তাবকত্বেনার্থবদ্ব্যুক্তম্ ।

শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমুক্তং ব্রহ্মণঃ প্রতিজ্ঞামাত্রেন তদনেন সূত্রেণ প্রতিপাদনীয়-  
মিত্যাৎসূত্রং পূর্বপক্ষমারচয়তি ভাষ্যকারঃ ।—“কথং পুন”রিতি । কিমা-  
ক্ষেপে । শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবতয়োগপেক্ষণীয়ং ব্রহ্ম ভূতমভিধতাং বেদাস্তা-  
নামপুরুষার্থোপদেশিনামপ্রয়োজনত্বাপত্তেঃ, তৃতার্থত্বেন চ প্রত্যক্ষাদিভিঃ  
সমানবিষয়তয়া লৌকিকবাক্যবৎ তদর্থানুবাদকত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ । ন  
খলু লৌকিকানি বাক্যানি প্রমাণান্তরবিষয়মর্থমববোধয়ন্তি স্বতঃ প্রমাণম্ ।  
এবং বেদাস্তা অপীত্যানপেক্ষত্বলক্ষণং প্রামাণ্যমেবাং ব্যাহিত্যেত । ন চ  
তৈরপ্রমাণৈর্ভবিতুং যুক্তম্ । ন চাপ্রয়োজনৈঃ । স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যাপাদিত-  
প্রয়োজনত্বনিয়মাৎ । তস্মাত্তদ্বিহিতকর্ম্মাপেক্ষিতকর্তৃদেবতাদিপ্রতিপাদন-  
পরত্বেনৈব ক্রিয়ার্থত্বম্ । যদি তস্মিন্ধনাত্তৎপরত্বং ন রোচয়ন্তে ততঃ সন্নি-  
হিতোপাসনাদিক্রিয়াপরত্বং বেদাস্তানাম্ । এবং হি প্রত্যক্ষাদ্যানধিগত-  
গোচরত্বেনানপেক্ষতয়া প্রামাণ্যঞ্চ প্রয়োজনবত্বঞ্চ সিধ্যতীতি তাৎপর্যার্থঃ ।  
পারমর্ষস্বত্রোপভাসস্তু পূর্বপক্ষদাঢ্যায় । আনর্থক্যঞ্চাপ্রয়োজনত্বম্ । সাপেক্ষ-  
তয়া প্রামাণ্যপাদকত্বঞ্চানুবাদকত্বাদিতি । “অত” ইত্যাদি “বা” ইত্যন্তং  
গ্রাহকবাক্যম্ । অস্যা বিভাগভাষ্যং “ন হি” ইত্যাদি “উপপন্ন বা” ইত্যন্তম্ ।

প্রতিপাদক নহে, সেই সেই বেদাংশের আনর্থক্যানিবারণজন্ত, জৈমিনি মুনি  
বলিয়াছেন, “তিনি রোদন করিলেন” (৪) ইত্যাদি বিধ বেদবাক্য অর্থাৎ  
বিধি-নিষেধ-বাহিভূত বেদবাক্য, বিধির সহিত একযোগ হইয়াই অর্থ  
ব্যক্ত করে; স্বতন্ত্ররূপে করে না। তাদৃশ বেদভাগ একবারে নিরর্থক বা  
নিপ্রয়োজনীয়, ইহাও স্বীকার করা যায় না। কায়েই বিধির সহিত সে  
সকলের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকতা অঙ্গীকার করিয়া এইরূপ  
সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাদৃশ বাক্য সকল বিধিবাক্যের স্তাবক বা স্তুতি-  
কারক। অর্থাৎ স্তুতিই তাদৃশ বাক্যের অর্থ, স্তুতি ভিন্ন অন্য কোন পৃথগর্থ  
নাই। ( ফলিতার্থ এই যে, অক্ষর অনুসারে যে অর্থ লব্ধ হয় সে অর্থ অর্থই  
নহে; পরন্তু তাৎপর্য অনুসারে বাহা পাওয়া যায়, তাহাই তাহার অর্থ

(৪) “সেই রূপ রোদন করিলেন। তাহাতে তাহার অশ্রুপাত হইল। তাহাতে  
রজত ( রূপা ) হইল।” বেদে এইরূপ একটা গল্প আছে। গল্পের শেষে রজতের নিন্দা আছে।  
এরূপ নিন্দার দ্বারা সে যজ্ঞে রজত দিতে নাই, এইরূপ বিধান হইয়াছে। রজত দক্ষিণা  
দিবে না, ইহাই উক্ত গল্পের অর্থ; অন্য কোন অর্থ নাই। রোদন, অশ্রুপাত, তাহা রূপা  
হওয়া, এ সকল ( অক্ষর-লব্ধ ) অর্থ অর্থই নহে। অর্থাৎ উহার এরূপ অর্থ অপ্রমাণ।

মন্ত্রাণাঞ্চেষেহাদীনাং ক্রিয়াতৎসাধনাভিধায়িচ্ছেন কৰ্মসম-  
বায়িত্বমুক্তম্। ন কচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরে-  
ণার্থবতা দৃষ্টোপপন্ন বা। ন চ পরিনিষ্ঠিতে বস্তুরূপে  
বিধিঃ সম্ভবতি, ক্রিয়াবিষয়ত্বাধিধেঃ। তস্মাৎ কৰ্ম্মাপেক্ষিত-  
কৰ্ত্তৃস্বরূপদেবতাদিপ্রকাশনেন ক্রিয়াবিধিশেষত্বং বেদান্তা-

স্যাদেতৎ। অক্রিয়ার্থেহপি ব্রহ্মস্বরূপবিধিপরা বেদান্তা ভবিষ্যন্তি, তথা চ  
বিধিনা ত্বেকবাক্যাদিতি রাষ্ট্রাস্তহুত্রমহুগ্রহীযতে। ন খবপ্রবৃত্তপ্রবর্তনমেব  
বিধিঃ। উৎপত্তিবিধেরজাতজ্ঞাপনার্থত্বং। বেদান্তানাঞ্চাজাতং ব্রহ্ম জ্ঞাপয়তাং  
তথাভাবাদিত্যত আহ।—“ন.চ পরিনিষ্ঠিত” ইতি। অনাগতোৎপাদ্যভাব-  
বিষয় এব হি সৰ্ব্বো বিধিরূপেয়োহধিকারবিনিয়োগপ্রয়োগোৎপত্তিরূপাণাং  
পরস্পরাবিনাভাবাৎ। সিদ্ধে চ তেষামসম্ভবাৎ তদ্বাক্যানাং ত্বেদম্পৰ্য্য  
ভিদ্যতে। যথা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বৰ্গকাম ইত্যাদিভ্যোহধিকারবিনিয়োগ-  
প্রয়োগাণাং প্রতিলম্বাদগ্নিহোত্রং জুহোতীতুৎপত্তিমাত্রপরং বাক্যম্। ন  
ত্বত্র বিনিয়োগাদয়ো ন সন্তি সম্ভোপন্যাতোল্লঙ্ঘ্যাৎ কেবলমবিধিক্রিয়াঃ।  
তস্মাৎ ভাবনাবিষয়ো বিধির্ন সিদ্ধে বস্তনি ভবিতুমর্হতীতি। উপসংহরতি।  
—তস্মাদিতি। অজ্ঞাক্রটিকারণমুক্ত। পক্ষান্তরমুপসংক্রামতি।—“অথ” ইতি।  
এবঞ্চ সত্যাক্তরূপে ব্রহ্মণি শব্দস্যাতাৎপর্য্যং প্রমাণান্তরেন যাদৃশমস্যা রূপং

এবং সেই অর্থেই তাহার প্রামাণ্য)। [মন্ত্রাণাং...মুক্তম্] বেদের  
মন্ত্রভাগেরও আক্ষরিক অর্থে প্রামাণ্য নাই, কিন্তু ক্রিয়াসাধক দ্রব্যদেব-  
তাদির প্রকাশকরূপে সে সকলের প্রামাণ্য আছে। এ কথা জৈমিনি  
মুনি স্বকৃত মীমাংসাসূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। [ন...বা] অতএব, বিধি-  
সংস্পর্শ ব্যতিরেকে কোনও বেদের বা বেদবাক্যের প্রকৃত সার্থক্য দৃষ্ট  
হয় না, এবং উপপন্নও হয় না। [ন চ...বিধেঃ] যাহা বস্তু—পরি-  
নিষ্ঠিত—যাহা আছে বা নিত্যসৎ—তাহাতে বিধিসম্ভব হয় না। তাহার  
কারণ এই যে, বিধিমাত্রেই ক্রিয়াশ্রিত ও কৰ্ত্তব্যবিষয়েই সম্ভব হয়।  
যাহা করা যায় না—যাহাকে কিছু করিতে পারা যায় না—কোনও কালে  
তাহা বিধির বিষয় হয় না। [তস্মাৎ...বেদান্তানাম্] সেইজন্যই বলিতেছি,  
বেদান্তও কৰ্ম্মবিধির অঙ্গ। কৰ্ম্ম করিতে গেলে, যেরূপ কৰ্ত্তার ও যেরূপ দ্রব্য  
দেবতাদির আবশ্যক, বেদান্ত কেবল তাহারই উপদেশ করে; অন্য কিছু  
করে না। সুতরাং বেদান্তও বিধিপোষকরূপে প্রমাণ; স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ

নাম্ । অথ প্রকরণান্তরভয়াইতদভ্যুপগম্যাতে তথাপি সুবাক্য-  
গতোপাসনাদিকৰ্ম্মপরত্বম্ । তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিভ্ব-  
মিতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।—

### তত্ত্ব সমন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ \*

ভূ-শব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । তদ্বাক্স সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বশক্তি-  
ব্যবস্থাপ্যতে ন তৎ শব্দেন বিকথ্যতে তস্যাোপাসনাপন্নত্বাৎ । সমারোপেণ  
চোপাসনায় উপপত্তেরিতি । প্রকৃতমুপসংহরতি ।—“তস্মান্ন” ইতি । সূত্রেণ  
সিদ্ধান্তয়তি ।—“এবং প্রাপ্ত উচ্যতে” ।

তদেতদ্ব্যাচষ্টে ।—“ভূশব্দ” ইতি । তদিত্যন্তবপক্ষপ্রতিজ্ঞাং বিতজ্ঞতে—

নহে । অর্থাৎ তাহার আক্ষরিক অর্থে প্রামাণ্য নাই । [ অথ . পবত্বম্ ] যদি  
ভাব, সে এক প্রকরণ ও এ এক প্রকরণ ( বেদের কর্ম্মপ্রকরণ বা কর্ম্মকাণ্ড  
এবং জ্ঞানপ্রকরণ বা জ্ঞানকাণ্ড পবম্পর পৃথক্ ), এমত স্থলে উক্ত উভয়ের  
একার্থপ্রতিপাদকতা অসম্ভব , সুতরাং প্রকরণভঙ্গনোষ হইবে ভাবিয়া, ভঙ্গ-  
প্রযুক্ত যদি ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে না পাব ; তবে বেদান্তমধ্যগত উপা-  
সনাবিধায়ক অংশগুলি প্রধান করিয়া অন্যান্য অংশসকল তাহারই অন্তর্গত  
বা পৌষক বলিয়া স্বীকার কর । অর্থাৎ উপাসনানামক কর্ম্মবিশেষই বেদান্ত-  
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞান উহাব মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে ; এইরূপ  
সিদ্ধান্ত স্থিৰ কব । [ তস্মাৎ...উচ্যতে ] অপিচ, ঐ সকল কারণে বা ঐ সকল  
যুক্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি বা শাস্ত্রপ্রমাণক  
অহেন, কেবল কর্ম্মই শাস্ত্রপ্রমাণক । অন্য যে-কিছু, সে সমস্তই কর্ম্মাদ বা  
কর্ম্মগর । এইরূপ আশঙ্কা বা এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইতে পারে দেখিয়া  
( মহামুনি ব্যাস ) তস্মিন্নাকরণার্থ চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ।

সূত্রে যে “ভূ” শব্দ আছে, তাহা শব্দানিরাসের বোধক । অর্থ এই যে  
পূর্বোক্ত প্রকার আশঙ্কা নিবারণ কবিবার জন্যই এই চতুর্থ সূত্রের অব-  
তারণা । [ তৎ...গম্যাতে ] “বেদান্তশাস্ত্রের দ্বাৰা জ্ঞান যার, সৰ্ব্বজ্ঞ ও

\* পূর্বপক্ষনিরাসার্থে ভূ শব্দঃ । তৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব । অত্র পূর্বপক্ষঃ শব্দা বা  
ন প্রসরতীত্যর্থঃ । কৃতঃ ? সমন্বয়ঃ । তস্মিন্বেব ব্রহ্মণি বেদান্তান্যং ভাংপৰ্য্যাবগম্যৎ ।

শাস্ত্ররূপে প্রমাণে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, অন্য উপায়ে হয় না, এ বিষয়ে শব্দা বা আপত্তি  
করা বিকল । তাহার কারণ এই যে, উহাতে সমস্ত বেদান্তের সমন্বয় অর্থাৎ ভাংপৰ্য্য-  
কালীন বৃষ্টি হয় । ( ভাব্যামুদ্বাহ দেখ, বিশেষ বিবরণ দেখিতে পারিবে ) ।

জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে । কথং, সমন্বয়াৎ । সৰ্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্যোপলব্ধার্থস্ত প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি ।—সদেব সৌম্যোদমগ্রআসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রআসীৎ, তদেতদ্- ব্রহ্মাপূৰ্ব্বমনপরমনস্তরমবাহুং, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সৰ্ব্বানুভূঃ,

“তদ্ব্রহ্ম” ইতি । পূৰ্ব্বপক্ষবাদী কর্ণশাশ্বৎ পৃচ্ছতি —“কথং” । কৃতঃ প্রকার- দিত্যর্থঃ । সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে হেতুং প্রকারভেদমাহ ।—“সমন্বয়াৎ” । সম্যগ- স্বয়ং সমন্বয়স্তন্বয়াৎ । এতদেব বিভজ্যতে ।—“সৰ্ব্বেষু হি বেদান্তেষু” ইতি । বেদান্তানামাত্মাত্তিকীং ব্রহ্মপরতামাচিধ্যানুর্কহনি বাক্যানুদাহবতি ।— “সদেব” ইতি । যতো বা ইমানি ভূতানীতি তু বাক্যং পূৰ্ব্বমুদাহৃতং জগ- দুৎপত্তিস্থিতিনাশকাবগমিতি চেহ স্মাবিতমিতি ন পঠিতম । যেন হি বাক্যমুপক্রম্যতে যেন চোপসংহ্রিয়তে তদেব বাক্যার্থ ইতি শাস্তাঃ । যথো- পাংস্ত্যাজবাক্যোহনুচোঃ পূর্বোডাশষোজ্জামিতাদোবসঙ্গীৰ্ত্তনপূৰ্ব্বকোপাংস্ত- যাজবিধানে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহাবে চাপূৰ্ব্বোপাংস্ত্যাজকৰ্ম্মবিধিপবতৈ- কবাক্যতাবলাদাশ্রিতা এবমগ্রাপি সদেব সৌম্যোদমিতি ব্রহ্মোপক্রমাৎ তস্ম- মসীতি চ জীবস্য ব্রহ্মান্নোপসংহাবাৎ তৎপবতৈব বাক্যাত্ম । এবং বাক্যা- স্তবাণামপি পৌৰ্ব্বোপৰ্য্যালোচনবা ব্রহ্মপবত্বমবগন্তবাম্ । ন চ তৎপবত্বদ্যা দৃষ্টস্য সতি সম্ভবেহস্তপবতাহদৃষ্টা যুক্তা কল্পয়িতুম্ । অতিপ্রসঙ্গাৎ । ন কেবলং কর্তৃপবতা তেবামদৃষ্টাহস্তপপন্ন। চেত্যাহ—“ন চ তেবা”মিতি ।

সৰ্ব্বশক্তি ব্রহ্মই এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েব কারণ বা নিদান । [ কথং ] এ কথা কেন বলি, না [ সমন্বয়াৎ ] সমন্বয় দেখিয়া । [ সৰ্ব্বেষু... গতানি ] দেখা যায়, সমুদায় বেদান্তের প্রায় সমুদায় বাক্যই ব্রহ্মপব এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তবাক্যেব তাৎপর্য্য আবদ্ধ আছে । যে সকল বেদান্তবাক্য ব্রহ্মপব—সে সকল বেদান্তবাক্য এই :—[ সদেব...পূর্বস্তাদিত্যাঙ্গীনি ] “হে সৌম্য ! ষ্ঠেতকেতো ! সৃষ্টির পূর্বে এ জগৎ কেবল সৎ অর্থাৎ অস্তিতামাত্র ছিল ।” “তিনি এক ও অদ্বিতীয় ।” “অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ইহা একমাত্র, আত্মা ছিল ।” “সেই ব্রহ্ম এই ( এই জগৎ )” । “হনি পূর্বেও ছিলেন, পয়ও থাকিবেন । ইনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন । সর্বব্যাপী, তাঁহার কাবণ নাই, স্তববাং তিনি কার্য্য বা জন্য নহেন । তাঁহার অন্তরে

অক্কেবেদময়তং পুরস্তাদিত্যাদীনি । ন চ তদগতানাং পদানাং  
ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে নিশ্চিত্তে সমন্বয়েঃ বগন্যমানেহর্থাস্তরকল্পনা  
যুক্তা । অশ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাশ্রমজ্ঞাৎ । ন চ তেষাং কৰ্ত্ত-  
স্বরূপপ্রতিপাদনপরতাবসীয়তে । তৎ কেন কং পশ্যেদিত্তি-

সাপেক্ষত্বেনাপ্রামাণ্যং পূৰ্ব্বপক্ষবীজং দুষয়তি ।—“ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্ত্বরূপ-  
স্বেহপি” ইতি । অসমভিসন্ধিঃ ।—পুংবাक्याদৃষ্টান্তেন হি ভূতार्थতয়া বেদান্তানাং  
সাপেক্ষত্বশাস্ক্যতে তত্রৈব ভবান্ পৃষ্ঠোবাচষ্টাম্ । কিং পুংবাक्याনাং সাপে-  
ক্ষতা ভূতार्থত্বেনাহো পৌরুষেয়ত্বেন । যদি ভূতार्থত্বেন ততঃ প্রত্যক্ষাদীনাম-  
মপি পরস্পরাপেক্ষত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গঃ । তান্যপি ভূতार्থাশ্চেব । অথ পুরুষ-  
বুদ্ধিপ্রভবতয়া পুংবাक्याং সাপেক্ষং এবং তর্হি তদপূর্ব্বকাণাং বেদান্তানাং  
ভূতार्থনামপি নাপ্রামাণ্যং প্রত্যক্ষাদীনামিব নিয়তোঃশ্রয়লিঙ্গাদিজন্মানাম্ ।  
বহ্যচ্যেত সিন্ধে কিলাপৌরুষেয়ত্বে বেদান্তানামনপেক্ষতয়া প্রামাণ্যং সিধ্যেৎ  
তদেব তু ভূতार्থত্বেন ন সিধ্যতি । ভূতार्থস্ত শব্দানপেক্ষেণ মানান্তরতঃ শক্য-  
জ্ঞানত্বাদ্বুদ্ধিপূর্ব্ববিষয়চনোপপত্তেঃ বাক্যত্বাদিলিঙ্গকস্ত বেদপৌরুষেয়ত্বানুমান-  
স্তাপ্রত্যাশ্রয়পত্তেঃ । তস্যাং পৌরুষেয়ত্বেন সাপেক্ষত্বং চূৰ্কারং ন তু ভূতार्থ-

অন্য কিছু নাই অর্থাৎ তিনি একরস । তাঁহার বাহিরেও কিছু নাই অর্থাৎ  
তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই । ঐ হেতুতে তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ সঙ্গাতীয়-বিজা-  
তীয়-দ্বিতীয় রহিত” । “এই আত্মাই ব্রহ্ম । ইনি সকলের অমুভূয়মান ও  
সর্বত্র দেদীপ্যমান ।” “এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অনৃত ।” এইরূপ আরও অনেক-  
কানেক জগৎকারণব্রহ্মবোধক বাক্য আছে ।

[ ন চ...প্রসঙ্গাৎ ] ঐ সকল বেদান্তবাক্যে যে-সকল পদ বা শব্দ আছে,  
সে সকলের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম,—ইহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞানগোচর  
হইলে বা স্থির হইলে—অন্য অর্থের কল্পনা করা উচিত হয় না । করিলে  
শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুই দোষ হয় । (১) [ ন চ...শ্রুতেঃ ] যদি  
বল, ঐ সকল বাক্য কেবলমাত্র কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপ বুঝাইয়া দেয়, (২) ব্রহ্মা-

(১) শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ ভাগ করিলে শ্রুতহানিদোষ এবং যে অর্থ  
শব্দের শক্তিতে লভ্য হয় সে অর্থ ভাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুতকল্পনাদোষ  
হয় । এই দুইটাই বাধিজ্ঞানের প্রতিরোধক হুতরাং দোষ ।

(২) অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মকালে বা উপাসনাকালে অহংব্রহ্ম—আমিই ব্রহ্ম ইত্যাদি  
কর্ত্তার ব্রহ্মভাবে পারপূর্ণ হইয়া কর্ম্ম বা উপাসনা করিবেন, এতাবদ্বাত্র উপদেশ কবে ।

ত্যাদিক্রিয়াকারকফলনিরাকরণশ্রুতেঃ। ন চ পরিমিত্ত-  
বস্ত্ত্বরূপত্বেহপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বম্। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মা-  
ভাবস্ত শাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানত্বাৎ। যন্তু হেয়োপাদেয়-

ত্বেন। কার্যার্থত্বে তু কার্যত্বাপূর্ব্বস্ত মানান্তরাগোচরতয়াহত্যন্তানুভূত-  
পূর্ব্বস্য ত্বেন সমারোপেণ বা পুরুষবুদ্ধাবনারোহাৎ তদর্থানাং বেদান্তানাম-  
শকারচনতয়া পৌরুষেষম্বাভাবাদনপেক্ষং প্রমাণত্বং সিধ্যতীতি প্রামাণ্যায়  
বেদান্তানাং কার্যপরত্বমতিষ্ঠামহে। অত্র ক্রমঃ।—কিং পুনরিদং কার্যমতি-  
ন্তমানুভূতঃ। যদশক্যং পুরুষেণ জ্ঞাতুম্। অপূর্ব্বমিতি চেৎ, হস্ত কৃতত্বা-  
মস্য জ্ঞিগাদ্যর্থত্বং তেনালোকিকেন সঙ্গতিসম্বন্ধনবিরহাৎ। লোকাহুসারতঃ  
ক্রিয়ায়া এব লোকিক্যাঃ কার্যায়। লিঙাদেয়বগমাৎ। স্বর্গকামো বজ্রতেতি  
সাধ্যস্বর্গবিশিষ্টো নিষোজ্যোহবগম্যাতে। স চ তদেব কার্যমবগচ্ছতি যৎ  
স্বর্গাঙ্কুলম্। ন চ ক্রিয়া কণভক্তা আয়ুয়িকার স্বর্গায় কল্পত ইতি পার্শ্ব-  
শেষ্যাষেদত এবাপূর্ব্বৈ কার্যে লিঙাদীনাং সম্বন্ধগ্রহ ইতি চেৎ, হস্ত, চৈতা  
বন্দনাদিবাক্যেহপি স্বর্গকামাদিপদসম্বন্ধাদপূর্ব্বকার্যত্বপ্রসঙ্গঃ। তথা চ তেবা-  
মপাশকারচনত্বেনাপৌরুষেষম্বাপাতঃ। স্পষ্টদৃষ্টেন পৌরুষেত্বেন বা তেবামপূর্ব্বা-  
র্থত্বপ্রতিষেধে বাক্যাদীনাং লিঙ্গেন বেদানামপি পৌরুষেষম্বমুখ্যমিত্যপূর্ব্বা-  
র্থতা ন স্যাৎ। অন্যতস্ত বাক্যাদীনাংমুমানান্তাসম্বোপপাদনে কৃতমপূর্ব্বা-  
র্থত্বেনাত্র তদুপপাদকেন। উপপাদিতত্বাপৌরুষেষম্বমশাভিন্যায়কণিকায়াম্।  
ইহ তু বিস্তরভয়াগ্নোক্তম্। তেনাপৌরুষত্বে সিন্ধে ভূতানামপি বেদান্তানাং  
ন সাপেক্ষতয়া প্রামাণ্যবিধাতঃ। ন চানধিগন্তু তা নাস্তি যেন প্রামাণ্য  
ন স্যাৎ। জীবস্য ব্রহ্মতয়া অন্যতোহনধিগমাৎ। তদিদমুক্তং “ন চ পরিমিত্ত-  
বস্ত্ত্বরূপত্বেহপি” ইতি। দ্বিতীয়ং পূর্ব্বপক্ষবীজং আররিষা দুযয়তি।—“যন্তু  
হেয়োপাদেয়বিত্তত্বাৎ” ইতি। বিদ্যার্থাবগমাৎ খলু পারম্পর্যেণ পুরুষার্থ-

দ্ব্যতা বোধ করার না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও বলিতে  
পার না। কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পর কর্ত্তব্যবোধ থাকে না, ইহা “সে সময়ে  
কে কি দিয়া কি দেখিবে? কি শুনিবে? কি করিবে?” ইত্যাদিবিধ  
প্রতিতে প্রতিপাদিত আছে। [ন.চ...মানত্বাৎ] অপিচ, বাস্তবশব্দে  
ব্রহ্মাত্ম্যভাব সিদ্ধ থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষগম্য নহে, অহমানগম্যও নহে।  
তাহার হেতু এই যে, “তত্ত্বমসি” ও “অহং ব্রহ্মাস্মি” প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণ  
ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণে উহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। [যন্তু...সিদ্ধে]



সহিতদ্বাদুপদেশানর্থক্যমিতি, নৈষ দোষঃ । হেতুঃ সৌন্দর্য-  
শূন্যব্রহ্মাত্মাবগমাদেব সৰ্বক্লেশপ্রহাণাৎ পুরুষানুসন্ধেঃ ।  
দেবতাদিপ্রতিপাদনস্ত তু সুবাক্যগতোপাসনার্থক্বেপি ন  
কশ্চিচ্ছিরোধঃ । ন তু তথা ব্রহ্মণ উপাসনাবিশেষবহুঃ

প্রতিপত্ত ইহ তু তত্ত্বমসীত্যবগতিপর্যন্তাত্মার্থজ্ঞানাৎ বাহ্যাহুষ্ঠানানপে-  
ক্ষাৎ সাক্ষাদেব পুরুষার্থপ্রতিনন্তোনাহয়ং সৰ্ণোবজ্জুবিয়মিতি জ্ঞানাদিবেতি ।  
সৌন্দর্যমস্য বিদ্যার্থজ্ঞানাৎ প্রকৰ্ণঃ । এতচ্ছবৎ ভবতি ।—দ্বিবিধং হৌপিতং  
পুরুষস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্তং গ্রামাদি, কিঞ্চিৎ পুনঃ প্রাপ্তমপি ভ্রমবশাদপ্রাপ্তমিত্য-  
বগতং যথা স্বপ্নীবাণনকং গ্ৰৈবেয়কম্ । এবং জিহাসিতমপি দ্বিবিধম্ । কিঞ্চিদ-  
হীনং জিহাসতি যথা বলয়িতচবণঃ ফণিনং, কিঞ্চিৎ পুনহীনমেব জিহাসতি  
যথা চরণাভবণে নুপুৰে ফণিনমারোপিতম্ । তত্রাপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ চাত্যক্ত-  
ত্যাগে চ বাহ্যোপারাহুষ্ঠানসাধ্যাত্তদুপায়তত্ত্বজ্ঞানাদস্তি পবাচীনাহুষ্ঠানা-  
পেক্ষা । ন জাতু জ্ঞানমাত্রং বহুপনয়তি । ন হি সহস্রমপি বজ্জপ্রত্যয়া  
বহুসত্ত্বং ফণিনমন্যথবিদুমীশতে । সমারোপিতে তু প্রেপিতজিহাসিতে  
তত্ত্বসাক্ষাৎকাবমাত্রেন বাহ্যাহুষ্ঠানানপেক্ষণ শক্যেতে প্রাপ্তুমিব হাতুমিব ।  
সমারোপমাত্রজীবিতে হি তে সমারোপিতঞ্চ তত্ত্বসাক্ষাৎকাবঃ সমূলঘাতযুপ  
হন্তীতি । তথেষাপ্যবিদ্যাসমাবোপিতজীবভাবে ব্রহ্মণ্যানন্দে বহুতঃ শোক-  
হুঃখাদিরহিতে সমাবোপিতনিবন্ধনস্তত্ত্বাবস্তত্ত্বমসীতিবাক্যার্থতত্ত্বজ্ঞানাদবগতি-  
পর্যন্তান্নিবৰ্ত্ততে । তন্নিবৃত্তৌ প্রাপ্তমপ্যানন্দরূপমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্তং ভবতি  
তাত্মকমপি শোকহুঃখাদ্যতাত্মকমিব তাত্মকং ভবতি । তদ্বদযুক্তং—“ব্রহ্মাত্মাবগমা-  
দেব” । জীবস্য সৰ্বক্লেশস্য সवासনস্য বিপর্যাসস্য । স হি ক্লিন্নাতি জন্ত নতঃ  
ক্লেশঃ । তস্য প্রকৰ্ণেণ হানাৎ পুরুষার্থস্য হুঃখনিবৃত্তিস্থখাণ্ডলক্ষণস্ত সিদ্ধে-

পূৰ্বে যে বলিয়াহ, ত্যাগের ও গ্রহণের অল্পবৃদ্ধ উপদেশ নিরর্থক—  
নিশ্চয়োজন—নিশ্চয়োজন বলিয়া পুরুষার্থশূন্য,—সে কথা সত্য ; কিন্তু  
এখানে ( আত্মবিজ্ঞানস্থলে ) সেরূপ নৈরর্থ্যকের সম্ভাবনা নাই । কেমন না,  
হেতুউপাদেয়-শূন্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব জ্ঞানগোচর হইবামাত্রই পুরুষের সমস্ত ক্লেশ  
ভিরোহিত হয় ; হুতরাং তাহাতে পুরুষার্থ সিদ্ধিও হয় । [ দেবতা...  
সম্ভবতি ] দেবতাদির স্বরূপ বোধক বাক্যকে উপাসনাবিধির অঙ্গ বলিবার  
কথা নাই, কিন্তু ব্রহ্মকে কৰ্ম্মাক বলিবার বাধা আছে । ক্রমের অঙ্গতা অঙ্গ-

সম্ভবতি । একহে হেয়োপাদেন্নশূন্ততয়া ত্রিস্রাকারকাৰি-  
বৈতবিজ্ঞানোপমদোপপত্তেঃ । ন হি ত্রৈলোক্যবিজ্ঞানে-  
নোপাধিতবৈতবিজ্ঞানস্ত পুনঃ সম্ভবোহস্তি যেনোপাসনা-  
বিধিশেষেণ ত্রৈলোক্য প্রতিপদ্যেত । যদ্যপ্যন্তত্র বেদবাক্যানাং  
বিধিসংস্পর্শমন্তরেণ প্রমাণত্বং ন দৃষ্টং তথাপ্যন্তত্রবিজ্ঞানত-  
কলপর্যন্তত্বাৎ ন তদ্বিসয়স্ত শাস্ত্রস্ত প্রামাণ্যং শক্যং প্রত্যা-

সিদ্ধি । স্বাক্ষেতোযোপাসীতাস্তানমেব লোকমুপাসীতেতু্যপাসনাবাক্যগ-  
দেবতাদিপ্রতিপাদনেনোপাসনাপরম্বং বেদান্তানামুতং তদ্ব্যবহতি ।—“দেব-  
তাদিপ্রতিপাদনস্য তু” আশ্বেতোভাবম্ভাস্য “স্বাক্ষগতোপাসনার্থেহপি  
কচ্চিদিবোধঃ” । যদি ন বিরোধঃ সম্ভ তর্হি বেদান্তা দেবতাপ্রতিপাদ-  
নারেণোপাসনাবিধিপরা এবত্যত আহ ।—“ন তু তথা ত্রৈলোক্য” ইতি ।  
উপান্তোপাসকোপাসনাদিভেদসিদ্ধাধীনোপাসনা ন নিরন্তরমন্তভেদপ্রপ-  
বেদান্তবেদ্যে ত্রৈলোক্য সম্ভবতীতি নোপাসনাবিধিশেষত্বং বেদান্তানাং ত-  
ত্রৈলোক্যবিদিত্যর্থঃ । স্যাদন্তং । যদি বিধিবিরহেহপি বেদান্তানাং প্রামাণ্য-  
মন্ত তর্হি সৌরোদীদিতাদীনামপ্যন্ত স্বতন্ত্রাণামেবোপেক্ষণীয়ার্থানাং প্রামা-  
ণ্যম্ । ন হি হানোপাদানবুদ্ধী এব প্রামাণ্য কলে উপেক্ষাবুদ্ধেরপি ভৎসন-  
ত্বেন প্রামাণিকেরূপেতদ্বাদিতি কৃতং বর্হিবি রজতং ন দেয়মিত্যাদিনিবেধ-  
বিধিপরত্বেনৈতেষামিত্যত আহ ।—“যদ্যপি” ইতি । স্বাক্ষ্যবিদ্যাধীনগ্রহণ-  
তয়া হি সর্কো বেদরাশিঃ পুরুষার্থতন্ত্র ইত্যবগতম্ । তত্রৈকেনাপি বর্ণে

স্তব । [ একহে...উপপত্তেঃ ] হেতু এই যে, এক-অধিতী-হেয়-উপাদেয়-  
বর্জিত-ত্রৈলোক্যবিজ্ঞান উপগত হইলে ত্রিস্রাকারক কর্তা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বৈত-  
তিরোহিত হয় এবং উপান্ত-উপাসকাদি কোনও প্রকার ভেদ থাকে না ।  
[ ন হি...পদ্যেত ] অপিচ, একবার ত্রৈলোক্যবিষয়ক এক্যবিজ্ঞান দ্বারা  
বৈতবিজ্ঞান নষ্ট হইলে কোনও কালে তাহার আর পুনরুৎপত্ত সম্ভাবনা থাকে  
না । থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে (ত্রৈলোক্য) উপাসনাবিধির অঙ্গ বলিয়া  
পারিতো । [ যদ্যপি...ব্যতীতম্ ] যদিও অন্য স্থানে (কর্মকাজো-  
দ্যক্যে) বিধিসংস্পর্শ ব্যতিরেকে স্বাক্ষ্যপ্রামাণ্য থাকে দৃষ্ট হয়, তথাপি,  
বিধিবাক্যের সহিত মিলাইরা না লইলে সে সকল বাক্যের স্বাক্ষ্যপ্রামাণ্য  
থাকে না, বৈকল্যই হয়, তথাপি, কর্মকাজোদ্যক্য বৈতবিজ্ঞান

খ্যাতুম্। ন চানুমানগম্যাং শাস্ত্রপ্রামাণ্যং যেনাহন্যত্রে দৃষ্টং  
নিদর্শনমপেক্ষেত। তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্।

অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে। যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম  
তথাপি প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে,

নাপুঙ্খার্থেন ভবিতুং যুক্তং কিং পুনবিষতা সোহবোদীত্যাदिना पदप्रबन्धेन।  
न च वेदान्तेभ्य इव तदर्थवगममात्रादेव कश्चित् पुक्खार्थ उपलभ्यते तेनैव  
पदसन्दर्भ साकाङ्क्ष एवास्ते पुक्खार्थमुदीक्षमाणः। बहिर्वि रजतं न देय-  
मित्ययमपि निषेधविधिः अनिषेधस्य निन्दामपेक्षते। न ह्यन्यथा ततश्चेतनः  
शक्यो निवर्तयितुम्। तद्वदि दूरतोऽपि न निन्दामवाप्त्यन्ततोनिषेधविधि-  
रेव रजतनिषेधे च निन्दार्थांश्च दर्विहोमवत् सामर्थ्यादयमकस्मरिष्यत्। तदेव-  
मुक्तं प्रयोः सोहरोदीदिति च बहिर्वि रजतं न देयमिति च पदसन्दर्भबोर्लक्ष्य-  
मागनिन्दाद्वारेण नष्टाश्चदङ्गवपवत् परस्परं समन्वयः। न ह्येवं वेदान्तेषु  
पुक्खार्थापेक्षा तदर्थवगमादेवानपेक्षां परमपुक्खार्थलाभादिभूतम्। नह्य  
विद्यासंस्पर्शिनो वेदस्याहिन्यास्य न प्रामाण्यं दृष्टमिति कथं वेदान्तानां तद-  
स्त्वां तद्विषयतीत्यत आह—“न चानुमानगम्या”मिति। अबाधितानधिगता-

ব্রহ্মাশ্রিতত্বপ্রকাশক বেদান্তবাক্যে সেরূপ অপ্রামাণ্য নাই; প্রত্যুত প্রামাণ্য  
থাকাই দৃষ্ট হয়। আত্মবিজ্ঞান যখন ফলপর্যবসায়ী—আত্মজ্ঞান হইবা-  
মাত্রই যখন সর্বভূতঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষফল হইতে দেখা যায়—তখন আর  
তদ্বিষয়ক স্বাধীন শাস্ত্রের স্বপ্রামাণ্য নাই—অথবা স্বার্থবৈকল্য আছে—  
এ সকল কথা বলিতে পার না। [ন চ...পেক্ষেত] এ শাস্ত্রের প্রামাণ্য  
অনুমানগম্য নহে যে উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়া বুঝাইতে হইবে। ফল-  
পর্যবসায়ী শাস্ত্রে প্রামাণ্য ফলেব দ্বারাই নিশ্চিত হয়; তাহাতে অনু-  
মানাদির অপেক্ষা নাই। [তস্মাৎ...শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্] অতএব, ব্রহ্ম যে  
কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণক অর্থাৎ শাস্ত্রবেদ্য, অনুমানগম্য নহেন, তাহা কথিত  
প্রকার বিচার দ্বারা সুসিদ্ধ হইতেছে।

[অত্র...তিষ্ঠন্তে] ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্বসম্বন্ধে অপর সম্প্রদায় (মীমাং-  
সকগণ) এইরূপ বলিতে উদ্যত হন যে, [যদ্যপি...সমর্প্যতে] ব্রহ্ম শাস্ত্ররূপ  
প্রমাণেব প্রমেয় হন, ইউন, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে স্ততঃরূপে সমর্পণ  
প্রতিপাদন করে না। কর্মবিধির অথবা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপেই তাঁহাকে

যথা। যুপাহবনীয়াদীন্যলৌকিকান্যপি বিধিশেষতয়া শাস্ত্রেণ সমর্প্যন্তে তত্ত্বৎ। কুতএতৎ, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বা-  
চ্ছাস্ত্রস্য। তথাহি শাস্ত্রতাৎপর্যবিদামনুক্রমণম্।—দৃষ্টৌহি

সন্ধিবোধজনকত্বং হি প্রমাণত্বং প্রমাণানাম্। তত্ৰ স্বত ইত্যুপদাপিতম্।  
যদ্যপি চৈবামীদৃগোধজনকত্বং কার্যার্থাপত্তিসমধিগম্যং তথাপি তদ্বোধোপ-  
জননে মানান্তরং নাপেক্ষন্তে নাপৌমামেবার্থাপত্তিং পরম্পরানুপ্রসঙ্গাদিত্তি  
স্বত ইত্যুক্তম্। ঈদৃগোধজনকত্বঞ্চ কার্য ইব বিধীনাং বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্য-  
ন্তোতি দৃষ্টান্তানপেক্ষং তেবাং ব্রহ্মণি প্রামাণ্যং সিদ্ধং ভবতি। অন্তথা  
নেজিয়াস্তরাণাং রূপপ্রকাশনং দৃষ্টমিতি চক্ষুরপি ন রূপং প্রকাশয়েদিত্তি।  
প্রকৃতমুপসংহরতি।—“তস্মাৎ” ইতি।

আচার্য্যদেশীয়ানাং মতমুখ্যায়তি।—“অত্রাপরে প্রত্যবর্তিষ্ঠন্ত” ইতি।

সমর্পণ কবে। [যথা...তত্ত্বৎ] যেমন যুপ ও আহবনীয় প্রভৃতি (৩) অলৌ-  
কিক পদার্থ সকল অপ্রসিদ্ধ বা লোকের অজ্ঞাত বস্তুসকল—বিধিশাস্ত্রের  
অঙ্গরূপ শাস্ত্রান্তরের দ্বারা সমর্পিত হয়—লোকের জ্ঞানগোচর হয়,—তদ্রূপ  
ব্রহ্মও উপাসনাবিধির অথবা কর্মবোধক বিধির অঙ্গভাবপ্রাপ্ত বেদান্ত-  
শাস্ত্রের দ্বারা সমর্পিত হন অর্থাৎ কর্মকর্তার জ্ঞানগোচর হন। [কুত-  
এতৎ] এ কথা কেন বলি? [প্রবৃত্তি...শাস্ত্রত্ব] এই জন্য বলি, প্রবৃত্তি  
নিবৃত্তি এই দুইয়ের অন্যতর পথে লইয়া যাওয়া শাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্র, হয়  
প্রবৃত্ত করাইবে, না হয় নিবৃত্ত করাইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়া কেবল জ্ঞান  
বা কেবলমাত্র বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানান, শাস্ত্রের কৃত্য বা উদ্দেশ্য নহে।

[তথাহি...অনুক্রমণম্] শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিতগণ, ঐরূপ কথাই  
বলিয়াছেন। [দৃষ্টৌহি...ইতি চ] “ক্রিয়াবিবয়ক বোধ জ্ঞানান শাস্ত্রের অর্থ

(৩) যুপ ও আহবনীয় প্রভৃতি নাম ও তৎপ্রতিপাদ্য বস্তু লোকব্যবহারের গোচর নহে।  
কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যবহারের গোচর। অর্থাৎ শাস্ত্র না পড়িলে ঐ সকল বস্তু জ্ঞান যায় না।  
শাস্ত্র ঐ সকল বস্তু কর্মবিধির অঙ্গ বলিয়াই বলিয়াছেন, কর্মজ্ঞান না হইলে শাস্ত্র উহা কদাচ  
বলিতেন না। কাংযেই বলিতে হইতেছে, সিদ্ধবস্তু সকল বা প্রত্যক্ষানুমান যোগ্য পদার্থরাশি-  
কর্মজ্ঞান বলিয়াই উপদিষ্ট হয়। শাস্ত্রে বিধি আছে, যুপে পশু বাধিবেক। ইহাতে আকাঙ্ক্ষা  
হয়, যুপ কি? শাস্ত্রও তৎপূর্বগার্থ বলেন, যুপ অষ্টাত্রীকৃত কাষ্ঠবিশেষ। এইরূপ ব্রহ্ম  
জানিবেক বা আত্মা জানিবেক, এতদ্রূপ বিধি উপাসনার্হ উক্ত হয়। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা  
হয়, ব্রহ্ম কি? বেদান্ত তাহার পূর্বগার্থ বলেন, অহং ব্রহ্ম ইত্যাদি।

তস্যার্থঃ কৰ্মববোধনং নাম চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্তকং  
বচনং, তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ, তদ্বৃত্তানাং ক্রিয়ার্থেন সমা-  
ন্যায়ঃ, আন্যায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানামিতি চ।

তথাহি।—অজ্ঞাতসঙ্গতিত্বেন শাস্ত্রত্বেনার্থবত্ত্বা মননাদিপ্রতীত্যা চ কার্য্যা-  
র্থাৎ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ। ন খলু বেদান্তাঃ সিদ্ধব্রহ্মকপপবা ভবিতুমর্হন্তি তত্রাবিদি-  
সঙ্গতিত্বাৎ। যত্র হি শব্দা লোকেন প্রযুক্তান্তে তত্র তেষাং সঙ্গতিগ্রহঃ।  
ন চাহেবমুপাদেয়ং রূপমাত্রং কচ্চিৎপ্রবৃদ্ধি প্রেক্ষাবান্। তস্যাবুভূৎ-  
সিতত্বাৎ। অবুভূৎসিতাববোধনে চ প্রেক্ষাবস্তাবিঘাতাৎ। তস্যাৎ  
প্রতিপিস্তিতং প্রতিপিপাদায়িষয়ঃ লোকঃ প্রবৃত্তিনবৃত্তিহেতুভূতমেবার্থং  
প্রতিপাদয়েৎ কার্য্যধাবগতং তদ্বৈতুবিতি তদেব বোধয়েৎ। এবঞ্চ বৃদ্ধ-

(প্রধান উদ্দেশ্য) ইহা দৃষ্ট হয। অর্থাৎ শাস্ত্র কেবল ক্রিযাব উপদেশ  
করে, নিষ্ক্রিয়তার উপদেশ করে না।” (৪) “চোদনা কি? না ক্রিযা-  
প্রবর্তক বাক্য।” (৫) “তাহাব অর্থাৎ ক্রিযাব বা ধর্ম্বেব জ্ঞান জন্মানই  
উপদেশ। অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞাপক বিধিবাক্যই অপোকষেয উপদেশ, অজ্ঞ  
সকল অনুবাদ।” (৬) “সেই হেতু, বেদোক্ত প্রসিদ্ধ পদ সকলকে ক্রিযা-  
বোধক বিধিপ্রত্যয়েব সহিত উচ্চারণ ও অম্বয় কবিত্তে হয।” (৭) “যখন  
ক্রিযাই আন্যায়েব অর্থাৎ বেদের অর্থ; তখন ইহাও স্বীকার্য্য যে, যাহা  
ক্রিযাপ্রতিপাদক নহে তাহার অর্থও তাহা নহে। অর্থাৎ তাহাব যথাক্রম  
আক্ষরিক অর্থ ত্যাগ করিয়া তাৎপর্য্যার্থই গ্রহণ কবিত্তে হয়।” (৮)

(৪) এ টী মীমা সাভাষ্যের কথা। কথাটী ব সংক্ষিপ্ত অর্থ, একমাত্র ধর্ম্মই বেদার্থ।

(৫) এ টী মীমাংসাভাষ্যের কথা। জৈমিনি মুন ধর্ম্মলক্ষণ বলিয়াছেন, সেই লক্ষণে  
চোদনা শব্দ আছে, শব্দবানী তাহাব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, চোদনা ও  
চোদক বাক্য একই কথা। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিজনক বেদবাক্য, বিধিবাক্য, চোদক বাক্য বা চোদনা,  
এ সকল সমানার্থক শব্দ। অভিপ্রায় এই যে, যে বাক্যে ক্রিযাজ্ঞান হয় না, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি  
জন্ম না সে বাক্যের যথাক্রম অর্থ অগ্রাহ্য।

(৬) এ টী জৈমিনি মুনীর কথা।

(৭) এ টীও মীমাংসাভাষ্যের সূত্র। এ সূত্রটী ব সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, বেদে যে সকল  
সিদ্ধবস্ত্ত অভিহিত হইয়াছে, সে সমস্তই ক্রিযাক্র এবং ক্রিযার জন্যই সে সকলের উল্লেখ হই-  
য়াছে। হুংবা সে সকল অনুবাদমাত্র, মুখ্য উপদেশ বা অজ্ঞাতজ্ঞাপক বাক্য নহে।

(৮) এ টীও জৈমিনি সূত্রের কথা।

অতঃ পুরুষঃ কচিৎবিষয়বিশেষে প্রবর্তয়ৎ কুতশ্চিৎবিষয়-  
বিশেষাম্বিবর্তয়চ্চার্থবচ্ছাত্রং, তচ্ছেষতয়া চান্যদপ্যুপযুক্তং,  
তৎসামান্যাবেদান্তানামপি তথৈবাব্যবহৃতং স্যাৎ । সতি  
চ বিধিপরত্বে যথা স্বর্গাদিকামস্যগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধী-  
য়তে এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি যুক্তম্ ।

ব্যবহারপ্রয়োগাৎ পদানাং কার্য্যপরতামবগচ্ছতি । তত্র কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ-  
কার্য্য্যভিধায়কং কিঞ্চিৎ কার্য্য্যার্থস্বার্থ্য্যভিধায়কম্ । ন তু ভূতার্থপরতা পদা-  
নাম্ । অপি চ নরাস্তরস্য ব্যুৎপন্নসার্থপ্রত্যয়মন্তুমায় তস্য চ শব্দভাবা-  
ভাবানুবিধানমবগম্য শব্দস্য তদ্বিষয়বোধকত্বং নিশ্চেতব্যম্ । ন চ ভূতার্থ-  
রূপমাত্রপ্রত্যয়ে পরনরবর্ত্তিনি কিঞ্চিল্লিঙ্গমন্তি । কার্য্য্যপ্রত্যয়ে তু নরাস্তর-  
বর্ত্তিনি প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্তো হেতু ইত্যজ্ঞাতসঙ্গতিত্বান্ন ব্রহ্মরূপপরা বেদান্তাঃ ।  
অপি চ বেদান্তানাং বেদত্বাৎ শাস্ত্রত্বপ্রসিক্তিরস্তি । প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরাণঞ্চ  
সন্দর্ভাণাং শাস্ত্রত্বম্ । যথাহঃ ।—

প্রবৃত্তির্কা নিবৃত্তির্কা নিতোন কৃতকেন বা ।

পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে ॥

ইতি । তস্মাচ্ছাস্ত্রত্বপ্রসিক্ত্যা ব্যাহতমেবাং স্বরূপপরত্বম্ । অপি চ, ন  
ব্রহ্মরূপপ্রতিপাদনপরাণামেবামর্থবৎ পশ্যামঃ । ন চ রজ্জুরিয়ং ন তুজঙ্গ  
ইতি যথাকথঞ্চিল্লক্ষণয়া বাক্যার্থতত্ত্বনিশ্চয়ে যথা ভয়কম্পাদিনিবৃত্তিঃ এবং  
তত্ত্বমসীতিবাক্যার্থাবগম্যান্নিবৃত্তির্ভবতি সাংসারিকাণাং ধর্ম্মাণাম্ । শ্রুত-

[অতঃ...স্যাৎ] যখন শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ আচার্য্যগণের "অভিপ্রায়ে,  
শাস্ত্র, অধিকারি-পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত করাইয়া অথবা বিষয়-  
বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া অর্থবৎ হয়, এরূপ স্থির হইয়াছে, তখন  
ইহাও স্থির হইয়াছে যে, বিধিনিষেধই শাস্ত্র, অত্ৰ সকল তাহার অঙ্গ  
বা পৃষ্ঠপোষক । অপিচ, কর্ম্মশাস্ত্রও শাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্রও শাস্ত্র, স্মৃতরাং  
কর্ম্মশাস্ত্রের দৃষ্টান্তে বেদান্তশাস্ত্রের অর্থও ঐরূপে নির্ণয় করা উচিত অর্থাৎ  
বেদান্তশাস্ত্রকেও বিধিপর বলা উচিত । [সতি চ...যুক্তম্] বেদান্তশাস্ত্র  
বিধিপর হইলে অর্থাৎ বেদান্তের অর্থও বিধি, ইহা স্থির হইলে, কর্ম্মকাণ্ডে  
যেমন স্বর্গকামী অধিকারিপুরুষের উদ্দেশে তৎসাধনীভূত অগ্নিহোত্র  
যাগাদি বিহিত হইয়াছে, বেদান্তশাস্ত্রেও তেমনি মোক্ষকামী পুরুষের

নস্বিহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্যমুক্তং, কৰ্মকাণ্ডে ভব্যোধশ্চো-  
জিজ্ঞাস্যঃ, ইহ তু ভূতং নিত্যনিবৃত্তং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য-  
মিতি । অত্র ধৰ্মজ্ঞানফলাদনুষ্ঠানাপেক্ষাদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম-  
জ্ঞানফলং ভবিতুমর্হতি । নার্ত্যেবং ভবিতুং, কার্য্যবিধি-

বাক্যার্থস্যাপি পুংসস্তেষাং তাদবস্থ্যাং । অপি চ, যদি শ্রুতব্রহ্মণো ভবতি  
সাংসারিকধৰ্মনিবৃত্তিঃ কস্যাং পুনঃ শ্রবণস্যোপরি মননাদয়ঃ ক্ষয়ন্তে ? তস্মা-  
ন্তেষাং বৈষয়্যপ্রসঙ্গাদপি ন ব্রহ্মস্বরূপপরা বেদান্তাঃ কিম্বাখ্যপ্রতিপত্তিবিষয়-  
কার্য্যপরাঃ । তচ্চ কার্য্যং স্বাত্মনি নিযোজ্যং নিযুক্তানং নিয়োগ ইতি চ মানা-  
স্তরাপূৰ্ব্বতয়াহপূৰ্ব্বমিতি চাখ্যায়তে । ন চ বিষয়ানুষ্ঠানং বিনা তৎসিদ্ধি-  
রिति স্বসিদ্ধার্থং তদেব কার্য্যং স্ববিষয়স্য করণস্যাঙ্কজ্ঞানস্যানুষ্ঠানমাক্ষিপতি ।  
যথা চ কার্য্যং স্ববিষয়াধীননিরূপণমিতি জ্ঞানেন বিষয়েণ নিরূপ্যতে এবং  
জ্ঞানমপি স্ববিষয়মাত্মানমন্তরেণাশক্যানিরূপণমিতি তদ্বিক্রোণায় তাদৃশমাত্মা-  
নমাক্ষিপতি তদেব কার্য্যম্ । যথাহঃ ।—‘‘তু তৎসিদ্ধার্থযুগাদীয়তে আক্ষি-  
প্যতে তদপি বিধেয়মিতি তস্মৈ ব্যবহার’’ ইতি । বিধেয়তা চ নিয়োগ-  
বিষয়য়স্ত জ্ঞানস্ত ভাবার্থতয়াহুষ্ঠেয়তা তদ্বিষয়স্ত স্বাত্মনঃ স্বরূপসত্ত্বাবিনিশ্চি-  
তিরারোপিততত্ত্বাবস্যা স্বত্বস্ত নিরূপকত্বে তেন তদ্বিরূপিতং ন শ্রুতং । তস্মা-  
তাদৃগাত্মপ্রতিপত্তিবিধিপরেভ্যো বেদান্তেভ্যস্তাদৃগাত্মাবিনিশ্চয়ঃ । তদেতৎ-  
সৰ্ব্বমাহ—‘‘যদ্যপি’’ ইতি । বিধিপরেভ্যোহপি । বস্তুতত্ত্বাবিনিশ্চয় ইত্যত্র  
নিদর্শনমুক্তং—‘‘যথা যুগ’’ ইতি । যুগে পশুং বধাতীতি বন্ধনায় বিনিযুক্তে  
যুগে তস্যালৌকিকত্বাৎ কোহসৌ যুগ ইত্যপেক্ষিতে খাদিরোযুগোভবতি,  
যুগং তক্ষতি, যুগমষ্টাশ্রীকরোতীত্যাদিভির্কটিক্যস্তক্ষণাদিবিধিপরেরপি সং-  
স্কারাবিষ্টং বিশিষ্টসংস্থানং দারু যুগ ইতি গম্যতে । এবমাহবনীয়াদয়োহপ্যব-  
গন্তব্যঃ । প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরস্য শাস্ত্রত্বং ন স্বরূপপরস্য কার্য্য এব সম্বন্ধো ন  
উদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান বিহিত হইয়াছে । [ নস্বিহ...মর্হতি ] যদি বল, পূৰ্বেই  
বলিয়াছি, এ কাণ্ডের (জ্ঞানকাণ্ডের) জিজ্ঞাস্য পৃথক ;—কৰ্মকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য  
ধৰ্ম, তাহা ভব্য অর্থাৎ উৎপাদ্য, আর এ কাণ্ডের জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, তাহা  
নিত্যসিদ্ধ ( চিরকালই আছে, জন্মে না ) স্মৃতরাং জিজ্ঞাস্যভেদ ও ফলভেদ  
থাকায় কৰ্মকাণ্ড হইতে এ কাণ্ডের পার্থক্য আছে এবং তদ্বত্তুক উক্ত  
উভয়ের সিদ্ধান্তও পৃথক্ হইতে পারে । অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধৰ্মজ্ঞান-ফল হইতে  
ব্রহ্মজ্ঞান-ফল ভিন্ন বা পৃথক্ হওয়াই উচিত, এ কথা বলিলে, আমরা বলিব,  
[ নার্ত্যেবং...ভবিতুং ] ঐ প্রকার হইতে পারে না । [ কার্য্য...এবমাদয়ঃ ]

প্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ । আত্মা বা অরে  
দ্রষ্টব্যঃ, য আত্মাহুপহতপাপু। সোহ্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসি-  
তব্যঃ, আত্মোত্যেবোপাসীত, আত্মানমেব লোকমুপাসীত,  
ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ইত্যাদিষু হি বিধানেষু সংস্থ

স্বরূপ ইতি হেতুদ্বয়ং ভাব্যবাক্যোনোপপাদিতং “প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাৎ”  
ইত্যাদিনা। “তৎসামান্যাদেদান্তানামপি তথৈবার্থবৎ স্যাৎ” ইত্যন্তেন। ন  
চ স্বতন্ত্রং কার্যং নিযোজ্যমধিকারিণমহুষ্ঠাতারমন্তরেণেতি নিযোজ্যভেদ-  
মাহ।—“সতি চ বিধিপরত্ব” ইতি। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি সিদ্ধবদর্থ-  
বাদাবগতস্যাপি ব্রহ্মভবনস্য নিযোজ্যবিশেষাকাজ্জায়াং ব্রহ্মবৃত্তির্নিযোজ্য-  
বিশেষস্য রাত্রিসমুদ্যান্যেন প্রতিপত্তঃ। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞন্যায়েন তু স্বর্গকামস্য  
নিযোজ্যস্য কল্পনায়ামর্থবাদস্যাসমবেতার্থতয়াস্তপরোক্ষা বৃত্তিঃ স্যাদিতি।  
ব্রহ্মভাবশ্চামৃতত্বমিতি “অমৃতত্বকামস্য” ইত্যুক্তম্। অমৃতত্বং চামৃতত্বাদেব,  
ন কৃতকত্বেন শক্যমনিত্যমহুমাভূম্। আগমবিরোধাদিতি ভাবঃ। উক্তেন  
ধর্মব্রহ্মজ্ঞানয়োর্কৈলক্ষণেন বিধ্যবিষয়ত্বং চোদয়তি।—“নহু” ইতি। পরি-  
হরতি।—“নার্হত্যেবম্” ইতি। অত্র চাত্মদর্শনং ন বিধেয়ম্। তন্ধি দৃশে-  
রূপলক্ষিবচনত্বাৎ শ্রাবণং বা স্যাৎ প্রত্যক্ষং বা। তত্র শ্রাবণং ন বিধেয়ং  
স্বাধ্যায়বিধিনেবাহস্য প্রাপিতত্বাৎ কন্মশ্রবণবৎ। নাপি লৌকিকং প্রত্যক্ষং  
তস্য নৈসর্গিকত্বাৎ। ন চৌপনিষদাদ্যবিষয়ং ভাবনাধেয়বৈশদ্যং বিধেয়ং  
তস্যোপাসনাবিধানাদেব বাহিনবদহুনিষ্পাদিতত্বাৎ। তস্মাদৌপনিষদাত্মো-  
পাসনাহমৃতত্বকাঃ নিযোজ্যং প্রতি বিধীয়তে। দ্রষ্টব্য ইত্যাদয়স্ত বিধি-  
সক্লপা ন বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং “তদুপাসনাচ্চ” ইতি। অর্থবস্তয়া  
মননাদিপ্রতীত্যা চেত্যস্য শেষঃ প্রপঞ্চো নিগদব্যাব্যাতঃ।

কেন না, বেদান্ত ব্রহ্মকে ক্রিয়াবিধির অঙ্গরূপেই প্রতিপন্ন করে—উপাসনা  
ক্রিয়ার অঙ্গরূপেই বোধ জন্মায়। যথা—“আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান উৎপাদন  
করিবেক।” “আত্মা নিষ্পাপ, তিনিই অবেষণীয়।” “তঁাহাকেই জানিবেক।”  
“আত্মাই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবেক।” “এই লোক আত্মা বা  
আত্মাই লোক, এইরূপে উপাসনা করিবেক।” “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়।” (৯)  
এই সকল বিধান বা বিধিবাক্য হইতে আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম কিং-

(৯) অভিপ্রায় এই যে, “করিবেক” প্রভৃতি কথার দ্বারা কর্তব্যতা ও ক্রিয়াপ্রতীতি হয়,  
হুতরাং ব্রহ্মও তাহার আশ্রয় বা অবলম্বনরূপে বুদ্ধি গোচর হয়।



কোহসাবান্না ব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন সর্বৈ  
বেদান্তা উপযুক্তা নিত্যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগতোনিত্যতৃণোনিত্য-  
শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোবিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যেবমাদয়ঃ । তদ্ব-  
পাসনাচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টোহৃদৃষ্টোমোক্ষঃ ফলং ভবিষ্যতি । কর্তব্য

তদেকদেশিমতং 'দৃষ্যতি ।—“অত্রাভিধীয়তে” । “ন,” একদেশিমতম্,  
কৃতঃ, “কৰ্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্কৈলক্ষণ্যাং” । পুণ্যাপুণ্যকৰ্ম্মফলে সুখদুঃখে  
তত্র মনুষ্যালোকমারভ্যা ব্রহ্মলোকাং সুখস্য তারতম্যমধিকোৎকর্ষঃ । এবং  
মনুষ্যালোকমারভ্য দুঃখতারতম্যমা চাবীচিলোকাং । তচ্চ সৰ্বং কার্যঞ্চ  
বিনাশি চ । আত্যন্তিকং ত্রশরীরত্বমনতিশয়ং স্বভাবসিদ্ধতয়া নিত্যমকার্য-  
মাত্মজ্ঞানস্য ফলম্ । তদ্বি ফলমিহ ফলম্ । অবিদ্যাপনয়মাংগেণাবির্ভাবাং ।  
এতদ্ব্যক্তং ভবতি ।—ত্ৰয়াপ্যাপাসনাবিধিপৰত্নং বেদান্তানামভ্যাসগচ্ছতা নিত্য-  
শুদ্ধবুদ্ধদ্বাদিৰূপব্রহ্মাত্মতা জীবস্য স্বাভাবিকী বেদান্তগম্যাত্ত্বীয়তে । সা  
চোপাসনাবিবয়স্য বিধেৰ্ন ফলং নিত্যত্বাদকার্যত্বাং । নাপ্যবিদ্যাপিধানা-  
পনয়ঃ । তস্যা স্ববিরোধিবিদ্যোদয়াদেব ভাবাং । নাপি বিদ্যোদয়ঃ । তস্যাপি  
শ্রবণমননপূৰ্ব্বকোপাসনাজনিতসংস্কারসচিবাদেব চেতসোভাবাং । উপাসনা-  
সংস্কারবহুপাসনাঃপূৰ্ব্বমপি চেতঃসহকারীতি চেৎ দৃষ্টঞ্চ “খলু নৈয়োগিকং  
ফলমৈহিকমপি, যথা চিত্রাকারীৰ্যাদিনিয়োগানামনিয়তনিয়তফলানাম্ ।  
ন । গান্ধৰ্বশাস্ত্রোপাসনাবাসনায় ইবাৰ্পূৰ্ব্বানপেক্ষায়াঃ ষড়্জাদিসাক্ষাৎকারে  
বেদান্তার্থোপাসনাবাসনায় জীবব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারেহনপেক্ষায়া এব সাম-  
র্থ্যাং । তথা চামৃতীভাবং প্রত্যাহেতুত্বাহুপাসনাপূৰ্ব্বস্য নামৃতত্বকামন্তংকার্য-  
মববোধুর্মহতি । অন্যাদিচ্ছতান্যাং করোতীতি হি বিপ্রতিষিদ্ধম্ । ন চ  
তৎকামঃ ক্রিয়ামেব কার্যমবগমিষ্যতি নাপূৰ্ব্বমিতি সাম্প্রতম্ । তস্য মানা-

স্বরূপং ? এতদ্বিধ আকাঙ্ক্ষা জন্মে । পরে, তাঁহার স্বরূপবোধক বাক্যসকল  
সেই আকাঙ্ক্ষার প্রপূরণ করিয়া চরিতার্থ হয় । যথা—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বগত,  
নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত । তিনি বিজ্ঞানঘন ও আনন্দ-  
ঘন । এইরূপ এইরূপ যত বাক্য আছে, সমস্তই মূলবিধিসমুখাপ্য আকা-  
ঙ্ক্ষার প্রপূরণার্থ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ সমর্পণ করে মাত্র, অন্য কিছু  
করে না । [ তদ্ব...ভবিষ্যতি ] তাঁহার উপাসনা করিলে বা ঐরূপে উপা-  
সনা করিলে শাস্ত্রোক্ত মোক্ষফল হয় । [ কর্তব্য...ত্বাং ] এ শাস্ত্রে যদি

বিধ্যানুপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ  
সপ্তদ্বীপা বস্তুমতী রাজাহসৌ গচ্ছতীত্যাদিবাক্যবদ্বৈদান্ত-  
বাক্যানামানর্থক্যমেব স্যাৎ । ননু বস্তুমাত্রকথনেহপি

স্তরাদেব তৎসাধনত্বপ্রতীতের্কিধৈর্কৈয়র্থ্যাৎ । ন চাবধাতিবিধিতুল্যতা ।  
তত্রাপি নিয়মাপূর্বসান্যাতোহনবগতেঃ । ন চ ব্রহ্মভূয়াদন্যদমৃতত্বমার্থবাদিকং  
কিঞ্চিদস্তি যেন তৎকাম উপাসনায়ামধিক্রিয়তে । বিশ্বজিগ্মায়েন তু স্বর্গকল্প-  
নায়াং সাত্তিশয়ত্বং ক্ষয়িত্বক্ষেতি ন নিত্যকলত্বমুপাসনায়াঃ । তস্মাদব্রহ্মভূয়সা-  
হবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রোণবির্ভাবাৎ, অবিদ্যাপনয়স্য চ বেদান্তার্থবিজ্ঞানা-  
দবগতিপর্যস্তাদেব সম্ভবাৎ, উপাসনায়াঃ সংস্কারহেতুভাবস্য, সংস্কারস্য চ  
সাক্ষাৎকারোপজননে মনঃসাচিব্যস্য চ মানান্তরসিদ্ধত্বাৎ, আত্মোক্ত্যেবোপা-  
সীতেতি ন বিধিঃ অপি তু বিধিসরূপোহয়ম্ । যথোপাংশুযাজ্ঞবাক্যে বিষ্ণু-  
রূপাংশু যষ্টব্য ইত্যাদয়োবিধিসরূপা ন বিধয় ইতি তাৎপর্যার্থঃ । ঋতিস্মৃতি-  
ন্যায়সিদ্ধমিত্যুক্তং তত্র ঋতিং দর্শয়তি ।—“তথা চ ঋতি”রিত্তি । ন্যায়মাহ ।—  
“অতএব” ইতি । যৎ কিল স্বাভাবিকং তন্নিত্যং যথা চৈতন্যং স্বাভাবিকক্ষেপঃ  
তস্মান্নিত্যম্ । পরে হি দ্বয়ীং নিত্যতামাহঃ । কুটুহনিত্যতাং পরিণামি-

বিধির অনুপ্রবেশ না থাকে—ক্রিয়াসংশ্রব না থাকে—ব্রহ্ম যদি উপাসনা  
ক্রিয়ার অঙ্গ (অবলম্বন) না হন—ব্রহ্মবিষয়ে যদি কোনরূপ কর্তব্যতার  
প্রবেশ না থাকে—তাহা হইলে কেবলমাত্র বস্তু উপদেশের ফল কি ? যে  
কথা বা যে উপদেশ শুনিলে কোনরূপ ত্যাগবুদ্দি অথবা গ্রহণবুদ্দি না হয়—  
সে কথা বা সে উপদেশ অবশ্যই ব্যর্থ । পৃথিবী সপ্তদ্বীপা এবং রাজা যাইতে-  
ছেন, কেবলমাত্র এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি ? ঐরূপ কথা শুনিলে ও  
বলিলে কোনও ফল হয় না । ঐ উক্তি যেমন নিষ্ফল, কর্তব্যতাজ্ঞানের  
অনুৎপাদক, বিধিসংশ্রব না থাকিলে “ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ” ইত্যাবিধ বাক্যও তদ্রূপ  
নিষ্ফল বা নিয়োজনীয় । ঐরূপ বাক্য । কর্তব্যতাবোধের অনুৎপাদক  
সুতরাং বিফল । (১০)

[ ননু বস্তু...বস্তুং স্যাৎ ] যদি বল, কেবলমাত্র বস্তু উপদেশ করিলেও—

(১০) এ সকল কথার সার সিদ্ধান্ত এই যে, সিদ্ধবস্তু সকল ক্রিয়াবিশেষের অঙ্গ বা  
আশ্রয়রূপে অনুদিত হয়, উপদিষ্ট হয় না । ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তু হন—তাহা হইলে এ শাস্ত্রে  
তিনি অবশ্যই উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ বা আলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছেন এবং তদ্রূপ উপাসনার  
মৌলিকল দ্বয়ী থাকে !

রজ্জুরিয়ং নাহয়ং সৰ্প ইত্যাদৌ ভ্রান্তিজনিতভীতিনিবৰ্ত্তনে  
নার্থবদ্বং দৃষ্টং তথেষাপ্যসংসার্যাঅবস্তকথনেন সংসারিত্ব-  
ভ্রান্তিনিবৰ্ত্তনেনার্থবদ্বং স্যাৎ । স্যাদেতদেবম্, যদি রজ্জু-

নিত্যতাঞ্চ । তত্র নিত্যমিত্যুক্তে মা ভূদস্য পরিণামিনিত্যতেত্যত আহ ।—  
“তত্র কিঞ্চিৎ” ইতি । পরিণামিনিত্যতা হি ন পারমার্থিকী । তথাহি ।—  
তৎ সৰ্পাশ্বানা বা পরিণমেদেকাদেশেন বা । সৰ্পাশ্বানা পরিণামে কথং ন  
তদ্ব্যবাহতিঃ ? একদেশপরিণামে বা স একদেশন্ততোভিন্নো বাহভিন্নোবা ।  
ভিন্নশ্চেৎ কথং তস্য পরিণামঃ ? ন হন্যশ্বিন্ পরিণমমানেহন্যঃ পরিণমতে  
অতিপ্রসঙ্গাৎ । অভেদে বা কথং ন সৰ্পাশ্বানা পরিণামঃ ? ভিন্নাভিন্নং তদিত্তি  
চেৎ, তথাহি—তদেব কারণাশ্বনাহভিন্নং ভিন্নঞ্চ কার্য্যাশ্বানা কটকাদয় ইবা-  
ভিন্না হাটকাশ্বানা ভিন্নাশ্চ কটকাদ্যাশ্বানা । ন চ ভেদাভেদয়োৰ্কিরোধাত্মৈ-  
কত্র সমবায় ইতি যুক্তম্ । বিরুদ্ধমিতি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো যৎ প্রমাণবিপর্য্যয়েণ  
বৰ্ত্ততে । যত্নু যথা প্রমাণেনাবগম্যতে তস্য তথাভাব এব । কুণ্ডলমিদং  
সুৰ্গমিতি সামান্যাদিকরণ্যপ্রত্যয়ে ব্যক্তং ভেদাভেদৌ চকাস্তঃ । তথা-  
হ্যাত্মস্তিকেহভেদেহন্যতরস্য বিরবভাসপ্রসঙ্গঃ । ভেদে চাত্মস্তিকে ন  
সামান্যাদিকরণ্যং গবাশ্ববৎ । আধারাদেয়ভাবে একাশ্রয়স্বৈ বা ন সামান্য-  
াদিকরণ্যম্ । ন হি ভবতি কুণ্ডং বদরমিতি । নাপ্যেকাসনস্থয়োশ্চৈত্রমৈত্রয়ো-  
শ্চৈত্রোমৈত্র ইতি । সোহয়মবাধিতোহসন্নিধঃ সৰ্বজনীনঃ সামান্যাদিকরণ্য-  
প্রত্যয় এব কার্য্যাকারণয়োৰ্ভেদাভেদৌ ব্যবস্থাপয়তি । তথা চ কার্য্যাণাং  
কারণাশ্বাৎ কারণস্য চ সজ্জপস্য সৰ্বত্রাত্মগমাৎ সজ্জপেণাভেদঃ কার্য্যস্য  
জগতো ভেদঃ কার্য্যরূপেণ গোষটাদিনেতি । যথাহঃ ।—

কার্য্যরূপেণ নানাত্মমভেদঃ কারণাশ্বনা ।

হেমাশ্বনা যথাহভেদঃ তুণ্ডলাদ্যাশ্বনা ভিদা ॥ ইতি ।

অত্রোচ্যতে । কঃ পুনরয়ং ভেদো নাম যঃ সহাতেদেনৈকত্র তবেৎ ।

উপদিষ্টবাক্যে, কর্তব্যতাজ্ঞান না জন্মিলেও—রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তে আত্মবোধক  
বাক্যসমুদয়ের সাকল্য বা অর্থবত্তা থাকে ;—যেমন “ইহা রজ্জু, সর্প নহে”  
এতন্মাত্র উপদেশের (বাক্যের) দ্বারা ভ্রান্তিজনিত ভয়কল্পাদি নিবৃত্ত হও-  
ন্মায় “ইহা সর্প নহে, রজ্জু” এই বাক্যের সার্থক্য থাকে ; তজ্জপ, সংসারাতীত  
আত্মবস্তুর বোধক বেদান্তবাক্যের দ্বারা আত্মার সংসারিত্বভ্রম বিদূরিত হও-  
ন্মায় তদ্বাক্যেরও সার্থক্য থাকিবে । [ স্যাদেতদেবং...দর্শনাৎ ] এ কথা

স্বরূপশ্রবণ ইব সর্পভ্রান্তিঃ সংসারিত্বভ্রান্তিব্রহ্মস্বরূপশ্রবণ-  
মাত্রেন নিবর্তেত, ন তু নিবর্ততে । শ্রুতব্রহ্মণোহপি যথাপূর্ব্বঃ  
স্বখদুঃখাদিসংসারধর্ম্মদর্শনাৎ, শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসি-  
তব্য ইতি চ শ্রবণোত্তরকালয়োশ্মনননিদিধ্যাসনয়োদর্শনাৎ ।  
তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মাহু্যপ-  
গন্তব্যমিতি ।

পরস্পরাভাব ইতি চেৎ, কিময়ং কার্যাকারণয়োঃ কটকহটকয়োরস্তি ন বা ।  
ন চেদেকত্বমেবাস্তি ন চ ভেদঃ । অস্তি চেত্তেদ এব নাভেদঃ । ন চ ভাবা-  
ভাবয়োরবিরোধঃ সহাবস্থানাসম্ভবাৎ । সম্ভবে বা কটকবর্দ্ধমানকয়োরপি  
তদ্ব্যনাভেদশ্রঙ্গঃ ভেদস্যাত্তেদাবিরোধাৎ । অপি চ কটকস্য হটকাদভেদে  
যথা হটকান্মনা কটকমুকুটকুণ্ডলাদয়ো ন ভিদ্যন্তে এবং কটকান্মনাপি ন  
ন ভিদ্যেয়ন্ কটকস্য হটকাদভেদাৎ । তথা চ হটকমেব বস্তু সন্ কটকা-  
দয়ো ভেদস্যাপ্রতিভাসনাৎ । অথ হটকত্বেনৈবভেদো ন কটকত্বেন তেন  
তু ভেদ এব কুণ্ডলাদেঃ । যদি হটকাদভিন্নঃ কটকঃ কথময়ং কুণ্ডলাদিষু  
নানুবর্ততে । নানুবর্ততে চেৎ, কথং হটকাদভিন্নঃ কটকঃ । যে হি যন্মি-  
নুবর্তমানে ব্যাবর্ত্তন্তে তে ততো ভিন্না এব যথা সূত্রাৎ কুণ্ডলভেদাঃ । নানু-  
বর্ত্তন্তে চানুবর্ত্তমানেহপি হটকত্বে কুণ্ডলাদয়ঃ । তস্মাৎ তেহপি হটকান্তিম্না  
এবেতি । সত্তানুবৃত্ত্যা চ সর্ব্ববস্তুভুগমে ইদমিহ নেদমিদমস্মাদ্মেদমিদমিদানীঃ  
নেদমিদমেবং নেদমিতি বিভাগো ন স্যাৎ । কস্যাচিৎ কচিৎ কদাচিৎ  
কথঞ্চিবিরেকহেতোরভাবাৎ । অপিচ, দূরাৎ কনকমিত্যবগতে ন তস্য  
কুণ্ডলাদয়োবিশেষা জিজ্ঞাস্যেয়ন্ কনকাদভেদাত্তেবাং তস্য চ জ্ঞাতত্বাৎ ।  
অথ ভেদোহপ্যস্তি কনকাৎ কুণ্ডলাদীনামিতি কনকাবগমেপ্যজ্ঞাতাত্তে ।  
নষভেদোপ্যস্তীতি কিং ন জ্ঞাতা প্রত্যুত জ্ঞানমেব তেবাং যুক্তং কারণা-

বা এ কথা বলিতে পারিতে, যদি ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণের পর সর্পভ্রান্তিনিবৃত্তির  
ত্ৰায় ব্রহ্মতত্ত্বশ্রবণের পর সংসারিত্বভ্রম নিবৃত্ত হইত । আমরা দেখিতেছি,  
শতবার ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও লোকের সংসারিত্ব ভ্রম যায় না, এবং পূর্ব্বের  
ত্ৰায় স্বখদুঃখাদি সংসারধর্ম্ম থাকে । অপিচ, [ শ্রোতব্যো...গন্তব্যম্ ]  
শাস্ত্রেও শ্রবণের পর মননের ও নিদিধ্যাসনের বিধান আছে । এই সকল  
कारणे ব্রহ্মকে জ্ঞানবিধির বা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে গ্রহণ এবং ঐরূপেই

অত্রাভিধীয়তে, ন, কৰ্ম্মত্রক্ষাৰিধ্যাকলয়োৰ্বেলক্ষণ্যাৎ ।  
 শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ কৰ্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধৰ্ম্মাখ্যাং,  
 যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা অথাতোধৰ্ম্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রিতা । অ-  
 ধৰ্ম্মোহপি হিংসাদিঃ প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ জিজ্ঞাস্তাঃ  
 পরিহারায় । তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োর্থানর্থয়োৰ্ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োঃ

ভাবে হি কার্য্যভাব ঔৎসর্গিকঃ । স চ কারণসত্তয়াহপোদ্যতে । অস্তি  
 চাভেদে কারণসত্তেতি কনকে জ্ঞাতে জ্ঞাতা এব কুণ্ডলাদয় ইতি তজ্জিজ্ঞাসা-  
 জ্ঞানানি চানর্থকানি স্ম্যঃ । তেন যস্মিন্ গৃহমাণে যন্ন গৃহতে তত্ততো-  
 ভিদ্যতে । যথা করভে গৃহমাণেহগৃহমাণো রাসভঃ করভাৎ । গৃহমাণে চ  
 দূরতো হেম্বিন গৃহস্তে তস্য ভেদাঃ কুণ্ডলাদয়স্তস্মাতে হেম্বো ভিদ্যন্তে ।  
 কথং তর্হি হেম্বকুণ্ডলমিতি সামানাদিকরণ্যমিতি চেৎ, ন হাধারাধেয়ত্বাৎ  
 সমানাপ্রয়ত্বে বা সামানাদিকরণ্যমিত্যুক্তম্ । অথানুবৃত্তিবার্ত্তিব্যবস্থা চ  
 হেম্ব জ্ঞাতে কুণ্ডলাদিজিজ্ঞাসা চ কথম্ । ন খলভেদ ঐকান্তিকেহনৈকান্তিকে  
 চৈতহুভয়মুপপদ্যতে যত ইত্যুক্তম্ । তস্মাত্তেদাভেদয়োজন্যতরস্মিন্নবহেয়ে-  
 হভেদোপাদানৈব ভেদকল্পনা ন ভেদোপাদানাহভেদকল্পনেতি যুক্তম্ । ভিদ্যা-

তিনি শাস্ত্রপ্রমাণে প্রমিত, ইহা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য (১১) । [ অত্রাভি-  
 ধীয়তে ] এ সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সকল কথাই প্রত্যুত্তরার্থ আমরা এক্ষণে  
 এইরূপ বলিব ।—

[ ন...লক্ষণ্যাৎ ] আমরা বলিব, না—ওরূপ না । (১২) অর্থাৎ মুক্তি  
 বিবিজ্ঞত নহে; তাহা আত্মার স্বরূপ, স্মৃতরাং সিদ্ধ, সাধ্য নহে । এ কথা  
 কেন বলি ? না কৰ্ম্মফলের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানফলের অত্যন্ত ভিন্নতা আছে ।  
 [ শারীরং...মহুশ্রয়তে ] কারিক, বাচিক ও মানসিক কৰ্ম্ম বা ক্রিয়াসমূহ  
 শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ধৰ্ম্ম-নামে প্রসিদ্ধ । সেই ধৰ্ম্মনামক ক্রিয়াসমূহ যৎ স্বরূপ  
 —তাহা বুঝাইবার জন্ত “অপাতোধৰ্ম্মজিজ্ঞাসা” এই সূত্র জৈমিনিক ঠিক কথিত

(১১) অর্থাৎ শাস্ত্র ঐকুপেই ব্রহ্মসমর্পণ করেন । এ সম্বন্ধে পরিষ্কার কথা এই যে, দ্রব্য ও  
 দেবতা যেমন ক্রিয়াবিধির অঙ্গ, ব্রহ্মও তেমনি জ্ঞানবিধির বা উপাসনাবিধির অঙ্গ । স্বর্গ যেমন  
 কার্য্যসাধ্য, ওরূপ মুক্তিও কার্য্যসাধ্য । কার্য্যযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না ।

(১২) অর্থাৎ সীমাংসকরণের ঐ সকল কথা অর্থাৎ ঐরূপ নির্ণয় ( শাস্ত্রে মোক্ষকারী  
 পুরুষের উদ্দেশে জ্ঞানপ্তয়ের বিধান হইয়াছে; তৎক্রমে বা তাহারই অবলম্বন লব্ধ ব্রহ্ম  
 বস্ত, উপদিষ্ট হইয়াছে ) এইরূপ এইরূপ কথা সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত নহে ।

কলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবান্ধনোভিরেবোপভূজ্যমানে  
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্তে ব্রহ্মাদিষু স্বাবরাণ্তেষু প্রসিক্তে।  
মনুষ্যজ্ঞাদারভ্য যাবৎসূত্রকান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনু-

মানতন্ত্রত্বাদেদস্য ভিদ্যমানানাঞ্চ প্রত্যেকমেকত্বাৎ একাভাবে চানাপ্রয়স্য  
ভেদস্যাযোগাৎ একস্য চ ভেদানবীনত্বাৎ নায়ময়মিতি চ ভেদগ্রহস্য প্রতি-  
যোগিগ্রহসাপেক্ষত্বাদেকত্বগ্রহস্য চান্যানপেক্ষত্বাদভেদোপাদানৈবানির্কচনী-  
ভেদকল্পনেতি সাম্প্রতম্। তথা চ শ্রুতিঃ। “মুক্তিকেতোব সত্য”মিতি।  
তস্মাৎ কূটস্থনিত্যতৈব পারমার্থিকী ন পরিণামিনিত্যতেতি সিদ্ধম্। “ব্যোম-  
বৎ” ইতি চ দৃষ্টান্তঃ পরসিদ্ধঃ। অস্মন্নতে তস্যাপি কার্যাত্মেনানিত্যত্বাৎ।  
অত্র চ “কূটস্থনিত্য”মিতি নির্কথ্যকর্মতামপাকরোতি। “সর্বব্যাপী”তি  
প্রাপ্যকর্মতাম্, “সর্ববিক্রিয়ারহিত”মিতি বিকার্যকর্মতাম্, “নিরবয়ব”মিতি  
সংস্কার্যকর্মতাম্। ত্রীহীণাং খলু প্রোক্ষণেন সংস্কারাধ্যোহংশো যথা জন্ততে  
নৈবং ব্রহ্মণি কশ্চিদংশঃ ক্রিয়াধেরোহন্ত্যানবয়বত্বাৎ। অনংশবাদিত্যর্থঃ।  
পুরুষার্থতামাহ।—“নিত্যতৃপ্ত”মিতি। তৃপ্ত্যা হুঃখরহিতং সুখমুপলব্ধয়তি।  
সুদুঃখনিবৃত্তিসহিতং হি সুখং তৃপ্তিঃ। সুখং চাপ্রতীয়মানং ন পুরুষার্থ  
ইত্যত আহ।—“স্বয়ঞ্জ্যোতি”রिति। তদেবং স্বমতেন মোক্ষাখ্যং ফলং  
নিত্যং শ্রুতাদিভিক্রপপাদ্য ক্রিয়ানিস্পাদ্যস্য তু মোক্ষস্যানিত্যত্বং প্রসুপ্তয়তি।  
—“তদ্বদি” ইতি। ন চাগমবাধঃ। আগমস্যোক্তেন প্রকারেণোপপত্তেঃ।

হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সূত্রের জিজ্ঞাস্ত বা বিচার্য্য ধর্ম, তাহা কারিক বাচিক  
মানসিক ক্রিয়াবিশেষ ভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে। ধর্মের গ্রায অধর্মও জিজ্ঞাস্ত  
এবং তাহাও ঐ সূত্রে হৃচিত হইয়াছে। ধর্ম যেমন গ্রহণের জন্ত বিচার্য্য,  
অধর্মও তেমনি পরিহারের জন্ত (ছাড়াইবার জন্ত) বিচার্য্য। ধর্ম যেমন  
যাগ দান প্রভৃতির বিধান অনুসারে লক্ষিত হয়, অধর্মও তেমনি হিংসাদি-  
নিবেধ অনুসারে নির্ণীত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ (কর ও করো না  
এতদ্রূপ অনুমতি) উভয়েরই লক্ষণ, ইহা উক্ত সূত্রেই প্রতিপাদিত হই-  
য়াছে। ঐ হুঃখের অর্থাৎ নিয়োগলক্ষণে লক্ষিত অর্থানর্থ নামক ধর্মাদধর্মের  
ফল সুখ ও দুঃখ। সে ফল বা সে সুখ দুঃখ সর্বজীবের প্রত্যক্ষ। কেন  
না, শরীরের দ্বারা বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা উহার ভোগ ও বিষয়ে-  
ন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা উহার জন্ম বা আবির্ভাব হইতেছে। ব্রহ্ম হইতে স্বাবর  
পর্যন্ত সমস্ত জীবই ঐ দুই ফল (সুখ ও দুঃখ) জ্ঞাত আছে এবং শাস্ত্রেও গুণ।

ক্রয়তে। ততশ্চ তদ্বৈতৌর্ধ্বশ্চ তারতম্যং গম্যতে। ধর্ম-  
তারতম্যাদধিকারিতারতম্যম্। প্রসিদ্ধার্থার্থসামর্থ্যাদিকৃত-  
মধিকারিতারতম্যম্। তথা চ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনামেব বিদ্যা-

অপি চ জ্ঞানজন্যাপূর্ব্বজনিতো মোক্ষো নৈরোগিক ইত্যস্যার্থস্য সন্তি ভ্রূতঃ  
শ্রুত্যো নিবারিকা ইত্যাহ।—“অপি চ ব্রহ্ম বেদ” ইতি। অবিদ্যাভয়প্রতি-  
বন্ধাপনয়নাত্রেণ চ বিদ্যায়া মোক্ষসাধনত্বং ন স্বতো হপূর্ব্বোৎপাদেন চেত্যা-  
জ্ঞাপি শ্রুতিমুদাহরতি।—“ত্বং হি নঃ পিতা” ইতি। ন কেবলমশ্বিন্নার্থ শ্রুত্যা-  
দরোহপি ত্বক্ষপাদাচার্যাত্মত্রমপি ন্যায়মূলমন্তীত্যাহ।—“তথা চাচার্য্যপ্রণীত”-  
মিতি। আচার্য্যশ্চোক্তলক্ষণঃ পুরাণে।—

‘আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।

স্বয়মাৱতে যস্মাদাচার্য্যন্তেন চোচ্যতে’ ॥ ইতি।

তেন হি প্রণীতং স্বং “হুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষামিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে  
তদনন্তরাপায়াদপবর্গ” ইতি। পাঠাপেক্ষয়া কারণমুত্তরং, কার্য্যক পূর্ব্বং,  
কারণাপায়ে কাৰ্য্যাপায়ঃ, কফাপায় ইব কফোত্তবস্যা জরন্যাপায়ঃ। জন্মাপায়ে  
হুঃখাপায়ঃ, প্রবৃত্ত্যাপায়ে জন্মাপায়ঃ, দোষাপায়ে প্রবৃত্ত্যাপায়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানা-  
পায়ে দোষাপায়ঃ। মিথ্যাজ্ঞানং চাবিদ্যা, রাগাদ্ব্যপজ্ঞানক্রমেণ দৃষ্টেনৈব  
সংসারস্ত পরমং নিদানম্। সা চ তদজ্ঞানেন ব্রহ্মাঐক্যকর্ত্তবিজ্ঞানেনাবর্গাত-

যায় যে, ব্যক্তাবশেষে ঐ হুঃখ ( সুখ হুঃখের ) তারতম্য আছে। [ ততশ্চ...  
তারতম্যম্ ] সুখের তারতম্য (অস্বাধকা) থাকায় তাহার মূলকারণ ধর্ম্মেরও  
তারতম্য আছে, এবং ধর্ম্মের তারতম্য থাকায় তাহার উপার্জ্জক পুরুষেরও  
তারতম্য আছে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ ইহা সকলেই জানেন যে,  
অর্থিষ্ণু ও সামর্থ্য অভূতি অমুদারেই অধিকারপ্রভেদ হয়। (১৩) [ তথাচ...  
প্রসিদ্ধং ] যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করে, উপাসনা করে, জ্ঞানের বা

(১৩) সুখ হুঃখ সকলের সমান নহে, কামনাও সমান নহে, সকলে সকল ফল পায় না,  
সকলে সকল কাণ্ডে ক্ষমবান্ হয় না, চিত্ত ও হৃৎসারক ত্রয়ও সকলের সমান নহে। আকাঙ্ক্ষা  
থাকিলেও সকলে সকল উপাঞ্জন করিতে পারে না। ইহা দেখিয়া নিশ্চয় হয়, অধিকারী বা  
ধর্ম্ম করিবার লোক একরূপ নহে এবং তাহাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মও একরূপ নহে। ঐশ্বর্য্য হুঃখের  
ভারতম্যই তমূলক। ধর্ম্মাধর্ম্মভারতম্যের অনুমাপক, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভারতম্য থাকাই তাহার  
অনুষ্ঠাতৃ পুরুষের তারতম্য বা প্রভেদ থাকার অনুমাপক। কলিতার্থ এই যে, ধর্ম্ম একরূপ  
নহে অর্থাৎ সর্ব্বধারণ এক ধর্ম্ম নাই এবং সকলে সকল ধর্ম্ম উপাঞ্জন করিতে সক্ষম নহে।

সমাধিবিশেষাব্যুত্তরেণ পথা গমনম্। কেবলৈরিক্টাপূৰ্ণদন্ত-  
সাধনৈধূমাদিক্রমেণ দক্ষিণেন পথা গমনম্। তত্রাপি স্থখ-  
তারতম্যং তৎসাধন তারতম্যঞ্চ শাস্ত্রাৎ যাবৎসম্পাতমুষিক্বে-

পর্যন্তেন বিরোধিনা নিবর্ত্যতে। ততোহবিদ্যানিবৃত্ত্যা ব্রহ্মরূপাবির্ভাবো  
মোক্ষঃ।) ন তু বিদ্যাকার্যাস্তজ্জনিতাপূৰ্ণকার্যো বেতি স্বত্রার্থঃ। তৎ-  
জ্ঞানান্নিখ্যা জ্ঞানাপায় ইতোতাবন্ধ্যাজ্ঞেণ স্বত্রোপন্যাসো, ন তৎসম্পাদসম্বততৎ-  
জ্ঞানমিহ সম্বতম্। তদনেনাচার্য্যাস্তরসংবাদেনায়মর্থোদৃষ্টকৃতঃ। স্যাদে-  
তৎ। নৈকত্ববিজ্ঞানং স্থিতবস্তুবিষয়ং যেন মিথ্যাজ্ঞানং ভেদাবভাসং নিবর্ত-  
য়ন্ত বিধিবিষয়োভবেৎ। অপিতু সম্পাদাদিক্রমম্। তথা চ বিধেঃ প্রাগপ্রাপ্তং  
পুরুষেচ্ছয়া কর্তব্যং সৎ বিধিগোচরোভবিষ্যতি। যথা বৃত্তানস্তত্বেন মনসো-  
বিশ্বদেবসাম্যং বিশ্বান্ দেবান্ মনসি সম্পাদ্য মন আগম্বনমাব্যমানসমং  
কৃত্বা প্রাধান্যেন সম্পাদ্যানাং বিশ্বেষামেব দেবানামহুচিহ্ননং তেন চানন্ত-  
লোক প্রাপ্তিঃ। এবং চিক্রপসাম্যাজ্জীবস্য ব্রহ্মরূপতাং সম্পাদ্য জীবমালম্বন-

উপাসনার ( চিত্তটৈহ্মরূপ সমাধির ) প্রভাবে তাহার উত্তরমার্গ লাভ  
করে। (১৪) আর যাহারা কেবল ইষ্ট, পূৰ্ণ ও দন্ত কর্ম করে, তাহার  
ধূমাদিক্রম দক্ষিণমার্গে চল্লাদিলোকে গমন করে। (১৫) সেই সেই প্রাপ্য  
লোকের নুখ ও তৎপ্রাপক কর্মসমূহ অত্যন্ত তরতমবিশিষ্ট ইহা “যাবৎ  
সম্পাতমুষিক্বে” ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়। (সৰ্ব্বত্রই স্বত্বের উৎ-  
কর্ষাপকর্ষ আছে সুতরাং তৎপ্রাপক কর্মেরও তারতম্য আছে)। মনুষ্য

(১৪) উত্তরমার্গ—দেবধান-পথ বা ক্রমমুক্তিস্থান লাভ। প্রথমে সৌরতেজঃপ্রাপ্তি, তৎ-  
পরে স্বর্য়লোক গতি, তথা হইতে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকভোগান্তে মুক্তি। এইরূপ ক্রম-গতির  
নাম ক্রমমুক্তিস্থানলাভ, উত্তরমার্গগতি ও দেবধান গতি।

(১৫) অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত, নিষ্ঠা, বেদভ্যাস, অতিথিসংকার, বলিকর্ষ বা সৰ্ব্বভূতের  
ও দেবতার উদ্দেশে অন্ন দান,—এই সকল কর্ম “ইষ্ট” নামে বিখ্যাত। সৰ্ব্বভূতের উপকারার্থ  
বাগী, কুপ, তড়াগ ও পুষ্করিস্থ খনন, দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা, অন্নচ্ছত্র বা ধর্মশালা স্থাপন, উপবন  
স্থাপন বা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা,—এই সকল কর্মের নাম “পূৰ্ণ”। অন্নয়দান বা শরণাগত রক্ষা, হিংসা  
ত্যাগ, যজ্ঞাদি উপলক্ষ্য ব্যতিরেকে ধন দান,—এ সকল “দন্তকর্ম” নামে খ্যাত। এ সকল  
কার্যে জ্ঞানের, সমাধির ও উপাসনা-ব যোগ নাই, তজ্জনা এতৎকর্মকারীরা দক্ষিণমার্গে গমন  
করে অর্থাৎ চল্লাদিলোকে বা স্বর্গলোকে গিয়া উক্ত হই। স্বর্গলোকগতির ক্রম এই ব্রহ্মের  
অন্য স্থানে লিখিত হইবে। স্বর্গলোকসাম্যীরা ভোগান্তে পুনর্বার মর্ত্যলোকে আইসে, ইহা  
ঋতি যুক্ত উক্ত প্রমাণে প্রসিদ্ধ।



তস্মাৎ গম্যতে । তথা মনুষ্যাदिषু নারকিস্থাবরাণ্ডেষু সুখ-  
লবশ্চাদনালক্ষণধর্মসাধ্য এবৈতি গম্যতে তারতম্যেন বর্ত-  
মানঃ । তথোক্তক্ৰতেষধোগতেষু চ দেহবৎস্ব দুঃখতারতম্য-  
দর্শনাভ্যেক্তোরধর্মস্য প্রতিষেধচোদনালক্ষণস্য তদনুষ্ঠায়ি-

মবিদ্যমানসমং কৃৎ প্রাধান্যেন ব্রহ্মাচ্চিস্তনং তেন চামৃতত্বফলপ্রাপ্তিঃ ।  
অধ্যাসে স্থালশ্বনসৈব প্রাধান্যেনারোপিততত্ত্বাবস্যাচ্চিস্তনং যথা মনো-  
ব্রহ্মেত্ব্যুপাসীত আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ এবং জীবমব্রহ্ম ব্রহ্মেত্ব্যুপাসীতেতি ।  
ক্রিয়াবিশেষধোগাছা । যথা বায়ুর্কীব সধর্গঃ প্রাণো বাব সধর্গঃ । বাহা-  
ধনু বায়ুদেবতা বহ্মাদীন্ সংবৃত্তে । মহাপ্রলয়সময়ে হি বায়ুর্কন্থাদীন্  
সংবৃত্ত্য সংহত্যাশ্বনি স্থাপয়তি । যথাহ দ্রবিড়ার্চাঃ 'সংহরণাছা সংবরণাছা  
সাস্থীভাবাছা বায়ুঃ সংবর্গ' ইতি । অধ্যাত্মক প্রাণঃ সংবর্গ ইতি । স হি  
সর্কীণি বাগাদীনি সংবৃত্তে । প্রায়ণকালে হি স এব সর্কীণীক্রিয়াণি সং-  
হ্রোংক্রামতীতি । সেয়ং সংবর্গদৃষ্টির্কীরৌ প্রাণে চ দশাশাগতং জগদর্শয়তি  
যথা এবং জীবাত্মনি বৃংহণক্রিয়া ব্রহ্মদৃষ্টির্মৃতত্বায় ফলায় কল্পত ইতি ।  
তদেতেষু ত্রিষপি পক্ষেষাত্মদর্শনোপাসনাদয়ঃ প্রধানকর্ম্মাণ্যপূর্ববিষয়ত্বাৎ  
স্বতন্ত্রবৎ । আত্মা তু দ্রব্যং কর্ম্মণি গুণভূত ইতি সংস্কারো বাত্মনোদর্শনং  
বিধীয়তে । যথা দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতীতি সমান্নাতং  
প্রকরণিণা চ গৃহীতমুপাংগুযাজ্ঞভূতাজ্যদ্রব্যসংস্কারতয়াইবেক্ষণং গুণকর্ম্ম  
বিধীয়তে এবং কর্ণেদ্বেন ক্রিয়ক্ৰভূতে আত্মন্যাআ বা অরে দ্রষ্টব্য ইতি দর্শনং  
গুণকর্ম্ম বিধীয়তে । 'যৈস্ত দ্রব্যং চিকীর্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়ত' ইতি ত্রায়্যাৎ ।

প্রভৃতি উচ্চ জীব, অধম নারকী জীব ও অত্যধম স্থাবর জীব, সকলেই উক্ত  
ক্রমে অর্থাৎ অল্পাধিকপ্রকারে কিছু না কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকে  
এবং তাহাদের সে সুখ বা সেক্রপ সুখভোগ বৈধকর্ম্মের ( ধর্ম্মের ) ফল ভিন্ন  
অন্য কিছু নহে । কি উর্দ্ধলোকবাসী কি মধ্যলোকবাসী কি অধোলোক-  
বাসী, সকলেরই অল্পাধিকপ্রকার দুঃখ আছে, পরন্তু তাহাদের সে দুঃখ  
বা তক্রপ দুঃখভোগ নিষেধচোদনবোধ্য অধর্ম্মের ( হিংসাদির ) ফল ভিন্ন  
অন্য কিছু নহে । সিদ্ধান্ত হইল যে, সুখ দুঃখের প্রভেদ থাকায়, একরূপতা  
না থাকায়, তাহার মূল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ আছে এবং ধর্ম্মা-  
ধর্ম্মের প্রভেদ বা নানাত্ব থাকায় তাহার উপার্জক পুরুষের অর্থাৎ অধি-

নাঞ্চ তারতম্যং গম্যতে । এবমবিদ্যাাদিদোষবতাং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-  
তারতম্যানিমিত্তং শরীরোপাদানপূর্বকং সুখদুঃখতারতম্য-  
মনিত্যং সংসাররূপং শ্রুতিস্মৃতিত্ৰায়প্রসিদ্ধম্ । তথা চ শ্রুতিঃ

অত আহ।—“ন চেদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান”মিতি । কুতঃ, “সম্পদাদিরূপে  
হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান” ইতি । দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে হি সমান্নাতম্যাদ্যা-  
বেক্ষণং তদন্তত্বত্যাগ্যসংস্কার ইতি যুক্ত্যতে । ন চাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি  
কশ্চিৎ প্রকরণে সমান্নাতম্ । ন চানারভ্যাধীতমপি । যন্ত পর্ণময়ী জুহু-  
র্তবতীত্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধজুহুহারেণ জুহুপদং ক্রতুং স্মারয়ং বাক্যেন যথা  
পর্ণতারাঃ ক্রতুশেষভাবসম্পাদয়তি এবমাত্মা নাব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধোযেনু  
তদদর্শনং ক্রতুসং সৎ আত্মানং ক্রতুর্থং সংস্কৃত্যৎ । তেন যদায়ং বিধিস্তথাপি  
সুবর্ণং ভাষ্যমিতিবৎ বিনিয়োগভঞ্জন প্রধানকর্ম্মৈবাপূর্ববিষয়ত্বান্ন গুণ-  
কর্ম্মেতি স্থবীরন্তয়ৈতদধ্বণমনভিধায় সর্বপক্ষসাধারণং দ্ব্যধ্বণমুক্তম্ । তদতি-  
রোহিতার্থতয়া ন ব্যাখ্যাতম্ । কিন্তু জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ত্ববিধানমস্যা বহুশ্রুতি-  
বিরুদ্ধমিত্যাহ।—“ন চ বিদিক্রিয়া” ইতি । শঙ্কতে।—“অবিষয়ত্ব” ইতি ।  
ততশ্চ শাস্তিকর্ম্মণি বেতালোদয় ইতি ভাবঃ । নিরাকরোতি “ন” । কুতঃ ।  
“অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিবিষয়ত্বাৎ” ইতি । সর্বমেব হি বাক্যং নেদন্তয়া  
বস্তুভেদং বোধয়িতুমর্হতি ন হীক্ষুক্ষীরগুড়াदीनां मधुररसभेदः शक्य आध्या-  
तुम् । এবমন্যত্রাপি সর্বত্র দ্রষ্টব্যম্ । তেন প্রমাণান্তরসিদ্ধে লৌকিক  
এবার্থে যদা গতিরীদৃশী শব্দস্য তদা কৈব কথা প্রত্যগাত্মন্যলৌকিকে ।  
অদূরবিপ্রকর্ষণে তু কথঞ্চিং প্রতিপাদনমিহাপি সমানম্ । ইং পদার্থোহি  
প্রমাতা প্রমাণাধীনয়া প্রমিত্যা প্রমেয়ং ঘটাদি ব্যাপ্নোতীত্যবিদ্যাবিলসিতম্ ।  
তদস্যা বিষয়ীভূতোদাসীনতৎপদার্থপ্রত্যগাত্মসামানাধিকরণ্যেন প্রমাতৃত্ব-  
তাবাৎ তন্নিবৃত্তৌ প্রমাণাদয়ন্তিস্রোবিধা নিবর্ত্তন্তে । ন হি পক্তুরবস্ত্ত্বে  
পাক্যপাকপচনানি বস্ত্তসস্তি ভবিতুমর্হন্তীতি । তথাহি।—

কারि पुरुषेण प्रभेद आह ।। कथित प्रकारे, अविद्यादि (१७) दोष-  
दूषित देहधारी जीवेण धर्माधर्मैरेण तारतम्यं वा प्रभेद धाकातेह तहादेर  
देहेर ७ सुख दुःखेर तारतम्यं हईया धाके । ईदृश विचित्र प्रभेदयुक्त  
सुख-दुःख-मोह-भोग हउयार नाम संसार, ईहा श्रुति-स्मृति-युक्ति, सर्वत्र ई  
प्रथित । [ तथाहि...अनुवदति ] श्रुतिः “शरीरयुक्तं सत् ( आत्मा ) प्रिया

(१७) अविद्या, काय, कर्म, राग, द्वेष, अतिनिवेश अद्वुति ।

“ন হ বৈ শরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি” ইতি যথাবর্ণিতং সংসাররূপমনুবদতি । “অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত” ইতি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধা-  
চোদনালক্ষণধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষাখ্যাস্যাশরীরত্বস্ত্য প্রতিষিধ্যত  
ইতি গম্যতে । ধর্ম্মকার্য্যত্বে হি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতি-

বিগলিতপরাখ্যুত্তার্থত্বং যদস্য তদন্তদা

যমিতি হি পদেনৈকার্থত্বে যমিত্যপি বৎ পদম্ ।

তদপি চ তদা গতৈকার্থ্যং বিগুহচিতান্বতাং

ত্যজতি সফলান্ কর্তৃত্বাদীন পদার্থমলাগ্নিজান্ ॥

ইত্যন্তরলোকঃ । অত্রৈবার্থে ঋতীকদাহরতি ।—“তথা চ শাস্ত্রং, যস্যা  
ঋত”মিতি । প্রকৃতমুপসংহরতি ।—“অতোহবিকল্পিত” ইতি । পরপক্ষে  
মোক্ষস্যানিত্যতামাপাদয়তি ।—“যস্যতু” ইতি । কার্য্যমপূর্ব্বং যাগাদিব্যাপার-  
জন্যং তদপেক্ষতে মোক্ষঃ স্বেতংপস্তাবিতি । “তয়োঃ পক্ষয়ো”রিত ।  
নির্কর্তব্যবিকার্য্যয়াঃ । ক্ষণিকং জ্ঞানমাত্মেতি বৌদ্ধাঃ । তথা চ বিগুহ-  
বিজ্ঞানোৎপাদো মোক্ষ ইতি নির্কর্তব্যমোক্ষঃ । অন্যেযাস্ত সংসাররূপাবস্থা-  
মপহায় বা ঋতবস্যাবস্থা বাপ্তিরাশ্বনঃ স মোক্ষ ইতি বিকার্য্যোমোক্ষঃ । যথা  
পরসঃ পূর্বাৱস্থা গ্রহানেনাবস্থান্তরপ্রাপ্তির্কিরোরোদধীতি । তদেতয়োঃ পক্ষ-  
য়োরনিত্যতা মোক্ষস্য কার্য্যত্বাৎ দধিঘটাদিবৎ । অত ‘যদতঃ পরো দিবো  
জ্যোতির্দীপাত ইতি ঋতেত্রন্ধণো বিকৃতাবিকৃতদেশভেদাবগমাদবিকৃতদেশ-  
ত্রন্ধপ্রাপ্তিরূপাসনাদিবিধিকার্য্যা ভবিষ্যতি । তথা চ প্রাপ্যকর্ম্মতা ত্রন্ধণ  
ইত্যত আহ ।—“ন চাপাশ্চেনাপি” ইতি । অন্যদনোন বিকৃতদেশপরিহাণ্যা-  
হবিকৃতদেশং প্রাপ্যতে । তদ্যথোপবেলং জলধিরতিবহলচপলকলোলমালা-

প্রিয়ের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পান না ।” এইরূপ এইরূপ কথায় পূর্ব্ববর্ণিত  
সংসারের স্বরূপ অনুবাদ করিয়াছেন । [ অশরীরং...গম্যতে ] অপিচ,  
“প্রিয় ও অপ্রিয়, পুণ্য ও পাপ, সুখ অথবা দুঃখ, এ সকল অশরীর সন্তকে  
( শরীরান্ভিমান শূন্য পরমাত্মাকে ) স্পর্শ করে না ।” এই ঋতিতে অশরীর  
আত্মার প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শ নিবেদ থাকায় স্থির হইতেছে যে, মোক্ষ নামক  
অশরীর চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের ( বিধিবোধিত কর্ম্মের ) কার্য্য বা উৎপাদ্য  
কর্মে । [ ধর্ম্ম...নোপপদ্যতে ] অশরীরে বা মোক্ষে ধর্ম্মকার্য্যতা আছে,

যে নোপপদ্যতে । অশরীরত্বমেব ধর্ম্যকার্য্যমিতি চেম্ম  
তত্ত্ব স্বাভাবিকত্বাৎ । অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেধবস্থিতং,  
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্তা ধীরোন শোচতি, অপ্রাণোহমনাঃ  
শুভ্রঃ, অসঙ্গোহয়ং পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতিভাঃ । অতএবানু-  
ষ্ঠেয়ফলবিলক্ষণং মোক্ষাখ্যমশরীরত্বং নিত্যমিতি সিদ্ধম্ ।

পরস্পরাফালনসমুল্লসংফেনপুল্লস্তবকতয়া বিকৃতোমধ্যে তু প্রাশান্তসকলকল্লো-  
লোপসর্গঃ স্বস্থঃ স্থিরতয়াহবিকৃতস্তত্ত্ব মশ্যমবিকৃতং পৌতিকঃ পোতেন  
প্রাপ্পোতি । জীবন্ত ব্রহ্মৈবেতি কিং কেন প্রাপাতাং, ভেদাশ্রয়ত্বাৎ প্রাপ্তে-  
রিতার্থঃ । অথ জীবোব্রহ্মণোভিন্নস্তথাপি ন তেন ব্রহ্মাপ্যতে ব্রহ্মণোবভূ-  
ত্বেন নিত্যপ্রাপ্তবাদিত্যাহ—“স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেনপি” ইতি । সংস্কার্য্যকর্ম্মতা-  
মপাকরোতি ।—“নাপি সংস্কার্য্য” ইতি । দ্বয়ী ই সংস্কার্য্যতা গুণাধানেন  
বা যথা বীজপুরুষমস্য লাক্ষ্যসাবসেকস্তেন হি তৎ কুত্বে সংস্কৃতং লাক্ষ্য-  
সবর্ণং ফলং প্রযুতে । দোষাপনয়েন বা যথা মলিনমাদর্শতলং নিম্বটমিষ্টকাকূর্ণ-  
নোদ্ভাসিতভাস্বরত্বং সংস্কৃতং ভবতি । তত্র ন তাবৎ ব্রহ্মণি গুণাধানং সম্ভ-

এরূপ বলিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শনিষেধ—পুণ্য পাপ না থাকার  
কথা—অযুক্ত ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে । [ অশরীরত্ব...শ্রুতিভাঃ ] যদি বল,  
অশরীরত্বই ধর্ম্মের কার্য্য বা ফল—ধর্ম্মের দ্বারাই অশরীরতা (মোক্ষ)  
জন্মে,—তাহা বলিতে পার না । কেন না, তাহা (অশরীরত্ব) স্বাভাবিক  
বা স্বতঃসিদ্ধ । তাহা জন্মে না, সর্ব্বদা বা সর্ব্বকালেই তাহা আছে । এ  
সিদ্ধান্ত “ধীর ব্যাক্ত শরীরে অশরীর, বহু অনিত্য দেহে এক, নিত্য, মহান্  
ও পরম বিভূ আত্মাকে (আপনাকে) মনন করিয়া—মনের দ্বারা অবগত  
হইয়া—শোকশূন্য বা শোকোপলক্ষিতসংসারশূন্য হন ।” “অপ্রাণ, অমনঃ  
ও শুভ্র অর্থাৎ পুণ্যপাপের অতীত ।” “এই পুরুষ বা আত্মা অসঙ্গস্বভাব  
অর্থাৎ ইনি কিছুতেই লিপ্ত হন না ।” ইত্যাদিবিধ শ্রুতির দ্বারা লক্ষ হয় ।  
[ অতএব...সিদ্ধম্ ] প্রদর্শিত শ্রুতি যুক্তির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে,  
মোক্ষ নামক আত্যন্তিক অশরীরত্ব স্বতঃসিদ্ধ—তাহা সর্ব্বদা বা সর্ব্বকালেই  
আছে (১৭)—তজ্জন্য তাহা অহুতেরকর্ম্মের ফল বা উৎপাদ্য নহে—কর্ম্ম ও

(১৭) সিদ্ধ থাকিলেও তদ্বিবক জানের অভাব আছে । ফলতঃ, জানা না থাকিতেই  
নানা আপত্তি—জানিতে পারিলে সমস্ত ভ্রম বিদূরিত হয় ।

তত্র কিঞ্চিৎ পরিণামি নিত্যং স্তাৎ, যথা যস্মিন্ বিক্রিয়-  
মাণেহপি তদেবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহত্বতে যথা পৃথিব্যাদি  
জগন্মিত্যস্ববাদিনাং যথা চ সাংখ্যানাং গুণাঃ। ইদম্ পার-  
মার্থিকং কূটস্থং নিত্যং ব্যোমবৎ সর্বব্যাপি সর্ববিক্রিয়া-  
রহিতং নিত্যত্বগুণং নিরবয়বং স্বয়ঞ্জ্যোতিঃস্বভাবং, যত্র

বতি। গুণো হি ব্রহ্মণঃ স্বভাবো বা ভিন্নো বা। স্বভাবশ্চেৎ কথমাধেষন্তস্য  
নিত্যত্বাৎ। ভিন্নত্বে তু কার্যত্বেন মোক্ষস্যানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভেদে  
ধর্মধর্মিত্যভাবো গবাশ্ববৎ। ভেদাভেদশ্চ ব্যুদন্তোষিরোষণাৎ। তদনেনাহতি-  
সন্ধিনোক্তম্। “অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বায়োক্ষ্যমা”। দ্বিতীয়ং পক্ষমপহ্নি-  
পতি।—“নাপি দোষাপনয়নেন” ইতি। অণ্ডকিঃ সতী দর্পণে নিবর্ততে। ন  
তু ব্রহ্মণ্যসতী নিবর্তনীয়। নিত্যনিবৃত্তত্বাদিত্যর্থঃ। শব্দতে।—“স্বাশ্রয়ধর্ম  
এব” ইতি। ব্রহ্মস্বভাব এব মোক্ষোহনাদ্যবিদ্যামল্যবৃত্ত উপাসনাদিক্রিয়য়া-  
অনি সংক্রিয়মাণেহভিবিজ্যতে ন তু ক্রিয়তে। এতচ্ছব্দং ভবতি।—নিত্য-  
গুণত্বমাত্মনোহসিদ্ধং সংসারাবস্থায়ামবিদ্যামলিনত্বাদিতি। গুণাং নিরা-  
করোতি।—“ন”। কূতঃ। “ক্রিয়াশ্রয়ত্বাহুপপত্তেঃ”। নাহবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া  
কিঞ্চ জীবে সা স্বনির্লচনীয়েত্যানুগং তেন নিত্যগুণমেব ব্রহ্ম। অভ্যুপেত্য  
স্বগুণিং ক্রিয়াসংস্কার্যত্বং দুষ্যতে। ক্রিয়া হি ব্রহ্মসমবেতা বা ব্রহ্ম সংস্কৃত্যৎ  
যথা বর্ষগমিষ্টকাচূর্ণলংযোগবিভাগপ্রচয়োনিরন্তর আদর্শতলসমবেতো বা। ন  
ব্রহ্মধর্মঃ ক্রিয়া। তস্যাঃ স্বাশ্রয়বিকারহেতুত্বেন ব্রহ্মণোনিত্যত্বব্যাবহাত্যং।

কর্মফল হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন। [ তত্র...প্রতিভাঃ ] নিত্য দ্বিবিধ। এক  
পরিণামী নিত্য, অপর কূটস্থ নিত্য। বিকৃত হইলেও, অন্যথা প্রাপ্ত হইলেও,  
বাহাতে “সেই অসূক এই” এতদ্রূপ বুদ্ধি থাকে, তাহা পরিণামী নিত্য।  
সাংখ্যের প্রকৃতি ও জগন্মিত্যবাদীর জগৎ পরিণামিনিত্য। (পরিণামি  
পদার্থের নিত্যতা প্রত্যভিজ্ঞাকল্পিত অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক ভ্রম, স্মৃতরাং সে  
নিত্য প্রকৃত বা পরম নিত্য নহে। (১৮) মোক্ষ নামক অশরীরত্ব সেক্ষপ  
নিত্য নহে। অশরীরত্ব আত্মার স্বরূপ ও কূটস্থ-নিত্য। (কূটস্থ নিত্য ও  
নির্লিকার-নিত্য সমান কথা)। তাহার হেতু এই যে, ইনি আকাশের ন্যায়  
বিহু অর্থাৎ সর্বব্যাপী—সর্বপ্রকার-বিকার-রহিত—নিত্যত্ব—নিরবয়ব

(১৮) প্রত্যভিজ্ঞা—দৃষ্ট পদার্থে সোহং জ্ঞান। ইহা স্মৃতি, জ্ঞানের সূক্ষ্ম। স্বভাবান  
বৃত্ত উপস্থিত থাকিলে প্রত্যভিজ্ঞা, অনুপস্থিত থাকিলে স্মৃতি।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ সহ কার্যেণ কালত্রয়ঞ্চ নোপাবর্ততে তদশরীরং  
মোক্ষাধ্যম্ । অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাধৰ্ম্মাদন্যত্রাহম্মাং কৃতাকৃত-  
দন্যত্র ভূতাক ভব্যাক, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । অতস্তদ্ব্রহ্ম  
যস্যেয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা । তদ্ব্যদি কৰ্ত্তব্যশেষম্ভেনোপ-  
দিশ্যতে তেন চ কৰ্ত্তব্যেন সাধ্যশ্চেন্মোক্ষোহভ্যুপগম্যতে  
অনিত্য এব স্যাৎ । তত্রৈবং সতি যথোক্তকৰ্ম্মফলেষেব  
তারতম্যাবস্থিতেষনিত্যেযু কশ্চিদতিশয়োমোক্ষ ইতি প্রস-  
জ্যেত । নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সৰ্ব্বৈষ্মোক্ষবাদিভিবভ্যুপগম্যতে ।  
অতেন কৰ্ত্তব্যশেষম্ভেন ব্রহ্মোপদেশোযুক্তঃ । অপি চ, ব্রহ্ম-

অন্যাশ্রয়া তু কথঞ্চন্যস্যোপকবোতি অতিপ্রসঙ্গাৎ । ন হি দৰ্পণে নিব্বধ্য-  
মাণে মণিকিঞ্চনোদৃষ্টঃ । “তচ্চানিষ্ট মিতি তদা বাধনং পৰামুশতি । অত্র

এবং স্বযজ্ঞোতিঃস্বভাব অর্থাৎ স্বাধীনপ্রকাশস্বরূপ স্তুতবাং ইহাতে কোনও  
কালে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম এতদ্ব্যভেদে কার্য্য প্রকৃত হই না । তাহাট মোক্ষ নামক  
অশরীরবস্তু—যাহা স্রুতিতে ধৰ্ম্মাভীত, অধৰ্ম্মাভীত, কার্য্যাভীত, অকার্য্য-  
ভীত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানপদার্থাভীত” ইত্যাদিপ্রকারে অভিহিত  
হইয়াছে । [ অতঃ...স্যাৎ ] ঐ ঐ চেতুতে নির্ণীত হয় যে, তাহাই ব্রহ্ম—  
যদ্বিবয়ক জিজ্ঞাসা বা বিচাব এ শাস্ত্রে প্রকাশ হইয়াছে, সেই জিজ্ঞাস্ত  
ব্রহ্ম যদি ঐতিতে ক্রিয়াক্রমে উপদিষ্ট হইবা থাকেন, এবং মোক্ষ যদি  
সেই ক্রিয়ার সাধ্য বা উৎপাদ্য হয়, তাহা হইলে অংশই স্বীকার  
করিতে হইবে যে, মোক্ষতত্ত্ব অনিত্য । [ তত্রৈবং...প্রসজ্যেত ] ব্রহ্ম  
ক্রিয়াক্র, মোক্ষ তাহার ( সেই ক্রিয়া ) উৎপাদ্য, এই কথাব দ্বাবা  
ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অস্বাভিকভাবে ব্যবস্থিত অনিত্য কৰ্ম্মফলের  
মধ্যে মোক্ষ এক প্রকার অতিশয় বা উৎকর্ষ । ( উৎকৃষ্ট কৰ্ম্মফল ) ।  
[ নিত্যশ্চ...ভ্যুপগম্যতে ] কিন্তু মোক্ষবাদী মাত্রেই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া  
জানেন, কিন্তু বলিয়া জানেন না । [ অতো...যুক্তঃ ] তদনুসারে ইহাই বল  
উচিত যে, ব্রহ্ম ক্রিয়াবিধিব অক্ষ নহেন এবং শাস্ত্রেও তিনি ক্রিয়াক্রমে  
উপদিষ্ট হন না । [ অপি...বারয়ন্তি ] আরও দেখ, “ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্ম  
হন ।” “পবাবর পবমায়্যাব দর্শন পাইলে সমস্ত কৰ্ম্মফল ( পুণ্যপাপ ) ক্ষয়

বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কস্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে  
 পরাবরে, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি,  
 অভয়ং বৈ জনক ! প্রাপ্তোহসি, তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মা-  
 শ্রীতি তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ, তত্র কোমোহঃ কঃ শোক-  
 একত্বমনুপশ্যতঃ, ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োব্রহ্মবিদ্যানস্তরং  
 মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যামধ্যে তৎকর্তৃকং কার্য্যান্তরং বারযন্তি ।  
 তথা, তদ্বৈতং পশ্যন্তৃষিকীরামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনু-  
 রভবং সূর্য্যশ্চেতি, ব্রহ্মদর্শনসর্বাত্মভাবয়োঃশ্মধ্যে কর্তব্যাস্ত-  
 রবারণায়োদাহার্য্যম্ । যথা তিষ্ঠন্ গায়তীতি তিষ্ঠতিগায়-  
 ত্যোঃশ্মধ্যে তৎকর্তৃকং কার্য্যান্তরং নাস্তীতি গম্যতে । স্বং হি  
 নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি, শ্রুতঃ  
 হ্যেব মে ভগবদ্শেভ্যস্তবতি শোকমাত্মবিদিতি, সোহহং

ব্যভিচারং চোদযতি।—“নহু দেহাগ্রয়” ইতি । পবিত্রবাত।—“ন, দেহ-  
 সংহতস্য” ইতি । অনাদ্যানির্লীচ্যাবিদ্যোপধানমেব ব্রহ্মণোজীব ইতি চ  
 প্রাপ্ত হয়। “ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকাব হহলে কিছু হহতে ভয় থাকে না।” হে  
 জনক ! তুমি অভয় পদ পাইয়াছ।” “তিনি আপনাকে ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই  
 রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই জন্তই তিনি সর্বময় হইয়াছিলেন।”  
 “মোক্ষকালে বা স্বরূপাবস্থানকালে একত্ববশীৰ আবার শোক মোহ কি ?  
 অর্থাৎ তৎকালে কিছুই থাকে না।” এই সকল প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের পব মোক্ষ  
 হয় এবং মোক্ষ কালে তাহার কার্য্যান্তর থাকে না, এই তত্ত্বই ব্যক্ত করি-  
 তেছে। [ তথা...গম্যতে ] এতদ্ভিন্ন, “বামদেব ঋষি আত্মসাক্ষাৎকাবের পব  
 দোষপ্রাঙ্কিতেন, আমিই মনু, আমি সূর্য্য,” ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিও  
 ব্রহ্মজ্ঞানের পর সর্বাত্মপ্রাপ্তির মধ্যে কার্য্যান্তর না থাকার উদাহরণ  
 দিতে পার। যেমন ঝাঁড়াইয়া গান কবিতেছে, এতদ্রূপ স্থলে স্থিতি ক্রিয়া  
 ও গান এই দু-এর মধ্যে কার্য্যান্তব নিষেধ বা কার্য্যান্তব না থাকার বুঝা যায়,  
 সেই রূপ। [ স্বং হি...দর্শয়ন্তি ] অপিচ, “তুমিই আমাদেব পিতা ; কেন  
 না তুমিই আমাদিগকে অবিদ্যার পরপাবে আনিয়াছ।” “হে ভগবন্,  
 আমি ঋষিদিগেব নিকট শুনিয়াছি, আত্মজ ব্যক্তি শোক হইতে উদ্ধীর্ণ

ভগবঃ শোচামি তন্মা ভগবাক্ষোকস্য পারস্তারয়স্থিতি, তস্মৈ  
 হৃদিতকব্যায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার ইতি  
 চৈবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োমোকপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রমেবাত্মজ্ঞানস্য  
 ফলং দর্শয়ন্তি। তথা চার্চাধ্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং  
 সূত্রং, দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাহপায়ে  
 তদনস্তরাপায়াদপবর্গ ইতি। মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈক্য-  
 বিজ্ঞানাদ্ভবতি। ন চেদং ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানং সম্পদ্রপং,  
 যথা, অনন্তং বৈ মনোহনস্তা বৈ বিশ্বদেবা অনন্তমেব স তেন

ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাচক্ষতে। স চ স্থলস্থলশরীরেজ্জিহাদিসংহতস্তৎসজ্জাতমধ্য-  
 পাত্ততত্তদভেদেনাহমিতিপ্রত্যয়বিষয়ীভূতোহতঃ শরীরাদিসংস্কারঃ শরীরাদি-  
 ধর্মোপায়ান্নোভবতি তদভেদাধ্যবসায়াৎ। যথাহঙ্গরাগধর্মঃ সৃগন্ধিতা কামি-

হন।” “হে ঐশ্বর্যশালিন! আমি অত্যন্ত শোকসহগু; আমাকে আপনি  
 শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন।” “ভগবান্ সনৎকুমার, সেই হৃদিত কব্য  
 অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে অজ্ঞানের পর পার দেখাইলেন।” এই সকল  
 শ্রুতি কেবলমাত্র মুক্তিপ্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়াই আত্মজ্ঞানের  
 ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ফলিতার্থ এই যে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা  
 মুক্তিলাভক কোন পদার্থ জন্মে না। মুক্তি আছেই, অজ্ঞানে তাহা আবৃত্ত  
 রাখিয়াছে, আত্মজ্ঞান সেই আবরণ বিদূরিত করে, মুক্তি তখন আপনা  
 আপনি প্রকাশ পায়)। [তথাচ...ভবতি] একথা অক্ষপাদ আচার্যের  
 (গৌতমেব) গ্রন্থেও আছে। যথা—“দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যা-  
 জ্ঞান, এ সকল উত্তরোত্তরক্রমে বিনষ্ট হইলেই অপবর্গ (মোক) হয়। (১৯)  
 মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইবার একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান। [ন চেদং...ভবতি]  
 ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান “মনের বৃত্ত অনন্ত, বিশ্বদেবতাও অনন্ত, সূতরাং বিশ্ব-

(১৯) আমি মানব, আমি স্থলর, ইত্যাদিবিধ মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে তন্মূলক রূপ  
 যেবাধি দোষ নষ্ট হয়। যেবের অভাব হইলে ধর্মাদর্শরূপ প্রবৃত্তির পরিচয় হয়। প্রবৃত্তি-  
 বিনাশ হইলে পুনর্জন্ম বা শরীরসম্বন্ধ হয় না, শরীরসম্বন্ধ উচ্ছেদ হইলে দুঃখভোগ উপশান্ত  
 হয়। দুঃখজন্ম ও মোক্ষ একই কথা।



লোকং জয়তীতি । ন চাধ্যাসরূপং, যথা, মনোব্রহ্মেত্বা-  
দীতি, আদিত্যোব্রহ্মেত্যাদেশ ইতি, মন আদিত্যাदिषু ব্রহ্ম-  
দৃষ্ট্যাধ্যাসঃ। নাপি বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তং, বায়ুর্কীব সংবর্গঃ  
প্রাণোবাব সংবর্গ ইত্যাদিবৎ । নাপ্যাজ্যাবেক্ষণবৎ কর্ম্মাজ-  
সংস্কাররূপম্। সম্পাদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেহত্ব্যপ-  
গম্যামানে তত্ত্বমস্যং ব্রহ্মাস্ময়মাত্মা ব্রহ্মেত্যেবমাদীনাং

নীনাং ব্যপদিশাতে । তেনাত্মাপি যদাশ্রিতা ক্রিয়া সাংব্যবহারিকপ্রমাণ-  
বিষয়ীকৃতা তস্মৈব সংক্ৰাণোনান্যস্যোক্তি ন ব্যভিচাৰঃ । তদ্বতস্ত ন ক্রিয়া ন

দেবতাই মন" একপ সম্পৎ-জ্ঞান(২০) নহে। [ ন চা ..ধ্যাসঃ ] অধ্যাস জ্ঞানও  
নহে। "মনঃই ব্রহ্ম, একপে উপাসনা করিবেক।" "আদিত্যই ব্রহ্ম, এই  
উপদেশ আছে," ইত্যাদি ঐতিহ্যে যেমন মনে ও আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি অর্পণ  
করিবার ব্যবস্থা আছে, জীব-ব্রহ্মত্বলে সেরূপ নহে। (২১) [ নাপি...রূপম্ ]  
ঐ জ্ঞান ক্রিয়াযোগজনিত ধ্যানরূপীও নহে। "বায়ু সংবরণ করেন বলিয়া  
সংবর্গ, প্রাণও সংবরণ করেন বলিয়া সংবর্গ।" এই ঐতিহ্যে যেমন, সংবর্গ  
নামক জ্ঞান বিহিত, জীবই ব্রহ্ম, ইহা সেকপ জ্ঞান বা ধ্যান নহে। (২২)

(২০) যৎকিঞ্চ সাংখ্য বা সাদৃশ্য দৃষ্টে কোন এক উৎকৃষ্ট বস্তুসহিত তদপেক্ষা নিকৃষ্ট  
বস্তুর অভেদ চিত্ত স্থিতি হইলে তাহা সম্পৎ জ্ঞান ও সম্পৎ উপাসনা নামে অভিহিত হয়।  
মনোবৃত্তি অসংখ্য। বিধেব দেবতাও ঐসংখ্য, অতএব অসংখ্যতাও সাদৃশ্য লইয়া মনকে বিধ  
দেবদেবতাজ্ঞান কৰা সম্পৎ জ্ঞান। একপ উপাসনার ফলাধিকা আছে। জীব ব্রহ্ম বা  
ব্রহ্মেব সহিত জীবের অভেদ,— ইহা সেপ উপাসনা অর্থাৎ চেতনসাদৃশ্য লইয়া সম্পৎ-  
উপাসনা, ইহা বিনেও পাবা যায় না।

(২১) মন ই ব্রহ্ম, সূর্যই ব্রহ্ম, এতরূপ অমুখ্যানেব নাম প্রতীক-উপাসনা ও অধ্যাসরূপণী  
উপাসনা। পূর্বেক্রে সম্পৎ উপাসনার সহিত এ উপাসনার (প্রতীক উপাসনার) অভেদ  
এই যে, সম্পৎ উপাসনার ধ্যানেব আলম্বন তিবদ্ধ ও অপ্রধান থাকে, কিন্তু প্রতীক উপা-  
সনার তাহার বিপর্যয় অর্থাৎ প্রতীক উপাসনার অবলম্বনেব প্রাবল্য বা প্রাধান্য থাকে।

(২২) ক্রিয়াসম্বন্ধদৃষ্টে বা ক্রিয়াসাদৃশ্য লইয়া ধ্যানএবাহ উৎপাদিত করার নাম সংবর্গ  
বিধা বা সংবর্গ ধ্যান। বায়ু প্রলয়কালে অগ্নিপ্রভৃতির সংহার করে, প্রাণও স্তম্ভিকালে বায়ু  
প্রভৃতির সংহার করে, এই সংবরণ ক্রিয়ার সমানতা অনুসারে, প্রাণের সহিত বায়ুর অভেদ  
চিত্তন কপ ধ্যান করিবার বিধি আছে কিন্তু জীব ব্রহ্মত্বলে সেকপ ধ্যান বা সেকপ ধ্যানবিধি  
সম্ভব হয় না।

বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমম্বয়ঃ পী-  
 ছ্যোতঃ, ভিত্ত্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া ইতি চৈব-  
 মাদীন্যবিদ্যানিবৃত্তিকলত্রবগ্ন্যুপরুদ্ধোয়ন্। ব্রহ্ম বেদ ব্র-  
 হ্মৈব ভবতীতি চৈবমাদীনি তদ্ব্যাপত্তিবচনানি সম্পদাদি-  
 পক্ষে ন সামঞ্জস্যেনোপপদ্যেয়ন্। তস্মান্ন সম্পদাদিরূপং  
 ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। অতোন পুরুষব্যাপারতত্ত্বা ব্রহ্মবিদ্যা,  
 কিং তর্হি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতত্ত্বৈব। এবং

সংস্কার ইতি। সনিদর্শনস্ত শেষমধ্যাগভাব্য এব কৃতব্যাত্মানমিতি নেহ  
 হবিঃসংস্কার যেমন যজ্ঞকার্য্যেব অঙ্গ, ব্রহ্মজ্ঞান সেকপও নহে। (২৩)  
 [সম্পদাদি পদ্যোবন] ব্রহ্মজ্ঞানকে—জীবব্রহ্মেব অভেদজ্ঞানকে—পূর্কোক্ত  
 প্রকার সম্পৎ-জ্ঞান অথবা উপাসনার্থ অধ্যাত্ত বা আবোপিত জ্ঞান বলিতে  
 গেলে, “তত্ত্বমসি” ও “অহংব্রহ্মাস্মি” প্রভৃতি প্রতিবাক্যেব অভেদবোধকতা  
 থাকে না এবং পদসমম্বয়ও (২৪) (জীব ব্রহ্মের ঐক্য অর্থে তাৎপর্য্য নির্ণয়)  
 ভঙ্গ হইয়া যায়। অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে হৃদগ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সংশয়  
 সকল বিদূষিত হয়, ইত্যাদিবিধ ফলশক্তি অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি হওয়ার  
 কথা মিথ্যা হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন “ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ব্রহ্ম হন” এইরূপ এইরূপ  
 ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্তিবোধক বচনসমূহেব অর্থসামঞ্জস্যও থাকে না। অর্থাৎ  
 ঐরূপ ঐরূপ বাক্যেব অর্থ অযুক্ত হইয়া পড়ে। তস্মান্ন তত্ত্বৈব, এইরূপ  
 এইরূপ কাবণে, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানকে বা জীবব্রহ্মেব অভেদ জ্ঞানকে পূর্ক  
 প্রদর্শিত সম্পৎ-জ্ঞান বা অধ্যাত্তাদি-জ্ঞান বলা যায় না, এবং তৎকারণে  
 তাহাকে পুরুষব্যাপাবেব অধীন বলাও যায় না। অর্থাৎ তাহা ইচ্ছা  
 নিস্পাদ্য নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তুর জ্ঞান যেমন বস্তু  
 স্বরূপেব অধীন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মবস্তুর অধীন। [এবং কল্পসিদ্ধম্]

(২৩) অর্থাৎ আত্মার সংস্কারার্থ আপনাকে ব্রহ্মভাবে জ্ঞাবনা করিলেক, একপ তাৎপর্য্য  
 নহে।

(২৪) পদসমম্বয় অর্থাৎ তৎ তৎ অসি ইত্যাদিহলে অভেদবোধক তুল্যভিত্তির যাব  
 জীব ব্রহ্মেব অভিন্নতা নিশ্চয় হৃদগ্রন্থি অর্থাৎ চিন্মনস্তাদাকারূপ অহংগ্রন্থি। অথবা যেনে  
 রাগা দরূপ গ্রন্থি। জ্ঞান অজ্ঞান নষ্ট করে, অন্য কিছু কবে না। ব্রহ্মজ্ঞান যদি সম্পৎ  
 জ্ঞান ওধবা অন্য কোন পূর্কোক্ত একাবেব জ্ঞান হইত তাহা হইলে তাহা অজ্ঞানসিদ্ধি  
 কপ ফল হওয়ার কথা থাকিত না।

ভূতস্য চ ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য বা ন কয়াচিদযুক্ত্যা শক্যঃ  
‘কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্ ।

ন চ বিদিক্রিয়াকৰ্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশোব্রহ্মণঃ, অন্য-  
দেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি বিদিক্রিয়াকৰ্ম্মত্বপ্রতি-  
ষেধাৎ । যেনেদং সৰ্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদিতি  
চ । তথোপাস্তিক্রিয়াকৰ্ম্মত্বপ্রতিষেধোপি ভবতি, যদ্বাচানভ্যু-  
দিতং যেন বাগভ্যুদ্যত ইত্যাদ্যবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ উপন্যস্য  
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত ইতি । অবিসয়ত্বে  
ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিহানুপপত্তিরিতি চেন্ন অবিদ্যাকল্পিতভেদ-

ব্যাখ্যাতম্ । “তয়োবন্যাঃ পিপ্পল”মিতি । অন্যো জীবাশ্চ পিপ্পলং  
কৰ্ম্মফলম্ । “অনল্পন্ননা” ইতি ।—পরমাত্মা । সংহতস্যৈব ভোক্তৃত্বমাহ

অতএব যুক্তির দ্বাৰাও তাদৃশ ব্রহ্মকে অথবা তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্রিয়াজ  
বলিয়া কল্পনা করা যায় না । [ ন চ.. দিতি চ ] ব্রহ্ম বিদি-ক্রিয়ার অর্থাৎ  
জ্ঞানরূপ ক্রিয়াব কৰ্ম্ম ( ব্যাপ্য ), এ কথা কিছুতেই বলিতে পার না । কেন  
না, “তিনি বিদিত অবিনীত উভয় হইতে ভিন্ন—কার্য্যকারণের অতীত” এবং  
“ঐহার দ্বাৰা সমুদায় জানা যাইতেছে তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে ?”  
ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বাৰা ব্রহ্মেব বিদি-ক্রিয়াব কৰ্ম্মত্ব । ( জ্ঞানবৃত্তিব  
ব্যাপ্যতা ) নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে । [ তথা...ইতি ] তাঁহাতে যেমন  
বিদি-কৰ্ম্মের ( জ্ঞাননক্রিয়ার ব্যাপ্তি ) নিষেধ আছে, তেমনি, উপাস্তিকৰ্ম্মতাও  
নিষিদ্ধ আছে । অর্থাৎ তিনি উপাসনা নামক মানসক্রিয়ারও অবিসয় ।  
কেন না, শাস্ত্রে ব্রহ্মপদার্থের “তিনি বাক্যের দ্বারা উক্ত হন না—প্রব্যক্ত  
হন না—অথচ বাক্য তাঁহার দ্বারা উদ্ভূত হয় ।” অবিসয়ত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়া-  
প্রাপ্ততা উপদেশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, “তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বা ঈশ্ব  
জ্ঞান, যিনি ইদম্ভারূপে ( এই, অমুক, অথবা অশ্ব কোন প্রকারে ) উপাসিত  
হন না ।” [ অবিসয়ত্বে.. নয়তি ] যদি বল, ব্রহ্ম যদি অবিসয়ই হন—তাহা  
হইলে তাঁহার শাস্ত্রযোনিও উপপন্ন হয় কৈ ? অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল শাস্ত্ররূপ  
প্রমাণের গম্য—একমাত্র শাস্ত্রেরই বিষয়—এ কথা কিরূপে উপপন্ন হইতে  
পারিবে ? এ আপত্তির প্রত্যুত্তর এই—বিবেচনা করিয়া দেখ, শাস্ত্রেব কৃত্য

নিবৃত্তিপরাচ্ছাস্ত্রস্য, ন হি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম  
প্রতিপিপাদয়িষতি। কিং তর্হি, প্রত্যগাত্মত্বেনাবিষয়তয়া  
প্রতিপাদয়দবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদমপনয়তি।  
তথা চ শাস্ত্রং, যস্যামতং তস্য মতং মৃতং যস্যান বেদঃ।  
অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্। ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং  
পশ্যেদ্রক্ষতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং  
বিজ্ঞানীয়া ইতি চৈবমাদি। অতোহবিদ্যাকল্পিতসংসারিষ্ম-  
নিবর্তনেন নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপসমর্পণাম্ মোক্ষস্যানিত্যত্ব-

মন্ত্রবর্ণঃ।—“আয়েজিয়” ইতি। অমুপহিতত্বস্বভাবব্রহ্মপ্রদর্শনপরৌ মন্ত্রৌ-  
পঠতি।—“একো দেব” ইতি। “ওজঃ” দীপ্তিমং। “অত্রং” হৃৎপর্যন্তম্।

কি? শাস্ত্র কি ক'ব? শাস্ত্র কেবল অবিদ্যাকল্পিত নানাত্ব জ্ঞানকে নিবৃত্ত  
করে—নিবেধ কবে—অন্য কিছু করে না। শাস্ত্র তাঁহাকে ইদম্ভাক্রুপে  
(কোন রূপ বিশেষণ দিয়া) প্রতিপাদন করিতে, ইচ্ছুক নহে। শাস্ত্র  
এইমাত্র প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যগভিন্ন; সুতরাং ইদং-জ্ঞানের  
অবিষয়। তাঁহাতে অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞেয়তা প্রভৃতি ভেদভাবের সম্পর্কও  
নাই। এ সম্বন্ধে [তথাচ চৈবমাদিঃ] “যাহার নিকট তিনি অমত অর্থাৎ  
মানস-ক্রিয়ার অগোচর, তাহারই নিকট তিনি মত অর্থাৎ জ্ঞাত। যাহার  
নিকট তিনি মত অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলে, আমি ব্রহ্ম জানি, বাস্তবিকতায় সে  
তাঁহাকে জানে না। অতএব বিজ্ঞের নিকট তিনি অবিজ্ঞাতস্বরূপ এবং  
অবিজ্ঞের নিকট বিজ্ঞাতস্বরূপ।” (১৫) “যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা—জ্ঞানের জ্ঞাতা—  
তাঁহাকে জানা যায় না অর্থাৎ তিনি জ্ঞানবৃত্তির অবিষয়। যিনি শ্রবণেব  
শ্রবণ—তাঁহাকে শুনাও যায় না।” (২৬) এইরূপ অনেক শাস্ত্র আছে।  
[অতঃ দোষঃ] অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত সংশয়বিনিবৃত্ত  
বা বিদূরিত হয়, সংসারনিবৃত্তি হইলেই আত্মার নিত্যমুক্ততা প্রকাশ পায়,

(২৫) অর্থাৎ তিনি শাক্তজ্ঞানেরও অবিষয়। অতিপ্রায় এই যে, বেদান্তাদি শ্রবণ করিলে  
মনোমধ্যে যে বৃত্তি ‘জ্ঞান’ হয়, ব্রহ্ম সে বৃত্তির প্রকাশ্য নহে। কেন না তিনি স্বপ্রকাশ।

(২৬) অর্থাৎ যাহারা বলেন, ব্রহ্ম জানি, বাস্তবিক তাঁহারা ব্রহ্ম জানেন না। যাহারা জানেন,  
ব্রহ্মজ্ঞানের অবিষয়, প্রকৃতপ্রত্যয়ে তাঁহারাষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ।

দোষঃ । যস্য তুংপাদ্যোমোক্ষস্তস্য বাচিকং মানসং কাযিকং বা কার্যমপেক্ষত ইতি যুক্তম্ । তথা বিকার্যাত্বে চ । তয়োঃ পক্ষয়োর্মোক্ষস্য ধ্রুবমনিত্যত্বম্ । ন হি দধ্যাদি বিকার্যং উৎপাদ্যং বা ঘটাদি নিত্যং দৃষ্টং লোকে । ন চাপ্যত্বেনাপি কার্য্যাপেক্ষা স্বাত্মস্বরূপত্বে সত্যনাপ্যত্বাৎ । স্বরূপব্যতিরিক্ত-  
ত্বেপি ব্রহ্মণেনাপ্যত্বং সর্বগতত্বেন নিত্যাপ্তস্বরূপত্বাৎ । সর্ব্বগ ব্রহ্মণ আকাশস্যেব । নাপি সংস্কার্যোমোক্ষোযেন ব্যাপারমপেক্ষত । সংস্কারোহি নাম সংস্কার্য্যস্য গুণাধানেন বা সাদ্দোষাপনয়নেন বা । ন তাদ্গুণাধানেন সম্ভবতি

“অম্মাবিরম্” অবিগলিতং অবিনাশীতি যাবৎ । উপসংহরতি ।—“তন্মাৎ” ইতি । নমু মা ভূ সর্ব্বগুণাদিকন্দ্ৰতাচতুষ্টয়ী পঞ্চমী তু কাচিদ্ধিধা ভবিষ্যতি

স্মৃতরাং মোক্ষত্বে অনিত্যত্ব দোষ হয় না । (২৭) [ বস্য...মনিত্যত্বম্ ]  
বীথারা বলেন, মোক্ষ উৎপাদ্য, তাহাদেরই মতে মোক্ষে কাযিক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে । বিকার্য্যপক্ষেও ঐরূপ । পরন্তু উৎপাদ্য ও বিকার্য্য এই দুই পক্ষেই মোক্ষত্ব অনিত্য বলিয়া নির্ণীত হয় । [ ন হি...লোকে ] কেন না, দধি প্রভৃতি বিকার্য্য বস্তুকে এবং ঘট প্রভৃতি উৎপাদ্য বস্তুকে কেহ কখন নিত্য হইতে দেখে নাই, শুনেও নাই । [ ন...স্যেব ] প্রাপ্যরূপেও তিনি ( ব্রহ্ম ) কার্য্য বা ক্রিয়াফল বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না । হেতু এই যে, ব্রহ্মপদার্থ আত্মারই স্বরূপ, স্মৃতরাং তিনি প্রামাদির ন্যায় প্রাপ্য পদার্থ নহেন । ব্রহ্ম আত্মারই স্বরূপ, এ কথা অঙ্গীকার না করিলেও তিনি অপ্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না । কারণ এই যে, তিনি সর্ব্বগত—সর্ব্বত্রই বিদ্যমান—স্মৃতরাং তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বা সদাপ্রাপ্ত । যে সদাপ্রাপ্ত—সে আবার প্রাপ্য কি ? [ নাপি...মোক্ষস্য ] মোক্ষ সংস্কার্য্যপদার্থও নহে । মোক্ষ যদি সংস্কার্য্য হইত—তাহা হইলেও তাহাতে কথঞ্চিৎ কর্তৃব্যাপারের সম্ভব হইত । সংস্কার্য্য বস্তুতে গুণাধান করার অথবা তাহার দোষ নিবারণ করার নাম সংস্কার । মোক্ষ-নামক ব্রহ্মে তাহা অসম্ভব । মোক্ষ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্মও নিরতিশয়,

(২৭) অবাৎ বাহ্য । হ্রল তাহাই আবরণ অভাবে প্রকাশিত হইল মাত্র ; জ্বলিল না । তাহা জ্বলিল না, তাহা অনিত্য হইবে কেন ?

অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোকস্য । নাপি দোষাপনয়নেন  
নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোকস্য । স্বাত্মধৰ্ম্মএব সন্ তিরো-  
ভূতোমোকঃ ক্রিয়য়াত্মনি সংক্রিয়মাণেহতিব্যজ্যতে যথা  
আদর্শে নিঘর্ষণক্রিয়য়া সংক্রিয়মাণে ভাস্বরত্বধৰ্ম্ম ইতি চেৎ, ন,  
ক্রিয়াশ্রয়স্থানুপপত্তেরাত্মনঃ । যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া তমবিকুৰ্ব্বতী  
নৈবাত্মানং লভতে । যদ্যাত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েতানিত্যত্বমাত্মনঃ  
প্রসজ্যেত । অবিকার্যোহয়মুচ্যত ইতি চৈরমাদীনি বাক্যানি

( টীকা ১১০ ও ১১১ পৃষ্ঠায় দেখুন । )

নিত্যশুদ্ধ বা সদানিৰ্মল স্তববাং তাঁহাতে গুণাধান ও দোষনিবারণ, দুএর  
কিছুই সম্ভব হয় না । (২৮) [ স্বাত্ম . সংস্ক্রিয়েত ] যদি বল, মোক্ষ আত্মার ধৰ্ম্ম,  
তাহা তিবোহিত থাকে বা আবৃত থাকে, ক্রিয়ার দ্বারা সুসংস্কৃত হইলে  
সেই মোক্ষ-নামক ধৰ্ম্ম পুনঃপ্রকটিত হয়, যেমন কাচের ভাস্বরত্ব ধৰ্ম্ম  
মনাবরণে তিরোহিত থাকে, ঘর্ষণক্রিয়ায় সুসংস্কৃত হইলে তাহা পুনঃপ্রকটিত  
হয়, মোক্ষও সেইরূপ । এ কথা বলিতে পার না । কেন না, আত্মা কোনরূপ  
ক্রিয়ার আশ্রয় (আধার) নহেন । আত্মায় ক্রিয়া হয়, একথা অব্যুক্ত—যুক্তিব  
ছাড়া উপপন্ন হয় না । ক্রিয়াব স্বভাব এই যে, সে আপন আশ্রয়ে  
সংযোগাদি-বিকার উৎপন্ন না করিয়া আত্মগাভ কবে না বা জ'য় না ।  
( দর্পণ বা কাচ সাবয়ব, তাহাতে ক্রিয়া জন্মিতে পারে ; কিন্তু আত্মা  
নিয়বয়ব, তন্নিবন্ধন তাঁহাতে ক্রিয়োৎপত্তি অসম্ভব ) । আত্মায় ক্রিয়া হয়,  
অথবা ক্রিয়ার দ্বারা আত্মায় কোনরূপ বিকার জন্মে, এ কথা বলিলে আত্মা  
অনিত্য হয় এবং “আত্মা অবিকার্য্য” ইত্যাদিশ্রুতি বাধিত হইয়া পড়ে । কিন্তু

(২৮) কাব্য বা ক্রিয়াফল ৪ প্রকাৰ । উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার । ক্রিয়া  
প্রায়োগ কবিলে হয় কিছু উৎপন্ন হয়, না হয় কোন বিকার জন্মে, অথবা কিছু প্রাপ্ত হয়,  
কিংবা কোনরূপ সংস্কার (দোষনিবৃত্তি অথবা গুণবিশেষ) জন্মে । ঘটাদি বস্তু উৎপন্ন  
পদার্থ । দধি প্রভৃতি বিকৃত পদার্থ । গ্রাম প্রভৃতি প্রাপ্য এবং মাদর্শ প্রভৃতি সংস্কার্য্য । এই  
চাবি প্রকার ছাড়া, অন্য প্রকার কাব্য বা ক্রিয়াফল নাই । মোক্ষ যদি কাব্য বা ক্রিয়াফল  
হয়, তাহা হইলে অবশ্য উহা উক্ত চতুর্বিধের অন্তর্গত হইবে । কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে,  
মোক্ষকে বা ব্রহ্মাত্মস্বরূপকে, উক্ত চতুর্বিধকাব্যের বা ফলের কোনও প্রকারেব অন্তর্ভুক্ত  
করা যায় না । মোক্ষকে কাব্য বা ক্রিয়াফল বলিতে গেলে, যে যে দোষ হয়, সেই সেই  
দোষ ভাষ্যব্যাপ্য্য যথাবনে বলা হইয়াছে ।

বাধ্যেরন্। তচ্চানিষ্ঠম্। তস্মাৎ আশ্রয়া ক্রিয়া আত্মনঃ  
সম্ভবতি। অন্যাত্ময়াস্তু ক্রিয়ায়া অবিষয়ত্বাৎ ন তয়াত্মা সং-  
স্ক্রিয়েত। ননু দেহাশ্রয়্যা স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতধারণাদি-  
কয়া ক্রিয়য়া দেহী সংস্ক্রিয়মাণোদৃষ্টঃ, ন, দেহসংহতস্যৈবা-  
বিদ্যাগৃহীতস্তাত্মনঃ সংস্ক্রিয়মাণত্বাৎ। প্রত্যক্ষং হি স্নানাচ-  
মনাদেহেহসমবায়িত্বম্। তয়া দেহাশ্রয়্যা তৎসংহত এব  
কশ্চিদবিদ্যাত্মজ্ঞেন পরিগৃহীতঃ সংস্ক্রিয়ত ইতি যুক্তম্। যথা  
দেহাশ্রয়চিকিৎসানিমিত্তেন ধাতুসাম্যেন তৎসংহতস্ত তদভি-  
মানিন আরোগ্যফলমহমরোগ ইতি যত্র বুদ্ধিরূপদ্যতে এবং  
স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিধারণাদিকয়া ক্রিয়য়াহং শুদ্ধঃ  
সংস্কৃত ইতি যত্র বুদ্ধিরূপদ্যতে স সংস্ক্রিয়তে। স চ দেহেন  
সংহত এব। তেনৈব হ্যহঙ্কর্তৃহৃৎপ্রত্যয়বিষয়েণ প্রত্যয়িনা

( টীকা ১১১—১১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। )

মীমাংসকগণ তাহা ইচ্ছা করেন না। সুতরাং আত্মাধিকরণে ক্রিয়োৎ-  
পত্তি হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। অন্যাদিকরণে ক্রিয়া হয় বলিলেও  
আত্মা সে ক্রিয়ার অবিষয়। কাৰ্যেই তদ্বারা আত্মার সংস্কার ( গুণাধান  
অথবা দোষাপনয়ন ) অসম্ভব। [ ননু...অস্মাতি ] যদি বল, দেহাশ্রিত  
জ্ঞানাদি-ক্রিয়ার দ্বারা দেহীকে ( আত্মাকে ) সংস্কৃত হইতে দেখা যায়,  
বস্তুতঃ তাহা হয় না। তদ্বারা দেহবিশিষ্ট ও অবিদ্যাকবলিত জীবই  
সংস্কৃত হয়, শুদ্ধ চেতন পরমাত্মার কিছুই হয় না। জ্ঞানাদি ক্রিয়া-যে  
দেহাশ্রিত, তাহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং সে ক্রিয়ার দ্বারা দেহাদিবিশিষ্টের সংস্কার  
হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যেমন দেহাশ্রিত চিকিৎসাক্রিয়ার দ্বারা ধাতুতৈবষম্য  
নিবৃত্ত হইলে, যে তদেহাভিমानी, তাহারই আরোগ্যফল জন্মে,—“আমি  
রোগশূন্য হইয়াছি” এতজপ বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ, স্নানাচমন যজ্ঞোপবীত  
ধারণাদি ক্রিয়া করণানন্তর যাহাতে বা যদধিকরণে “আমি শুদ্ধ, সংস্কৃত ও  
নিষ্পাপ” এতজপ বুদ্ধি জন্মে, সেই অধিকরণই উক্ত ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত  
হয়, অন্য কেহ হয় না। পরন্তু সে অধিকরণটী দেহসংহত ( দেহাদিবিশিষ্ট ) ও

সৰ্ব্বাঃ ক্ৰিয়া নিৰ্বৰ্ত্তান্তে, তৎফলঞ্চ স এবান্ধাতি, তয়োৰন্থঃ  
পিপ্পলং স্বাদন্ত্যনগ্নমন্তোভিচাক্ষীতীতি মন্ত্রবর্ণাৎ। আত্মে-  
ন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণ ইতি, তথা, একো-  
দেবঃ সৰ্বভূতেষুঃ গৃঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরায়া।  
কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনিগুণশ্চ-  
ইতি, স পর্যাগচ্ছুক্ৰমকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধ-  
মিতি চ। এতৌ মন্ত্রৌ অনাধেয়াতিশয়তাং নিত্যশুদ্ধতাঞ্চ  
ব্রহ্মণোদর্শয়তঃ। ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ। তস্মায় সংস্কার্যোহপি  
মোক্ষঃ। অতোহন্থং মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং ন

যয়া মোক্ষস্ত কৰ্ম্মতা ঘটয়ত ইত্যত আহ।—“অতোহন্থ”দिति। এত্যাঃ প্রকা-  
রেভ্যো ন প্রকাশান্তরমন্ত্রদ্বস্তি যতো মোক্ষস্ত ক্রিয়ানুপ্রবেশো ভবিষ্যতি।  
এতদ্ব্যক্তং ভবতি।—চতুঃসং বিধানাং মধ্যে অন্যতমতয়া ক্রিয়াফলত্বং

তদ্ব্যবহারে অহং-অভিমানী। (২৯) সেই দেহাভিমানী জীব-নামক অহংকর্তাই  
যাবস্ত ক্রিয়া নিৰ্বাহ করে, এবং অবশেষে তাহার ফলভোগী হয়। [ তয়ো...  
বর্ণাৎ ] “জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইয়ের মধ্যে জীবাত্মাই কৰ্ম্মফল ভোগ  
করেন, অন্য অর্থাৎ পরমাত্মা কেবল প্রকাশমান থাকেন।” এই বেদমন্ত্র  
উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ। [ আত্মা...ইতি চ ] পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,  
“আত্মা অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন,—এতদ্বিতয়সংযুক্ত চিদাভাসের নাম  
ভোক্তা।” এ মন্ত্রটীও উক্ত সিদ্ধান্তের অল্পকূল বা প্রমাণ। [ একো...  
দর্শয়িতুম্ ] “সেই দেব ( স্বপ্রকাশস্বভাব ) সৰ্বভূতে এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়।  
তিনি দেব হইলেও—স্বপ্রকাশ হইলেও—মায়ারূপ আবরণে নিগূঢ় (লুক্কায়িত-  
প্রায় অথবা অপ্রকাশের দ্বারা)। তিনি সৰ্বব্যাপী ও সৰ্বভূতের অন্তরায়া।  
কৰ্ম্মাধ্যক্ষ বা কৰ্ম্মসাক্ষী অর্থাৎ ক্রিয়াসমূহের দ্রষ্টা মাত্র। তিনি সৰ্বভূতের  
আবাস অর্থাৎ আশ্রয়। তিনি কেবল, এক ও নিগূঢ়।” “সেই আত্মা  
সৰ্বত্র ব্যাপ্ত, দীপ্তমান বা প্রকাশমান, অকায় অর্থাৎ দেহরহিত, অক্ষত,  
অনখর ও অপাপবিদ্ধ।” এই দুই শ্রুতিও ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধতা ও অনা-  
ধেয়াতিশয়তা (৩০) উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মভাব ও মোক্ষ তুল্য কথা ;

(২৯) অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চিত্র-ছায়াই এ স্থলে অহং-অভিমানী, জীব, কৰ্ত্তা ও ভোক্তা।

(৩০) অর্থাৎ ওঁহাতে কোনরূপ সংস্কার স্থান পায় না, উৎপন্নও হয় না।



শক্যং কেনচিদর্শয়িতুম্ । তস্মাৎ জ্ঞানমেকং যুক্তা ক্রিয়ায়া  
গন্ধমাত্রাশ্রাপ্যনুপ্রবেশ ইহ নোপপদ্যতে ।

নহু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যাৎ । ক্রিয়া  
হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষেব চোদ্যতে পুরুষচিত্ত-  
ব্যাপারাধীনা চ । যথা, যস্মৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ

ব্যাপ্তং সা চ মোক্ষাধ্যাবর্তমানা ব্যাপকানুপলব্ধ্যা মোক্ষশ্চ ক্রিয়াফলস্বং  
ব্যাবর্তয়তীতি । তৎ কিং মোক্ষে ক্রিয়ৈব নাস্তি ? তথা চ তদর্থানি শাস্ত্রাণি  
তদর্থানি প্রবৃত্তয়োহনর্থকানীত্যত উপসংহারব্যাঞ্জেনাহ ।—“তস্মাজ্ঞানমেক”  
মিতি । অথ জ্ঞানং ক্রিয়া মানসী কস্মাৎ বিধিগোচরঃ ? কস্মাচ্চ তস্যাঃ ফলং  
নির্ধর্তব্যাদিষ্যন্যতমং ন মোক্ষ ? ইতি চোদয়তি ।—“নহু জ্ঞান”মিতি । পরি-  
হরতি ।—“ন, বৈলক্ষণ্যাৎ ।” অর্থমর্থঃ ।—সত্যং জ্ঞানং মানসী ক্রিয়া, ন  
দ্বিসং ব্রহ্মণি ফলং জনয়িতুমর্হতি । তস্য স্বয়ম্প্রকাশতয়া বিদিক্রিয়াকস্মভাবে-  
নুপপত্তেরিত্যুক্তম্ । তদেতন্নিহ্ন বৈলক্ষণ্যে স্থিত এব বৈলক্ষণ্যাস্তরমাহ ।—  
“ক্রিয়া হি নাম সা” ইতি । “যত্র” বিষয়ে, “বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষেব চোদ্যতে,”  
যথা দেবতাসম্প্রদানকহবির্গৃহণে দেবতাবস্তুস্বরূপানপেক্ষা দেবতাধ্যানক্রিয়া  
যথা বা যোবিতি অগ্নিবস্তুনপেক্ষাহগ্নিবুদ্ধির্থা সা ক্রিয়া হি নামেতি যোজনা ।  
ন হি ‘যস্মৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং আস্তাং ধ্যায়েদ্ববট্করিবান্’ ইত্যস্মাদ্বিধেঃ  
প্রাণদেবতাধ্যানং প্রাপ্তম্ । প্রাপ্তং স্বধীতবেদান্তস্য বিদিতপদতদর্থসম্বন্ধশ্রুতি-

স্মৃতির্যং ব্রহ্মে বা মোক্ষে ক্রিয়াপ্রবেশের অল্পমাত্রাও পথ দেখাইতে পারিবে  
না । [ তস্মাৎ...নোপপদ্যতে ] স্মৃতির্যং মোক্ষে জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়ার  
গন্ধমাত্রাও প্রবিষ্ট করাইতে পারিবে না । [ নহু...বৈলক্ষণ্যম্ ] জ্ঞান এক-  
প্রকার ক্রিয়া বটে, মনোব্যাপার বটে, কিন্তু তাহা বিধিযোগ্য বা নিয়োগা-  
ধীন নহে । জ্ঞান ও ক্রিয়া অত্যন্ত বিভিন্ন । জ্ঞানমাত্রেই বস্তুস্বরূপ সাপেক্ষ,  
কিন্তু ক্রিয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । যাহা বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা করে নহে  
অথচ চোদ্দিত হয়—“কর” বলিয়া উপদিষ্ট হয়, ফলকরে তাহাই ক্রিয়া  
এবং তাহা পুরুষের চিত্তের অধীন । ( কেন না, পুরুষ তাহা করিলেও পারে,  
না করিলেও পারে, অন্য প্রকার করিলেও করিতে পারে ) ক্রিয়ার স্থল বা  
উদাহরণ দেখ—“যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি গৃহীত হইবে, যবট্ কর্তা  
অর্থাৎ হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন ।” “মনের দ্বারা সন্ধ্যা দেব-

তাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যমিতি, সঙ্ক্যাং মনসা ধ্যায়েদিতি চৈব-  
মুদিষু । ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ  
কর্তুমকর্তুমশ্যথা বা কর্তুং শক্যং পুরুষতন্ত্রাৎ । জ্ঞানস্ত  
প্রমাণজন্যম্ । প্রমাণস্ত যথাভূতবস্ত্তবিষয়ম্ । অতোজ্ঞানং  
কর্তুমকর্তুমশ্যথা বা কর্তুং ন শক্যম্ । কেবলং বস্ত্ততন্ত্রমেব  
তৎ ন চোদনাতন্ত্রং, নাপি পুরুষতন্ত্রম্ । তস্মান্মানসেহপি  
জ্ঞানস্ত মহদৈলক্ষণ্যম্ । যথা, পুরুষোবাব গোতমাগ্নির্যোষা

গতশব্দন্যায়তন্ত্রস্ত সদেব সৌম্যোদমিত্যাদেশস্তত্ত্বমদীত্যন্তাং সন্দর্ভাদ্ভ্রাক্ষাভাব-  
জ্ঞানং শব্দপ্রমাণসামর্থ্যাৎ ইঞ্জিয়ার্থসম্বন্ধিকর্বসামর্থ্যাদিব প্রণিহিতমনসঃ  
ক্ষীতালোকমধ্যবর্ত্তিকুস্তাহুভবঃ । ন হসৌ স্বসামগ্রীবললক্কজন্মা মনুজ্জৈচ্ছা-  
হুত্থাকর্ত্তুমকর্ত্তুং বা শক্যো দেবতাধ্যানবৎ যেনার্থবানত্র বিধিঃ স্তাৎ । ন  
চোপাদনা বাহুভবপর্যস্তা বাহস্য বিধেগোচরঃ । তয়োঃস্বয়ব্যতিরেকাব-  
হুতসামর্থ্যয়োঃ সাক্ষাৎকারে বাহনাদ্যবিদ্যাপনয়ে বা বিধিমন্তরেণ প্রাপ্তত্বেন  
পুরুষেচ্ছয়াহন্যাপাকর্ত্তুমকর্ত্তুং বাহশক্যত্বাৎ । তস্মাদ্ভ্রাক্ষজ্ঞানং মানসী  
ক্রিয়াইপি ন বিধিগোচরঃ । পুরুষচিত্তব্যাপারাদীনায়াস্ত ক্রিয়ায়া বস্ত্তস্বরূপ-  
নিরপেক্ষতা কচিদবিরোধিনী যথা দেবতাধ্যানক্রিয়ায়াঃ । ন হত্র বস্ত্তস্বরূ-

তার ধ্যান করিবেক ।” ইত্যাদি ইত্যাদি । এইরূপ ধ্যান বা চিন্তা জ্ঞান  
বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবে । ধ্যান যেমন ক্রিয়া,  
জ্ঞান সেরূপ নহে । ধ্যান-শব্দের অর্থ চিন্তা । যদিও তাহা মানস বা মনের  
ব্যাপার,—তথাপি তাহা পুরুষের অধীন । ইচ্ছা করিলে পুরুষ তাহা করিতে  
পারে, না করিতেও পারে, অন্যথা করিতেও পারে । কিন্তু জ্ঞান সেরূপ  
নহে । জ্ঞান প্রমাণনিপাদ্য, প্রমাণ আবার বস্ত্তর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া  
জন্মে । কায়েই তাহা ( জ্ঞান ) ইচ্ছানুসারে করা না করা ও অন্যথা করা যায়  
না । তজ্জন্ত তাহা বস্ত্তর অধীন, বিধানের বা আজ্ঞার অধীন নহে । পুরুষের  
অধীনও নহে । অতএব, জ্ঞান-পদার্থ মানস হইলেও—মনোব্যাপার বা  
মানস-ক্রিয়া হইলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে ।  
[যথা...বেদিতব্যম্] “হে গোতম! পুরুষ অগ্নি এবং জীও অগ্নিঃ”  
ইত্যাদি শ্রুতিতে যে জী-পুরুষে বলিবুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান  
আছে, অগ্নিতাব ভাবনায় ধ্যান করিবার উপদেশ আছে, তাহা মনঃসাধ্য

বা গোতমাগ্নিরিত্যত্র যোষিৎপুরুষোরগ্নিবুদ্ধির্মানসী ভবতি।  
কেবলচোদনাজ্ঞাত্বাৎ ক্রিয়ৈব তু সা পুরুষতন্ত্রা চ। যা তু  
প্রসিদ্ধেহ্ণ্যাবগ্নিবুদ্ধির্ন সা চোদনাতন্ত্রা নাপি পুরুষতন্ত্রা।  
কিস্তুর্হি, প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রৈবেতি জ্ঞানমেব তৎ ন ক্রিয়া।  
এবং সর্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যম্। তত্রৈবং সতি যথা-  
ভূতত্রস্কাত্ত্রবিষয়মপি জ্ঞানং ন চোদনাতন্ত্রম্। তদ্বিষয়ে

পেণ কশ্চিদিয়োঃ। কচিৎস্তুবিরোধিনী। যথা যোষিৎপুরুষোরগ্নিবুদ্ধি-  
রিতি। এতাবতা ভেদেন নিদর্শনমিথুনন্বয়োপন্যাসঃ। ক্রিয়ৈবেত্যেকাকারেণ  
বস্তুতন্ত্রমপাকরোতি। নবাশ্বেত্যেবোপাসীতেত্যাদয়োবিধয়ঃ শ্রয়স্তে ন চ  
প্রমত্তগীতাঃ, তুলাং হি সাম্প্রদায়িকম্, তস্মাদ্বিধেয়েনাত্ত্র ভবিতব্যমিত্যত  
আহ।—“তদ্বিষয়া লিঙাদয়ঃ”। সত্যং শ্রয়স্তে লিঙাদয়ো ন স্বমী বিধি-  
বিষয়াঃ তদ্বিষয়েহ্ণ্যপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। হেয়োপাদেয়বিষয়ো হি বিধিঃ।  
স এব চ হেয় উপাদেয়ো বা যৎ পুরুষঃ কর্তৃমকর্তৃমুদ্যথা বা কর্তৃং শক্নোতি।  
তত্রৈব চ সমর্থঃ কর্তৃহধিকৃতোনিষোজ্যোভবতি। ন চৈবভূতান্যাত্ত্রপ্রব-  
মননোপাসনদর্শনানীতি। বিষয়তদন্তুষ্ঠাদ্রোর্কিধিবি্যাপকয়োরভাবাদ্বিধেরভাব  
ইতি প্রযুক্তা অপি লিঙাদয়ঃ প্রবর্তনায়ামসমর্থী উপল ইব ক্ষুরতৈক্ষ্যং কুষ্ঠ-

বা মনের অধীন, পুরুষের অধীন, এবং নিয়োগেরও (শাস্ত্রীয় আজ্ঞা-  
বাক্যের) (৩১) অধীন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি—তাহা  
উক্ত জ্বিতয়ের কাহারও অধীন নহে। না পুরুষের অধীন, না নিয়োগের  
অধীন এবং না কেবল চিন্তের অধীন। তাহা সেই প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি  
বস্তুই অধীন। অগ্নিস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা হইবে, কেহ নিবারণ  
করিতে পারিবে না। অতএব, জ্ঞান পদার্থ মানস-ব্যাপার রূপ হইলেও  
তাহা ক্রিয়া নহে। বাহ্য ক্রিয়া—পুরুষ তাহা ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিতে  
পারে, সুতরাং তাহা নিয়োগের বা আজ্ঞা বাক্যের বলে প্রবৃত্ত হইতেও  
পারে। পরন্তু প্রমাণবিষয়ী ভূত সিদ্ধবস্তু মাত্রেই ঐরূপ নিয়মের অর্থাৎ  
নিয়োগাদি নিয়মের বহির্ভূত। অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞান নিয়োগাদির অধীন  
নহে। [ তত্র...বিষয়ত্বাৎ ] কথিতপ্রকার নিয়ম থাকায়, ব্রহ্মজ্ঞানও  
ব্রহ্মজ্ঞানবস্তুর অধীন, নিয়োগের অধীন নহে। ব্রহ্মতত্ত্ব বোধক শ্রুতি বাক্যে

(৩১) নিয়োগের বলেই শ্রোতার মনে ঐরূপ চিন্তায় আবির্ভাব হয়।

লিঙাদয়ঃ শ্রয়মাণা অপ্যনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ডীভবস্ত্যপ-  
লাদিষু প্রযুক্তক্ষুরতৈক্ষ্যাদিবৎ অহেয়ানুপাদেয়বস্ত্তবিষয়-  
ত্বাৎ । কিমর্থানি তর্হ্যাত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদীনি বিধি-  
চ্ছায়ানি বচনানি ? স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থা-  
নীতি ক্রমঃ । যোহি বহিমুখঃ প্রবর্ততে পুরুষ ইচ্ছং মে

মপ্রমাণীভবন্তীতি । “অনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ” ইতি ।—সমর্থো হি কর্ত্তাধিকারী  
নিযোজ্যঃ । অসমর্থো তু ন কৰ্ত্তা ততো নাধিকৃতো ন নিযোজ্য ইত্যর্থঃ ।  
যদি বিধেয়ভাবান বিধিবচনানি, কিমর্থানি তর্হি বচনান্যেতানি বিধিচ্ছায়া-  
নীতি পৃচ্ছতি ।—“কিমর্থানী”তি । ন চানর্থকানি যুক্তানি স্বাধায়বিধাধীন-  
গ্রহণত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ । উত্তরম্ ।—“স্বাভাবিকে”তি । অন্যতঃ প্রাপ্তা  
এব হি শ্রবণাদয়োবিধিসক্লপৈক্যটিকারনুদ্যস্তে । ন চানুবাদোহপ্যপ্রয়োজনঃ ।  
প্রবৃত্তি বিশেষকরত্বাৎ । তথাহি ।—তত্তদিষ্টানিষ্টবিষয়েষ্বাজিহাসাপহৃতহৃদয়-  
তয়া বহিমুখো ন প্রত্যগাত্মনি সমাধাতুমর্হতি । আত্মশ্রবণাদিবিধিসক্লপেষু  
বচনৈশ্বর্মনসো বিষয়শ্রোতঃ খিলীকৃত্য প্রত্যগাত্মশ্রোত উদঘাট্যত ইতি প্রবৃত্তি-

লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় থাকিলেও তাহা নিযোজ্য অভাবে শক্তিশূন্য(৩২) ।  
যেমন তীক্ষ্ণধার ক্ষুর প্রস্তরে প্রযুক্ত হইলে কুণ্ঠিত হয়, শক্তিশূন্য হয়, বিধি  
প্রত্যয়ও তেমনি অহেয় অনুপাদেয় বস্ত্ততে কুণ্ঠিত বা নিঃশক্তি হয় । (৩৩)  
[ কিমর্থানি...ক্রমঃ ] যদি বল, তবে, “আত্মাকে দেখিবেক,—আপনাকে  
জানিবেক” ইত্যাদিবিধি বাক্যে বিধিপ্রত্যয় কেন ? অথবা শাস্ত্রে ঐরূপ  
ঐরূপ বিধিবাক্যতুল্য বাক্য কেন ? এ সম্বন্ধে আমরা বলিব, শাস্ত্র পুরুষ-  
দিগকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বিমুখ করাইবার জন্যই ঐরূপ ঐরূপ বাক্য  
বলিয়াছেন । [ যোহি...দিভিঃ ] যে পুরুষ “আমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট

(৩২) নিয়োগ—“কর” “কর্তব্য” “করিবেক” ইত্যাদি প্রকার আজ্ঞাবাক্য বা প্রবর্তক  
বাক্য । লিঙ্-ব্যাকরণ বিখ্যাত নিয়োগবোধক প্রত্যয় বিশেষ । নিযোজ্য—নিয়োগের  
বিষয় । আপ্তবাক্য শ্রবণের পর বাহার সেই সেই কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে  
নিযোজ্য বলেন । জ্ঞান “কর” বলিলে করা যায় না ; কাহেই জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়োগ কোন  
কার্যকারী ।

(৩৩) অহেয়—যাহা ভাগ করিতে ইচ্ছা হয় না অথবা বাহাতে ভাগ্যমোগ্য কিছু  
নাই । অনুপাদেয়—যাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ত বস্তু হয় না, কিংবা বাহাতে গ্রহণযোগ্য  
কোন কিছু নাই । বিধিপ্রত্যয়—লিঙ্, লোট, তব্য প্রভৃতি ।

ভূয়াদনিষ্ঠং মে মাভূদিতি ন চ তত্রাত্যস্তিকং পুরুষার্থং  
 লভতে, তমাত্যস্তিকপুরুষার্থবাস্ত্বিনং স্বাভাবিকাৎ কার্য্য-  
 কারণসজ্জাতপ্রবৃত্তিগোচরাৎ বিমুখীকৃত্য প্রত্যগাত্মশ্রোতস্ত্বয়া  
 প্রবর্তয়ন্ত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদীনি । তস্যাত্মেষণায়  
 প্রবৃত্তস্যাহেয়মনুপাদেয়ঞ্চাত্ত্বয়ুপদিশ্যতে ।—ইদং সৰ্ব্বং  
 যদয়মাত্মা, যত্র ত্বস্য সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ  
 কেন কং বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ,  
 অয়মাত্মা ব্রহ্মৈত্যেবমাদিভিঃ । যদপ্যকর্তব্যপ্রধানমাত্মজ্ঞানং  
 হানায়োপাদানায় বা ন ভবতীতি তত্তথৈবাত্ম্যুপগম্যতে,

বিশেষকরতানুবাদানামন্তীতি সপ্রয়োজনতয়া স্বাধ্যায়বিধাধীনগ্রহণত্বমুপ-  
 পদ্যত ইতি । যচ্চ চোদিতমাত্মজ্ঞানমনুষ্ঠানানঙ্গবাদপুরুষার্থমিতি তদনুষ্ঠানম্ ।  
 স্বতোহস্য পুরুষার্থেষু সিদ্ধে যদনুষ্ঠানানঙ্গত্বং তদ্বষণং ন দুষণমিত্যাহ—  
 “যদপী”তি । “অনুসংজ্ঞরেৎ” শরীরং পরিত্য্যজ্যমানমনুতপ্যেত । অনুগমন্যৎ ।

যেন না হয়” এইরূপ অভিনিবেশের বশবর্তী হইয়া অজস্র বহির্বিষয়ে প্রবৃত্তি  
 মান্ আছে, অথচ তদ্বারা সে পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারিতেছে না,  
 শাস্ত্র সেই পুরুষকে অথবা তাদৃশ পরমপুরুষার্থপ্রার্থীকে কামাদিবিষয়ক  
 প্রবৃত্তি হইতে অথবা ইঞ্জিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয় হইতে বিমুখ করাইয়া  
 আত্মবিষয়ক চিন্তাবৃত্তিপ্রবাহ উত্থাপিত করাইবার জন্যই ঐ সকল বিধি-  
 বাক্যতুল্য বাক্য ( আত্মদর্শন করিকে—আত্মাকে বা আপনাকে জানিবেক  
 ‘প্রভৃতি ) উচ্চারণ করিয়াছেন, এবং তাদৃশ আত্মতত্ত্ব অন্বেষণেচ্ছু ব্যক্তির  
 প্রতি “এই সমস্তই আমি বা আত্মা” “যখন তাহার এ সমস্তই আত্মা  
 বলিয়া প্রতীত হইবে, তখন সে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে ? কি দিয়া  
 কি জানিবে ? যে, সকলের জ্ঞাতা, তাহাকে আবার কি দিয়া জানিবে ?”  
 “এই আত্মাই ব্রহ্ম” এইরূপ এইরূপ বাক্যের দ্বারা অহেয়ও নহে ও অনু-  
 পাদেয়ও নহে এক্রূপ অক্ষর ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন । [ যদপি...  
 সমর্পণম্ ] যদিও আত্মজ্ঞানে কর্তব্যতাবোধের প্রাধান্য নাই অর্থাৎ তাহা  
 ( আত্মজ্ঞান ) কৃতিসাধ্য জ্ঞানপূর্বক উৎপন্ন হয় না, তাহার উৎপত্তি বা  
 বিকাশ প্রমাণের ও আত্মবস্তুর অধীন, তৎকারণে তাহা ( ব্রহ্ম বা আত্মা )  
 হেয়ও নহে, উপাদেয়ও নহে, কেবলমাত্র জানা বা জানামাত্র, তথাপি,—

অলঙ্কারোহয়মস্মাকং যদব্রহ্মাত্মাবগতো সত্যং সৰ্ব্বকৰ্ত্তব্যতা-  
হানিঃ কৃতকৃত্যতা চেতি । তথা চ শ্রুতিঃ, আত্মানঞ্চে-  
দ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-  
মনুসংজ্ঞরেদিতি । এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ  
ভারতেতি চ স্মৃতিঃ । তস্মায় প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ  
সমর্পণম্ ।

বদপি কেচিদাহঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেদব্যতিরেকেণ

প্রকৃতযুগসংহরতি ।—“তস্মায় প্রতিপত্তী”তি । প্রকৃতসিদ্ধার্থমেকদেশিমতং  
দুষয়িতুমমুভাষতে ।—“বদপি কেচিদাহ”রিতি । দুষয়তি ।—“তন্ন”ইতি ।  
ইদমত্রাকৃতম্ ।—

কার্য্যবোধে যথা চেষ্টালিঙ্গং হর্ষাদয়স্তথা ।

সিদ্ধবোধে হর্ষবৈত্তবং শাস্ত্রং হিতশাসনাৎ ॥

যদি হি পদানাং কার্য্য্যভিধানে তদর্থস্বার্থাভিধানে বা নিয়মেন বুদ্ধ-  
ব্যবহারে সামর্থ্য্যমবধৃতং ভবেৎ, ন ভবেৎ অহেয়োপাদেয়ভূতভূতব্রহ্মাত্মতা-

এ সিদ্ধান্ত অসম্মতের অলঙ্কার অর্থাৎ তাহা গুণভিন্ন দোষ নহে । কেন না,  
ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সৰ্ব্বপ্রকার কৰ্ত্তব্যের শেষ হয়, কোনও প্রকার কৰ্ত্তব্য থাকে  
না, অথচ সে কৃতকৃত্য হয় । এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—“পুরুষ  
যখন আপনাকে “স্বয়ংপ্রভানন্দ ব্রহ্ম আমি” এইরূপে জানে, তখন সে আ-  
কি ইচ্ছায় বা কাহার ভাণ্ডার জ্ঞাত এই তপ্যমান শরীরের সহিত সন্তুষ্ট  
হইবে ? ( ব্রহ্মজ্ঞান কালে দৈতবুদ্ধি থাকে না, আত্মদৈতমাত্র থাকে ) ।  
স্মৃতিও (৩৪) এ কথা বলিয়াছেন যথা—“হে ভারত ! জীব আত্মতত্ত্ব জানার  
পরেই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হয় এবং কৃতকৃত্যার্থ হয় ।”  
অতএব, বেদান্তশাস্ত্র যে ব্রহ্মকে জ্ঞানবিধির অঙ্গরূপে সমর্পণ করে, বোধ  
জন্মায়, এ কথা কথাই নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে ।

[ বদপি...শেষত্বাৎ ] কোন কোন পণ্ডিত (৩৫) বলেন, বিধি দ্বিবিধ ।

(৩৪) ভগবদগীতা স্মৃতি বলিয়া গণ্য ।

(৩৫) প্রভাকর । প্রভাকরের মতে আত্মাই কৰ্ত্তা, এবং এই কৰ্ত্তা লোকপ্রসিদ্ধ । বাহ্য  
সকল লোকে জানে, বেদান্ত তাহা প্রতিপাদন করিবে কেন ? প্রসিদ্ধ আত্মা ছাড়া অন্তর্ভুক্ত  
ব্রহ্মাত্মা থাকার প্রমাণ নাই । অতএব, বেদান্তের অর্থও ( প্রতিপাদ্য ) ক্রিয়া ; “সত্তরাঃ  
অধিক্রয় ব্রহ্ম অর্থে প্রমাণ নাই ।

কেবলবস্তুবাদী বেদভাগোনাস্তীতি, তন্ম, উপনিষদস্য পুরুষ-

পরম্পূর্ণনিষদাম্ । তত্রাবিদিতসামর্থ্যত্বাৎ পদানাং লোকে তৎপূৰ্ণকৃত্বাচ্চ  
বৈদিকার্থপ্রতীতে: । অথ তু ভূতেহপ্যর্থো পদানাং লোকে শক্য: সঙ্গতি-  
গ্রহন্তত উপনিষদাং তৎপরত্বং পৌৰ্ণোপাৰ্য্যপৰ্য্যালোচনয়াঃবগম্যমানমপহ্নুত্যা  
ন কার্য্যপরত্বং শক্যং কল্পয়িতুং ঐতহান্যঐতকল্পনাঐসঙ্গাৎ । তত্র তাবদেব-  
মকার্য্যেহর্থো ন সঙ্গতিগ্রহো যদি তৎপরঃ প্রয়োগো ন লোকে দৃশ্যেত তৎ-  
প্রত্যয়ো বা ব্যাংপরস্যোন্নতুং ন শক্যেত । ন তাবতৎপরঃ প্রয়োগো ন  
দৃশ্যেত লোকে । কুতুহলভয়াদিনিবৃত্তার্থানামকার্য্যপরাণাং পদসন্দর্ভাণাং  
প্রয়োগস্য লোকে বহুলমুপলব্ধে: । তদ্ব্যথা আখণ্ডাদিলোকপালচক্রবালাদি-  
বসতি: সিন্ধুবিদ্যাধরগন্ধৰ্ব্বান্দ্রঃপরিবারো ব্রহ্মলোকাবতীর্ণমন্দাকিনীপয়ঃ-  
প্রবাহপাতধৌতকলধৌতময়শিলাতলো নন্দনাদিপ্রমদবনবিহারিমণিময়শুক্ল-  
কমনীয়নিনদমনোহরঃ পৰ্ব্বতরাজঃ স্ত্রীমেকয়িতি । নৈব ভূজঙ্গো রজ্জুরিয়-  
মিত্যাदिनापि ভূতार्থবুদ্ধিব্যাংপরপুরুষপ্রবর্ত্তিনী ন শক্যা সমুন্নতুং হৰ্ষাদে-  
কল্পয়হেতো: সম্ভবাৎ । তথাহবিদিতার্থজনভাষার্থো দ্রবিড়ো নগরগমনো-  
দ্যতো রাজমার্গান্ত্যর্গং দেবদত্তমন্দিরমধ্যাসীনঃ প্রতিপন্নজনকানন্দনিবন্ধন-  
পুত্রজন্ম। বার্তাহরৈগ সহ নগরহৃদেবদত্তাভ্যাসসমাগতঃ পটবাসোপায়নার্ণ-  
পুয়ঃসরং দিষ্ট্য বর্জসে পুত্রন্তে জাত ইতি বার্তাহরব্যাহারশ্রবণসমনস্তরমুপ-  
জাতরোমাঞ্চকুঞ্চকং বিকসিতনয়নোৎপলমতিশ্লেষমুখমহোৎপলমবলোক্য  
দেবদত্তমুৎপন্নপ্রমোদমহুমিমীতে প্রমোদস্য চ প্রাগভূতস্য তদ্ব্যাহারশ্রবণ-  
সমনস্তরং তবতন্তুক্ষেতুতাম্ । ন চায়মপ্রতিপাদয়ন্ হৰ্ষহেতুমর্থং হৰ্ষায় কল্পত  
ইত্যনেন হৰ্ষহেতুরর্থ উক্ত ইতি প্রতিপদ্যতে । হৰ্ষহেতুস্তরস্য চাপ্রতীতে: পুত্র-  
জন্মনচ তদ্বৈতোরবগমাত্তদেব বার্তাহরেণাভ্যধারীতি নিশ্চিনোতি । এবং  
ভরশোকাদয়োপ্যুদাহার্যা: । তথা চ প্রয়োজনবস্ত্রয়া ভূতার্থাভিধানস্য  
প্রেক্ষাবৎপ্রয়োগোহপ্যুপপন্ন: । এবঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানস্য পরমপুরুষার্থহেতুতাবা-  
দমুপদিশতামপি পুরুষপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী বেদান্তানাং পুরুষহিতাহুশাসনাক্ষাত্ত্বং

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক । প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-দ্বাটিত বিধিই শাস্ত্র, অন্য যাহা দেখিতে  
পাওয়া যায় সে সমস্তই তাহার অঙ্গ বা পৃষ্ঠপোষক । অতএব, বিধি নিবেদ  
ভিন্ন কেবল বস্তুবাদী বেদ নাই। (৩৬) এ কথা সঙ্গত কথা নহে । কেন না,

(৩৬) অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের বা বেদাংশের বিধি নিবেদ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ বা  
তাৎপর্য্য নাই ।

স্যানন্যশেষত্বাৎ । যোহসাবুপনিষৎসুবাধিগতঃ পুরুষোহ-  
সংসারী ব্রহ্ম উৎপাদাদিচতুর্কিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ সূত্রকরণশ্চো-  
হনশ্চশেষো নাহসৌ নাস্তি নাধিগম্যত ইতি বা বক্তুং শক্যম্ ।

সিদ্ধং ভবতি । তৎ সিদ্ধমেতৎ—বিবাদাধ্যাসিতানি বচনানি ভূতার্থবিষয়ানি  
ভূতার্থবিষয়প্রমাজনকত্বাৎ যৎ বহিষয়প্রমাজনকং তৎ তদ্বিষয়ং যথা ক্লপাদি-  
বিষয়ং চকুরাদি তথা চৈতানি তন্মাস্তথেতি । তন্মাৎ স্মৃষ্টকৃতং “তন্নোপনিষদস্য  
পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ” ইতি । উপনিষূর্কীং সর্বেক্শিগরণার্থাৎ কিমুপনিষৎপদং  
ব্যুৎপাদিতম্ ।—উপনীরাহরয়ং ব্রহ্ম সবাসনামবিদ্যাং হিনস্তীতি ব্রহ্মবিদ্যা-  
মাহ । তদ্বৈতুহাষোদাত্তা অপ্যুপনিষদঃ । ততোবিদিত উপনিষদঃ পুরুষঃ । এত-  
দেব বিভজ্যতে ।—“যোসাবুপনিষৎসু” ইতি । অহস্ত্যায়বিষয়ান্তিনতি ।—  
“অসংসারী”তি । অতএব ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চতুর্কিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ । অতশ্চ চতু-  
র্কিধদ্রব্যবিলক্ষণো যদনন্যশেষঃ । অন্যশেষং হি ভূতং জ্রব্যং চিকীর্ষিতং সত্ব-  
পভাদ্যাপ্যং সম্ভবতি যথা যুগং তক্ষতীত্যাदि । যৎপুনরনন্যশেষং ভূতজাব্যুপ-  
যোগরহিতং যথা সূর্যং ভাৰ্য্যং মন্তুন জুহোতীত্যাदि ন তস্যোৎপত্তাদ্যা-  
প্যত্বাৎ । কস্মাৎ পুনরস্যানন্যশেষেত্যন্ত আহ ।—“যতঃ স্বপ্রকরণম্ঃ” ।  
উপনিষদাধনারভ্যাবীতানাং পৌর্ক্যাপর্য্যপৰ্যালোচনয়া পুরুষপ্রতিপাদনপর-  
ত্বেন পুরুষস্যৈব প্রাধান্যেনেদং প্রকরণং ন চ জুহাদিবিদব্যভিচরিতক্রতু-  
সম্বন্ধঃ পুরুষ ইভ্যুপপাদিতম্ । অতঃ স্বপ্রকরণম্ঃ । সৌহৃদং তথার্থিঃ উপ-  
নিষদ্যঃ প্রতীয়মানো ন নাস্তীতি শক্যো বক্তৃমিত্যর্থঃ । স্যাৎমেতৎ । শানা-  
স্তরাগোচরত্বেনাগৃহীতসঙ্গতিভয়াহপদার্থস্য ব্রহ্মণোবাক্যার্থত্বাভুপপত্তেঃ কথ-

উপনিষদেদ্য পুরুষ বা ব্রহ্মাত্মা অনন্যশেষ অর্থাৎ কাহারি অঙ্গ নহে ।  
[ যোহসা...তশ্চৈবাস্ত্বত্বাৎ ] উপনিষদ্ শাস্ত্রের দ্বারা যে স্বাধীন স্বপ্রকাশ  
স্বতঃসিদ্ধ উৎপাদাদি বিলক্ষণ (৩৭) ব্রহ্মপুরুষ জানা যায়, কেহই তাহা  
“নাই” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না । কেন না, উপনিষৎ  
শাস্ত্রে সে পুরুষ “আত্মা” শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে । আত্মা নাই,  
এ কথা কে বলিতে পারে ? বাদী কি দিয়া আত্মার নিরাকরণ করিবেন ?

(৩৭) সূৰ্য্যঃ উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য এই চারি প্রকারের অঙ্গীত । তাহা  
ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় না, বিকৃতও হয় না, পাওয়া যায় না, সংস্কৃতও হয় না ।



স এষ নেতি নেত্যায়া ইত্যাত্মশব্দাৎ। আত্মনশ্চ প্রত্যা-  
খ্যাভুমশক্যত্বাৎ। য এষ নিরাকর্তা তস্মৈব আত্মত্বাৎ।  
নন্বাত্মাহস্ত্যায়বিষয়ত্বাদুপনিষৎসেব বিজ্ঞাত ইত্যনুপপন্নং,

মুপনিষদর্থতেত্যত আহ।—“স এষ নেতি নেত্যায়েত্যাশব্দাৎ”। যদ্যপি  
গবাদিবদ্যানাস্তরগোচরত্বমাত্মনো নাস্তি তথাপি প্রকাশাত্মন এব সতন্তত্ত্বপা-  
ধিপরিহাণ্যা শক্যং বাক্যার্থত্বেন নিরূপণং হাটকস্যেব কটককুণ্ডলাদিপরি-  
হাণ্যা। ন হি প্রকাশঃ \* শব্দ্যো বাক্যাদব্রহ্মেতি বাস্তবিত্ব বা নিরূপয়িতু-  
মিত্যর্থঃ। অথোপাধিনিরাসবরূপহিতমপ্যায়রূপং কস্মিন্ন নিরসাত ইত্যত  
আহ।—“আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাভুমশক্যত্বাৎ।” প্রকাশো হি সর্বসাত্মা তদধি-  
ষ্ঠানত্বাচ্চ প্রপঞ্চবিভ্রমস্য। ন চাধিষ্ঠানভাবে বিলম্বোভবিতুমর্হতি। ন হি  
জাতু রজ্জ্বভাবে রজ্জ্বাং-ভুজ্জ ইতি বা ধারেতি বা বিলম্বোদৃষ্টপূর্বঃ। অপি  
চাত্মনঃ প্রকাশস্য ভাসা প্রপঞ্চস্য প্রথা। তথা চ শ্রুতিঃ।—“তমেব ভাস্ত-  
মমুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতী”তি। ন চাত্মনঃ প্রকাশস্য  
প্রত্যাখ্যানে প্রপঞ্চপ্রথা যুক্তা। তস্মাদাত্মনঃ প্রত্যাখ্যানাযোগাদেদান্তেভ্যঃ  
প্রমাণাস্তরগোচরসর্বোপাধিরহিতব্রহ্মস্বরূপাবগতিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। উপনিষৎ-  
সেবাবগত ইত্যবধারণমমুয্যমাণ আক্ষিপতি।—“নন্বাত্মে”তি। সর্বজনীনাহ-  
স্ত্যায়বিষয়ো হাত্মা কর্তা ভোক্তা চ সংসারী। তত্ৰৈব চ লৌকিকপরীক্ষকা-  
ণামাত্মপদপ্রয়োগাৎ। য এষ লৌকিকাঃ শব্দান্ত এব বৈদিকান্ত এব চ  
তেষামর্থ ইতোপনিষদমপ্যাত্মপদং তত্ৰৈব প্রবর্তিতুমর্হতি নার্মান্তরে তদ্বি-  
পরীত ইত্যর্থঃ। সমাধন্তে।—“ন” অহস্ত্যায়বিষয় উপনিষদঃ পূর্ববঃ।

আত্মা নাই বলিবেন ? যাহা দিয়া আত্মনিরাকরণ করিতে যাইবেন, বিবে-  
চনা করিয়া দেখিলে তাহাই তাঁহার আত্মা হইবে। (৩৮) [নহু...উপ-  
পন্ন্যতে] আত্মা অহং-জ্ঞানের বিষয়, “আমি” এতজ্ঞাপে ভাসমান বা প্রত্যক্ষ,  
সুতরাং তিনি যে কেবলমাত্র উপনিষদেদ্য, এ কথা অযুক্ত,—এরূপ বলিতেও  
পার না। কেন না, “আমি”-জ্ঞানটী মনোবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

\* প্রকাশ ইত্যাত্মাৎপন্নং “সংসংবেদনো ন ভাসতে, নাপি তদবচ্ছেদকঃ কাৰ্য্যকারণসম্ভাতঃ।  
তেন স এষ নেতি নেত্যায়েতি তত্ত্বদবচ্ছেদপরিহাণ্যা বৃহত্তাপাদনাচ্চ বরপ্রকাশঃ” ইত্যধিকঃ  
পাঠো দৃশ্যতে কচিংপুস্তকে স চ সাধারানিতি ভাতি।

(৩৮) অভিপ্রায় এই যে, আত্মাই সর্বসাক্ষী—সর্বব্যভাসক। আত্মা “নাই” এ তত্ত্বেরও  
সাক্ষী। কার্য্যই স্বীকার্য্য হইতেছে, আত্মা সর্বনিবেদনের সীমান্বরূপ; তজ্জন্য তাহাকে নাই  
বলিয়া উড়াইবার পথ বা উপায় নাই।

ন, তৎসাক্ষিৎবেন প্রত্যুক্তত্বাৎ । ন হহম্প্রত্যয়বিষয়কত্ব-  
ব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সৰ্বভূতত্বঃ সম্ একঃ কূটস্থমিত্যঃ  
পুরুষোবিধিকাণ্ডে তৰ্কসমবায়ে বা কেনচিদাধিগতঃ সৰ্ব-  
স্যাৎ । অতঃ স ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যোবিধি-  
শেষত্বং বা নেতুম্ । আত্মত্বাদেব চ সৰ্ব্বেষাং ন হেয়োনা-  
প্যুপাদেয়ঃ । সৰ্ব্বং হি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিন-

কৃতঃ । “তৎসাক্ষিৎবেন” অহম্প্রত্যয়বিষয়ো যঃ কৰ্ত্তা কার্যাকাষণসজ্জাতো-  
পহিতো জীবাত্মা তৎসাক্ষিৎবেন । পরমাত্মনোহহম্প্রত্যয়বিষয়স্য “প্রত্যুক্ত-  
ত্বাৎ ।” এতদুক্তং ভবতি ।—যদ্যপ্যানন জীবেনাত্মনেতি জীবপরমাত্মনোঃ  
পারমার্থিকমেক্যং তথাপি তস্যোপহিতং রূপং জীবঃ শুদ্ধত্ব রূপং তস্য সাক্ষি ।  
তচ্চ মানান্তরানধিগতমুপনিষদোচর ইতি । এতদেব প্রপঞ্চয়তি ।—“ন হহ-  
ম্প্রত্যয়বিষয়” ইতি । “বিধিশেষত্বং বা নেতুং ন শকাঃ ।” কৃতঃ । “আত্মত্বা-  
দেব ।” ন হ্যাত্মাহম্যর্থোহন্যন্তু সৰ্ব্বমাত্মার্থম্ । তথা চ শ্রুতিঃ । ‘ন বা  
অরে সৰ্বস্য কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনন্তু কামায় সৰ্বং প্রিয়ং  
ভবতী’তি । অপি চাতঃ সৰ্ব্বেষামাত্মত্বাদেব ন হেয়ো নাপ্যুপাদেয়ঃ । সৰ্ব্বত্ব  
হি প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মৈব তত্ত্বমাত্মা । ন চ স্বভাবো হেয়োহশক্যাহানত্বাৎ ।  
ন চোপাদেয় উপাত্তত্বাৎ । তন্মাক্ষেয়োপাদেয়বিষয়ো বিধিনিষেধো ন তদ্বি-  
পরীতমাত্মত্বং বিপরীকুরুত ইতি সৰ্বস্য প্রপঞ্চজাতস্যাত্মৈব তত্ত্বমিতি ।  
এতদুপপাদয়তি ।—“সৰ্ব্বং বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি ।”  
অয়মর্থঃ ।—পুরুষো হি শ্রুতিস্মৃতিহাসপুৰাণতদবিরুদ্ধন্যাব্যবহাপিতত্বাৎ

স্বতরাং তাহা মুখ্য আত্মা নহে । আত্মা অহং-বৃত্তির অবভাসক, অহং-বৃত্তি  
আত্মার অবভাসিকা নহে । অহংবৃত্তিসম্বলিত আত্মাভাস জীব-নামে প্রসিদ্ধ,  
এবং তাহাই অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষৰং ভাসমান । (৩৯) পরন্তু যিনি  
বা যাহা মুখ্য আত্মা, তাহা অহংবৃত্তির অতীত এবং তাহাই উপনিষদেয়া ।  
অতএব, বিধিকাণ্ডই হউক, আকস্মিকিকাণ্ডই হউক, কোনও কাণ্ডে কেহ

(৩৯) দ্বাদ্ধপ্রতিবিম্বযুক্ত অহংবৃত্তিই “আমি” এতরূপে ভাসমান আছে । আত্মভেদিত  
অহং আকর-মানসবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ইরূপ ভাসমান হয়, স্বতরাং তাহাই সৰ্ব-  
সাধারণো-প্রসিদ্ধ । পরন্তু আত্মা যে অহংবৃত্তির অতীত, তাহা উপনিষদ-ভিত্তি-অন্য-কেহ  
জান না ।

শ্যতি । পুরুষোহি বিনাশহেতুভাবাবিনাশী বিক্রিয়াহেতু-  
ভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ । অতএব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ ।  
তস্মাৎ, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ,  
তত্ত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি চৌপনিষদস্ববিশেষণং পুরুষ-  
স্যোপনিষৎস্বৈব প্রাধাণ্যেন প্রকাশমানস্বাদুপপদ্যতে ।

পরমার্থসন্ । প্রপঞ্চস্থানাদ্যবিদ্যাপ্রদর্শিতোহপরমার্থসন্ । যশ্চ পরমার্থ-  
সন্নসৌ প্রকৃতিঃ রজ্জুতত্ত্বমিব সর্পবিত্রমস্যা বিকারস্যা । অত এবাস্যানির্লীচ্য-  
ত্বেনাদৃঢ়স্বভাবস্যা বিনাশঃ । পুরুষস্ত পরমার্থসন্ নাসৌ কারণসহস্রেণাপ্যসন্  
শক্যঃ কৰ্ত্তৃম্ । ন হি সহস্রমপি শিন্নিনো যটং পটরিভূমীশত ইত্যুক্তম্ ।  
তস্মাদবিনাশিপুরুষাস্তো বিকারবিনাশঃ শুক্লিরজ্জুতস্বাস্ত ইব রজতভুজ-  
বিনাশঃ । পুরুষ এব হি সৰ্বস্য প্রপঞ্চবিকারজাতস্যা তত্ত্বম্ । ন চ পুরুষস্তান্তি  
বিনাশো যতোহনন্তঃ । অনন্তোহপি কস্মান্ন বিনাশী স্যাদিত্যত আহ ।—  
“পুরুষো বিনাশহেতুভাবা”দিতি । ন হি কারণানি সহস্রমপ্যান্যদন্যথয়িতুমী-  
শত ইত্যুক্তম্ । অথ মা ভুং স্বরূপেণ পুরুষো হের উপাদেয়ো বা তদীয়স্ত  
কশ্চিদ্রক্ষো হাস্যতে কশ্চিচ্চোপাদাসাত ইত্যত আহ ।—“বিক্রিয়াহেতুভাবাচ্চ  
কূটস্থনিত্যঃ” । ত্রিবিধোহপি ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামলক্ষণো বিকারো নাক্তী-

কখন কোনও প্রমাণে সেই সর্বভূতস্থ অহংবৃত্তির অতীত অথচ অহংবৃত্তির  
অবভাসক (দ্রষ্টা) নিত্য নির্লিকার সর্লীস্বভূত ব্রহ্মকে উপলক্ষিগোচর  
করিতে পারেন নাই এবং নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারিবেন না,  
কৃতিসাধ্য বলিয়া স্থির করিতেও পারিবেন না । তাহার হেতু এই যে,  
তিনি আত্মা । যে-হেতু তিনি আত্মা সেই হেতু তিনি হেরও নহেন, উপা-  
দেয়ও নহেন । আত্মা ভিন্ন যে কিছু—সমস্তই বিকার, সমস্তই পরিণামী,  
তৎকারণে তাহার বিনাশ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু বিনাশের কারণ না থাকায়  
পুরুষ বা আত্মা অবিনাশী । বিকারহেতু না থাকায় তিনি কূটস্থ অর্থাৎ  
নির্লিকার ও নিত্য । তৎকারণে তিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত ।  
সেই কারণেই উপনিষদ শাস্ত্র “পুরুষের পর কিছুই নাই—পুরুষ অপেকা  
উৎকৃষ্ট নাই—পুরুষই উৎকর্ষসীমা এবং পুরুষই পরম গতি ।” এইরূপ  
বলিয়া তাহার পরেই “সেই উপনিষদেহা পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছা  
করি ।” এইরূপে সেই পুরুষকে “উপনিষদেহা” বিশেষণে বিশেষিত করিয়া-

অতোবস্তুপরোবেদভাগোনাস্তীতি বচনং সাহসমাত্রং। যদপি শাস্ত্রতাৎপর্যবিদামমুক্তমগং, দৃষ্টৌহি তস্যার্থঃ কৰ্ম্মাববোধন-মিত্যেবমাদি, তৎ ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাধিপ্রতিবেদশাস্ত্রাভি-প্রায়ং দ্রষ্টব্যম্। অপি চ, আশ্রায়স্ত ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য-মতদর্থানামিত্যেতদেকান্তেনাদ্যুপগচ্ছতাং ভূতোপদেশানা-

ত্বাক্তম্। অপি চাত্মনঃ পরমার্থসত্তো ধৰ্ম্মোহপি পরমার্থসমিতি ন তস্যাক-বদন্যথাৎ কারণৈঃ শক্যং কৰ্ত্তম্। ন চ ধৰ্ম্মান্যথাবাদন্যো বিকারঃ। তদিদমুক্তম্—বিক্রিয়াহেতুত্বাদিতি। অগমমন্যং। বৎপুনরেকদেশিনা শাস্ত্রবিধচনং সাক্ষিহেনাদুক্তান্তং তদন্যথোপপাদয়তি।—“যদপি শাস্ত্রতাৎ-পর্যবিদামমুক্তমগমিতি।” দৃষ্টৌহি তস্যার্থঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধনমিতি বক্তব্যে ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রকৃতত্বাচ্চৰ্ম্মস্য চ কৰ্ম্মত্বাৎ কৰ্ম্মাববোধনমিত্যুক্তম্। ন তু সিদ্ধরূপব্রহ্মাববোধনং ব্যাপারং বেদস্য বারয়তি। ন হি সোমশৰ্ম্মণি প্রকৃতে তদুপগাতিধানং—পরিসংক্ষেপে বিকুলশৰ্ম্মণোগণবত্তাম্। বিধিশাস্ত্রং বিধীয়মানকৰ্ম্মবিষয়ং প্রতিবেদশাস্ত্রঞ্চ প্রতিবিধ্যমানকৰ্ম্মবিষয়মিত্যুভয়মপি কৰ্ম্মাববোধনম্। অপি চাত্মায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদিতি শাস্ত্রকথনম্। তজ্জার্থগ্রহণং যদ্যভিধেয়বাচি ততোভূতার্থানং ত্রব্যগুণকৰ্ম্মশব্দানামানর্থক্যমনতিধেয়ত্বং প্রসঙ্গোক্ত। ন হি তে ক্রিয়ার্থা ইত্যত আহ।—“অপি চাত্মায়স্য” ইতি। যদ্য-চ্যেত ন চি ক্রিয়ার্থত্বং ক্রিয়াভিধেয়ত্বমপি তু ক্রিয়াপ্রয়োজনত্বং ত্রব্যগুণশব্দ-নাঞ্চ ক্রিয়ার্থত্বেনৈব ভূতত্রব্যগুণাতিধানং ন অনিষ্টতরা। যথাহঃ শাস্ত্রবিধঃ “চোদনা হি ভূতং ভবন্ত”মিত্যাदि। এতদুক্তং ভবতি।—কার্যমর্থমবগময়তী

ছেন। [অতো...মাত্রম্] অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বা কেবলমাত্র বস্তুপ্রতিপাদক-বেদাংশ নাই, এ কথা সাহস তির অন্য কিছু নহে। [যদপি...দ্রষ্টব্যম্] শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিত (শব্দরসাদামী) বলিয়াছেন, “ক্রিয়াবিষয়ক যৌথ জ্ঞানই বেদের অর্থ” এই কথা বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা বুধা। কেন না, ঐ কথা ধৰ্ম্মবিচারপ্রসঙ্গের কথা। সুতরাং ঐ কথা বিধি-নিবেদ অভিপ্রায়েই কথিত। (বেদান্তের সহিত ঐ কথার সম্পর্ক নাই)। [অপিচ...প্রসঙ্গঃ] আরও এক কথা এই যে, নিতান্তই যদি অক্রিয়ার শব্দের (ক্রিয়াপোষক নহে এরূপ ব্রহ্ম প্রভৃতির) আনর্থক্য সঙ্গীকার কর,

মানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ । প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবি্যতিরেক্ষেণ ভূতক্ষেৎ বস্তু-  
পদিশতি ভব্যার্থত্বেন কূটস্থং নিত্যং ভূতং নোপদিশতীতি  
কোহেতুঃ । ন হি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি । অক্রি-  
য়াত্বেহপি ভূতস্ত ক্রিয়াসাধনত্বাৎ । ক্রিয়ার্থ এব ভূতোপ-

চোদনা তদর্থং ভূতাদিকমপ্যর্থং গময়তীতি । তত্রাহ ।—“প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবি্যতি-  
রেক্ষেণ ভূতং চেৎ” ইতি । অয়মভিসন্ধিঃ ।—ন তাবৎ কার্যার্থ এব স্বার্থে  
পদানাং সঙ্গতিপ্রোহানান্যার্থ ইতু্যপপাদিতং ভূতপ্যার্থে ব্যুৎপত্তিং দর্শয়তি ।  
নাপি স্বার্থমাত্রপরিণতৈব পদানাং, তথা সতি ন বাক্যার্থপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ । ন হি  
প্রত্যেকং স্বপ্রধানতয়া গুণপ্রধানভাববহিতানামেকবাক্যতা দৃষ্টা । তস্মাৎ  
পদানাং স্বার্থমভিধেয়তামেকপ্রয়োজনবৎপদার্থপবতয়েকবাক্যতা । তথা চ  
তত্ত্বদর্শাস্তবাবিশিষ্টৈকবাক্যার্থপ্রত্যয় উপপন্নো ভবতি । যথাহঃ শাস্ত্রবিদঃ ।—

সাক্ষাদন্যদ্যপি কুর্যন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্ ।

বর্ণাস্তথাপি নৈতন্নিম্ন প্যব্যবস্যাতি নিম্নলে ॥

বাক্যার্থমিতরে তেষাং প্রবৃত্তৌ নাস্তবীকম্ ।

পাকে জালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্ ॥ ইতি ।

তথা চার্থাস্তরসংসর্গপরতামাত্রেন বাক্যার্থপ্রত্যয়োপপত্তৌ ন কার্য-  
সংসর্গপরত্বনিরসঃ পদানাম্ । এবঞ্চ সতি কূটস্থনিত্যত্রৈকরূপবত্বেৎপ্যদোষ  
ইতি । “ভব্যং” কার্যম্ । নম্ব যন্তব্যার্থং ভূতমুপদিশ্যতে ন তদ্বৃত্তং ভব্য-  
সংসর্গিণ্য রূপেন তস্যাপি ভব্যত্বাদিত্যত আহ ।—“ন হি ভূতমুপদিশ্যমান”  
মিতি । ন তাদাস্থ্যলক্ষণঃ সংসর্গঃ কিন্তু কার্যোণ সহ প্রয়োজনপ্রয়োজন-  
লক্ষণোহধমঃ । তাৎপৰ্য্যেণ তু ভাবার্থেন ভূতার্থানাং ক্রিয়াকাবকলক্ষণ ইতি  
ন ভূতার্থানাং ক্রিয়ার্থত্বমিত্যর্থঃ । শব্দতে ।—“অক্রিয়াত্বেৎপী” ত ! এবঞ্চ-

তবে কর্মকাণ্ডোক্ত দধি ও সোম প্রভৃতি শব্দেবৎ মানর্থক্য স্বীকার কর ।  
[ প্রবৃত্তি...ভবতি ] কর্মকাণ্ডীর বেদ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিব অপ্ৰয়োজক দধি সোম  
প্রভৃতি সিদ্ধদ্রব্যের উপদেশ করেন, আব জ্ঞানকাণ্ডীর বেদ ( উপনিষদ )  
কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম উপদেশ করেন না, এ কথার অর্থ কি ? কারণ কি ?  
এমন কোমল শিষ্য নাই যে, উপদিশ্যমান দ্রব্যও ক্রিয়া হইয়া যাইবে ।  
[ অক্রিয়াত্বে দিতি ] যদি বল, দ্রব্য ক্রিয়া হইবে না ; কিন্তু তাহার ক্রিয়ার  
সাধন হইবেক, সেই কাৰণেই কর্মকাণ্ডে তাহাব উপদেশ, সুতরাং তাহা  
ক্রিয়াবাহ নহে । ক্রিয়ার্থ ও অক্রিয়ার্থ শব্দের অর্থ এই যে, যাহাতে ক্রিয়া

দেশ ইতি চেন্নৈব দোষঃ । ক্রিয়ার্থত্বেহপি ক্রিয়ানির্কর্তন-  
শক্তিমবস্থাপদিক্তমেব, ক্রিয়ার্থত্বস্ত প্রয়োজনং তন্ত, ন চৈত্যা-  
বতা বস্তুপদিক্তং ভবতি । যদি নামোপদিক্তং কিং তব  
তেন স্ফাদিত্তি, উচ্যতে অনবগতাত্ত্ববস্তুপদেশশ্চ তথৈব

ক্রিয়ার্থকৃৎস্থানিতাত্ত্বোপদেশাত্ত্বপত্তিরিতি ভাবঃ । পরিহরতি । “নৈব  
দোষঃ । ক্রিয়ার্থত্বেহপি”তি । ন হি ক্রিয়ার্থং ভূতমুপদিশ্যমানমভূতং ভবতি—  
অপি তু ক্রিয়ানির্কর্তনযোগ্যং ভূতমেব তৎ । যথা চ ভূতেহর্থৈববৃত্তশক্তয়ঃ  
শক্তিঃ কচিং অনিষ্ঠভূতবিষয়া দৃশ্যমানা মৃদা শীত্ৰা বা ন কথঞ্চিং ক্রিয়া-  
নিষ্ঠতাং গময়িতুমুচিতাঃ । ন হ্যুপহিতং শতশো দৃষ্টমপ্যমুপহিতং কচিদৃষ্ট-  
মদৃষ্টং ভবতি । তথা চ বর্তমানাপদেশো অস্তিক্রিয়োপহিতা অকাব্যার্থা  
অপ্যটবীৰ্বর্ণকাদয়ো লোকে বহুলমুপলভ্যন্তে এবং ক্রিয়ানিষ্ঠা অপি সম্বন্ধমাক্র-  
প্যাবসারিনঃ । যথা কট্যস্য পুরুষ ইতি প্রমোক্তয়ং বাজ ইতি তথা প্রাতিপদি-  
কার্থমাত্রনিষ্ঠা । যথা কীদৃশান্তর ইতি প্রমোক্তয়ং কলিন ইতি । ন হি পৃচ্ছতা  
পুরুষস্য বা তরুণাং বা অস্তিত্বনাস্তিত্বে প্রতিপিংসিতে কিন্তু পুরুষস্য স্বামি-  
ভেদস্তকণাঞ্চ প্রকারভেদঃ প্রেষ্টৃষপেক্ষিতকাচকণিঃ স্বামিভেদমেব চ প্রতি-  
ব্যক্তি ন পুনর্বস্তিত্বং তস্য তেনাপ্রতিপিংসিতত্বাৎ । উপপাদিতা চ ভূতে-  
হপ্যর্থো ব্যুৎপত্তিঃ প্রয়োজনবতি পদানাম্ । চোদয়তি ।—“যদি নামোপদিক্তং”  
ভূতং “কিং তব” উপদেষ্টুঃ প্রোতুর্কো প্রয়োজনং “স্যাৎ” । তস্মাদ্ ভূতমপি  
প্রয়োজনবদেবোপদেষ্টব্যং নাপ্রয়োজনম্ । অপ্রয়োজনঞ্চ ত্রুণ তস্যোদাসীনস্য  
সর্বক্রিয়রহিতত্বেনাত্ত্বপকারকত্বাদিতি ভাবঃ । পরিহরতি ।—“অনবগতা-  
ত্মোপদেশশ্চ তথৈব” প্রয়োজনবানেব “ভবিতুমর্হতি” । অপ্যর্থশ্চকারঃ ।

নিষ্পাদক সাবর্থা আছে, তাহাই ক্রিয়ার্থ, বাহাতে তাহা নাই তাহা অক্রিয়ার্থ ।  
দধ্যাদি দ্রব্য ক্রিয়ানিষ্পাদক, স্ততরাং তাহা ক্রিয়া না হইলেও ক্রিয়ার্থ,  
ক্রিয়ার্থ বলিরাই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু ত্রুণ সেরূপ বস্তু নহে ।  
স্ততরাং তাহা অক্রিয়ার্থ, অক্রিয়ার্থ বলিরাই তাহা উপদেশ্য নহে ।  
কলজনক ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্ত দধ্যাদি লিঙ্গপদার্থের উপদেশের প্রয়োজন  
আছে স্ততরাং লিঙ্গবস্তুরূপে উপদিষ্ট হইলে তাহা অতুপদিষ্ট বা অনর্থক হই  
না । যদিও কোন কলোদেশ না থাকে, নাই থাকুক, তাহাতে ত্রোদার  
ইষ্ট কি ? [ উচ্যতে ] ইহার প্রত্যুত্তর করিতেছি । [ অনর্থ...দেশন ]  
এ শাস্ত্রেও অজ্ঞাত আত্মতত্ত্বের উপদেশ কর্তব্যকাতীক দধ্যাদি উপদেশের

ভবিতুমর্হতি। তদবগত্যা মিথ্যা জ্ঞানস্ত সংসারহেতোর্নিবৃত্তিঃ  
প্রয়োজনং ক্রিয়ত ইত্যাবিশিষ্টমর্থবন্ধুং ক্রিয়াসাধনবস্তুপ-

এতদ্ব্যক্তং ভবতি।—যদ্যপি ব্রহ্মোদাসীনং তথাপি তদ্বিষয়ং শাস্ত্রজ্ঞানমবগতি-  
পৰ্য্যন্তং বিদ্যা অবিবোধিনীং সংসারমূলমবিদ্যামুচ্ছিন্দং প্রযোজনবদিত্যর্থঃ।  
অপি চ যেহপি কার্য্যপবনং সর্কেষাং পদানামাশ্রিত্য তৈরপি 'ব্রাহ্মণো ন  
হস্তব্যো ন স্তন্য পাতব্য' ইত্যাদীনাং ন কার্য্যপবনতা শক্যা আহ্বাতুস্।  
কৃত্যুপহিতমর্থ্যাদং হি কার্য্যং কৃত্য্য ব্যাপ্তং তন্নিসৃত্তৌ নিবর্ত্ততে শিংশপাত্তমিব  
'বৃক্ষদ্ব্যনিসৃত্তৌ। কৃতির্হি পুণ্যপ্রযুক্তঃ স চ বিষয়াধীননিকপণঃ। বিষয়শ্চাস্য  
সাধ্যাবভাবতয়া ভাবার্থ এব পূর্বাং পবীভূতোহন্যোংগাদানুকুলো ভবিতুমর্হতি  
ন দ্রব্যগুণো। সাফাং কৃতিব্যাপ্যো হি কৃতের্কিঞ্চিৎকঃ ন চ দব্যগুণেষাঃ  
সিদ্ধিরোবস্তি কৃতিব্যাপ্যাত। অত এব শাস্ত্রকল্পচো 'ভাবার্থাঃ কর্ণশকাংস্তেভাঃ  
ক্রিয়া প্রভীষেত' ইতি। দব্যগুণশব্দানাং নৈমিত্তিকাবশ্যক্যং কার্য্যাবয়বে-  
হপি ভাবস্য শ্রুতৌ দ্রব্যগুণশব্দানাস্ত ভাবযোগাং কার্য্যাবয়ব ইতি ভাবা-  
র্থোভ্য এবাপূর্বাংগতির্ন দব্যগুণশব্দভ্য ইতি। ন চ 'দশা কুহোতি' 'সন্ত-  
তমাঘাবতি' ইত্যাদিষু দব্যাদীনাং কার্য্যাবয়বত। তথাপি হি হোমাঘাব-  
ভাবার্থবিষয়মেন কাণ্যস্। ন চৈতানতা 'সোমেন যজ্ঞেত' ইতি বৎ, দদিসন্ত-  
তাদিবিশিষ্টহোমাঘাববিধান 'দগ্নিহোতঃ কুহোতি' 'আবাবমভিঘাবতি' ইতি  
তদন্তবাদঃ। যদ্যপ্যন্যপি ভাবার্থাবয়বমেন কাণ্যং তথাপি ভাবার্থান্তবন্ধতয়া  
দ্রব্যগুণাবয়বমাবপি বিধীষেতে। ভাবার্থোক্ত কানকব্যাপাবনাত্তবাহব  
শিষ্টঃ কানকাবেশেষেণ দ্রব্যাদিনা বিশেষ্যাত ইতি দ্রব্যাদিস্তদন্তবন্ধঃ। তথা চ  
ভাবার্থে বিধীষ্যমানে স এব সান্তবন্ধাবিধাঃ ১ ইতি দ্রব্যগুণাবয়বমাবপি  
তদন্তবাদতয়া বিহিতৌ ভবতঃ। এবঞ্চ ভাবার্থপ্রণালিকয়া দ্রব্যাদিসংক্রান্তো-  
বিধিগো ববাবিভ্যং অববাস্য চান্যতঃ প্রাপ্ততয়া তদন্তবাদেন তদন্তবাদীভূত-  
দ্রব্যাদিপরেভবভীতি সর্কত্র ভাবার্থাবয়ব এব বিধিঃ। এতেন যদাঙ্কেয়ো-  
হট্টকপালোভবভীতাত্ত সন্তবন্ধবিরোবিধিবাত পবাস্তম্। নহু ন ভবত্যার্থো-  
নিধেয়ঃ। সিদ্ধে ভাবতবি লক্কপস্য ভবনং প্রত্যকর্কৃত্ত্বাৎ। ন খলু গগনং

ন্যায় সার্থক। ( কর্ণকাণ্ডে সিদ্ধবস্তব উপদেশ ক্রিয়ার সহায় বলিয়া  
সাধক বা সফল, কিন্তু এ শাস্ত্রে অনবগত ব্রহ্মবস্তুর উপদেশ স্বতঃ সফল )।  
তাহাব হেতু এই যে, তদ্বিজ্ঞান দ্বারা সংসাররূপ অনর্থক 'মূল কারণ  
অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এবং তাহাতেই উপদেশেব ফলসিদ্ধি হয়। সুতরাং

দেশেন । অপিচ ব্রাহ্মণো ন হস্তব্য ইতি চৈবমাদ্যা নিবৃত্তি-  
 রূপদিশ্যতে ন চ সা ক্রিয়া নাপি ক্রিয়াসাধনম্ । অক্রিয়ার্থা-  
 ভবতি । নাপ্যসিদ্ধে অসিদ্ধস্যানিধোজ্ঞাত্বাৎ । গগনকুসুমবৎ । তস্মাদ্-  
 ভবনেন প্রযোজ্যব্যাপাৰেণাক্ষিপ্তঃ প্রয়োজকস্য ভাবযিতুর্ক্যাপারোবিধেয়ঃ ।  
 স চ ব্যাপাবোভাবনা কৃতিঃ প্রযত্ন ইতি । নিৰ্দ্ধয়শ্চাসাধনক্যপ্রতিপত্তি-  
 রতোবিষয়পেক্ষারামায়েয়শ্চোপস্থাপিতোদ্রব্যদেবতাসম্বন্ধ এবাহস্য বিধয়ঃ ।  
 নহু ব্যাপারবিধয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ কথমব্যাপাররূপং সম্বন্ধং গোচরয়েৎ ? ন হি  
 ঘটং কুর্কিত্যত্রাপি সাক্ষান্নামার্থং ঘটং পুরুষপ্রযত্নোগোচরয়তাপি তু দণ্ডাদি  
 হস্তাদিনা ব্যাপারযতি তস্মাদ্ঘটার্থং কৃতিং ব্যাপারবিষয়ামেব পুরুষঃ প্রতি-  
 পদ্যতে ন তু কপতোঘটবিষয়ম্ । উদ্দেশ্যতয়া হস্যামস্তি ঘটো ন তু বিষয়-  
 তয়া । বিষয়তয়া তু হস্তাদিব্যাপার এব । অত এবায়েন ইত্যত্রাপি দ্রব্যদেবতা-  
 সম্বন্ধাক্ষিপ্তোযজিরেব কার্যবিষয়োবিধেয়ঃ । কিমুক্তং ভবতি ? আয়েয়োভব-  
 তীতি আয়েয়েন যাগেন ভাবয়েদिति । অত এব ‘য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং  
 যজতে’ ‘য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে’ ইত্যন্ববাদোভবতি যদায়েন ইত্যাদি-  
 বিহিতস্য যাগঘটকস্য । অত এব চ বিহিতানুদিতস্য তসৌব দশপূর্ণমানাত্যাং  
 স্বর্গকামোযজ্ঞেত্যধিকাবসম্বন্ধঃ । তস্মাৎ সর্কত্র কৃতিপ্রণালিকর্য ভাবার্থ  
 বিষয় এব বিধিরিত্যেকান্তঃ । তথা চ ন হন্যাম পিবেদিত্যাদিষু যদি কাৰ্য্য-  
 মভ্যপেয়েত ততস্তদ্যাপিকা কৃতিরভ্যাপেতব্য । তদ্যাপকচ ভাবার্থোবধয়ঃ ।  
 এবঞ্চ প্রজাপতিব্রতজ্ঞাবেন পণ্ড্যদাসবৃত্ত্যাহননোপানসঙ্কললক্ষণা তদ্বি-  
 বিধিঃ স্যাৎ । তথা চ প্রসজ্যপ্রতিষেধো দত্তজলজিপিঃ প্রসজ্যেত । ন চ  
 সতি সম্ভবে লক্ষণা ন্যাযা । নেক্ষেতোদ্যন্তমিত্যাদৌ তু তস্য ব্রতমিত্যধি-  
 কারাং প্রসজ্যপ্রতিষেধাসম্ভবেন পণ্ড্যদাসবৃত্ত্যাহনোক্ষণসঙ্কললক্ষণা যুক্তা ।  
 তস্মান্ন হস্তাৎ ন পিবেদিত্যাদিষু প্রসজ্যপ্রতিষেধেষু ভাবার্থাভাবান্তদ্ব্যাপ্তারাঃ  
 কৃতেব্রতাবস্তদভাবে চ তদ্ব্যাপ্তস্য কার্য্যস্যাভাব ইতি ন কার্য্যপরহনিমঃ  
 সর্কত্র বাক্যে ইত্যাহ—“ব্রাহ্মণো ন হস্তব্য ইত্যেবমাদ্যা” ইতি । নহু  
 কস্মান্নিবৃত্তিবৈব কার্য্যং ন ভবতি, তৎসাধনং বা, ইত্যত আহ—“ন চ সা  
 ক্রিয়া” ইতি । ক্রিয়াশব্দঃ কার্য্যবচনঃ । এতদেব বিতজতে—“অক্রিয়া  
 র্থানা”মিতি । স্যাদেতৎ । বিধিবিভক্তিশ্রবণাং কার্য্যং তাবদত্র প্রতীয়তে  
 কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াসাধক বস্ত্র-উপদেশেব ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রাহ্মবস্ত্র উপ-  
 দেশের সমর্থন সার্থক্য আছে । [ অপিচ...তচ্চানিষ্টম্ ] আরও এক কথা  
 আছে । কর্মশাস্ত্রে “ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না” ইত্যাদিবিধি নিবৃত্তি



নামুপদেশোহনর্থকশ্চেৎ, ত্রাক্ষণো ন হস্তবা ইত্যাদিনিবৃ-  
ত্তুপদেশানামানর্থক্যং প্রাপ্তম্ । তচ্চানিষ্টম্ । ন চ  
সুভাবপ্রাপ্তহস্তার্থানুরাগেন নঞঃ শক্যমপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্প-

উক্ত ন ভাবার্থমন্তবেণ । ন চ রাগতঃ প্রবৃত্তস্য হননপানাদাবকস্মাদোদাসীক্ত-  
মুপপদ্যতে বিনা বিধাবকপ্রযত্নম্ । তস্মাৎ স এব প্রবৃত্ত্যনুধানাং মনো-  
বাগ্বেদহানাং বিধারকঃ প্রযত্নো নিষেধবিধিগৌচরঃ ক্রিয়েতি নাক্রিয়াপরমত্তি  
ব্যাক্যং কিঞ্চিদপীত্যাহ ।—“ন চ” “হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যোদাসীন্যাব্যতিষেকেন”  
“নঞঃ শক্যমপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুম্” । কেন হেতুনা ন শক্যমিত্যত  
আহ ।—“সুভাবপ্রাপ্তহস্তার্থানুরাগেন” নঞঃ । অর্থঃ—“হননপানপরোহি  
বিধিপ্রত্যয়ঃ প্রতীক্ষ্যমানস্তে এব বিধস্ত ইত্যুৎসর্গঃ । ন চৈতে শক্যে বিধাতুম্ ।  
রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ । ন চ নঞঃ প্রসজ্যপ্রতিষেধোবিধেয়ঃ । তস্যাপ্যোদাসীন্য-  
রূপস্য সিদ্ধতয়া প্রাপ্তত্বাৎ । ন চ বিধারকঃ প্রযত্নঃ । তস্যাঋত্বেন  
লক্ষ্যমাণত্বাৎ । সতি সম্ভবে চ মুখ্যে লক্ষণায় অত্যাঘাত্যং বিধিবিভক্তেশ্চ  
রাগতঃ প্রাপ্তপ্রবৃত্ত্যনুবাদিক্ষেন বীক্ষিবিষয়ত্বাযোগাৎ । তস্মাৎ যৎ পিবেৎ  
হনাদ্য ইত্যনুদ্য তস্মৈতি নিষিধ্যতে তদভাবো জ্ঞাপ্যতে, ন তু নঞর্থো-  
বিধীয়তে । অভাবশ্চ স্ববিরোধিতাবনিরূপণতয়া ভাবচ্ছায়ানুপাতীতি  
সিদ্ধে সিদ্ধবৎ সাধ্যে চ সাধ্যবৎ ভাসত ইতি । সাধ্যবিষয়োনঞর্থঃ

উপদেশ আছে । (৪০) সেই নিবৃত্তি বা নিষেধ ক্রিয়াও নহে, ক্রিয়ার  
সাধনও নহে । ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াসাধন ব্যতীত অন্য উপদেশ যদি অনর্থক  
হয়, তবে “ত্রাক্ষণকে হনন করিবে না” এ উপদেশও অনর্থক হইবে । অথচ  
উহার আনর্থক্য স্বীকার কর না । [ নচ...শাম্যতি ] নিবৃত্তি কি ? নিবৃত্তি  
ঔদাস্য, অথবা অভাব । সুতরাং “হনন করিবে না” ইত্যাদিস্থলে নিষেধ-  
বাটী ন কারেব অবয়ব হওয়ার “হননক্রিয়া ঔদাস্য বা হননক্রিয়ার অভাব”  
এইরূপ অর্থই লক্ষ হয়, অন্যরূপ অর্থ হয় না । জীবের স্বাভাবিক  
হননেচ্ছা লক্ষ্য করিয়া, প্রোক্ত ন-কারের বলে, “হনননিবৃত্তির সংকল্প  
করিবেক” এরূপ অর্থ করিলে করিতে পার বটে ; কিন্তু প্রদর্শিত স্থলে এরূপ  
অর্থ সম্ভব হইবে না । (৪১) কেন না, ন-কারের স্বভাব এই যে,

(৪০) নিবৃত্তি ক্রিয়া নহে । যেহেতু উহা অভাবরূপিনী । অভাবরূপিনী বলিয়া তাঁহা  
ক্রিয়ার সাধকও নহে ।

(৪১) অর্থাৎ নিষেধ উপদেশও যদি ক্রিয়ার্থ হয়, তাহা হইলে বিধি ও নিষেধ এই  
বৈধি ব্যাক না । কায়েই স্বীকার করিতে হইবে, নিষেধ ক্রিয়ার্থ নহে ।

রিতুং হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যোদাসীন্যব্যতিরেকেণ । নঞশ্চেব  
অভাবো যৎ স্বসম্বন্ধিনোহভাবং বোধয়তি । অভাব-বুদ্ধি-  
শ্চৌদাসীন্যকারণম্ । সা চ দণ্ডেক্ষনাগ্ৰিবৎ স্বয়ম্বেবোপ-

সাধ্যবজ্ঞানত ইতি নঞর্থঃ কার্য্য ইতি ভ্রমস্তদিদমাহ ।—“নঞশ্চেব  
অভাব” ইতি । নহু বোধয়তু সম্বন্ধিনোহভাবং নঞ, প্রবৃত্ত্যাদুৎপাদিত  
মনোবাগ্বেহানাং কৃতোহকস্মারিবৃত্তিরিত্যত আহ ।—“অভাববুদ্ধিশ্চৌ-  
দাসীন্য” মপালনং “কারণম্” । স্বয়মতি প্রায়ঃ ।—অরিতঃ পথ্যমন্নীয়াৎ,  
ন সর্পারানুজিৎ দদ্যাৎ’ ইত্যাদিবচনপ্রবণসমনস্তরং প্রযোজ্যবুদ্ধস্য, পথ্যাপনে  
প্রবৃত্তিঃ ভুজ্ঞানুজিৎদানোদুধ্যা চ ততো নিবৃত্তিমুপলভা বালোদ্যুৎপিংলুঃ  
প্রযোজ্যবুদ্ধস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতু ইচ্ছাষেবাহুমিযীতে । তথাহীচ্ছাষে-  
হেতুকে বুদ্ধস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহাৎ । মদীয়স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তি-  
নিবৃত্তিবৎ । কর্তব্যতৈকার্থসমবেত্তেটানিষ্টসাধনভাবাবগমপূর্ব্বকৌ চাস্যোচ্ছা-  
দেষৌ । প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতেচ্ছাষেবহাৎ মৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতেচ্ছা-  
ষেবহৎ । ন জাতু মম শব্দতদ্ব্যাপারপুরুষাশরত্বেকাল্যানবচ্ছিন্নভাবনাপূর্ব্ব-  
প্রত্যয়পূর্ব্ববিচ্ছাষেবাহুতামপি তু ভূয়োভূয়ঃ স্বগতমাশোচরত উক্তকারণ-  
পূর্ব্বাবেব প্রত্যবভাসেতে । তস্মাদ্ভূতস্য স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিবিবৃত্তী ইচ্ছাষেভেদৌ  
চ কর্তব্যতৈকার্থসমবেত্তেটানিষ্টসাধনভাবাবগমপূর্ব্বাবিত্যাহুপূর্ব্ব্য সিদ্ধঃ  
কার্য্যকারণভাব ইতীটানিষ্টসাধনভাবগমাৎ প্রযোজ্যবুদ্ধপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী ইতি  
সিদ্ধম্ । স চাবগমঃ প্রাগভূতঃ শব্দপ্রবধানস্তরমুপজায়মানঃ শব্দপ্রবণহেতুক  
কর্তব্যমিষ্টসাধনং ব্যাপারমবগমরংস্তস্যেটসাধনতাং কর্তব্যতাকাবগময়তি ।  
অনন্যলভ্যত্বাহুতরোরনন্যলভ্যস্য চ শব্দার্থহাৎ । যত্র তু কর্তব্যতাহনাত  
এব লভ্যতে, যথা ন হন্যায় পিবেদিত্যাদিবৃ হননপানপ্রবৃত্ত্যোরগতঃ প্রতি-  
লম্বাৎ তত্র ভদ্রহুবাধেন নঞসমভিব্যাক্ততা সিদ্ধাদিবিভক্তিরন্যতোহপ্রাপ্তম-  
রোরননর্থহেতুভাবমাজ্ঞমবগময়তি । প্রত্যক্ষং হি তরোরিষ্টসাধনভাবোহ-  
বগম্যতে অন্যথা রাগবিবরণহাযোগাৎ । তস্মাদ্রাগাদিপ্রাপ্তকর্তব্যতাহুবাধেনা-  
নর্থসাধনতা প্রজ্ঞাপনপরং ন হন্যায় পিবেদিত্যাদিবাক্যং ন তু কর্তব্যতাপ-  
নমিতি সূচকমকার্য্যনিষ্ঠং নিবেধানাম্ । নিবেধানাক্ষ অনর্থসাবনতাবুদ্ধি-

সে প্রায়ই স্ব সম্বন্ধীরেব অভাব-বোধ করার এবং অভাবজ্ঞানই তদ্বিবরণক  
উদাসীনতার কারণ । অভাববুদ্ধি চিরস্থায়িনী না হইলেও অগ্নি যেমন কাষ্ঠ  
দগ্ধ করিয়া, ক্ষমতা বিস্তার করিয়া, উপশম প্রাপ্ত হয়, তজ্জগ, অভাব-

শ্যাম্যতি । তস্মাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্তৌদাসীন্যমেব ব্রাহ্মণো ন  
হন্তব্য ইত্যাদিষু প্রতিষেধার্থং মন্যামহে অতত্র প্রজ্ঞাপতি-

রেব নিষেধাভাববুদ্ধিস্তয়া খবয়ং চেতন আপাততো রমণীয়তাং পশ্যন্নপি  
আয়তিমালোচ্য প্রবৃত্ত্যভাবং নিবৃত্তিমববুধ্য নিবর্ততে । 'ঔদাসীন্যামান্মনো-  
হবস্থাপয়তীতি যাবৎ । স্যাদেতৎ । অভাববুদ্ধিচ্ছেদৌদাসীন্যস্থাপনকারণং  
যাবদৌদাসীন্যমধুবর্ততে । ন চাহুবর্ততে । ন হি উদাসীনোহপি বিবরাজ্যব-  
ব্যাসকুচিত্তস্তদভাববুদ্ধিমান্ । ন চাবস্থাপকারণাভাবে কার্য্যাবস্থানং  
দৃষ্টম্ । ন হি স্তম্ভাবপাতে প্রাসাদোহবতিষ্ঠতে । অত আহ—“স চ দন্ধে-  
কনাগ্নিবৎ স্বরমেবোপশাম্যতি” । তাবদেব খবয়ং প্রবৃত্ত্যনুযো ন বাবদস্যা-  
হনর্থহেতুভাবমবিগচ্ছতি । অনর্থহেতুত্বাধিগমোহস্য সমুলোদ্ধারং প্রবৃত্তি-  
মুক্ত্য দন্ধেকনাগ্নিবৎস্বরমেবোপশাম্যতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি—যথা প্রাসা-  
দাবস্থানকারণং স্তম্ভো নৈবমৌদাসীন্যাবস্থানকারণমভাববুদ্ধিঃ । অপি স্বাগ-  
ন্ধকাগ্নিনাশহেতোজ্ঞাণেনাবস্থানকারণম্ । যথা কমঠপৃষ্ঠনিষ্ঠুরঃ কবচঃ শস্ত্র-  
প্রহারজ্ঞাণেন রাজন্যজীবাবস্থানহেতুঃ । ন চ কবচাপগমে চাসতি চ শস্ত্র-  
প্রহারে রাজন্যজীবনাশ ইতি । উপসংহরতি—“তস্মাৎপ্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্তৌ-  
দাসীন্যমেব” ইতি । ঔদাসীন্যমজানতোপ্যতীতি প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্তোপ-  
লক্ষ্য বিশিনষ্টি । তৎ কিমক্রিয়ার্থভ্বেদানহনর্থক্যমাপদ্য ক্রিয়ার্থস্থাপবর্ণনং

বুদ্ধিও ভ্রান্তিমূলক হননানুরাগ নষ্ট করিয়া অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।  
[ তস্মাৎ...দিভ্যঃ ] এই কারণে, আমাদের বিবেচনায়, “ব্রাহ্মণকে হনন  
করিবে না” ইত্যাদিস্থলে ন-কারেব অর্থ হননক্রিয়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ হনন-  
বিষয়ক ঔদাসীন্য (৪২) । প্রজ্ঞাপতি-ব্রত প্রভৃতি ক-একটি স্থল ব্যতীত প্রায়  
সর্বত্রই ন-কারের অর্থ নিষেধ(৪৩) । নিষেধেরই অন্য নাম অভাব, নিবৃত্তি ও

(৪২) এ মতে ঔদাসীন্য পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ, এবং তাহা নিবৃত্তির দ্বারা উপলব্ধিত । পরিপূর্ণ  
বা সৰ্ব্ব ঔদাসীন্যই পুরুষের স্বরূপ । অনৌদাসীন্য বা অনুরাগ নৈমিত্তিক । অর্থাৎ উপাধি  
যোগে উদ্ভূত ।

(৪৩) প্রজ্ঞাপতি-ব্রত ব্রাহ্মণের অন্তর্গত । বেদ এই ব্রতের ইতিকর্তব্যতা উপদেশকালে  
বলিয়াছেন, “উদয়কালেন-আবিভা দেখিবে না ।” এখানে অভাব বা নিষেধ অর্থ খাটে না,  
কাবচ লক্ষণা স্বীকার করিয়া ন-কারের লক্ষণ বা দর্শনাবরুদ্ধ সংকল্প অর্থ গ্রহণ করিতে হয় ।  
অমৌ. অনুর ও অধর্ষ, ইত্যাদি প্রয়োগেও নিষেধার্থ সংগত হয় না বলিয়া বলাসম্ভব বিরুদ্ধাধি-  
কর্তব্য, করিতে হয় ।

ত্রতাদিত্যঃ । তস্মাৎ পুরুষার্থানুপযোগ্যপাখ্যানাদিত্যুতার্থ-  
বাদবিষয়মানর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্ ।

যদপ্যুক্তং কৰ্ত্তব্যবিধ্যানুপ্রবেশমন্তরেণ বস্তুমাত্রমুচ্যমান-  
মনর্থকং স্যাৎ সপ্তদ্বীপা বস্তুমতীত্যাদিবদিতি, তৎ পরিত্যক্তম্ ।  
রজুরিয়ং নারং সৰ্প ইতি বস্তুমাত্রকথনেহপি প্রয়োজনস্য  
দৃষ্টত্বাৎ । ননু ঐতর্য্যক্যগোহপি যথাপূৰ্ব্বং সংসারিত্বদৰ্শনাম  
রজুস্বরূপকথনবদর্থবত্বমিত্যুক্তম্ । অত্রোচ্যতে । নাবগত-

জৈমিনীরমসমস্তসমেবেতাপসংহারব্যাঞ্জন পরিত্যজতি ।—“তস্মাৎ পুরুষার্থ”  
ইতি । পুরুষার্থানুপযোগ্যপাখ্যানাদিবিষয়বক্তব্যার্থতয়া ক্রিয়ার্থতয়া চ  
পূৰ্ব্বোত্তরপক্ষৌ ন তূপনিষদ্বিয়ৌ । উপনিষদাঃ স্বল্পপুরুষার্থব্রহ্মরূপাবগম  
পর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ । যদপ্যোপনিষদাদ্ভজ্ঞানমপুরুষার্থং মন্যমানেনোক্তং  
কৰ্ত্তব্যবিধ্যানুপ্রবেশমন্তরেণেতি । অত্র নিগূঢ়াভিসন্ধিঃ পূৰ্ব্বোক্তং পরিত্যক্তং  
স্মারয়তি ।—“তৎ পরিত্যক্ত”মিতি । অত্রোক্তোপাখ্যানমর্থং স্মারয়তি ।—  
“ননু ঐতর্য্যক্যগোহপি” । নিগূঢ়মভিসন্ধিঃ সমাধাতোদ্বাটয়তি ।—“অত্রো-

উদাসীন্য । [ তস্মাৎ দ্রষ্টব্যম্ ] তবে “যাহা অক্রিয়ার্থ, তাহা নিবর্থক”  
এ কথার (জৈমিনি মুনিব উক্তি) স্থল বা বিষয় কোথায় ? যাহা পুরুষার্থের  
অনুপযুক্ত, যাহা কেবলমাত্র উপাখ্যান ও ভূতার্থবাদ (৪৪), তাহাই প্রোক্ত  
জৈমিনিবাক্যের স্থল বা বিষয় । [ যদপ্যুক্তং দৃষ্টত্বাৎ ] আর একটা কথা  
বলিয়াছিল যে, কৰ্ত্তব্যতাবোধের সংশ্রব ব্যতীত “সপ্তদ্বীপা পৃথিবী” এতাব-  
দ্ব্যত্র উপদেশের ন্যায় কেবলমাত্র বস্তু-উপদেশ করা নিফল বা নিশ্চয়োজন,  
সে কথাও প্রোক্ত বিচারের দ্বারা তাড়িত হইল । অপিচ, তুমিও “ইহা  
রজু, সৰ্প নহে,” এতাবদ্ব্যত্র বস্তু-উপদেশের সাফল্য বা সপ্রয়োজনতা দেখি-  
য়াছ । [ ননু...মিত্যুক্তম্ ] যদি বল, বার বার ব্রহ্ম শ্রবণ করিয়াছে, এরূপ  
ব্যক্তিকে পূৰ্ব্বের ন্যায় সংসারী থাকিতে দেখা বাইতেছে এ কথা পূৰ্ব্বই  
বলিয়াছি, সুতরাং ব্রহ্মোপদেশ আর রজুপদেশ তুল্য হইতে পারে না,  
এ কথার কি প্রত্যুত্তর করিলে ? [ অত্রোচ্যতে ] এজন্য ঐ কথারও প্রত্যুত্তর  
দিতেছি, শ্রবণ কর । [ নাবগত...স্বপ্নবতি ] যে পুরুষ অসন্ধিগুরুপে

ব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং শক্যং দর্শয়িতুং বেদ-  
 প্রমাণজনিত ব্রহ্মাত্মভাববিরোধাৎ । ন হি শরীরাদ্যাভ্যা-  
 ভিমানিনোদুঃখভয়াদিমদ্বং দৃষ্টমিতি তস্যৈব বেদপ্রমাণ-  
 জনিতব্রহ্মাত্মাবগমে তদভিমাননিবৃত্তৌ তদেব মিথ্যাজ্ঞান-  
 নিমিত্তং দুঃখভয়াদিমদ্বং ভবতীতি শক্যং দর্শয়িতুম্ । ন হি  
 ধনিনোগৃহস্থস্য ধনাভিমানিনোধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং দৃষ্ট-  
 মিতি তস্যৈব প্রব্রজিতস্য ধনাভিমানরহিতস্য তদেব ধনাপ-  
 হারনিমিত্তং দুঃখং ভবতি । ন চ কুণ্ডলিনোগৃহস্থস্য কুণ্ডলি-  
 ভাভিমাননিমিত্তং স্নখং দৃষ্টমিতি তস্যৈব কুণ্ডলবিমুক্তস্য

চাতে । নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য” ইতি । সত্যং ন ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রং সাংসারিক-  
 বর্ধনবৃত্তিকারণমপি তু সাক্ষাৎকারপর্যন্তম্ । ব্রহ্মসাক্ষাৎকারশাস্ত্রঃকরণ-  
 বৃত্তিভেদঃ শ্রবণমননাদিজনিতসংস্কারসচিবমনোজন্মা বড়্জাদিভেদসাক্ষাৎ-  
 কার ইব গাঙ্কর্ষণশাস্ত্রশ্রবণাভ্যাসসংস্কৃতমনোবোনিঃ । স চ মিথিলপ্রপঞ্চ-  
 মহেজ্জালাসাক্ষাৎকারং সমুলমুলয়রায়ানমপি প্রপঞ্চত্বাবিশেষাদুহ্ম লয়ভী-  
 ত্যুপপাদিতমধস্তাৎ । তন্মাসজ্জ্ববরূপকখনভুল্যতৈবাত্রেতি সিদ্ধম্ । অত্র চ  
 বেদপ্রমাণমূলতরা বেদপ্রমাণজনিতেতুক্তম্ । অত্রৈব স্নখদুঃখাশ্লুংপাদ ভেদেন

ব্রহ্মাত্মত্ব জ্ঞাত হইয়াছে সে পুরুষকে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সংসারী দেখাইতে  
 পারিবে না । যদি বল পারিব, তাহা অসম্ভব । কেন-না, বেদপ্রমাণ-  
 জনিত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংসারিত্বের বিরোধী । তুমি ইহাই  
 দেখাইতে পারিবে যে, যখন শরীরাদিতে আত্মাতিগান (শরীরাদিতে আমার  
 ও আমি এতদ্রূপ জ্ঞান) থাকে—তখনই সে দুঃখভয়াদিযুক্ত থাকে ; আবার  
 সেই পুরুষ বর্ধন বেদপ্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মভাব জ্ঞাত হয়, তখন আর  
 তাহার সে অভিমান থাকে না, সুতরাং তখন সে মিথ্যাজ্ঞানমূলক অভি-  
 মানের অভাবে অসংসারীই হয়, সংসারী হয় না । ধনী ও ধনাভিমानी  
 (এ ধন আমার, এতদ্রূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট) গৃহস্থের ধন নষ্ট হইলে তাহার  
 তজ্জনিত দুঃখ হয়, কিন্তু সে যখন সন্ন্যাসী হয়, ধনাভিমান ত্যাগ করে, তখন  
 আর তাহার ধনাপতাবজনিত দুঃখ ও ধনাগবজনিত স্নখ কিছুই হয় না ।

কুণ্ডলিতাভিমানহীনস্য তদেব কুণ্ডলিত্বনিমিত্তং স্তব্ধং ভবতি ।  
তদ্বুক্তং শ্রুত্যা, অশরীরং বাব সন্তং মঃ স্মিয়ারপ্রিয়ে স্পৃশত  
ইতি । শরীরে পতিতেঃ শরীরত্বং স্যাম্ জীবত ইতি চেৎ  
ন, সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ । ন হ্যাত্মনঃ শরীর-  
রাষ্ট্রাভিমানলক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানমুক্তাঃ অন্যতঃ সশরীরত্বং শক্যং  
কল্পয়িতুম্ । নিত্যমশরীরত্বং অকৰ্ম্মনিমিত্তত্বাদিত্যবোচাম ।

নিদর্শনদ্বয়মাহ।—“ন হি ধনিন” ইতি । শ্রুতিমত্রোদাহবতি।—“তদ্বুক্তং”-  
মিতি । চোদয়তি।—“শরীরে পতিত” ইতি । পরিহরতি।—“ন সশরীরত্বত্ব”  
ইতি । যদি বাস্তবং সশরীরত্বং তবেম জীবতন্তদ্বিবর্তেত । মিথ্যাজ্ঞান-  
নিমিত্তত্ব তৎ । তচ্চোৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানেন জীবতাপি শক্যং নিবর্তয়িতুম্ । যৎ  
পুনবশরীরত্বং তদস্য সম্ভাব ইতি ন শক্যং নিবর্তয়িতুং সম্ভাবহানেন ভাব-  
বিনাশপ্রসঙ্গাদিত্যাহ।—“নিত্যমশরীরত্ব”মিতি । স্যাৎচেতৎ । ন মিথ্যা-  
জ্ঞাননিমিত্তং সশরীরত্বমপি তু ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনিমিত্তং তচ্চ স্বকারণধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনিবৃত্তি-  
সত্ত্বরেণ ন নিবর্তেত । তদ্বিবর্তো চ প্রায়শ্চেষ্টে ন জীবতোঃ শরীরত্বমিতি

কুণ্ডলধারী গৃহস্থকেই কুণ্ডলিতাভিমানহেতুক কুণ্ডলধারণের স্তব্ধ অহুভব  
কবিত্তে দেখিয়াছ, কিন্তু সে যখন কুণ্ডলের সহিত কুণ্ডলাভিমান ত্যাগ করে,  
তখন কি আর তাহাব কুণ্ডলধাবণেব স্তব্ধ থাকে ? না কুণ্ডল নাশের হঃখ  
থাকে ? তখন তাহার তদ্বিবয়ক স্তব্ধ হঃখ কিছুই থাকে না । [ তদ্বুক্তং...  
ইতি ] শ্রুতিও এ কথা বলিয়াছেন । যথা—“কি প্রিয় কি অপ্রিয়, অশরীর  
অর্থাৎ শরীরাত্মিমানশূন্য সত্ত্বত্বকে স্পর্শ করে না ।” [ শরীরে...কল্পয়িতুম্ ]  
যদি বল, শরীরপতনের পর অশরীর হয়, জীবিত থাকিতে হয় না, তাহা  
বলিতে পার না । কেন-না, সশরীরত্বের কারণ মিথ্যাজ্ঞান ; এবং তাহারই  
অভাবে অশরীর, স্তব্ধতাং তাহা জীবৎ-অবস্থাতে বা শরীর সত্ত্বেও হইতে  
পাবে । শরীরাত্মজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনরূপ শরীর থাকার  
কল্পনা করিতে পার না । (৪৫) [ নিত্য...বোচাম ] এ সম্বন্ধে আমরা বলি,

(৪৫) শরীরে অহঃবুদ্ধির নাম শরীর । স্তব্ধতাং অহঃ থাকে । পদ্যস্তই শরীর । এষ্ট  
শরীরবতা মূলদেহের বিগম হইলেও লিঙ্গশরীরের আভ্যন্তরে থাকে । যত দিন না মুক্তি হয়  
ততদিন লিঙ্গশরীরের নাশ হয় না, অশরীর হওয়াও যায় না । ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান-  
মূলক লিঙ্গশরীর থাকে না, স্তব্ধতাং অশরীর হওয়া যায় । ততএব, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য  
কোন উপায়ে অশরীরত্বসিদ্ধি হয় না ।

তৎকৃতধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনিমিত্তং সশরীরত্বমিতি চেৎ, ন, শরীরসম্বন্ধস্যাসিদ্ধত্বাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োরাভ্যকৃতত্বাসিদ্ধেঃ । শরীরসম্বন্ধস্য ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োস্তৎকৃতত্বস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ । অন্ধ-পরম্পরৈবাহনাদিত্বকল্পনা । ক্রিয়াসমবায়াহ্ভাবাক্ষাত্বানং কৰ্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ । সম্বিধানমাত্রেণ রাজপ্রভৃতীনাং দৃষ্টং

শব্দতে ।—“তৎকৃত” ইতি । তদিত্যাত্মানং পরামুশতি । নিরাকরোতি ।—“ন, শরীরসম্বন্ধস্য” ইতি । ন তাবদাত্মা সাক্ষাৎধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ কৰ্ত্তৃমুহীতি । বাধুঃ শরীরারম্ভজনিতৌ হি তৌ নাসতি শরীরসম্বন্ধে ভবতঃ । তাত্যাত্ত শরীরসম্বন্ধং রোচয়মানোগ্যত্বং পরম্পরাশ্রয়ং দোষমাবহতি । তদিদমাহ ।—“শরীরসম্বন্ধস্য” ইতি । যদ্যচ্যেত সত্যমস্তি পরম্পরাশ্রয়ো ন ত্বেষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ বীজাকুরবৎ, ইত্যত আহ ।—“অন্ধপরম্পরৈবাহনাদিত্বকল্পনা” । যন্ত মন্যতে নেয়মন্ধপরম্পরাতুল্যানাদিতা, ন হি যতো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মভেদাদাত্ম-শরীরসম্বন্ধভেদস্তত এব স ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মভেদঃ, কিং ত্বেষ পূৰ্ণত্বাদাত্মশরীরসম্বন্ধাৎ পূৰ্ণধৰ্ম্মাধৰ্ম্মভেদভ্রম্মনঃ এব তাত্মশরীরসম্বন্ধো হ্যাত্মধৰ্ম্মাধৰ্ম্মভেদাদিতি, তৎ প্রত্যাহ ।—“ক্রিয়াসমবায়াহ্ভাবা”দিতি । শব্দতে ।—“সম্বিধানমাত্রেণ” ইতি ।

অশরীরত্বই নিত্য এবং তাহা কৰ্ম্মনিমিত্তক ( ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মজনিত ) নহে । (৪৬) [ তৎকৃত...নুপপত্তেঃ ] যদি বল, আত্মকৃত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই আত্মার শরীর-সম্বন্ধের কারণ, অর্থাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের দ্বারাই আত্মা সশরীর হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে । কেননা, আত্মার সহিত শরীরের কোনরূপ বাস্তব সম্বন্ধ থাকা অসিদ্ধ এবং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম যে আত্মকৃত—তাহাও অসিদ্ধ । অর্থাৎ কোনও প্রমাণে আত্মার শরীরসম্বন্ধ থাকা ও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের প্রতি কৰ্ত্তৃত্ব থাকা সিদ্ধ হয় না । উহা সিদ্ধ করিতে গেলে “শরীর ব্যতীত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম হয় না, আবার ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ব্যতীত শরীর হয় না” এতদ্রূপ অন্তোত্তাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় । ( অন্তো-ত্তাশ্রয় দোষ সত্য সিদ্ধান্ত লাভের বিশেষ প্রতিবন্ধক ) । এরূপ অন্তো-ত্তাশ্রয় ও অনাদিত্ব করনা অন্ধকল্পিত অর্থাৎ ঐরূপ কল্পনার কিছুনাও উপক্ৰীবক প্রমাণ নাই । ( বীজাকুরপ্রবাহের অনাদিত্ব করনা প্রত্যক্ষমূলক, স্মৃতরাং তাহা দোষাবহ নহে ) । অপিচ, আত্মায় ক্রিয়া না থাকার অর্থাৎ আত্মা কিছু করেন না বলিয়া তাঁহার কৰ্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় না । [ সম্বিধান...

(৪৬) আত্মার বা আবার অশরীরত্বই স্বরূপ, অশরীরত্বই নিত্য, কিন্তু সশরীরত্ব কালমিক স্বাভিমান মূলক, ইহা অভ্যাস প্রতিধান করিলেই বুঝা যাইতে পারে ।

কর্তৃহ্মিতি চেৎ, ন, ধনদানাদ্যুপার্জিতভূতাসম্বন্ধিহ্মাদ্বেবাং  
কর্তৃহ্মোপপত্তেঃ। ন স্বাত্মনো ধনদানাদিবচ্ছরীরাদিভিঃ স্ব-  
স্বামিসম্বন্ধনিমিত্তং কিকিচ্ছক্যং কল্পয়িতুন্। মিথ্যাভিমানস্ত  
প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ। এতেন বজমানত্মাত্মনো ব্যাখ্যাতম্।

অত্রাহঃ—দেহাদিব্যতিরিক্তস্যা ত্বন আত্মীয়ে দেহাদাব-  
ভিমানোগোণো ন মিথ্যেতি, ন। প্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য গোণত্ব-  
মুখ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ। यस্য হি প্রসিদ্ধো বস্তুভেদঃ যথা কেশরাদি-  
মানাকৃতিবিশেষোহ্ণয়ব্যতিরেকাত্যাং সিংহশব্দপ্রত্যয়ভা-  
জুখ্যোহন্যঃ প্রসিদ্ধঃ ততশ্চান্যঃ পুরুষঃ প্রায়িকৈঃ ক্রৌর্য্য-

পরিহরতি।—“ন” ইতি। উপার্জনং স্বীকরণম্। ন বিয়ং বিধা আত্মনী-  
তাহ।—“ন স্বাত্মন” ইতি। ‘যে তু দেহাদাবাত্মাভিমানো ন মিথ্যা অপি তু  
গোণো বাণবকাদাবিব সিংহাভিমান ইতি মন্যন্তে তন্নতমুপন্যাস্য দুষয়তি।—  
“অত্রাহঃ” ইতি। প্রসিদ্ধো বস্তুভেদো বস্য পুরুষস্য স তথোক্তঃ। উপ-

হেতুঃ] যদি এমন কথা বল, আত্মা কিছু করুন বা নাই করুন, সন্নিধান  
থাকাতাই প্রতিতে তাঁহার কর্তৃত্ব উপচরিত হইয়াছে। রাজা যেমন অকর্তা  
হইয়াও কর্তা, আত্মাও সেইরূপ অকর্তা হইলেও কর্তা। একথা বলিতে  
পার না। ধনদানাদিকৃত ভূতাসম্বন্ধ থাকায় ভূতাকৃত কার্যো রাজার কর্তৃত্ব  
উপচরিত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা দেখিরা শরীরাদিকৃত কার্যো  
আত্মার কর্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না। কেন না, শরীরাদির সহিত আত্মার  
স্বস্বামি সম্বন্ধ (ভূতভর্তৃ সম্বন্ধ) নাই। শরীরাদির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ  
তাহা মিথ্যাভিমানমূলক প্রাপ্তি ভিন্ন অত্র কিছু নহে। [এতেন... ব্যাখ্যা-  
তম্] এইরূপে এতদ্বারা আত্মার বাণকর্তৃত্বাদিও ব্যাখ্যাত হয় (৪৭)।  
[অত্রাহঃ] এ বিষয়ে কেহ (৪৮) বলিয়া থাকেন, [দেহাদি...গোণো]  
আত্মা দেহাদি চইতে ভিন্ন এবং তাঁহার দেহাদি বিষয়ক অভিমান (অহং মনঃ

(৪৭) অর্থাৎ জীব ব্রহ্মজ্ঞ না হওয়া পর্যন্তই প্রাপ্তিকল্পিত দেহাদিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষি বা  
ব্রহ্মবশতঃ অহংসেই ব্রাহ্মণঃ এতরূপ করন্য করিয়া বাণবজাদিবিষয়ক কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া  
থাকে।

(৪৮) প্রত্যাকর মতাবলম্বী।



শৌৰ্যাদিভিঃ সিংহগুণৈঃ সম্পন্নঃ সিদ্ধঃ তস্য তস্মিন্ পুরুষে সিংহশব্দপ্রত্যয়ৌ গোঁগৌ ভবতঃ নাপ্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য। তস্য তু অন্যত্রান্যশব্দপ্রত্যয়ৌ ভ্রান্তিনিমিত্তাবেব ভবতৌন গোঁগৌ। যথা মন্দাক্ষকারে স্বাগুরয়মিত্যাগ্ৰহ্যমাণবিশেষে পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্বাগুবিশয়ৌ। যথা বা গুপ্তিকারামকস্মাদ্ভজতমিদমিতি নিশ্চিতৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ। তদ্বৎ, দেহাদিস-

পাদিতকৈতদস্মাভিরধ্যাসভাষ্যে ইতি নেহোপপাদয়তে। যথা মন্দাক্ষকারে স্বাগুরয়মিত্যাগ্ৰহ্যমাণবিশেষে বস্তুনি পুরুষাৎ সাংশয়িকৌ পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্বাগুবিশয়ৌ তত্র তু পুরুষত্বমনিয়তমপি সমারোপিতমেব। এবং সংশয়ে সমারোপিতমনিশ্চিতমুদাহৃত্য বিপর্যয়জ্ঞানে নিশ্চিতমুদাহরতি। “যথা বা গুপ্তিকারাম্”। গুরুভাস্বরস্যা দ্রব্যস্য পুরঃস্থিতস্য সতি গুপ্তিকারভজতসাধারণ্যে যাবদত্র রজতবিনিশ্চয়োভবতি তাবৎ কস্মাচ্চুপ্তিবিনিশ্চয় এব ন ভবতি। সংশয়ৌ বা বোধ যুক্তঃ সমানধৰ্ম্মধৰ্ম্মিণৌর্দর্শনাৎ উপলক্ষ্যত্বপলক্ষ্যব্যবস্থাতৌ বিশেষত্বস্বত্বৈশ্চ সংস্কারোন্মেষহেতৌঃ সাদৃশ্যস্য দৃষ্টত্বেনোভয়ত্র তুল্যমেতদিতি। অত উক্তম্।—“অকস্মাৎ” ইতি। অনেন দৃষ্টস্য হেতৌঃ সমানত্ব-

জ্ঞান) গোঁ। অর্থাৎ তাহা গুণ-নিমিত্তক, ভ্রান্তি-নিমিত্তক নহে। (৪২) এ কথাও সঙ্গত নহে। কেন না, নিয়ম আছে যে, দুই প্রসিদ্ধ বা বিজ্ঞাত পদার্থের মধ্যে গোণমুখ্যতাব হইবে এবং অন্যত্র অজ্ঞাত থাকিলে সে স্থলে ভ্রান্তি বলিয়া স্থির হইবে। সিংহে সিংহজ্ঞান ও পুরুষে পুরুষজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি শৌৰ্য্য ক্রৌৰ্য্য প্রভৃতি সিংহগুণ দেখিয়া পুরুষে “পুরুষসিংহ” এইরূপ শব্দ ও জ্ঞান করিত হয়, তাহা হইলেই তাহা গোঁ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (সিংহে সিংহজ্ঞান লুপ্ত হইয়া পুরুষজ্ঞান হইলে তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হইবে, গোঁ হইবে না।) অপ্রসিদ্ধ বা অজ্ঞাতত্ব বস্তুর অন্য বস্তুর জ্ঞান হইলে তাহা গোঁ হইবে না, মিথ্যাই হইবে। [যথা...ভবতঃ] মন্দাক্ষকারস্থ অজ্ঞাতত্ব স্বাগুতে পুরুষজ্ঞান ও পুরুষশব্দ যেমন, গুপ্তিকারগুণে

(৪২) এক জ্ঞাত বস্তুর গুণ অন্য জ্ঞাত বস্তুতে দৃষ্ট হইলে তদনুসারে ভবন্তে যে তৎস্বরূপ জ্ঞান ও নাম করিত হয়, সে জ্ঞান ও সে নাম গোঁ। অর্থাৎ গুণনিমিত্তক। ইহার দৃষ্টান্ত ভাষাভাষ্যায় বাক্ত আছে।

জ্ঞাতেহমিতি নিরূপচায়েণ শব্দপ্রত্যয়ান্বাণান্বাবিবেকিন  
উৎপদ্যমানো কথং গোণো শক্যো বদিতুম্ । আত্মানান্ব-  
বিবেকিনামপি পণ্ডিতানামজাবিপালানামিবাবিবিক্তো শব্দ-  
প্রত্যয়ো ভবতঃ । তস্মাৎ দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মান্তিত্বাদিনাং  
দেহাদাবহম্প্রত্যয়োমিথ্যেব ন গোণঃ । তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়-  
নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্ত সিদ্ধং জীবতোহপি বিদুৰ্বোহ-  
শরীরত্বম্ । তথা ব্রহ্মবিদ্বিষয়া ঐশ্ৰতিঃ, তদ্যথা অহিনির্ল-  
য়নী বগ্নীকে মৃত্যু প্রত্যস্তা শরীরতৈবমেবেদং শরীরং শেতে ।  
অথায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণোব্রহ্মৈব তেজ এবৈতি । স-

২প্যদৃষ্টং হেতুস্বকঃ । তচ্চ কার্যাদর্শনোন্মেষধেনাসাধারণমিতি ভাবঃ । “আত্ম-  
নান্ববিবেকিনাম্” ইতি । শ্রবণমননকুশলতামাত্রাণ পণ্ডিতানাং অমুৎপন্ন-  
তত্ত্বসাক্ষাৎকারাণামিতি যাবৎ । তদুক্তম্ ।—পশ্বাদিতিশ্চাবিশেষাদিতি ।  
শেষমতিরোহিতার্থম্ । জীবতোবিদুৰ্বোহশরীরত্বে চ ঐতিহ্যতী উদাহরতি ।—

অগৃহীত শুক্লিতে (৫০) রজতজ্ঞান ও রজত শব্দ রজপ, দেহাদিসংঘাতে  
অহংজ্ঞান ও অহংশব্দ ঠিক তজপ । আত্মানান্ববিবেকজ্ঞানশূন্য পুরুষের  
তাদৃশ অবিবেকোৎপন্ন অহংজ্ঞানকে ও অহংশকে তুমি কি প্রকারে  
গোণ বলিতে পার? অর্থাৎ পার না । এমন কি, বাহাদের বিবেকজ্ঞান  
আছে, তাঁহাদেরও অত্যন্ত অজ্ঞ গোপবালকাদির ন্যায় ঐরূপ অবিবিক্ত  
জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তদনুসারে তাঁহারাও তজপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া  
থাকেন । ( অহং—আমি বলিয়া থাকেন ) । [ তস্মাৎ...অশরীরত্বম্ ]  
সেই জন্যই বলিতে হয়, বাহারা আপনাকে দেহাদির অতিরিক্ত বলিয়া  
জানেন, তাঁহারা যখন দেহাদির প্রতি অহংজ্ঞান করেন, তখন তাঁহাদের  
সে জ্ঞান মিথ্যা বা ভ্রান্তি, পরন্তু তাহা গোণ নহে । অতএব, সশরীরত্ব  
পদার্থ মিথ্যাজ্ঞানের বিজ্ঞতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে । যেহেতু সশরীরত্ব  
মিথ্যাজ্ঞানমূলক, সেই হেতু তাহা জীবৎকালেও সিদ্ধ হইতে পারে, মরণের  
অপেক্ষা থাকে না । [ তথাচ...ইতি চ ] জ্ঞানিপুরুষ জীবন্তুক্ত হয়,  
অর্থাৎ শরীরসঙ্গেও অশরীর হয়, এ কথা ঐতিহ্যও বলিয়াছেন । যথা—

(৫০) হাপু=মুড়ো গাছ । গুজি=বিশুদ্ধ ।

চক্ষুরচক্ষুরিব সর্কণোহকর্ণ ইব সবাগবাগিব সমন্য অমন্য  
ইব সপ্রাণোহপ্রাণ ইবেতি চ। স্মৃতিরপি, স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্ব কা  
ভাষেত্যাদ্যা স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্ব লক্ষণাশ্চাচক্ষাণা বিদ্বষঃ সর্বপ্রবৃ-  
ন্ত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি। তন্মাত্রাবগতব্রহ্মাত্ম্যভাবস্ত্ব যথাপূর্বং  
সংসারিত্বম্। যস্ত্ব তু যথাপূর্বং সংসারিত্বং নাসাবগতব্রহ্মা-  
ত্ম্যভাব ইত্যনবদ্যম্।

যৎ পুনরুক্তং শ্রবণাৎ পরাচীনম্যোশ্মনননিদিধ্যাসনম্যো-  
দর্শনাদ্বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণোন স্বরূপপর্যাসায়িত্বমিতি, তন্ম।

“তথাচ” ইতি।. সুবোধম্। প্রকৃতমুপসংহরতি।—“তন্মাত্রাবগতব্রহ্মাত্ম-  
ভাবস্ত্ব” ইতি। ননুক্তং যদি জীবস্য ব্রহ্মাত্ম্যাবগতিরেব সাংসারিকধর্মনিবৃত্তি  
হেতুঃ, হস্ত মননাদিবিধানানর্থক্যং, তন্ম্যৎ প্রতিপত্তিবিধিপরা বেদান্ত। ইতি  
তদ্বস্থ ভাব্যং দৃশয়তি।—“যৎ পুনরুক্তং শ্রবণাৎ পরাচীনম্যো”মিতি। মনন-  
নিদিধ্যাসনম্যোরপি ন বিধিত্বম্যোরধরব্যতিরেকসিদ্ধসাক্ষাৎকারফলম্যোর্কিধি-

“যেমন পরিত্যক্ত সর্পত্বক্ (সাপের খোলশ) বস্ত্রীকত্বপে শয়ান থাকে,  
জীবন্তুক্ত জ্ঞানীর শরীরও তদ্রূপভাবে থাকে, অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার  
অহং-অভিমান থাকে না। (৫১) অনন্তর তিনি অশরীর, অমৃত, অপ্রাণ,  
ব্রহ্ম, এবং কেবল ভেজঃস্বরূপে ব্যবস্থিত হন। তখন তিনি চক্ষু থাকি-  
তেও অচক্ষু, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণ, বাগিজিয় সত্ত্বেও অবাণ, মন  
থাকিতেও অমন্য, প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণ হন।” [স্মৃতি...দর্শয়তি]  
স্মৃতিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া “জ্ঞানীর সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি সম্বন্ধ  
নিবৃত্ত হয়” বলিয়াছেন। [তন্ম্যৎ...বদ্যম্] অতএব জ্ঞাতব্রহ্ম পুরুষের  
পূর্বের ন্যায় সংসারিত্ব থাকে না। বাহার থাকে, নিশ্চিত তিনি  
ব্রহ্মাত্ম্যত্বজ্ঞ নহেন, এই সিদ্ধান্তই অনির্নিত। (৫২) [যৎ...সিদ্ধম্] অত  
যে এক কথা বলা ইহাছিল, “বেদান্তশাস্ত্রে শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসনের

(৫১) সর্পেরা নির্দোষ বা খোলশ পরিত্যাগ করে। তাহাতে তাহাদের মমতা বা  
হং-অভিমান থাকে না। জ্ঞানীরও শরীরের প্রতি তদ্রূপ নিরতিমানী হন।

(৫২) অতিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাত্ম্যসাক্ষাৎকার দ্বারা যুক্তি লাভ হয় বলিয়া বেদান্তের  
ঐশাশ্যী অকত এবং হিতশাসন করে বলিয়া ইহার শাস্তাও অখ্যাতি আছে।

শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বান্মননিদিধ্যাসনয়োঃ । যদি হ্রবগতং  
ব্রহ্মাহ্মত্বং বিনিযুক্ত্যেত ভবেৎ তদা বিধিশেষত্বম্ । ন তু  
তদন্তি মনননিদিধ্যাসনয়োরপি শ্রবণবদবগত্যর্থত্বাৎ । তন্মাত্র  
প্রতিপত্তিবিধিবিষয়শেষতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সঙ্কট-  
তীতি । অতঃ স্বতন্ত্রমেব ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকং বেদান্তবাক্য-  
সম্বন্ধাদিতি সিদ্ধম্ । এবঞ্চ সতি অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি

সক্লপৈর্কটনৈবহুবাাদাৎ । তদ্বিমুক্তম্ ।—“অবগত্যর্থত্বাৎ” ইতি । ব্রহ্ম-  
সাক্ষাৎকাবোহবগতিস্তদর্থত্বং মনননিদিধ্যাসনয়োবহুব্যতিবেকসিদ্ধমিত্যর্থঃ ।  
অথ কস্মান্ননাদিবিধিরেব ন ভবতীত্যত আহ ।—“যদি হ্রবগত”মিতি । ন  
তাবান্নননিদিধ্যাসনে প্রধানকর্মণী অপূর্ণবিষয়ে অমৃতত্বক্লে ইত্যুক্তমধস্তাৎ ।  
অতো ণককর্মত্বমনয়োববধাতপ্রোক্ষণাদিবৎ পরিণিষ্যতে । তদপ্যুক্তম্ ।  
অন্যত্রোপযুক্তোপযোক্ত্যমাণত্বাভাবাদান্বনঃ । বিশেষতছোপনিষদয়া কর্ম্মাহ-  
ষ্ঠানবিরোধাদিত্যর্থঃ । প্রকৃতমুপসংহরতি ।—“তন্মাত্রাৎ” ইতি । এবং সিদ্ধ-  
রূপব্রহ্মপরত্বমুপনিষদাং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রার্থস্য ধর্ম্মাদন্যত্বান্ত্রিবিধরত্বেন শাস্ত্রভেদাৎ  
‘অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ ইত্যন্ত শাস্ত্রাবস্তত্বমুপপদ্যত ইত্যাহ ।—“এবঞ্চ

বিধান থাকায় (৫৩) বেদান্তও বিধিশাস্ত্রের অঙ্গ এবং ব্রহ্মও তাহার বিধের,  
সুতরাং স্বকপতর প্রতিপাদনে বেদান্তের তাৎপর্য পর্য্যবসিত নহে,—এ  
কথা সঙ্গতকথা নহে । কেননা, জ্ঞানের উদ্দেশে শ্রবণেব যজ্ঞর বিধান,  
মনন নিদিধ্যাসনেরও তজ্ঞর বিধান । যে স্থলে জ্ঞাতবস্ত্র ক্রিয়াপ্রবাহে বিনি-  
যুক্ত হয়, ক্রিয়াব জনাই বস্ত্রর ও বস্ত্রজ্ঞানের উপদেশ হয়, সেই স্থলেই সেই  
বস্ত্র ও সেই জ্ঞান বিধিশেষ বা বিধেষ বলিয়া গণ্য হয় । অতএব,  
জ্ঞাত ব্রহ্ম যদি কোনরূপ ক্রিয়ার বিনিযুক্ত হইতেন, ক্রিয়াসাধন বলিয়া  
উপদিষ্ট হইতেন, তাহা হইলেই তিনি বিধিশেষ বা বিধ্যজ্ঞ হইতেন । কিন্তু  
এ স্থলে তাহা ( তজ্ঞর ) নহে । সুতরাং শ্রবণের ন্যায় মনননিদিধ্যাসনেরও  
জ্ঞানপ্রয়োজনতা মাত্র আছে ; ক্রিয়াবিষয়তা নাই । প্রদর্শিত বিচারের  
দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান বিধির বিষয় নহে এবং  
বেদান্তশাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মবস্ত্র প্রতিপাদন করে । এই কারণে, বেদান্তশাস্ত্র  
বিধিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হয় । [ এবঞ্চ...জিজ্ঞাসেতি ] এইরূপ

(৫৩) আত্মা বা অরে হ্রোতব্যোমস্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদিবিধি বাক্যে ।

শাস্ত্রারম্ভ উপপদ্যতে । প্রতিপত্তিবিধিপরন্তে হৃথাতোদর্শন-  
জিজ্ঞাসেত্যেবারভ্যাহ্ম পৃথক্ শাস্ত্রমারভ্যেত । আরভ্য-  
মাণকৈবমারভ্যেত অথাতঃ পরিশিষ্টদর্শনজিজ্ঞাসেতি, অথাতঃ  
ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসেতিবৎ । ব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিস্ত্বপ্রতি-  
জ্ঞাতেতি তদর্থোযুক্তঃ শাস্ত্রারম্ভোহৃথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ।  
তস্মাদহং ব্রহ্মান্মীত্যেতদবসানা এব সর্বৈ বিধয়ঃ সর্বানি

সতী”তি । ইতরথা তু দর্শজিজ্ঞাসেবেতি ন শাস্ত্রারম্ভমিতি ন শাস্ত্রারম্ভঃ  
ভাদিত্যত আহ ।—“প্রতিপত্তিবিধিপরন্ত” ইতি । ন কেবলং সিদ্ধরূপত্বাদ্-  
ব্রহ্মাত্মৈক্যত্ব দর্শনাদন্যদমপি তু তদ্বিরোধাদপীত্বাপসংহারব্যাঞ্জেনাহ ।—“তস্মা-  
দহং ব্রহ্মান্মীতি” । ইতিকরণেন জ্ঞানং পরামুশতি । বিধয়ো হি ধর্ম্মে

সিদ্ধান্ত অবধৃত হওয়ার “অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এতদ্রূপ শাস্ত্রারম্ভ ও উপপন্ন  
হইল । (৫৪) ব্রহ্ম যদি বিধেয় হইতেন, জ্ঞানবিধির অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হই-  
তেন, তাহা হইলে আর ব্যাসদেবের “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এরূপ ক্রমে  
বেদান্ত বলিবার আবশ্যক ছিল না । কেন না, জৈমিনি মুনি তাহা  
“অথাতো দর্শজিজ্ঞাসা” এবংক্রমে বিচার বা উপদেশ করিয়াছেন । যদি  
বল, জৈমিনি মুনি মানসধর্ম্মের বিচার করেন নাই, তিনি কেবল অনুষ্ঠান-  
সাধ্য বাহ্যধর্ম্মেরই ( যাগাদির ) বিচার করিয়াছেন, তাহাও বলিতে পার না ।  
কেন না, তাহা হইলে ব্যাস “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এতদ্রূপ ক্রমে ব্রহ্ম-  
বিচারের প্রতিজ্ঞা না করিয়া “অথাতোপরিশিষ্টদর্শজিজ্ঞাসা” এইরূপ প্রতি-  
জ্ঞাই করিতেন । জৈমিনি যেমন দর্শবিচার সমাপ্ত করিয়া “অথাতোক্রত্বর্থ  
পুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা” বলিয়া দর্শসাধন অঙ্গসমূহের মীমাংসা করিবার  
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ব্যাসদেবও তেমনি এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া  
মানস-দর্শবিচারের প্রতিজ্ঞা করিতেন । ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান  
জৈমিনের শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাত নহে । অর্থাৎ জৈমিনি মুনি ব্রহ্মবিচার করেন  
নাই । সুতরাং ব্যাসের তজ্জিজ্ঞানাপ্তত্ব বলা যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত । [ তস্মা...  
প্রমাণানি ] বিধি নিবেদ প্রভৃতি ও প্রত্যেকাদি প্রমাণ প্রভৃতি সমস্তই

(৫৫) অর্থাৎ বেদান্ত একটি পৃথক্ শাস্ত্র এবং তাহার প্রতিপাদ্যও স্বতন্ত্র ; কাহেই ব্যাস  
তাহা বলিয়াছেন । বেদান্ত ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিধি ও বিধেয় হইলে ব্যাস তাহা বলি-  
তেন না । কেন না, জৈমিনি মুনি তাহা পূর্বেই বলিয়াছিলেন ।

চেতরাণি প্রমাণানি । ন হুহেয়ানুপাদেয়ত্বৈতান্নাবগতো  
নির্বিষয়ান্যপ্রমাতৃকানি প্রমাণানি চ ভবিষ্যদ্বস্তুমহীতি । অপি-  
চাহঃ, গৌণমিথ্যাত্বানোহসম্বন্ধে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ । সদ-

প্রমাণং তে চ সাধ্যসাধনৈতিকর্তৃবাত্তেদাধিষ্ঠানা ধর্মোৎপাদিনশ্চ তদধিষ্ঠানা  
ন ব্রহ্মাত্মৈক্যে সতি প্রভবস্তি বিরোধাদিত্যর্থঃ । ন কেবলং ধর্মপ্রমাণস্ত শাক্ত-  
শ্রেয়ঃ গতিরপি তু সর্বেষাং প্রমাণানামিত্যাহ ।—“সর্বাণি চেতরাণি প্রমা-  
ণানি” ইতি । কৃতঃ, “ন হি” ইতি । অদ্বৈতে হি বিষয়বিষয়িত্বাবোনাস্তি ।  
ন চ কর্তৃত্বং কার্য্যাত্বাৎ । ন চ করণত্বমত এব । তদিদমুক্তম্ ।—“অপ্র-  
মাতৃকানি চ” ইতি চকারেণ । অত্রৈব ব্রহ্মবিদ্যাং গাথামুদাতরতি ।—“অপি  
চাহঃ” । পুত্রদাদিষাণ্মাভিতানোগোণঃ । যথা স্বঃস্থেন দুঃখী যথা স্বঃস্থেন  
সুখী তথা পুত্রাদিগতেনাপীতি সৌঃস্থং গুণঃ । ন ত্বেক্সাভিমানোভেদস্তা-  
নুভবসিদ্ধত্বাৎ । তস্মাদগৌর্কাত্মিক ইতিবৎ গোণঃ । দেহেন্দ্রিয়াদিসু স্বভেদানু-  
ভবান্ন গোণ আত্মাভিমানঃ কিন্তু শুক্লো রক্ততজ্জানবসিধ্যা । তদেবং দ্বিবি-  
ধোহয়মাশ্রয়ভিমানো লোকযাত্রাং বহতি তদসম্বন্ধে তু ন লোকযাত্রা নাপি  
ব্রহ্মাত্মৈক্যত্বমুভবঃ । তদুপায়স্ত শ্রবণমননাদেবভাবাৎ । তদিদমাহ ।—  
“পুত্রদেহাদিবাধনাৎ” । গোণাত্মনোহসম্বন্ধে পুত্রকলত্রাদিবাধনং মনকার্য্যভাব  
ইতি বাবৎ । মিথ্যাত্মনোহসম্বন্ধে দেহেন্দ্রিয়াদিবাধনং শ্রবণাদিবাধনঞ্চ । তথা

“অহং ব্রহ্মাস্মি” জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সত্য বা প্রমাণ ; অনন্তর তাহার  
মিথ্যা বা কল্পিতের সমান হয় । [ ন হি...মহীতি ] অদ্বৈতাত্মজ্ঞান হইলে  
প্রমাণাদি, প্রমাণাদির বিষয় অর্থাৎ প্রমেয়াদি, এবং প্রমাতা, এ সকল  
কিছুই থাকে না । অর্থাৎ ভেদজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় তাহার বিষয়ও লুপ্ত  
হইয়া যায় । [ অপিচাহঃ...নিশ্চয়াদিতি ] ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়াছেন, “আমি  
কেবল সংস্করণ ও পূর্ণ” এতদ্রূপ বোধ জন্মিলে গোণাত্মা ও মিথ্যাত্মা  
বাধিত হওয়ার পুত্রাদি ও দেহাদি বাধিত (৫৫) ( মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত )  
হইয়া যায়, সুতরাং তখন আর কি প্রকারে কার্য্য অর্থাৎ বিধি নিষে-  
ধাদি ব্যবহার হইবে ? অর্থাৎ তখন কোনও ব্যবহার থাকে না ।  
প্রতিতে যে অজর, অমর, অশোক ও অদুঃখ আত্মা জাতব্য বলিয়া

(৫৫) পুত্র কলত্রাদির দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্বিত হইয়া আমি বড় দুঃখিত, এইরূপ অহংপ্রত্যয়কে  
গোণাত্মা বলে এবং আমি মানুষ, আমি কর্তা, ইত্যাদিবিধ অহংভাবেকে মিথ্যাত্মা বলে ।  
এই বিবিধ আত্মাই সর্বপ্রকার ব্যবহারের কারণ ।

ব্রহ্মস্বরূপমিত্যেব বোধে কার্যং কথং ভবেৎ । অশ্বেষ্টব্য-  
ত্ববিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ । অশ্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব

চ, ন কেবলং লোকসাক্ষ্যাসমুচ্ছেদঃ । সদব্রহ্মস্বরূপমিত্যেব বোধশীলং যৎ কার্য-  
মদৈতসাক্ষ্যংকার ইতি যাবৎ । তদপি “কথং ভবেৎ” । কুতস্তদসম্ভব ইত্যত  
আহ ।—

“অশ্বেষ্টব্যব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ” ।

উপলক্ষণকৈতৎ । প্রমাণময়প্রমাণবিভাগ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্ । এতদ্ব্যক্তং  
ভবতি ।—এষ হি বিভাগোহদৈতসাক্ষ্যংকারকারণম্ । ততোনিষমেন প্রাপ্ত-  
ত্বাবাৎ । তেন তদভাবে কার্যং নোপপদ্যত ইতি । ন চ প্রমাতৃব্রহ্মস্বরূপ-  
মশ্বেষ্টব্য আস্মা হস্ত ইত্যাহ ।—

“অশ্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্যদোষাদিবর্জিতঃ” ।

উক্তং শ্রীবাস্তুগ্রৈবেয়কনিদর্শনম্ । স্যাদেতৎ । অপ্রমাণাৎ কথং পাব-  
মার্থিকাদৈতানুভবোৎপত্তিবিভ্যত আহ ।—

দেহাস্ত্রপ্রত্যযো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ ।

লৌকিকং তদদেবেদং প্রমাণত্ব”

অস্যাবধিমাহ ।

“আত্মনিশ্চয়াৎ ॥”

অ। ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষ্যংকারাদিত্যর্থঃ । এতদ্ব্যক্তং ভবতি ।—পারমার্থিক-  
প্রপঞ্চবাদিভিরপি দেহাদিছাত্মাভিমানোমিথ্যোতি বক্তব্যং প্রমাণবোধিতত্বাৎ ।

উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই জ্ঞাতব্য আস্মা বিজ্ঞাত হইবার পূর্ব পর্য্যন্তই  
অজ্ঞাততাপ্রযুক্ত তাদৃশ আস্মার প্রমাতৃত্ব (৫৬) থাকে ; এবং জ্ঞাত হও-  
য়ার পর সেই প্রমাতাই আবার পাপদোষ রহিত পবমাস্মা হয় । “দেহাস্ত্র-  
জ্ঞান কল্পিত অর্থাৎ ভ্রম হইলেও তাহা যেমন বৈদিক ব্যবহারের  
অঙ্গ ও প্রমাণ বলিয়া গণ্য, লৌকিক ব্যবহাবও তেমনি আত্মজ্ঞান  
না হওয়া পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য । তাৎপর্য্য এই যে, অদৈতপ্রবোধ  
প্রসূতি না হওয়া পর্য্যন্তই লৌকিক বৈদিক প্রমাণ ও প্রমেয়াদি ব্যবহার  
সত্য বলিয়া গণ্য থাকে, পরন্তু আত্মজ্ঞানের পর “ঐ সমস্ত মিথ্যা”

(৫১) প্রমাতৃত্ব=কর্তৃত্বাদিব্যবহাব । প্রমাতা কর্তৃত্বাদিব্যবহাবের আশ্রয় অর্থাৎ অহং-  
জ্ঞানপন্ন জীব ।

পাপ্পাদোষবিবর্জিতঃ ॥ দেহাত্মপ্রত্যয়োষদ্বং প্রমাণত্বেন ক-  
ল্লিতঃ। লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং স্বান্ননিশ্চয়াদিতি ॥৪॥

তস্য চ সমস্তপ্রমাণধারণং ভাবিকলোকবাত্রাবাহিষকাভ্যুপেয়ম্। সেদ-  
মস্মাকমপ্যদৈতসাক্ষাৎকারে বিধা ভবিষ্যতি। ন চারমদৈতসাক্ষাৎকারো-  
প্যস্তঃকরণবৃত্তিভেদ একান্ততঃ পরমার্থঃ। যন্ত সাক্ষাৎকারোভাবিকো নাসৌ  
কার্য্যঃ। তস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ। অবিদ্যা তু বদ্যাদিদ্যামুচ্ছিন্দ্যাং জনয়েষা ন  
তত্র কাচিদুপপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ।—

‘বিন্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদেদোভয়ং সহ।

অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ণা বিদ্যায়াঃমৃতমশ্নুতে’ ॥ ইতি।

তস্মাৎ সৰ্ব্বমবদাতম্। ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা।

এবম্—

কার্য্যাস্বরং বিনা সিদ্ধরূপে ব্রহ্মণি মানতা।

পুরুষার্থে স্বয়ং তাবদেদান্তানাং প্রসাধিতা ॥ ৪ ॥

একরূপ নিশ্চয় হইয়া যায় এবং তৎক্ৰমে তাহার গাঢ়তা ও আন্মনিশ্চয় দৃঢ়  
হইলে এ সকল এককালে লুপ্ত হইয়া যায়। )

এবং তাবদেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাত্মাবগতিপ্রয়োজনানাং  
তাৎপর্য্যেণ সমন্বিতানামস্তুরেণাপি কার্য্যানুপ্রবেশং ব্রহ্মণি

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদিনা তত্ত্ব সমন্বয়াদিত্যন্তেন  
স্বত্বসম্পর্কেণ সর্বজ্ঞে সর্বশক্তৌ জগদুৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারীণে প্রামাণ্যং  
বেদান্তানামুপপাদিতম্। তচ্চ ব্রহ্মণীতি পরমার্থতো ন বদ্যাপি ব্রহ্মণ্যেবেতি  
ব্যুৎপাদিতম্। তদত্র সন্দিহতে। তজ্জগদুৎপাদানধারণং কিং চেতনমুতাহ-  
চেতনমিতি। অত্র চ বিপ্রতিপত্তেঃ প্রতিবাদিনাং বিশেষানুপলব্ধে সতি  
সংশয়ঃ। তত্র চ প্রধানমচেতনং জগদুৎপাদানধারণমুচ্ছিন্নসিদ্ধমুৎপাদিত্যপ-  
নিষদ ইতি সাংখ্যাঃ। জীবাণুব্যতিবিক্তচেতনেন্দ্রিয়নিমিত্তাধিষ্ঠিতাশ্চতুর্বিধাঃ

[এবং...মিত্যুক্তম্] যেক্ষেপে ব্রহ্মেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যের  
তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয় এবং যেক্ষেপে তাহা ক্রিয়াসংগ্রহ ব্যতীত সিদ্ধব্রহ্মবোধক



পর্যাবসানযুক্তম্। ব্রহ্ম চ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতি-  
প্রলয়কারণমিত্যুক্তম্। সাংখ্যাদয়স্ত পরিনিষ্ঠিতং বস্তু প্রমা-  
ণান্তরগম্যমেবেতি মন্ত্যমানাঃ প্রধানাদীনি কারণান্তরাণ্যনু-  
মিমানাস্তৎপরতয়েব বেদান্তবাক্যানি যোজয়ন্তি। সর্ব-  
েষেব তু বেদান্তবাক্যেবু সৃষ্টিবিষয়েষুমানেনৈব কার্যেণ  
কারণং লিলক্ষয়িষিতম্। প্রধানপুরুষসংযোগা নিত্যানুমেয়া

পৰমাণবো জগদুপাদানকাবণমহুমিতমহুবদন্তীতি কাণাদাঃ। আদিগহণেনা  
ভাবোপাদানহাদি গ্রহীতবাম্। অনির্কচনৌয়ানাদ্যবিদ্যাশক্তিমচেতনোপা-  
দানং জগদাগমিকর্মিত ব্রহ্মবিদঃ। এতাসাঞ্চ বিপ্রতিপত্তীনামহুমানবাক্যপু  
মানবাক্যভাসা বীজম। তদেবং বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ে কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্।  
তত্র—

জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যভাবাদব্রহ্মণোহপবিণামিনঃ।

ন সর্বশক্তিবিজ্ঞানে প্রধানেন ত্ত্বস্তি সম্ভবঃ ॥

জ্ঞানক্রিয়াশক্তি থলু জ্ঞানক্রিয়াকার্যদর্শনোন্মেষসম্ভাবে। ন চ জ্ঞানক্রিয়ে  
চিদান্মনি স্তঃ। তস্যাপবিণামিত্বাদেকত্বাচ্চ। ত্রিগুণে চ প্রধানেন পবিণামিনি  
সম্ভবতঃ। যদ্যপি চ সাম্যাবস্থায়াং প্রধানেন সমুদাচবদ্ভিনী ক্রিয়াজ্ঞানে ন  
স্তঃ তথাপ্যাবাক্তেন শক্ত্যান্মনা রূপেণ সম্ভবত এব। তথা চ প্রধানমেব  
সর্বজ্ঞঞ্চ সর্বশক্তি চ ন তু ব্রহ্ম। স্বরূপৈচতন্যং তস্যাবৃত্তিকমহুপযোগি জীব-

হয়, সে প্রকাব বা সে প্রণালী বণা হইল। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও জগৎ-  
কারণ, এ কথাও বলা হইয়াছে। [সাংখ্য্য বোজয়ন্তি] কিন্তু সাংখ্যাদি  
দর্শন সিদ্ধবস্তকে (যাহা জন্মাইতে হয় না, যাহা চিরকালই আছে) প্রমাণা-  
ন্তর গম্য (৫৭) বিবেচনা করিয়া প্রকৃতি প্রভৃতির জগৎকাবণতা অহুমান  
করেন এবং জগৎকাবণবোধক বেদান্তবাক্যসমূহকে আপন আপন পক্ষে  
লইয়া বোজনা (ব্যাখা) কবেন। (৫৮) [সর্বো...মন্যন্তে] তাঁহাবা বলেন,  
সৃষ্টিবিষয়ক যত বেদান্তবাক্য আছে, সমস্তই কার্যলিঙ্গক কারণাহুমানের

(৫৭) বাহা আছে, তাহা হয় প্রত্যক্ষগম্য, না হয় অহুমানগম্য। শাস্ত্র তাহা বলিবে  
বেন? বলিবার আবশ্যক কি? এইরূপ বিবেচনা করিয়া।

(৫৮) জন্মবান্ সাবধব বস্তুমাট্রেই জড়প্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি অথবা পরমাণু এ বিষে:  
উপাদান। ঘট সাবধব ও জন্ম, তাহাব উপাদান যেমন জড়রূপিণী বৃত্তিকা। সেইরূপ।

ইতি সাধ্যা মন্যন্তে । কাণাদাস্তেতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং  
নিমিত্তকারণমনুমিমতে, অণুশ্চ সমবায়িকারণম্ । এবমন্তে-  
হপি তার্কিকা বাক্যাভাসযুক্ত্যভাসাবচ্ছিন্নাঃ পূর্বপক্ষবাদিন  
ইহোত্তিষ্ঠন্তে । তত্র পদবাক্যপ্রমাণজেনাচার্যোণ বেদান্ত-

অনামিবাস্যাকম্ । ন চ স্বরূপচেতনো কর্তৃত্বমকার্য্যহান্তস্য । কার্য্যেষে বা ন  
সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞতঃ । ভোগাপবর্গলক্ষণপুরুষার্থদ্বয়প্রযুক্তানাদিপ্রধানপুরুষসংযোগ-  
নিমিত্তস্ত মহদহঙ্কারাদিক্রমেণাচেতনস্যপি চেতনানিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য পরি-  
ণামঃ সর্গঃ । দৃষ্টপাচেতনং চেতনানিষ্ঠিতং পুরুষার্থে প্রবর্ত্তমানম্ । যথা  
বৎসবিরুদ্ধার্থমচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ত্ততে । ‘তদৈক্যত বহু স্যাৎ প্রজায়ের’  
ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়োহচেতনেহপি চেতনবহুপচারাৎ স্বকার্য্যোদ্বুদ্ধত্বমাদর্শয়ন্তি ।  
যথা কুলং পিপতিষতীতি ।

‘যৎপ্রায়ে শ্রুতে যচ্চ তত্তাদৃগবগম্যতে ।

ভাকুপ্রায়ে শ্রুতমিদমতোভাকুং প্রতীয়তে ॥’

অপি চাহবৃদ্ধাঃ ।—‘যথা হ্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্ট্য বদন্তি ভবেদয়মগ্র্য’  
ইতি তথেন্দমপি ‘তা আপ ঐক্যস্ত’ ‘তন্তেজ ঐক্যস্ত’ ইত্যাদ্যপচারপ্রায়ে শ্রুতম্ ।

নূচক । (৫৯) বিশেষতঃ সাংখ্যবাদীরা মনে করে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ  
নিত্যানুমের । (৬০) [ কাণাদা...ইহোত্তিষ্ঠন্তে ] আবার কণাদশিষ্যেরা সেই  
সেই বাক্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর নামক নিমিত্তকারণের ও পরমাণু-নামক  
উপাদান কারণের অনুমান করিয়া থাকেন । এইরূপ, অন্যান্য তার্কিকেরাও  
বাক্যাভাস ও যুক্ত্যভাস আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাদের প্রতি পূর্বপক্ষকারী  
বা আপত্যকারী হইয়া থাকেন । [ তত্র . ক্রীয়ন্তে ] সৃষ্টিবিষয়ে বাদিগণের

(৫৯) “তেজসা সোম্য । শূদ্রেন সন্মূলমঘিচ্ছ” ইত্যাদি শ্রুতি, শূদ্রের অর্থাৎ কার্য্যরূপ  
হেতুর বারী, সতের অর্থাৎ মূলকারণের অনুমান করিতে বলিয়াছেন ।

(৬০) জড়ভিন্ন কেবল চেতনকে কহিলে উপাদান হইতে দেখা যায় না । জড়ই উপাদান  
কারণ হয়, চেতন তাহার নিমিত্ত কারণ হয় । যাহা জন্মে তাহা উপাদানেই জন্মে এবং উপা-  
দানমাত্রেই জড় । কেবল জড়ে কিছু জন্মে না, অত্যন্ত জন্মবান্ জড়ে চেতনাসম্বন্ধ থাকিলে  
দেখা যায় । চেতনসম্বন্ধ ব্যতীত কেবল জড় কোনও কিছু উপাদান করে না, বা করিতে  
পারে না । অতএব, চিহ্নভাঙ্গক বিষয়ের চেতন সংযুক্ত জড় হইতেই জন্ম হইয়াছে । সম্বন্ধে  
জড়ংশই উপাদান এবং চেতনাংশ তাহার নিমিত্ত । অপিচ, যাহা জড়, তাহাই প্রকৃতি, আর  
যাহা চেতন তাহা পুরুষ বা আত্মা । প্রকৃতি পুরুষের তাদৃশ সংযোগ বা সম্বন্ধ “সানান্যাতোদৃষ্ট”  
নামক অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়, অগলাপ করা যায় না ।

বাক্যানাং ব্রহ্মাবগতিপরত্বপ্রদর্শনায় বাক্যাভাসযুক্ত্যভাস-  
প্রতিপত্তয়ঃ পূর্বপক্ষীকৃত্য নিরাক্রিয়ন্তে। তত্র সাংখ্যাঃ  
প্রধানং ত্রিগুণমচেতনং জগতঃ কারণমিতি মন্ত্যমানা আহুঃ—  
যানি বেদান্তবাক্যানি সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তেব্রহ্মণোজগৎকার-  
ণত্বং প্রদর্শয়ন্তীত্যবোচস্তানি প্রধানকারণপক্ষেহপি যোজ-  
য়িতুং শক্যন্তে। সর্বশক্তিত্বং তাবৎ প্রধানশ্চাপি স্ববিকার-  
বিষয়রূপদ্যাতে এবং সর্বজ্ঞত্বমপ্যুপদ্যাতে। কথং, যৎ ত্বং  
জ্ঞানং মন্যসে সত্ত্বধর্মঃ সঃ। সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি

তদৈক্যতেতোপচারিকমেব বিজ্ঞেয়ম্। ‘অনেন জীবোনিম্নানহ্নুপ্রবিশ্য নাম-  
রূপে ব্যাকরণবানী’তি চ প্রধানস্য জীবাত্ত্বং জীবার্থকারিতয়াহ। যথা হি  
ভক্তসেনো রাজার্বকারী রাজা ভক্তসেনো মমাশ্বেতু্যপচর্য্যতে এবং তত্ত্বমদী-  
ত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ভাক্তাঃ সম্পদ্যার্থা বা দ্রষ্টব্যাঃ। স্বমপীতোভবতীতি চ  
নিরুক্তং জীবস্য প্রধানে স্বকীরেহপায়ঃ স্মৃশ্চাবহায়াং ক্রতে। প্রধানাংশ-  
তমঃসমুদ্রেকে হি জীবোনিজাণস্তমসীব মগ্নোভবতি। যথাহঃ ‘অভাবপ্রত্যয়া-  
লখনা বৃত্তিনিদ্রা’ ইতি। বৃত্তীনিমজ্জাসাং প্রমাণাদীনামভাবঃ তস্য প্রত্যয়ঃ  
কারণং তমঃ তদালখনা নিদ্রা জীবস্য বৃত্তিরিত্যর্থঃ। তথা সর্বজ্ঞং প্রস্তুত্যা

বিবাদ দেখিয়া পদ-বাক্য-প্রমাণ-বিৎ আচার্য্য ( ব্যাস ) বেদান্তবাক্য নিবহের  
ব্রহ্মজ্ঞান-পরতা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক বাদীর অভিমত বাক্যাভাস,  
যুক্ত্যভাস ও সিদ্ধান্তসমূহকে পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া সে সকল নিরাকৃত  
করিয়াছেন। [ তত্র...আহুঃ ] তন্মধ্যে সাংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিগুণ ও  
অচেতন প্রধানকে ( প্রকৃতিকে ) জগৎকারণরূপে স্থির করিয়া বলেন,—  
[ যানি...শক্যন্তে ] বেদান্তীরা যে সকল বেদান্তবাক্য লইয়া সর্বজ্ঞ ও সর্ব-  
শক্তি ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলে, সে সকল বাক্যকে আমরা প্রকৃতি-কারণ  
পক্ষেও যোজনা করিতে পারি। [ সর্ব...উপদ্যাতে ] সর্বশক্তিত্বরূপ ধর্ম  
প্রকৃতিতেও আছে। সর্বশক্তি কি ?-না সর্বজনন-সামর্থ্য। সর্বশক্তি বা  
সর্বজনন-সামর্থ্য প্রাকৃতিক-বিকার-সাপেক্ষ স্মৃত্তয়াং তাহা প্রকৃতিতেই  
সঙ্গত হয়। অপিচ, সর্বজ্ঞত্বও ঐরূপে প্রকৃতিকারণপক্ষে সঙ্গত হয়।  
[ কথং ] কি প্রকারে ? তাহা বলিতেছি। [ যৎত্বং...বর্ততে ] তোমরা  
মাহাত্মকে জ্ঞান বল, অদ্বদ্বিতে তাহা সত্ত্বধর্ম—সদ্বৈরই অবস্থাপ্রভেদ। স্মৃতি এ

স্বতেঃ। তেন চ সত্বধর্মেন জ্ঞানেন কার্য্যকরণবস্তুঃ পুরুষাঃ  
সর্বজ্ঞা যোগিনঃ প্রসিদ্ধাঃ। সত্বশ্চ হি নিরতিশয়োৎকর্ষে  
সর্বজ্ঞত্বং প্রসিদ্ধম্। ন চ কেবলস্যা কার্য্যকরণস্য পুরুষ-  
স্যোপলব্ধিমাত্রস্য সর্বজ্ঞত্বং কিঞ্চিজ্ঞত্বং বা কল্পয়িতুং  
শক্যম্। ত্রিগুণত্বাত্ত্ব প্রধানস্য সর্বজ্ঞানকারণভূতং সত্বং  
প্রধানাবস্থায়ামপি বিদ্যত ইতি প্রধানস্যাচেতনস্যৈব স্বতঃ  
সর্বজ্ঞত্বমুপচর্য্যতে বেদান্তেষু। অবশ্যঞ্চ ত্বয়্যপি সর্বজ্ঞং  
ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছত। সর্বজ্ঞানশক্তিমন্ত্বেনৈব সর্বজ্ঞমভ্যুপগমস্ত-

স্বতাস্বতরমন্ত্বেনৈপি ‘স কারণং করণাদিপাদিপ’ ইতি প্রধানাভিপ্রায়ঃ।  
প্রধানস্যৈব সর্বজ্ঞত্বং প্রতিপাদিতমধস্তাৎ। তন্মাদেচেতনং প্রধানং জগদুপা-  
দানমভুবদন্তি শ্রুতয় ইতি পূর্বে পক্ষঃ। এবং কাণাদাদিমতেহপি কথঞ্চিদ-  
যোজনীয়াঃ শ্রুতয়ঃ। অক্ষরার্থস্ত “প্রধানপক্ষেহপি” ইতি “প্রধানস্যাপি” ইতি,  
অপিকারাবেবকারার্থো। সাদেতৎ। সত্বসম্পত্ত্যা চেদস্য সর্বজ্ঞতা অথ  
তমঃসম্পত্ত্যাঃ সর্বজ্ঞত্ববাহস্য কস্মিন্ন ভবতীত্যত আহ—“তেন চ সত্বধর্মেন  
জ্ঞানেন” ইতি। (সত্বং হি প্রকাশশীলং নিরতিশয়োৎকর্ষং সর্বজ্ঞতাবীজম্।  
যথাহঃ।—‘নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞতাবীজ’মিতি। যৎ থলু সাতিশয়ং তৎ ক  
চিন্নিরতিশয়ং দৃষ্টং যথা বকুলামলকবিষেষু সাতিশয়ং মহত্বং ব্যোমি পরমমহতি  
নিরতিশয়ম্। এবং জ্ঞানমপ্যেকবিবহবিষয়তয়া সাতিশয়মিত্যনেনাপি ক

কথার পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, “সত্বগুণ হইতেই জ্ঞানের জন্ম হয়।”  
সেই সত্বধর্ম জ্ঞানের দ্বারাই দেহধারী যোগিপুরুষেরা সর্বজ্ঞ হন, ইহা সর্ব-  
লোক বিদিত। সবাংশের অত্যাৎকর্ষ হইলে তদ্বারা সেন্দ্রিয় জীবেরই সর্ব-  
জ্ঞতা অর্থাৎ সর্বজ্ঞান-সামর্থ্য জন্মে, ইহা লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।  
কিন্তু নিরিন্দ্রিয়, অশরীর ও কেবলমাত্র জ-স্বরূপ চেতন পুরুষের কি সর্বজ্ঞতা  
কি অল্পজ্ঞতা কিছুই কল্পনা করিতে পার না। যত প্রকার জ্ঞান থাকুক,  
সমুদায়ের কারণ বা উপাদান সত্ব। ত্রিগুণা প্রকৃতির তাদৃশ সত্বগুণ  
প্রকৃতি অবস্থাতেও (কারণাবস্থায় বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থাতেও) থাকে, তাহা  
দেখিয়া বেদান্ত সেই অচেতন বা জড়স্বভাব প্রধানকে উপচারক্রমে সর্বজ্ঞ  
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তুমিও যে ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ বলিয়া অঙ্গীকার

ব্যম্। ন হি সর্ববিষয়ং জ্ঞানং কুর্বদেব ব্রহ্ম বর্ততে। তথা  
হি, জ্ঞানস্য নিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ব্রহ্মণো-  
হীয়েত। অথানিত্যং তদिति জ্ঞানক্রিয়ায়া উপরমে উপর-  
মেতাপি ব্রহ্ম, তদা সর্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেনৈব সর্বজ্ঞত্বমা-  
পততি। অপি চ, প্রাপ্তপত্তেঃ সর্বকারকশূন্যং ব্রহ্ম ইষ্যতে  
জ্ঞয়া। ন চ জ্ঞানসাধনানাং শরীরেন্দ্রিয়াদীনামভাবে জ্ঞানোৎ-

চিন্নিরতিশয়েন ভবিতব্যম্। ইদমেব চাস্য নিরতিশয়ত্বং বহির্দিতসমস্তবেদি-  
তব্যম্। তদিদং সর্বজ্ঞত্বং সর্বস্য নিরতিশয়োৎকর্ষত্বে সম্ভবতি। এতদুক্তং  
ভবতি।—যদ্যপি রক্তস্তমসী অপি স্তঃ তথাপি পুরুষার্থপ্রযুক্তশূণ্যবৈষম্যাতি-  
শয়াং সর্বস্য নিরতিশয়োৎকর্ষে সার্বজ্ঞাৎ কার্যমুৎপদ্যত ইতি। প্রধানা-  
বহ্যায়ামপি তন্মাত্রং বিবক্ষিতা অবিবক্ষিতা চ তমঃকার্যং প্রধানং সর্বজ্ঞমুৎপ-  
চর্ষাত ইতি। অপিত্যামবধারণস্য ব্যবচ্ছেদ্যমাহ।—“ন কেবলস্য” ইতি।  
ন কিঞ্চিদেকং কার্যং জনয়েদপি তু বহুনি। চিদাত্মা চৈকঃ প্রধানস্ত ত্রিগুণ-  
মিতি তত এব কার্যমুৎপত্তুমর্হতি ন চিদাত্মন ইত্যর্থঃ। তবাপি চ যোগ্যতা-

কর, অবশ্য তাহা তুমি সর্বজ্ঞানশক্তির যোগ বা সম্বন্ধ লইয়াই কর, সন্দেহ  
নাই। [ন হি...বর্ততে] ব্রহ্ম সর্বদাই সকল জ্ঞান লইয়া বিরাজ করিতেছেন,  
এরূপ হয় না। কাষেই তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সার্বজ্ঞাশক্তি  
থাকাতেই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। (৬১) [তথাহি...পততি] যুক্তি এই যে, জ্ঞান  
যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য  
(কর্তৃত্ব) থাকে না। আর যদি অনিত্য হয়, কাদাচিৎক হয়, তাহা হইলে  
অবশ্যই তাহার বিশ্রান্তি বা উপরম আছে। সুতরাং জ্ঞানক্রিয়ার উপরম  
কালে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতার উপরম হওয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব,  
কল-বল-কল্পনার দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, সর্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বই সর্বজ্ঞত্ব।  
(শক্তি স্বীকার করিলে প্রলয়কালেও তাহার সর্বজ্ঞতা অক্ষত থাকিতে  
পারে)। [অপি চ...ব্রহ্মণঃ] আরও এক কথা এই যে, ভোমরা (বেদা-

(৬১) অর্থাৎ, ঘট না থাকিলেও যেমন যুক্তিকার ঘটশক্তি থাকা স্বীকৃত হয়, এবং তদনু-  
সারে যুক্তিকাকেও ঘট বলা অসঙ্গত হয় না, সেইরূপ, সর্বদা বা সকল সময়ে সকল জ্ঞান  
প্রকৃতিত না হইলেও বা না থাকিলেও সে সকল জ্ঞানের শক্তি ঐহাতে আছে—সর্বদাই  
শক্তি আছে—সুতরাং তদনুসারে তিনি সর্বজ্ঞ।

পতিঃ কস্যাচিদুপপন্ন। অপি চ, পুধানস্যানেকাস্থকস্য পরি-  
ণামসম্ভবাৎ কারণত্বোপপত্তিম্ দাবিবৎ নাসংহতসৌকাত্ম-  
কস্য ব্রহ্মণ ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভ্যতে,—

### ঐক্যতেনাশব্দম্ ॥ ৫ ॥ \*

ন সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং

মাত্রেনৈব চিদান্বনঃ সৰ্বজ্ঞতাত্ত্বাপগমো ন কার্যাবোগাদিত্যাহ।—“স্বয়ামপি”  
ইতি। ন কেবলসাকার্যাকারণস্যোত্যোতং সিংহাবলোকিতেন প্রপঞ্চয়তি।—  
“প্রাপ্তংপত্তেঃ”। “অপি চ প্রধানস্য” ইতি। চতুর্থঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—

নামরূপপ্রপঞ্চলক্ষণকার্যাদর্শনাদেতৎ কারণমাত্রবদিতি সামান্যকল্পনায়-  
মন্তি প্রমাণং ন তু তদচেতনং চেতনমিতি বা বিশেষকল্পনায়ামন্ত্যুমানমিত্যা-  
পবিষ্টাৎ প্রবেদবিধ্যতে। তস্মাৎ নামরূপপ্রপঞ্চকারণভেদপ্রমাণামায়ম্ এব  
ভগবানুপাসনীরঃ। তদেবমায়াদৈক্যসমধিগমনীয়ে জগৎকারণে—

স্তীরা) সৃষ্টিব পূর্বে কারকশূন্য বা সহায়শূন্য অথঙেকরস ব্রহ্ম থাকা  
স্বীকার কর। কিন্তু, জ্ঞান-জন্মেব প্রতি যে কারণ বা উপকরণ থাকা  
আবশ্যক—তাহার প্রতি লক্ষ্য কর না। অতএব, জ্ঞানসাধন শরীর, ইন্দ্রিয়,  
অথবা অন্য কিছু না থাকায় তৎকালে জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া উপপন্ন হয় না।  
এ দোষ প্রকৃতিকারণবাদীর মতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেননা,  
নিজেই ত্রিগুণাত্মকা, এবং পরিণামস্বভাবা। সুতরাং সন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির  
উপকরণ থাকায় সৃষ্টিকাদির ন্যায় প্রকৃতিরই জগৎকারণতা সঙ্গত হয়,  
কিন্তু অসহায় অসংহত অথঙেকরস ব্রহ্মের জগৎকারণতা উপপন্ন হয় না।  
[ ইত্যেবং...ভ্যতে ] এইরূপ পূর্বপক্ষ বা আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরা-  
করণার্থ এই সূত্র অভিহিত হইল।

[ ন...কথম্ ] সাংখ্যকল্পিত জগৎকারণ জড়রূপা প্রকৃতি বেদান্তমধ্যে

\* সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমত্যাঃ। বক্তব্যং অগমং শব্দ-  
প্রতিপাদ্যম্। অশব্দবাদিতি বাবৎ। অশব্দে হেতুঃ ঐক্যতঃ। যৎ জগৎকারণং তৎ ঐক্যম্।  
ঐক্যপূর্বকব্রহ্মত্বাৎ অচেতনসৌক্যবাসম্ভবাৎ অচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমিতি সঙ্-  
মিত্যাঃ।—অর্থাৎ সাংখ্যকল্পিত প্রধান জগৎকারণ নহে। কেন না, প্রতি অচেতনের জগৎ-  
কর্তৃত্ব বোধন নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে, স্রষ্টিতে ঐক্যপূর্বক অর্থাৎ আলোচনাপূর্বক  
সৃষ্টিকর্তৃৎ অভিহিত হইয়াছে। প্রধান জড়, তাহাতে ঐক্য নাই, সুতরাং সৃষ্টিকর্তৃৎ নাই।

পৌৰ্ণোপৰ্য্যাপবামৰ্শাদ্যদান্নাবোহঙ্গসা বদেৎ ।

জগদ্বীজং তদেবেষ্টং চেতনে চ স আঙ্গসঃ ॥

তেষু তেষু খবায়্যগ্রদেশেষু তদৈক্যতোব্যজ্ঞাতীয়কৈৰ্কাট্যরীক্ষিতুঃ  
কাবণাজ্জগজ্জন্মাধায়ত ইতি । ন চ প্রধানপবমাণাদেৱচেতনম্যেকিত্ব-  
মাঙ্গসম্ । সৰ্বাংশেনেকিত্ব প্রধানং তস্য প্রকাশকত্বাদিতি চেৎ । ন । তস্য  
জ্ঞাভ্যেন তদ্ব্যপ্তপত্তেঃ । কন্তর্জি বজ্রস্তমোভ্যাং সত্ত্বস্ত বিশেষঃ । স্বচ্ছতা ।  
স্বচ্ছং হি সত্ত্বম্ । অস্বচ্ছং চ রজস্তমসী । স্বচ্ছস্ত চ চৈতন্যবিশ্বোদগ্রাহিতয়া  
প্রকাশত্বব্যপদেশেনেতস্যোৱস্বচ্ছতয়া তদগ্রাহিত্যভাবাৎ । পার্থিবস্তে তুলা  
ইব মণের্কিবোদগ্রাহিতা ন লোষ্ঠাদীনাম্ । ব্রহ্মণস্বীকৃত্বহমাঙ্গসম্ । তস্য-  
ম্মাষতো নিত্যজ্ঞানস্বভাবত্ববিশিষ্টতয়াৎ । নন্ত এবাহস্য নেকিত্বং, নিত্যস্য  
জ্ঞানস্বভাবভূতস্যোক্ষণস্যাক্রিয়াত্বেন ব্রহ্মণস্তৎপ্রতি নিমিত্তভাবাভাবাৎ ।  
অক্রিয়ানিমিত্তস্য চ কারকত্বনিবৃত্তৌ তদ্ব্যাপ্তস্য তদিশেষস্ত কত্বস্ত নিবৃত্তেঃ ।  
সতাং ব্রহ্মস্বভাবৈচৈতন্তং নিত্যতয়া ন ক্রিয়া, তন্ত ত্বনবচ্ছিন্নস্ত তত্তদ্বিশেষোপ-  
ধানভেদাবচ্ছেদেন কল্পিতভেদস্যানিত্যত্বং কার্যত্বং চোপপদ্যতে । তথা চৈব-  
লক্ষণে ঈক্ষণে সৰ্ববিষয়ে ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যালক্ষণং কৰ্ত্তৃত্বমুপপন্নম্ । যদ্যপি চ কটস্থ-  
নিত্যস্যাপবিণাগিনি ওদাসীন্যমস্য বাস্তবং তথাপ্যাদ্যনির্কচনীযাবিদ্যাব-  
চ্ছিন্নস্য ব্যাপাববত্ত্বমবাসত ইতি কৰ্ত্তৃত্বোপপত্তিঃ । পবৈবপি চ চিচ্ছক্রেঃ  
কটস্থনিত্যতয়া বৃত্তীঃ প্রতি কৰ্ত্তৃত্বমীদৃশমেবাত্মোপেয়ম্ । চৈতন্যসামান্য-  
করণেন জ্ঞাত্বোপপত্তেঃ । ন হি প্রাধানিকান্যস্তর্কাহস্বণানি জ্ঞোদশ  
সত্ত্বপ্রধানান্যপি স্বয়মেবচেতনানি তদ্বৃত্তয়শ্চ স্বং বা পবং বা বেদিতুমুৎ-  
সহস্তে । নো খবন্ধাঃ সহস্রমপি পাছাঃ পস্থানং বিদন্তি । চক্ষুস্তা চৈকেন  
চেদ্ বেদ্যতে, স এব তর্হি মার্গদর্শী স্বতন্ত্রঃ কৰ্ত্তা নেতা তেষাম্ । এবং বুদ্ধি  
সত্ত্বস্য স্বয়মচেতনস্য চিতিবিশ্বসংক্রান্ত্যা চেদাপন্নং চৈতন্তস্ত জ্ঞাতৃত্বম্, চিতি-  
রেব জ্ঞাত্বী স্বত্বা, নাস্তর্কাহস্বরণান্যক্ষসহস্রপ্রতিমান্যস্বতন্ত্রাণি । ন চাস্যা-  
শ্চিতে: কুটস্থনিত্যতয়া অস্তি ব্যাপাবযোগঃ । ন চ ভদযোগেপ্যজ্ঞাতৃত্বং  
ব্যাপাববতামপি জড়ানামজ্ঞত্বাৎ । তস্মাদন্তঃকরণবত্তিনং ব্যাপাবমারোপ্য  
চিতিশক্তৌ কৰ্ত্তৃত্বাভিমানোহন্তঃকরণে বা চৈতন্যমারোপ্য তস্য জ্ঞাতৃত্বাভি-  
মানঃ । সৰ্ব্বথা ভবন্ততেহপি নেদং স্বাভাবিকং কচিদপি জ্ঞাতৃত্বমপি তু  
সাধ্যবহারিকমেবেতি পরমার্থঃ । নিত্যস্যাত্মনোজ্ঞানং পরিণাম ইতি চ  
ভেদাভেদপক্ষমপাকুর্ক্বেতিরপাস্তম্ । কুটস্থস্য নিত্যস্যাত্মনোহব্যাপাববত এব  
চ্ছিন্নং জ্ঞানং ধ্বং ইতি চোপরিষ্টোদপাকরিত্যতে । তস্মাদস্তুতোহনবচ্ছিন্ন-

শক্যং বেদান্তেষ্ট্রাশ্রয়িতুম্। অশক্যং হি তৎ। কথমশক্যং,

চৈতন্যং তত্ত্বান্যাত্মানিৰ্জনীয়াব্যাকৃতব্যাচিকীৰ্ষিতনামরূপবিষয়াবচ্ছিন্নং সজ্জ্ঞানং কাৰ্য্যং তস্য কৰ্ত্তা ইত্বরোজ্যাতা সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বশক্তিরিতি সিদ্ধম্। তথা চ শ্রুতিঃ।—

‘তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে।

অগ্নাং প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কশ্মশ্চ চামৃতম্।

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ঃ তপঃ।

তস্মাদেতদ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে’ ॥ ইতি।

তপসা জ্ঞানেন অব্যাকৃতনামরূপবিষয়েণ চীয়েতে তদ্ব্যাকৃতিকীৰ্ষাবস্তবতি। যথা কুৰ্ব্বিন্দাদিবব্যাকৃতং পটাদি বুদ্ধাবানিধ্য চিকীৰ্ষতি। একধৰ্ম্মবান্ বিতীৰ্ঘ্যশ্লোপজননেন উপচিত উচ্যতে। ব্যাকৃতিকীৰ্ষাযাঞ্চোপচয়ে সতি ততো নামরূপমন্নমদনীয়ং সাধারণং সংসারিণাং ব্যাকৃতিকীৰ্ষিতমভিজায়তে। তস্মাদব্যাকৃতাদব্যাকৃতিকীৰ্ষিতাদগ্নাং প্রাণো হিবণ্যগৰ্ভোএকগোষ্ঠানক্রিয়াশক্তাদিষ্ঠানং জগৎ সৃষ্ট্রায়া সাধাবণোজায়তে। যথাহব্যাকৃতাদ্ব্যাকৃতিকীৰ্ষিতাং পটাদবাস্তবকাৰ্য্যং হি তদ্ব্যাকৃতিকীৰ্ষিতম্। তস্মাচ্চ প্রাণান্নন অথাং সংকল্পবিকল্পাদিব্যাকরণায়কং জায়তে। ততো ব্যাকরণায়কান্ননদঃ সত্যাদব্যাচ্যান্যাকাশাদীনী জায়ন্তে। তেভ্যশ্চ সত্যাত্মোভ্যোহনুক্রমেণ লোকা ভবাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদিপ্রাণিনোবর্ণাশ্রমক্রমেণ কশ্মাণি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মকৰ্ম্মাণি জায়ন্তে। কশ্মশ্চ চামৃতং ফলং স্বর্গনবকাৰ্য্যাদি। তচ্চ স্বনিমিত্তবোধধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবোঃ সত্তে। বিনশ্যতীত্যমৃতং বাবদ্ধধৰ্ম্মাধৰ্ম্মভাবীতি যাবৎ। যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সামান্যতঃ সৰ্ব্ববিৎ বিশেষতো যস্য ভগবতোজ্ঞানময়ং তপোধৰ্ম্মোহনাবাসময়ং। তস্মাদব্রহ্মণঃ পূৰ্ব্বস্মাদেতৎপৰং কাৰ্য্যং ব্রহ্ম। কিন্তু নামরূপমন্নঞ্চ ত্রীহুয়বাদি জায়ত ইতি। তস্মাৎ প্রধানস্য সাম্যাবস্থায়ামনীক্ষিত্বাৎ, ক্লেবজ্ঞানাঞ্চ সত্যপি চৈতন্যে সর্গালো বিষয়ানীক্ষণাৎ, মুখ্যসত্ত্বে চোপচাবস্যান্যাব্যাহাৎ, মুমুক্তোচ্চাষথার্থোপদেশানুপপত্তেঃ, যুক্তিবিবোধিতান্তেজঃপ্রভৃতানাঞ্চ মুখ্যসত্ত্বে নোপচারাশ্রয়ণস্য যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, সংশয়ে চ তৎপ্রায়পাঠস্য নিশ্চায়কত্বাৎ, ইহ ভু মুখ্যন্তোৎসগিকত্বেন নিশ্চয়ে সতি সংশয়াভাবাৎ, অন্যথা কিবা ততশ্চক্ষীর্ণদেশনিবাসিনোব্রাহ্মণায়নস্যাপি কিরাতত্বাপত্তেঃ, ব্রহ্মৈবেক্ষিত্রাদানিৰ্কাচ্যাবিদ্যাসচিবং জগদুপাদানং, শুক্তিরিব সমারোপিতস্য রজতস্য, স্রীচয় ইব

স্থান পাইতে পারে না। অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের দ্বারা অচেতনের জগৎ-



ঈক্ষতেঃ ঈক্ষিত্বশ্রবণাৎ কারণস্য । কথম্, এবং হি শ্রুয়তে—  
সদেব সৌম্যেদমগ্রাসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যুপক্রম্য, তদৈ-  
ক্ষত বহু স্যাৎ প্রজায়েরেতি তৎ তেজোহসৃজতেতি । তদ্রে-  
দংশকবাচ্যং নামরূপব্যাকৃতং জগৎ প্রাপ্তংপন্তেঃ সদাশ্বনা-  
হবধার্য্য, তসৌব প্রকৃতস্য সচ্ছকবাচ্যস্যোক্ষণপূর্বকং তেজঃ-

জলস্য, একচক্রম্ ইব দ্বিতীয়স্য চক্রমসঃ, ন স্বচেতনং প্রধানপরমাণাদি ।  
 “অশকং হি তৎ ।” ন চ প্রধানং পবমাণকোবা তদতিরিক্তসৰ্বজ্ঞেয়বাধিষ্ঠিতা  
 জগদুপাদানমিতি সাম্প্রতম্ । তেষাং ভেদেন কার্য্যত্বাৎ । কাবণাৎ কার্য্যণাৎ  
 ভেদাত্বাৎ । কারণজ্ঞানেন সমস্তকার্য্যপরিজ্ঞানস্য মূদাদিনিদর্শনেনাগমেন  
 প্রসাধিতত্বাৎ । ভেদে চ তদনুপপন্তেঃ । সাক্ষাচ্চ একমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ  
 নানান্তি কিঞ্চন, যুতোঃ স মৃত্যুমান্নোতি, ইত্যাদিতির্কহতিৰ্কটোতিব্রহ্মাতি-  
 বিক্সস্য প্রপঞ্চস্য প্রতিষেধাৎ চেতনোপাদানমেব জগৎ ভূজ্ঞ ইবাবোপিতো  
 রজ্জুপাদান ইতি সিদ্ধান্তঃ । সহপাদানত্বে হি সিদ্ধে জগতন্তুহপাদানং চেতন-  
 মচেতনং বেতি সংশয়া মীমাংসেত । অদ্যাপি তু সহপাদানত্বমসিদ্ধমিত্যত  
 আহঃ ।—“তদ্রেদংশকবাচ্য”মিত্যাди “দর্শযতি” ইত্যন্তেন । তথাপীক্ষিতা

কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হব না । অথবা সৃষ্টিবিষয়ক বেদান্তবাক্যের “অচেতন প্রধান  
 জগৎ কারণ” এরূপ অর্থ হয় না অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রধান তদ্বাক্যস্থ পদেব  
 বাচ্য বা বোধ্য নহে । কেন না, যে জগৎকারণ সে ঈক্ষিতা, এইরূপ শুনা  
 যায় । যেহেতু ঈক্ষিত্ব শুনা যায়, সেই হেতু প্রধান অশক অর্থাৎ শ্রোতশব্দের  
 অপ্ৰতিপাদ্য । যিনি জগৎকাবণ, তিনি ইহা ঈক্ষণপূর্বক—জ্ঞানপূর্বক বা  
 আলোচনাপূর্বক সৃষ্টি কবিযাছেন । কি প্রকার ঈক্ষণ? বলিতেছি ।  
 [ এবং...অসৃজত ] শ্রুতি “হে সৌম্য ! শ্বেতকেতো ! এই জগৎ পূর্বে এক  
 অদ্বিতীয় সৎ ছিল ।” এইরূপে কথারম্ভ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, “সেই  
 এক অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা কবিলেন, আমি বহু হইব ও  
 জন্মিব অর্থাৎ বিবিধ নামরূপে ব্যক্ত হইব । অনন্তব সেই সৎ আকাশেব  
 সৃষ্টি কবিলেন, পরে বায়ু সৃষ্টি করিলেন, তৎপবে তেজ সৃষ্টি করিলেন ।”  
 [ অত্র . দর্শযতি ] বিবেচনা কবিযা দেখুন, শ্রুতি “এই-শব্দবাচ্য বিবিধনাম-  
 রূপাংশিষ্ট ব্যক্ত জগৎকে পূর্বে সৎ-রূপে থাকাব কথা বলিয়াছেন, এবং  
 দেখাইযাছেন, সৎ ই আলোচনাপূর্বক ইহা সৃষ্টি কবিযাছেন অর্থাৎ তিনিই

প্রভৃতে: অষ্টং দর্শয়তি । তথা অন্যত্র, আত্মা বা ইদ-  
মেক এবাংগ্র আসীন্নান্যং কিঞ্চন মিমং স ঐক্যত লোকান্  
সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজত, ইতি ঐক্যপূর্বিকামেব  
সৃষ্টিমাচর্কে । কচিচ্চ বোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ, স  
ঐক্যাং চক্রে স প্রাণমসৃজত, ইতি ঐক্যপূর্বিকামেব সৃষ্টিমা-  
চর্কে । ঐক্যতেরিতি চ ধাত্বর্থনির্দেশোহভিপ্রেতো যজতে-

পারমার্থিকপ্রধানক্ষেত্রজ্ঞাতিরিক্ত ঐশ্বর্যোতবিষ্যতি বধাহর্ইরণ্যগর্ভা ইত্যতঃ  
শ্রুতি: পঠিতা একমেবাবিতীয়মিতি । বহু স্যামিতি চ চেতনং কারণমাত্মন  
এব বহুভাবম্বাহ । তেনাপি কারণাচ্ছেতনাদভিন্নং কার্য্যমবগম্যতে । যদ্য-  
প্যাকাশাদ্যা ভূতসৃষ্টিস্তথাপি তেজোহবল্লানামেব ত্রিবৃত্তকরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ  
তত্র তেজস: প্রাথম্যাৎ তেজ: প্রথমমুক্তম্ । একমবিতীয়ং জগদুপাদান-  
মিত্যত্র শ্রুতাস্তরমপি পঠতি । "তথাত্তত্র" ইতি । ব্রহ্ম চতুস্পাদষ্টাশকং  
বোড়শকলম্ । তদ্যথা—প্রাচী প্রতীচী দক্ষিণোদীচীতি চতস্র: কলা ব্রহ্মণ:  
প্রকাশবান্ নাম প্রথম: পাদ: । তদর্কঃ শফ: । তথা পৃথিব্যস্তরিক্শং দ্যৌ:  
সমুদ্র ইত্যপরাশ্চতস্র: কলা দ্বিতীয়: পাদোহনস্তবান্নাম । তথাহগ্নি: সূর্য্য-  
শ্চন্দ্রমা বিদ্যাদিতি চতস্র: কলা: স জ্যোতির্মান্নাম তৃতীয়: পাদ: । প্রাণশ্চক্ষু:  
শ্রোত্রং বাগিতি চতস্র: কলা: । স চতুর্থ আয়তনবান্নাম ব্রহ্মণ: পাদ: ।  
তদেবং বোড়শকলং বোড়শাবয়বং ব্রহ্মোপাস্যামিতি । স্যাদেতৎ । ঐক্যতে-  
রিতি শ্রুতিপা ধাতুস্বরূপমুচ্যতে ন চাবিবক্ষিতার্থস্য ধাতুস্বরূপস্য চেতনো-  
পাদানসাধনত্বসম্ভব: । ইত্যত আহ—“ঐক্যতে”রিতি । ধাত্বর্থনির্দেশো-

এতদ্রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন । [ তথা...মাচর্কে ] এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও ঐক্য-  
পূর্বক সৃষ্টি হওয়া বর্ণিত আছে । যথা—“ইহা অর্থাৎ এই জগৎ, অগ্রে অর্থাৎ  
উৎপত্তির পূর্বে বা এতদ্রূপে ব্যক্ত হইবার পূর্বে, কেবলমাত্র এক আত্মা  
ছিল । সেই আত্মা ঐক্য করিলেন, আমি লোকসংঘ সৃজন করিব । অনন্তর  
তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন ।” [ কচিচ্চ...অসৃজত ] কোন শ্রুতি  
বোড়শকল (১) পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, সেই বোড়শকল পুরুষ  
ঐক্য করিলেন, পরে প্রাণ সৃষ্টি করিলেন । [ ঐক্যতে...হর্ষন্যানি ] পূর্ব-

(১) বোড়শকল—বোল অবয়ব । ভাস্তী-টীকা দেখ, কল্পিত ১৬ অবয়ব বৃত্তিতে পারিলে ।

রিতিবৎ ন ধাতুনির্দেশঃ । তেন যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপস্তুশ্মাদেতদ্ভ্রুক্ নামরূপমন্ত্রঃ জাযতে, ইত্যোব-  
মাদীন্যপি সর্বজ্ঞেশ্বরকারণপরাণি বাক্যানি উদাহর্তব্যানি ।  
যন্তুক্তং সত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন সর্বজ্ঞঃ প্রধানং ভবিষ্যতীতি  
তমোপপদ্যতে । ন হি প্রধানাবস্থায়ঃ গুণসাম্যঃ সত্বধর্ম্মো  
জ্ঞানং সম্ভবতি । ননুক্তং সর্বজ্ঞানশক্তিমত্বেন সর্বজ্ঞঃ ভবি-  
ষ্যতীতি, তদপি নোপপদ্যতে । যদি গুণসাম্যে সতি সত্বব্যপা-  
শ্রয়াং জ্ঞানশক্তিমাশ্রিত্য সর্বজ্ঞঃ প্রধানমুচ্যেত কামং তর্হি

হতিমতো বিষয়িণা বিষয়লক্ষণাৎ । অসিদ্ধা চেয়ং লক্ষণেত্যাহ ।—“যজ্ঞতে-  
রিতিবৎ” ইতি । “যঃ সর্বজ্ঞঃ” সামান্যতঃ “সর্ববিৎ” ইতি বিশেষতঃ ।  
সাংখ্যীয়ঃ স্মৃতসমাধানমুপন্যাস্য দুষয়তি ।—“যন্তুক্তং সত্বধর্ম্মেণ” ইতি । পুনঃ  
সাংখ্যমুপস্থাপয়তি ।—“ননুক্তং”মিতি । দুষয়তি ।—“তদপি” ইতি । সমুদা-  
চরত্বং তীব্রং ভবতি সত্বঃ গুণবৈষম্যপ্রসঙ্গেন সাম্যমুপপত্তেঃ । ন চাব্য-  
ক্লেদে রূপেণ জ্ঞানমুপযুক্ত্যতে রজস্তমসোসত্ত্বপ্রতিবন্ধস্যপি হ্রস্বেণ রূপেণ  
সম্ভবাদিত্যর্থঃ । অপি চ চৈতন্যপ্রধানবৃত্তিবচনোজ্ঞানান্তির্ন চাচেতনে

মীমাংসায় যেমন যজ্ঞতি-শব্দ ধাতুত্বনির্দেশে প্রযুক্ত হয়, এ কাণ্ডের ঐক্যতি-  
শব্দ তদ্রূপ অর্থাৎ ঐক্যতি-শব্দ এখানে ধাতুত্ববোধক, ধাতুস্বরূপবোধক নহে ।  
‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, (২) যাহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাহা হইতে এই  
স্বত্বাত্মা, নাম, রূপ ও অন্ন জন্মিয়াছে ।’ এইরূপ এইরূপ সর্বজ্ঞেশ্বর কারণ-  
বোধক বাক্যসমূহ, প্রদর্শিত অর্থের নিদর্শন । [ যন্তুক্তং...মুচ্যেত ] বলিয়া  
হিলে যে, সত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞান, তাহা লইয়া প্রধানই সর্বজ্ঞ ; এ কথা  
অনুপপন্ন অর্থাৎ অযুক্ত । কেননা, গুণসাম্যরূপ প্রধানাবস্থায় সদৃশ-পরিণাম  
ভিন্ন বিসদৃশ পরিণাম না থাকায় জ্ঞান-নামক সত্বধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা  
নাই । ( গুণের বিষমাবস্থাব্যতীত সাম্যাবস্থায় কোনও গুণের কোনও ধর্ম্ম  
থাকে না ) । যদি বল, জ্ঞান না থাকে না থাকুক, কিন্তু জ্ঞানশক্তি থাকে,  
শক্তি থাকাতাই প্রধানকে সর্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে ; এ কথার প্রত্যুত্তরে

(২) সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ তুল্যার্থ, যতবাং অর্থ কথিতে হয় যে, সামান্যতঃ সর্বজ্ঞ এবং  
বিশেষতঃ সর্ববিৎ ।

রক্তস্তম্ভোব্যাপ্যশ্রয়ামপি জ্ঞানপ্রতিবন্ধশক্তিমাশ্রিত্য কিঞ্চি-  
জ্জঙ্ঘমুচ্যত । অপি চ, নাসাক্ষিক সত্ত্ববৃত্তির্জানাতীমা

ন চাচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিকত্বমস্তি ।

তস্মাদনুপপন্নঃ প্রধানস্য সর্বজ্জঙ্ঘমঃ । যোগিনাস্তু চেতন-  
হ্যাং সঙ্ঘোৎকর্ষনিমিত্তঃ সর্বজ্জঙ্ঘমুপপন্নমিত্যনুদাহরণম্ ।

অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিত্বং প্রধানস্য কল্লোত যথায়ি-  
নিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদের্দৃষ্টত্বং, তথা সতি, যন্নিমিত্তমীক্ষিত্বং

বৃত্তিমাत्रে দৃষ্টচরপ্রয়োগ ইত্যাহ ।—“অপি চ নাসাক্ষিক” ইতি । কথং তর্হি  
যোগিনাং সঙ্ঘাংশোৎকর্ষহেতুকং সর্বজ্জঙ্ঘমিত্যত আহ ।—“যোগিনাস্তু” ইতি ।  
সঙ্ঘাংশোৎকর্ষোহি যোগিনাং চেতনাং চক্ষুর্তানুপকরোতি নাক্ষস্য প্রধানস্যে-  
ত্যর্থঃ । যদি তু কাপিলমতমপহার্য হৈরণ্যগর্ভমাস্বীয়তে তত্রাপ্যাহ ।—  
“অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্ত”মিতি । তেষামপি হি প্রকৃষ্টসঙ্ঘোপাদানং পুরুষ-  
বিশেষস্যেব ক্লেশকর্ম্মবিপাকশয়াপরানুষ্ঠেয়া সর্বজ্জঙ্ঘং ন তু প্রধানস্যচেত-  
নস্ত, তদপি চাষ্টেতশ্রুতিভিরপাস্তমিতি ভাবঃ । পূর্বপক্ষবীজমহতাবতে ।

আমরা বলিব, তাহা বলিতে পার না । বিবেচনা করিয়া দেখ, সাম্যকালেও  
যদি সঙ্ঘাশ্রিত সর্বজ্ঞানশক্তি লইয়া প্রধানকে সর্বজ্ঞ বল,—তাহা হইলে  
রক্তস্তম্ভ-আশ্রিত জ্ঞানপ্রতিবন্ধশক্তি লইয়া তাঁহাকে অরক্ত বলাও উচিত  
হইবে । অতএব, উক্ত প্রকারদ্বয়ের কোনও প্রকারে প্রধানের সর্বজ্ঞতা  
সিদ্ধি করিতে পারিবে না । [ অপিচ...হরণম্ ] আরও এক প্রত্যুত্তর এই  
যে, বাহা নিরবচ্ছিন্ন সত্ত্ববৃত্তি—তাহা জ্ঞান-শব্দের বাচ্য মনে । সাক্ষিক সত্ত্ব-  
বৃত্তিই অর্থাৎ চেতনাপ্রতিবন্ধযুক্ত সত্ত্ববৃত্তিই জ্ঞান-নামে অভিহিত হয় ।  
তোমার প্রধান যখন অচেতন, জড়, তখন তাঁহার সাক্ষিক বা দ্রষ্টৃ নাই,  
ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য সুতরাং প্রধানের সর্বজ্ঞতা বা সর্বজ্ঞানশক্তিয়ুক্ততা  
অনুপপন্ন । যোগীরা যে সত্ত্ববৃত্তির দ্বারা সর্বজ্ঞ হন, তাহা অসম্ভব নহে ।  
কেমনা, তাঁহারা চেতন । চেতন বলিয়াই তাঁহাদের সঙ্ঘোৎকর্ষনিমিত্তক সর্ব-  
জ্ঞতা জন্মে সুতরাং তাঁহারা তোমার দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না । [ অথ...যুক্তম্ ]  
লোহ অগ্নিসংযোগে দাহক হয়, তদৃষ্টান্তে প্রধানকে চেতনসম্বন্ধনিমিত্তক  
ঈক্ষিতা ও সর্বজ্ঞ বলা অপেক্ষা বাহার অন্য তাহার (প্রধানের) ঈক্ষিত্ব ও  
সর্বজ্ঞত্ব, তাঁহাকেই অর্থাৎ সেই সর্বসাক্ষী ব্রহ্মকেই সর্বজ্ঞ ও জগৎকারণ

প্রধাস্য তদেব সর্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি যুক্তম্ ।  
 যৎপুনরুক্তং ব্রহ্মণোহপি ন মুখ্যং সর্বজ্ঞত্বমুপপদ্যতে নিত্য-  
 জ্ঞানক্রিয়ত্বেন জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাসম্ভবাদিতি, অত্রো-  
 চ্যতে ।—ইদং তাবদ্ববান্ প্রকৃত্যঃ—কথং নিত্যজ্ঞানক্রিয়-  
 ত্বেন সর্বজ্ঞত্বহানিরিতি, যস্য হি সর্ববিষয়াবভাসলক্ষণং  
 জ্ঞানং নিত্যমস্তি সোহসর্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্ । অনি-  
 ত্যত্বে হি জ্ঞানস্য কদাচিজ্ঞানান্তি কদাচিন্ন জ্ঞানাতীত্যসর্ব-  
 জ্ঞত্বমপি স্যাৎ । নাসৌ জ্ঞাননিত্যত্বে দোষোহস্তি । জ্ঞান-  
 নিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যব্যাপদেশো নোপপদ্যত  
 ইতি চেৎ, ন প্রত্যক্ষপ্রকাশেহপি সবিতির দহতি প্রকা-  
 শয়তীতি স্বাতন্ত্র্যব্যাপদেশদর্শনাৎ । ননু সবিতুর্দাহপ্রকাশ্য-

“যৎপুনরুক্তং ব্রহ্মণোহপি” । চৈতন্যস্য শুদ্ধস্য নিত্যত্বপ্যুপহিতং সদনিত্যং  
 কার্যাকাশমিব ঘটাবচ্ছিন্নমিত্যভিসন্ধায় পরিহরতি ।—“ইদং তাবদ্ববান্”  
 ইতি । “প্রত্যক্ষপ্রকাশে সবিতির” ইত্যেতদপি বিষয়াবচ্ছিন্নপ্রকাশঃ

বলা যুক্তিসিদ্ধ । [ যৎ...দোষোহস্তি ] অন্য এক আপত্তি করিয়াছিল যে,  
 নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য (কর্তৃত্ব) না থাকায় ব্রহ্মের  
 মুখ্য সর্বজ্ঞতা উপপন্ন হয় না, এ আপত্তির প্রত্যুত্তরার্থ আমরা জিজ্ঞাসা  
 করি, তাদৃশ নিত্যজ্ঞান বিরূপে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতার হানি করিবে? বাহ্যর  
 সর্বপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য—সে যে অসর্বজ্ঞ—এ কথা বিপ্রতিষিদ্ধ, বিরুদ্ধ এবং  
 বলিবার অযোগ্য । জ্ঞানের অনিত্যতাহলেই কখন কিছু জানিতে পারে,  
 কখন কিছু জানিতে পারে না, এইরূপ হয়, কখনই সে স্থলে সর্বজ্ঞ ও  
 অসর্বজ্ঞ হইতে পারে কিন্তু নিত্যজ্ঞানস্থলে উক্ত দোষ হইতেই পারে না ।  
 [ জ্ঞান...দর্শনাৎ ] নিত্যজ্ঞান বলিয়া জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার  
 উপপন্ন হয় না, এ আপত্তি অকিঞ্চিংকর । স্বর্ঘ্য সত্যতত্ত্ব ও সত্যতত্ত্বপ্রকাশ,  
 অথচ লোকে বলে, স্বর্ঘ্য দৃষ্ট করিতেছেন, স্বর্ঘ্য প্রকাশ করিতেছেন ।  
 এতদৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে সত্যতত্ত্বপ্রকাশ স্বর্ঘ্যের প্রকাশক্রিয়া-  
 কর্তৃত্বের ন্যায় নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মেরও জ্ঞানক্রিয়াকর্তৃত্ব ব্যাপদিত হইয়াছে ।  
 [ ননু...বৈষম্যম্ ] যদি বল, স্বর্ঘ্য প্রকাশবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ

সংযোগে সতি দহতি প্রকাশয়তীতি ব্যপদেশঃ স্যাৎ ন তু  
 ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তংপত্তেজ্ঞানকর্মসংযোগোহস্তীতি বিষমো-  
 দৃষ্টান্তঃ, ন, অসত্যপি কর্মণি সবিতা প্রকাশত ইতি কৰ্ত্ত্ব-  
 ব্যপদেশদর্শনাৎ । এবমসত্যপি জ্ঞানকর্মণি ব্রহ্মণস্তদৈক-  
 তেতি কৰ্ত্ত্বব্যাপদেশোপপত্তেৰ্ণ বৈষম্যম্ । কর্ম্মাপেক্ষায়াস্ত  
 ব্রহ্মণ ঈক্ষিত্ত্বশ্রুতয়ঃ সূতরামুপপন্নাঃ । কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম  
 কার্যামিত্যেতদপি প্রায়ম্ । বৈষম্যং চোদয়তি ।—“নহু সবিতু”রিত্তি । কিং  
 বাস্তবং কর্ম্মভাবমভিপ্রেত্য বৈষম্যমাহ ভবান্, উত তদ্বিবক্ষ্যভাবম্, তত্র  
 যদি তদ্বিবক্ষ্যভাবঃ, তদা প্রকাশয়তীতানেন মা ভুং সামাং, প্রকাশত ইত্য-  
 নেন ত্বন্তি । ন হত্র কর্ম্ম বিবক্ষিতম্ । অথ চ প্রকাশশব্দাবং প্রত্যস্তি  
 স্বাতন্ত্র্যং সবিতুরিত্তি পরিহরতি ।—“নাসত্যপি কর্ম্মণি” ইতি । অসত্যাপীতা-  
 বিবক্ষিতেহপীতার্থঃ । অথ বাস্তবং কর্ম্মভাবমভিসন্ধায় বৈষম্যমুচ্যতে, তন্ন,  
 অনিচ্ছত্বাৎ কর্ম্মভাবস্য, বিবক্ষিতত্বাচ্চত্র কর্ম্মণ ইতি পরিহরতি ।—“কর্ম্ম-  
 পেক্ষায়াস্ত” ইতি । যাসাং সতি কর্ম্মণ্যবিবক্ষিতে শ্রুতীনামুপপত্তিস্তাসাং

করেন, দাহের সহিত সংযুক্ত হইয়া দগ্ধ করেন, সূতরাং তিনি প্রকাশক ও  
 দাহক বলিয়া ব্যপদিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের জ্ঞানকর্ম্ম  
 (জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম জ্ঞেয় পদার্থ) না থাকা হেতু সূর্য্য-দৃষ্টান্তটী সংগত হয়  
 না, বিষয় দৃষ্টান্ত হয়, অর্থাৎ সূর্য্য দৃষ্টান্তে নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মের জ্ঞানকর্ম্ম  
 ব্যপদেশের সারস্ব সিদ্ধি হয় না । ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব,  
 যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, (৩) তখন  
 যেমন “সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন” এতদ্রূপ অকর্ম্মক-কর্ম্মত্বের ব্যপদেশ  
 (উল্লেখ বা ব্যবহার) হয়, তদ্রূপ, সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞেয়-বস্তু)  
 না থাকিলেও “ভৎ ঈক্ষত” তিনি ঈক্ষণ করিলেন,—এতদ্রূপ অকর্ম্মক  
 কর্ম্মত্বব্যপদেশ বিনা আপত্তিতে হইতে পারে । সূতরাং প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী  
 বিষয় নহে, সম-দৃষ্টান্তই হইয়াছে । [কর্ম্ম...ভবতীতি] যদিও কর্ম্ম  
 অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় থাকা অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঈক্ষতি

(৩) অবিবক্ষিত = বলিবার বা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা বর্জিত । অর্থাৎ যখন “প্রকাশ-  
 যতি” এতদ্রূপ কর্ম্মবাচ্যপ্রয়োগ না করিয়া “প্রকাশতে” এতদ্রূপ অকর্ম্মক প্রয়োগ করেন,  
 তখন তাহার প্রকাশ্য বিষয় অবিবক্ষিত থাকে ।

যৎ প্রাপ্তং পতন্তে রীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ো ভবতীতি । তদ্ব্যাক্ত-  
 ভাভ্যামনির্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাক্তে ব্যাচিকীর্বিতে  
 ইতি ক্রমঃ । যৎ প্রসাদাচ্ছি যোগিনামপ্যতীতানাগতবিষয়ং  
 প্রত্যক্ষজ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ কিমু বক্তব্যং তস্য  
 নিত্যসিদ্ধস্যোশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহতিবিষয়ং নিত্যং জ্ঞানং  
 ভবতীতি । যদপ্যুক্তং প্রাপ্তং পতন্তে ব্রহ্মণঃ শরীরাদিসম্বন্ধ-  
 মন্তরেণৈকিত্বমনুপপন্নমিতি, ন তচ্ছোদ্যমবতরতি । সবিতৃ-  
 প্রকাশবৎ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষা-  
 নুপপত্তেঃ । অপি চ, অবিদ্যা দিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্য-

সতি কস্মিণ বিবক্ষিতে স্মৃতরামিত্যর্থঃ । “যৎ প্রসাদা” দিতি । যস্য ভগবত  
 ঈশ্বরস্য প্রসাদন্তস্য নিত্যসিদ্ধস্যোশ্বরস্য নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি কিমু বক্তব্য-  
 মিতি যোজনা । যথা হর্ষো গশাস্ত্রকারাঃ ।—ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোপ্য-  
 স্তরায়া ভাবশ্চ ইতি । তদ্ব্যাক্তকারাশ্চ ভুক্তি বিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমহু-  
 গ্ৰহাতি জ্ঞানবৈরাগাদিনেতি । “সবিতৃপ্রকাশবৎ” দিতি । বস্তুতো নিত্যস্য  
 কারণানপেক্ষাঃ স্বরূপেণোক্তা । ব্যতিরেকমুখেনাপ্যাহ ।—“অপি চা বিদ্যা দি-

শ্রুতির অসংগতি নাই অর্থাৎ কন্মসম্ভাব স্বীকার করিলেও ঈক্ষতি-শ্রুতি  
 উপপন্ন হয় । সে কন্ম কি ? অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়  
 হয় এমন বস্তু কি ? এরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা প্রত্যুত্তর করিব, সে  
 বস্তু অনির্বচনীয়, অব্যাক্ত, অবিদ্যা বা মায়ানামক জগদ্বীজ । যাহার  
 প্রসাদে যোগীরা অতীতানাগতবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন,  
 তিনি থাকতে যে সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতিসংহারবিষয়ক নিত্য-  
 জ্ঞান থাকিবে তদ্বিষয়ে আর কথা কি ? সংশয়ই বা কি ? [ যদপ্যুক্তং...  
 তরতি ] “উৎপত্তির পূর্বে ব্রহ্মের শরীরাদিসম্বন্ধ থাকে না, তৎকারণে তৎ-  
 কালে তাঁহার ঈক্ষিত্ব থাকে যুক্তিসঙ্গত নহে,” এ আপত্তি বা এ পূর্বপক্ষ  
 স্থান প্রাপ্ত হয় না । অর্থাৎ এ আপত্তি ইহাতেই পারে না । [ সবিতৃ...  
 শ্বরস্য ] সততপ্রকাশ স্বর্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, তাহা নিত্য,  
 স্মৃতরাং সে জ্ঞানের উৎপত্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই । অজ্ঞানী  
 বা অজ্ঞানাক্রম সংসারী জীবেরই শরীরাদিনিমিত্তক জ্ঞানোৎপত্তি ইহয়্য

পেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতশ্চৈ-  
শ্বরশ্চ । মন্ত্রো চেমাবীশ্বরশ্চ শরীরাদ্যনপেক্ষতামনাবরণ-  
জ্ঞানতাপ্ত্য দর্শয়তঃ ।—ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে ন তৎ  
সমশ্চাত্ত্যাদিকঞ্চ দৃশ্যতে । পরাহশ্চ শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে  
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি, অপাণিপাদোজবনো-  
গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ । স বেত্তি বেদ্যং ন চ  
তস্মাস্তি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তুমিতি চ ॥ নহু,  
নাস্তি তব জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণবানীশ্বরাদন্ত্যঃ সংসারী, নাশ্চো-  
হতোহস্তি দ্রষ্টা নাশ্চোহতোস্তি বিজ্ঞাতেতি শ্রুতেঃ, তত্র  
কিমিদমুচ্যতে সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিনৈশ্বর-

মত” ইত্যাদি । আদিগ্রহণেন কামকর্মাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে । “ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধ-  
কারণরহিতস্য” ইতি । সংসারিণাং বস্ত্ততোনিত্যজ্ঞানত্বেপ্যবিদ্যাদয়ঃ প্রতি-  
বন্ধকারণানি সন্তি, ন স্বীশ্বরস্যাবিদ্যারহিতস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণসম্ভব ইতি  
ভাবঃ । ন তস্য কার্য্যমাবরণাদ্যপগমো বিদ্যাতেহনাবৃত্ত্বাদিতি ভাবঃ ।  
অপাণিগ্রহীতা অপাদো জবনঃ বেগবান্ বিহরণবান্ জ্ঞানবলেন । ক্রিয়া-

থাকে, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক রহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহা বা সে নিশ্চয় নাই ।  
[ মন্ত্রো...দর্শয়তঃ ] দুইটা বেদমন্ত্র ঈশ্বরের শরীরাদ্যনপেক্ষজ্ঞানতা ও  
অনাবরণ বা অপ্রতিহতজ্ঞানতা দেখাইয়াছেন । যথা—[ ন তস্য...মহাস্ত-  
মিতি চ ] “তঁাহার কার্য্যও নাই, কারণও নাই । ( অর্থাৎ শরীর নাই  
ইক্রিয়ও নাই । তঁাহার সমান নাই, অধিকও নাই । অর্থাৎ তিনি স্বজাতীয়  
বিজাতীয় দ্বিতীয় রহিত । শ্রুতিতে তঁাহার বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট শক্তি এবং  
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত হইয়াছে । ” “তঁাহার হস্তপদ নাই,  
অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক । তঁাহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দেখেন ।  
তঁাহার কণ্ঠ নাই, তথাপি তিনি শুনেন । তিনি বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্ত্ত জানেন ;  
কিন্তু তঁাহার জ্ঞাতা নাই । ব্রহ্মজগৎ তঁাহাকেই মহান্ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া  
জানেন । [ নহু...নৈশ্বর্য্যোতি ] যদি বল, ত্র্যোমাদের মতে “ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক্  
জ্ঞাতা ও বিজ্ঞাতা নাই” এই শ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরাতিরিক্ত জ্ঞানপ্রতিবন্ধক-  
হেতুযুক্ত সংসারী আত্মা নাই সুতরাং তোমরা কি প্রকারে বলিতে পার যে,



শ্রুতি, অত্রোচ্যতে । সত্যং নেশ্বরাদন্ত্যঃ সংসারী তথাপি  
 দেহাদিসংঘাতোপাধিসম্বন্ধ ইত্যত এব ঘটকরকগিরিগুহাদ্যা-  
 পাধিসম্বন্ধ ইব বোদ্ধব্যঃ, তৎকৃতশ্চ শব্দপ্রত্যয়ব্যবহারো-  
 লোকশ্চ দৃষ্টোঘটচ্ছিত্রং করকচ্ছিত্রমিত্যাদিরাকাশাব্যতি-  
 রেকেশপি তৎকৃত্য চাকাশে ঘটাকাশাদিভেদমিথ্যাবুদ্ধি-  
 দৃষ্টা, তথেষাপি দেহাদিসংঘাতোপাধিসম্বন্ধাবিবেককৃতেশ্বর-  
 সংসারিভেদমিথ্যাবুদ্ধিঃ । দৃশ্যতে চাত্মন এব সতোদেহা-  
 দিসংঘাতেহনাত্মাত্মাভিনিবেশোমিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেন পূর্ব-  
 পূর্ব্বণ । সতি চৈবং সংসারিত্ত্বে দেহাদ্যপেক্ষমীক্ষিত্বমুপ-  
 পন্নং সংসারিণঃ । যদপ্যুক্তং প্রধানস্থানেকাত্মকত্বাৎ মুদাদিবৎ

প্রধানস্য হৃতেতনস্য জ্ঞানবলাভবাজ্জগতো ন ক্রিয়েত্যর্থঃ । অতিরোহিতার্থ-  
 মন্যৎ । স্যাদেতৎ । অনাত্মনি বোয়ি ঘটাদ্যুপাধিকৃতো ভবত্ববচ্ছেদবিভ্রমো  
 ন ত্বাত্মনি স্বভাবসিদ্ধপ্রকাশে স ঘটত ইত্যত আহ—“দৃশ্যতে চাত্মন এব  
 সত” ইতি । “অভিনিবেশো” মিথ্যাভিমানঃ । “মিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেন পূর্ব্বণ”  
 সংসারী আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি শরীরাদিসাপেক্ষ? ঈশ্বরের নহে? [ অত্রো-  
 চ্যতে ] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইরূপ । [ সত্যং...বুদ্ধিঃ ] ঈশ্বরাতিরিক্ত  
 পৃথক্ সংসারী নাই সত্য; না থাকিলেও তাঁহাতে দেহাদিরূপ উপাধি-  
 সম্বন্ধ স্বীকার করি । এক অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী আকাশে ঘট, শরাব, গিরি,  
 গুহাদিরূপ উপাধির সম্বন্ধ বেরূপ, ত্রন্ধে দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির সম্বন্ধও  
 সেইরূপ । সেই উপাধি অনুসারেই লোকের ঘটচ্ছিত্র ও করকচ্ছিত্র প্রভৃতি  
 শব্দের ও জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে । কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে  
 দেখিতে পাইবে, ঐ সকল ছিত্র আকাশ হইতে পৃথক্ নহে । আকাশে যেমন  
 উপাধিকৃত ঘটাকাশ প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি হইতে দেখা যায়, সেইরূপ,  
 দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা অবিবেক প্রযুক্তই ঈশ্বরত্ব ও  
 সংসারিত্ব প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে । [ দৃশ্যতে...সংসারিণঃ ] ইহা  
 স্পষ্টই দেখা যাউতেছে যে, অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ভ্রমপূর্ব্বকই উৎপন্ন  
 হইয়া থাকে । সংসারিত্বরূপ ভেদ যখন কথিতপ্রকারেই হয় বা হইয়াছে,  
 অর্থাৎ দেহাদি-উপাধি-সম্বন্ধের দ্বারা হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার-(জীবের)  
 দেহাদিনিমিত্তক ঈক্ষিত্ব উপপন্ন হইবে । [ যদপ্যুক্তং...আদিনা ] অল্প

কারণত্বোপপত্তির্নাসংহতস্ত ব্রহ্মণ ইতি, তৎ প্রধানস্যাপেক্ষ-  
ত্বেনৈব প্রত্যুক্তং, যথা তু তর্কেণাহপি ব্রহ্মণ এব কারণত্বং  
নির্বোদ্যুং শক্যতে ন প্রধানাদীনাং তথা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, ন  
বিলক্ষণত্বাদস্যোত্যেবমাদিনা ॥ ৫

অত্রাহ—যদুক্তং নাচেতনং জগৎকারণমীক্ষত্বশ্রবণাদিতি  
তদন্যথাপ্যুপপদ্যতে অচেতনেহপি চেতনবদুপচারদর্শনাৎ।  
প্রত্যাসন্নপতনতাং কূলস্যালক্ষ্য কূলং পিপতিষতীত্যচেতনে-

ইতি। অনেনান্নাদিতা দর্শিতা। মাত্রগ্রহণেন বিচারাসহস্বেন নির্বচনীয়তা  
নিরস্তা। পরিশিষ্টং নিগদব্যখ্যাতম্। \*

এক কথা বলিয়াছিল যে, প্রধান অনেকাঙ্গক বা সংহত (বহুর সমষ্টি),  
সুতরাং সৃষ্টিকাদির দৃষ্টান্তে তাহারই জগৎকারণতা উপপন্ন হয়, কিন্তু এক  
অদ্বিতীয় অসহায় বলিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণতা কোনও প্রকারে উপপন্ন  
হয় না,—এ কথার বা এ পূর্বপক্ষের প্রত্যুত্তর অশক্য প্রদর্শনের দ্বারাই  
প্রদত্ত হইয়াছে। (৪) তর্কের দ্বারা বা যুক্তির দ্বারা যে-প্রকারে ব্রহ্মেরই  
জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, প্রধানের হয় না, সে প্রকার ও সে তর্ক “ন  
বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

[ অত্রাহ...ক্ষতেতি ] পূর্বপক্ষবাদী প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি  
প্রদর্শনপূর্বক বলিয়া থাকেন যে, ঐক্ষিত্ব প্রতি আছে বলিয়াই যে অচেতনা  
প্রকৃতির জগৎকারণত্ব নিষেধ হইবে, তাহা হইবে না। ~~কিন্তু~~ না, ঐ প্রতি  
অর্থাৎ জগৎকারণের ঐক্ষিত্ব প্রতি অন্যরূপ অর্থে গ্রহণ করিলেই উপপন্ন  
হইতে পারে। বিবেচনা কর, সকলেই অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের ন্যায়  
উপচার বা চেতনপদার্থের সদৃশ ব্যবহার হইতে দেখিয়াছেন। যথা—  
পতনোন্মুখ নদীকূল দেখিলে লোকে বলে, “এই কূল পড়িবার ইচ্ছা করি-  
তেছে।” এতদ্বিধ স্থলে যেমন অচেতন কূলে চেতনযোগ্য ব্যবহার ও শব্দ

\* “নিগদন্ত জনৈর্বোদো” ইতি কোবাৎ নিগদেন সর্বজনবেদ্যবশস্বেন এব ব্যাখ্যাত-  
বিজ্ঞাপিতার্থঃ স্পষ্টার্থমিতি যাবৎ।

(৪) অর্থাৎ বেদশব্দ যখন প্রধানকে জগৎকারণ বলেন না, যখন শব্দের দ্বারায় প্রা-  
ম্যের জগৎকারণতা লঙ্ঘন হয় না, তখন আর তাহাকে জগৎকারণ বলা যায় না।

হপি কূলে চেতনবদুপচারোদৃষ্টঃ। তদ্বদচেতনেহপি প্রধানেন  
প্রত্যাসন্নসর্গে চেতনবদুপচারোভবিষ্যতি তদৈক্ষতেতি। যথা  
লোকে কশিচ্চেতনঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বা চাপরাহে গ্রামং রথেন  
গমিষ্যামীতি ঈক্ষিত্বা অনন্তরন্তুথৈব নিয়মেন প্রবর্ততে তথা  
প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ নিয়মেন প্রবর্ততে, তস্মাচ্ছেতন-  
বদুপচর্য্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাদিহায় মুখ্যমীক্ষিত্বমৌপ  
চারিকং কল্পাতে, তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্তেতি চ,  
অচেতনয়োরপ্তেজসোচ্ছেতনবদুপচারদর্শনাৎ। তস্মাৎ সং-  
কর্তৃকমপীক্ষণমৌপচারিকমিতি গম্যতে উপচারপ্রায়ে বচ-  
নাৎ ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভ্যতে,—

### গৌণশেচনাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥ \*

প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, সৃষ্ট্যানুথ প্রধানও চেতনযোগ্য শব্দপ্রয়োগ (তিনি  
ঈক্ষণ করিলেন ইত্যাদিবিধ) হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। [ যথা...বচনাৎ ]  
যেমন কোন চেতন “স্নান ভোজন করিয়া অপরাহ্নে রথারোহণে গ্রামভ্রমণ  
করিব” এইরূপ ঈক্ষণ বা আলোচনা করিয়া অনন্তর সেই ঈক্ষণানুরূপ নিয়-  
মেই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ, সৃষ্ট্যানুথ প্রধানও মহদাদিক্রমনিয়মে পরিণত হয়  
সুতরাং সেই নিয়মপরিপাটী অনুসারেই তাঁহাতে চেতনধর্মের উপচার  
হইয়াছে। মুখ্য ঈক্ষণ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক ঈক্ষণ কল্পনা  
করিবার হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঐ ঈক্ষণশব্দ প্রায়ই উপচারক্রমে প্রযুক্ত  
হইতে দেখা যায়। যথা—“সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন।” “সেই আপ (জল)  
ঈক্ষণ করিলেন।” ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিতে অচেতন তেজ ও জল চেতনের  
ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে বা হেতুতে শ্রুত্যানুত সৎকর্তৃক  
ঈক্ষণ মুখ্য নহে, ঔপচারিক। অর্থাৎ সতের ঈক্ষণ তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণের  
তুল্য। [ ইত্যেবং...রভ্যতে ] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ার তন্নিরা-  
করণার্থ এই সূত্র বলা হইল।

\* চেৎ বদ্যার্থে। যদ্ব্যচ্যতে সং-শব্দব্যাচ্যমচেতনং প্রধানং, তন্নিহি ইক্ষিত্ব-শব্দোগৌণ  
ইতি, তৎ ন সাধীয় ইতি শেবঃ। কুত? আশ্রয়কাৎ ঈক্ষিত্বরি আশ্রয়কপ্রবণাৎ। আশ্র-  
য়িশেষণেনৈক্ষিত্বুরচেতনত্বধারণাদিতি ভাবঃ।—অচেতন প্রধানই জগৎকারণ, তবে যে

যদুক্তং প্রধানমচেতনং সচ্ছন্দবাচ্যং তস্মিন্মৌপচারিকী  
ঈক্ষতিরপ্তেজসোরিবেতি, তদসৎ, কস্মাৎ, আত্মশব্দাৎ । সাদেব  
সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যুপক্রম্য, তদৈক্ষত তৎ তেজোহসৃজ-  
তেতি চ, তেজোহবল্লমানাং সৃষ্টিমুক্তা, তদেব প্রকৃতং সদীক্ষিতু-  
তানি চ তেজোহবল্লমানি দেবতাশব্দেন পরামুশ্যাহ, সেয়ং  
দেবতৈক্ষত হস্তাহমিস্তিস্ত্রোদেবতা অনেন জীবেনাত্মনানু-  
প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি । তত্র যদি প্রধানমচেতনং

অপ্তেজসোরিবাহচেতনে সতি গোণীক্ষতিরিতি চেৎ, ন, আত্মশব্দাৎ সত-  
শ্চেতনত্বনিশ্চয়াদিতি স্ত্রোত্রার্থমাহ—“যদুক্তমিতি” । সা প্রকৃত সচ্ছন্দবাচ্যা  
ইয়মীক্ষিত্রী দেবতা পরোক্ষা হস্ত ইদানীং ভূতস্থানন্তরং ইমাঃ সৃষ্টাঃ তিস্রঃ

[ যদুক্তং...শব্দাৎ ] বাদিগণ যে বলিয়াছেন, অচেতন প্রধানই জগৎ-  
কারণবোধক সৎ-শব্দের বাচ্য এবং তাঁহাতে যে ঈক্ষণকর্তৃত্ব বিশেষণ  
আছে, তাহা গোণ, মুখ্য নহে ; তেজের ও জলের ঈক্ষণ যেমন গোণ বা  
ঔপচারিক,—প্রধানের ঈক্ষণও তদ্রূপ গোণ বা ঔপচারিক । ( চেতন-পদা-  
র্থের ঈক্ষণই মুখ্য, তাহা অচেতনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে গোণ বা ঔপচারিক  
হয় ) । বাদিগণের এ উক্তি অসৎ অর্থাৎ ভাল নহে । কেন-না, সে স্থলে  
“সেই ঈক্ষণকারী সৎ বস্তু আত্মা” এরূপ অভিহিত আছে । [ সাদেব...কর-  
বাণীতি ] অতি “হে সৌম্য ! যেতকেতো ! অগ্রে ইহা সম্রাজ ছিল” এই-  
রূপে কথারম্ভ করিয়া “সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং সেই সৎ তেজের সৃষ্টি  
করিলেন ।” ইত্যাদিক্রমে তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতির-সৃষ্টি বলিয়া  
পরে সেই সৎকে ঈক্ষিতা ও সেই সৃষ্টতেজ প্রভৃতিকে দেবতা শব্দের দ্বারা  
বিশেষিত করিয়া বলিয়াছেন, “সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, আলোচনা  
করিলেন যে, আমরা তিনই দেবতা এবং এইরূপেই আমরা আপন স্বরূপে  
অনুপ্রবেশ পূর্বক নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব ।” [ তত্র যদি...মহতি ] বিবে-

তাঁহাতে ঈক্ষণকর্তৃত্বরূপ বিশেষণ আছে, তাহা গোণ অর্থাৎ ঔপচারিক । উপচারক্রমেই  
“তিনি ঈক্ষণ করিলেন” ইত্যাদি প্রকার বলা হইয়াছে । এরূপ বলিবার উপায় নাই ।  
কেন না, তাঁহাতে আত্মশব্দ বিশেষণ দেওয়া আছে । আত্মশব্দ থাকতে অচেতন প্রধানের  
গোণ ঈক্ষিত্ব নিবারিত হইয়াছে । অচেতন পদার্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় না এবং  
হইতে পারেও না ।

গুণবৃত্তোক্তিত্ব কল্পোত তদেব প্রকৃতত্বাৎ সেয়ং দেবতেতি  
পরামুশ্যেত, ন তদ। দেবতাজীবমাত্মশব্দেনাভিদধ্যাৎ।  
জীবোহি নাম চেতনঃ শরীরাদ্যক্ষঃ প্রাণানাং ধারয়িতা তৎ-  
প্রসিদ্ধে নির্বচনাচ্চ। স কথমচেতনস্য প্রধানত্বাত্মা ভবেৎ ?  
আত্মা হি নাম স্বরূপং, নাচেতনস্য প্রধানস্য চেতনোজীবঃ  
স্বরূপং ভবিতুমর্হতি। অথ তু চেতনং ব্রহ্ম মুখ্যমীক্ষিত্ব  
পরিগৃহ্যতে তস্য জীববিষয় আত্মশব্দপ্রয়োগ উপপদ্যতে।  
তথা, স য এষোহগ্নিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স

তেজোঃস্বরূপাঃ পরোক্তত্বাদেবতা ইতি দ্বিতীয়া বহুবচনং, অনেন পূর্বকল্প-  
নুভূতেন জীবেনাত্মনা স্বরূপেণ তা অমুপ্রবিষ্টা তাসাং ভোগ্যত্বায় নাম চ  
রূপঞ্চ স্থলং করিষ্যামি ইত্যেকতেত্যয়ঃ। লৌকিকপ্রসিদ্ধে জীবপ্রাণধারণ  
ইতি ধাতোজীবতি প্রাণান্ ধারয়তীতি নির্বচনাচ্ছেত্যর্থঃ। “অথ দ্বিতি”—  
স্বপক্ষে তু বিষপ্রতিবিষয়োর্লোকে ভেদস্য কল্পিতত্বদর্শনাৎ জীবোত্রক্ষণঃ সত  
আত্মা ইতি যুক্তমিত্যর্থঃ। জীবস্য সচ্ছকার্থং প্রত্যাত্মশব্দাৎ সং ন প্রধান-  
মিত্যুক্ত্য। সতোজীবং প্রত্যাত্মশব্দাৎ ন প্রধানমিতি বিধান্তরেণ হেতুং ব্যাচষ্টে  
“তথেন্তি।”—স যঃ সমাখ্য এষোহগ্নিমা পরমহুঃস্বঃ এতদাত্মকমিদং সর্বং জগৎ

চনা করিয়া দেখ, অচেতন প্রধানকেই যদি উপচারক্রমে ঈক্ষিতা বলিয়া  
অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে সেই অচেতন প্রধান প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণ-  
প্রতিপাদ্য হওয়ার ঠাঁহাকেই দেবতা বলিয়া গণ্য করা উচিত কিন্তু তাহা  
করিতে পারিবে না। অচেতন প্রধান গুণবৃত্তিক্রমে বা উপচারক্রমে ঈক্ষিতা  
বলিয়া অভিহিত হইলে কখনই তাহা দেবতা, জীব ও আত্মশব্দের দ্বারা  
বিশেষিত বা অভিহিত হইত না। জীব কি ? জীব চেতন, শরীরের অধ্যক্ষ  
এবং প্রাণদমন্থের ধারয়িতা। জীব-শব্দ ঐরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ এবং উহার  
নির্বচনও ঐরূপ। অতএব, প্রসিদ্ধি ও নামনির্বচন অনুসারে জীব-শব্দের  
বাচ্য চেতন ; তজ্জপ জীবকে কি প্রকারে অচেতন প্রধানের আত্মা বলিতে  
পার ? (অর্থাৎ পার না) আত্মা কি ? না স্বরূপ। লোকে ও শাস্ত্রে স্বরূপকেই  
আত্মা বলে। সুতরাং চেতন অচেতন-প্রধানের স্বরূপ এ কথা ব্যাহত এবং  
উহা সর্বপ্রকারে অসঙ্গত। [ অথ...দ্বিতি ] আর যদি চেতন ব্রহ্মকে  
ঈক্ষিতরূপে পরিগ্রহ কর, তাহা হইলে মুখ্য ঈক্ষিত হইতে পারে এবং

আত্মা তৎ স্বমসি শ্বেতকেতো, ইত্যত্র স আত্মেতি প্রকৃতং  
সদগনিমানমাত্মশব্দেনোপদিশ্য, তৎ স্বমসি শ্বেতকেতো ইতি  
চেতনস্য শ্বেতকেতোরাত্মস্বেনোপদিশতি । অপ্তেজসোক্ত  
বিষয়ত্বাৎ অচেতনত্বম্, নামরূপব্যাকরণাদৌ চ প্রযোজ্য  
ত্বেনৈব নির্দেশাৎ । ন চাত্মশব্দবৎ কিঞ্চিন্মুখ্যত্বে কারণ-  
মন্তীতি যুক্তং কূলবদগৌণত্বমীক্ষিত্বস্য । তয়োরাপি চ সদ-  
ধিষ্ঠিতত্বাপেক্ষমেবেক্ষিত্বত্বম্ । সতত্বাত্মশব্দায় গৌণমীক্ষি-  
ত্বমিত্যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তৎ সদেব সত্যমেব বিকারস্য মিথ্যাত্বাৎ সংপদার্থঃ সৰ্বস্যাত্মা হে শ্বেত-  
কেতো ! স্বপ্ন নাসি সংসারী কিন্তু তদেব সদবোধিতং সৰ্বাত্মকং ব্রহ্মাসীতি  
শ্রুতার্থঃ । “ইত্যাত্মস্বেনোপদিশতি ।”—অতশ্চেতনাত্মকত্বাৎ সচেতনমেবেতি  
বাক্যশেষঃ । যদুক্তমপ্তেজসোরিব সত ঈক্ষণং গৌণমিতি তত্রাহ “অপ্তে-  
জসোদ্ধিতি” । নামরূপয়োৰ্য্যাকরণং সৃষ্টিঃ । আদিপদান্নিগমনম্ । অপ্তেজসো-  
দ্ধিবিষয়ত্বাৎ সৃজ্যত্বান্নিগম্যত্বাচ্চাচেতনত্বমীক্ষণস্য মুখ্যত্বে বোধকমন্তি সাধকঞ্চ  
নাস্তীতি হেতোর্যুক্তমীক্ষণস্য গৌণত্বমিতি যোজননা । চেতনবৎ কার্য-  
কারিত্বং গুণঃ । তেজ ঐক্ষত চেতনবৎ কার্যকারীত্বার্থঃ । যদা তেজঃ  
পদেন তদধিষ্ঠানং সং লক্ষ্যতে । তথাচ মুখ্যমীক্ষণমিত্যাহ—“তয়োরাপি”তি ।  
স্যাদেতৎ, যদি সত ঈক্ষণং মুখ্যং স্যাৎ তদেব কৃত ইত্যত আহ—“সত-  
ত্বিতি” । গৌণমুখ্যয়োরাভূলায়োঃ সংশয়াভাবেন গৌণপ্রায়পাঠস্যানিশ্চায়ক-

জীববিষয়ক আত্মশব্দও উপপন্ন হইতে পারে । শ্রুতি শ্বেতকেতুকে “সেই  
সং এই, এ সমস্তই তদাত্মক, হে শ্বেতকেতো ! সেই সত্য বা সংস্বরূপ আত্মা  
তুমি ।” এবং—ক্রমে প্রকরণপ্রতিপাদ্য স্বপ্ন বা জজ্ঞের জগৎকারণ সংকে  
আত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । [ অণু...মিত্যুক্তম্ ] জল ও তেজঃ, এ  
দুটি বিষয় (জড়বস্তু) ; সুতরাং তদ্বত্বের ঈক্ষিত্ব ধৌণ । মুখ্য ঈক্ষিত্বত্বের  
কিছুমাত্র কারণ না থাকায় উহাদের ঈক্ষিত্বও অন্যান্য চেতনযোগ্য  
বর্ণনা সমস্তই “নদীকূল পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে” ইত্যাদিবিধ উক্তিই ন্যায়  
গৌণ, মুখ্য নহে । উহাদের ঈক্ষিত্বপ্রয়োগ সদধিষ্ঠান অর্থাৎ চেতনাবিষ্ঠান-  
নিমিত্তক গৌণ, কিন্তু আত্মবিশেষণে বিশেষিত সতের (ব্রহ্মের) ঈক্ষিত্ব গৌণ  
নহে, মুখ্য, এ কথা পূর্বেই বলি হইয়াছে ।

অথোচ্যেত অচেতনেহপি প্রধানেন ভবত্যাশ্রয়শব্দ আশ্রয়ঃ সর্বার্থকারিত্বাৎ যথা রাজ্ঞঃ সর্বার্থকারিণি ভূত্যে ভবত্যাশ্রয়শব্দোমমাত্মা ভদ্রসেন ইতি । প্রধানং হি পুরুষম্যাত্মানো-ভোগাপবর্গো কুর্বদুপকরোতি রাজ্ঞ ইব ভূত্যঃ সন্ধি-বিগ্রহাদিষু বর্ত্তমানঃ । অথৈবৈক এবাত্মশব্দশ্চেতনাচেতন-বিষয়োভবিষ্যতি ভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেনুতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ । যথৈক এব জ্যোতিঃশব্দঃ ক্রতুজ্বলনবিষয়ঃ । তত্র কূত এতৎ আশ্রয়শব্দাদীক্ষতেরগৌণত্বমিত্যত উত্তরং পঠতি,—

### তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥ \*

ত্বাৎ আশ্রয়শব্দাচ্চ সত ঈক্ষণং মুখ্যমিত্যর্থঃ । আশ্রয়িতকারিত্বগুণযোগাদাশ্রয়শব্দোহপি প্রধানেন গৌণ ইতি শব্দতে—“অথ” ইত্যাদিনা । আশ্রয়শব্দঃ প্রধানেনহি মুখ্যোনানার্থকত্বাদিত্যাহ “অথচে”তি । নানার্থকত্বে দৃষ্টান্তঃ “যথে”তি । [ ইতি রত্নপ্রভা টীকা ]

ইতি শব্দোত্তরত্বেন বা স্বাতন্ত্র্যেণ বা প্রধাননিরাকরণার্থং হত্রম্ । শব্দা চ ভাষ্যে উক্তা ।

[ অথো...পঠতি ] যদি বল, অচেতন প্রধানেনও (প্রকৃতিতেও) আশ্রয়শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন রাজার সর্বার্থকারী ভূত্যের প্রতি আশ্রয়শব্দ প্রয়োগ হয় “অমুক আমার আশ্রয়”, সেইরূপ, আশ্রয় সর্বার্থকারিণী প্রকৃতির প্রতিও আশ্রয়শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, “জগৎকারণ সৎ আশ্রয় ।” ভূত্য যেমন সন্ধিবিগ্রহাদিকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাজার উপকার করে, তদ্রূপ, প্রধানও আশ্রয় অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ বিতরণ করতঃ উপকার করিয়া থাকে । অথবা আশ্রয়শব্দটি চেতন অচেতন উভয় সাধারণ, উভয় অর্থেই আশ্রয়শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ; যেমন, ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি । অপিচ, জ্যোতিঃশব্দ যেমন যজ্ঞ ও অগ্নি এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়, আশ্রয়শব্দও তদ্রূপ চেতন অচেতন উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় । অতএব, আশ্রয়শব্দের দ্বারা কিরূপে ঈক্ষণের মুখ্যতা স্থির হইতে পারে ? গৌণ ঈক্ষণ না হয় কেন ? ভগবান্ ব্যাস এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন ।

\* \* আশ্রয়শব্দোহপি প্রধানেন গৌণো ভবিতুমর্হতীত্যশঙ্ক্য তত্র পুরুষস্বত্বমেকমাক্ষয়া যোজ্যম্ ।

ন প্রধানমচেতনমাত্মশব্দালম্বনং ভবিষ্যম্ভূতি, স আত্মেতি  
প্রকৃতং সদগিমানমাদায় তৎ স্বমসি শ্বেতকেতো ইতি চেত-  
নস্য শ্বেতকেতোম্বোক্ষয়িতব্যস্য তন্নিষ্ঠামুপদিশ্য, আচার্য্য-  
বান্ পুরুষোবেদ তস্য ভাবদেব চিরং যাবন্ বিমোক্ষোহ্থ  
সম্পৎস্য ইতি মোক্ষোপদেশাৎ। যদি হচেতনং প্রধানং  
সচ্ছন্দবাচ্যং তদসীতি গ্রাহয়েৎ মুমুকুং চেতনং সন্তমচে-  
তনোহসীতি তদা বিপরীতবাদি শাস্ত্রং পুরুষস্যানর্থায়ৈত্যা-  
প্রমাণং স্যাৎ। ন তু বিদোষং শাস্ত্রমপ্রমাণং কল্পয়িতুং  
যুক্তম্। যদি চাজ্ঞস্য সতোমুমুকোরচেতনমনাত্মানমাত্মে-

সাদেতৎ। ত্রৈলোক্য জীর্ণিতং, তচ্চ ন প্রথমং স্বকৃত্য শক্যং শ্বেতকেতুং

[ ন...যুক্তম্ ] অর্থাৎ অচেতন প্রধান ( জড়স্বভাব প্রকৃতি ) আত্মশব্দের  
অবলম্বন হইবার অযোগ্য। তাহার হেতু এই যে, শ্রুতি “তাহাই আত্মা”  
এতদ্রূপে প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম স্বল্প ( অত্যন্ত হৃৎকোর ) সং-পদার্থের উপ-  
দেশ করিয়া, পরে, “হে শ্বেতকেতো ! সেই আত্মা তুমি” এইরূপে মোক্ষয়ি-  
তব্য চেতন শ্বেতকেতুর আত্মনিষ্ঠতা উপদেশ পূর্বক কহিয়াছেন “আচার্য্য-  
বান্ পুরুষই এই তত্ত্ব জানিতে পারে এবং তাহার সেই কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব,  
যে-পর্য্যন্ত না তাহার দেহপাত হয়। দেহপাত হইলেই সে সংসম্পন্ন অর্থাৎ  
বিদেহমুক্তি বা ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হয়।” এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, অচে-  
তন প্রধান যদি সংশব্দের বাচ্য হয়, আর মুমুকু চেতনকে যদি “তুমি সেই  
অচেতন” এই বলিয়া গ্রহণ করান হয়, তাহা হইলে চেতনকে অচেতন  
বলিয়া গ্রহণ করান হেতু শাস্ত্রের শাস্ত্রতা থাকে না, এবং তাহা বিপরীত-  
বাদী হওয়ার অপ্রমাণ ও অনর্থের হেতু হইয়া উঠে। হিতশাসক নিদোষ  
শাস্ত্রকে সদোষ ও অপ্রমাণ বলা সর্বথা অব্যক্ত। [ যদি...শ্বেতচেৎ ] প্রমাণভূত  
শাস্ত্র যদি অজ্ঞান অথচ মুমুকু এরূপ চেতনকে “তোমার আত্মা বা তুমি  
অচেতন” এইরূপ উপদেশ করেন, তাহা হইলে সে অবশ্যই তাহা বিশ্বাস

আত্মশব্দোহচেতনে প্রধানেন ন সম্ভবতীত্যুরায়ম্। কৃতঃ ? তন্নিষ্ঠস্য আত্মনিষ্ঠস্য মোক্ষোপ-  
দেশাৎ।—আত্মনিষ্ঠ বা আত্মজ পুরুষের মোক্ষ হইবার উপদেশ থাকার অচেতন প্রকৃতিতে  
আত্মশব্দ প্রয়োগ অসম্ভব। ভাষ্যানুসারে এ কথা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।



তু্যপদেশেৎপ্রমাণভূতং শাস্ত্রম্, স প্রদধানতয়াহঙ্কগোলাঙ্গুল-  
 ত্রায়েন তদাত্মদৃষ্টিং ন পরিত্যজেৎ, তদ্ব্যতিরিক্তক্কাঙ্গানাং ন  
 প্রতিপদ্যেত । তথা সতি পুরুষার্থাদ্বিহন্তেতানর্থকং স্বচ্ছেৎ ।  
 তস্মাদ্ যথা স্বর্গাদ্যর্থিনোহমিহোত্রাদিসাধনং যথাভূতমুপ-  
 দিশতি তথা মুমুক্শোরপি স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো  
 ইতি যথাভূতমেবাঙ্গানমুপদিশতীতি যুক্তম্ । এবঞ্চ সতি  
 তপ্তপরশুগ্রহণমোক্ষদৃষ্টান্তেন সত্যাতিসন্ধস্য মোক্ষোপদেশ

গ্রাহয়িতুমিতি তৎসম্বন্ধং প্রধানমেব স্থপতয়াত্মদেহেন গ্রাহ্যতে শ্বেতকেতু-  
 করিবেক, অঙ্কগোলাঙ্গুল দৃষ্টান্তে (১) অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিবেক,  
 তাহা আয় ত্যাগ করিবেক না, অথচ তদ্ব্যতীত আত্মা জানিতে পারিবেক  
 না; সুতরাং সে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট ও অনর্থগতিপ্রাপ্ত ও নষ্ট হইবে ।  
 [ তস্মাৎ...যুক্তম্ ] অতএব, শাস্ত্র যেমন স্বর্গার্থী পুরুষের প্রতি স্বর্গসাধক  
 যথার্থ অগ্নিহোত্রাদি যাগ উপদেশ করেন, সেইরূপ, মুমুক্শু পুরুষের প্রতিও  
 যথাস্বরূপ আত্মার উপদেশ করিয়া থাকেন । এইরূপ বলাই উপযুক্ত ।  
 [ এবঞ্চ...পদ্যেত ] এরূপ হইলেই তপ্তপরশু গ্রহণ দৃষ্টান্তে (২) সত্যনিশ্চয়

(১) অঙ্কগোলাঙ্গুল নায় যথা;—কোন এক কুটিলমতি একদা এক অরণ্যে এক  
 অসহায় অঙ্ককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্য তুমি এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ দুর্গমবনে কষ্টভোগ  
 করিতেছ? শুনিয়া সে কুটিলমতি বিপদ্রব্ধার প্রত্যাশায় প্রত্যুত্তর করিল, আমি অঙ্ক, দৈব-  
 বিড়ম্বনায় এই দুর্গম বনে বদ্ধহীন ও পতিত আছি, ইহাতে আমার নিতান্ত কষ্ট হইতেছে,  
 ইচ্ছা এই যে, কোনও প্রকারে নগর পথ প্রাপ্ত হইয়া তদবলম্বনে বন্ধুজনসমাকীর্ণ নগরে গিয়া  
 সুখী হইব কিন্তু অনেককাল অতিবাহিত করিয়াও আমি সে পথ লাভ করিতে পারি নাই ।  
 ভাগ্যক্রমে আজ আপনাকে পাইলাম, সুখী হইলাম, অমুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে নগর  
 প্রাপ্তির উপায় বসুন । অনন্তর সেই দুই পুরুষ নিকটে এক বন্য বৃষ বিচরণ করিতে  
 দেখিয়া কষ্টদৃষ্টে তাহার লাঙ্গুল ধারণপূর্বক অঙ্কের হস্তে দিয়া বলিল, তুমি পুং সাবধানে  
 ইহা ধরিয়া থাক, এ তোমাকে নগরে লইয়া যাইবে । সাবধান—যেন ছাড়িয়া দিও না ।  
 অনন্তর সেই পুংস্ব (বন বোঁস) বেদনাপ্রাপ্ত ও মমুষ্যস্পর্শে ভীত হইয়া সবেগে পলায়ন  
 আরম্ভ করিল, নগরপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় অঙ্ক তাহার লাঙ্গুল ছাড়িল না, তাহাতে সে প্রচুর  
 দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে মৃতকল্প ও মোহপ্রাপ্ত হইল ।

(২) পূর্বকালে অগ্নিপরীক্ষা ছিল । অপরাধী বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে ও অন্য  
 প্রমাণ না থাকিলে রাজা তাহার হস্তে দক্ষলোহ অর্পণ করিতেন । সে সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্বক  
 তাহা গ্রহণ করিত । মিথ্যুক হইলে মরিয়া যাইত, সত্য হইলে মরিত না ।

উপপদ্যতে। অন্যথা হ্যমুখ্যে সদাঙ্গতত্রোপদেশেহহমুখ্য-  
মস্মীতি বিদ্যাদিতিবৎ সম্প্রসারাদ্রিমদমনিত্যফলং স্যাৎ, তত্র  
মোক্শোপদেশো নোপপদ্যেত। তস্মান্ন সদগমিত্যঙ্গশব্দস্য  
গৌণত্বম্। ভূত্যে তু স্বামিভূত্যভেদস্য প্রত্যক্ষহাতুপপন্ন  
আত্মশব্দোমমাত্মা তদ্রসেন ইতি। অপি চ কচিৎ গৌণঃ-  
শব্দোদৃষ্ট ইতি নৈতাবতা শব্দপ্রমাণকেহর্থে গৌণী কল্পনা  
স্বায়া স্যাৎ। সর্বত্রানাস্বাসপ্রসঙ্গাৎ।

যত্নত্বং চেতনাচেতনয়োঃ সাধারণ আত্মশব্দঃ ক্রতুজ্ঞান-  
নয়োরিব জ্যোতিঃশব্দ ইতি, তন্ন, অনেকার্থত্বস্যা স্যাৎ।

রক্কতীমিবাতিব স্মৃতাঃ দর্শয়িতুং তৎসমিহিতাং স্থলতারকাং দর্শয়তীমসাব-  
রক্কতীতি। অস্তাং শঙ্কায়ামুত্তরম্।—

ও মোক্ষোপদেশ উপপন্ন হইতে পারে। অন্যথা, অমুখ্যে মুখ্যাত্মার উপ-  
দেশ হওয়াতে তাহা "আমি উক্ত" এতদ্রূপ (৩) বিজ্ঞানের ন্যায় অধ্যাত্ত  
ও অনিত্যফল হয়, তত্ত্বজ্ঞান ও নিত্যফল (মোক্শ) হয় না। সুতরাং  
মোক্শোপদেশ অসঙ্গত হয়। [তস্মাৎ...প্রসঙ্গাৎ] এই সকল কারণে,  
সেই পরম সূক্ষ্ম বা নিত্যত্ব জ্ঞানের সদত্ততে আত্মশব্দের প্রয়োগ গৌণ  
নহে। ভূত্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু স্বামীর ও ভূত্যের  
ভিন্নতা বা পার্থক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তৎকারণে ভূত্যের প্রতি আত্মশব্দের  
প্রয়োগ গৌণ ভিন্ন মুখ্য হয় না। যদিও কোথাও লোকব্যবহারে গৌণ  
প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাই বলিয়া সর্বত্রই শব্দপ্রমাণক অর্থে গৌণ  
কল্পনা করা সঙ্গত বা ন্যায্য নহে। সর্বত্রই গৌণ কল্পনা করিতে গেলে  
কোথাও ও কোনও অর্থে আস্থা থাকিতে পারে না। [যত্নত্বং...  
ন্যায্যত্বাৎ] বলিয়াছে যে, জ্যোতিঃ শব্দ যেমন ক্রতু ও জলন (অগ্নি)  
উভয়বাচক, আত্মশব্দও তেমনি চেতন অচেতন উভয় বোধক। সে  
কথা সঙ্গত নহে। কেন-না, এক শব্দের একদা বহু অর্থ গ্রাহ্য নহে।

(৩) উক্ত্য অর্থাৎ প্রাণ। আমিই প্রাণ, এতদ্রূপে উপাসনা করিবার বিধান আছে।  
এই উপাসনা সম্পৎ-উপাসনানামে প্রসিদ্ধ। সম্পৎ উপাসনার লক্ষণ ও ফল পূর্বে বলা  
হইয়াছে। আরও বলা হইবে।

তস্মাচ্ছেতনবিষয়এব মুখ্য আত্মশব্দশ্চেতনত্বোপচারাঙ্কুতাদিষু  
প্রযুক্ত্যতে ভূতান্বেদ্রিয়াত্বেন চ । সাধারণত্বেহপ্যাত্মশব্দস্য  
ন প্রকরণমুপপদং বা কিঞ্চিন্মিশ্রায়কমন্তরেণাহততরবৃত্তিতা  
নির্ধারয়িতুং শক্যতে । ন চাত্মাহেতেনস্য নিশ্চায়কং কিঞ্চিৎ  
কারণমস্তুি । প্রকৃতস্তু সদীক্ষিতু সন্নিহিতশ্চ চেতনঃ শ্বেত-  
কেতুঃ । ন হি চেতনস্য শ্বেতকেতোরচেতন আত্মা সম্ভবতী-  
ত্যবোচাম । তস্মাচ্ছেতনবিষয় ইহ আত্মশব্দ ইতি নিশ্চী-  
য়তে । জ্যোতিঃশব্দোহপি লৌকিকেন প্রয়োগেণ জ্বলন এব  
রূঢ়ঃ, অর্থবাদপ্রকল্পিতেন তু জ্বলনসাম্যেন ক্রতো প্রবৃত্ত  
ইত্যদৃষ্টান্তঃ । অথবা পূর্ববদ্রূপ এবাত্মশব্দং নিরন্তরমন্তগৌণত্ব-  
সাধারণত্বাশঙ্কতয়া ব্যাখ্যায় ততঃ স্বতন্ত্র এব প্রধানকারণ-

[ তস্মাৎ...য়াত্বেন চ ] অতএব চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের মুখ্য প্রয়োগ,  
আর চেতনাধিষ্ঠান প্রযুক্ত ভূতে ও ইন্দ্রিয়ে তাহার গৌণ প্রয়োগ ।  
[ সাধারণ...বোচাম ] যদিও আত্মশব্দ সাধারণপর বল, উভয়ার্থক বল,  
তথাপি তাহার প্রকরণ বা উপপদ, কোন একটা নিশ্চায়ক ব্যতীত একতর  
বৃত্তিতা ( নির্দিষ্ট অর্থ বোধকতা ) অবধারণ করিতে পার না । প্রস্তাবিত  
স্থলে আত্মশব্দের অচেতন বাচিতার বোধক বা নিশ্চায়ক প্রমাণ নাই ।  
কিন্তু চেতন শ্বেতকেতু নিকটে থাকায় প্রস্তাবিত সতের চেতনতানিশ্চয়  
আছে । সতের চেতনতা নিশ্চয় থাকায় তদ্বিশেষণীভূত আত্মশব্দও চেতন-  
পর, ইহা অবোধে নিশ্চয় হয় । চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বা স্বরূপ অচেতন,  
ইহা কখনই সম্ভব হয় না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি । [ তস্মাৎ...নিশ্চীয়তে ]  
অতএব, কথিতস্থলে চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের প্রয়োগ, ইহা সহজেই  
নিশ্চয় করা যায় । [ জ্যোতিঃ...দৃষ্টান্তঃ ] জ্যোতিঃশব্দ লৌকিকপ্রয়োগে  
অগ্নিতে নিরূঢ় অর্থঃ প্রসিদ্ধ । তবে আর্থবাদিক কল্পনার দ্বারা অগ্নিসাদৃশ্য  
অনুসারে জ্যোতিঃশব্দ কচিৎ যাগাদিতেও প্রযুক্ত হয় । এ নিমিত্ত উহা  
( জ্যোতিঃশব্দ ) দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । [ অথবা...বাচ্যম্ ] কিংবা,  
পূর্ববত্ত্বের দ্বারাই আত্মশব্দের গৌণত্ব শূদ্ধা নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে এ  
স্বত্রে পৃথক রূপে প্রকৃতিকারণবাদ নিরাকৃত হইল । প্রকৃতিকারণ নিরা-

নিরাকরণে হেতুৰ্ব্যর্থ্যঃ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাদিতি ।  
তন্মাত্রাহচেতনং প্রধানং সচ্ছবদবাচ্যম্ ॥ ৭ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছবদবাচ্যম্ ?

### হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥ \*

যদ্যনাত্মৈব প্রধানং সচ্ছবদবাচ্যং স আত্মা তৎ হুমসীতি  
ইহোপদিষ্টং স্যাৎ স তদুপদেশশ্রবণাদনাত্মজ্ঞতয়ং তন্নিষ্ঠো-  
মাভূদिति মুখ্যনাত্মানমুপদিদিক্কুন্তস্য হেয়ত্বং ক্রয়াৎ যথা-

হেয়ত্বাবচনাচ্চ । চকারোহমুক্তসমুচ্চয়ার্থস্তচ্চাত্মকং ভাব্য উক্তম্ ।

অপিচ, জগৎকারণং প্রকৃতা স্বপিতীতাস্য নিরুক্তং কুরুতী প্রতিশেচতন-  
মেব জগৎকারণং ক্রতে । যদি স্বশব্দ আত্মবচনস্তথাপি চেতনস্য পুরুষস্যা-

কারণপক্ষেও “তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ” এই হেতুস্বত্র বাখ্যাত হইতে  
পারে । অতএব প্রধান বা প্রকৃতি কোনও প্রকারে প্রস্তাবিত প্রতিস্থ ( সৃষ্টি  
বোধক প্রতিস্থ ) সং-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না । প্রধান যে সং-শব্দের  
বাচ্য নহে, তৎপ্রতি আরও হেতু আছে । যথা—

[ যদ্যনাত্ম...দৃশ্যতে ] অনাত্মা প্রধান যদি প্রতিস্থ সং-শব্দের গোণ অর্থ  
হইত এবং প্রধানকেই যদি “তৎ হুমসি—তাহাই তুমি”, এই বাক্যের  
দ্বারা চেতন স্বত্বকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইত, তাহা হইলে  
স্বত্বকেতু সেই উপদেশ শ্রবণে অনাত্মজ্ঞ থাকিতেন । অপিচ, প্রতি  
অবস্থাই তাহাকে মুখ্য আত্মা বলিবার নিমিত্ত প্রথমোপদিষ্ট গোণ আত্মার  
ত্যাগ্যতা বলিতেন । যেমন অরুন্ধতী দেখাইবার ইচ্ছার অরুন্ধতী তারার  
নিকটস্থ স্থল নক্ষত্রকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইয়া, পশ্চাৎ তাহা অরুন্ধতী নহে  
বলিয়া প্রত্যাখ্যান পূর্বক প্রকৃত অরুন্ধতীকে দেখান হইয়া থাকে, (১)

\* হেয়ত্বস্ত ত্যাগ্যতায়। অবচনাৎ অনভিধানাৎ চ অপি প্রধানং ন সং-শব্দবাচ্যম্ ।  
ইত্যুক্তার্থঃ ।—ত্যাগোপদেশ না থাকিতে প্রধান সংশব্দবাচ্য নহে । (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

(১) পাণিগ্রহণ সংস্কার সমাপ্ত হইলে পতি নবোচ্চা পত্নীকে অরুন্ধতী-তারা দেখাইবেন,  
এইরূপ বিধান ও শাস্ত্রীয় সন্যাসের অদ্যাপি প্রচলিত আছে । অরুন্ধতী অতি দুর্লভ্য তারা,  
সহজে দেখা যায় না, এবং তাহা সপ্তদিশগুলের (সাত ভেয়ে তারার) এক প্রান্তে থাকে ।  
নববধূ সে তারা চেনে না, দেখ বলিলে দেখিতে পাইবে না, কাহেই তন্মিকটক অন্য এক  
জলন্ত তারা দেখাইয়া, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করান হয়, পশ্চাৎ প্রকৃত অরুন্ধতী দেখান

হরুক্ষতীং দিদর্শয়িষুঃ তৎসমীপস্থাং সূলাস্তারামমুখ্যাং প্রথম-  
মরুক্ষতীতি গ্রাহয়িত্বা তাং প্রত্যাখ্যায় পশ্চাদরুক্ষতীমেব  
গ্রাহয়তি তদ্বদ্যমান্নেতি ক্রিয়াং ন চৈবমবোচৎ। সম্বাদী-  
বগতিনিষ্ঠেব হি ষষ্ঠপ্রপাঠকপরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে। চ-শব্দঃ  
প্রতিজ্ঞাবিরোধাত্ম্যচ্চয়প্রদর্শনার্থঃ। সত্যপি হেয়ত্ববচনে  
প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রসজ্যেত। কারণবিজ্ঞানাক্ষি সর্বং বিজ্ঞাত-  
মিতি প্রতিজ্ঞাতং, উত তমাদেশমপ্রাকোবোনাশ্রুতং শ্রুতং  
ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স  
আদেশোভবতীতি যথা সৌম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগয়ং  
বিজ্ঞাতং স্যাৎপ্রাচারস্তৃণং বিকারো নামধেয়ং মৃন্তিকেত্যেব

হেতেনপ্রধানত্বাপত্তিঃ। অথাত্মীয়বচনস্তথাপ্যচেতনে পুরুষার্থতত্ত্বাত্মী-  
য়েহপি চেতনস্য প্রলয়ানুপপত্তিঃ। ন হি মৃদাত্মা ষট আত্মীয়েহপি পাথসি

শ্রুতি সেক্ষপ পথবর্ত্তিনী না হওয়ায় গোণ আত্মার উপদেশ করেন নাই,  
একবারেই মুখ্য আত্মার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় হয়। সেক্ষপ  
উপদেশ করিলে অবশ্যই গোণ উপদেশের প্রত্যাখ্যান করিয়া দ্বিতীয়বার  
মুখ্য উপদেশ করিতেন। যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠক প্রারম্ভ-  
বধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্তই সংস্করণ মুখ্য আত্মার পর্য্যবসিত দেখা যায়,  
তখন আর দ্বিতীয় উপদেশ আছে, এরূপ কথা বলিতে পারিবে না।

[ চ-শব্দঃ...শ্রবণং ] সূত্রস্থ চ-শব্দ প্রতিজ্ঞাবিরোধরূপ হেতুস্তরের উদ্বাহক।  
অর্থাৎ, ত্যাজ্যতাবচন থাকিলে প্রতিজ্ঞাবিরোধ দোষ হইতে পারে সূতরাং  
ত্যাজ্যতাবচন নাই ইহা চ-শব্দের দ্বারা জানান হইয়াছে। বস্তুতঃ  
ত্যাজ্যতাবচন না থাকায় ঐ উপদেশ মুখ্য, গোণ নহে। শ্রুতি প্রথমেই  
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কারণ জ্ঞান হইতেই সমুদয় কার্য বস্তুর জ্ঞান হয়।  
যথা—ঋতকেতুঃ স্কন্ধকুলবাস সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলে পিতা তাহাকে

হৃদাঘা হয়। এই ব্যবহার হইতে অরুক্ষতী প্রদর্শন ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই অনুরূপ  
শাখাচক্র ন্যায়। শাখাচক্র ন্যায়ের উদাহরণ এইরূপ। বালক চন্দ্র চেনে না। কিন্তু উপ-  
দেষ্টা তাহাকে কোশলে চাঁদ দেখান। তিনি বলেন, ঐ দেখ, গাছের ডালে চাঁদ। বালকের  
দৃষ্টি তদনুসারে বৃক্ষশাখার স্থির হয়। পরে সে চাঁদ দেখে। ক্রমে সে চাঁদ কোথায় ও কি  
জাহাণ্ড জানিতে পারে।

সত্যম্, এবং সৌম্য স আদেশোভবতীতি বাক্যোপক্রমে  
প্রবণাৎ। ন চ সচ্ছন্দবাচ্যে প্রধানেন ভোগ্যবর্গিকারণে  
হেয়ত্বেনাহেয়ত্বেন বা বিজ্ঞাতে ভোক্তৃবর্গোবিজ্ঞাতোভবতি  
অপ্রধানবিকারত্বাভ্যোক্তৃবর্গস্ত। তস্মান প্রধানং সচ্ছন্দ-  
বাচ্যম্ ॥ ৮ ॥

কৃতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছন্দবাচ্যং,

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥ \*

প্রলীর্ণতে, অপি স্বাত্মভূতারাং মৃদোব। ন চ রজতমনাস্বভূতে হস্তিনি  
প্রলীর্ণতে, কিং স্বাত্মভূতারাং শুদ্ধাবেবেতাহ।—

জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি কি শুদ্ধকে সেই বস্তু জিজ্ঞাসা করিয়া  
ছিলে? যে বস্তু শুনিলে সমস্ত শুনা হয়, বাহা জানিলে সমস্ত জানা হয়,  
মনন করিলে সমস্ত মনন করা হয়?” যেতকেতু বলিলেন, “ভগবন্! কি  
প্রকারে সে আদেশ সম্ভবে?” পিতা প্রত্যুত্তর করিলেন, “সৌম্য! যেমন  
এক মুংপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃন্ময় জানা হয়, সেইরূপ। বিকার সকল  
বাক্যারভা অর্থাৎ বাক্যাবোধ্য নাম মাত্র; সূত্ররাং মিথ্যা, স্তম্ভিকাই  
তাহার সত্য। হে সৌম্য! চন্দ্রবৎপ্রিয়দর্শন! সে আদেশ অর্থাৎ সে বস্তু  
তদ্রূপ।” (২) [ন চ... বাচ্যম্] হেয়রূপেই হউক, আর অহেয়রূপেই হউক,  
ভোগ্য সমূহের কারণীভূত প্রধানের জ্ঞান হইলে যে ভোক্তৃসমূহের জ্ঞান  
হয়, ভোক্তা জানা হয়, তাহা হয় না। কেননা, ভোক্তৃসমূহ (ভোগকর্তা  
জীবসংঘ) প্রধানের বিকার বা কার্য্য নহে। এতাবত ইহাই সিদ্ধ হইতেছে  
যে, প্রধান সংশয়ের বাচ্য নহে। অপিচ, অস্ত্র হেতু থাকাতোও প্রধান  
সংশয়ের বাচ্য নহে, জগৎকারণও নহে। যথা—

(২) ঋতি এবংক্রমে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব-  
বিজ্ঞান হয় বলিয়াছেন। এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায়, যদি কারণমাত্রের সত্যতা ও কার্য্যের  
অসত্যতা থাকে। ঋতি বিকারের অর্থাৎ কার্য্যের মিথ্যাত্ব নির্ণয় করিয়া কারণমাত্রের  
সত্যতা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বলিতে হয়, বাহা জগৎকারণ তাহাই সত্য ও  
নির্বিকার। তোমার প্রধান নির্বিকার নহে; সর্বিকার এবং সর্বিকার বলিদ্বা ঋতি  
মতে তাহা মিথ্যা বা ভুল। কাষেই বলিতে হইতেছে, প্রধান বা প্রকৃতি সত্যত্ব সংশয়ের  
বাচ্য নহে; সূত্ররাং জগৎকারণও নহে।

স্মিন্ অপ্যায়; লয়: তস্মাৎ। স্মৃতিকালে জীবস্য স্মিন্ বরুণে আত্মনি লয়প্রবণাৎ

তদেব সচ্ছন্দব্যচ্যং কারণং প্রকৃত্য শ্রুয়তে, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিত্তি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নোভবতি স্বম-  
পীতোভবতি তস্মাদেনং স্বপিত্তীত্যাচক্ষতে স্বং হপীতোভব-  
তীতি । এষা শ্রুতিঃ স্বপিত্তীত্যেতৎ পুরুষস্য লোকপ্রসিদ্ধং  
নাম নির্বক্তি । স্বশব্দেনেহাশ্রোচ্যতে । যঃ প্রকৃতঃ সচ্ছন্দ-  
ব্যচ্যস্তমপীতোভবতি অপিগতোভবতীত্যর্থঃ । অপিপূর্বক-  
স্যেতেন্নার্যর্থঃ প্রসিদ্ধং, প্রভবাপ্যাবিত্যুৎপত্তিশ্রলয়য়োঃ  
প্রয়োগদর্শনাৎ । মনঃপ্রচারোপাধিবিশেষসম্বন্ধাদিঙ্গিয়ার্থান্

সুবৃণ্তৌ জীবস্য সদাশ্মনি স্বস্মিন্ অপ্যশ্রবণাৎ সচেতনমেবিত্তি সূত্র-  
বোজনা । এতৎ স্বপনং যথাস্যাৎ তথা যত্র সুবৃণ্তৌ স্বপিত্তীতি নাম ভবতি  
তদা পুরুষঃ সতা সম্পন্ন একীভবতি । সৈদেকোহপি নামপ্রবৃতিঃ কথং  
তত্রাহ—“স্ব”মিতি । তত্র লোকপ্রসিদ্ধিমাং—“তস্মা”দিত্তি । হি যস্মাৎ  
সদাশ্মনাং অপীতোভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ । শ্রুতেন্ত্রাৎপর্য্যমাহ—“এষা”  
ইত্যাদিনা । ইত্বেধাতোৰ্গত্যর্থস্য অপি-পূর্বস্য লয়ার্থত্বেহপি কথং নিত্যস্য  
জীবস্য লয় ইত্যশঙ্ক্য উপাধিলয়াদিত্তি বক্তুং জাগ্রৎস্বপ্নয়োরুপাধিত্বমাহ—

[ তদেব...দর্শনাৎ ] শ্রুতি সংশ্লষ্য বাচ্য জগৎকারণের উল্লেখ করিয়া  
বলিয়াছেন, “সুপ্তিকালে এই পুরুষের “স্বপিত্তি” নাম হয় এবং সেই সময়ে  
ইনি সংসম্পন্ন বা স্বরূপ প্রাপ্ত হন । অর্থাৎ তিনি সতের সহিত একীভূত  
হন । যেহেতু ইনি স্বরূপে অপীত হন, লীন হন, সেই হেতু ইহাকে  
“স্বপিত্তি” বলে ।” এই শ্রুতি এতদ্রূপে পুরুষের বা আত্মার লোক প্রসিদ্ধ  
স্বপিত্তি নামের নির্বচন (ব্যুৎপত্তি) দেখাইয়াছেন এবং “স্ব”-শব্দের দ্বারা  
আত্মাই বলিয়াছেন । অতএব, বাহ্য প্রকরণপ্রতিপাদ্য, তাহাই প্রকৃত ও  
সংশ্লেষ বাচ্য এবং জীব তাহাতেই অপীগত হয়, এইরূপ অর্থ লক্ষ্য হইল ।  
অপি-পূর্ব ই-ধাতুর অর্থ লয়, ইহা প্রসিদ্ধ । শাস্ত্রেও সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে  
“অপ্যশ্র” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ।

[ মনঃ...ভ্যচ্যতে ] ইঙ্গিরের দ্বারা মনের বিষয়াকারী বৃত্তি জন্মে ; সেই  
ন সংশ্লষ্যবাচঃ প্রদানমিতি সূত্রাকরাণামর্থঃ ।—সুপ্তিকালে জীব আপন স্বরূপে লীন হয়,  
সেই স্বরূপ সং ও আত্মা, স্তব্ধতাং সংশ্লষ্য আত্মারই বাচক, প্রদানের বাচক নহে । ( ভাষ্য-  
স্ববাদ দেখ ) ।

গুরুঃস্তবিশেষাপমোজীবোজাগতি, তদ্বাসনাবিশিষ্টঃ স্বপ্নান্  
পশ্যন্তনঃশব্দবাচ্যোভবতি । স উপাধিব্রয়োপরমে স্তব্ধ-  
বস্থাযানুপাধিকৃতবিশেষাভাবাৎ স্বাভ্যনি প্রলীন ইবেতি স্ব-  
হৃদীতোভবতীত্যাচ্যতে । যথা হৃদয়শব্দনির্ব্বচনং ত্রুত্যা  
দর্শিতং, স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্মৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়-

“মন” ইতি । ঐজিয়কমনোবৃত্তয় উপাধয়ঃ । তৈর্ঘটাদিহুলার্থবিশেষাণাং  
আত্মনা সম্বন্ধাৎ আত্মা তানি জিয়ার্থান্ পশ্যন্ স্থলবিশেষেণ দেহেনৈক্য-  
ভ্রান্তিমাগমো বিশ্বসংজ্ঞোজাগতি । জাগ্রদ্বাসনাপ্রয়মনোবিশিষ্টঃ সন্ তৈজস  
সংজ্ঞঃ স্বপ্নে বিচিত্রবাসনাসহকৃতমায়াপরিণামান্ পশ্যন্ ‘সৌম্য । তদ্বনঃ’  
ইতি ক্রতিত্বমনঃশব্দবাচ্যো ভবতি । স আত্মা স্থলস্থলোপাধিব্রয়োপ-  
দেহং নরঃ কৰ্ত্তেতি বিশেষাভিমানাহভাবাৎ লীন ইত্যাচ্যাত ইত্যর্থঃ । নহ  
স্বপিতীতিনামনিরুক্তেবর্থবাদহাৎ ন যথার্থতা ইত্যত আহ—“যথা” ইতি ।  
তত্র হৃদয়শব্দস্ত তদ্বিনির্ব্বচনম্ । তদশিতময়ং ত্রুবীকৃত্য নয়ন্তে অরয়ন্তীত্যাপ

সকল মনোবৃত্তিব নাম মনঃপ্রচার । আত্মা সেই মনঃপ্রচারে উপহিত বা  
ততাদাত্মা প্রাপ্ত হইয়া ইজিয়গ্রাহ স্থল বিষয় গ্রহণ করতঃ জাগ্রৎ আত্মা  
প্রাপ্ত হন । আবাব তিনিই সেই জাগ্রদ্বাসনাবিশিষ্ট মনোমাজে উপহিত  
হইয়া স্বপ্ন অনুভব করেন । জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই উপাধি যখন থাকে না,  
বিলীন হয়, তখন তিনি স্তপ্ত হন । স্তপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ স্তব্ধস্থিকালে মনের  
বৈচিত্র্য থাকে না, স্তব্ধ অজ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি থাকে না, কাষেই  
এই কালে আত্মা বিস্পষ্ট ও বিচিত্র মনোবৃত্তিরূপ উপাধির অভাবে আপন  
স্বরূপ প্রাপ্তেব ত্র্য হন অথবা আপনাতে আপনি লীন হন । ( মনোবৃত্তির  
লবে আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি ও জীবের লব এবং মনের প্রচাবে আত্মার  
প্রচাব বা উত্থান কল্পিত হয় ) । ক্রতি এই তথ্য উপদেশ করিবার জন্যই  
আত্মার “স্বপিত্তি” নাম দিয়া বলিয়াছেন । যেহেতু তিনি স্বং অপীতো-  
ভবতি অর্থাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হন অথবা আপন স্বরূপে গিয়া লীন  
হন, সেই হেতু তাঁহাকে “স্বপিত্তি” বলা যায় । [ যথা . দর্শয়তি ] ক্রতি  
যেমন হৃদয়-শব্দেব ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন (১), অশনার্য ও উদজ্ঞা শব্দের

(১) হৃদি অরং হৃদয় । যে হেতু সেই আত্মা এই হৃদয়ে, সেই হেতু ইহার অন্য নাম  
হৃদয় । বহোবচ্যে পুণ্ডরীকাকার মাংসখণ্ড, তদ্বাচ্যে আকাশ, সেই আকাশই আত্মার উপ-



মিতি, তস্মাদ্ভূতমিতি, যথা চাশনায়োদন্যাশব্দপ্রবৃতিমূলং  
দর্শয়তি ঐতিহ্যং, আপএব তদশিতং নয়ন্তে তেজএব তৎ পীতং  
নয়ত ইতি চ, এবং স্বমাত্মানং সচ্ছন্দবাচ্যমপীতোভবতীতি  
ইমমর্থং স্বপিতিনামনির্বচনেন দর্শয়তি। ন চ চেতন  
আত্মাহচেতনং প্রধানং স্বরূপত্বেন প্রতিপদ্যেত। যদি পুনঃ  
প্রধানমেবাত্মীয়ত্বাৎ স্বশব্দেনোচ্যেত, এবমপি চেতনো-  
হচেতনমপ্যেতীতি বিরুদ্ধমাপদ্যেত। ঐত্যন্তরঞ্চ, প্রাজ্ঞে-  
নাত্মনা সম্পরিষত্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি,

এবাহশনাপদার্থঃ। তৎপীতমুদকং নয়তে শোষণয়তি ইতি তেজ এবোদন্তম্।  
অত্র দীর্ঘশ্বান্বসঃ। এবমিদমপি নির্বচনং যথার্থমিত্যাহ—“এব”মিতি।  
ইদঞ্চ প্রধানপক্ষে ন যুক্তমিত্যাহ—“ন চে”তি। স্বশব্দস্যাত্মনীবাত্মীয়ত্বমপি

নির্বচন দেখাইয়াছেন, (২) তেমনি, সং-শব্দ বাচ্য আত্মার “স্বপিত”  
নামেরও প্রোক্ত প্রকার নির্বচন (ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ তজ্জপ নাম হওয়ার  
কারণ) বলিয়াছেন (৩)। ঐ নির্বচন প্রকৃতিপক্ষে সঙ্গত হয় না। [ন চ...  
পদ্যতে] আত্মা প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অচেতন হন, এ অর্থ সর্বথা  
অযুক্ত। যাহা চেতন তাহা কখনও অচেতন হয় না। [যদি...মাপদ্যেত]  
স্ব-শব্দের “আত্মসম্বন্ধীয়”-অর্থ থাকে থাকুক, কিন্তু এখানে সে অর্থ (আত্ম-  
সম্পর্কবিশিষ্ট প্রকৃতি এরূপ অর্থ) করিতে পার না। তাহার হেতু এই যে,  
চেতন অচেতন হয় অথবা চেতন অচেতনে লয় হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।  
[ঐত্যন্তরং...প্রধানম্] অতীত ঐতিহ্য ও স্মৃতিকালে জীবের “স্মৃতিকালে  
জীব প্রাজ্ঞস্বরূপে পরিষত্ত হওয়ার বাহ্য ও আন্তর কোনও পদার্থ জানিতে  
লক্ষি হান, ধ্যানের বা উপাসনার স্থান। এই তাৎপর্য্য ঐ প্রকার বাগ্ভঙ্গীর দ্বারা লক্ষ হয় বা  
হইতেছে।

(২) জল অশ্লিত দ্রব্য অর্থাৎ ভূত্বান সকল দ্রব্য করিয়া জীর্ণ করে, পরিপাক করে, তাই  
তাহাকে “অশ্লিত” বলা হয়। তেজঃ পীতজলের শোষণ করে, তাই তাহা উদনা নামে উক্ত  
হয়। পরিপাক হইলে সুধা বা ভোজনস্পৃহা জন্মে বলিয়া লৌকিক অভিজ্ঞানে অশ্লিত  
শব্দের অর্থ বৃত্তান্ত। এবং তেজঃ দ্বারা পীতজল শুদ্ধ হইলে পুনর্বার জলপানের ইচ্ছা হয়  
বলিয়া উদনা শব্দের লিপ্যাদা নামও প্রচারিত আছে।

(৩) ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ও বিশ্বাস এই যে, ঐতর্য্য ঐ সকল নির্বচন বা ব্যুৎপত্তি  
স্বার্থ। অর্থাৎ সত্য। স্মৃতিদ্বারা অসম্ভব সত্য বা যথার্থ অর্থ পরিভ্রাণ করা সর্বথা অযুক্ত।

স্বপ্নপ্ৰবন্ধায়াং চেতনে অপ্যায়ং দর্শয়তি । অতো যন্নিয়-  
প্যায়ঃ সর্ব্বেষাং চেতনানাং তচ্চেতনং সচ্ছন্দবাচ্যং জগতঃ  
কারণং ন প্রধানম্ ॥ ৯ ॥

কৃতশ্চ ন প্রধানং জগতঃ কারণং,

গতিসামান্যাং ॥ ১০ ॥\*

যদি তার্কিকসময় ইব বেদান্তেষুপি ভিন্না কারণাবগতি-  
রভবিষ্যৎ কচিচ্ছেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং কচিদচেতনং  
প্রধানং কচিদন্যদেবেতি, ততঃ কদাচিৎ প্রধানকারণবাদানু-  
রোধেনাপি ঈক্ষত্যাदिশ্রবণমকল্পয়িষ্যৎ, ন ত্বেতদন্তি । সমা-

শক্তিরন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—“যদি” ইতি । প্রাজ্ঞেন বিষচেতন্তেনেধবেণ সংপবি-  
ষক্তো ভেদভ্রমাভাবেনাভেদ ইত্যর্থঃ । [ ইতি বস্তুপ্রভা টীকা । ]

গতিরবগতিঃ । “তার্কিকসময় ইব” ইতি । যথা হি তার্কিকাণাং সময়-

পাবে না” ইত্যাদিক্রমে চেতনে লীন হওয়াব প্রণালী দর্শিত হইয়াছে ।  
অতএব, যে-চেতন্তে সমুদয় জীবের বা জীবধর্ম্মের অপ্যায় হয়, সেই ঈশ্বর  
চেতন্তই সংশদের বাচ্য ও জগতের হেতু বা মূল কাবণ । প্রকৃতি যে জগৎ-  
কারণ নহে, তৎপক্ষে অন্য হেতুও আছে । যথা—

[ যদি...গতিঃ ] তার্কিকদিগের শাস্ত্রে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জগৎকারণ (১)  
বিজ্ঞাপিত আছে, বেদান্তে যদি সেরূপ হইত বা থাকিত, তাহা হইলে না-হয়  
কষ্টনষ্টে প্রকৃতিকাবণবাদ বক্ষার্থ ঈক্ষতি প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকৃতিপর  
করিয়া লইতে । কিন্তু বেদান্তে তাহা বা সেরূপ নাই । অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে  
সেরূপ বিভিন্ন কারণ বিজ্ঞাপিত হয় নাই । প্রমাণ কব, দেখিতে পাইবে,

\* গতিঃ অবগতিঃ । তস্যাঃ সামান্য সমানতা । তস্যাং । যস্যাং সর্ব্বেষুপি বেদান্ত-  
বাক্যে সমান চৈতন্যকারণাবগতিঃ, তস্যাচ্ছেতন এষ জগৎকারণঃ । নান্যমিতি হুত্রার্থঃ ।  
যেহেতু সমুদায় সৃষ্টিবোধক বোধ্যবাক্যে সর্ব্বানরূপে চেতনেরই জগৎকারণতা প্রতিষ্ঠিত হয়,  
সেই হেতু চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অন্য কিছু (এধান বা পরমাপু প্রভৃতি) নহে ।

(১) কোন তার্কিকের শাস্ত্রে চেতন পরমেশ্বর, কোন তার্কিকের শাস্ত্রে অচেতন প্রধান,  
কোন তার্কিকের শাস্ত্রে অচেতন পদার্থ ।

নৈব হি সর্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ, যথাশ্চৈক্যলভঃ  
 সৰ্বা দিশো বিস্কুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতন্মাদাত্মনঃ  
 সৰ্বৈ প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো  
 লোকা ইতি, তন্মাদ্বা এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি,  
 আত্মন এবৈদং সৰ্বমিতি, আত্মন এষ প্রাণোহজায়ত ইতি  
 চাত্মনঃ কারণত্বং দর্শয়ন্তি সৰ্বৈ বেদান্তাঃ । আত্মশব্দশ্চ  
 চেতনবচন ইত্যবোচাম । মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতৎ বদে-  
 দান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমানগতিত্বং চক্ষুরাদীনামিব

ভেদেষু পরস্পরপবাহত্বার্থতা, নৈবং বেদান্তেষু পরস্পরপবাহতিঃ । অপি তু  
 তেষু সৰ্বত্র জগৎকাবণচেতন্তাবগতিঃ সমানতি । “চক্ষুরাদীনামিব রূপা-

সমুদায় বেদান্তবাক্যে সমানরূপে চেতনকাবণবিষয়ক জ্ঞান নিহিত আছে ।  
 [ যথা বোচাম ] যথা—“যজ্ঞপ, অলমান বহি হইতে বিস্কুলিঙ্গ প্রাপ্তভূত  
 হয়, হইয়া সৰ্বদিক্ গমন করে, সেইরূপ, পরমাত্মা হইতে প্রাণ সকল  
 ( ইন্দ্রিয় সকল ) আবির্ভূত হয়, হইয়া স স্ব স্থানে ( আপন আপন  
 গোলকে ) গিয়া স্থিতি কবে । এইরূপ প্রাণসৃষ্টিব পর তদনুগ্রাহক দেব-  
 তায় ( স্বৰ্গাদির ) সৃষ্টি হয়, এবং সেই সেই সৃষ্টদেবতা হইতে লোক  
 অর্থাৎ ভোগা সকল জন্মে ।” “সেই এই আত্মা হইতেই এই আকাশ  
 আবির্ভূত হইয়াছে ।” “যে কিছু জ্ঞেয় বা যে কিছু জ্ঞানগম্য, সমুদায়ই  
 আত্মা হইতে হইয়াছে ।” “এই প্রাণ আত্মা হইতেই জন্মে ।” ইত্যাদি  
 ইত্যাদি অনেক বেদান্তবাক্য আছে, এ সকলের কোনও বাক্য অচেতন-  
 কাবণ বোধক নহে । সমুদায়ই আত্মকাবণ-বোধক । আত্মশব্দ যে চেতন-  
 বাটী, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । [ মহচ্চ রূপাদিষু ] যেমন রূপাদি  
 বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমান গতি, তৎকাবণে যেমন রূপাদি জ্ঞানে  
 চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য অটল, তেমনি, চেতনকাবণবিষয়েও বেদান্ত-  
 বাক্য সমূহের সমান গতি ( বোধিকা শক্তি সমান ) এবং সেই সমান  
 গতিত্বহেতুক তত্ত্বাবত্তের প্রামাণ্যও অকাট্য । (২) [ অতো...কাবণম্ ]

(২) এক জনের চোক বাহ্য দেখে, আর আর জনের চোক বারি ঠিক তাহাই দেখে, তাহা  
 হইলে যেমন তাহা মিথ্যা বলিতে পারে না, যথার্থ বলিতে বাধ্য হও, তেমনি, এক

রূপাদিষু । অতোগতিসামান্যাৎ সৰ্ব্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম জগতঃ  
কারণম্ ॥ ১০ ॥

কুতশ্চ সৰ্ব্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্,—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥ \*

স্বশব্দেনৈব সৰ্ব্বজ্ঞ জৈশ্বরোজগতঃ কারণমিতি শ্রুয়তে  
খেতাস্থতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি । সৰ্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য, স কা-  
রণং করণাধিপাধিপোন চাস্য কশ্চিচ্ছ্রুতমিত্যন্যে ন চাধিপ ইতি ।  
তস্মাৎ সৰ্ব্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম জগতঃ কারণং নাচেতনং প্রধানমন্য-  
ত্বেনৈব সিদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

দিষু” । যথা হি সৰ্ব্বেষাং চক্ষুঃপথেব গ্রাহয়তি ন পুনাবসাদিকং কস্যচিদ-  
শয়তি কস্যচিদ্রূপম্ । এবং বসনাদিষুপি গতিসামান্যাৎ দর্শনীয়ম্ ।

তদৈক্যতেত্যত্র জৈশ্বর্যমাত্রং জগৎকারণস্য শ্রুতং ন তু সৰ্ব্ববিষয়ম্ । জগৎ-  
কাবণসম্বন্ধিতবা তু তদর্থ্যং সৰ্ব্ববিষয়মবগতং খেতাস্থতরাণামুপনিষদি সৰ্ব্বজ্ঞ  
জৈশ্ববোজগৎকাবণমিতি সাক্ষাত্ত্বমিতি বিশেষঃ ।

প্রদর্শিত হেতুতে ইহাই হিব হইল যে, সৰ্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ, অন্য  
কেহ নহে । ব্রহ্মের জগৎকারণতাপক্ষে আরও হেতু আছে । যথা—

[ স্ব...ইতি ] “জৈশ্বর জগৎকাবণ” এ কথা শ্রুতি স্ব-শব্দের দ্বারা অর্থাৎ  
চেতনবাচক শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন । খেতাস্থতর উপনিষদে “জৈশ্বর সৰ্ব্বজ্ঞ”  
এইরূপ উপদেশের পর কথিত হইয়াছে “সেই সৰ্ব্বজ্ঞ জৈশ্বরই জগৎকাবণ  
এবং জীবগণের অধিপতি । তাঁহার জনক নাই এবং অধিপতিও নাই ।”  
[ তস্মাৎ...সিদ্ধম্ ] এ হেতুতেও ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, প্রধানের  
অথবা অন্য কোন অচেতনের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না ।

বেদান্তবাক্য যাহা বলে, অন্য বাক্য যদি ঠিক তাহাই বলে, তবে তাহাও উক্ত দৃষ্টান্তে সত্য  
হইবে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না । বাক্য হইবা সত্য বলিতে হইবে । অর্থাৎ চেতনকারণ-  
বাদকেই সত্য বলিয়া স্বীকার কবিত্তে হইবে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না ।

\* সৰ্ব্বজ্ঞমীশ্বরঃ প্রকৃত্য, স সৰ্ব্বজ্ঞঃ কারণমিতি শ্রুত্যা । অভিহিতত্বাৎ নাচেতনং প্রধানং  
জগৎকারণমিতি সূত্রার্থঃ ।—খেতাস্থতর শ্রুতিতে সৰ্ব্বজ্ঞ জৈশ্বর জগৎকাবণ, এইরূপ অভিহিত  
বা উক্ত হওয়াব চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় ।

জন্মাদ্যস্য যত ইত্যারভ্য ঐতদ্ব্যাক্ত্যেত্যেবমন্তেষু সূত্রে-  
 যান্যুদাহৃতানি বেদান্তবাক্যানি তেষাং সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বশক্তি-  
 রীশ্বরোজ্জগতোজ্জন্মস্থিতিলয়কারণমিত্যেতস্যার্থস্য প্রতিপা-  
 দকৃত্বং ন্যায়পূৰ্ব্বকং প্রতিপাদিতং । গতিসামান্যোপন্যাসেন  
 চ সৰ্ব্বং বেদান্তাশ্চেতনকারণবাদিন ইতি ব্যাখ্যাতম্ । অতঃ  
 পরস্য গ্রন্থস্য কিমুত্থানমিত্যুচ্যতে । দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে  
 নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সৰ্ব্বোপাধি-  
 বর্জিতম্ । যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইतरং পশুতি,  
 যত্র ত্বস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ, যত্র নান্যৎ

উত্তবস্তুত্রসন্দৰ্ভমাক্ষিপতি ।—“জন্মাদ্যস্য যত ইত্যারভ্য” । ব্রহ্ম দ্বিজ্ঞা-  
 সিতবামিতি প্রতিজ্ঞাতং, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যং, শাস্ত্রঞ্চ সৰ্ব্বজ্ঞে সৰ্ব্বশক্তৌ  
 জগৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়কাৰণে ব্রহ্মণ্যেব প্রমাণং ন প্রধানাদাবিতি ন্যাযতো-  
 ব্যুৎপাদিতম্ । ন চান্তি কশ্চিৎবেদান্তভাগোযন্তদ্বিপরীতমপি বোধয়েদিতি  
 চ গতিসামান্যাদিত্যুক্তম্ । তৎকিমপরমবশিষ্যতে যদর্থমুত্তরস্তুত্রসন্দৰ্ভস্য-  
 বতারঃ স্যাদিতি । “কিমুত্থানমিতি” কিমাক্ষেপে । সমাধস্তে ।—“উচ্যতে  
 দ্বিরূপং হি” ইতি । যদাপি তত্ত্বতানিরন্তরমন্তোপাধিকপং ব্রহ্ম তথাপি ন  
 তেন রূপেণ শক্যমুপদেষ্টুমিত্যুপহিতেন রূপেণোপদেষ্টব্যমিতি । তত্র চ ক-

[ জন্মা.. উচ্যতে ] প্রথম সূত্র হইতে “ঐতদ্ব্যাক্ত্যং” সূত্র পর্য্যন্ত যে-সকল  
 বেদান্তবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, সে সকলের প্রতিপাদ্য সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বশক্তি  
 ইশ্বর এবং তিনিই এই জড়জগতের মুখ্য কারণ, ইহা যুক্তিপূৰ্ব্বক প্রতিপাদিত  
 হইয়াছে । অপিচ, সৃষ্টিবোধক যত বেদান্তবাক্য আছে, সে সমুদায়ই যে  
 চেতনকারণবাদী, তাহা “গতিসামান্যং” সূত্রের দ্বাৰা নির্ণীত হইয়াছে ।  
 অতএব, এক্ষণে আর এমন কি বলব্য আছে যে তাহার জন্য অতঃপর-গ্রন্থেব  
 অর্থাৎ অন্যান্য সূত্র বলিবাব প্রয়োজন আছে? বলিতেছি । [ দ্বি...  
 বর্জিতম্ ] ঐতিহ্যে দ্বিবিধ ব্রহ্ম অভিহিত হইতে দেখা যায় । এক সত্ত্বণ, অপর  
 নিগুণ । যাহা নামরূপাত্মক বিকার বিশেষে উপহিত, তাহা সত্ত্বণ এবং  
 যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ উপাধি বা উপাধিসম্বন্ধরহিত, তাহা নিগুণ ।  
 কথা—[ যত্র...বাক্যানি ] “যখন দ্বৈততুল্য ( কল্পিত ভেদ বা উপাধিবৃত্ততা )  
 ছয়, বা ঘটে, তখনই অন্য অন্যকে দেখে । কিন্তু স্বখন এ সমুদয় আত্ম-

পশ্যতি নান্যচ্চ গোতি নান্যং বিজান্নাতি স ভূমা, অথ যজ্ঞা-  
শ্চ পশ্যত্যন্যচ্চ গোত্যন্যবিজান্নাতি তদব্জং, যোবৈ ভূমা তদ-  
মৃতং, অথ যদব্জং তদ্ব্যর্থং, সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীমতী  
নামানি কৃৎস্নাতিবদন্ যদাস্তে, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নির-  
বদ্যং নিরঞ্জনম্, অমৃতম্ পরং সেতুং দন্ধেজ্জনমিবানলং, নেতি  
নেতি, অস্থূলমনগ্ৰহস্থমদীৰ্ঘমিতি, ন্যূনমশ্চাৎ স্থানং, সম্পূর্ণ-  
মন্যং ইতি চৈবং সহস্রশোবিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো-

ভূত হয়, আত্মা বলিয়া অমৃতভূত হয়, তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে ?  
“যৎস্বরূপে অন্য দর্শন নাই, অন্য শ্রবণ নাই, অন্য বিজ্ঞান নাই, অর্থাৎ  
কোন প্রকাব ভেদব্যবহারের উপযোগ নাই, সেই স্বরূপই ভূমা অর্থাৎ  
ব্রহ্ম। আব বাহাতে বা যে-কালে অথবা যৎস্বরূপে অন্য দর্শন হয়, ভেদদর্শন  
বা নানা জ্ঞান হয়, বহু অনান্যপদার্থ দৃষ্ট ক্ষত ও বিজ্ঞাত হয়, তাহা ভূমা  
নহে, তাহা অল্প। বাহা ভূমা তাহা অমৃত অর্থাৎ অনশ্বর বা নিত্য। আর  
বাহা অল্প অর্থাৎ পবিত্র, তাহা মর্ত্য। নশ্বর বা অনিত্য।” (১) “সেই  
ধীর (পরমাত্মা) নানারূপ সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নামকরণ করতঃ স্বসৃষ্ট  
বুদ্ধাদিতে প্রবিষ্ট বা আবিষ্ট হইয়া জীবভাবে বিরাজ করিতেছেন।” (এটা  
সত্ত্ব ব্রহ্ম বোধক বাক্য)। “যিনি নিষ্কল—নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়—অপরিণামী,  
নিরবদ্য—নির্দোষ, নিরঞ্জন—ভ্রমোবর্জিত, মোক্ষের সেতু ও শাস্ত অর্থাৎ দন্ধ-  
কাষ্ঠ বলিহ্ন আর নির্মাণপ্রাপ্ত।” (২) (এটা নিগুণ ব্রহ্মবোধক বাক্য)। “তিনি  
ইহা নহেন, তাহা নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন।

(১) এই নিত্য ভূমাই নিগুণ ব্রহ্ম। অল্প বা উপাধিপূর্ণিত ব্রহ্মই সত্ত্ব ব্রহ্ম। ভূম-ব্রহ্ম  
সাক্ষাৎকাল কালে জগদদর্শন হয় না। জগৎ তখন আত্মভাবে পর্য্যবসিত হয়। তখন কেবল  
এক অনন্ত ও অহির চিৎপ্রবাহমাত্র বিদ্যমান থাকে। হুতরাং তাহা ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম।  
কোন প্রকার ভেদ না থাকায় এই ভূমব্রহ্ম নিগুণ ব্রহ্ম নামে পরিচিত। উপাধি সকল অল্প  
অর্থাৎ পরিহ্রিত ও অনিত্য। হুতরাং তদ্রূপধান কালে তিনি (ব্রহ্ম) অল্প। এই অল্প বা  
পরিহ্রিত ব্রহ্ম উপাধিগুণে ভগবান্, হুতরাং সত্ত্ব। ব্রহ্মেরই সোপাধিকত্বকালে বা গুণবস্ত-  
কালে বৈভবদর্শন হয়। বৈভবদর্শনের মূল কারণ উপাধি। এই উপাধি অনিত্য ও সত্ত্ব।

(২) অনল কাষ্ঠদ্রব্য হইলেই নির্মাণ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মও অবিদ্যাবোধে সত্ত্ব থাকেন,  
আবার অবিদ্যা মুক্ত হইলে নিগুণ হন। অনল স্বাপ্নিত কাষ্ঠ বিনাশ করিয়া অবশেষে  
আপনি বিনষ্ট হয়, অবিদ্যাও বোদ্ধুত সংসার নষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি । তত্রাবিদ্যাবস্থায়াত্রঙ্গণ  
উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্বোব্যবহারঃ । তত্র কানিচিৎ  
ত্রঙ্গণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি  
কানিচিৎ কর্মসমুদ্যর্থানি । তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন  
ভেদঃ । এক এব তু পরমাত্মেশ্বরস্তৈস্তৈর্গুণবিশেষৈর্বিশিষ্ট

চিহ্নপাধির্বিবক্ষিতঃ । তদুপাসনানি “কানিচিদভ্যুদয়ার্থানি” মনোমাত্রসাধন-  
তরাহ্ণ পঠিতানি । “কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্মসমুদ্যর্থানি” ।  
কচিৎ পুনরুক্ত্যোপাধিরবিবক্ষিতো যথাহৈতৈবাহ্মমরাদয় আনন্দময়াস্তাঃ  
পঞ্চকোশাঃ । তদত্র কস্মিন্মুপাধির্বিবক্ষিতঃ কস্মিন্নেতি নান্যাপি বিবেচিতম্ ।  
তথা গতিসামান্যমপি সিন্ধুবহুত্বং ন তদ্যাপি সাধিতমিতি । তদর্থমুত্তবগ্রহ-  
সন্দর্ভবস্ত ইত্যর্থঃ । স্যাদেতৎ । পরমাত্মনস্তত্ত্বপাধিভেদবিশিষ্টস্যোপা-  
ভেদাৎ কথমুপাসনাভেদঃ কথঞ্চ ফলভেদ ইত্যত আহ—“এক এব তু” ।

তিনি সর্বনিষেধের সীমান্বরূপ । (এটাও নিগুণবোধক) “যাহা নূন  
অর্থাৎ সগুণরূপ অল্পতা, তাহা নিগুণ হইতে ভিন্ন । যাহা পূর্ণ, তাহা সগুণ  
হইতে অন্য ।” এই সকল ঞ্জতি এবং এইরূপ অন্যান্য শ্রীত বিদ্যা ও  
অবিদ্যা নামক বিষয়দ্বৈবিধ্য অনুসাবে পরব্রহ্মেব দ্বিরূপতা প্রদর্শন করি-  
তেছে । (৩) [ তত্রাবিদ্যা...ভেদঃ ] তন্মধ্যে অবিদ্যাবস্থাতেই উপাস্ত উপাসকাদি  
ব্যবহার নির্বাহিত হয় । সেই সেই উপাসনা বোধক বাক্যের কতকগুলি  
কেবল অভ্যুদয় ফলের নিমিত্ত, (৪) কতকগুলি ক্রমমুক্তি লাভেব উপায়,  
এবং কতকগুলি কর্মসমুদ্বি ফলের উদ্দেশে অভিহিত হইয়াছে । অপিচ,  
সে সকলের সেকপ প্রভেদ কেবল গুণবিশেষরূপ উপাধির দ্বারা করিত । (৫)  
[ এক...ইতি চ ] যদিও একই পরমাত্মা বা একই পরমেশ্বর গুণবিশেষবিশিষ্ট

(৩) যাহা বিদ্যার বিষয়, তাহা নিগুণ ও জ্ঞেয় । তাহা কেবলমাত্র জানিতে হয় । আব  
যাহা অবিদ্যার বিষয়, তাহা সগুণ ও উপাস্য । সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা ও উপাসনা ( ধ্যানাদি )  
হইয়া থাকে । নিগুণ ব্রহ্মের পূজা ও উপাসনা হয় না ।

(৪) অভ্যুদয় = জ্ঞান ও অপিমাদি ঐশ্বর্য । ক্রমমুক্তি = স্বর্্যালোকাদিতে জন্ম লাভ ।  
স্বর্্যালোকে গেলে পুনর্বার এ লোকে আসিতে হয় না । ক্রমে উর্দ্ধ, উর্দ্ধ লোকে জন্ম হয়, তৎ-  
পরে মুক্তি হয় । কর্মসমুদ্বি = জিয়ার বা বাগ্গবজ্রাদি ফলেব উৎকর্ষ ।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন উপাসা দ্বেষতা, ভিন্ন ভিন্ন উপাসক, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা, সমস্তই সম্বাদি  
গুণের ভাবতম্বা বা চিত্তশক্তির প্রভেদ অনুসাবেই হইয়াছে । ভিন্নতা বা ভেদ নিত্যসিদ্ধ নহে ।  
জ্ঞান হইলে উহা থাকে না, তৎ কাবণে উহা করিত, বাস্তব নহে ।

উপাস্যোযদ্যপি ভবতি তথাপি যথাগুণোপাসনমেব ফলানি  
ভিদ্যন্তে। (তং যথায়থোপাসতে তদেব ভ  
যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষোভবতি তথেষতঃ প্রেত্য ভব-  
তীতি চ।) স্বতেন্চ, যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে  
কলেবরং, তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত)  
ইতি। যদ্যপ্যেক আত্মা সর্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু গৃঢ়ঃ,  
তথাপি চিত্তোপাধিবেশেষতরতম্যাদান্ননঃ কূটস্থনিত্যশ্চৈক-  
রূপশ্চাপ্যুত্তরোত্তরমাবিক্কতশ্চ তারতম্যমৈশ্বর্যশক্তিবেশেষৈঃ

রূপাভেদেপ্যোপাধিভেদাদুপহিতভেদাদুপাসনাভেদস্তথা চ ফলভেদ ইত্যর্থঃ।  
“ক্রতুঃ” সংকরঃ। নহু যদ্যেক এব আত্মা কূটস্থনিত্যোনিরতিশয়ঃ সর্বভূতেষু  
গৃঢ়ঃ কথমেতস্মিন্ ভূতাদ্রয়ে তারতম্যশ্রুতঃ ইত্যত আহ।—“যদ্যপ্যেক  
আত্মা” ইতি। যদ্যপি নিরতিশয়মেকমেব রূপমাশ্রয় ঐশ্বর্যং জ্ঞানং চানন্দশ্চ  
তথাপ্যনাদ্যবিদ্যাতমঃসমাবৃতং তেষু তেষু প্রাণভূতেন্দেবু কচিদসদিব কচিং  
সদিব কচিদত্যস্তাপকৃষ্টমিব কচিং সৎ কচিং প্রকর্ষবৎ কচিদত্যস্তপ্রকর্ষবদিব  
ভাসতে, তৎ কস্য হেতোঃ অবিদ্যাতমসঃ প্রকর্ষনিকর্ষতারতম্যাদিতি। যথো-  
ত্তমপ্রকাশঃ সবিভা দিব্যগুলমেকরূপেণৈব প্রকাশেনাপূরয়ন্নপি বর্ষাস্ত্র নিকৃষ্ট

হইয়া উপাস্য হইতেছেন; তথাপি, গুণবিশেষ অহুসারেই উপাসনা ফলের  
বৈশিষ্ট্য (ভিন্নতা) হইয়া থাকে। অতীও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—  
“তাহাকে যে যে-রূপে উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপই হন।”  
“ইহলোকে যে যে-রূপে ক্রতুবিশিষ্ট হয়, ধ্যানবান্ হয়, সে এতৎশরীর  
ত্যাগের পর তদনুরূপ শরীর প্রাপ্ত হয়।” এ কথা স্মৃতিতেও আছে।  
যথা—[ যং যং...ইতি ] জীব অস্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে  
যে-রূপে ভাবনার ভাবিত হয়, হইয়া শরীর পরিত্যাগ করে, হে অর্জুন! সর্বদা  
তদ্বাবে ভাবিত হওয়ার সে মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। (৬) [ যদ্য...  
মিতি ] যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জীবদেহে নিগূঢ় (অদৃশ্যরূপে

(৬) ভাবিত=ধ্যানজ্ঞানাদি জনিত সংস্কারবিশিষ্ট। যে বাহ্য সর্বদা ভাবে অথবা যে  
বেরূপে ধ্যান জ্ঞানে জীবনাতীতপাত করে, তাহার চিত্তে সেইরূপ সংস্কার দৃঢ় হয়। মরণকালে  
তাহা উন্মোচিত হইয়া তাহাব চিত্তকে গমন করবে। সেই গমনতা অহুসারে তাহার গুণরূপ  
কর ঘটনা হয়।



ক্রয়তে, তস্য য আত্মানমাবিস্তরাং বেদেত্যত্র । স্বতাবপি,  
 যদ্যবহিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা । তত্তদেবাহবগচ্ছ  
 ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবমিতি । যত্র যত্র বিভূত্যাদ্যাতিশয়ঃ  
 স স ঈশ্বর ইতু্যপাস্যতয়া চোদ্যতে । এবমিহাপি আদিত্য-  
 মণ্ডলে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ সর্বপাপেপ্যাদয়ল্লিঙ্গাৎ পরএবেতি  
 বক্ষ্যতি । এবমাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যাदिषু দ্রষ্টব্যম্ । এবং  
 সদ্যোমুক্তিকারণমপ্যাত্মজ্ঞানমুপাধিবিশেষদ্বারেণোপদিষ্টমান

স্থিত) আছেন, তথাপি, ভিন্ন ভিন্ন চিত্তরূপ উপাধিব তাবতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ  
 থাকায় কূটস্থ চিত্তরূপ পবমাত্মাব প্রাকট্যের (প্রকটভাবেব বা ঐশ্বর্য্যশক্তিব)  
 তাবতম্য সম্ভব হয় । অর্থাৎ যাহার যেক্রপ চিত্ত তাহাব তদনুকূপ চৈতন্য-  
 ক্ষুতি এবং তদনুকূপ ঐশ্বর্য্য শক্তি হইয়া থাকে । এ নির্ণয় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি,  
 সর্বত্রই প্রসিদ্ধ । শ্রুতি যথা—“যে আপনাকে প্রকটতব অর্থাৎ অত্যন্ত  
 স্বপ্রকাশরূপে জানে, সে তদনুকূপ ফল প্রাপ্ত হয় ।” গীতা স্মৃতি যথা—

“হে অর্জুন । যে যে জীব ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান, তেজস্বী,—সেই সেই  
 জীবকে তুমি আমাব তেজের অংশসম্ভূত বলিবা জান ।” [ যত্র বক্ষ্যতি ]  
 যাহাতে যাহাতে ঈশ্বরশক্তিব আবেশ বা ঐশ্ব্যের আধিক্য আছে, শাস্ত্রে  
 তাহা তাহাই ঈশ্বরজ্ঞানে উপাস্ত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । (৭) অতঃপর-  
 বর্তী সূত্রেও সর্বপাপবিমুক্তরূপ হেতুব দ্বাবা আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত হিরণ্ময়  
 পুরুষকে পবমেশ্বর বলিয়া অবধারণ কবিবেন । (৮) [ এবম...ষ্টব্যম্ ]  
 অপিচ, “আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ” ইত্যাদি সূত্রেও ঐরূপ ঐরূপ তথ্য উপদেশ বা  
 নির্ণয় কবিবেন । [ এবং সদ্যো দিতি ] ঐরূপ অবধাবণের বা বিচার-  
 সূত্রেব আবও প্রযোজন এই যে, শাস্ত্রে ব্রহ্মবস্ত্ত দ্বিবিধবাক্যো বা মিশ্রবাক্যো  
 উপদিষ্ট হইয়াছেন । তন্মধ্যে কতকগুলি সোপাধিক বাক্য, এবং কতক

(৭) যেমর সূর্য্যোপাসনা । অর্থা উপাসকগণ জড়সূর্য্যের উপাসনা করেন না । সূর্য্যো  
 যে অসাধাবণ শক্তি আছে, সেই শক্তি ঈশ্বরগত শক্তি, কেবল জড়শক্তি নহে, এতৎ বিবে-  
 চনায় সূর্য্যপ্রণীক ঈশ্বরশক্তি উপাধিবপূর্বক অনির্দেশ্যবপু ঈশ্ব্যের ধ্যান করিবা থাকেন ।

(৮) যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বা সূর্য্যশরীরের আত্মা, তিনি নিম্পাপ । ঈশ্বর ভিন্ন  
 অন্য কেং নিম্পাপ নাহ, সুতরাং সূর্য্যান্তর্গত পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন ।

মপ্যবিবক্ষিতোপাধিবিশেষঃ পরাপরবিষয়ত্বেন সন্ধিহ্যমানং  
বাক্যগতিপর্য্যালোচনয়া নির্ণেতব্যং ভবতি, যথেষ্টেব তাবদা-  
নন্দময়োহভ্যাসাদিতি । এবমেকমপি ব্রহ্মাহপেক্ষিতোপাধি-  
সম্বন্ধং নিরন্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চ উপাস্তত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদা-  
স্তেষুপদিশ্যত ইতি প্রদর্শয়িতুং পরোগ্রহ আরভ্যতে ।  
যচ্চ গতিসামান্যাদিত্যেচেনকারণান্তরনিরাকরণমুক্তং তদপি

প্রকাশ ইব শরদি তু প্রকৃষ্টপ্রকাশ ইব প্রথতে তথেনমপীতি ।—“ অপেক্ষি-  
তোপাধিসম্বন্ধ ” “ উপাস্তত্বেন ” “ নিরন্তোপাধিসম্বন্ধ ” “ জ্ঞেয়ত্বেন ”  
ইতি ॥

নিরূপাধিক বাক্য । যে আত্মজ্ঞান সদ্যোমুক্তির কারণ, সেই আত্মজ্ঞান  
উপাধিবিশেষ অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট হইলেও এবং উপাধির সহিত  
আত্মবস্তুর বা ব্রহ্মবস্তুর বাস্তব সম্বন্ধ না থাকিলেও এবং শাস্ত্রেরও তদ্রূপ  
অভিপ্রায় না থাকিলেও, সেই সেই উপদেশবাক্য শুনিলে আপাততঃ সন্দেহ  
হইতে পারে যে, এই সকল সোপাধিক উপদেশ বাক্যের প্রতিপাদ্য কি পর  
ব্রহ্ম ? না অপর ব্রহ্ম ? এ সন্দেহ আপাতজ্ঞানে বা অবিচারিত জ্ঞানে  
বিদূরিত হয় না ; কাষেই সন্দেহভঞ্জনার্থ সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্যগতি  
অনুসন্ধান আবশ্যক হয় । তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক যড়িধচিহ্ন অবলম্বন পূর্ব্বক  
বাক্যতাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলে বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা বার্থ অর্থ  
জানা যায়, সূত্ররূপ তখন আর সংশয়াদি থাকে না । ( অতএব, অতঃপর  
সূত্র রচনার প্রয়োজন নাই এমত নহে, প্রত্যুত প্রয়োজন আছে ) । অদূরে  
বক্ষ্যমাণ “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” সূত্রে যদ্রূপ বিচার ও তাহার ফলনিষ্পত্তি  
হইবে, তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য সূত্রেও সেইরূপ হইবে । ( অর্থাৎ কোনও সূত্র  
ব্যর্থ নহে, সকল সূত্রেরই এক একটা বিশেষ লক্ষ্য বা প্রয়োজন আছে ) ।  
[ এবমেক...ভ্যতে ] অপিচ, বেদান্তশাস্ত্রে একই ব্রহ্ম সোপাধিকরূপে  
উপাস্ত এবং নিরূপাধিকরূপে জ্ঞেয়, এই বিবিধপ্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছেন,  
তাহা দেখাইবার জন্যও বক্ষ্যমাণ সূত্রসমূহের প্রয়োজন আছে । [ যচ্চ...  
পঞ্চ্যতে ] পূর্বে যে “গতিসামান্যাত্” সূত্রের দ্বারা অচেতন (পরম্পর ও  
প্রকৃতি) কারণবাদ নিরস্ত হইয়াছে, সে সূত্রের সে অর্থ, ব্রহ্মবোধক অন্ত্যন্ত

বাক্যান্তরাণি ব্রহ্মবিষয়াণি ব্যাচক্ষাণেন ব্রহ্মবিপরীতকারণ-  
নিষেধেন প্রপঞ্চ্যতে।

**আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥ \***

তৈত্তিরীয়কেহ্মময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ং  
চামুক্রম্যান্নায়তে, তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোহস্তর  
আত্মানন্দময় ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহানন্দময়শব্দেন  
পরমেব ব্রহ্মোচ্যতে যৎ প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেতি,

তত্র তাবৎ প্রথমমেকদেশিমতেনাধিকবগন্যাবচয়তি।—“তৈত্তিরীয়কে  
হ্মময়”মিত্যাदि।

গৌণপ্রবাহপাতেহপি যুজ্যতে মুখ্যমীকণম্।

মুখ্যেষু ভূভরৌত্তলো-প্রায়দৃষ্টিকিশেষিকা।

আনন্দময় ইতি হি বিকাৰে প্রাচুর্যে চ ময়টন্তল্যং মুখ্যার্থত্বমিতি বিকারা-  
হর্খান্নময়াদিপদপ্রায়পাঠাদানন্দময়পদমপি বিকারার্থমেবেতি যুক্তম্। ন চ  
প্রাণমবাদিবু বিকারার্থত্বাযোগাৎ স্বার্থিকোময়ভিতি যুক্তম্। প্রাণাছাপাধ্য-  
বচ্ছিন্নোহ্যাত্মা ভবতি প্রাণাদিবিকারোঘটাকাশমিব ঘটবিকারঃ। ন চ  
সত্যার্থে স্বার্থিকত্বমুচিতম্।

বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থের জগৎকারণতানিষেধ সহ-  
কারে বিস্তৃত বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এতন্মাক কোষ  
বা আত্মা অভ্যন্তরকমে (১) উপদেশ করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই  
বলিয়াছেন, “আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময়ের অন্তরে অর্থাৎ বিজ্ঞানময় হইতে  
ভিন্ন।” [ তত্র...মিতি ] তৈত্তিরীয় শ্রুতিস্থ এই আনন্দময় বাক্যে এইরূপ  
সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুতি আনন্দময়-শব্দে ব্রহ্ম উপদেশ করিয়াছেন ?

\* তৈত্তিরীয় শ্রুত্যানুসারে আনন্দময়ঃ পরমাত্মা এব নানাঃ। কৃতঃ? অভ্যাসাৎ পুনঃপুনঃ  
পাঠাৎ। যতঃ পরমাত্মন্যোবানন্দশব্দোহভ্যাসাতে ঐতিমু তততৈত্তিরীয়শ্রুত্যানুসারে আনন্দময়ঃ  
পরমাত্মন্যেব নানা ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যেহেতু পরমাত্মবিষয়ে আনন্দশব্দের বহু উচ্চারণ  
দেখা যায়, সেইহেতু তৈত্তিরীয় শ্রুত্যানুসারে আনন্দময় পরমাত্মা ভিন্ন অন্য নহেন।

(১) অন্নময়ের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময় এবং মনোময়ের  
অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়,—এইরূপ ক্রমে।

কিংবা অন্নময়াদিবৎ ব্রহ্মণোহর্থাস্তরমিতি । কিং তাবৎ  
প্রাপ্তম্ । ব্রহ্মণোহর্থাস্তরমমুখ্য আত্মানন্দময়ঃ স্যাদিতি ।  
কস্যাৎ । অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাৎ । অথাপি স্যাৎ  
সর্বাস্তরত্বাদানন্দময়োমুখ্য এবাত্মেতি, ন স্যাৎ, প্রিয়াদ্য-  
বয়বযোগাচ্ছারীরত্বশ্রবণাচ্চ । মুখ্যশ্চেদাত্মা স্যাৎ ন প্রিয়াদি

চতুর্কোশাস্তরত্বে তু ন সর্বাস্তরতোচ্যতে ।

প্রিয়াদিভাগী শারীরোজীবো ন ব্রহ্ম যুক্ত্যতে ॥

ন চ সর্বাস্তরত্বা ব্রহ্মবানন্দময়ং ন জীব ইতি সাস্ত্রতম্ । ন হীরং  
শ্রুতিরানন্দময়স্য সর্বাস্তরতাং ক্রুতে অপি স্বল্পময়াদিকোশচতুর্কোশস্তরত্বা-  
নন্দময়কোশস্য । ন চাত্মাদিন্যাস্যাস্তরস্যাশ্রবণাদয়মেব সর্বাস্তর ইতি যুক্তম্ ।  
যদপেক্ষং যস্যাস্তরত্বং শ্রুতং তত্স্বাদেবাস্তরং ভবতি । ন হি দেবদত্তোবল-  
বানিত্যুক্তে সর্বান্ সিংহশার্দূলান্দীনপি প্রতিবলবান্ প্রতীয়তে অপি তু  
সমানজাতীরনরাস্তরমপেক্ষ্য । এবমানন্দময়োপন্নময়াদিত্যোহস্তরো ন তু  
সর্বস্বাৎ । ন চ নিষ্কলস্য ব্রহ্মণঃ প্রিয়াদ্যবয়বযোগো নাপি শারীরত্বং যুক্ত্যত  
ইতি সংসার্যোবানন্দময়ঃ । তস্মাদুপহিতমেবাত্মোপাসাৎস্বেন বিবক্ষিতং ন তু  
ব্রহ্মরূপং জ্ঞেয়ত্বেনেতি পূর্বঃ পক্ষঃ । অপি চ, যদি প্রাচুর্যার্থোহপি ময়ট্

অথবা অন্নময়াদি কোষ যেমন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, সেইরূপ, আনন্দময়ও ব্রহ্ম  
হইতে ভিন্ন । (২) [ কিং...স্যাৎ ] উক্তবিধ সংশয়ের পর আপাততঃ কি  
কি বুঝা যায় ? কি পাওয়া যায় ? প্রথমে ইহাই বুঝা যায় বা পাওয়া যায়,  
উক্ত আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অমুখ্য আত্মা, অর্থাৎ জীব । [ কস্যাৎ ]  
কেন ? [ অন্ন...তত্বাৎ ] উত্তর এই যে, ঐ আনন্দময় অন্নময়-প্রভৃতি অমুখ্য  
আত্মার প্রবাহে (জ্ঞেয়ীতে) পরিপঠিত হইয়াছে । যেহেতু উহা অন্নময়াদি  
অমুখ্য (গৌণ) আত্মার সঙ্গে পরিপঠিত, সেই হেতু উহা ( আনন্দময় )  
অন্নময়াদির ন্যায় অমুখ্য, মুখ্য নহে । (মুখ্য ব্রহ্ম । অমুখ্য জীব) । [ অথাপি...  
শ্রবণাচ্চ ] আনন্দময় যখন সর্বাস্তর, তখন উহা অবশ্য মুখ্য আত্মা, এরূপ  
আশঙ্কাও করিতে পার না । তৎপ্রতি হেতু এই যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে  
আনন্দময়-বাক্যের শেষভাগে আনন্দময়ের অবয়বকল্পনা আছে এবং প্রিয়-  
প্রিয় সন্ধকও কথিত হইয়াছে । [ মুখ্য...ইত্যর্থঃ ] আনন্দময় যদি মুখ্য আত্মা

(২) অর্থাৎ আনন্দময় শব্দে জীব বুঝিতে হইবে ? না ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে ?

সংস্পর্শঃ স্যাৎ। ইহ তু তস্য প্রিয়মেব শির ইত্যাদি  
 শ্রুয়তে। শারীরদ্বয়ং শ্রুয়তে, তসৌষ এব শারীর আত্মা  
 যঃ পূর্বস্যোতি। তস্য পূর্বস্য বিজ্ঞানময়সৌষ এব শারীর  
 আত্মা য এব আনন্দময় ইত্যর্থঃ। ন চ সশরীরস্য সতঃ  
 প্রিয়াপ্রিয়সংস্পর্শোবারয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ সংসার্যোবা-  
 নন্দময় আত্মেতি। এবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে, আনন্দময়ো-  
 হভ্যাসাৎ। পর এবাত্মা আনন্দময়োভবিতুমর্হতি। কুতঃ।  
 অভ্যাসাৎ। পরস্মিন্নেব হ্যাত্মনানন্দশব্দোবহুকৃত্বোহভঃ-

তথাপি সংসার্যোবানন্দময়ো ন তু ব্রহ্ম। আনন্দপ্রাচুর্যং হি তদ্বিপরীত-  
 হুঃখলবসন্তবে ভবতি ন তু তদত্যাগাসন্তবে। ন চ পরমাশ্বনো মনাগপি  
 হুঃখলবসন্তব আনন্দৈকরসত্বাদিত্যাহ।—“ন চ সশরীরস্য সত” ইতি।  
 অশরীরস্য পুনরপ্রিয়সম্বন্ধোমনাগপি নাস্তীতি প্রাচুর্যার্থোহপি ময়ট্ নোপ-  
 পদ্যত ইত্যর্থঃ। উচ্যতে। আনন্দময়াবয়বস্য তাবৎ ব্রহ্মণঃ পুঙ্খলান্নতয়া  
 ন প্রাধান্যমপি ত্বজ্জিন আনন্দময়সৌষ ব্রহ্মণঃ প্রাধান্যম্। তথা চ তদধিকারে  
 পঠিতমন্ত্যাস্যমানমানন্দপদং তদ্বুদ্ধিমাধত্ত ইতি তসৌষানন্দময়স্যাত্মাস ইতি

হন, ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে তাঁহাতে প্রিয়াপ্রিয়সংযোগ (পুণ্য পাপ বা সুখ  
 দুঃখ সম্বন্ধ), অবয়বকল্পনা ও শরীর থাকা অসম্ভব হয়। অর্থাৎ এই কথার  
 পরেই বলিয়াছেন, “প্রিয়ই তাঁহার মস্তক,” এবং “এই আনন্দময়ই পূর্বোক্ত  
 বিজ্ঞানময় আত্মার আত্মা।” (৩) [ ন চ...আত্মা ] যাহার শরীর বা শরীর-  
 ভিমান থাকে, তাহার প্রিয়াপ্রিয় নিবারিত (নিষেধ) হয় না, হইতে পারেও  
 না। অতএব, শরীর ও প্রিয়াপ্রিয়াদিসম্বন্ধ থাকা দৃষ্টে তৈত্তিরীয় শ্রুত্যানু-  
 ঐ আনন্দময়কে সংসারী আত্মা ( জীব ) ভিন্ন অসংসারী পরমাত্মা ( ব্রহ্ম )  
 বলা যায় না। [ এবং...ভ্যাসাৎ ] এতদ্রূপ পূর্বপক্ষ স্থির হওয়ার পর  
 অথবা প্রথমকরে এক্রূপ অর্থ প্রতীত হওয়ার পর, উহার সিদ্ধান্তের জন্য  
 অর্থাৎ পূর্বপক্ষের পরিষ্কারণপূর্বক উহার নিশ্চিতার্থ নির্ধারণের জন্য এই  
 “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” শব্দ অবতারণিত হইয়াছে। [ পর...অভ্যাসাৎ ] ঐ  
 আনন্দময় পরমাত্মা হইবারই যোগ্য। তাহার হেতু অভ্যাস (বার বার বলা)।  
 [ পরস্মিন...স্যাতে ] অর্থাৎ পরমাত্মাতেই আনন্দশব্দের অভ্যাস অর্থাৎ

(৩) অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষটী আনন্দময় আত্মা বা শরীর।

স্যাতে । আনন্দময়ং প্রস্তুত্যা, রসোবৈ স ইতি তসৌব  
রসমুৎকৃ। উচ্যতে, রসং হেবাহয়ং লব্ধমানন্দীভবতি,  
কোহেবাহন্যাং কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ,  
এষ হেবানন্দয়াতি, সৈমানন্দশ্চ মীমাংসা ভবতি, এত-  
মানন্দময়মাগ্নানমুপসংক্রামতি, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন  
বিভেতি কুতশ্চন, আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতি চ ।  
শ্রুত্যন্তরে চ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণ্যেবানন্দ-  
শব্দোদৃষ্টঃ । এবমানন্দশব্দস্য বহুকৃত্বোব্রহ্মণ্যেবাহভ্যাসা-

যুক্তম্ । জ্যোতিষ্টোমাধিকারে ‘বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা’ ইতি জ্যোতিষদ-  
মিব জ্যোতিষ্টোমাভ্যাসঃ কালবিশেষবিধিগরঃ । অপি চ সাক্ষাদানন্দময়াম্বা-  
ভ্যাসঃ শ্রুতে ‘এতয়ানন্দময়মাগ্নানমুপসংক্রামতী’তি । পূর্বপক্ষবীজমুভাষ্য

পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্যত্র নহে । [ আনন্দ...ইতি চ ] শ্রুতি  
“আনন্দময়” উপদেশ করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার রসম বা সারম বিধান  
করিয়া (১) অবশেষে বলিয়াছেন, “এই লোক বা জীব সকল সেই রস বা সেই  
আনন্দ লাভ করিয়াই আনন্দিত হয় । যদি সেই পূর্ণানন্দ না থাকিতেন, তাহা  
হইলে কেই বা প্রাণকার্য্য করিত এবং কেই বা জীবিত থাকিত । সেই  
আনন্দই জীবকে আনন্দিত রাখে, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে । পুরুষ সেই  
আনন্দই প্রাপ্ত হয় । সে আনন্দ—সে ব্রহ্মানন্দ—সাক্ষাৎকৃত হইলে কিছু  
হইতে ভয় থাকে না । ভৃগু জানিয়াছিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম ।” ইত্যাদি । (২)  
[ শ্রুত্যন্তরে...দৃষ্টঃ ] অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ দেখা  
যায় । যথা—“ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ ।” [ এবমা...গম্যাতে ] এবম্প্রকারে,  
ব্রহ্মবিষয়েই বার বার বহুবার আনন্দশব্দ উচ্চারিত হওয়ার ইহাই প্রতিপন্ন  
হইতেছে বা জানা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতাক্ত আনন্দময় শব্দ ব্রহ্ম-

(১) অর্থাৎ “সেই আনন্দময়ই রস” এইরূপ বলিয়া ।

(২) আনন্দময় ব্রহ্ম কি জীব, অর্থাৎ সত্ত্ব কি নিষ্ঠূর্ণ, এ বিচারের প্রয়োজন কি ?  
প্রয়োজন আছে । সত্ত্ব হইলে উপাস্য, আর নিষ্ঠূর্ণ হইলে জ্ঞেয় । সুতরাং প্রয়োজন  
আছে । সিদ্ধান্তের দ্বারা জানা যাইবে, ঐ আনন্দময় জ্ঞেয় ব্রহ্ম, উপাস্য ব্রহ্ম নহে । উহাকে  
জানিতে হইবেক, উপাসনা করিতে হইবেক না । উপাসনার সহিত জ্ঞানের যে প্রভেদ—  
তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ।

দানন্দময় আত্মা ত্রৈকৈতি গম্যতে । যন্ত ত্ত্বং অন্নময়াদ্য-  
মুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাদানন্দময়স্যাপ্যামুখ্যাত্মত্বমিতি, নাসৌ  
দোষঃ, আনন্দময়স্য সর্বাস্তরত্বাৎ । মুখ্যমেব হ্যাত্মানমুপ-  
দিদিক্ষু শাস্ত্রং লোকবুদ্ধিমণুসরদন্নময়ং শরীরমনাত্মানমত্যন্ত-  
মুঢ়ানামাত্মত্বেন প্রসিক্কমনুদ্য মুখানিষিক্তদ্রুততাত্বাদিপ্রতি-  
মাৎ ততোহস্তরস্ততোহস্তরমিত্যেবং পূর্বেণ পূর্বেণ সমান-  
মুত্তরমুত্তরমনাত্মানমাত্মৈতি গ্রাহয়ৎ প্রতিপত্তিনৌকর্য্যাপে-

দুষ্যতি ।—“যন্ত ত্ত্বং অন্নময়াদী”তি । ন হি মুখ্যাক্কতীদর্শনং তন্তদমুখ্য-  
াক্কতীদর্শনপ্রারম্ভাতিতমপ্যামুখ্যাক্কতীদর্শনং ভবতি । তাদর্থ্যাৎ পূর্ব্বদর্শনা-  
নামস্তাদর্শনামুগুণ্যং ন তু তদ্বিরোধিত্যেতি চেৎ ইহাপ্যানন্দময়াদান্তরস্যাত্ম-  
স্যাৎপ্রবণাৎ তস্য অন্নময়াদিসর্ব্বাস্তরত্বত্বতন্ত্বংপর্য্যাবসানাৎ তাদর্থ্যং তুষ্যাম্ ।  
প্রিয়াদ্যবয়বযোগশরীরত্বে চ নিগদব্যাত্ম্যাতেন ভাষ্যেণ সমাহিতে । প্রিয়-  
াদ্যবয়বযোগাক্ক ত্ত্বংখলবযোগোহপি পরমাঅন ঔপাধিক উপপাদিতঃ । তথা-  
নন্দময় ইতি প্রাচুর্য্যার্থতা ময়ট উপপাদিতেতি ॥

বোধক । (১) [ যন্ত ত্ত্বং...সর্ব্বাস্তরত্বাৎ ] অন্নময় প্রভৃতি গোণাত্মপ্রবাহে  
(এক সঙ্গে) পতিত হইয়াছে বলিয়া আনন্দময়ও গোণ আত্মা, এ কথা সঙ্গত  
কথা নহে । ঐরূপ প্রবাহপাঠ (এক সঙ্গে বলা) এ স্থলে অসঙ্গত নহে,  
প্রত্যুত সঙ্গত । তাহার কারণ এই যে, মুখ্য আনন্দময় আত্মাই সর্ব্বাস্তর —  
অন্য সকল আপেক্ষিক । [ মুখ্য...মুষ্টিতরম্ ] অতি মুখ্য আত্মা বুঝাইবার  
জন্য, লোকবুদ্ধি অনুসরণ করতঃ (২) অজ্ঞ লোকের নিকট যে অন্নময়াদি  
আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, অতি সেই লোকসিদ্ধ আত্মচতুষ্টয়ের (৩) অনুবাদ

(১) এই সকল অতিতে যতগুলি আনন্দ শব্দ আছে সমস্তই ব্রহ্মবোধক । ব্রহ্মে বা  
পরমাত্মার আনন্দ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ থাকার আনন্দময় শব্দটিও ব্রহ্মবোধক ।

(২) লোকবুদ্ধি—লৌকিক বোধ বা লৌকিক দৃষ্টান্ত । অর্থাৎ অজ্ঞ লোককে কে  
প্রকারে বুঝাইবার প্রণালী আছে—সেই প্রণালী ।

(৩) কাহার নিকট অন্নময় দেহই আত্মা । অন্যের নিকট প্রাণময় কোষই আত্মা ।  
অপর এক সত্ত্বদ্বারের জ্ঞানকে মনই আত্মা এবং অন্যের মতে বিজ্ঞানই আত্মা । এ সকল  
উদাহরণ করিয়া ।

করা। সর্বাস্তরং মুখ্যমানন্দময়মাঙ্গানমুপদিদেশেতি স্মিত-  
তরম্। যথাঃ অরুন্ধতীনিদর্শনে বহুবীষপি তারাস্বমুখ্যাবরু-  
ন্দীকু দর্শিতাম্ যাহন্ত্যা প্রদর্শ্যতে সা মুখ্যাবরুন্ধতী ভবতি,  
এবমিহাপ্যানন্দময়স্য সর্বাস্তরত্বানুখ্যাম্যত্বম্। যত্নু ক্রমে  
প্রিয়াদীনাং শিরস্তাদিকল্পনানুপপন্ন। মুখ্যস্যাত্মন ইতি, অতী-

অপি চ মন্ত্রব্রাহ্মণরৌপেরোপায়ভূতয়োঃ সপ্রতিপত্তেত্রৈক্যবানন্দম-  
পদার্থঃ। মন্ত্রে হি পুনঃপুনরন্তোহস্তর আন্তেতি পরব্রহ্মণ্যাস্তরত্বপ্রবণাত্তেব

পূর্বক, সুবানিকিপ্ত (১) ক্রত তারাদি প্রতিমা নৃষ্টান্তে সে সকল আত্মার  
আপেক্ষিক অন্তরত্ব বুঝাইয়া দিয়া সর্বশেষে মুখ্য আনন্দময় আত্মার উপ-  
দেশ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রম (২) মূর্ত্যুদ্ভি লোককে বুঝাইবার ও স্পষ্টত্ব  
বুঝাইবার সঙ্গ উপায়। [যথা...আত্মত্বম্] যেমন অরুন্ধতী প্রদর্শনে অর্থাৎ  
অরুন্ধতী প্রদর্শনকালে, অরুন্ধতী নহে এরূপ বহুতরাকে অরুন্ধতী বলিয়া  
দেখাইয়া সর্বশেষে যাহাকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখান হয়, তাহাই যেমন  
মুখ্য বা যথার্থ অরুন্ধতী; তরুণ, এখানেও অন্তরময়াদি অনাত্মচতুষ্টয়কে অন্ত-  
রাত্মা বলিয়া শেষে যাহাকে সর্বাস্তর বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে তাহাই  
যথার্থ বা মুখ্য আত্মা হইবে, পূর্বোক্ত আত্মা সকল অনাত্মা বা অমুখ্য আত্মা  
হইবে। (৩) [যত্নু...এবাত্মা] আর এক কথা বলিয়াছিল যে, আনন্দ-  
ময়কে মুখ্য আত্মা বলিতে গেলে প্রিয়াদি অবয়ব ও পারীরত্ব করনা স্থান  
প্রাপ্ত হয় না, সে কথার প্রত্যুত্তর এই যে, আনন্দময় বস্তুকল্পে অশরীর;

(১) সুবা=হাঁচ। ক্রত=গতিত। তারা গলাইয়া হাঁচে ঢালিলে তাহা লেখিতে হাঁচের  
মতই হয়। উক্ত নৃষ্টান্তে দেখাবাপী প্রাণ দেহের মত এবং প্রাণবাপী মন প্রাণের মত, ইহা  
আপাত জ্ঞানে প্রতীত হয়, কিন্তু বিচারিত জ্ঞানে তাহা অন্যথা হইয়া যায়।

(২) অর্থাৎ দেহ অপেক্ষা প্রাণের অন্তরতা, প্রাণ অপেক্ষা মনের অন্তরতা এবং মন  
অপেক্ষা বিজ্ঞানের অন্তরতা (অজ্ঞাতের বর্জিত), এতরূপ ক্রম।

(৩) সপ্তর্ষি মণ্ডলের (সাতভেদে তারার) অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম অরুন্ধতী নক্ষত্র আছে।  
বিবাহকালে তাহা নববধূকে দেখাইতে হয়। চন্দ্র তাহাতে সহজে সন্নিবিষ্ট হয় না বরঞ্চ  
প্রথমে ভগ্নপার্বতী মূল তারা দেখান হয়, পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতারা, সর্বশেষে প্রকৃত অরু-  
ন্ধতীতে গিয়া দৃষ্টি পড়ে। এরূপ ক্রম অবলম্বন ব্যতীত একবারে অরুন্ধতী দেখিবার ও  
দেখাইবার উপায় নাই। এখানেও সেইরূপ মূলক্রম অবলম্বন ব্যতীত একবারে মুখ্য আত্মা  
জানিবার উপায় নাই।



তানন্তরোপাধিক্রমিতা সা ন স্বাভাবিকীত্যদোষঃ । শারীরত্ব-  
মপ্যানন্দময়স্যানন্দময়াদিশরীরপরম্পরয়া, প্রদর্শ্যমানত্বাৎ ন  
পুনঃ সাক্ষাদেব শারীরত্বং সংসারিবৎ । তস্মাদানন্দময়ঃ পর-  
এবাত্মা ॥ ১২ ॥

**বিকারশব্দোক্তেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ ॥ ১৩ ॥ \***

অত্রাহ মানন্দময়ঃ পর আত্মা ভবিতুমর্হতি । কস্মাৎ ।  
বিকারশব্দাৎ । প্রকৃতিবচনাদয়মন্যাঃ শব্দোবিকারবচনঃ  
সমধিগতঃ, আনন্দময় ইতি ময়টোবিকারার্থত্বাৎ । তস্মাৎ অন-

চান্যোহন্তর আত্মানন্দময় ইতি ব্রাহ্মণে প্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরব্রহ্মৈবানন্দময়-  
মিত্যাহ সূত্রকারঃ ।

‘তৎপ্রকৃতবচনে ময়ড়িতি’ তদिति প্রথমাসমর্থ্যাৎ শব্দাৎ প্রাচুর্যা-  
বিশিষ্টশ্চ প্রকৃততত্ত্ব বচনেহভিधानে ময়ট্ প্রত্যয়ো ভবতীতি সূত্রার্থঃ । অত্র  
সূত্রয়াঃ তাঁহার মন্তকাদি পূর্ববর্তী বিজ্ঞানময় কোবরূপ উপাধির দ্বারা  
কল্পিত, স্বাভাবিক বা বাস্তবিক নহে ; সূত্রয়াঃ ঐরূপ উক্তি দোষাবহ নহে ।  
তাঁহাকে যে শারীর বলা হইয়াছে, তাহা অন্তময়াদিশরীরপরম্পর বা দ্বারা  
জ্ঞেয় বলিয়াই বলা হইয়াছে অর্থাৎ শরীরপরম্পর বা দ্বারা বলিয়াই  
তিনি শরীর ( বিজ্ঞান-শরীরের আত্মা ) কিন্তু সংসারী জীব যেরূপ শরীর,  
তিনি সেরূপ শরীর নহেন । বিচারের ও সিদ্ধান্তের উপসংহাব এই যে,  
ঐ ঐ কারণে তৈত্তিরীয় প্রত্যুক্ত আনন্দময় পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে ।

কথিত সিদ্ধান্তে কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, আনন্দ-  
ময় শব্দ পরমাত্মবোধক হইতে পারে না । তাহার কারণ এই যে, আনন্দময়  
শব্দ বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়নিম্পন্ন । ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ বিকার, তৎসম্বন্ধ  
ধাকায় আনন্দময় শব্দ কোন এক সবিকার পদার্থের বোধক । প্রকৃত বা  
নির্জিকার ব্রহ্মবোধক নহে । অতএব, ঐ আনন্দময় শব্দ অন্তময়াদি শব্দের

\* বিকারাধিকময়ট্ প্রত্যয়ান্তত্বাৎ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা ন ইতি ন বক্তব্যম্ । কৃতঃ ?  
প্রাচুর্যাৎ ময়ট্ প্রাচুর্যার্থত্বাৎ । প্রাচুর্যার্থেইপি ময়ট্ ভবতীতি বাবৎ । —“আনন্দময়” শব্দ  
বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়েনিম্পন্ন বলিয়া পরমাত্মাব বোধক নহে, এরূপ বলা যায় না । হেতু  
এই যে, প্রচুব অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান আছে । ( এটি আশঙ্কা সূত্র ) ।

ময়াদিশব্দবহিকারবিষয় এবায়মানন্দময়শব্দ ইতি চেৎ, ন, প্রাচুর্যার্থেইপি ময়টঃ স্মরণাৎ। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ভিত্তি প্রচুরতাম্যাপি হি ময়ট্ স্মর্যতে। যথামময়োযজ্ঞ ইত্যন্ন-প্রচুর উচ্যতে এবানানন্দপ্রচুরং ব্রহ্মানন্দময়মুচ্যতে। আনন্দ-প্রচুরত্বঞ্চ ব্রহ্মণো মনুষ্যজ্ঞাদারভ্যোত্তরস্মিন্মুত্তরস্মিন্ স্থানে শতগুণ আনন্দ ইত্যাঙ্ক্য ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণাৎ। তস্মাৎ প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ ॥ ১৩ ॥

### তদ্ব্যপদেশোচ্চ ॥ ১৪ ॥ \*

বচনগ্রহণাৎ প্রকৃতস্য প্রাচুর্যবৈশিষ্ট্যসিদ্ধিঃ। তাদৃশস্ত লোকে ময়টো-  
হভিধানাৎ। যথা অন্নময়োযজ্ঞ ইতি। অত্র হি অন্নং প্রচুবমস্মিন্নিত্যশব্দঃ  
প্রথমাবিত্তিক্রিশঙ্কঃ। তস্মান্ময়ট্। যজ্ঞস্ত প্রকৃতার্থত্বাৎ ন প্রাচুর্যবাচি দৃশ্যতে  
ন শুদ্ধপ্রকৃতবচন ইতি ধোয়ম্। [ ইতি রত্নপ্রভা টীকা ]

ন্যায় সবিকার জীবাশ্চার বোধক হওয়াই সূক্তিসিদ্ধ। [ ন...স্মরণাৎ ]  
এতদ্রূপ আশঙ্কা বাক্যের প্রতিবাদ এই যে, ময়ট প্রত্যয় দেবিস্মা ঐরূপ  
আশঙ্কা করিতে পাব না। কেন না, প্রাচুর্য অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় চইয়া  
থাকে। [ তৎ...স্মর্যতে ] পাণিনি মুনি “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্” এই  
সূত্রে তৎপ্রাচুর্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হওয়া স্মরণ করিয়াছেন। (১) [ যথা...  
উচ্যতে ] লোকে যেমন অন্নপ্রচুব বজ্রকে অন্নময় বলে, তদ্রূপ শ্রুতিও  
আনন্দপ্রচুর ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়াছেন। [ আনন্দ...ধারণাৎ ] ব্রহ্ম  
আনন্দপ্রচুর, এ তত্ত্ব শ্রুতির দ্বারা ই নির্ণীত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, মনুষ্যা-  
নন্দ অপেক্ষা গন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ অধিক। শ্রুতি ঐরূপে পর পর অধিক আনন্দ  
উপদেশ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয়ত্ব উপদেশ করিয়াছেন।  
[ তস্মাৎ...ময়ট্ ] অতএব, কথিতবিধ শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে ইহাই নির্ণীত  
হইবে, আনন্দময় শব্দই ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থক নহে, প্রাচুর্যার্থক।

\* ভস্য আনন্দস্য হেতুঃ কারণং ভস্য ব্যাপদেশোনির্দেশজন্যং। অত্যা ব্রহ্মণ এব  
আনন্দহেতুবক্তব্যং আনন্দময় ইত্যত্র প্রাচুর্যার্থ এব ময়ট্।—ব্রহ্মই আনন্দের মূল, এতদ্রূপ  
উপদেশ থাকার আনন্দময়শব্দই ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রচুর্যার্থতা সিদ্ধ হয়, বিকারার্থ থাকে না।

(১) পাণিনি নিজে নূতন বলেন নাই। বৈদিক উপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। স্মরণাৎ  
স্মরণ করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইল। বস্তুতঃ পাণিনিহৃতও স্মৃতিমধ্যে নথি।

ইতচ্চ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ যস্মাদানন্দহেতুত্বং ব্রহ্মণোব্যপ-  
দিশতি শ্রুতিঃ, এষ হ্যেবানন্দয়াতীতি । আনন্দয়াতীত্যর্থঃ ।  
যোহন্যানানন্দয়তি স প্রচুরানন্দ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি । যথা  
লোকে যোহন্যোবাং ধনিকত্বমাপাদয়তি স প্রচুরধন ইতি  
গম্যতে তদ্বৎ । তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থেইপি ময়ট্: সম্ভবাদানন্দ-  
ময়ঃ পরএব আস্মা ॥ ১৪ ॥

**মানুবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥ \***

ইতচ্চানন্দময়ঃ পর এবাস্মা যস্মাদব্রহ্মবিদাপ্নোতি পর-  
মিত্যুপক্রম্য, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, ইত্যস্মিন্মন্ত্রে যদব্রহ্ম  
প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তবিশেষণৈর্নির্দ্ধারিতং, যস্মাদাকাশাদি-

সূত্র-৮-শব্দোহমুক্তসমুচ্চয়ার্থ ইতি মত্বা ব্যাচষ্টে—“ইতচ্চ” ইতি । তচ্চ-  
মুক্তং ব্রহ্মানন্দস্ত নিরতিশয়ত্বাবধারণং পূর্ব্বমুক্তম্ । [ ইতি রত্নপ্রভা ]

মানুবর্ণিকমের পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেইপ্যানন্দময় ইতি গীয়ত ইতি ।

যে হেতু শ্রুতি ব্রহ্মকেই আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,  
সেই হেতু আনন্দময়ের ময়ট প্রচুরার্থক, বিকারার্থক নহে । [ শ্রুতি...  
তদ্বৎ ] শ্রুতি যথা—“এই ব্রহ্মই আনন্দ দান করিতেছেন বা আনন্দিত  
করিতেছেন ।” যিনি অন্যকে আনন্দ দান করেন, তিনি যে প্রচুরানন্দ,  
তাহা বলা বাহুল্য । অর্থাৎ তাহা প্রসিদ্ধ বা সর্বলোকবিদিত । যে ব্যক্তি  
অন্যকে ধনী করে, সে প্রচুরধনশালী, এ তত্ত্ব যেমন সহজ বোধ্য ;  
যে আনন্দ দান করে, সে প্রচুরানন্দ, এতদ্বৎ তদ্রূপ সহজবোধ্য । [ তস্মাৎ...  
আস্মা ] অতএব, প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট প্রত্যয়ের অধিক সম্ভাবনা থাকায়  
আনন্দময় শব্দ পরমাত্মারই বোধক, গোণাত্মার ( জীবের ) বোধক নহে ।

আনন্দময় পরমাত্মা, এ সম্বন্ধে অন্য হেতুও আছে । শ্রুতি “ব্রহ্মবিৎ  
পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হন,” এইরূপ বলিয়া “ব্রহ্ম সত্যবরূপ, জ্ঞানবরূপ ও  
অনন্ত ।” এইরূপ মন্তব্যকে বলিয়াছেন । এইমতে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মই

\* “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যস্মিন মন্ত্রে যৎ ব্রহ্ম প্রকৃতং অভিহিতং তদেবানন্দময়ব্যাক্যে  
বিদ্যতে অভিধীয়তে ।—যদ্ব্যবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই ঐ আনন্দময়  
রূপীত হইয়াছেন । সুতরাং আনন্দময় পূর্ব্বপ্রকৃত পরব্রহ্ম ।

ক্রমেণ স্বাবরজঙ্গমানি ভূতান্যজায়ন্তে, যচ্চ ভূতানি সৃষ্টা  
তান্যনুপ্রবিষ্টা গুহ্যায়ামবহিতং সর্বাস্তরং, যস্য বিজ্ঞানায়-  
ন্যোহস্তর আভ্যেতি প্রকাস্তং, তন্মাত্রাবর্ণিকমেব ব্রহ্মেহ  
গীৰ্ত্তে যোন্যোহস্তর আত্মানন্দময় ইতি । মন্ত্রব্রাহ্মণয়োশ্চৈ-  
কার্থত্বং যুক্তং অবিরোধাৎ । অন্যথা হি প্রকৃতহানা প্রকৃত-  
প্রক্রিয়ে স্যাতি । ন চান্নময়াদিত্য ইবানন্দময়াদন্যোহস্তর  
আত্মাহিভীযতে, এতন্নিষ্ঠেব চ, দৈবা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা,

অপি চানন্দময়ঃ প্রকৃতা শরীরদ্ব্যংগভেদঃ প্রাক্ সৃষ্টদ্রব্যবাৎ বহু

মত্যাদি বিশেষণের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছেন। যে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি-  
ক্রমে স্বাবর জঙ্গমাত্মক ভগৎ অনিয়াছে, যে ব্রহ্ম জীব সৃষ্টি করিয়া সে সক-  
লের অন্তঃপ্রবিষ্ট ও তাহাদের বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন,  
সেই হাকে জানিবার জন্য বা জানাইবার জন্য “আত্মা অন্নময়াদির অন্তরে  
ও অন্নময়াদি হইতে ভিন্ন” এতদ্রূপ বাক্য বলা হইয়াছে, সেই মাত্রাবর্ণিক  
(মন্ত্রোক্ত) ব্রহ্মই এই আনন্দময়ঘটিত ব্রাহ্মণবাক্যে গীত (অভিহিত) হইয়া-  
ছেন। [মন্ত্র...স্যাতি] মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এ দুয়ের একার্থতা বা একপ্রতি-  
পাদকতা থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। মন্ত্রের ও ব্রাহ্মণের অর্থসাম্য থাকিলেই  
অনিরোধ (বিরোধ ভঞ্জন) হইতে পারে। তাহার অন্যথা হইলে প্রকৃত  
হান ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া দোষ হয়, বিরোধ ভঞ্জন হয় না। (১) [নচান্ন...  
আত্মা] মন্ত্রার্থানুবাদী ব্রাহ্মণ অন্নময় হইতে প্রাণময় ভিন্ন, প্রাণময় হইতে  
মনোময় ভিন্ন, মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে  
আনন্দময় ভিন্ন বলিয়াছেন, কিন্তু আনন্দময়ের অভ্যন্তরে বা মধ্যে অন্য  
কোন আত্মা থাকার কথা বলেন নাই। প্রত্যুত এই আনন্দময় আত্মাতেই

(১) মন্ত্র=সৃষ্টভূত বা লোকাত্মক বেদ। ব্রাহ্মণ=ব্যাখ্যাত্মক বেদ। মন্ত্র বাহা বলে,  
ব্রাহ্মণ তাহার অর্থ বা তাৎপর্য বিস্তার করে। এজন্য মন্ত্রের ও ব্রাহ্মণের অর্থ বা প্রতিপাদ্য  
ভিন্ন। ভিন্ন হওয়া দোষ। সে লোভের দান প্রকৃতহান ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া। মন্ত্র বাহা  
প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত, ব্রাহ্মণ তাহা প্রতিপাদন করিল না, প্রত্যুত হাসি করিল, সূত্ররূপ  
তাহা দোষ। ব্রাহ্মণ মন্ত্রার্থ বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত, কিন্তু তাহা করিল না, অন্য কিছু বলিল  
সূত্ররূপ তাহাও দোষ। দুই জনে এক পথে বাইবার প্রতিজ্ঞার যদি দুই জনে দুই পথে বা  
তাহা হইলে দুই জনেরই দোষ, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য।

আনন্দোত্রকেতি ব্যক্তনাদিতি । তস্মাদানন্দময়ঃ পর-  
এবাত্মা ॥ ১৫ ॥

## নেতরোহ্মুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতচ্চানন্দময়ঃ পর এবাত্মা নেতরঃ । ইতর ঈশ্বরাদন্যঃ  
সংসারী জীব ইত্যর্থঃ । ন জীব আনন্দময়শব্দেনাভিধীয়তে ।  
কস্মাৎ । অমুপপত্তেঃ । আনন্দময়ঃ হি প্রকৃত্য শ্রয়তে, সোহ-  
কাময়ত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি, স তপোহতপ্যত স তপ-  
স্তপ্তা । ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চেতি । তত্র প্রাক্  
শরীরাদিত্যুৎপত্তেরভিধানং সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং অক্ষু-

জামিতি চ সৃজ্যমানানাং অষ্টরূপানন্দময়াদভেদশ্রবণাদানন্দময়ঃ পর এবেত্যাহ  
সূত্রম্ ।

নেতরো জীব আনন্দময়ঃ তস্মামুপপত্তেরিতি ॥

আত্মজিজ্ঞাসার সমাপ্তি করিয়া বলিয়াছেন, “ইহাই বরুণপ্রোক্ত ও  
ভৃগুবিজ্ঞাত বিদ্যা।” এই সকল কারণে ঐ আনন্দময় পরমাত্মা, জীব নহে ।

আনন্দময় পরমাত্মা । জীব নহে । ক্রতি ঈশ্বরভিন্ন সংসারী জীবকে  
আনন্দময়-শব্দে বলেন নাই । তৎপ্রতি হেতু এই যে, প্রোক্ত আনন্দময়ের  
জীবত্ব উপপন্ন হয় না । যথা, ক্রতি আনন্দময় ব্রহ্মের উপদেশ করিয়া  
বলিয়াছেন, “তিনি কামনা করিলেন, ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব ও  
জন্মিব । পরে তিনি তপস্যা করিলেন, আলোচনা করিলেন । আলোচনার  
পর তিনি এই সমস্ত সৃজন করিলেন ।” এধুন বিবেচনা করিয়া দেখ, সৃষ্টির  
পূর্বে বা শরীরাদি উৎপত্তির পূর্বে অভিধান করা, আলোচনা করা,  
এবং অষ্টার অব্যতিরেকে সৃষ্টি হওয়া বা সৃষ্টি করা, এ সকল ব্রহ্মভিন্ন অন্য  
পদার্থে (জীবে) সম্ভব হয় না । অর্থাৎ ইহাতেই পারে না ।

\* ইত্যরো জীবো ন । কস্মাৎ ? অমুপপত্তেঃ । জীবত্বামুপপত্তেরিত্যর্থঃ ।—ঐ আনন্দময়  
পরব্রহ্ম । জীব নহে । কেন না, আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না ।—( ভাষ্যানুবাদ  
দেখ, অমুপপত্তি দেখিতে পাইবে )

রব্যতিরেকঃ সৰ্ববিকারসৃষ্টিশ্চ ন পবনাদাত্তনোহন্যত্রোপ-  
পদ্যতে ॥ ১৬ ॥

## ভেদব্যপদেশোক্ত ॥ ১৭ ॥ \*

ইতশ্চ আনন্দময়ঃ সংসারী যস্মাদানন্দময়াধিকারে,  
বসোবৈ সঃ রসঃ হেবাহয়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি, ইতি জীবা-  
নন্দমর্যো ভেদেন ব্যপদিশতি । ন হি লক্কেব লক্কব্যোভবতি ।  
কথং তর্হ্যাত্মাহম্বেষ্টব্যঃ, আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে, ইতি চ  
শ্রুতিস্মৃতী, যাবতা ন লক্কেব লক্কব্যোভবতীত্যুক্তম্ ।

রসঃ সাবো হ্যযমানন্দময় আত্মা বসং হেবাহয়ং লক্কানন্দী ভবতীতি ।  
সোহয়ং জীবাশ্চনোলক্কভাব আনন্দময়শ্চ চ লভ্যতা নাভেদ উপপদ্যতে ।  
তস্মাদানন্দময়শ্চ জীবাশ্চনোভেদে পবত্রক্কত্বং সিদ্ধং ভবতি । চোদযতি।—  
“কথং তহি” । যদি লক্কা ন লক্কব্যঃ কথং তহি পবমাত্মনোবস্ততোহতিগ্নেন

ঐ আনন্দময় সংসারী বা জীব নহে । তৎপ্রতি হেতু এই যে, শ্রুতি  
আনন্দময়ে অধিকার কনিয়া, উপদেশ করিয়া, “তিনিই বস এবং ইনি  
সেই বস লাভ কবিয়া আনন্দিত হন” (১) এংরূপে জীব ও আনন্দময় এ  
ত্রেয়ঃ ভেদভাব বা ভিন্নতা দেখাইয়াছেন । জীব লক্কা, আনন্দময় তাহার  
লক্কব্য । যে লক্কা, সে লক্কব্য নহে । যে লক্কব্য, সে লক্কা (২) হইতে ভিন্ন,  
ইহা সতজ্ঞ বোধ্য । [ কথং...তুক্তং বলিতে পার যে, যদি লক্কা ও লক্কব্য  
ভিন্নই হয়, তবে, “আত্মা অন্বেষণ কর, জ্ঞান গোচর কর” “আত্মলাভের পর  
কিছু নাই” ইত্যাদিবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি কি প্রকারে সংগত হইবে ? ঐ সকল  
এতি স্মৃতি কি লক্কাকেই ( জীবকেই ) নিজের পবমাত্মভাব লাভ কনিও বা

ভেদেন জীবানাংনৈব ব্যপদেশাৎ নির্দেয়াৎ চ তপি পবমাত্মনানন্দময় সঃ ১।  
৭।৪ম।—এংহেতু শ্রুতি আনন্দময়ে জীবপ্রাপ্যোপ নিদেশ কবিয়া চন সেই সেই আনন্দ  
ময় জীব নহে বঙ্গ ।

( ) তিনি আনন্দময় । রস সর্বাংসার বা উৎকৃষ্ট আত্মা । তিনি অর্থাৎ ঐ  
শীল । আনন্দময় নহে ।

(১) যে তাহা বসে । (২) ইহা চ জীবন বা তাহার পবমাত্মভাব লাভ কনি ।

বাঢ়ং, তথাপ্যাত্মনোহপ্রচ্যুতাত্মভাবস্যৈব সতস্তদ্ধাহনববোধ-  
নিমিত্তোদেহাদিষ্মনাত্মস্বাত্মনিশ্চয়োলৌকিকোদৃষ্টিঃ । তেন  
দেহাদিভূতস্যাত্মনোপ্যাত্মা অনন্বিকৌহশ্বেক্যোহলকৌলক-  
ব্যোহশ্রুতঃ শ্রোতব্যোহমতোমন্তব্যোহবিজ্ঞাতোবিজ্ঞাতব্য

জীবাত্মনা পরমাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ । পরিহরতি । - “বাঢ়ং তথাপি” ।  
সত্যঃ পরমার্থতোহভেদেহপ্যবিদ্যারোপিতং ভেদমুপাশ্রিত্য লক্ষ্যলক্ষ্যভাব  
উপপদ্যতে । জীবো হবিদ্যায়া পরব্রহ্মণো ভিন্নোদর্শিতো ন তু জীবাদপি ।  
তথা চানন্দময়শ্চৈজ্জীবো ন জীবস্তাবিদ্যায়াপি স্বতোভেদো দর্শিত ইতি ন চ  
লক্ষ্যলক্ষ্যভাব ইত্যর্থঃ । ভেদোভেদো চ ন জীবপরব্রহ্মণোরিত্যুক্তমধস্তাৎ ।  
স্বাদেতৎ । যথা পরমেশ্বরভিন্নোজীবাত্মা দ্রষ্টা ন ভবত্যেবং জীবাত্মনোহপি  
সাক্ষাৎকার করিতে বলিতেছে ? [ বাঢ়ং ] স্বীকার করিলাম,—যাহা বলিলে  
তাহা সত্য বলিয়া মানিলাম, পরন্তু উহার সঙ্গতি এইরূপ ।—[ তথাপি...উপ-  
পদ্যতে ] লক্ষ্য ও লক্ষ্যব্য অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও  
অভিন্ন হইলেও লোকে আত্মার বা আপনার যথার্থ অপ্রচ্যুতস্বরূপ জানে  
না । আমি কি ও কিংস্বরূপ তাহা জানা না থাকাতেই লোক অনাত্ম-দেহা-  
দিতে আত্মজ্ঞান স্থাপন বা অহংজ্ঞান করিতেছে । দেহপ্রভৃতিকেই আমি বা  
আত্মা বলিয়া জানিতেছে । ঈদৃশ অজ্ঞানকল্পিত ভেদ বা ভিন্নতা অনুবাদ  
পূর্বক তাহারই অনারোপিতরূপ পরমাত্মা এবং তাহাই অশ্বেষ্টব্য, লক্ষ্যব্য,  
শ্রোতব্য, মন্তব্য ও বিজ্ঞাতব্য, এতরূপ ভেদব্যপদেশ বা ভেদ-উক্তি অবশ্য  
উপপন্ন হইতে পারে (১) । ফলিতার্থ এই যে, আরোপিত ভেদ লইয়াই  
লক্ষ্য-লক্ষ্যব্য ভাব উপদিষ্ট হইয়াছে । অপিচ, জীব অবিদ্যা থাকাতেই পরব্রহ্ম  
হইতে ভিন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু পরব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন হন নাই । অতএব,  
আনন্দময় যদি জীব হন, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্যাই হন, লক্ষ্যব্য হন না ।  
কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দময় লক্ষ্যব্য, জীব তাহার লক্ষ্য । সুতরাং

(১) অশ্বেষ্ট্যেয়া—আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, এতরূপে অনুসন্ধান করা । লক্ষ্যব্য=বিবেক  
জ্ঞান উপাদানপূর্বক তাহা প্রত্যক্ষ করা । শ্রোতব্য==সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত শাস্ত্রবাক্যাদি  
শ্রবণ করা । মন্তব্য==সংশয়াদি নিবারক বিচারের বিধয় করা । বিজ্ঞাতব্য==নিদিষ্ট্যাসন  
বা সাক্ষাৎকারসাধক সমোত্তির গৌরব করা । (অবিদ্যা যদি ভেদবিভিন্ন না জন্মাইত,  
আত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন না করিত, অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি না জন্মাইত, তাহা হইলে লক্ষ্য-লক্ষ্যব্য-  
ভাব থাকিত না ও হইত না এবং শ্রবণ মননাদিও আবশ্যক হইত না) এতদ্রূপে

ইত্যাদিভেদব্যপদেশ উপপদ্যতে । প্রতিষিধ্যত্ এব তু  
পরমার্থতঃ সর্বজ্ঞাৎ পরমেশ্বরাদন্যোদ্রক্টা শ্রোতা বা,  
নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টেত্যাदिना । परमेश्वरसुविद्याकल्लिता-  
छारीरात् कर्तुर्भोक्तुर्विज्ञानात्आख्यानन्यः, यथा मायाविन-  
श्चर्म्मभङ्गधरात् सूत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव मायावी पर-  
मार्थरूपोभूमिष्ठोहन्यः, यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्ना-  
दनुपाधिपरिच्छिन्न आकाशोहन्यः । ईदृशं विज्ञानात्पर-  
मात्तुभेदमाश्रित्य नेतरोहनुपपन्ते, भेदव्यापदेशोच्चे-  
त्युक्तम् ॥ १७ ॥

### कामाच्छ नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥ \*

द्रष्टुर्न ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি জীবস্থানির্বাচ্যে পরমেশ্বরোপ্যনির্বাচ্যঃ স্ত্রাৎ ।  
তথা চ ন বস্তু সন্নিত্যত আহ—“পরমেশ্বরসুবিদ্যাকল্লিতাৎ” ইতি । রজতঃ  
হি সমারোপিতং ন শুদ্ধিতোভিদ্ভাতে । ন হি তৎ ভেদেনাভেদেন বা শক্যং  
নির্বাচ্যম্ । শুদ্ধিস্ত পরমার্থসত্যী নির্বাচনীয়ান্ননির্বাচনীয়াদ্রজতাত্ত্বিত্যত এব ।  
অত্রৈব স্বরূপমাত্রং দৃষ্টান্তমাহ—“যথা মায়াবিন” ইতি । এতদপরিতো-  
ষণাত্যন্তস্বরূপং দৃষ্টান্তমাহ—“যথা বা ঘটাকাশাৎ” ইতি । শেষমতিরোহি-  
তার্থম্ ॥

আনন্দময়কে জীব বলিলে লব্ধ লব্ধব্যাভাব ভঙ্গ হয় । [ প্রতি...দিনা ] প্রতি  
“ইহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই” ইত্যাদিবিধ বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য  
দ্রষ্টা থাকা ও জীবের বাস্তবত্বনিবেদন করিয়াছেন । [ পরমে...আকাশোহন্যঃ ]  
যেমন খণ্ডাচর্ম্মধারী সূত্রমাত্র অবলম্বনে আকাশারোহণকারী মায়াপুরুষ  
হইতে ভূতলস্থ সত্যরূপ মায়াবী (ঐজ্ঞানালিক) পুরুষ ভিন্ন, অথবা যেমন  
উপাধিपरिच्छिन्न ঘটাকাশ হইতে अपरिच्छिन्न আকাশ ভিন্ন, সেইরূপ, পরমে-  
শ্বরঃ অবিদ্যাকল্লিত কর্তা ভোক্তা বিজ্ঞানাত্মা জীব হইতে ভিন্ন । [ ইদৃশ...  
তু্যক্তম্ ] এইরূপ ভেদ অনুসরণ করিয়াই ১২ । ১৩ সূত্র অভিহিত হইয়াছে ।

\* কামাৎ চ কাময়িতৃহনির্দেশাদপি ( জগৎকারণসোতি ঘোজ্যং ) । অনুমানম্ অণু-  
মানম্ প্রধানম্ অপেক্ষা ন নাস্তীত্যর্থঃ ।—কৃত্তিতে জগৎকারণের কাময়িতৃহ ( ইজ্ঞা  
পূর্কক সৃষ্টি কর্তৃহ ) নির্দেশ থাকার অনুমানম্ প্রধানকে আনন্দময় ও সৃষ্টিকর্তা হুএর  
কিছুই বলিবার উপায় নাই ।



আনন্দময়াধিকারে চ, মোহকাময়ত বহু স্যাৎ প্রজ্ঞায়ে-  
 য়েতি কাময়িতৃহ্ননির্দেশান্নানুমানিকমপি সাংখ্যপরিকল্পিত-  
 মচেতনং প্রধানমানন্দময়ত্বেন কারণত্বেন চাপেক্ষিতব্যান্ ।  
 ঈক্ষতের্নাশব্দগতি নিরাকৃতমপি প্রধানঃ পূর্বসমুদ্রোদাহতাঃ  
 কাময়িতৃহ্নপ্রতিমাশ্রিত্য প্রসঙ্গাৎ পুনর্নিরাক্রিয়তে গতি-  
 সামান্যপ্রপঞ্চনায় ॥ ১৮ ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্ব্যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥\*

ইতচ্চ ন প্রধানেন জীবে বা আনন্দময়শব্দঃ, যস্মাদস্মিন্না-  
 নন্দময়ে প্রকৃতে আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্যাহস্য জীবস্য তদ্ব্যোগঃ  
 শাস্তি । তদাত্মনা যোগস্তদ্যোগস্তদ্ব্যাপত্তিমুক্তিরিত্যর্থঃ ।  
 তদ্ব্যোগং শাস্তি শাস্ত্রং, যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাভ্যে-  
 হনিরুক্তেহনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ মোহভয়ং

অনুমানগম্যানুমানিকম্ । পুনরুক্তিমাশঙ্ক্যাহ “ঈক্ষতে”রিতি ॥

আনন্দময় অধিকারে “তিনি (আনন্দময়) কামনা করিলেন, আমি  
 বহু হইব ও জন্মিব,” এতদ্রূপ উল্লেখ থাকায় সাংখ্যকল্পিত প্রধানের আনন্দ-  
 ময়ত্ব ও জগৎকারণত্ব উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে । ( কেন না, অচেতনের  
 কামনা ও আনন্দ উভয়ই অসম্ভব ) । প্রধানের জগৎকারণতা যে সূত্রে  
 নিরাকৃত হইলেও গতিসামান্যতা দেখাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে পুনরুল্লেখ  
 করা হইল । ১৮

এ হেতুতেও আনন্দময় শব্দে জীব অথবা প্রকৃতি উপদিষ্ট হয় নাই ।  
 যে হেতু প্রতি, “আনন্দময় আত্মায় প্রতিবদ্ধ হইলে অর্থাৎ আনন্দময়  
 আত্মা স্বীয়-অভেদে সাক্ষাৎকৃত হইলে জীব আনন্দময় হয়” বলিয়া-

\* অস্মিন্ আনন্দময়বিষয়ে অস্যা প্রবোধবতোজীবস্য তদ্ব্যোগং তদাত্মনা যোগং তদ্ব্যাপ-  
 গতিঃ ব্রহ্মভাবাপত্তিঃ” মোক্ষমিতিবাবৎ । শাস্তি উপদিশতি জ্ঞতিরিতি শেষঃ ।—বেহেতু  
 প্রতি বলিয়াছেন, আনন্দময় আত্মা জানিলে জীবের আনন্দময়ত্বাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বা  
 মুক্তিলাভ হয়, সেই হেতু ঐ আনন্দময় জীব নহে, প্রধানও নহে ।

গতোভবতি । যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে অথ তস্যা ভয়ং ভবতীতি । এতদুক্তং ভবতি । যদেতস্মিন্মানন্দময়ে-  
হ্লান্মপ্যাস্তুরমতাদাত্ম্যরূপং পশ্চাতি তদা সংসারভয়াম্ নিবর্ততে  
যদা হ্যেতস্মিন্মানন্দময়ে নিরন্তরং তাদাত্ম্যোহন প্রতিষ্ঠিতীতি  
তদা সংসারভয়াম্ নিবর্তত ইতি । তচ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে  
ন প্রধানপরিগ্রহে জীবপরিগ্রহে বা । তস্মাদানন্দময়ঃ পর-  
মাত্মেতি স্থিতম্।

ইদম্ভিহ বক্তব্যং, স বাএস পুরুষোহ্মরসময়ঃ । তস্মাদ্বা  
এতস্মাদম্বরসময়াদন্যোহস্তর আত্মা প্রাণময়স্তস্মাদন্যোহস্তর

স্বমতপরিগ্রহার্থমেকদেশিতং দুষ্যতি ।—“ইদং ভিহ বক্তব্যম”মিতি ।  
এষ ভাবহুংসর্গোৎ—

ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্মশব্দাৎ প্রতীয়তে ।

বিভৃদ্ধং ব্রহ্ম বিকৃতং ত্বানন্দময়শব্দতঃ ॥

তত্র কিং পুচ্ছপদসমভিব্যাহারাদম্বরাদিবু চাত্মাবয়বপর্যয়েন প্রয়োগাদি-

ছেন । যথা—[যদা...ভবতীতি] “এই জীব যখন অদৃশ্য, অনাস্থ্য,  
অনিরুক্ত ও অনিলয় ব্রহ্ম বস্তুতে অভয় (১) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন  
সে অভয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় । জীব যখন আপনাতে অত্যন্ত ভেদ  
জ্ঞান উত্থাপিত করে—ভেদ দর্শন করে—তখন তাহার ভয় হয় অর্থাৎ  
ভেদজ্ঞানজনিত সংসারিত্ব উপস্থিত হয় ।” [এতদুক্তং...স্থিতম্] এই শ্রুতি  
ইহাই বলিতেছেন, জানাইতেছেন যে, আনন্দময় আত্মার অত্যন্ত ভেদজ্ঞান  
থাকিতে সংসারভয় যায় না, কিন্তু তত্বাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ তিনি  
অভেদজ্ঞানের বিষয় হইলে তখন আর সংসার থাকে না, মোক্ষ হয় ।  
আনন্দময় যদি জীব অথবা প্রকৃতি হন, তাহা হইলে তত্বাদাত্ম্য প্রাপ্তিতে  
সংসারভয়নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব আনন্দময়কে পরমাত্মা  
বলিলেই ঐক্যবিধ সংসারনিবৃত্তিরূপ শ্রুত্যর্থ সঙ্গত হয়, জীব বা প্রকৃতি  
বলিলে হয় না । [ইদং...শ্রীযত ইতি] এ স্থলে একপ বলিতে পারি যে,

(১) অদৃশ্য—হুলপ্রকৃতিত । অনাস্থ্য—অশরীর । অনিরুক্ত—বাক্যের অপোচন ।  
অনিলয়—মায়াজীত । অভয়—অধরব্রহ্মভাব । প্রতিষ্ঠা—ভবিষ্যক উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিপ্ৰাপ্তি  
অথবা তদ্রূপে অবস্থিতি ।

আত্মা মনোময়ন্তুশ্চাদন্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময় ইতি চ  
বিকারার্থে ময়ট্ প্রবাহে সতি আনন্দময় এবাহকশ্চাদ-  
র্দ্ধজরতীয়ন্যায়েন কথমিব ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বং ব্রহ্মবিষয়ত্বং  
বা আশ্রীয়ত ইতি। মাত্রবর্ণিকব্রহ্মাধিকারাদিতি চেৎ,  
অন্নময়াদীনামপি তর্হি ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গঃ। অত্রাহ যুক্তমন্ন-  
ময়াদীনামব্রহ্মত্বম্। তস্মাত্তস্মাদন্তরস্যান্তরস্যান্যস্যাত্মস্যাত্মন  
হাপ্যবয়বপরত্বাৎ পুচ্ছপদস্ত তৎসমানাধিকরণং ব্রহ্মপদমপি স্বার্থভ্যাগেন  
কথঞ্চিদবয়বপরং ব্যাখ্যায়তাম্, আনন্দময়পদঞ্চান্নময়াদিবিকারবাচিপ্ৰায়-  
পঠিতং বিকারবাচি বা কথঞ্চিৎপ্রচুরানন্দবাচি বা ব্রহ্মণ্যপ্রসিদ্ধং কয়া চিৎ-  
বৃত্ত্যা ব্রহ্মণি ব্যাখ্যায়তাম্, আনন্দপদাভ্যাসেন চ জ্যোতিষ্পদেনেব জ্যোতি-  
ষ্টোম আনন্দময়োল্ল্যাতাম্, উতানন্দময়পদং বিকারার্থমন্ত, ব্রহ্মপদঞ্চ ব্রহ্ম-  
ণ্যেব স্বার্থেহন্ত, আনন্দপদাভ্যাসশ্চ স্বার্থে, পুচ্ছপদমাত্রমবয়বপ্রায়লিখিত-  
মধিকরণপরতয়া ব্যাক্রিয়তামিতি কৃতবুদ্ধয় এব বিদাহুর্বস্তু। তত্র—

প্রায়পাঠপরিচয়োগোমুখ্যত্রিতয়লঙ্ঘনম্।

পূর্ব্বাশ্রিত্ত্বমুত্তরে পক্ষে প্রায়পাঠস্ত বাধনম্ ॥

“অন্নময় আত্মা হইতে প্রাণময় অন্তরাত্মা ভিন্ন, প্রাণময় আত্মা হইতে  
মনোময় অন্তরাত্মা ভিন্ন, মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময়  
হইতে আনন্দময় ভিন্ন ও অন্তর্কর্ত্তী, এতদ্রূপক্রমে পরিপঠিত শ্রুতিতে  
সমুদায় ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ বিকার, কেবল আনন্দময়শব্দস্থ ময়ট প্রত্যয়ের  
অর্থ প্রাচুর্য্য, এরূপ অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় (১) স্বীকার কর কেন? আশ্রয় কর  
কেন? [ মাত্র...প্রসঙ্গঃ ] যদি বল, “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম” এই  
মন্ত্রের প্রেরিত্যাদা পরব্রহ্ম, তদধিকারে পঠিত বলিয়া ঐরূপ অর্থ স্বীকার  
করি, অর্থাৎ আনন্দময়ের ব্রহ্মার্থতা ও তত্রস্থ ময়ট প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থতা  
অঙ্গীকার করি, ইহাতে আমরা বলিব, তাহা অসঙ্গত। ঐরূপ বলিলে  
অন্নময়াদি আত্মাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। [ অত্রাহ...অব্রহ্মত্বম্ ] এ বিষয়ে  
কেহ কেহ বলেন, অন্নময়াদি আত্মার অব্রহ্মতা যুক্তিসিদ্ধ। কেন?  
তাহা বিবেচনা কর। [ তস্মা...দিতি ] শ্রুতি অন্নময়ের অন্তরে প্রাণময়,

(১) সকল অর্দ্ধ জরাজীর্ণ—বুদ্ধ—কেবল মুখখানি মাত্র যুবা ও কমবয়স্ক, ইহা যেমন হয়  
স্নান, তদ্রূপ এক প্রকারে বা এক প্রকৃমে পরিপঠিত এটা শব্দের অর্থ এক প্রকার আর একটা  
শব্দের অর্থ অন্য প্রকার, ইহাও হয় না।

উচ্যমানত্বাৎ, আনন্দময়াত্তু ন কশ্চিদন্যোহস্তুর আত্মো-  
চ্যতে, তেনানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বম্, অন্যথা প্রকৃতহানিঃপ্রকৃত-  
প্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাদিতি । অত্রোচ্যতে । যদ্যপ্যনন্দময়াদিত্য ইবা-  
নন্দময়াদন্ত্যোহস্তুর আত্মেতি ন শ্রীয়াতে তথাপি নানন্দময়স্য  
ব্রহ্মত্বং, যত আনন্দময়ং প্রকৃত্য শ্রীয়াতে, তস্য প্রিয়মেব  
শিরো মোদোদক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ

পুচ্ছপদং হি বাগধৌ মুখ্যং সদানন্দময়াবয়বে গৌণমেবেতি মুখ্যশব্দার্থ-  
লজ্জনম্ । অবয়বপরতান্নামধিকরণপরতারাঞ্চ তুল্যম্ । অবয়বপ্রায়লেশ-

প্রাণময়ের অন্তরে মনোময়, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানময়, এইরূপ উপ-  
দেশ করিয়া পশ্চাৎ বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময় আত্মার উপদেশ করিয়া  
আত্মতত্ত্বোপদেশ সমাপ্ত করিয়াছেন । আত্মতত্ত্বপ্রকাশক উক্ত বাক্যের  
তাৎপর্য্যে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রুতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার অনাত্মতা  
প্রতিপাদনার্থই পর পর আত্মার উপদেশ করিয়াছেন । আনন্দময়ের অন্তরে  
অন্য আত্মা নাই, আনন্দময়ই পরমাত্মা, ইহা বুঝাইবার জন্যই আনন্দময়  
আত্মায় আত্মতত্ত্বের উপসংহার করিয়াছেন, এবং আত্মাত্তর থাকার কথা  
বলেন নাই । অতএব, আনন্দময় আত্মাই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম, অন্য  
সকল অনাত্মা অর্থাৎ জীব । অন্যথা (এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলে)  
প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া এই দুই দোষ হইবে । (১) [ অত্রোচ্যতে ]  
এই জন্যই এ বিষয়ে আমরা এইরূপ বলি, [ যদা...ব্রহ্মত্বং ] আনন্দময়ের  
অন্তরে আত্মাত্তর থাকা শ্রুত হয় নাই, শ্রুতি শব্দের দ্বারা ঐ কথা  
বলেন নাই, এই কারণে আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব অবধারণ অধুক্ত । কেন?  
তাহা বিবেচনা কর । [ যত...ইতি ] শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্মের প্রস্তাব  
করিয়া বলিয়াছেন, "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক, মোদ তাঁহার দক্ষিণপক্ষ প্রমোদ  
বামপক্ষ, আনন্দই তাঁহার আত্মা, তিনি ব্রহ্ম, পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা ।" (২)

(১) এ স্থলে প্রকৃত বা প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম । তাহার হানি অর্থাৎ প্রতিপাদন না হওয়া  
এবং যাহা প্রকৃত নহে, তাহারই প্রতিপাদন হওয়া । অর্থাৎ ব্রহ্ম বুঝাইতে গিয়া ব্রহ্ম না  
বুঝাইয়া জীব বুঝান হইল, অন্তর্য্য দোষ হইল ।

(২) ইষ্টবস্তু দেখিলে যে মুখ হয়, তাহার অন্য নাম প্রিয় । তাহার স্মরণে যে মুখ  
হয়, তাহার অন্য নাম মোদ ও আমোদ । সে মুখ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে উজ্জনা  
তাহার যে উৎকর্ষ হয়, তাহা প্রমোদ শব্দের বাচ্য । আনন্দ ঐ সমস্ত স্থবের মূল কারণ ।

আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি। তত্র বহুক্লেহ মন্তবর্ণে  
প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেতি তদ্বিহ ব্রহ্ম পুচ্ছং  
প্রতিষ্ঠেত্বাচ্যতে। তদ্বিজিজ্ঞাপয়িষ্যৈবান্নময়াদয় আনন্দ-  
ময়াস্তাঃ পঞ্চকোশাঃ কল্পান্তে। তত্র কৃতং প্রকৃতহানা-  
প্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গঃ। নন্বানন্দময়াবয়বত্বেন ব্রহ্ম পুচ্ছং  
প্রতিষ্ঠেত্বাচ্যতে, অন্নময়াদীনামিবেদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাदि,  
তত্র কথং ব্রহ্মণঃ স্বপ্রধানত্বং শকাং বিজ্ঞাতুন্? প্রক-  
তত্বাদিতি ক্রমঃ। নন্বানন্দময়াবয়বত্বেনাপি ব্রহ্মাণি বিজ্ঞায়-

বাধন্ত বিকারপ্রায়লেখবাধেন তুল্যঃ। ব্রহ্মপদমানন্দময়পদমানন্দপদমিতি  
ত্রিতয়লব্ধনম অধিকম্। তন্মাত্রা মুখ্যত্রিতয়লব্ধনাদসাদীয়াং পূর্বঃ পঞ্চঃ।  
মুখ্যত্রয়ান্তগুণেন তত্ত্বং এব পঞ্চোষুক্রঃ। অপি চানন্দময়পদস্ত ব্রহ্মার্থে

[ তত্র . প্রসঙ্গঃ ] এতদ্বাক্যং দ্বাবা এইকপ সিংহ য় যে, পূর্বোক্ত সত্য  
জ্ঞানাদি বাক্যে যে ব্রহ্ম প্রকৃত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই এই প্রিয়াদিবাক্য  
“ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এতদ্রূপে অভিহিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাকেই জানাই-  
বাব ইচ্ছায় প্রতি অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত কোষপঞ্চক (আত্মাব  
আচ্ছাদক অথবা উপলব্ধি স্থান) কল্পনা করিয়াছেন। অপিচ, পুচ্ছবাক্য  
এইকপে প্রকৃত স্বপ্রধান ব্রহ্মপব হওয়ায় ঐ পূর্বকথিত দোষদ্বয় (প্রকৃতজ্ঞানি  
ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া) আব থাকিল না। [ নন্বানন্দ...ক্রমঃ ] যদি বল,  
পুচ্ছ শব্দ আনন্দময়েব অবয়বরূপে কথিত হওয়ায় তৎসহকৃত ব্রহ্মও  
অন্নময়াদিব ন্যায্য অপ্রধান হওয়াই উচিত কিন্তু তুমি উহাকে স্বপ্রধান  
বলিলে, হহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তুমি কি করিয়া জানিলে যে,  
পুচ্ছব্রহ্মই গুহানিহিত ও সর্বাস্তববস্তুরী পবব্রহ্ম, ইহাব প্রত্যুত্তবে আমি  
বলিব, প্রকরণ বলেই উহা জানা গিয়াছে। (পবব্রহ্মেব প্রকরণ পব  
এব্রহ্মই সমাপ্ত হয়, এই নিয়ম থাকাতে পুচ্ছব্রহ্মকে পবব্রহ্ম বলিয়া  
জানা যায় বা স্থির কবা যা)। [ নন্বানন্দ...চ্যতে ] যদি বল, এক্ষে

আত্মা বিবর্ত্তন্য। প্রতিষ্ঠা স্থিতিহেতু। পুচ্ছ অর্থাৎ পুচ্ছতুল্য। পক্ষী পুচ্ছ যেমন  
পাখিদের পরাশ্রয়—স্থিতি হেতু—এক ও তদ্রূপ ঐ সকলের পরাশ্রয় বা স্থিতিহেতু। এতদ্রূপ  
অন্য পক্ষী পক্ষী থাকায় বুঝিতে হইবে যে, আনন্দময় শব্দ প্রোট কারণে ব্রহ্মপদ নহে, কিন্তু  
ব্রহ্মপদগুণ পক্ষী পক্ষী থাকায় তদ্ব্যপেক্ষপ্রত্যাবেদী ব্রহ্মপদ।

মানেন ন প্রকৃতত্বং হীয়তে আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বাদিত্তি। অত্রো-  
চ্যতে। তথা সতি তদেব ব্রহ্মানন্দময় আত্মাহবয়বী তদেব  
চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠাহবয়ব ইত্যসমঞ্জস্যং স্মৃৎ। অন্য-  
তরপরিগ্রাহে তু যুক্তং ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্রৈব ব্রহ্ম-  
নির্দেশ আশ্রয়িত্বং ব্রহ্মশব্দসংযোগাৎ আনন্দময়বাক্যে  
ব্রহ্মশব্দসংযোগাভাবাদিত্তি। অপিচ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠে-  
ত্বাভ্রু। ইদমুচ্যতে, তদপ্যেষ শ্লোকোভবতি। অসম্ভব স  
ভবতি অসদব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎবেদ  
সন্তমেনন্ততোবিহুরিত্তি। অস্মিংশ্চ শ্লোকেহননুকূষ্যানন্দ-  
ময়ং ব্রহ্মণ এব ভাবাভাববেদনয়োৰ্গদোষাভিধানাদগম্যতে

ব্রহ্ম পুচ্ছমিতি ন সমঞ্জস্যম্। ন হি তদেবাবয়বব্যবস্কেতি যুক্তম্। আধার-

আনন্দময়ের অবয়ব বলিয়া জানিলেও প্রকরণ ভঙ্গ দোষ হইবে না;  
কেন-না, আনন্দময়ও ব্রহ্ম।—এ কথার প্রত্যুত্তর এইরূপ। [তথা...  
স্মৃৎ] এরূপ বলিলে অর্থসামঞ্জস্য হয় না। কেন-না, “যিনি আনন্দময়  
অবয়বী তিনিই আবার পুচ্ছরূপ অবয়ব” ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। [অন্য...  
দিত্তি] অন্যতর গ্রহণ করিতে হইলে অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্ম ও পুচ্ছব্রহ্ম এই  
দুয়ের একটা অবয়ব ও একটা অবয়বী, এরূপ বিবেচনা করিতে হইলে,  
ব্রহ্ম শব্দের বোগ থাকার পুচ্ছব্রহ্মকেই অবয়বী ও পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ  
করা উচিত। আনন্দময়-বাক্যে ব্রহ্মশব্দ নাই, সুতরাং তাঁহাকে মুখ্যব্রহ্ম  
বলা যায় না। [অপিচ...ইতি] আরও এক যুক্তি আছে। যথা—কৃতি  
“ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যের পরেই বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্লোক  
আছে যে, যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, নাই বলিয়া বিবেচনা করে,  
তাহা হইলে সেও অসৎ হয় অর্থাৎ আত্মনাস্তিক হয়। (অথচ কেহই আত্ম-  
নাস্তিক হইতে পারেন না।) আর যিনি অস্তি বলিয়া জানেন, সৎ বলিয়া  
জানেন, জ্ঞানীরা তাঁহাকে সৎ বা আত্মাস্তিক বলিয়া জানেন।” প্রলিখন  
পূর্বক দেখ, [অস্মি...মিতি] এই শ্লোকে আনন্দময় ব্রহ্মকে আকর্ষণ  
না করিয়াই অর্থাৎ আনন্দময়কে পরিত্যাগ করিয়া কে বলিয়াছে ব্রহ্মেরই

ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্র ব্রহ্মণ এব স্বপ্রধানত্বমিতি । ন চানন্দ-  
ময়স্যাত্মনোভাবাভাবশঙ্কা যুক্তা প্রিয়মোদাদিবিশিষ্টস্যানন্দ-  
ময়স্য সৰ্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ ।

কথং পুনঃ স্বপ্রধানং ব্রহ্মানন্দময়স্য পুচ্ছত্বেন নির্দিষ্ট্যন্তে  
ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি, নৈষ দোষঃ, পুচ্ছবৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা  
পরায়ণমেকনীড়ং লৌকিকস্যানন্দজাতস্য ব্রহ্মানন্দ ইতি ।  
এতদনেন বিবক্ষ্যতে নাব্যবহৃত্ত্বম্ । এতসৈবানন্দস্যাত্মানি  
ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুত্যন্তরাৎ । অপি চানন্দ-  
ময়স্য ব্রহ্মত্বে প্রিয়াদ্যব্যবহৃত্বেন সবিশেষং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং,

পরম্বে চ পুচ্ছশব্দস্ত প্রতিষ্ঠেত্যোক্তদগ্ধ্যাপনতরং ভবতি । আনন্দময়স্ত চাস্তর-  
ত্বময়ময়াদিকোশাপেক্ষয়া । ব্রহ্মণস্তান্তরত্বমানন্দময়াদর্থাক্রম্যত ইতি ন শ্রুত্যো-

ভাবাভাবজ্ঞানের গুণ দোষ কথিত হইয়াছে । ইহাতেই বুঝা যাইতেছে,  
পুচ্ছবাক্যই ব্রহ্মই পরব্রহ্ম ও স্বপ্রধান । [ ন চা...সিদ্ধত্বাৎ ] ভাবরূপে  
জানা ও অভাবরূপে জানা একরূপ কথা নিরবয়ব শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যতীত প্রিয়-  
মোদাদিবিশিষ্ট আত্মায় সঙ্গত হয় না । তাহার হেতু এই যে, আনন্দময়  
আত্মা সৰ্বলোকবিদিত । যাহা সৰ্বলোকবিদিত, তাহাতে আবার ভাবা-  
ভাব বা সং অসং আশঙ্কা হইবে কেন ? [ কথং...দোষঃ ] তবে একরূপ  
বলিতে পার যে, স্বপ্রধান পরব্রহ্ম আনন্দময়ের পুচ্ছ বলিয়া উক্ত হইল  
কেন ? ইহাতে আমি বলি, একরূপ বলা দোষ নহে । কেন-না, [ পুচ্ছবৎ...  
বহুত্বম্ ] এখানে পুচ্ছশব্দ অবয়ববোধক নহে । উহা আধার মাত্রের বোধক ।  
( পক্ষিপুচ্ছ যেমন তাহাদের স্থিতিহেতু, আধার, ব্রহ্ম ও তেমনি আনন্দময়  
আত্মার স্থিতিসাধন আধার ) । অপিচ, প্রতিষ্ঠা শব্দও অধিষ্ঠান মাত্রের  
বোধক । অতএব, লৌকিক আনন্দের পুচ্ছ ও আধার ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মই  
জগতের প্রতিষ্ঠা বা লোকের অধিষ্ঠান, এতদ্ব্যজ তাৎপর্য্যে পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা  
এই শব্দ কথিত হইয়াছে । এ বিষয়ে প্রতিও আছে । যথা—

[ এত...স্তরাৎ ] “জীব সকল এই ব্রহ্মানন্দের লেশ বা কণামাত্র পাইয়া  
জীবিত থাকে ও আনন্দিত হয় ।” [ অপি...ইতি ] আরও দেখুন,  
আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিতে হইলে অবয়বসম্বন্ধহেতু সবিশেষ ( সগুণ ) ব্রহ্মই

নির্কিংশেষস্ত ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রুয়তে, বাহ্যনন্দস্যোৎপত্তি-  
 ত্ত্বানাং । যতোবাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং  
 ব্রহ্মণোবিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি । অপি চানন্দপ্রচুর  
 ইত্যুক্তে দুঃখান্তিমপি গম্যতে প্রাচুর্য্যস্য লোকে প্রতি-  
 যোগ্যম্প্রাপ্যপেক্ষত্বাৎ । তথা চ সতি, বত্ন নানাৎ পশ্চতি  
 নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেতি ভূমি ব্রহ্মণি তদ্য-  
 তিরিক্তাভাবশ্রুতিরূপরূধ্যত । প্রতিশরীরঞ্চ প্রিয়াদিভেদা-  
 দানন্দময়স্তাপি ভিন্নত্বম্ । ব্রহ্ম তু ন প্রতিশরীরং ভিদ্যতে ।  
 সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেত্যনন্ত্যশ্রুতেঃ । একোদেবঃ সর্ব-

কম্ । এবঞ্চানন্দময়াদিবদানন্দময়স্ত প্রিয়াদ্যবয়বযোগোযুক্তঃ । বাহ্যনসা-

বলিতে হইবে । কিন্তু আনন্দময়-বাক্যের শেষে নির্কিংশেব (নিঃশূন্য) ব্রহ্ম  
 অভিহিত আছে । যথা—“বাক্য ও মন বাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়  
 তিনিই সেই আনন্দ ব্রহ্ম ।” (১) “যে আনন্দ-ব্রহ্ম জানে সে কিছু হইতে  
 ভয় প্রাপ্ত হয় না ।” (২) [ অপি...পেক্ষত্বাৎ ] আরও এক কথা আছে,  
 বিবেচনা কর । আনন্দময় বা আনন্দপ্রচুর বলাতেই যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ  
 থাকা বলা হইয়াছে । কেননা, আধিক্য অল্পসারেই প্রচুর শব্দের প্রয়োগ  
 হয়, অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না । [ তথা চ...রূধ্যত ] অল্প দুঃখ থাকা  
 স্বীকার করিতে গেলে “বাঁহাতে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ভেদ বুদ্ধি নাই, স্বরূপ  
 ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তিনিই ব্রহ্ম” ইত্যাদিবিধ অদ্বৈতশ্রুতি ও নিরুঃখ  
 শ্রুতি বাধিত ( মিথ্যা ) হইয়া যায় ( ইহাও এক দোষ ) । [ প্রতি...শ্রুতাস্ত-  
 রাৎ ] আরও দেখুন—প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এ সকল প্রতিশরীরে ভিন্ন,  
 স্তূতরাং তদল্পসারে আনন্দময়ও প্রতিশরীরে ভিন্ন, কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিশরীরে  
 ভিন্ন নহেন । তিনি সকল শরীরে এক । এ সিদ্ধান্ত অন্যান্য শ্রুতিতেও লব্ধ  
 হয় । যথা—“ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত অর্থাৎ অসীম বা সর্ব

( ১ ) বিশেষ বা গুণ না থাকাতাই বাক্য তাঁহাকে গ্রহণ ( বাক্ত ) করিতে পারে না,  
 মনও তাঁহাকে স্ববৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না ।

( ২ ) বৈতজ্ঞানের অভাবহেতু ভয়, ভেতব্য ও ভয়কর্তার অভাব হয় । কাহেই কিছু  
 হইতে ভয় থাকে না ।



ভূতেষু গুঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরাশ্চেতি ত্রুত্যান্তরাচ্চ ।  
 ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রুয়তে, প্রাতিপদিকার্মাত্রেমেব হি  
 সৰ্বভূতান্তরাশ্চেতি । রসোবৈ সঃ, রসং হেবাহয়ং লব্ধ্বানন্দী-  
 ভবতি, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আন-  
 ন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি, সৈষানন্দস্য মীমাংসা  
 ভবতি, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি,  
 আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যভানাদিতি চ । যদি চানন্দময়শব্দস্য  
 ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভবেৎ তত উত্তরেদ্বানন্দমাত্রপ্রয়ো-  
 গেদ্ব্যপানন্দময়াভ্যাসঃ কল্লোত ন ত্বানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমস্তি,  
 প্রিয়শিরস্তাদিভির্হেতুভিরিত্যবোচাম । তস্মাৎ ত্রুত্যান্তরে  
 বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যানন্দপ্রাতিপদিকস্য ব্রহ্মণি প্রয়োগ-

হগোচরে তু পরব্রহ্মণ্যপাধিমস্তর্ভাব্য প্রিয়াদ্যবয়বযোগঃ প্রাচুর্যঞ্চ ক্রেশেন

ব্যাপক।” “এক সৰ্বব্যাপী দেব সকল ভূতে অন্তরাশ্রুতপে স্থিত আছেন।”  
 [ ন চ...ইতি চ ] আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই ত্রুতি আনন্দময়ের  
 অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস  
 করিয়াছেন। যথা—“তিনিই রস। জীব সেই রস লাভ করিয়া আনন্দিত  
 হয়।” “যদি সেই আকাশবৎ অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন,  
 তাহা হইলে কে-ই বা জীবিত থাকিত, কে-ই বা প্রাণকার্য্য করিত।” “এই  
 আনন্দই (ব্রহ্মই) জীবকে আনন্দ দান করেন।” “সেই এই আনন্দই (ব্রহ্মই)  
 আনন্দের মীমাংসা অর্থাৎ তারতম্যবিশ্রান্তিস্থান।” “যিনি ব্রহ্মরূপ আনন্দ  
 জ্ঞানেন তিনি ভগবর্জিত হন।” “ভৃগু জানিয়াছিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম।”  
 ইত্যাদি। [ যদি...বোচাম ] যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্বনিশ্চয় হইত, তাহা  
 হইলে না হয় আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে (পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে) আনন্দময়া-  
 ভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতে। কিন্তু “প্রিয়ই তাহার মন্তক”  
 ইত্যাদিবিধ অবয়ব সম্বন্ধ থাকায় আনন্দময়ের অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে।  
 যেরূপে নিশ্চিত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। [ তস্মাৎ...গন্তব্যম্ ] এই সকল  
 হেতুতে এবং “আনন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ত্রুতিতে পরব্রহ্ম বিষয়ে আনন্দ-শব্দের

দর্শনাৎ, যদেষু আকাশ আনন্দো ন স্খাদিত্যাদিব্রহ্মবিষয়ঃ  
 প্রয়োগো ন স্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যদগম্ভব্যম্। যন্তুয়ং ময়ভ-  
 স্তস্যৈবানন্দশব্দস্যভ্যাসঃ, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রা-  
 মতীতি, ন তস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্তি। বিকারাভ্যাসমেবান-  
 ময়াদীনামনাত্মানামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে পতিতত্বাৎ।  
 নস্বানন্দময়স্যোপসংক্রমিতব্যাসান্নময়াদিবদব্রহ্মত্বে সতি নৈব  
 বিদুষোব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ ফলং নির্দিষ্টং ভবেৎ। নৈব দোষঃ।  
 আনন্দময়োপসংক্রমণনির্দেশেনৈব বিদুষঃ পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূত-  
 ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ ফলস্য নির্দিষ্টত্বাৎ। তদপ্যেব শ্লোকোভবতি,  
 যতোবাচোনিবর্তন্তে ইত্যাদিনা প্রপঞ্চ্যমানত্বাৎ। যা ‘তু

ব্যাখ্যায়োয়াতাম্। তথা চ মাত্রবর্ণিকস্ত ব্রহ্মণ এব ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি  
 স্ব প্রধানস্মৃতিধানাৎ তত্ত্বৈবাবধিকারোনানন্দময়ন্তেতি। ‘সোহকাময়ত’

প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য ক্ষতিতেও আনন্দ-ব্রহ্মই  
 অভ্যস্ত হইয়াছে, আনন্দময় অভ্যস্ত হয় নাই। [ যন্তুয়ং...পতিতত্বাৎ ] যদিও  
 “আনন্দময়মাত্মানং”-ক্ষতিতে আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনরুচ্চারণ) দৃষ্ট হয়,  
 তথাপি, অন্নময়াদির মধ্যে উহা পঠিত হওয়ায় অন্নময়াদির ন্যায় আনন্দ-  
 ময়েরও শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নিবারণিত হইয়াছে। [ নস্বানন্দ...মানত্বাৎ ] যদি  
 বল, আনন্দময়কে অন্নময়াদির ন্যায় অব্রহ্ম বলিলে “আনন্দময়ং উপসংক্রা-  
 মতি” এই বাক্যের দ্বারা জামীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল বলা সিদ্ধ হয় না; ইহাতে  
 আমরা বলিব, উহা দোষ নহে। অর্থাৎ আনন্দময়কে অন্নময়াদির ন্যায়  
 অব্রহ্ম বলিলেও প্রাপ্তিবাচক উপসংক্রম-শব্দের দ্বারা ঐ দোষ বা ঐ আশঙ্কা  
 নিবারণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আনন্দময় প্রাপ্তি হয়, এই কথা বলাতেই  
 পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূত ব্রহ্ম (শুদ্ধব্রহ্ম) প্রাপ্তিফল বলা হইয়াছে। (১) এ সিদ্ধান্ত  
 তৎপন্নবর্তী “বাক্য বাহীকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়” এই শ্লোকের দ্বারা বিস্পষ্ট  
 হয়। [ যাতু...বিষয়তা ] আনন্দময় বাক্যের নিকটে “তিনি কামনা করি-

(১) অভিপ্রায় এই যে, বিশিষ্ট প্রাপ্তিতে বিশেষণের প্রাপ্তি আপনা হইতেই ঘটে এবং  
 জ্ঞানের দ্বারা কোশরূপ বিশেষণ ও উপলক্ষণ তিরোহিত হইলে আপনা হইতেই তত্ত্বগলবিত  
 শুদ্ধব্রহ্মলাভ হওয়া সিদ্ধ হয় সুতরাং উক্ত প্রকার বাক্যও সঙ্গত হয়।

আনন্দময়সম্মিথানে সৌহক্যময়ত বহু স্যাৎ প্রজ্ঞায়েয়েতীহ্মঃ  
 ঐতিরুদাহতা সা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যনেন সম্মিহিততরেণ  
 ব্রহ্মাণা সম্বন্ধ্যমানা নানন্দময়স্য ব্রহ্মতাং প্রতিবোধয়তি ।  
 তদপেক্ষত্বাচ্চোত্তরবাক্যসন্দর্ভস্য রসোবৈ স ইত্যাদের্নানন্দ-  
 ময়বিষয়তা । নহু সৌহক্যময়তেতি ব্রহ্মাণি পুংলিঙ্গনির্দেশো-  
 নোপপদ্যতে, নাহয়ং দোষঃ, তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ  
 সম্বৃতঃ, ইত্যত্র পুংলিঙ্গেনাপ্যাত্মশব্দেন ব্রহ্মাণঃ প্রকৃতত্বাৎ ।  
 যা তু ভার্গবী বারুণী বিদ্যা আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যক্তানাং দিতি,  
 তস্মাৎ ময়ডম্রবণাৎ প্রিয়শিরস্তাদ্যম্রবণাচ্চ যুক্তমানন্দস্য  
 ব্রহ্মত্বম্ । তস্মাদণুমাাত্রমপি বিশেষমনাশ্রিত্য ন স্বত এব  
 প্রিয়শিরস্তাদি ব্রহ্মাণ উপপদ্যতে । ন চেহ সবিশেষং ব্রহ্ম  
 প্রতিপিপাদয়িষিতং বাহ্মনসগোচরাতিক্রমশ্ৰুতেঃ । তস্মা-

ইত্যাদ্য অপি ঐতিরোব্রহ্মবিষয়া নানন্দময়বিষয়া ইত্যর্থসংক্ষেপঃ । স্মগম-  
 যত্ত্বং ॥

লেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব” এইরূপ বাক্য আছে সত্য ; কিন্তু তদপেক্ষা  
 নিকটে “ব্রহ্ম পুচ্ছং” বাক্য আছে । সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের  
 নিকট সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নাই । তৎপরবর্তী  
 “তিনিই রস” ইত্যাদি গ্রন্থও তৎসাপেক্ষ বলিয়া আনন্দময়বোধক নহে ।  
 পরন্তু শুদ্ধব্রহ্মবোধক । [ নহু...প্রকৃতত্বাৎ ] যদি বল, ব্রহ্মে “রসো বৈ সঃ”  
 এতদ্রূপ পুংলিঙ্গনির্দেশ উপপন্ন হয় না, ইহাতে আমরা বলিব, পুংলিঙ্গ  
 প্রয়োগ চূষ্য নহে । কেন-না, সেখানে, “সেই আত্মা হইতে এই আকাশ  
 উৎপন্ন হইয়াছে” ইত্যাদিক্রমে পুংলিঙ্গ আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মোপদেশ-  
 প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে । [ যা তু...প্রাচুর্য্যার্থঃ ] “ইহা ভৃগু বিজ্ঞাত ও  
 বরুণোপদিষ্টে ব্রহ্মজ্ঞান” এবং “আনন্দই ব্রহ্ম” ইত্যাদিহ্মলে বিকারবাচী  
 ময়ট্যেত্যয় না থাকায় এবং “প্রিয়ই তাঁহার মস্তক” ইত্যাদিপ্রকার অবয়ব  
 বোধক শব্দ না থাকায়, নিশ্চয় হইতেছে যে, আনন্দই মুখ্য বা শুদ্ধ ব্রহ্ম ;  
 আনন্দময় নহে । কোনরূপ বিশেষ (উপাধি) অবলম্বন ব্যতীত অর্থাৎ

দগ্নময়াদিষ্মিবানন্দময়েহপি বিকারার্থএব ময়ট্ বিজ্ঞেয়ো ন  
প্রাচুর্য্যার্থঃ।

সূত্রানি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্র  
কিমানন্দময়স্যাবয়বত্বেন ব্রহ্ম বিবক্ষ্যতে উত স্বপ্রধানত্বে-  
নেতি। পুচ্ছশব্দাবয়বত্বেনেতি প্রাপ্ত উচ্যতে, আনন্দ-  
ময়োহভ্যাসাৎ। আনন্দময় আত্মা ইত্যত্র ব্রহ্ম পুচ্ছং  
প্রতিষ্ঠেতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিষ্টতে অভ্যাসাৎ, অসম্ভব  
স ভবতি ইত্যগ্নিমিগমনশ্লোকে ব্রহ্মণ এব কেবলস্যাহভ্যাস্য-  
মানত্বাৎ। বিকারশব্দোহি চেন্ন প্রাচুর্য্যৎ। বিকার-  
শব্দোহবয়বশব্দোহভিপ্রেতঃ পুচ্ছমিত্যবয়বশব্দাৎ ন স্বপ্র-  
ধানত্বং ব্রহ্মণ ইতি যদুক্তং ক্লস্য পরিহারোবক্তব্যঃ। অত্রো-  
চ্যতে, নায়ং দোষঃ, প্রাচুর্য্যাদপ্যবয়বশব্দোপপত্তেঃ। প্রাচুর্য্যং

“সূত্রানি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি” ইতি। বেদসূত্রমোক্ষিরোধে শুণে স্বভাব্য-  
কল্পনেতি সূত্রাণ্যান্যথা নেতব্যানি। আনন্দময়শব্দেন তদ্বাক্যস্বব্রহ্মপুচ্ছ-  
স্বপ্রতিষ্ঠেত্যন্তদগতং ব্রহ্মপদমূলক্ষ্যতে। এতদুক্তং ভবতি।—আনন্দময়  
ইত্যাদিবাক্যে যৎ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্মপদং তৎ স্বপ্রধানমেবেতি।  
যত্ন ব্রহ্মাধিকরণমিতি বক্তব্যো ব্রহ্ম পুচ্ছমিত্যাহ শ্রুতিঃ, তৎ কস্য হেতোঃ,  
পূৰ্ব্বমবয়বপ্রধানপ্রয়োগাৎ তৎপ্রয়োগপ্ৰত্যয় বুদ্ধৌ সন্নিধানাৎ, তেনাপি

নির্দিষ্টেষ ব্রহ্মে অবয়ব ( প্রিয়ই তাঁহার শির ইত্যাদি প্রকার ) কল্পনা হই-  
তেই পারে না। যদি বল, সর্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা উক্ত শ্রুতির অভি-  
প্রেতঃ; তাহা বলিতে পার না, আশঙ্কা করিতেও পার না। সে আশঙ্কা  
‘অবাস্তবসংগোচর’ শব্দের দ্বারা নিরাকৃত আছে। অতএব, আনন্দময়-  
শব্দটীও অন্নময়-শব্দের দ্বারা বিকারবোধক, প্রাচুর্য্যবোধক নহে।  
[ সূত্রানি...দ্রষ্টব্যানি ] অতএব, ১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮ সূত্রের  
পর পর এইরূপ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। যথা—শ্রুতিতে অগ্রে আনন্দময় আত্মা,  
তৎপরে ব্রহ্মপুচ্ছং, এইরূপ উপদেশ থাকায় অবশ্য সংশয় হইতে পারে,  
উক্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দময়ের অবয়বস্বরূপে উপদেশ করিতেছে? অথবা  
ওহ-স্বপ্রধান-ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে? পরে পুচ্ছ-শব্দ দেখিয়া প্রথমতঃ

প্রায়াপত্তিরবয়বপ্রায়বচনমিত্যর্থঃ । অন্নময়াদীনাং হি শির  
আদিষু পুচ্ছান্তেষুবয়বেষুক্তেষানন্দময়স্তাপি শির আদীন্ত-  
বয়বান্তরাণ্যুক্তাহবয়বপ্রায়াপত্ত্যা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাহ,  
নাবয়ববিবক্ষয়া, যৎ কারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ  
সমর্থিতম্ । তদ্ব্যবস্থাপদেশাচ্চ । সর্বস্য চ বিকারজাতস্ত  
সানন্দময়স্ত কারণত্বেন ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে ।—ইদং সর্বমসৃজত  
যদিদং কিঞ্চেতি । ন চ কারণং সদব্রহ্ম স্ববিকারস্থানন্দ-  
ময়স্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যাহবয়ব উপপদ্যতে । মান্ত্রবর্ণিকমেব চ  
গীয়তে । নেতরোহনুপপত্তেঃ । ভেদব্যপদেশাচ্চ । কামাচ্চ  
নানুমানাপেক্ষা । অগ্নিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি । অপরাণ্যপি

চাধিকরণলক্ষণোপপত্তিরিতি । ‘মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে’ । যৎ সত্যং জ্ঞান  
মিত্যাदिना मन्त्रवर्णेन ब्रह्मोक्तं तदेतदुपायभूतेन ब्रह्मणेन स्वप्रधानेन  
গীয়তে । ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি অবয়ববচনেষু তস্য মন্ত্রে প্রাধান্যং ব্রহ্মণে  
অপ্রাধান্যমিতি—উপায়োপেয়ধোর্মন্ত্রব্রহ্মণয়োৰ্বিপত্তিঃ স্যাদিতি । ‘নেত-  
রোহনুপপত্তেঃ’ ॥ অত্র ইতচ্চানন্দময় ইতি ভাষ্যস্য স্থানে ইতচ্চ ব্রহ্ম পুচ্ছং  
প্রতিষ্ঠেতি পঠিতব্যম্ । ‘ভেদব্যপদেশাচ্চ’ ।—অত্রাপীতচ্চানন্দময় ইত্যন্ত  
চানন্দময়াধিকাং ইত্যস্য চ ভাষ্যস্য স্থানে ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি চ ব্রহ্ম-  
পুচ্ছাধিকার ইতি চ পঠিতব্যম্ । ‘কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা’ ।—‘অগ্নিন্নস্য চ  
তদ্যোগং শাস্তি’ ।—ইত্যনয়োরপি হৃত্তয়োৰ্ভাষ্যে আনন্দময়স্থানে ব্রহ্ম পুচ্ছং  
প্রতিষ্ঠেতি পাঠো দ্রষ্টব্যঃ । ‘তদ্ব্যবস্থাপদেশাচ্চ ।’—বিকারস্থানন্দময়স্য ব্রহ্ম  
পুচ্ছমবয়বশ্চেৎ কথং সর্বস্যাহস্য বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য ব্রহ্ম পুচ্ছং

মনে হয় যে, পুচ্ছ-প্রত্যুক্ত ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়বরূপেই উপদিষ্ট হইয়া-  
ছেন । এইরূপ প্রমাণলব্ধ অর্থ বা পূর্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ার পর উহার  
সিদ্ধান্তের নিমিত্ত ১২ হৃত্ত অবতাবিত হইয়াছে । তাহার অর্থ এই যে,  
যে হেতু শুদ্ধ-স্বপ্রধান ব্রহ্ম বার বার অভিহিত হইয়াছে সেই হেতু ঐ  
আনন্দময় শুদ্ধ-স্বপ্রধান-ব্রহ্ম-বোধক । উদাহৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতির উপসংহার  
শ্লোকে এবং অন্যান্য শ্রুতিতে কেবল ( নির্বিশেষ বা নিরূপাধিক ) ব্রহ্মই  
অভ্যস্ত অথাৎ পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইয়াছেন । অবয়ববোধক বিকারশব্দ

সূত্রানি যথাসম্ভবং পুচ্ছবাক্যানিদ্ধিষ্টসৌব ব্রহ্মণ উপপাদকানি  
দ্রষ্টব্যানি ॥ ১৯ ॥

কারণমুচ্যেত ‘ইদং সৰ্বমসৃজত যদিদং কিক, ইতি শ্রুত্যা । ন জানন্দময়-  
বিকারাবয়বোত্রক বিকারঃ সন্ সৰ্বস্য কারণমুপপদ্যতে । তন্মাদানন্দময়-  
বিকারাবয়বো ব্রহ্মেতি তদবয়বযোগানন্দময়োবিকাব ইহ নোপাস্যত্বেন  
বিবক্ষিতঃ কিন্তু স্বপ্রধানমিহ ব্রহ্ম পুচ্ছং জেয়ত্বেনেতি সিদ্ধম্ ॥

(ময়ট্) ও পুচ্ছ-শব্দ থাকায় শুদ্ধ-স্বপ্রধান-ব্রহ্ম বুদ্ধিব্যব বাধা জন্মিতে পারে  
হুতরাং সে বাধা নিবারণার্থ ১৩ সূত্র লিখিত হইয়াছে । ১৩ সূত্রে এইরূপ  
বলা হইল যে, বিকাববোধক অর্থাৎ অবয়ববাচক শব্দ থাকিলেও ঐ বাক্যের  
দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্ম বুদ্ধিব্যব বাধা হয় না । তাহাব হেতু এই যে, প্রাচুর্য্যক্রমে  
ঐরূপ বিকার শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে । হইলে সম্ভবত ভিন্ন অসম্ভব  
হয় না । প্রাচুর্য্য প্রায়োপপত্তি অর্থাৎ প্রায়িকক্রমে বলা । প্রায়িক ক্রম এই  
যে, শ্রুতি অনন্দময়-আত্মার মন্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত করনা করিয়া, পরে,  
সেই ক্রমে আনন্দময় আত্মারও মন্তকাদি করনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া,  
বুদ্ধিস্বপ্রযুক্ত পুচ্ছ শব্দের উচ্চারণ মাত্র করিয়াছেন, অবয়ব-বস্তু লক্ষ্য করেন  
নাই । অতএব, পুচ্ছ-শব্দের মাত্র আধার অর্থ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ  
বিবক্ষিত নহে । অর্থাৎ শ্রুতিস্থ পুচ্ছশব্দেব অবয়ব অর্থ অবিবক্ষিত ;  
আধারসামান্যরূপ অর্থই বিবক্ষিত । তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধব্রহ্ম আনন্দ-  
ময়ের আধার । এ কথা এইজন্য বলি, শ্রুতিতে শুদ্ধব্রহ্মই অভ্যস্ত  
অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । এই সিদ্ধান্তের পোষকতার জন্য ১৪  
সূত্রের সৃষ্টি । ১৪ সূত্রের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সমুদায় স্বেবিকার পদা-  
র্থের কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন । প্রিয়াদিসংযোগ থাকার আনন্দ-  
ময়ও স্বেবিকার ; হুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্ম আনন্দময়েরও (জীবের) কারণ । এই  
কারণতা “এ সমস্তই তিনি সৃজন করিয়াছেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত  
আছে । সৰ্বকারণ ব্রহ্ম যে আনন্দময়ের অবয়ব (পুচ্ছ), এ কথা গোপ  
করনা ব্যতীত মুখ্যকল্পনার উপপন্ন হইতে পারে না । এইরূপ অস্তিত্ত  
সূত্রগুলিকে পুচ্ছবাক্যোক্ত শুদ্ধব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া স্থির কর । (১)

(১) অর্থাৎ ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এই পাঁচটি সূত্রও ঐ আনন্দময়বাক্যই শুদ্ধ ব্রহ্ম-  
বোধকতার পোষক । সূত্রগুলির সংক্ষেপ অর্থ এরূপ—“ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়” এই মতে  
যে ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ ফল অতিস্থিত হইয়াছে, যে ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমাত্মনঃ”

অদৃশ্যে স্থলপ্রপঞ্চশূন্যে, আত্মসম্বন্ধমাত্মাং লিঙ্গশরীরং তদ্রহিতে, নিরুক্তং  
 শব্দশব্দ্যং তত্ত্বৈরে, নিঃশেষলয়স্থানং নিলয়নং মায়া তচ্ছূন্যে, ব্রহ্মণি, অভয়ং  
 যথাস্যাত্তথা বদৈবং প্রতিষ্ঠাং মনসঃ প্রকৃষ্টাং বৃত্তিঃ এষ বিদ্বান্ লভতে অপি  
 তদৈব অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। উৎ অপি অরময়ং অরম্যপ্যস্তরং  
 ভেদং বদৈবৈব নয়ঃ পশুতি অথ তদা তস্য ভয়মিতি বোজনা। বৃত্তিকারমতং  
 দৃষয়তি “ইদম্” ইতি। ইহ পরব্যাখ্যায়াং, বিকারার্থকে ময়টি বুদ্ধিহেতু সতি  
 অকস্মাৎ কারণং বিনা, একপ্রকারগত্যা ময়টঃ, পূৰ্ব্বং বিকারার্থকত্বং অস্তে  
 প্রাচুর্য্যার্থকত্বং ইত্যাদিজরতীয়াং কথমিহ কেন দৃষ্টান্তেন আশ্রিতং ইতি  
 বক্তব্যমিত্যধরঃ। প্রমাং প্রত্যাশঙ্কতে “মাদ্বে”তি। ক্ষুটুমুত্তরম্। কিমাস্তরং  
 ইতি ন শ্রয়তে কিংবা বস্তুতোহপ্যাস্তরং ব্রহ্ম ন শ্রয়ত ইতি বিকল্যা আদ্য-  
 মঙ্গীকরোতি “অদ্রোচ্যত” ইতি। বিকারপাঠানুগৃহীতময়টপ্ৰভেদে: সাবয়ব-  
 লিঙ্গাচ্ছেত্যাং—“তথাপি”তি। ইষ্টার্থস্য দৃষ্টা জাতং স্বধং প্রিয়ং, স্তুত্যা মোদঃ,  
 স চাভ্যাসাং প্রকৃষ্টঃ প্রমোদঃ, আনন্দস্ত কারণং বিধেচৈতন্যমাত্মা, শিরঃ-  
 পুচ্ছরোম্মধ্যাকায়ঃ ব্রহ্ম শুদ্ধিমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়াং প্রত্যাহ—“তত্র যদি” ইতি।  
 যন্মন্ত্রে নিহিতং গুহানিহিতত্বেন সর্বাস্তরং ব্রহ্ম তদ্বিহ পুচ্ছবাক্যে ব্রহ্মশব্দাৎ  
 প্রত্যভিজ্ঞায়তে তস্যৈব বিজ্ঞাপনেচ্ছয়া পঞ্চকোশরূপা গুহা প্রপঞ্জিতা, তত্র  
 তাৎপর্য্যং নাষ্টীতি বক্তুং কল্যস্ত ইতুক্তম্। এবং পুচ্ছবাক্যে প্রকৃত  
 স্বপ্রধানব্রহ্মপরে সতি ন প্রকৃতহান্যাদিদোষ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ প্রধানত্বং  
 পুচ্ছপ্রতিবিরুদ্ধমিতি শঙ্কতে—“নহু” ইতি। অত্র ব্রহ্মশব্দাৎ প্রকৃতস্বপ্রধান  
 ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞানে সতি পুচ্ছশব্দবিরোধপ্রাপ্তাবেক্যস্ব বাক্যে প্রথমচরম-  
 প্রত্যশব্দরোরাদ্যস্যানুপসংজ্ঞাতবিরোধিবনৌল্লয়ত্বাৎ পুচ্ছশব্দেন প্রাপ্তগুণত্বত  
 বাধ ইতি মতাহ—“প্রকৃতত্বা”দिति। প্রকরণস্যান্যথাপি সন্ধিমাং—“নহু”  
 ইত্যাদিময়ে কথিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই অর্থাৎ সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় বাক্যে  
 গীত হইয়াছেন। (১৫) জীবের সর্বপ্রকৃৎ উপপন্ন হয় না সুতরাং আনন্দময়বাক্যের  
 প্রতিপাদ্য ইতর অর্থাৎ জীব, এ সিদ্ধান্তও উপপন্ন হয় না। (১৬) “আনন্দময় (জীব)  
 ব্রহ্মরূপ লাভে আনন্দিত হন” এই বাক্যে আনন্দময়ের ও ব্রহ্মের ভেদনির্দেশ থাকিতে আনন্দ-  
 ময়কে সর্বপ্রকৃষ্ট বলিতে পার না। (১৭) কায শব্দের অর্থ আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের  
 ভূগবন্তীতে আনন্দে ব্রহ্মব্রহ্মী করিবার উপদেশ থাকায় আনন্দময়ের ব্রহ্মবাদমুমানের অপেক্ষা  
 নাই। অথবা প্রতিভে কামনাপূর্ব্বক সৃষ্টি হওয়ার কথা থাকায় অমুমানময় প্রকৃতিাদি জগৎ  
 কারণ কি ব্রহ্ম-জগৎ কারণ ? তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। (১৮) শাস্ত্র যখন আনন্দময়  
 ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মবোধ ( ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ বোধ ) হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন, তখন, প্রোক্ত  
 আনন্দময় শুদ্ধব্রহ্ম ভিন্ন সৌপাধিক ব্রহ্ম নহেন। হেতু এই যে, শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সগুণ-  
 ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তি লাভ হয় না। ( ১৯ )

ইতি । একসৌব শুণ্ধং প্রধানত্বঞ্চ বিরুদ্ধমিত্যাহ—“অত্রোচ্যত” ইতি । তত্র বিরোধনিরাসায় অন্যতরস্বিন্ বাক্যে ব্রহ্মস্বীকারে পুচ্ছবাক্যে ব্রহ্ম স্বীকার্য-মিত্যাহ—“অন্যতরে”তি । বাক্যশেষাচ্চৈবমিত্যাহ—“অপি চ” ইতি । তত্র ব্রহ্মণি শ্লোকেহণীতার্থঃ । পুচ্ছশব্দস্য গতিং পৃচ্ছতি—“কথং পুনঃ” ইতি । তথাপি পুচ্ছশব্দস্য মুখ্যার্থোবক্তৃমশক্যঃ ব্রহ্মণ আনন্দময়লাভুলত্বাভাবাৎ পুচ্ছদৃষ্টিলক্ষণায়াং ধারলক্ষণা যুক্তা । প্রতিষ্ঠাপদযোগাৎ ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যার্থ-লাভাচ্চ তৎপক্ষে ব্রহ্মপদস্যাপ্যবয়বলক্ষকত্বাদিত্যাহ—“নৈব দোষ” ইতি । পুচ্ছমিত্যাদিধর্মমাত্রযুক্তং প্রতিষ্ঠা ইত্যেকনীড়ত্বং একং মুখ্যং নীড়ং অধি-ষ্ঠানং সোপাদানস্য জগত ইত্যর্থঃ । নহু বৃত্তিকারৈরপি তৈত্তিরীয়বাক্যং ব্রহ্মণ সমবিতং ইষ্টং তত্র কিমুদাহরণভেদেন ইত্যাহ—“অপিচ” ইতি । যত্র সবিশেষত্বং তত্র বাহ্যনসংগোচরত্বমিতি ব্যাপ্তেরত্ব ব্যাপকাতাবোক্ত্যা নির্কির্শেষমুচ্যত ইত্যাহ—“নির্কির্শেষ”মিতি । নিবর্ত্তন্তে অশক্তা ইত্যর্থঃ । সবিশেষস্য মুখ্যত্বাদভয়মিত্যযুক্তম্ । অতো নির্কির্শেষজ্ঞানার্থং পুচ্ছবাক্য-মেবাদাহরণমিতি ভাবঃ । প্রাচুর্যার্থকময়টী সবিশেষোক্তৌ নির্কির্শেষ-প্রতিবাধ উক্তঃ । দোষান্তরমাহ—“অপিচ” ইতি । প্রত্যয়ার্থত্বেন প্রধানস্ত প্রাচুর্য্যস্ত প্রকৃত্যর্থোবিশেষণং বিশেষণস্য যঃ প্রতিযোগী বিরোধীতি তত্তাহ-রত্বমপেক্ষতে যথা বিপ্রময়োগ্রাম ইতি শূদ্রানত্বম্ । অস্ত কো দোষ স্তত্রাহ—“তথাচ” ইতি । প্রকৃত্যর্থপ্রাধান্যে ত্বয়ং দোষো নাস্তি । প্রচুরপ্রকাশঃ সর্বতা ইত্যত্র তমসোহঙ্গস্যাপ্যভাবাৎ । পরস্থানন্দময়পদস্য প্রচুরানন্দে লক্ষণাদোষঃ স্যাদিতি মন্তব্যম্ । কিন্তু তিন্নত্বাৎ ঘটবর ব্রহ্মতা ইত্যাহ—“প্রতিশরীর”মিতি । নহু অভ্যাসমানানন্দপদং লক্ষণমানন্দময়পদং ইত্য-ভ্যাস সিদ্ধিরিত্যত আহ—“যদি চ” ইতি । আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে নির্ণীতে সতি আনন্দপদস্ত তৎপরত্বজ্ঞানান্দভ্যাসসিদ্ধিঃ তৎসিদ্ধৌ তন্নির্গম ইতি পরম্পরা-শ্রয় ইতি ভাবঃ । অয়মভ্যাসঃ পুচ্ছব্রহ্মণ ইত্যাহ—“তন্ম”দिति । উপ-সংক্রমণং বাধঃ । নহু ন এবমিতি ব্রহ্মবিদং প্রকৃত্য উপসংক্রমণবাকোন ফলং নির্দিষ্টতে তৎ তস্য ব্রহ্মত্বে ন সিধ্যাতীতি শঙ্কতে “নহু” ইতি । উপ-সংক্রমণং প্রাপ্তিরিত্যদীকৃত্য বিশিষ্টপ্রাপ্ত্যুক্ত্যা বিশেষণপ্রাপ্তিফলমুক্তমিত্যাহ “নৈব” ইতি । জ্ঞানেন কোশানাং বাধস্তদिति সিদ্ধান্তে বাধাবধি প্রত্যগা-নন্দলাভে ২৫-ত্বক্ উভয়শ্লোকেন ক্ষুণ্ণীকৃত্য ইত্যাহ—“তদপী”তি । তদ-পেক্ষত্বাদিতি কাময়িতৃপুচ্ছব্রহ্মবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ । যত্বক্ পঞ্চমস্থানত্বাভ্যাস-মবে ব্রহ্মবলী সমাপ্তা ত্বণ্ডবলীবদिति তত্রাহ—“বাতু” ইতি । যত্বক্ প্রত্য



সাবয়বত্বাদিনির্দেশেন চ স্থানং বাধ্যমিতি ভাবঃ। গোচর্য্যতিক্রমো গোচরত্বা-  
ভাবঃ। বেদহৃত্ত্বয়োর্কিরোধে গুণে বন্যাধ্যকল্পনেতি হৃত্ত্বত্রয়াণ্যন্যাথা নেতৃত্বা-  
নীত্যাহ—“হৃত্ত্বাগী”তি। পূর্ব্ববীক্ষতেঃ সংশয়াভাবাদিতি যুক্ত্য। প্রায়শপাঠো  
ন নিশ্চায়ক ইত্যুক্তম্। তর্হি অত্র পুচ্ছগদস্যাধারাবয়বয়োর্ব্বক্ষণাসাম্যাৎ  
সংশয়োহস্তীত্যবয়বপ্রায়শপাঠো নিশ্চায়ক ইতি পূর্ব্বাধিকরণনিদ্ধাত্ত্বযুক্ত্য-  
ভাবেন পূর্ব্বপক্ষয়তি “পুচ্ছশব্দাদি”তি। তথাচ প্রত্যাদাহরণসঙ্গতিঃ। পূর্ব্ব-  
পক্ষে সঙ্গণোপাস্তিঃ সিদ্ধান্তে নিগূর্ণপ্রমিতিঃ ফলম্। বেদান্তবাক্যাসম্বন্ধয়োক্তেঃ  
শ্রুতাদিসঙ্গতয়ঃ ক্ষুণ্ণা এব। হৃত্ত্বস্থানন্দময়পদেন তদ্বাক্যস্বং ব্রহ্মপদং  
লক্ষ্যতে। বিক্রীযতেহনেনেতি বিকাবোহবয়বঃ, প্রায়শপতিরিতি অবয়ব-  
ক্রমস্ত বুদ্ধৌ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অত্র হি প্রকৃতস্য ব্রহ্মণোজ্ঞানার্থং যোগেন  
প্রক্ষিপ্যন্তে কল্পান্তে নাত্র তাৎপর্য্যমস্তি। তত্রানন্দময়স্যপি অবয়বাস্ত-  
বোক্ত্যানন্তবং কল্পিংশ্চিৎ পুচ্ছ বক্তব্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম পুচ্ছপদেনোক্তম্।  
তস্যানন্দময়াদারত্বেনাবশ্যং বক্তব্যত্বাদিত্যর্থঃ। “তদ্ব্যবাপদেশাচ্চ”। তস্য  
ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকাৰ্য্যাহেতুত্বব্যাপদেশাৎ প্রিয়াদিবিশিষ্টত্বাকারেণানন্দময়স্য জীবন্ত  
কাৰ্য্যহাৎ তস্মাৎ শেবত্বং ব্রহ্মণো ন যুক্তমিত্যর্থঃ। “মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে”  
ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পবমিতি যস্য জ্ঞানায়ুক্তিরূপক, যৎ সত্যং জ্ঞানমিতি মন্ত্রোক্তং  
ব্রহ্ম, তদত্রৈব পুচ্ছবাক্যে গীয়তে ব্রহ্মপদসংযোগাৎ, নানন্দময়বাক্যে ইত্যর্থঃ।  
“নেতরয়োহনুপপত্তেঃ”—ইতব আনন্দময়োজীবোহত্র ন প্রতিপাদ্যঃ সর্ব্ব-  
ত্রষ্ট্ৰত্বাদানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। “ভেদব্যাপদেশাচ্চ”—অয়মানন্দময়ো ব্রহ্মরসঃ  
লক্ষ্য। আনন্দীভবতীতি ভেদোক্তেষ্চ তস্যাপ্রতিপাদ্যতেত্যর্থঃ। আনন্দময়ো  
এক তৈত্তিরীয়রূপঞ্চমস্থানস্থত্বাৎ আনন্দবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—“কাম্যচ্চ নানু-  
মানাপেক্ষা”—কাম্যত ইতি কাম আনন্দঃ। তস্ত ভগ্নবল্ল্যং পঞ্চমস্য ব্রহ্মস্ব-  
দুষ্ঠেরানন্দময়স্যপি একত্বানুমানাপেক্ষা ন কাৰ্য্য। বিকারার্থকময়ত্ববিরোধাদি  
ত্ব্যর্থঃ। ভেদব্যাপদেশোক্তেৎ সঙ্গণব্রহ্মাহত্র বেদ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—“অগ্নিন্  
অন্য চ তদ্ব্যোগং শাস্তি।” গুহানিহিতত্বেন প্রতীতঃ স এক ইতুপসংহৃতে  
পুচ্ছবাক্যোক্তে ব্রহ্মণি অহমেব পরং ব্রহ্মেতি প্রবোধবত আনন্দময়স্য যদা-  
হাতি শাস্ত্রে ব্রহ্মত্বাবশ্যম্। অতো নিগূর্ণব্রহ্মেক্যজ্ঞানার্থং জীবভেদানুবাদ  
হৃত্ত্বতিপ্রত্যাহ—“অপরাদ্যাপী”তি। ( ১২ হৃত্ত্বস্ত রত্নপ্রভা টীকা )

‘অন্তস্তদ্ব্যমোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥ \*’

২৩ঃ মধ্যে য উপাসাহেবা দিশতে স পরমাত্মৈব নান্যঃ। কুতঃ তদ্ব্যমোপদেশাৎ

১. ‘নান্যং’ লক্ষণ সাধার্ম্যইপাংস্বাদিত্বাস্যাপদেশাৎ তত্রৈব কথনাদিতি হৃত্ত্বা

ইদমাত্মায়তে, অথ-য এবোহন্তুরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো-  
দৃশ্যতে হিরণ্যাশ্রয়হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব এব স্ববর্ণঃ ।  
তস্য যথা কপ্যাসম্পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স  
এব সর্বভ্যঃ পাপুভ্য উদিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্বভ্যঃ  
পাপুভ্যো য এবং বেদেত্যধিদেবতমথাধ্যাত্মমপ্যথ য এবো-  
হন্তরক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ । কিং  
বিদ্যাকৰ্ম্মাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষঃ কশ্চিৎ সংসারী সূর্য্য-

পূৰ্ব্বনিরূপিতকরণেহপাস্তসমস্তবিশেষব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমুপায়তামাত্মেণ পঞ্চ  
কোশা উপাধয়ঃ স্থিতা ন তু বিবক্ষিতাঃ। এতৈব তু প্রধানং ব্রহ্ম পুচ্ছং  
প্রতিষ্ঠেতি জ্ঞেয়ত্বেনোপক্ষিপ্তমিতি নির্ণীতম্। সম্প্রতি তু ব্রহ্ম বিবক্ষিতো-  
পাধিভেদমুপাস্যত্বেনোপক্ষিপ্যতে ন তু বিদ্যাকৰ্ম্মাতিশয়লকোৎকর্ষোজীবাভ্যা-  
দিত্যপদবেদনীয় ইতি নির্ণীযতে। তত্র—

মর্যাদাধাবরূপাণি সংসারিণি পরে ন তু।

তন্মাতৃপাস্যঃ সংসারী কৰ্ম্মানধিকৃতোববিঃ ॥

[ ইদমাত্মা...ইত্যাদি ] ছান্দোগ্য উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে, “আদিত্য  
মণ্ডলে, তাহাব অভ্যন্তরে, উপাসকগণ কর্তৃক হিগয় (জ্যোতিষ্ময়) পুরুষ  
(পূর্ণ হইলেও মূর্তিমান—মূর্তিপরিচ্ছিন্ন) দৃষ্ট হন—উপাসিত হন। সেট হিরণ্য  
পুরুষের আশ্রয় হিরণ্য, কেশও হিরণ্য, অধিক কি, তাঁহার নখাও পর্য্যন্ত  
সমস্তই হিরণ্য। তাঁহাব চকুর্ঘর্ষ মর্কটপুচ্ছমূলবর্ণেব পুণ্ডরীক সদৃশ অর্থাৎ  
সদ্যোবিকাশিত রক্তোৎপন্ন তুল্য। তাঁহাব নাম “উৎ”। তিনি সমুদায়  
পাপ হইতে উদিত অর্থাৎ উন্মুক্ত বলিয়া “উৎ”। যে উপাসক ইহা জানে,  
সে “উৎ” অর্থাৎ সর্বপাপবিস্মুক্ত হয়। আদিত্য দেবতা অধিকার করিয়া  
এই অধিদেব উপাসনা বলা হইল, এক্ষণে এই দেহ অধিকার করিয়া উহারই  
অধ্যাত্ম উপাসনা বলিতেছি। এই নেত্রে, নেত্রের অভ্যন্তরে, যে পুরুষ  
উপাসক-কর্তৃক দৃষ্ট হন, উপাসিত হন,—ইত্যাদি।” [ তত্র . পবমেধনঃ ]  
এস্থলে এক্ষণে সংশয় হইতে পারে, প্রতি কি কোন এক উৎকৃষ্ট জীবকে

করার্থঃ।—ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে, যিনি আদিত্যাদির অন্তরে উপাসনাগণে উপদ্রষ্ট হইয়াছেন  
তিনি পরমাত্মা অর্থাৎ তাহা পরমাত্মার উপাসনা। তৎপ্রতি হেতু এই যে, ইখানেই পাপ  
নশ্তর প্রভৃতি পরমাত্মার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

মণ্ডলে চক্ষুষি চোপাস্যেভেন শ্রয়তে কিংবা নিত্যসিদ্ধঃ পর-  
মেশ্বর ইতি । কিন্তুাবৎ প্রাপ্তং, সংসারীতি, কৃতং, রূপবদ্ধ-  
শ্রবণাৎ । আদিত্যপুরুষে তাবদ্ধিরণ্যশ্রুতিরিত্যদিক্রপমুদা-  
হৃতম্ । অক্ষিপুরুষেহপি তদেবাতিদেশেন প্রাপ্যতে, তসৌ  
তস্য তদেব রূপং যদমুখ্য রূপমিতি । ন চ পরমেশ্বরস্য  
রূপবদ্ধং যুক্তং অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিতিশ্রুতেঃ । আধার-  
শ্রবণাচ্চ । য এষোস্তরাদিত্যে য এষোস্তরক্ষীগীতি । ন হ্যনা-  
ধারস্য স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতস্য সর্বব্যাপিনঃ পরমেশ্বরস্যাধার  
উপদিশ্যেত, স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্যে মহিম্নীতি,  
আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্য ইতি চ শ্রুতী ভবতঃ । ঐশ্বর্য-

হিরণ্যশ্রুতিত্যাদিক্রপশ্রবণাৎ ‘য এষোহস্তবাদিত্যে য এষোহস্তরক্ষীগী’তি  
চাধারভেদশ্রবণাৎ ‘যে চামুখ্যং পরাক্ষো লোকান্তেষাঞ্জেষ্টে দেবকামানাক্ষ’  
ইত্যৈশ্বর্যমর্থ্যাদাশ্রুতেশ্চ সংসার্যেব কার্যাকারণসম্বাতাত্মকো রূপাদিসম্পন্ন  
ইহোপাস্যো ন তু পরমায়া । ‘অশব্দমস্পর্শ’মিত্যাদিশ্রুতিভিরপাস্তমন্ত-  
কপশ্চ ‘স্যে মহিম্নি’ ইত্যাদিশ্রুতিভিবপাকুতাধারশ্চ ‘এব সর্বেশ্বর’ ইত্যাদি-  
শ্রুতিভিরধিগতানর্থার্থাদৈশ্বর্যশ্চ শকা উপাস্যেভেনেহ প্রতিপত্তুম্ । সর্ব

শ্রুত্যাংগে ও নেত্রপ্রতীকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন ? অথবা নিত্যসিদ্ধ  
ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন ? [ কিং · শ্রবণাৎ ] প্রথমে ইহাই  
পাওয়া যায় অর্থাৎ বুঝা যায় যে, ঐ উপাস্য পুরুষ পরমেশ্বর নহে, জীব ।  
কেননা, উহার রূপ আছে । [ আদিত্য...রূপমিতি ] শ্রুতি আদিত্য পুরুষের  
“হিরণ্য শ্রু” ইত্যাদি প্রকার কথার দ্বারা রূপ বা মূর্তি বলিয়াছেন এবং  
অক্ষিপুরুষেরও “আদিত্য-পুরুষের যদ্রূপ রূপ অক্ষিপুরুষেরও তদ্রূপ রূপ”  
এই অভিদেশবাক্যের দ্বারা রূপ থাকা ব্যক্ত করিয়াছেন । [ নচ...শ্রুতেঃ ]  
পরমেশ্বরের যে রূপ নাই, মূর্তি নাই, তাহা “তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও  
অব্যয়” ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দ্বাবিত আছে । [ আধার...ভবতঃ ] আদিত্য  
পুরুষ পরমেশ্বর হইলে শ্রুতি “আদিত্যো” “নেত্রে” একপ আধার উপদেশ  
করিবেন কেন ? অস্ত্রান্য শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি নিরাধার, নিজ মহিমা  
প্রতিষ্ঠিত, আকাশের ন্যায় সর্বগত ও নিত্য । [ ঐশ্বর্য...পুরুষস্য ] অপিচ,

মর্যাদাশ্রুতেশ্চ, স এব যে চামুখ্যাং পরাঞ্চোলোকান্তেষা-  
 ঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চৈতাদিত্যপুরুষসৈশ্বর্যামর্যাদা, স এব  
 যে চৈতন্যাদব্বাঞ্চোলোকান্তেষাঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চৈ-  
 ত্যক্ষিপুরুষস্য। ন চ পরমেশ্বরস্য মর্যাদাবদৈশ্বর্যং যুক্তম্।  
 এব সর্বৈশ্বর এব ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এসেতুর্বিধধরণ  
 এষাং লোকানামসম্ভেদায়েত্যবিশেষশ্রুতেঃ। তস্মান্নাক্রা-  
 দিত্যয়োরন্তঃ পরমেশ্বর ইতি।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ, অন্তস্তদ্ব্যমোপদেশাদিতি। য এষো-  
 হস্তরাদিত্যে য এষোস্তরক্ষিণীতি চ শ্রয়মাণঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর  
 এব, ন সংসারী, কৃতঃ, তদ্ব্যমোপদেশাৎ, তস্ম হি পরমেশ্বরস্ত

পাপাবিরহশ্চাদিত্যপুরুষে সম্ভবতি। শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারতয়া দেবতয়াঃ  
 পুণ্যপাপয়োরনধিকারাৎ। রূপাদিমন্ত্রাভ্যাহুপত্যা চ কার্যকারণাভ্যকে  
 জীবে উপাস্যত্বেন বিবক্ষিতে। যন্তাবদুগাদ্যাত্মকতয়াহস্য সর্কাত্মকত্বং শ্রুতে  
 তৎ কথঞ্চিদাদিত্যপুরুষসৈব স্ততিরিত্যাদিত্যপুরুষ এবোপাস্যো ন পরমাত্মে-  
 ত্যেবং প্রাপ্তম। অনাধারত্বে চ নিত্যত্বং সর্কগতত্বঞ্চ হেতুঃ। অনিত্যঃ

উপদিষ্টে আদিত্যপুরুষের ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরত্ব সীমাবদ্ধ, অসীম নহে, ইহা ঐ  
 বাক্যের পরেই লিখিত আছে। যথা—“ইনি আদিত্যালোকের, উর্দ্ধবর্তী-  
 লোকের ও দেবভোগের ঈশ্বর বা নিয়মন-কর্তা।” অক্ষিপুরুষের ঈশ্বরত্বও  
 অসীম নহে। যথা—“ইনি চকুর অধঃস্থিত লোকের ও মানব-ভোগের  
 নিয়মন করেন।” [ন চ...দেশাৎ] পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে সীমাবদ্ধ নহে,  
 অসীম, তাহা “তিনিই সমুদায়ের ঈশ্বর, তিনিই ভূতাধিপতি, তিনিই  
 ভূতপালক, তিনিই সমুদায় লোকের মর্যাদাস্বরূপ, বিধায়কসেতুস্বরূপ” এই  
 শ্রুতিতে নিশ্চিত আছে। অতএব, আদিত্যস্বর্গত পুরুষ ও অক্ষিপুরুষ  
 পরমেশ্বর নহে, ইহা কোন এক উৎকর্ষপ্রাপ্ত জীব। অর্থাৎ এ উপাসনা  
 পরমেশ্বরের উপাসনা নহে, কোন এক জীবের উপাসনা। এইরূপ  
 পূর্বপক্ষ বা আপাত অর্থ উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরাকরণার্থ “অন্তস্তদ্ব্যমোপ-  
 দেশাৎ” বৃত্ত পঠিত হইয়াছে।

[য এষো...দিষ্টঃ] ছান্দোগ্য শ্রুতি যে-পুরুষকে আদিত্যে ও নেত্রে

ধর্ম ইহোপদিষ্টঃ । তদ্ব্যথা তস্যোদিতি নামেতি আবয়িক্ত্বা  
অস্যাদিত্যপুরুষস্য নাম স এষসর্বেভ্যঃ পাপাত্যঃ উদিত  
ইতি সর্বপাপাপগমনেন নির্বক্তি । তদেব চ কৃতনির্বচনং  
নামাক্ষিপুরুষস্যাপ্যতিদিশতি যন্মাম তন্মামেতি । সর্ব-  
পাপাপগমশ্চ পরমাত্মন এব শ্রয়তে, য আত্মাপহতপাপে-  
ত্যাদৌ । তথা চাক্ষুষে পুরুষে সৈবক্ তৎ সাম তদ্বৃক্ধং  
তদ্বজ্জুস্তদ্বৃক্ধেত্যামাদ্যাভ্যকতাং নির্দারয়তি । সা চ পর-  
মেশ্বরস্যোপপদ্যতে সর্বকারণত্বাৎ সর্বাভ্যুত্থোপপত্তেঃ ।

হি কার্য্যং কাবণ্যধাবমিতি নানাধাবম্ । নিত্যমপ্যসর্বগতং যন্তস্মাদাধাব-  
ভাবেনাবস্থিতং তদেব তস্যোক্তবস্যাধার ইতি নানাধাবম্ । তস্মাত্তত্ত্বমুক্তম্ ।  
এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ‘অন্তস্তদ্ব্যস্মোপদেশাৎ’ ।

সার্বাত্ম্যাসর্বভূতবিবহাভ্যামিহোচ্যতে ।

ত্রৈলোব্যাব্যভিচাবিভ্যাং সর্বহেতুস্বিকাববৎ ॥

নামনিকজেন হি সর্বপাপাপাদানতয়াস্যোদয় উচ্যতে । ন চাদিত্যস্য  
দেবতারাঃ কস্মানধিকারেহপি সর্বপাপাবিরহঃ প্রাগ্ভবীয়ধর্ম্মাধর্ম্মরূপপাপ-  
উপাসনা কারিতে বলিয়াছেন সে পুরুষ পরমেশ্বর । তাহার হেতু এই যে,  
শ্রুতি ঐ স্থানেই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম বা লক্ষণ বলিয়াছেন । [ তদ্ব্যথা .  
তন্মাম | যথা—“এই উপাস্ত পুরুষের নাম উৎ ।” শ্রুতি এইরূপে ঐ আদিত্য-  
পুরুষের নাম-নির্দেশ করিয়া পরে উক্ত “উৎ” নামের কারণ বা ব্যুৎপত্তি  
বলিয়াছেন । যথা—“যেহেতু ইনি সর্বপাপ হইতে উদিত—উৎকৃত—সেই  
হেতু ইনি উৎ ।” এই কৃতনির্বচন-নাম আবার অক্ষিপুরুষে প্রদত্ত হইয়াছে ।  
যথা—“ঐ আদিত্যপুরুষের যে-নাম, এই অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম ।”  
[ সর্ব...ইত্যাদৌ ] একমাত্র পরমাত্মাই যে সর্বপাপবিমুক্ত, অস্ত্রে নহে,  
তাহা “যিনি আত্মা, তিনিই সর্বপাপবিমুক্ত” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জানা  
যায় । [ তথা...পত্তেঃ ] অপিচ, শ্রুতি এই উপাস্ত পুরুষকে সর্বাভ্যক  
বলিয়াছেন । যথা—“যিনি আদিত্য, তিনিই এই চাক্ষুষ পুরুষে এবং ইনিই  
অক, ইনিই সাম, ইনিই উক্ধ ( সাম বিশেষ ), ইনিই বজ্জ, ইনিই ব্রহ্ম  
( বেদ ) ।” এই সর্বাভ্যকতা বা এই সার্বাত্ম্যতাব পরমেশ্বর ভিন্ন সংসারী  
কীবে উপপন্ন বা সম্ভব হয় না । সর্বকারণ পরমেশ্বরকেই সর্বাভ্যক বলা

পৃথিব্যাগ্নাদ্যাত্মকে চাধিদৈবতমুজ্জ্বলমে বাক্ প্রাণাদ্যাত্মকে  
চাধ্যাত্মমুজ্জ্বলমে, তস্যাক্ সাম চ গেফৌ ইত্যধিদৈবতম্ ।  
তথাধ্যাত্মমপি, যাবমুয্য গেফৌ তৌ গেফাবিতি । তচ্চ সৰ্ব্বা-  
ত্মকত্বে সত্যোবোপপদ্যতে । তদ্ব ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যে-  
তত্ত্বৈব তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয় ইতি চ লৌকিকেষ্যপি  
গানেষ্যসৌব গীয়মানত্বং দর্শয়তি । তচ্চ পরমেশ্বরপরিগ্রহে

সম্ভবে সতি । ন চৈতেষাং প্রাগ্ভবীষোধন্য এবান্তি ন পাপোতি সাম্প্রতম্ ।  
বিদ্যাকন্মাতিশয়সমুদাচাবেপানাদিভবপবম্পরোপার্কিতানাং পাপুনামপি  
প্রস্থপ্তানাং সম্ভবাৎ । ন চ প্রতিপ্রামাণ্যাদাদিত্যবীৰ্বাভমানিনঃ সৰ্ব্বপাপ-  
বিনহ ইতি যুক্তম্ । তদ্বিষয়ত্বেনাপ্যস্যাঃ প্রামাণ্যোপপত্তেঃ । ন চ বিনি-

যাব, অত্মকে নহে । [ পৃথি পদ্যতে ] ঐ প্রতিব শেষে পৃথিবীকে ও  
অগ্নিকে আধিদৈবিক ঋক্ ও সাম বলা হইয়াছে এবং বাবাকে ও প্রাণকে  
আধ্যাত্মিক ঋক্ ও সাম বলা হইয়াছে । (১) তৎপরে বলা হইয়াছে যে,  
“আদিত্যান্তর্গত উপাস্ত পুরুষেব ঋক্ ও সাম নামক যে দুইটা গেফ অর্থাৎ  
পর্ক বা গাইট বলা হইল, অগ্নিপুরুষেবও ঐ দুই গেফ জানিবে ।” একপ  
সৰ্ব্বাত্মকতা অসৰ্ব্বাত্মক সংসারী জীবে অরূপপন্ন অর্থাৎ অসম্ভব । (২) আবও  
দেখুন, [ তদ্ব ঘটতে ] প্রতি প্রকরণশেষে বলিযাচেন, “এই সমস্ত  
লোক যে সকল লোককে বীণাব দ্বারা গান কবে, স্তুতি করে, সে সকল  
লোক তাঁহাকেই গান কবে এবং সেই নিমিত্ত সেই সকল স্তবমান লোক  
বিভূতিমন্ত ।” (বাহাবা বিভূতিনস্ত, তাহাবা ঈষবাংশসম্বৃত, ইহা গীতা  
বাক্যেব দ্বারাও জানা যায়) । এখন বিবেচনা কব, আদিত্যস্থ উপাস্য  
পুরুষ সৰ্ব্বাত্মক পবমেশ্বর না হইলে প্রতি তাঁহাকে সৰ্ব্বগানগেয় বলিবেন  
কেন ? কথিত প্রবাব সৰ্ব্বগানগেয়তা পবমেশ্বর বাতীত অন্য পুরুষে

(১) পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, স্বপ্ন ও চন্দ্র প্রভৃতিও তদন্ত রূপ—এ সকল আধিদৈবিক  
ঋক্ এবং অগ্নি, বায়ু, স্বপ্ন ও চন্দ্র প্রভৃতিও তদন্ত রূপ—এ সকল আধিদৈবিক সাম । এই  
ঋক্ ও সাম উক্ত উপাস্য পুরুষের দুই পাখ বা পর্ক ।

(২) স্তববাঃ বুঝিতে হইবে যে, আদিত্যপুরুষের উপাসনা ও অগ্নিপুরুষের উপাসনা পর-  
স্পরেরই উপাসনা । অন্যেব নত । তদ্বাণে প্রথমে অধিদৈব উপাসনা, তৎপরে আধ্যাত্ম-  
উপাসনা ।

ঘটতে। যদ্যদ্বিভূতিমৎসঙ্গং শ্রীমদুজ্জ্বলতমেব বা। তত্ত-  
দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবমিতি ভগবদগীতাদর্শনাৎ।  
লোককামেশিতৃষ্ণমপি নিরঙ্কুশং শ্রায়মাণং পরমেশ্বরং গম-  
য়তি। যত্নুক্তং হিরণ্যশ্মশ্রুতিরিত্যাদিরূপশ্রবণং পরমেশ্বরে  
নোপপদ্যত ইতি, তত্র ক্রমঃ, সাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছা-  
বশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্। মায়া হ্যেবা ময়া  
সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন ত্বং  
মাং দ্রষ্টুমর্হসীতি স্মরণাৎ। অপিচ যত্র নিরন্তসর্ববিশেষঃ

গমনায়াং হেতুভাবঃ। তত্র তত্র সর্বপাপ্যবিরহস্য ভূয়োভূয়োত্রকণ্যেব শ্রবণাৎ।  
তসৌব চেহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য বিনিগমনাহেতোর্বিদ্যমানত্বাৎ। অপি  
চ সাক্ষাত্ম্যং জগৎকারণস্য এককণ্য এবোপপদ্যতে। কারণাদভেদাৎ কার্য-  
জাতস্য এককণ্য চ ভগৎকারণত্বাৎ। আদিত্যশরীরাত্মিনিমানিন্দ্র জীবাণুনো  
ন জগৎকারণত্বম্। ন চ মুখ্যার্থসম্ভবে প্রাশস্ত্যলক্ষণয়া স্ত্যতর্থতা যুক্তা।  
রূপবত্বক্ষণস্য পরানুগ্রহায় কার্যনির্মাণেন বা তদ্বিকারতয়া বা সর্বস্য কার্য-  
জাতস্য বিকারস্য চ বিকারবতোহনন্যাত্বাদৃশরূপভেদেনোপদিষ্টতে যথা  
'সর্বগন্ধঃ সর্বরস' ইতি। ন চ একনির্মিতং মার্যরূপমনুবদচ্ছাস্ত্রমশাস্ত্রং  
ভবতি। অপি তু তাং কুর্বদ্বিতি নাশান্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। যত্র তু এক নিরন্ত-  
সঙ্গত্ব ইহিতে পারে না। [ যদ্-গময়াত । "হে অর্জুন! তুমি যে যে  
জীবকে বিভূতিযুক্ত (ঐশ্বর্যশালী), শ্রীসম্পন্ন ও তেজস্বী দেখবে, সেই সকল  
জীবকে তুমি মর্দীয়াংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।"—এই গীতা বাক্যের দ্বারাও  
জানা যায় যে, সমুদায় গানই ঈশ্বরের গান। অতএব, নিরঙ্কুশ (যাহা  
অস্ত্রের অধীন নহে) ঈশিত্ব (নিয়মন কর্ত্ত্ব) পরমেশ্বরেরই বোধক ভিন্ন  
অস্ত্রের বোধক নহে। [ যত্নুক্তং...স্মরণাৎ ] পূর্বপক্ষকালে বলা হইয়া-  
ছিল যে, "হিরণ্যশ্মশ্রু" ইত্যাদিপ্রকার রূপ বর্ণনা পরমেশ্বরের পক্ষে  
সংগত হয় না, তৎপ্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমে-  
শ্বরেরও ঐচ্ছিক মায়াময় রূপ হয়। যথা স্মৃতি—"হে নারদ! এই বিচিত্র  
রূপিণী মায়া মৎকর্ত্ত্বক সৃষ্টা হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমাকে একরূপ গুণযুক্ত  
দেখিতেছ। অজ্ঞাধা তুমি আমাকে দেখিতে বা জানিতে পারিতে না।"  
[ অপিচ...যাতি ] অন্য কথা এই যে, যেখানে পরমেশ্বরের নির্কিশেষরূপ

পারমেশ্বরং রূপমুপদিশ্যতে, ভবতি তত্র শাস্ত্রং, অশব্দমম্পর্শ-  
মরূপমবায়মিত্যাदि । সর্বকারণত্বাদু বিকারধম্মৈরপি কৈশ্চি-  
দ্বিশিষ্টঃ পরমেশ্বর উপাস্যত্বেন নিদিশ্যতে, সর্বকৰ্ম্মা সর্ব-  
কামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস ইত্যাদিনা । তথা হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি-  
নির্দেশোহপি ভবয্যতি । যদপ্যাধারশ্রবণায় পরমেশ্বর ইতি,  
অত্রোচ্যতে, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্যাপ্যাধাবিশেষোপদেশ উপা-  
সনার্থোভবিষ্যতি সর্বগতত্বাদব্রূক্ষণোব্যোমবৎ সৰ্বাত্মাস্তুর-  
ত্বোপপত্তেঃ । ঐশ্বর্যামৰ্যাদাশ্রবণমপ্যধ্যাত্মাধিদৈবতবিভা-

সমস্তোপাধিভেদে স্ত্রেয়ত্বেনোপক্ষিপ্যতে তত্র শাস্ত্রং ‘অশব্দমম্পর্শমরূপমবায়’  
মিতি প্রবর্ততে । তস্মাক্রূপবত্ত্বমপি পরমাশ্রুত্বোপপত্তা ৩ প্রতিনৈব মৰ্যাদা  
দাবভেদাবাপ ব্যাখ্যাতো । অপি চাদিত্যদেহাভিমানিনঃ সংসাবিণোহন্ত  
যামা ভেদেনোক্তঃ স এবান্তরাদিত্য ইত্যন্তঃ প্রতিসামোন প্রততিজ্ঞায  
মানোভবিতুমর্হতি । “তস্মাক্তে ধনসনয়” ইতি ।—ধনবস্তোবিতুতিমন্ত ইতি  
যানং । কস্মাৎ পূর্নাক্ষিতুতিমৎ পবমেশ্বরপবিগ্রহে ঘটত ইত্যত আহ । —  
“যদ্ব্যবিতুতিমাদ” ইতি । সৰ্বাত্মকত্বৈপি বিতুতিমৎস্বৈব পরমেশ্বরস্বরূপাভি

উপদেষ্টব্য হব, সেখানকার শাস্ত্রে “তিনি শব্দম্পর্শাতীত, অরূপ ও অবায়”  
এইরূপ উপদেশ থাকে । (নিরীক্ষণের রূপ উপাস্ত্র নহে, ধোষনহে, তাহা কেবল  
জ্ঞেয়) আব যেখানে তিনি উপাস্ত্ররূপে উপদিষ্ট হন, সেখানে তিনি সর্বকারণ  
বলিয়া “সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ সর্বরস” ইত্যাদিপ্রকার বাক্যে দ্বারা  
কার্যভূত বিকারধম্মের দ্বারা বিশিষ্ট বা বিশেষিত হন । সুতরাং হিরণ্য  
শ্মশ্রুত্বাদি উপদেশ উপাসনার্থ, ইহা নির্ণীত হয় । ( উপাসনার্থ বিশেষ  
বা সত্ত্ব উপদেশ এবং সাক্ষাৎকারার্থ নিরীক্ষণের বা নিষ্ঠুর উপদেশ ) ।  
[ যদপ্যা...পত্তেঃ ] যদিও “আদিত্যের অন্তরে অর্থাৎ আদিত্যরূপ আধারে”  
এতরূপ আধার বর্ণনা নিরাধার স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না  
সত্য ; তথাপি, উপাসনার্থ আধার বিশেষের উপদেশ সঙ্গত হইতে পারে ।  
তিনি যখন ব্যোমবৎ সর্বব্যাপী, তখন তাঁহাকে সৰ্বাস্তরবর্তী বলা অসঙ্গত  
বা অযুক্ত নহে । [ ঐশ্বর্য...দিশ্যতে ] ঐশ্বর্য মৰ্যাদা অর্থাৎ তাঁহার সীমাবদ্ধ



গাপেক্ষমুপাসনার্থমেব । তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাক্ষ্যাদিত্যয়ো-  
রন্তরূপদিশ্যতে ॥ ২০ ॥

### ভেদব্যপদেশোচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥ \*

অস্তি চাদিত্যাশরীরাত্মানিভ্যোজীবভ্যোহু ঈশ্বরো-  
হন্তর্যামী, য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরোযমাদিত্যো ন বেদ  
যস্মাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরোযময়ন্তেষ ত আত্মাহন্ত-  
র্যাম্মত ইতি শ্রুতান্তরে ভেদব্যপদেশাৎ । তত্র হাদিত্যা-  
দন্তরোযমাদিত্যো ন বেদ ইতি বেদিত্তুরাদিত্যাদ্বিজ্ঞানাত্মনো-  
হন্তোহন্তর্যামীতি স্পষ্টং নির্দিশ্যতে স এবাহাপ্যন্তরাদিত্যে

বাক্তি ন ঐবিদ্যাতমঃপিহিতপরমেশ্বরস্বরূপেষুবিভূতিমংশিতার্থঃ । “লোক-  
কামেশিতত্ত্বমপী”তি ।— অতোহত্যন্তপারার্থান্যায়েন নিরন্তরশৈশ্বর্যমিত্যর্থঃ ॥

অস্মীতি—আদিত্যস্থিতরশ্মিনিরাসার্থমাদিত্যাদন্তর ইতি । জীবং নির-  
সাতি “যশ্চ” ইতি । অন্তর্যামিপদার্থমাহ—“য” ইতি । তস্যানাত্মস্থনির-  
সারাহ—“এষ ত” ইতি । তে তব স্বরূপমিত্যর্থঃ । আদিত্যান্তরত্বশ্রুতে:

ঐশ্বর্য আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব,  
পরমেশ্বরই অক্ষির ও আদিত্যের অন্তরে উপাসনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছেন ।

ঈশ্বর আদিত্যশরীরাত্মানী জীব হইতে ভিন্ন ও অন্তর্যামী, ইহা  
শ্রুতান্তরে অভিহিত হইয়াছে । যথা—“যিনি আদিত্যস্থ রশ্ম্যাদি নহেন  
অগচ্চ আদিত্যে আছেন, আদিত্য যাহাকে জানে না অথচ আদিত্য যাহার  
শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, (নিয়ম  
বহির্ভূত হইতে দেন না), তিনিই তোমাব আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই  
অন্তর্যামী ও অমৃত পুরুষ অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষ পরমেশ্বর ।” এই শ্রুতিতে  
আদিত্য জীবের নিরন্তর পরমেশ্বরকে স্পষ্টরূপে আদিত্যস্থ জীবাত্মা হইতে

\* শ্রুতান্তরে আদিত্যজীবাং ঈশ্বরস্য ভেদোক্তে: অনা: আদিত্যজীবাং ভিন্ন: পরমেশ্বর  
ইতি সূত্রার্থ: ।— অন্য শ্রুতিতে ঈশ্বর আদিত্যশরীরাত্মানী জীব হইতে ভিন্ন বা পৃথক  
বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ার আদিত্যান্তরত উপাসা পুরুষ জীব নহে, পরমেশ্বর । যেমন তোমার  
একরত্ন তুমি, আমার দেহের জীব আমি, তেমনি আদিত্যদেহের জীব আদিত্য । যে  
যাহা ১০০ মণ্ডক পাতাইহা থাকে, সে সে দেহের জীব ।

পুরুষোত্তমবিভূমহীতি শ্রুতিসামান্যাৎ । তস্ম্যাৎ পরমেশ্বর  
এবেহোপদিশ্যতে ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

## আকাশন্তুল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥ \*

ছান্দোগ্যে ইদমামনন্তি, অশ্রু লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ  
ইতি হোবাচ সৰ্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতাত্মাকাশাদেব সমুৎ  
পদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি আকাশোহেবৈভ্যোজ্যায়-  
নাকাশঃ পরায়ণমিতি, তত্র সংশয়ঃ, কিমাকাশশব্দেন পরং  
ব্রহ্মাভিধীয়ত উত ভূতাকাশমিতি । কৃতঃ সংশয়ঃ । উভয়ত্র  
প্রয়োগদর্শনাৎ । ভূতবিশেষে তাবৎ সুপ্রসিদ্ধোলোক-  
সমানত্বাদিত্যর্থঃ । তস্ম্যাৎ পব এবাদিত্যাতিস্থানক উদগীথে উপাসা ইতি  
সিদ্ধম্ । ( ইতি বহুপ্রভা টীকা ) ।

পূর্বস্মিন্নধিকরণে ব্রহ্মণোহসাধারণধর্মদর্শনাবিবক্তিতোপাধিনোহসৈব্যো  
পাসনা, ন ত্বাদিত্যশরীবাভিমানিনোজীবায়ন ইতি নিকাপিতম্ । ইদানীং  
ভিন্ন বলা হইয়াছে । এই কারণে ও পূর্বোক্ত হেতুতে উক্ত শ্রুতিতে পর-  
মেশ্বরই উপাস্যরূপে উপাদষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হয় ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবত্য-নামক ব্রাহ্মণের ও জৈবলি ন'মক  
রাজার এইরূপ প্রশ্নোত্তর বাক্য আছে । শালাবত্য প্রশ্ন করিতেছেন “এই  
সকল লোকের ( পৃথিব্যাদি লোকেব ) গতি অর্থাৎ আশ্রয় কি ? ” জৈবলি  
প্রত্যুত্তর করিতেছেন “আকাশ । আকাশ হইতেই এই সকল ভূত জন্মে,  
আকাশেই অন্তর্মিত হয়, আকাশ এই সমুদায়ের জ্যোষ্ঠ এবং আকাশই এ  
সমুদায়ের একমাত্র আশ্রয় ( মূলধার ) । ” এই প্রশ্নপ্রতিবচনাত্মক উপ-  
নিষদ্ বাক্যের অর্থজ্ঞান কালে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুতি  
“আকাশ” শব্দে ব্রহ্ম অভিধান করিয়াছেন ? অথবা এই ভূতাকাশ বলিয়া-  
ছেন ? সংশয়ের কারণ এই যে, ব্রহ্ম ও প্রথম ভূত এই উভয় অর্থেই  
“আকাশ” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । আকাশ শব্দের অর্থ প্রথম ভূত,

\* ছান্দোগ্যে সর্বলোকগতিত্বেন অগম্যন আকাশঃ ব্রহ্মৈব বান্যঃ । কৃতঃ ? তুল্লিঙ্গাৎ  
ব্রহ্মলিঙ্গাৎ । ব্রহ্মার্থপ্রকাশনসামর্থ্যবৎপদযোগাদিত্যর্থঃ ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সর্ব-  
লোকগতি আকাশ শব্দের উল্লেখ আছে, সে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ।

বেদয়োরাকাশশব্দঃ, ব্রহ্মণ্যপি কচিৎ প্রযুক্ত্যমানোদৃশ্যতে,  
যত্র বাক্যশেষবশাদসাধারণগুণশ্রবণাদ্বা নির্দ্ধারিতং ব্রহ্ম  
ভবতি যথা, যদেম আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ইতি আকাশো বৈ  
নামরূপয়োর্নির্ব্বিহিত। তে যদন্তরা তদব্রহ্মেতি চৈবমাদৌ ।  
অতঃ সংশয়ঃ । কিং পুনরত্র যুক্তং, ভূতাকাশমিতি, কুতঃ,  
তন্নি প্রসিদ্ধতরেণ প্রয়োগেন শীঘ্রং বুদ্ধিমাবোহতি । ন  
চায়মাকাশশব্দ উভয়োঃ সাধারণঃ শাক্যোবিজ্ঞাতু' অনে-

ষসাধারণধর্মদর্শনাৎ তদেবোদগীথে সম্পাদ্যাপাস্যে নোপদিষ্টতে, ন চূতা  
কাশ ইতি নিকৃপ্যতে । তত্র 'আকাশ ইতি হোবাচ' ইতি কিং সূত্রাকাশ  
পদানুবোধেন 'অস্ত্র লোকস্য কা গতি'বিতি চ 'সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতা ন  
ইতি চ 'জ্যোতান' ইতি চ 'পবায়ণ'মিতি চ কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তামুত্ততদন্ত  
বোধোনাকাশশব্দোভক্ত্যা পবায়নি ব্যাখ্যায়তামিতি । তত -

প্রথমত্বাৎ প্রধানত্বাদাকাশং মুখ্যমেব নঃ ।

তদানুগুণ্যোনান্যানি ব্যাখ্যায়ানীতি নিশ্চয়ঃ ॥

অস্ত্র লোকস্ত কা গতিবিতি প্রমোদ্যবে 'আকাশ ইতি হোবাচ' ইত্য  
কাশস্য গতিত্বেন প্রতিপাদ্যতয়া প্রাধান্যাৎ, 'সর্বাণি হ বা' ইত্যাদীনাঙ্ক  
তদ্বিশেষণতয়া গুণত্বাৎ, গুণে ঐজ্যায়াকল্পনা ইতি বহুত্যা প্রধানানি প্রধান।  
ইহা লোক ও বেদ সর্বত্রই প্রসিদ্ধ এবং ব্রহ্মরূপ অর্থও কোন কোন স্থানে  
বাক্যশেষাদিব দ্বারা লঙ্ঘ্য বা প্রতীত হওয়া যায়। [ যথা...সংশয়ঃ ] “এই  
আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দ, না হইত” “আকাশই নামের ও রূপের নির্ব্বাহক  
(নামরূপাস্থক জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-কারণ)। এই নামরূপ, যন্মধ্যে আকাশ  
কল্পিত, তিনি ব্রহ্ম।” ইত্যাদি স্থলে বাক্যশেষাদির দ্বারা আকাশ শব্দের  
ব্রহ্মার্থতাও লঙ্ঘ্য হয়। [ কিং. রোহতি ] এস্থলে আকাশ শব্দের কোন অর্থ  
গ্রাহ্য কোন অর্থ অগ্রাহ্য ? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, ভূতাকাশ অর্থই গ্রাহ্য ।  
তাহার হেতু এই যে, আকাশ শব্দের ভূতবিশেষ অর্থই অধিক প্রসিদ্ধ, তজ্জন্ত  
আকাশ-শব্দ প্রথমতঃ ভূতাকাশকেই বুদ্ধিগম্য করায়। ( গুনিবা মাত্র যে  
অর্থ উপস্থিত হয়, সেই অর্থই সে শব্দের মুখ্য, সুতরাং আকাশ-শব্দের ভূত  
অর্থই মুখ্য ) । [ ন চা...ভবতি ] আকাশ-শব্দ ভূত ও ব্রহ্ম উভয় সাধারণ  
অর্থাৎ যগপৎ উভয় অর্থের উপস্থাপক একরূপ বলিতে পারিবে না । বলিতে

কার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাদব্রহ্মণি গোণ আকাশশব্দোক্তবিত্ত্ব-  
মহিতি বিভূত্যাভিহি বহুভির্কশ্মৈঃ সদৃশমাকাশেন ব্রহ্ম উবতি ।  
ন চ মুখ্যাসম্ভবে গোণার্থগ্রহণমহিতি । সম্ভবতি চেহ মুখ্য-  
সৈব্যাকাশস্য গ্রহণম্ । ননু ভূতাকাশপরিগ্রহে বাক্য-  
শেষোনোপপদ্যতে, সৰ্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব  
সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিঃ । নৈষ দোষঃ । ভূতাকাশস্যাপি বায়াদি

প্ররোধেন নেতব্যানি । অপি চ ‘আকাশ ইতি হোবাচ’ ইত্যুক্তবে প্রথমা-  
গতমাকাশপদমনুপজাতবিবোধিত্বেন তদনুবক্তার্যাং বুদ্ধৌ যদ্যদেব তদেব  
বাক্যগতমুপনিপতিতং তত্তদ্রূপজাতবিবোধি তদানুগুণেনৈব ব্যবস্থ্যভূমহিতি ।  
ন চ কচিদাকাশশব্দোক্তত্বা ব্রহ্মণি প্রযুক্ত ইতি সঙ্গত্ব তেন তৎপরেণ ভবি-  
ত্যম্ । ন হি গঙ্গার্যাং দোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদমনুপপত্ত্যা তীৰপরিমিতি  
যাদাংসি গঙ্গাযামিত্যন্যাপ্যনেন তৎপরেণ ভবিতব্যম্ । সম্ভবশ্চোভয়ত্র  
তুয়াঃ । ন চ ব্রহ্মণ্যপ্যাকাশশব্দোমখ্যঃ । অনেকার্থত্বস্যান্যাসাহাৎ । ভক্ত্যা  
চ ব্রহ্মণি প্রায়োগোপপত্তেঃ । লোকে চাস্য নঃসি নিরুক্ততবস্থাৎ তৎপূর্বক-  
গেলে নানার্থ দোষ উপস্থিত হইবে । (১) অতএব, এক্ষে যে আকাশ শব্দ  
প্রয়োগ দেখিয়াছ তাহা গোণ, মুখ্য নহে । বিভূত্ব প্রভৃতি আকাশিক  
গুণ বা পদ্য লইয়া ব্রহ্ম আকাশ শব্দেব গোণ প্রয়োগ হইতে পারে ।  
[ ন চ .গ্রহণম ] মুখ্যার্থ সম্ভাবনা থাকিলে গোণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না  
সত্য, কিন্তু এখানে আকাশ শব্দেব মুখ্যার্থ সম্ভাবনা আছে । [ ননু...  
ইত্যাদি ] আকাশ শব্দেব মুখ্যার্থ আকাশ, সে অর্থ গ্রহণ করিলে তৎ-  
প্রস্তাবেব “এই সকল ভূত (জাত বস্তু) আকাশ হইতেই হইয়াছে”

(১) শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এক শব্দেব এক উচ্চারণে এবং অর্থ  
প্রভেদে করিবার সামর্থ্য আছে, বহু অর্থ বুঝাইবার শক্তি নাই । এক শব্দ যদি এক উচ্চারণে  
এককালে বহু অর্থ প্রভেদে কবাইত, তাহা হইলে লোকব্যবহার চলিত না । বিশেষতঃ যে  
সময়ে ঘটাকার জ্ঞান হয় সে সময়ে দেহাকার জ্ঞান হইতেই পারে না । ঘটাকার জ্ঞান  
থাকিতে দেহাকার জ্ঞান জন্মিত পারে না এবং দেহাকার জ্ঞান জন্মিলে ঘটাকার জ্ঞান  
থাকিতে পারে না । কাষেই বলিতে হয় যে এক শব্দ এক সময়ে একই অর্থ প্রভেদে করায়,  
বহু অর্থ প্রভেদে কবায় না । এই জন্যই শব্দের নানাধে শক্তি বলা দোষ । এই জন্যই এক  
শব্দের নানার্থ ব্যবহার যুক্তপথে ভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে । অত্র মুখ্য অর্থ দেখিতে  
হয়, মুখ্য অর্থে বাক্যার্থ বোধব বাবা দেখিলে গোণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয় ।

ক্রমেণ কারণয়োপপত্তেঃ। বিজ্ঞায়তে হি, তস্মাদ্ভা এত-  
 স্মাদান্নন আকাশঃ সঙ্কৃতঃ আকাশায়ুর্বায়োরগ্নিরিত্যাदि।  
 জ্যায়ন্তুপরায়ণত্বে অপি ভূতান্তরাপেক্ষয়োপপদ্যোতে ভূতা-  
 কাশস্যপি। তস্মাদাকাশশব্দেন ভূতাকাশস্য গ্রহণমিতি।  
 এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ, আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। আকাশশব্দে-  
 নেহ ব্রহ্মণোগ্রহণং যুক্তং, কৃতং, তল্লিঙ্গাৎ। পরস্যহি ব্রহ্মণ  
 ইদং লিঙ্গং, সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎ-

ত্বাচ্চ বৈদিকার্থপ্রতীতৈর্কৈপরীত্যাহুপপত্তেঃ। তদানুগুণেন চ 'সর্বাণি  
 হ বা, ইত্যাদীনি ভাষ্যকৃতা স্বয়মেব নীতানি। তস্মাদ্ভূতাকাশমেবাত্রোপা-  
 দ্যেনোপদিষ্টত্বে ন পরমাত্মৈতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেহতিধীয়তে। আকাশ-  
 শব্দেন ব্রহ্মণোগ্রহণং কৃতং তল্লিঙ্গাৎ। তথাহি।—

সামানাধিকরণেন প্রস্তুতং প্রতিবাক্যয়োঃ।

পৌর্বাপর্যাপরামর্শাৎ প্রশানত্বেহপি গোণতা ॥

ইত্যাদিবধ শেষবাক্য উপপন্ন হয় না, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা বলিতে  
 পারিবে না। কেন-না, আকাশসম্বন্ধে ঐ উক্তি ছাড়া নহে। হেতু এই  
 যে, বায়ু-তেজ-জল প্রভৃতি ক্রমপরম্পরা গণ্য করিলে আকাশকেও ভূত-  
 সমূহের কারণ বলা যাইতে পারে। প্রতিও বলিয়াছেন, “সেই আত্মা  
 হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজ হইতে জল,  
 জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি (উদ্ভিজ্জ), ওষধি হইতে অন্ন,  
 অন্ন হইতে জীব বা ভূত জন্মিয়াছে।” [ জ্যায়... তল্লিঙ্গাৎ ] অতু্যক্ত জ্যায়ান্  
 ও পরায়ণং এ ছই কথাও ভূতাকাশে সঙ্গত হইতে পারে। (১) অতএব,  
 উদাহৃত প্রতিস্থ আকাশ-শব্দের ভূতাকাশ অর্থই গ্রাহ্য। এতদ্রূপ পূর্বপক্ষ  
 প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার সিদ্ধান্তের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, “আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।”  
 [ আকাশ... মর্যাদা ] আকাশ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ।  
 তাহার হেতু এই যে, “সমুদায় ভূত আকাশ হইতেই হইয়াছে” এই কথাটি

(১) অর্থাৎ প্রতিতে যে আকাশকে 'এতৌ জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং' এইরূপে সংজ্ঞোক্ত  
 বিশেষ্ট ও সঙ্গতি বলা হইয়াছে, বিবেচনা করিতে গেলে তাহাও সংগত হইতে পারে।  
 আকাশ অন্যান্য ভূত অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। আকাশ অন্যান্য ভূতের আশ্রয়ও বটে;  
 ত্রিভুতং বটে।

পদ্যন্তে ইতি । পরস্মৈকি ব্রহ্মণোভূতানামুৎপত্তিরিতি বেদান্তেষু মর্যাদা । ননু ভূতাকাশস্যাপি বায়াদিক্রমেণ কারণত্বং দর্শিতং, তথাপি, মূলকারণস্য ব্রহ্মণোহপরিগ্রহা- দাকাশাদেবেত্যবধারণং সর্ব্বাণীতি চ ভূতবিশেষণং নানুকূলং স্যাৎ । তথাকাশং প্রত্যস্তং যন্তীতি ব্রহ্মলিঙ্গং, আকাশো- হ্যেবৈভ্যোদ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণমিতি চ । জ্যায়ত্ত্বং হ্যনা-

যদ্যপ্যাকাশপদং প্রধানার্থং তথাপি যৎ পৃষ্টং তদেব প্রতিবক্তব্যং ন বহুশ্চান্ত আত্মান্ পৃষ্টঃ কোবিদাবানাচষ্টে । তদিহাস্য লোকস্য কা গতিরিতি প্রশ্নোদ্ভূতানো নামরূপপ্রপঞ্চমাত্রবিষয় ইতি তদমুরোধাত্মকং ব এব সর্ব্বস্য লোকস্য গতিঃ স এবাকাশশব্দেন প্রতিবক্তব্যঃ । ন চ ভূতাকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গতিঃ । তস্যাপি লোকমধ্যপাতিত্বাৎ তদেব তস্য গতিরিত্যমুপ- পত্তেঃ । ন চোক্তবে ভূতাকাশশ্রবণাভূতাকাশকার্য্যমেব পৃষ্ঠমিতি যুক্তম্ । প্রশ্নস্ত প্রথমাবগতস্যামুপজাতবিরোধিনো লোকসামান্যবিষয়স্যোপজাতবিরোধি- নোত্তরেণ সঙ্কোচামুপপত্তেঃ । তদমুরোধেনোক্তব্যাখ্যানাৎ । ন চ প্রশ্নেন পূৰ্ব্বপক্ষরূপেণাবস্থিতার্থেনোক্তবং ব্যবস্থিতার্থং ন শক্যং নিয়ন্তমিতি যুক্তম্ । তন্নিমিত্তানামজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যাসানামনবস্থানেহপি তস্য স্ববিষয়ে ব্যবস্থ- নাৎ । অন্ত্যথোত্তরস্যানালখনত্বাপত্তৈকৈয়দিকরণ্যাপত্তেৰ্বা । অপি চোত্তরে-

পব ব্রহ্মেবই বোধক, ভূতাকাশেব বোধক নহে । একমাত্র পরব্রহ্মই কার্য্য পরম্পবার মূল বা সীমা এবং তাদৃশ ব্রহ্ম হইতেই ভূতনিচয়ের উৎপত্তি হওয়া সমুদয় বেদান্তের অভিমত । [নহ...স্তাৎ] তুমি যে বায়ু গ্রভৃতি অন্য- পদার্থ পবম্পবাক্রমে ভূতাকাশের কারণতা দেখাইয়াছ, তাহাতে দুই দোষ আছে । এক অবধারণভঙ্গ, অপব সর্ব্বশব্দের ব্যাহতি । ব্রহ্মকে মূলকারণ রূপে গ্রহণ না করিলে “আকাশাৎ এব” কেবল ভূতাকাশ হইতে, অন্য কিছু হইতে নহে, এরূপ অর্থ বাধিত এবং “সর্ব্বাণি ভূতানি” সমুদয় ভূত, এ কথাও ব্যর্থ হইবে । (অভিপ্রায় এই যে, আকাশ ভূতও ব্রহ্মোৎপন্ন; সুতরাং এরূপ অর্থ বাধিত) । [তথা...লিঙ্গম্] অপিচ, “প্রলয়কালে এ সকল আকাশেই লীন হয়” এ কথাটিও ব্রহ্মলিঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধক । তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে ভূতাকাশও ব্রহ্মে অন্তর্গত হয় । [আকাশো... পরায়ণম্] “আকাশ এ সমুদয়ের জ্যেষ্ঠ, আকাশ এ সকলের আশ্রয় বা গতি”

পেক্ষিকং পরমাত্মন্যেবৈকস্মিন্নান্নাতং, জ্যায়ান্ পৃথিব্যা  
জ্যায়ানন্তরিকাং জ্যায়ান্ দিবোজ্যায়ানেভ্যোলোকেভ্য ইতি।  
তথা পরায়ণত্বমপি পরমকারণত্বাৎ পরমাত্মন্যেবোপপন্নতরম্।  
শ্রুতিশ্চ তবতি, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, রাতের্দাতুঃ পরায়ণ-  
মিতি। অপি চাস্তবত্ত্বদোষেণ শালাবত্যস্য পক্ষং নিন্দিত্বা-  
হনন্তঃ কিঞ্চিদ্বক্তুকামেন জৈবলিনা আকাশঃ পবিগৃহীতঃ।  
তৎপ্রকাশমুদগীথে সম্পাদ্যোপসংহরতি, স এষ পরোবরীয়াতু-

হপি বহুসমঞ্জসম্। তথাহি।—‘সর্ক্সাণি হ বা ইমানি ভূতাত্মাকাশাদেব সমুৎ-  
পদ্যন্ত’ ইতি সর্ক্সশব্দঃ কথঞ্চিদন্নবিষয়োব্যাখ্যায়ঃ। এবমেবকারোপাসমঞ্জসং।  
ন নখপামাকাশ এব কাবণমপি তু তেজোহপি। এবমন্নস্যাপি নাকাশমেব  
কাবণমপি তু পাবকপাথসী অপি। মূলকারণবিষক্ষায়াস্ত ব্রহ্মণ্যেবাবধাবণং  
সমঞ্জসম্। অসমঞ্জসস্ত ভূতাকাশে। এবং সর্ক্সেবাং ভূতানাং লয়োব্রহ্মণ্যেব।  
এবং সর্ক্সেভ্যোজ্যায়ত্বং ব্রহ্মণ এব। পরময়বং ব্রহ্মৈব। তন্মাৎ সর্ক্সেবাং  
লোকানামিতি প্রেন্নোপক্রমাদুত্তরে চ তত্তদসাধারণব্রহ্মণ্যপবামর্শাৎ পৃষ্টা-  
য়াশ্চ গতেঃ পদমরনমিতাসাধারণব্রহ্মণ্যোপসংহাবাৎ ভূবসীনাং ঞ্জীনাংমহু-  
এহান্ন ‘ত্যজ্জৈদেকং কুলস্যার্থে’ ইতিবদ্ববমাকাশপদমাত্রমসমঞ্জসমস্ত। এতা-  
বতা হি বহু সমঞ্জসং স্যাৎ। ন চাকাশস্য প্রাধান্যমুত্তরে কিন্তু পৃষ্টার্থত্বা-  
ত্তরস্য লোকসামান্যগতেশ্চ পৃষ্টত্বাৎ পবায়ণমিতি চ তসৈব্যোপসংহাবাদ-  
ব্রহ্মৈব প্রধানম্। তথা চ তদর্থং সদাকাশপদং প্রধানার্থং ভবতি নান্যথা।  
তন্মাদব্রহ্মৈব প্রধানমাকাশপদেন্নোপাস্যেভ্যোপেক্ষিপ্তং ন ভূতাকাশমিতি  
সিদ্ধম্। ‘অপি চ’ অসৈব্যোপক্রমে ‘অস্তবৎ কিল তে সা মতিঃ’ ‘অস্তবত্ত্ব-  
দোষেণ শালাবত্যস্য’ ইতি। ন চাকাশশব্দো গোণোহপি বিলম্বিতপ্রতিপত্তি-

এ কথা বা এরূপ অনাপেক্ষিক জ্যেষ্ঠত্ব পরমাত্মাতেই আশ্রিত (অভিহিত)  
হইতে দেখা যায়। যথা—“তিনি পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা,  
অর্গ অপেক্ষা, সমুদ্র লোক অপেক্ষা বড়।” পরায়ণ কথাটিও পরমকারণ  
পরব্রহ্মে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—“বিজ্ঞানরূপ আনন্দঘন ব্রহ্মই ধনদাতৃ-  
গণের পরায়ণ। (পরমর্গত বা পবমাত্রয়)।” (ধনদাতা=বাগবজ্ঞাদি  
কর্ত্তা অথবা ধনত্যাগকর্ত্তা সন্ন্যাসী)। [অপিচ...লিঙ্গম্] অপিচ, জৈবলি  
রাজা শালাবত্য ব্রহ্মণ্যেব সিদ্ধান্তে নখরত্ব দোষ দেখাইয়া, “তাহা নখর

দীপ্তঃ স এষোহনন্ত ইতি । তচ্চানন্ত্যং ব্রহ্মলিঙ্গম্ । যৎপুন  
রুক্তং ভূতাকাশং প্রসিদ্ধিবলেন প্রথমতরং প্রতীয়ত ইতি,  
অত্র ক্রমঃ, প্রথমতরং প্রতীতমপি তদ্বাক্যশেষগতান্ ব্রহ্ম-  
গুণান্ দৃষ্ট্বা ন পরিগৃহ্যতে। দর্শিতশ্চ ব্রহ্মণ্যপ্যাকাশশব্দঃ,  
আকাশোইব নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতেত্যাদৌ । তথাকাশ-  
পর্যায়বাচিনামপি ব্রহ্মণি প্রয়োগোদৃশ্যতে, ঋচোহক্ষরে  
পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধিবিষ্টে নিষেদুঃ, সৈষা ভার্গবী  
বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা, ওঁ কং ব্রহ্ম খং

স্তত্র তত্র ব্রহ্মণ্যাকাশশব্দস্য তৎপর্যায়স্য চ প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাত্তাত্ত্বাত্ম্যাসে-  
নাস্যাপি মুখ্যবৎ প্রতিপত্তেরবিলম্বনাদিতি দর্শনার্থং ব্রহ্মণি প্রয়োগপ্রাচুর্য্যং  
বৈদিকং নির্দাশিতং ভাষ্যকৃত্য । তত্রৈব চ প্রথমাবগতানুগুণ্যেনোক্তবৎ নীয়তে

নহে, অনন্তব” এইরূপ বলিবার ইচ্ছায় আকাশ-শব্দ বলিয়াছিলেন, অবশেষে  
“সেই অনন্তর আকাশই উদীপ্ত” এইরূপে প্রস্তাব শেষ কবিয়াছিলেন ।  
তাদৃশ অনন্তরত্ব প্রোক্ত আকাশ-শব্দের ব্রহ্মবোধকতা পক্ষে প্রমাণ । (১)  
[ যৎপুন...গৃহ্যতে ] বলিয়াছিল যে, প্রসিদ্ধিবলে প্রথমতঃ ভূতাকাশই  
বুঝা যায়, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রতীত হইলেও সে অর্থ বাক্যশেষস্থ  
বহু ব্রহ্মধর্মের দ্বারা বাধিত হয়, অর্থাৎ গৃহীত হয় না । [ দর্শিতশ্চ...মাদৌ ]  
ব্রহ্মে আকাশ শব্দের প্রয়োগ অথবা আকাশ-শব্দের ব্রহ্মার্থতা “আকাশই  
নাম রূপের ( ব্যক্ত অগতের ) নিষ্পাদক” ইত্যাদি প্রতিপত্তিতে দর্শিত হইয়াছে ।  
অধিক কি, ব্রহ্মে আকাশের পর্যায়-শব্দও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় ।

(১) ইহা একটা বৈদিক আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ । একদা  
হালন্ত্য ঋষি, শালাবত্য ঋষি ও জৈবলি রাজা উল্লীষ বিদ্যার অর্থাৎ তত্ত্বাত্মক উপাসনাব  
পরায়ণ ( উৎকৃষ্ট প্রাপ্য ) কি তাহা বিচার করিতে ছিলেন । হালন্ত্য বলিলেন, স্বর্গই পরায়ণ  
অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রাপ্য । শালাবত্য বলিলেন, স্বর্গ নহয়, এ নিমিত্ত তাহা পরায়ণ নহে । স্বর্গ  
প্রাপক অপূৰ্ণ বিশেষই উল্লীষের পরায়ণ । জৈবলি বলিলেন, কর্ণাপূর্ণও নহয়, তৎকার্যে  
তাছাড়া পরায়ণ নহে । উল্লীষের পরায়ণ আকাশ । জৈবলিপ্রোক্ত এই আকাশ শব্দের  
অর্থ ব্রহ্ম । ভূতাকাশ অর্থ হইলে নহরত্ব দোষ নিবারিত হয় না । সুতরাং জৈবলির অনন্তরত্ব  
উপদেশ আকাশ শব্দের ব্রহ্মার্থতা প্রতিপাদক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ।



ব্রহ্ম, খং পুরাণমিতি চৈবমাদৌ । বাক্যোপক্রমেহপি বর্ত-  
মানস্যাকাশশব্দস্য বাক্যশেষবশাদযুক্তা ব্রহ্মবিষয়ত্বাধারণা ।  
অগ্নিব্রহ্মীতেহমুদ্বাকমিতি হি বাক্যোপক্রমগতোপ্যাগ্নিশব্দো-  
মানবকবিষয়োদৃশ্যতে । তস্মাদাকাশশব্দং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥২২

### অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥ \*

উদগীথে, প্রস্তোতৰ্ণা দেবতা প্রস্তাবমদ্বায়ন্তেতু্যপক্রম্য  
শ্রয়তে, কতমা সা দেবতেতি, প্রাণ ইতি হোবাচ, সৰ্ব্বাণি  
হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি প্রাণমভ্যাজি-

যত্র তদন্যথা কর্ত্তং শক্যম্ । যত্র তু ন শক্যং তত্রোত্তরানুগুণ্যেনৈব প্রথমং  
নীৰ্যত ইত্যাহ ।—“বাক্যোপক্রমেহপি” ইতি ।

‘উদগীথে যা দেবতা প্রস্তাবমদ্বায়ন্ত’ ইতু্যপক্রম্য শ্রয়তে । ‘কতমা সা  
দেবতেতি প্রাণ ইতি হোবাচোষস্তিশ্চাক্রায়ণঃ’ । উদগীথোপাসনপ্রসঙ্গেন  
প্রস্তাবোপাসনমপ্যাদগীথ ইত্যুক্তং ভাষ্যকৃত্য । প্রস্তাব ইতি সায়ো ভক্তি-

যথা—“পরমে ব্যোমন্” “কং ব্রহ্ম” “খং ব্রহ্ম” ইত্যাদি । [ বাক্যাপ...  
সিদ্ধম্ ] বাক্যারম্ভে যে আকাশ-শব্দ আছে, তাহারও বাক্যশেষবলে ব্রহ্ম-  
বোধকতা অবধারণ করিতে হইবে । মীমাংসকদিগকেও “অগ্নি অমুদ্বাক  
( বেদের অংশ বিশেষ ) পড়িতেছে” ব্রহ্মচারী প্রকরণীয় এতদ্বাক্যস্থ অগ্নি-  
শব্দের বাক্যশেষ বলে ব্রহ্মচারী অর্থ অবধারণ করিতে দেখা যায় । অতএব,  
উদাহৃত শ্রুতিস্থ আকাশ শব্দ যে উপাস্ত ব্রহ্মবিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে তৎপক্ষে  
আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিল না ।

২২

ছান্দোগ্য উপনিষদের উদগীথ প্রকরণে “হে প্রস্তোতঃ! প্রস্তাবে অর্থাৎ  
সামগানেন অংশ বিশেষে, ধ্যানের জন্য যে দেবতা অমুগত ( নির্দিষ্ট )  
আছেন—” এইরূপ কথার পর “সে দেবতা কি ?” এতদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন  
পূর্বক প্রত্যুত্তরিত হইয়াছে—“তাহা প্রাণ । কেন না, এই সকল ভূত প্রাণে

\* অতএব ব্রহ্মসিদ্ধাৎ এব, প্রাণঃ উদগীথপ্রকরণোক্ত প্রাণশব্দঃ, ব্রহ্মবিষয় ইতি বিদ্য  
পূরণম্ ।—পূর্বোক্ত প্রকার হেতুতে ছান্দোগ্য উপনিষদের উদগীথ প্রকরণোক্ত প্রাণ-শব্দও  
ব্রহ্ম পর, বায়ুবিষয় পর নহে । (৩) এই অক্ষরে ব্রহ্মবুদ্ধি অর্পণ করতঃ (সামগান পূর্বক ব্রহ্মো-  
পাসনা করার নাম উদগীথ উপাসনা) ।

হতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমথ্যাক্তেতি । তত্র সংশয়নির্ণয়ো  
পূর্ববদেব দ্রষ্টব্যো । প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ, প্রাণস্য  
প্রাণমিতি চৈবমাদৌ ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রাণশব্দোদৃশ্যতে । বায়ু-  
বিকারে তু প্রসিদ্ধতরোলোকবেদয়োঃ । অত ইহ প্রাণ-  
শব্দেন কতরস্যোপাদানং যুক্তমিতি ভবতি সংশয়ঃ । কিং  
পুনরত্র যুক্তং, বায়ুবিকারস্য পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্যোপাদানং  
যুক্তং, তত্র হি প্রসিদ্ধতরঃ প্রাণশব্দ ইত্যবোচাম । ননু  
পূর্ববদিহাপি তল্লিঙ্গাদব্রহ্মণএব গ্রহণং যুক্তং, ইহাপি হি

বিশেষঃ । তমথ্যাক্তা অহুগতা প্রাণোদেবতা । অত্র প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বায়ু-  
বিকারে চ দর্শনাৎ সংশয়ঃ । কিময়ং ব্রহ্মবচন উক্ত বায়ুবিকারবচন ইতি ।  
তত্র অতএব ব্রহ্মলিঙ্গাদেব প্রাণোহপি ব্রহ্মৈব ন বায়ুবিকার ইতি যুক্তম্ ।  
যদ্যেবং তেনৈব গতার্থমেতদिति কোহধিকরণান্তরস্যারম্ভার্থঃ । তত্রোচ্যতে ।

অর্থে শ্রুত্যেকগম্যে হি শ্রুতিমেবাদ্রিয়ামহে ।

মানান্তরাবগম্যে তু তদ্বশান্তদ্যাবস্থিতিঃ ॥

ব্রহ্মণোবা সর্বভূতকারণত্বমাকাশস্য বা বায়াদিভূতকারণত্বং প্রতি নাগ-  
মানুতে মানান্তরং প্রভবতি । তত্র পৌরুষাপর্যাপ্যলোচনয়া যত্রার্থে সমঞ্জস

লয় প্রাপ্ত হয়, আবার প্রাণ হইতে জন্মে । প্রাণই প্রস্তাবে (সামগানের  
অংশ বিশেষে) অহুগত আছে ।—“খ্যানার্থ নির্দিষ্ট আছে ।” [ তত্র...বোচাম ]  
এ শ্রুতিতেও পূর্বের ন্যায় সংশয় ও নির্ণয় দেখিতে হইবে । “হে সৌম্য !  
স্বযুক্তিকালে মন (মন-উপাধিক জীব) প্রাণবন্ধন অর্থাৎ প্রাণের সহিত  
একীভূত” এবং “প্রাণের প্রাণ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ে প্রাণশব্দের  
প্রয়োগ যেথা যায় এবং বায়ুবিকার (শারীর বায়ু) বিশেষেও প্রাণশব্দের  
নিরুক্ত ব্যবহার আছে । কাবেই প্রদর্শিত শ্রুতিই প্রাণশব্দের অর্থসংশয়  
অবশ্য উপস্থিত হইবে । যুক্তায়ুক্ত বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ প্রাণ-  
শব্দের স্বাস প্রবাসাদি নির্বাহক শারীরবায়ু বিশেষ অর্থই উপযুক্ত বলিয়া  
বিবেচিত হইবে । তাহার হেতু এই যে, পঞ্চবৃত্তিক শারীরবায়ুতেই প্রাণশব্দ  
নিরুক্ত বা প্রসিদ্ধ । [ ননু...শেষঃ ] বলি বা, এখানেও পূর্বের স্বত ব্যাক্য-  
শেষ অহুসারে প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে ; কেননা,

বাক্যশেষে ভূতানাং সম্বেশানোগমনং পারমেশ্বরং কন্ম  
প্রতীয়তে, ন, মুখ্যেহপি প্রাণে ভূতসম্বেশানোগমনস্ত দর্শ-  
নাৎ। এবং স্থান্নায়তে, যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণস্তর্হি  
বাগপোতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং শ্রোত্রং স যদা  
প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্ত ইতি। প্রত্যক্ষৈতৎ  
স্বাপকালে প্রাণবৃত্তাবপরিপ্যমানায়ামিन्द्रিয়বৃত্তয়ঃ পরি-  
লুপ্যন্তে প্রবোধকালে চ পুনঃ প্রাদুর্ভবন্তীতি। ইन्द्रিয়-  
সারস্বাচ্চ ভূতানামবিরুদ্ধোমুখ্যেহপি প্রাণে ভূতসম্বেশানো-  
দগমনবাদী বাক্যশেষঃ। অপি চাদিত্যোহন্নকোদীথপ্রতি-

আগমঃ স এবার্থস্তস্য গৃহ্যতে তাজ্যতে চেতয়ঃ। ইহ তু সম্বেশানোগমেন  
ভূতানাং প্রাণং প্রত্যাচ্যামানে কিং ব্রহ্ম প্রত্যাচ্যতে আহো বায়ুবিকাবং  
প্রতীতি বিশরে 'যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণং তর্হি বাগপোতি' ইত্যাদি  
কায়াঃ শ্রুতে: সর্বভূতসাম্বেশিয়সাম্বেশনোগমনপ্রতিপাদনম্বাব। সর্বভূতসম্বে-  
শনোগমনপ্রতিপাদিকায়। মানান্তরাহুগ্রহলক্ষসামর্থ্যায়। বলাৎ সম্বেশনো-  
দগমেন বায়ুবিকাবশ্চৈব প্রাণস্য ন ব্রহ্মণঃ। অপি চাত্মোদীথপ্রতিহাবয়োঃ  
সামভক্ত্যোব্রহ্মণোহন্তে আদিত্যশ্চায়ঞ্চ দেবতে অভিহিতে কার্য্যকবণ-

এ শ্রুতির শেষেও প্রাণে ভূতলয়ের ও প্রাণ হইতে ভূতাবির্ভাবের কথা  
আছে; সেই কথাই পরমেশ্বরের জ্ঞাপক হইবে। এরূপ কথা এখানে  
বলিতে পারিবে না। তাহার কারণ এই যে, এখানে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণেও  
ভূত-লয়ের কথা আছে। যথা—“পুরুষ যখন সুশুপ্ত হন, বাগিन्द्रিয় তখন  
প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ইহাবাও প্রাণে গিয়া লীন অর্থাৎ  
একীভূত হয়। পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হন, ঐ সকল ইन्द्रিয় তখন পুনর্বার  
প্রাণ হইতে উঠে।” সুপ্তিকালে যে, প্রাণবৃত্তির অলোপ ও ইन्द्रিয়বৃত্তির  
লোপ হয়, প্রবোধকালে আবার তাহাদের আবির্ভাব হয়, এ সকল প্রত্যাক্ষ-  
সিদ্ধ। যদিও এ বাক্যে ইन्द्रিয়লয় বর্ণিত হইয়াছে তথাপি পদার্থবিষয়ে  
বিরোধ বা অনৈক্য হইতেছে না। ইन्द्रিয় কি? ইन्द्रিয় ভূতনিচয়ের সার।  
সুতরাং ভূতলয় ও ইन्द्रিয়লয় তুল্য কথা বা তুল্যার্থ এবং ভূত-লয়বাদী বাক্য-  
শেষ ঐ বাক্যের অবিরুদ্ধ। [ অপি...প্রাণ ইতি ] অপিচ, “প্রস্তাবদেবতা

হারয়োর্দেবতে প্রস্তাবদেবতায়ঃ প্রাণস্যানন্তরং নির্দিষ্টোক্তে,  
ন চ তয়োত্রক্কাহমন্তি, তৎসামান্ত্যচ্চ প্রাণস্তাপি ন ত্রক্কাহ-  
মিতি ।

এবং প্রাপ্তে সূত্রকার আহ অতএব প্রাণ ইতি । তল্লিঙ্গা-  
দিত্তি পূর্বসূত্রে নির্দিষ্টম্ । অতএব তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দমপি  
পরং ত্রক্কা ভবিতুমর্হতি । প্রাণস্তাপি হি ত্রক্কালিঙ্গসম্বন্ধঃ শ্রুয়তে,  
সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি প্রাণ-  
মভ্যুজ্জিহত ইতি প্রাণনিমিত্তৌ সর্ব্বেষাং ভূতানামুৎপত্তি-  
প্রলয়াবুচ্যমানৌ প্রাণস্য ত্রক্কতাং গময়তঃ । ননুক্তং মুখ্য-

সংঘাতরূপে, তৎসাহচর্যাৎ প্রাণোহপি কার্য্যকরণসংঘাতরূপ এব দেবতা  
ভবিতুমর্হতি । নিরন্তোপায়মর্থ ঈকত্যাধিকরণে পূর্ব্বোক্তপূর্ব্বপক্ষহেতুপোষণ-  
নায় পুনরুপত্তন্তঃ । তস্মাদ্বাযুবিকার এবাত্র প্রাণশব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্ ।  
এবং প্রাপ্তেহিতিবীর্যতে ।—

পূংবাক্যস্ত বলীয়স্বং মানান্তরসমাগমাৎ ।

অপৌরুষেয়ে বাক্যে তৎ সঙ্গতিঃ কিং করিষ্যতি ॥

নো ধনু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবমপৌরুষেয়ং বচঃ স্ববিষয়জ্ঞানোৎপাদে বা

প্রাণ” এই কথার পরেই “উল্লীখের দেবতা আদিত্য ও প্রতিহারের (১)  
দেবতা অন্ন (পৃথিবী) ।” এইরূপ উক্তি আছে । এই সূর্য্য ও অন্ন ত্রক্ক নহে ।  
বধন সূর্য্য ও অন্ন ত্রক্ক নহে ; তখন অবশ্যই তৎসম্বন্ধিত প্রাণও ত্রক্ক নহে ।  
সূত্রকার ব্যাস এতরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলিয়া-  
ছেন “অতএব প্রাণঃ ।” [ তল্লিঙ্গা...গময়তঃ ] অতঃ শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব  
সূত্রস্থ “ত্রক্কালিঙ্গ” রূপ হেতু উন্নীত হইয়াছে । অর্থ এই যে, ত্রক্কালিঙ্গ (ত্রক্ক-  
বোধক চিহ্ন বা ধর্ম্ম) থাকার প্রোক্ত প্রাণশব্দও ত্রক্কপর । প্রাণের সহিত  
ত্রক্কালিঙ্গের সম্বন্ধ ঐ প্রতিভেই প্রত্ন আছে । বধা—“এই সমস্ত ভূত প্রাণে  
গিয়া লীন হয়, আবার প্রাণ হইতে উদ্ধৃত হয় ।” প্রাণ হইতে ভূতোৎপত্তি  
ও প্রাণে ভূতলয়, এই দুই কথাই প্রোক্ত প্রাণশব্দের ত্রক্কার্থতা বোধ করায় ।  
[ ননুক্তং...চ্যতে ] বলিয়াছিবে যে, প্রাণ শব্দের প্রসিদ্ধ-প্রাণ-অর্থ গ্রহণ

(১) উল্লীখ—সামগানের উপাধাংগ । প্রতিহার—পানের সমাপ্তি বা উপসংহার ।

প্রাণপরিগ্রহেহপি সশ্বেশনোদগমনমবিরুদ্ধং স্বাপপ্রবোধয়ো-  
 দর্শনাদিতি, অত্রোচ্যতে, স্বাপপ্রবোধয়োরিন্দ্রিয়ানাংমেষ  
 কেবলানাং প্রাণাশ্রয়ং সশ্বেশনোদগমনং দৃশ্যতে, ন সর্বেষাং  
 ভূতানাং, ইহ তু সর্বৈন্দ্রিয়ানাং সশরীরানাঞ্চ জীবাবিষ্ঠানাং  
 ভূতানাং, সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানীতি শ্রুতেঃ। যদাপি  
 ভূতশ্রুতিস্মাহভূতবিষয়াপি পরিগৃহ্যতে তদাপি ব্রহ্মলিঙ্গ-  
 মবিরুদ্ধম্। নহু সহাপি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়ানাং স্বাপপ্রবোধয়োঃ  
 প্রাণেহপ্যয়ং প্রাণাচ্চ প্রভবঃ শৃণুমঃ, যদা স্পৃশ্যঃ স্পৃশ্য ন কক্ষন  
 পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি তদেনং বাক্ সর্বৈ-  
 র্নামতিঃ সহাপ্যেতীত্যত্র। তত্রাপি তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দং

তদ্ব্যবহারে বা মানাস্তরমপেক্ষতে। তস্যাপোকষেষস্য নিরন্তরমন্তদোষ-  
 শকস্য স্বত এব নিশ্চায়কত্বাৎ। নিশ্চয়পূর্বকত্বাব্যবহারপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদ-  
 সষাদিনোবা চক্ষুর ইব রূপে অগ্নিঃসষাদিনোবা তসৈব দ্রব্যোনাদার্যং বা  
 দার্যং বা তে ন স্তামিদ্ভিন্নমাত্রসশ্বেশনোদগমনে বায়ুবিকাবে প্রাণে। সর্ব-  
 ভূতসশ্বেশনোদগমনে তু ন ততোবাক্যাৎ প্রতীয়তে। প্রতীতৌ বা তত্রাপি  
 প্রাণোত্রৈকৈব ভবেন্ন বায়ুবিকারঃ। 'যদা স্পৃশ্যঃ স্পৃশ্য ন কক্ষন পশ্যত্যথাস্মিন্  
 প্রাণ এবৈকধা ভবতী'ত্যত্র বাক্যে যথা প্রাণশব্দোত্রৈকবচনঃ। ন চাস্মিন্  
 বায়ুবিকারে সর্বেষাং ভূতানাং সশ্বেশনোদগমনে মানাস্তব্ধেণ দৃশ্যতে। ন চ

করিলেও ভূতলয় কথা বিরুদ্ধ হয় না এবং স্পৃষ্টিকালে ও প্রবোধকালে ভূতলয়  
 ও ভূতাবিষ্ঠাব দেখিতে পাও, সে কথার প্রত্যুত্তর এইরূপ। [স্বাপ...  
 বিরুদ্ধম্] স্পৃষ্টিকালে ও জাগ্রৎকালে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় করেকতীরই  
 লয়োদয় হয়, সকল ভূতের লয়োদয় হয় না। কিন্তু উদাহৃত শ্রুতিতে  
 জীব ভাষাপন্ন সমুদায় সশরীর ও সেন্দ্রিয় ভূতের লয়োদয় বর্ণিত হইয়াছে।  
 ভূতলয়বোধিকা উক্ত শ্রুতিকে যদি মহাভূত বিষয়ে লইয়া যাও, অর্থাৎ ভূত  
 শব্দের মহাভূত অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মলিঙ্গ হইবে। (ব্রহ্ম  
 ভিন্ন অন্য কিছুতে মহাভূতের লয়োদয় হয় না)। [নহু...ত্রৈকৈব] অত্র  
 শ্রুতিতে যে স্পৃষ্টিকালে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের লয় ও প্রবোধকালে সে  
 সকলের পুনরুদয় বর্ণিত হইয়াছে। যথা—“স্পৃশ্যপূর্বক বচন কোনরূপ স্বপ্ন  
 না দেখে, তখন সে প্রাণে একীভূত হয়। তৎকালে বাক্যও নামসমূহের

ব্রহ্মৈব। যৎপুনরুদিত্যসম্বন্ধানাং প্রাণশব্দস্যাব্রহ্মত্বমিচ্ছিত্ব,  
তদযুক্তং, বাক্যশেষবলেন প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বায়াং  
প্রতীয়মানায়াং সম্বন্ধানস্যাকিঞ্চিংকরত্বাৎ। যৎপুনঃ প্রাণ-  
শব্দস্য পঞ্চবৃত্তৌ প্রসিদ্ধতরত্বং, তদাকাশস্যেব প্রতিবিধে-  
য়ম্। তস্মাৎ সিদ্ধং প্রস্তাবদেবতারাঃ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বম্।  
অত্র কেচিছুদাহরন্তি—প্রাণস্য প্রাণং প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য  
মন ইতি চ, তদপ্যযুক্তং, শব্দভেদাৎ প্রকরণাচ্চ সংশয়ানুপ-  
মানান্তরসিদ্ধলব্ধাদেজ্রিষসংশ্রেনোদগমনবাক্যদাঢ্যাত্ সৰ্বভূতসংশ্রেনোদগমন-  
বাক্যং কথঞ্চিদিস্রিয়বিষয়তয়া ব্যাখ্যানমর্হতি। স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য  
স্বভাবদৃঢ়স্য মানান্তবানুপযোগাৎ। ন চাত্ত তেনৈকবাক্যতা। একবাক্য-  
তারাঃ তদপি একপবমেব সাদিত্যুক্তম্। ইজ্রিষসংশ্রেনোদগমনং ত্ববৃত্ত্যা-  
নুবাদেনাপি ঘটিষ্যতে। ‘একং বৃণীত দ্বৌ বৃণীতে’ ইতিবৎ। ন তু সৰ্ব-  
শব্দার্থঃ সঙ্কোচমর্হতি। তস্মাৎ প্রস্তাবভক্তিং প্রাণশব্দাভিধেয়ব্রহ্মদৃষ্টো-  
পাসীত, ন বায়ুশিবদৃষ্টৌ সিদ্ধম্। তথা চোগাসকস্য প্রাণপ্রাপ্তিঃ কৰ্ম-  
সমুদ্ভিক্সা ফলং ভবতীতি। “বাক্যশেষবলেন” ইতি। বাক্যাৎ সম্বন্ধানং  
দুর্কলমিতার্থঃ। উদাহরণান্তবস্ত নিগদব্যাখ্যানেন ভাষ্যেণ দৃষ্টম্॥

সহিত প্রাণে গিবা নয়প্রাপ্ত হয়।” অতএব ব্রহ্মনিজ থাকায় প্রাণ-শব্দ  
ব্রহ্মপর; প্রসিদ্ধপ্রাণপব নহে। [যৎ...করত্বাৎ] প্রাণ-শব্দের নিকটে  
অন্নও আদিত্য শব্দ পঠিত হওয়ায় প্রাণশব্দকে অন্নাদির জ্ঞায় অব্রহ্মবাচক  
বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে, তাহা নিতান্ত অযুক্ত। তাহার, হেতু এই  
যে, বাক্যশেষ বলে প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম বোধকতা প্রতীত হইলে তখন আর  
সম্বন্ধি-পাঠের প্রাদম্য বা অর্থপ্রত্যায়ন ক্ষমতা থাকে না। [যৎ...বিধেয়ম্]  
প্রাণশব্দ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণে প্রসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ জীবনবায়ুবোধক  
হইলেও সে অর্থ পূর্কোক্ত আকাশ-শব্দের অর্থের জায় নিরাকৃত হইবে।  
[তস্মাৎ . ব্রহ্মত্বম্] প্রস্তাবদেবতা প্রাণ যে ব্রহ্ম, জীবন-বায়ু নহে, তাহা  
এতক্ষণ পরে প্রদর্শিত হেতুসমূহের দ্বারা স্থির বা দৃঢ়ীকৃত হইল। [অত্র...  
পন্তে:] কোন কোন ব্যাখ্যাকার “প্রাণের প্রাণ” “হে সৌম্য! যেতাকেতো!  
মন প্রাণ-বন্ধন অর্থাৎ প্রাণে একীভূত হয়” এই দুই অতিকে ‘এতৎপুঙ্কর  
উদাহরণ বা বিচার্য্যবিষয় বলেন। তাহা সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, শব্দের

পত্নেঃ । যথা পিতুঃ পিতেতি প্রয়োগেহ্যঃ পিতা যতীনির্দি-  
কৌহ্যঃ প্রথমনির্দিষ্টঃ পিতুঃ পিতেতি গম্যতে, তদ্বৎ  
প্রাণস্য প্রাণমিতি শব্দভেদাৎ প্রসিদ্ধাৎ প্রাণাদন্যঃ প্রাণস্য  
প্রাণমিতি নিশ্চীয়তে । ন হি স এব তস্যোতি ভেদনির্দে-  
শাহৌভবতি । যন্ত চ প্রকরণে যোনির্দিষ্ট্যতে নামান্তরে-  
ণাপি স এব তত্র প্রকরণী নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে । যথা  
জ্যোতিষ্কৌমাধিকারে, বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র  
জ্যোতিঃশব্দোজ্যোতিষ্কৌমবিষয়োভবতি তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ  
প্রকরণে, প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইতি শ্রুতেঃ প্রাণশব্দো-  
বায়ুবিকারমাত্রং কথমবগময়েৎ, অতঃ সংশয়াবিষয়ত্বান্নৈতচ্চ-  
দাহরণং যুক্তম্ । প্রস্তাবদেবতায়ান্ত প্রাণে সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-  
নির্ণয় উপপাদিতাঃ ॥ ২৩ ॥

## জ্যোতিশ্চরণাভিধানাং ॥ ২৪ ॥ \*

ও প্রকরণের ভিন্নতা থাকায় ঐ দুই শ্রুতিতে আদৌ সংশয় হওয়া  
উপপন্ন হয় না । ( সংশয় না হইলে বিচার হইবে কেন ? ) [ যথা...ভবতি ]  
যেমন পিতার পিতা বলিলে, পিতা হইতে তৎপিতা ভিন্ন, ইহা নিঃসন্দেহ  
প্রতীতি হয়, তেমনি, প্রাণের প্রাণ বলিলেও প্রসিদ্ধ প্রাণ হইতে তৎ-  
প্রেরক প্রাণ ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত হয় । এক বা অভেদস্থলে “সে তাহার”  
একপ ভেদ নির্দেশ হইতেই পারে না । [ যস্য...দিতাঃ ] “যে প্রকরণে যাহা  
প্রতিপাদিত হয়, স্থানান্তরে অত্র নামে অভিহিত হইলেও তাহা সেই বস্তু ।  
যেমন জ্যোতিষ্টৌম প্রকরণোক্ত “বসন্তকালে জ্যোতির্যোগ করিবেক” এত-  
দ্বাক্যস্থ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ জ্যোতিষ্টৌম; তেমনি, ব্রহ্মপ্রকরণস্থ “প্রাণ-  
বন্ধনং” বাক্যস্থ প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম । অতএব, ঐ দুই বাক্য সংশয়যোগ্য  
নহে বলিয়া এতৎস্বত্বের উদাহরণ নহে । “প্রস্তাবদেবতা প্রাণ” এই বাক্যে  
বেরূপে সংশয়াদি হয় তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

\* জ্যোতিঃ ছানোগ্যশ্রুতাজ্যোতিঃশব্দঃ ব্রহ্মবিষয় ইতি রিক্তপূরণম্ । হেতুমাৎ—  
চরণাভিধানাং পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ । “পাদোহস্য সর্বাভূতানি ত্রিপাদস্যাস্ততঃ দ্বিবি” ইত্যাদি

ইদমামনস্তি, অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে  
বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষুত্তমেষুত্তমেষু লোকেষিদং  
বাব তদ্যদিদমগ্নিস্তঃপুরুষে জ্যোতিরিতি। তত্র সংশয়ঃ—  
কিমিহ জ্যোতিঃশব্দেনাদিত্যাদিকং জ্যোতিরভিধীয়ন্তে  
কিংবা পর আক্ষেতি। অর্থাস্তরবিষয়স্যাপি শব্দস্য তল্লি-  
ঙ্গাদ্রেকবিষয়ত্বমুক্তং ইহ তল্লিঙ্গমেবাস্তি নাস্তি বেতি বিচা-  
র্যতে। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্। আদিত্যাদিকমেব জ্যোতিঃ-  
শব্দেন পরিগৃহ্যত ইতি। কৃতঃ। প্রসিদ্ধেঃ। তমোজ্যোতি-

‘ইদমামনস্তি’।—‘অথ যদতঃ পবোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু  
সর্বতঃ পৃষ্ঠেষুত্তমেষুত্তমেষু লোকেষিদং বাব তৎ যদিদমগ্নিস্তঃপুরুষে  
জ্যোতি’ষিতি। যজ্যোতিবতোদিবো দ্যলোকাং পরং দীপ্যতে প্রকাশতে  
বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু বিশ্বোবাশুপরি। অসঙ্কুচবৃত্তিরয়ং বিশ্বশব্দোহনবরবেন সংসার-  
মণ্ডলং ক্রুত ইতি দর্শয়িতুমাংহ।—‘সর্বতঃ পৃষ্ঠেষুত্তমেষু’। ন চেদমুত্তমমাত্র-  
মপি তু সর্বোত্তমমিত্যাংহ।—‘অমুত্তমেষু’। নাস্ত্যোভ্যোহিত উত্তম ইত্যর্থঃ।  
‘ইদং বাব তদ্যদিদমগ্নি পুরুষেহস্তজ্যোতিঃপ্ৰাণোহেণ শারীরেণোহিণা শ্রোত্র-  
গ্রাহোহেণ চ পিহিতকর্ণেণ পুংসা ঘোষেণ লিঙ্গেনানুযায়তে’। তত্র শারীরস্যো-  
দগম্ভা দশনং দৃষ্টির্ঘোষস্য চ শ্রবণং শ্রুতিঃ ভরোশ্চ দৃষ্টিশ্রুতী জ্যোতিষ এব  
তল্লিঙ্গেন তদনুমানাদিতি। অত্র সংশয়ঃ।—কিং জ্যোতিঃশব্দঃ তেজ উত  
ব্রহ্মেতি। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্। তেজ ইতি। কৃতঃ। গৌণমুখ্যগ্রহণবিশয়ে  
মুখ্যগ্রহণস্য—

হান্দোগ্যে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।—“যে জ্যোতিঃস্বর্গের উপরে,  
সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে, পৃথিব্যাদি সমুদায় লোকের উপরে, তদন্তর্গত  
উত্তমোত্তম সমুদায় লোকে দীপ্যমান বা প্রকাশমান আছে, সেই (সর্বসংসার  
মণ্ডলাভিত) উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই জ্যোতিঃ—যে জ্যোতিঃ এই অন্তঃপুরুষে  
অর্থাৎ এতদ্ব্যক্তের অন্তরে। (সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই দেহে আত্মানামে  
বিরাজমান)।” এই বাক্যে এইরূপ সংশয় হয় যে, শ্রুতি এখানে জ্যোতিঃ-

স্বর্গের পাদবৃত্তং তৎ ব্রহ্মলিঙ্গমেবত্যর্থঃ।—হান্দোগ্যে শ্রুতাক্ত জ্যোতিঃশব্দও ব্রহ্মবোধক,  
জ্যোতিক জ্যোতির বোধক নহে। যেহেতু এই যে, সম্ভাবক বোধে ঐ জ্যোতির পাদ এই বিম  
ব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।



রিতি হীমো শব্দো পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বিবিষয়ো প্রসিদ্ধো চক্ষুর্ত্তেন্নিরোধকং শার্করাদিকং তম উচ্যতে, তস্যা এবামু-  
গ্রাহকমাদিত্যাদিকং জ্যোতিঃ । তথা দীপ্যতে ইতীরমপি  
শ্রুতিরাদিত্যাদিবিষয়া প্রসিদ্ধা । ন হি রূপাদিহীনং ব্রহ্ম

ঔৎসর্গিকত্বাদ্ব্যাক্যহতেজোলিঙ্গোপলব্ধনাং ।

ব্যাক্যাস্তরেণানিয়মান্তদর্থাপ্রতিসন্ধিতঃ ॥

বলবদ্ধাধকোপনিপাতেন খবাকশপ্রাণশব্দৌ মুখ্যার্থাং প্রচ্যাব্যাজ্ঞে  
প্রতিষ্ঠাপিতৌ । তদ্বিহ জ্যোতিষ্পদস্য মুখ্যতেজোবচনেন্নে বাধকত্বাবৎ  
স্বব্যাক্যশেষোনাস্তি । প্রত্যুত তেজোলিঙ্গমেব দীপ্যত ইতি । কোক্কেয়-  
জ্যোতিঃসারূপ্যঞ্চ চক্ষুর্যোরূপবান্ শ্রুতোবিশ্রুতোতবতীত্যরকলত্বঞ্চ স্বব্যাক্যে  
শ্রুয়তে । ন জ্ঞাতু জলনাপরনামা দীপ্তির্কিনা তেজোব্রহ্মণি সম্ভবতি । ন  
কোক্কেয়জ্যোতিঃসারূপ্যমুতে বাহ্যাত্তেজসোব্রহ্মণ্যস্তি । ন চৌক্যঘোবলিঙ্গ-  
দর্শনপ্রবণমৌর্ধ্যাত্তেজসোহন্তত্র ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে । ন চ মহাকলং ব্রহ্মোপা-  
সনমণীরসে ফলায় কর্ততে । ঔদর্যো তু তেজসাধ্যস্য বাহুং তেজ উপাসন-  
মেতৎফলাধুরূপং যুজ্যতে । তদেতত্তেজোলিঙ্গম্ । এতচ্ছপোদলনার চ  
নিরন্তমপি মর্যাদাধারবদমুপন্যস্তম্ । ইহ তন্নিরাসকারণাভাবাৎ । ন চ

শব্দের দ্বারা কি বলিয়াছেন? সূর্য্য বলিয়াছেন? না ব্রহ্ম বলিয়াছেন? আকাশ,  
প্রাণ, এ সকল ব্রহ্মবোধক শব্দ নহে, না হইলেও ব্রহ্মচিহ্ন বা ব্রহ্মধর্মদৃষ্টে ঐ  
সকল শব্দের ব্রহ্মবিষয়তা নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিন্তু এখানে সরূপ কোন  
ব্রহ্মলিঙ্গ ( চিহ্ন ) আছে কি না, বিচার করা যাউক । বিচার করিতে গেলে  
পাওয়া যায়, শ্রুতি জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা সূর্য্যকে অথবা অগ্নি নামক তেজকে  
বলিয়াছেন । হেতু এই যে, জ্যোতিঃশব্দ ঐরূপ পদার্থেই প্রসিদ্ধ । তমঃ ও  
জ্যোতিঃ শব্দ যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিবিষয়ে প্রযুক্ত হয়, উচ্চারিত হয়, তাহা  
সমুদায় লোকে বিখ্যাত । চক্ষুর্ত্তির নিরোধক ( আবরক বা আচ্ছাদক )  
নৈশ নীলিমা প্রভৃতির নাম তমঃ, আর তাহারই অমুগ্রাহক ( দেখিবার  
সাহায্যকারী ) সূর্য্যাদির নাম জ্যোতিঃ । এই জ্যোতিঃই “দীপ্যতে”  
অর্থাৎ দীপ্তিমান্ । দীপ্তি তেজেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, তজ্জন্য দীপ্তি-  
শব্দও আদিত্যাদিবিষয়ে প্রসিদ্ধ । ভাস্বর রূপের নাম দীপ্তি । রূপহীন  
ব্রহ্মে তাহা থাকিবার সম্ভাবনা কি? অতএব ব্রহ্মে “দীপ্যতে” এতদ্রূপ

দীপ্যত ইতি মুখ্যাং প্রতিমহতি । কিঞ্চ দুর্মর্যাদাক্রান্তেষু চ ।  
ন হি চরাচরবীজস্য ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বাত্মকস্য দৌৰ্মর্যাদা যুক্তা,  
কার্য্যস্য তু জ্যোতিষঃ পরিচ্ছিন্নস্য দৌৰ্মর্যাদা স্যাৎ ।  
পরোদিবোজ্যোতিরिति চ ব্রাহ্মণম্ । ননু কার্য্যস্যাপি  
জ্যোতিষঃ সৰ্ব্বত্র গম্যমানত্বাৎ মর্যাদাবস্ত্বমসমঞ্জসং, অস্ত  
তর্হ্যত্রিবৃৎকৃতং তেজঃ প্রথমজং, ন, অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসঃ

মর্যাদাবস্ত্বং তেজোরার্শেন সম্ভবতি তন্ত দৌৰ্যাদেঃ সাবয়বত্বেন তদেকদেশ-  
মর্যাদাসম্ভবাৎ । তস্য চোপাস্যত্বেন বিধানাৎ । ব্রহ্মণশ্চনবয়বস্যাং যবো-  
পাসনানুপপত্তেঃ । অবয়বকল্পনায়ান্দ সত্যং গত্যবনবকঃনাৎ । ন চ—

‘পাদোহস্য সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি’

ইতি ব্রহ্মপ্রতিপাদকং বাক্যাস্তবং যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিরिति  
জ্যোতিঃশব্দং ব্রহ্মণি ব্যবস্থাপয়তীতি যুক্তম্ । ন হি সন্নিধানমাত্রাবাক্যাস্ত-  
ব্রেণ বাক্যাস্তবগতা শ্রুতিঃ শক্যা মুখ্যার্থাচ্চাবয়িতুম্ । ন চ বাক্যাস্তবেহি-  
কবণত্বেন দ্যোঃ শ্রুতী দিব ইতি মর্যাদাশ্রুতৌ শক্যা প্রত্যভিজ্ঞাতুম্ । অপি  
চ বাক্যাস্তবস্যাপি ব্রহ্মার্থত্বং প্রসাধ্যমেব নান্যাপি সিধ্যতি তৎকথং তেন  
নিরস্তং ব্রহ্মপবত্তরা যদতঃ পব ইতি বাক্যং শক্যম্ । তন্মাত্তেজ এষ জ্যোতির্ন  
ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্ । তেজঃকথনপ্রস্তাবে তমঃকথনং প্রতাপকোপন্যাসেন  
প্রতাপকাস্তবে দৃঢ়া প্রতীতির্ভূতীত্যেতদর্থম্ । চক্ষুর্ভূতেনির্বোধকামত্যর্থা-  
দাববকত্বেন । আক্ষেপ্যাহ ।—“ননু কার্য্যস্যাপি” ইতি । সমাধাতৈতকদেশী  
কৃতং ।—“অস্ত তর্হি” ইতি । যন্তেজোহবল্লাভ্যামসম্পৃক্তং তদত্রিবৃৎকৃতমুচ্যতে ।  
আক্ষেপ্তা দুষ্যতি ।—“ন” ইতি । ন হি তৎ কচিদপ্যাবশ্যক্যতে সৰ্ব্বার্থ-

প্রবেগ নিত্যম্ অযুক্ত । [ কিঞ্চ ব্রাহ্মণম্ ] “স্বর্গ লোকের উপবে  
দীপ্যমান” এতদ্রূপ মর্যাদা অর্থাৎ দীপ্তিব স্থান নির্দেশ থাকাতে বুঝা  
যাইতেছে যে, জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই । যিনি সমস্ত চরা-  
চরের বীজ ও সৰ্ব্বাত্মক, তাঁহাতে “স্বর্গের উপরে দীপ্যমান” এরূপ সীমাবদ্ধ-  
দীপ্তি-উক্তি সঙ্গত হয় না । জন্মবান্ পরিচ্ছিন্ন জ্যোতির্ভেই এরূপ মর্যাদা  
উক্তি সম্ভাবিত বা সঙ্গত হয় । সুতবাং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ তাদৃশ জ্যোতিরই  
উপদেশ কবিয়াছেন । [ ননু ..দিতি ] যদি বল, জন্মবান্ স্বর্যাদি জ্যোতিঃ  
সৰ্ব্বগামী, তৎকারণে তাহাতেও উক্তবিধ মর্যাদা উক্তি অর্থাৎ নির্দিষ্ট

প্রয়োজনাত্মবাদিতি । ইদমেব প্রয়োজনং যদুপাস্যত্বমিতি  
 চেন্ন, প্রয়োজনান্তরপ্রযুক্তসৌবাদিত্যাদেৰূপাস্যত্বদর্শনাৎ ।  
 তাশাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেতৈকাং করবাণীতি চাবিশেষশ্রুতেঃ ।  
 ন চাত্রিবৃৎকৃতস্যাপি তেজসৌদ্যমব্যাদত্বং প্রসিদ্ধম্ । অস্ত  
 তর্হি ত্রিবৃৎকৃতমেব তেজোজ্যোতিঃশব্দম্ । ননৃত্তমবকাপপি  
 দিবোগম্যতেহ্মাদিকং জ্যোতিরिति, নৈষ দোষঃ, সর্বত্রাপি  
 গম্যমানস্য জ্যোতিমঃ পরোদিব ইত্যুপাসনার্থঃ প্রদেশ-  
 বিশেষপরিগ্রহোন বিরূধ্যতে । ন তু নিম্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ  
 প্রদেশবিশেষকল্পনা ভাগিনী । সর্বতঃ পৃষ্ঠেধনুত্তমেযুক্তমেষু

কিমান্ন ত্রিবৃৎকৃতশ্চৈবোপযোগাদিত্যর্থঃ । একদেশিনঃ শঙ্কামাহ ।—“ইদ-  
 মেব” ইতি । আক্ষেপা নিরাকরোতি ।—“ন, প্রয়োজনান্তরে”তি ।  
 এতৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণীতি তেজঃপ্রভৃত্যুপাসনামাত্রবিষয়া শ্রুতিন  
 সঙ্কোচয়িত্বং যুক্ত্যর্থঃ । এবমেকদেশিনি দৃষিতে পরমসমাধাতা পূর্বপক্ষী  
 ক্রতে ।—“অস্ত তর্হি ত্রিবৃৎকৃতমেব” ইতি । “ভাগিনী” যুক্তা । যদ্যপ্যা-

স্থান কখন অসঙ্গত, এই অসঙ্গত্য নিবারণের জন্য উক্ত অর্থ ভাগ করিয়া  
 প্রথমোৎপন্ন অত্রিবৃৎকৃত (অপকীকৃত) ইন্দ্রিয়াতীত হুন্ম তেজ গ্রহণ  
 করাই কর্তব্য ; ইহাতে আমবা বলিব, প্রয়োজন না থাকায় সেকপ অতী-  
 ত্ত্রিয় তেজ গ্রাহ্য নহে । (এ স্থলে সে তেজ উপদেশেব ও সে অর্থ গ্রহণের  
 প্রয়োজন নাই) [ইদ...শ্রুতেঃ] উপাসনাই প্রয়োজন, একপ বলিতে  
 পারিবে না । কেন না, নিম্নলের ধ্যানোপদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ।  
 সর্বত্রই অন্য প্রয়োজনে অবস্থিত (অন্য প্রয়োজন—অন্ধকার নাশাদি)  
 স্বর্যাদি তেজেরই উপাস্যতা দৃষ্ট হয় । বিশেষতঃ “এই প্রথমোৎপন্ন তেজ,  
 জল, পৃথিবী, এ সকলের প্রত্যেককে আমি ত্রিবৃৎ করিব—পরস্পর মিশ্রিত  
 করিব” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা অত্রিবৃৎকৃত তেজ নাই বলিয়াই সিদ্ধ হয় ।  
 [ন চ...শব্দম্] স্বর্গের উর্দে অপকীকৃত তেজ আছে, একপ প্রসিদ্ধি নাই ।  
 অর্থাৎ তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই । সূত্রায় এখানে জ্যোতিঃশব্দের পক্ষীকৃত  
 তেজ অর্থ হওয়াই উচিত । [নহু...দৃশ্যতে] যদি বল, পূর্বেই বলিয়াছি,  
 “যে জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে দীপ্যমান” একপ উক্তি দোষাবহ নহে । যদিও

লোকেষিতি চাধারবহুত্বপ্রতিঃ কার্যো জ্যোতিষ্যপপদ্যতে-  
 তরাম্। ইদং বাব তদ্যদিদমগ্নিমন্তঃপুরুষে জ্যোতিরিত্তি চ  
 কৌক্যেজ্যোতিষি পরং জ্যোতিরধ্যস্যমানং দৃশ্যতে। সাক্ষপা-  
 নিমিত্তাশাধ্যাসাঃ ভবন্তি। যথা তস্য ভূরিত্তি শির একং শির  
 একমেতদক্ষরমিত্তি। কৌক্যেস্য তু জ্যোতিষঃ প্রসিদ্ধ-  
 মত্রাক্ষরম্। তসৈযা দৃষ্টিস্তসৈযা প্রতীরিত্তি চৌক্যঘোষ-  
 ধারবহুত্বপ্রতিব্রক্ষণ্যপি কল্পিতোপাধিনিবন্ধনা কথঞ্চিৎপদ্যতে, তথানি,  
 যথা কার্যো জ্যোতিষ্যতিশয়েনোপপদ্যতে ন তথাহত্রেত্যত উক্তং “উপ-  
 স্খ্যাদি জ্যোতিঃ সৰ্বগামী, তথানি, উপাসনাব নিমিত্ত তাহাব ( সাধরক  
 প্রাকৃত জ্যোতির ) প্রদেশ বিশেষ বা অবয়ববিশেষ গ্রহণ করা তত দৃশ্য  
 বা বিরুদ্ধ নহে—ধ্যানের নিমিত্ত নিরবয়ব ব্রহ্মেব প্রদেশ বা অবয়ব কর্ত্তনা  
 কবা বত দৃশ্য বা বিরুদ্ধ। “তিনি উত্তমাধম লোকে দীপ্যমান” এ বর্ণনা,  
 একপ আধার উপদেশ. প্রাকৃত জ্যোতিতেই স্তম্ভব বা সঙ্গত হয়।  
 অপিচ,—“সেই জ্যোতিঃ এই—যাহা এই দেহমধ্যে আছে।” এ কথায়  
 শরীবহু ওদৰ্য্য তেজে প্রোক্ত জ্যোতিষ অধ্যাস হইতেছে (১), অন্য কিছু  
 অভিহিত হইতেছে না। [ সাক্ষপ্য মিত্যতে ] সাদৃশ্য উপদেশ থাকিলেই  
 অধ্যাস হয়, নচেৎ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই—“তু এই অক্ষরটী প্রজা-  
 পতির মন্তক। মন্তক এক, তু-অক্ষবও এক।” এই প্রতিতে একক-  
 সাম্যক্রমেই অধ্যাসের উপদেশ হইয়াছে। (২) অপিচ, ওদৰ্য্য তেজেব  
 অব্রক্ষতা উক্ত প্রতিতেই প্রদর্শিত আছে। অর্থাৎ কৌক্যে জ্যোতিঃ যে  
 অব্রক্ষ, ব্রক্ষ নহে, তাহা তাহার উক্ততা ও শব্দবত্তা বর্ণনে নিশ্চয় হয়। (৩)  
 অতএব, সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃই এই জাঠব-জ্যোতিঃ, এতরূপ অধ্যাস্তো-

(১) ব্যাহতি প্রত্যেকে প্রজাপতি-উপাসনা কথিবার বিধান আছে। তু, ভুবঃ, স্বঃ,  
 এই অক্ষর ত্রয়েব নাম ব্যাহতি। ব্যাহতিত্রয়কে প্রজাপতি ভাবিতে হয়। তদ্ব্যপ্তে পৃথিবী-  
 বোধক তু অক্ষরটী প্রজাপতি দেবতার মন্তক, ইত্যাদিপ্রকারে চিহ্ননীয়।

(২) অভিপ্রায় এই যে, সাম্য না থাকিলে অধ্যাস অর্থাৎ আধাধ্যারোপ হয় না।  
 যখন ওদৰ্য্য তেজে স্বর্গীয় তেজের জ্ঞান করিবার বিধান দৃষ্ট হইতেছে, তখন অবশ্যই প্রোক্ত  
 জ্যোতি ওদৰ্য্য জ্যোতির সহিত সমান। অর্থাৎ উভয়ই ভৌতিক জ্যোতিঃ।

(৩) এ প্রতিতে বর্ণিত আছে, শরীরস্পর্শে যে উক্ততা জ্ঞান হয়, সে উক্ততা স্বর্গীয়-  
 জ্যোতির উক্ততা। কর্ণ আচ্ছন্ন করিলে যে আত্মস্বরূপ ঘোষ ( শব্দ ) শুনা যায়, সে ঘোষ  
 সেই জাঠরায়ির নির্ঘোষ, ইত্যাদি।

বিশিষ্টব্রহ্মবর্ণনাং । তদেতদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতক্ষেত্ৰুপাসীতেতি চ  
 শ্রুতেঃ । চাক্ষুষ্যশ্চ শ্রুতোভবতীতি য এবং বেদেতি চান্ন-  
 ফলব্রহ্মবর্ণনাব্রহ্মত্বম্ । মহতে হি ফলায় ব্রহ্মোপাসনমিষ্যতে ।  
 ন চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্ববাক্যে প্রাণাকাশবৎ জ্যোতিষোহস্তি  
 ব্রহ্মলিঙ্গম্ । ন চ পূর্বস্মিন্ পি বাক্যে ব্রহ্ম নির্দিষ্টমস্তি ।  
 গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতমিতি ছন্দোনির্দেশাৎ । অথাপি  
 কথঞ্চিৎ পূর্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দিষ্টং স্যাৎ এবমপি ন  
 তস্মৈহ প্রত্যভিজ্ঞানমস্তি । তত্র হি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি  
 দ্যৌরধিকরণত্বেন শ্রুয়তে, অত্র পুনঃ পরোদিবোজ্যোতি-  
 রিতি দ্যৌর্মধ্যাদাত্বেন । তস্যাং প্রাকৃতং জ্যোতিরিহ  
 গ্রাহমিতি ।

পদ্যতেতরাম্, ইতি “প্রাকৃতং” প্রকৃতেজাতং কার্যমিতি যাবৎ । এবং  
 প্রাপ্তে উচ্যতে ।—

পাসনা ভৌতিক জ্যোতিঃ পক্ষেই সঙ্গত হয় । অপর হেতু এই যে,  
 শ্রুতিতে এ উপাসনার অতি-অন্নফল অভিহিত হইয়াছে । ( চক্ষুষ্য অর্থাৎ  
 প্রিয়দর্শন হয় এবং শ্রুত অর্থাৎ ধ্যাতিমান্ হয় ) । সেই ফলান্নতাও প্রোক্ত  
 উপাস্য জ্যোতির অত্রকল্পসাধক । ব্রহ্মোপাসনার মহৎ ফল হওয়াই বাঞ্-  
 নীয় ; কিন্তু সেরূপ মহৎ ফল দৃষ্ট ও শ্রুত এ কথায় চরিতার্থ হইতেছে না ।  
 [ ন চান্যদপি...লিঙ্গম্ ] আকাশাদি শব্দের ন্যায় এখানে এমন কোন স্পষ্ট  
 ব্রহ্মলিঙ্গ নাই যে বহুদ্বারা জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মপদ্য অর্থ করা হইতে পারে ।  
 [ ন চ...দাত্বেন ] উদাহৃত বাক্যের পূর্ববাক্যেও ব্রহ্মনির্দেশ নাই । পূর্ব-  
 বাক্যে “এই সমস্ত ভূত গায়ত্রী” এইরূপ ছন্দোমাত্রের উল্লেখ আছে । যদিও  
 পূর্ববাক্যে কথঞ্চিৎ বা কোনপ্রকারে ব্রহ্মনির্দেশ হইয়া থাকে, হইলেও  
 পরবাক্যে অর্থাৎ জ্যোতির্বাক্যে তাহার অভিজ্ঞান (স্মারক কথা) নাই ।  
 পূর্ববাক্যে “ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি” এতদ্রূপ ত্রিপাদ ব্রহ্মের স্বর্ণস্থান অভি-  
 হিত হইয়াছে ; পরন্তু এ বাক্যে “দিবঃ পরঃ” স্বর্ণের উল্লেখ, এইরূপ অভি-  
 হিত হইয়াছে । ( সূক্তসং ইহা পূর্বোক্ত ব্রহ্মের স্মারক নহে ) । [ তস্যাং...  
 জ্যোতিঃ ] অতএব, জ্যোতিঃশব্দে প্রাকৃত জ্যোতিঃই গ্রাহ্য । এইরূপ পূর্বপক্ষ

এসং প্রাপ্তে ক্রমঃ । জ্যোতিঃিহ ব্রহ্ম গ্রাহম্ । কৃতঃ ।  
চরণাভিধানাং পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ । পূর্বম্ভিন্ হি বাক্যে  
চতুষ্পাদব্রহ্ম নিদ্বিক্তং—তানানস্য মহিমা ততোজ্যায়িশ্চ  
পরুশঃ । পাদোহস্য সৰ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিব ইত্য-  
নেন মন্ত্ৰেণ । তত্র যৎ চতুষ্পাদোব্রহ্মণস্ত্রিপাদমৃতং দ্ব্যস-  
পদ্বিক্তপং নিদ্বিক্তং তদেবেহ দ্ব্যসম্বন্ধান্নদ্বিক্তমিতি প্রত্যভি-

সৰ্বনামপ্রসিদ্ধার্থং প্রসাধার্থবিধাওকৃতং ।

প্রাসঙ্গ্যপেক্ষি সংপূৰ্ব্ববাক্যসম্পর্কমিতি ॥

৩৬ পাঠেন নেয়ানি । তেজোলিঙ্গাত্মনি প্রথম ।

জ্ঞানো প্রধানঃ ইতি ব্রহ্ম ছন্দোন ইতি তু ॥

ইতিপূর্ব ৩৭২ ৩৭৩ । প্রাসঙ্গ্যবাক্যবাদকঃ যবিবাবভক্তিমপ্যপূর্ণার্থাব-  
গদনস্বভাবাং প্রচ্যাবয়তি । যথা যজ্ঞাহিতাত্মেন্নিগ্গিহান্ দহেৎ যস্যোত্তমঃ  
হবিবাস্তিমাহেৎ তাত । যত্র পুনন্তংপ্রসিদ্ধমন্যতো ন কথঞ্চিদাপ্যতে তব  
নানানি হৃদয়াদিত সর্বমাহঃ প্রসিদ্ধার্থঃ বলাদপনীযতে । যথা যদা-  
য়েসোহষ্টোকপালাভবতীতি । তদিত যদতঃ পদোদিবোজ্যোতিবিত্তি  
যজ্ঞদসাম্যং হৃদয়াদেবাপি জ্যোতিষা প্রসিদ্ধেন ভবতব্যম্ । ন চ তন্ত  
পমাণান্তবতঃ প্রাণাদবন্তি । পূর্ববাক্যে চ দ্ব্যসম্বন্ধি ত্রিপাদব্রহ্ম প্রসি-  
দ্বিক্তপেক্ষায়াং তদেব সম্বধ্যতে । ন চ প্রধানস্য প্রাতিগদিকার্যস্য তদেন  
প্রত্যভিজ্ঞানে তদ্বিশেষণস্য অন্তর্যর্থন্যাগ্ৰতামায়েণাত্মতা যুক্তা । এবঞ্চ  
স্ববাক্যত্বান তেজোলিঙ্গাত্মসমজ্ঞানমিতি ব্রহ্মণ্যেব গম্যতব্যানি । গমি-  
তানি চ ভাষ্যকৃত । তত্র জ্যোতিঃব্রহ্মবিকার ইতি জ্যোতিষা ব্রহ্মবোপ-  
লক্ষ্যতে । অথ বা প্রকাশমাত্রবচনোজ্যোতিঃশব্দঃ । প্রকাশশ্চ ব্রহ্মিও ব্রহ্মণি  
প্রাপ্তির পব তৎসমাধানার্থ বলা যাব যে, জ্যোতিঃশব্দে একই গাত্র ।  
কেননা, ঐ বাক্যে ব্রহ্মবোধক পাদ-শব্দেব অভিধান (কথন) আছে ।  
[পূর্ব...বাতাম্] পূর্ববাক্যে “এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই গাত্রট্রী একেব বিহুতি ;  
সেই গাত্রট্রা পূর্ব্ব এ সকল (বিশ্ব) হইতে শ্রেষ্ঠ বা অধিক (যুক্ত বা  
সংসারাতীত) ; এই বিশ্ব তাঁহাব একপাদ, তাঁহার অপব তিন পাদ (অংশ)  
দিবি অর্থাৎ স্বরূপে (কিংবা উপাসনার্থ স্বরূপ ওলে) ।” এই মন্ত্ৰের দ্বারা চতু-  
ষ্পাদ ব্রহ্ম অভিহিত হইবাছে । এই দিব্ সম্বন্ধীয় (প্রপঞ্চাতীত) ব্রহ্মই যে পর-

জায়তে । তৎ পরিত্যজ্য প্রাকৃতং জ্যোতিঃ কল্পয়তঃ প্রকৃত-  
হানা প্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যেয়াতাম্ । ন কেবলং জ্যোতি-  
র্বাধ্য এব ব্রহ্মানুবৃত্তিঃ পরস্তামপি হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামনু-  
বর্তিষ্যাতে ব্রহ্ম । তস্মাদিহ জ্যোতিরिति ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ ।  
যত্নুক্তং জ্যোতির্দীপ্যত ইতি চৈতৌ শব্দৌ কার্য্যে জ্যোতিষি  
পুর্নিকাবিতি, নায়ং দোষঃ । পুর্নিকাদব্রহ্মাবগমে সত্যনয়োঃ  
শব্দয়োঃ বিশেষকত্বাৎ । দীপ্যমানকার্য্যজ্যোতিরূপলক্ষিতে  
ব্রহ্মণ্যপি প্রয়োগসম্ভবাৎ । যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেক ইতি চ  
মন্ত্রবর্ণাৎ । বদ্বা, নায়ং জ্যোতিঃ শব্দশব্দবৃত্তিরেবানুগ্রাহকে  
মুখ্য ইতি জ্যোতির্ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ । “প্রকৃতহানা প্রকৃতপ্রক্রিয়ে” ইতি ।  
প্রসিদ্ধ্যপেক্ষায়াং পূর্ব্ববাক্যগতং প্রকৃতং সন্নিহিতমপ্রসিদ্ধকল্প কল্পং ন প্রকৃ-  
তম্ । অতএবোক্তং কল্পয়ত ইতি । সন্দংশস্তায়মাহ ।—“ন কেবল”মিতি ।

বক্তী জ্যোতির্বাধ্যো কথিত হইয়াছেন, তাহা দিব্ শব্দেব দ্বাবা জানা যায় ।  
পূর্ব্বাভ্যুত্থান চতুশ্চাদ ব্রহ্ম পবিত্যাগ কথিষা ভৌতিক জ্যোতি করনা করায়  
প্রকৃত হান ও অপ্রকৃত প্রক্রিয়া এই দুই দোষ হয় । ( এই প্রকৃত হান  
ও অপ্রকৃত প্রক্রিয়া কি ? তাহা অনেকবাব বলা হইয়াছে ) । [ ন...  
পত্তব্যম্ ] উদাহৃত জ্যোতির্বাধ্যোব পরে শাণ্ডিল্য বিদ্যাতেও (১) ব্রহ্মের  
অনুবৃত্তি দেখা যায় । পূর্ব্ব ও পর উভয় বাক্যই যখন ব্রহ্মপব, তখন  
তদ্ব্যাপ্যতাই জ্যোতির্বাধ্যো ব্রহ্মপব । [ যত্নুক্তং...বর্ণাৎ ] “জ্যোতি” ও  
“দীপ্তি” এই দুই শব্দ ভৌতিক তেজে প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকরণবলে উহার  
ব্রহ্মার্থতা লক্ষ হয় । (২) অপিচ, দীপ্যমান প্রাকৃত-জ্যোতি-উপলক্ষিত  
ব্রহ্মে জ্যোতি ও তেজ এই দুই শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব নহে । “সূর্য্য দেব  
বে তেজে (ব্রহ্মচৈতন্যে) ইদম্ (প্রকাশিত) হইয়া প্রকাশ করেন ।” ইত্যাদি মন্ত্রে  
ব্রহ্মচৈতন্যেও তেজঃশব্দেব প্রয়োগ দেখা যায় । [ বদ্বা...শব্দঃ ] জ্যোতিঃ

(১) ইহা এক প্রকার উপাসনা । এই উপাসনা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে “সর্ব্বং ধর্ম্মং  
ব্রহ্ম ইত্যাদিপ্রকারে কথিত হইয়াছে । ইহার বিস্তৃত বিবরণ সাধনাধ্যায়ে বলা হইবে ।

(২) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মপ্রকরণে পরিপণ্ডিত জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ হওয়াই  
সঙ্গত, অন্য অর্থ অসঙ্গত, এইরূপ প্রতীতি হইলে প্রসিদ্ধ অর্থ ( তেজ ) বাধিত বা পরিত্যক্ত  
হইয়া পড়ে ।

তেজসি বর্ততেহ্মত্ৰাপি প্রয়োগদর্শনাৎ । বাচৈবাহং জ্যোতি-  
 যাস্তে মনোজ্যোতির্জুযতামিতি চ । তস্মাদ্ যদ্যদ্য বস্যা  
 কস্যাচিদবভাসকং তত্তজ্যোতিঃশব্দেনাতিধীয়তে । তথা সত্ত্বি  
 ব্রহ্মণোহপি চৈতন্ত্বরূপস্ত সমস্তজগদবভাসহেতুত্বাদুপপন্নো-  
 জ্যোতিঃশব্দঃ । তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা  
 সর্বমিদং বিভাতি । তদেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ু-  
 হ্যোপাসতেহ্মতমিত্যাদিঋতিভ্যাশ্চ । যদপ্যুক্তং দ্ব্যমর্থ্যা-  
 দত্বং সর্বগতস্য ব্রহ্মণোনোপপদ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে ।  
 সর্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষপরিগ্রহোন  
 বিরূধ্যতে । ননুক্তং নিস্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশবিশেষ-  
 কল্পনা নোপপদ্যত ইতি, নায়ং দোষঃ । নিস্প্রদেশস্যাপি  
 ব্রহ্মণ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ প্রদেশবিশেষকল্পনোপপত্তেঃ ।

শব্দ যে কেবল চক্ষুর অনুগ্রাহক ভেজেই প্রযুক্ত হইবে, অন্যত্র হইবে না,  
 এমন কোন নিয়ম নাই । “বাক্য-নামক জ্যোতির দ্বারা” “মনোনামক  
 জ্যোতি” ইত্যাদি ইত্যাদি স্থলে বাক্য ও মন উভয়কেই জ্যোতিঃশব্দে উক্ত  
 হইতে দেখা যায় । সুতরাং ইহাই স্বীকার্য যে, যে-কিছু ভাসক (বোধক  
 বা প্রকাশক) সে সমস্তই জ্যোতিঃ । যদি সামান্য অবভাসক পদার্থে  
 জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, তবে সর্বাবভাসক বা জগদবভাসের  
 হেতু পরব্রহ্মে তাহার (জ্যোতিঃশব্দের) প্রয়োগ না হইবে কেন ? হইলে  
 অসঙ্গত হইবে কেন ? [ তমেব...ঋতিভ্যাশ্চ ] ব্রহ্মই যে জগদবভাসের  
 হেতু, ঋতি তাহা বলিয়াছেন । বধা—“ব্রহ্ম ভানস্বরূপ ; তাই এ সকল  
 ভাত হয় ।” “তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত ।” ইত্যাদি ।  
 [ যদপ্যুক্তং...পত্তেঃ ] বলিয়াছিল যে, সর্বগত ব্রহ্মের মর্থ্যাদা নির্দেশ  
 ( স্বর্ণের উপরে, এতদ্রূপ স্থান নির্দেশ ) সঙ্গত হয় না, তাহার প্রত্যুত্তর এই  
 যে, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হইলেও তাঁহার উপাসনার্থ ঐক্লপ প্রদেশবিশেষ কল্পিত  
 বা গৃহীত হইতে পারে । হইলে দোষ হয় না । উপাধি অনুসারে বা  
 উপাধি সম্বন্ধ লইয়া প্রদেশবিশেষ কল্পিত হইবে, তাহাতে দোষ হইবে কেন ?  
 বটে অনুসারে বা ঘটসম্বন্ধ লইয়া ‘বটে আকাশ’ বলিলে কি দোষ হইতে



তথা হি—আদিত্যে চক্ষুষি হৃদয় ইতি প্রদেশবিশেষসম্বন্ধিনী  
ব্রহ্মণ উপাসনানি শ্রয়ন্তে । এতেন বিশ্বতঃ পৃষ্ঠৈষিত্যাধার-  
বহুত্বমুপপাদিতম্ । যদপ্যেতদ্ব্যক্তং ঔষ্যাঘোষাত্যামনুমিতে  
কৌক্ষেয়ে কার্য্যে জ্যোতিষ্যধ্যাস্যমানত্বাৎ পরমপি দিবঃ  
কার্য্যং জ্যোতিরেবেতি, তদপ্যযুক্তম্ । পরস্যাপি ব্রহ্মণো-  
নামাদিপ্রতীকত্ববৎ কৌক্ষেয়জ্যোতিঃপ্রতীকত্বোপপত্তেঃ ।  
দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চৈতু্যপাসাতেতি তু প্রতীকদ্বারকং দৃষ্টত্বং শ্রুত-  
ত্বঞ্চ ভবিষ্যতি । যদপ্যল্পফলশ্রবণাম ব্রহ্মেতি, তদপ্য-  
নুপপন্নম্ । ন হি ইয়তে ফলায় ব্রহ্মাশ্রয়ণীয়মিয়তে নেতি  
নিয়মে হেতুরস্তি । যত্র হি নিরন্তরসর্ববিশেষসম্বন্ধঃ পরং  
ব্রহ্মাত্মহেনোপদিশ্যতে তত্রৈকরূপমেব ফলং মোক্ষ ইত্যব-  
গম্যতে । যত্র তু গুণবিশেষসম্বন্ধঃ প্রতীকবিশেষসম্বন্ধঃ বা  
ব্রহ্মোপদিশ্যতে তত্র সংসারগোচরাণ্যেবোচ্চাবচানি ফলানি

“পরম্যপি ব্রহ্মণো নামাদিপ্রতীকত্ববৎ” ইতি । কৌক্ষেয়ং হি জ্যোতির্জীব  
ভাবেনানুপ্রবিষ্টস্য পবমান্বনোবিকাবোজীবাভাবে দেহস্য শৈত্যাৎ জীবত-

পাবে? [ তথা ..পাদিতম্ । অন্য প্রতিতেও আদিত্যে, চক্ষুতে ও হৃদয়ে  
ব্রহ্ম উপাসনা কবিবাব বিধান দৃষ্ট হইবে । অতএব, “বিশ্বতঃ পৃষ্ঠৈষু” এতদ্রূপ  
আধার ভক্তি অঙ্গত্ব নহে, প্রতীক সঙ্গত । [ যদ উপপত্তেঃ ] আর এক  
কথা বর্ণনা ছিলে যে, উষ্মা ও শব্দ, এতৎ দ্বিত্ব-যুক্ত ঔষ্মা জ্যোতিতে  
প্রোক্ত দিব্-জ্যোতিষ অধ্যাস বা সাম্য-উপদেশ থাকায় দিব্-জ্যোতিও  
ভৌতিক ; তাহাও অযুক্ত । নাম যেমন ব্রহ্মোপাসনাব প্রতীক বা আলঙ্কন,  
ঔষ্মা জ্যোতিও তদ্রূপ প্রতীক অর্থাৎ আলঙ্কন । [ দৃষ্টঞ্চ...যাতি ]  
দৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনীয় হইবে, শ্রুত অর্থাৎ খ্যাতিমান্ হইবে, এই দুই ফল প্রতীক  
একসাথেই অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্ম অনুসাবে নহে । [ যদপ্যল্প ..শ্রুতিবু ]  
অ ফল অনিশ্চয় বা দেখিয়া জ্যোতি উপাসনাকে ব্রহ্মোপাসনা বলা সঙ্গত  
মনে কব নাই, তাহাও অসঙ্গত । হেতু এই যে, এই পরিমাণ ফলের জন্য  
এক আশ্রয় কবিতে হইবে, এই পরিমাণ ফলের জন্য হইবে না, এমন

দৃশ্যন্তে । অন্নাদোবজ্ঞানোবিন্দতে বহু য এবং বেদেত্যা-  
 দ্যাহুঃ শ্রুতিষু । যদ্যপি ন স্ববাক্যে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষো  
 ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি তথাপি পূর্বস্মিন্ বাক্যে দৃশ্যমানং এই-  
 তব্যং ভবতি । তদুক্তং সূত্রাকারেণ, জ্যোতিঃশরণাভিধানা-  
 দিতি । কথং পুনর্বাক্যান্তরগতেন ব্রহ্মসম্মিধানেন জ্যোতিঃ-  
 শ্রুতিঃ স্ববিষয়াং পুচ্যাব্য শক্যা ব্যাবর্তয়িতুং, নৈষ দোষঃ ।  
 যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিরিতি প্ৰথমতরপাঠিতেন যচ্ছব্দেন  
 সর্বনাম্না ত্ব্যসম্বন্ধাং পুত্যাভিজ্ঞায়মানে পূর্ববাক্যানির্দিষ্টে  
 ব্রহ্মনি স্বসামর্থ্যেন পরামৃষ্টে সত্যর্থাং জ্যোতিঃশব্দস্যাপি  
 তদ্বিময়ত্বোপপত্তেঃ । তস্মাদিহ জ্যোতিরিতি ব্রহ্ম পুতি-  
 পত্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

শৌক্ষ্যাজ্জায়তে । তস্মাত্তৎপ্রতীকসোপাসনমুপপন্নম্ । শেষং নিগদ-  
 ব্যাখ্যাতং ভাষ্যম্ ॥

কোন নিয়ম নাই । নিয়মের কারণও নাই । যে স্থলে নির্দিষ্টেষ পরব্রহ্মের  
 উপদেশ, সেই স্থলেই তারতম্যবর্জিত একরূপ গ্রন্থও মোক্ষ ফল হইবে; কিন্তু  
 যেখানে গুণবিশেষ অথবা প্রতীকবিশেষ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপদেশ  
 দেখিতে পাইবে, সেখানেই সংসারগোচর ছোটবড় নানা কল স্থির করিতে  
 হইবে। যথা—অন্নদাতা হয়, ধনদাতা হয়, ধনবান্ হয় ইত্যাদি। [ যদ্যপি...  
 ধানাদিতি ] জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ বুঝাইয়া দেয়, এমন কোন লিঙ্গ অর্থাৎ  
 এমন কোন কথা বা বোধক হেতু যদিও প্রোক্ত জ্যোতিঃবাক্যে নাই, না  
 থাকিলেও তাহা পূর্ববাক্যে আছে। সূত্রকার ব্যাঙ্গ এ সূত্রে তাহাই বলি-  
 য়াছেন। [ কথং...পত্তব্যম্ ] যদি বল, এক বাক্যের ব্রহ্মচিহ্ন কি প্রকারে  
 অন্য বাক্যস্থ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ বাধ করিতে পারে? ইহার প্রত্যুত্তর এই  
 যে, ঐরূপ বাধ জ্বা নহে। উহা হইতে পারে। “যদতঃ পরঃ” এই বৎ  
 শব্দ পূর্ববাক্যস্থ ব্রহ্মের পরামর্শক (অববোধক বা বুদ্ধিস্থকারক। অর্থাৎ  
 ব্রহ্মকে বোধ করার বা বুদ্ধিস্থ করার) স্মরণ্যং তৎসম্বন্ধ জ্যোতিঃশব্দও  
 ব্রহ্মবোধক। অতএব, প্রদর্শিত হেতুসমূহের দ্বারা জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থই  
 প্রমাণিত হয়, অন্য অর্থ বাধিত হয়।

## ছন্দোভিধানান্নেতি চেৎ তথাচেতোহপর্ণনিগদা- তুথাহি দর্শনম্ ॥ ২৫ ॥ \*

অথ যদুক্তং পূর্বশ্লিষ্যপি বাক্যে ন ব্রহ্মাভিহিতমস্তি, গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চিতি গায়ত্র্যোধ্যস্য ছন্দসোহভিহিতত্বাদিতি, তৎ পরিহর্তব্যম্। কথং পুনঃছন্দো-  
ভিধান ব্রহ্মাভিহিতমিতি শক্যতে বক্তুং যাবতা তাবা-  
নস্য মহিমেত্যেতস্যামৃচি চতুষ্পাদব্রহ্ম দর্শিতং, নৈতদস্তি ।  
গায়ত্রী বা ইদং সর্বমিতি গায়ত্রীমুপক্রম্য তামেব ভূত-

পূর্ববাক্যস্য হি ব্রহ্মার্থেষু সিদ্ধে স্যাদেতদেবং, ন তু তদ্ব্রহ্মার্থমপি তু  
গায়ত্র্যর্থম্। ‘গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ’ ইতি গায়ত্রীং প্রক-  
তোদং শ্রুতে—‘ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি’ ইতি । নব্বাকাশস্তারিকাদিত্যনেনৈব  
গতার্থমেতৎ । তথাহি—‘তাবানস্য মহিমেত্যস্যামৃচি ব্রহ্ম চতুষ্পাদম্।  
সৈব চ তদেতদুচ্যাত্যনুক্তমিত্যনেন সঙ্গমিতার্থা ব্রহ্মলিঙ্গম্। এবং গায়ত্রী  
বা ইদং সর্বমিত্যকরসন্নিবেশমাত্রস্ত গায়ত্র্যা ন সর্বমুপপদ্যতে । ন চ  
ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাকপ্রাণাশ্বতঃ গায়ত্র্যাঃ স্বরূপেণ সম্ভবতি । ন চ ব্রহ্ম-

[ অথ...হর্তব্যম্ ] পূর্ববাক্যে ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, তবাক্যে কেবল  
গায়ত্রী-ছন্দঃই কথিত হইয়াছে, এ আগ্রহ ত্যাগ কর । [ কথং ..দর্শিতম্ ]  
ছন্দের উল্লেখ দেখিয়া ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে  
না । হেতু এই যে, সেই বাক্যেই “তাবানস্য মহিমা” ইত্যাদিপ্রকারে চতু-  
ষ্পাদ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন । [ নৈত...দধ্যাৎ ] পূর্বপক্ষবাদী বলিবেন,  
না,—ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, ছন্দ অভিহিত হইয়াছে, হেতু এই যে, শ্রুতি  
“এ সমস্তই গায়ত্রী” এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ সেই গায়ত্রীকেই ভূত, পৃথিবী,

\* ছন্দোভিধানাৎ—পূর্বশ্লিষ্য বাক্যে গায়ত্র্যোধ্যস্য ছন্দসঃ কথনাৎ, ন=ন ব্রহ্মাভিহিত-  
মস্তিতি চেৎ—যদি শক্যতে তৎ ন=ন শাক্যবীরমিতার্থঃ । ভূতঃ? তথাচেতোহপর্ণনিগদাৎ  
—ভেনৈব ছন্দোহারেণ ব্রহ্মণি চিত্তসমাধানসৌকর্যাৎ । তথাহি দর্শনং—ভক্তদিকারহারেণ  
ব্রহ্মণ উপাসনং ভূতং প্রত্যস্ত ইতি বাৎ ।—পূর্ববাক্যে ছন্দোবাক্যে গায়ত্রীশব্দ থাকার  
ছন্দঃই তবাক্যের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম নহে, এরূপ আপত্তি করিও না । হেতু এই যে, সে বাক্যে  
গায়ত্রী দ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার উপদেশ আছে ।  
অন্য প্রতিভেও অন্যান্য বিকার অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান দৃষ্ট হয় ।

পৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্প্রাণপ্রভেদৈর্ব্যাখ্যায়, সৈবা চতুস্পাদা  
ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃঢ়াত্মনুক্তং—তাবানস্য মহিমৈতি,  
তস্যামেব ব্যাখ্যাতরূপায়াং গায়ত্র্যামুদাহৃতোমন্ত্রঃ কথম-  
কস্মাদব্রূক চতুস্পাদভিদ্ধ্যাৎ । যোহপি তত্র, যথৈতদব্রূকৈতি  
ব্রূকশব্দঃ সোহপি ছন্দসঃ পুরুতত্বাচ্ছন্দোবিষয় এব । য এতা-  
মেবং ব্রূকোপনিষদঃ বেদেত্যত্র হি বেদোপনিষদমিতি ব্যাচ-  
কৃতে । তস্মাচ্ছন্দোহভিধানাৎ ন ব্রূকণঃ পুরুতত্বমিতি চেৎ,

পুরুষসংক্টিতমন্তি গায়ত্র্যাঃ । তস্মাৎগায়ত্রীদ্বারা ব্রূকণ এবোপাসনা ন গায়ত্র্যা  
ইতি-পূর্বেণৈব গতার্থত্বাদনারম্ভগীয়মেতৎ । ন চ পূর্বন্যায়স্মরণে স্বত্বসম্বর্ত  
এতাবান্ যুক্তঃ । অত্রোচ্যতে—অন্ত্যধিকাশকা । তথাহি—গায়ত্রীদ্বারা  
ব্রূকোপাসনেতি কোহর্থঃ । গায়ত্রীবিচারোপাধিনোব্রূকণ উপাসনেতি ।  
ন চ তদুপাধিনস্তদবচ্ছিন্নস্য সর্কীয়ত্বম্ । উপাধেরবচ্ছেদাৎ । ন চি ঘটাব-  
চ্ছিন্নঃ নভোহনবচ্ছিন্নঃ ভবতি । তস্মাদস্য সর্কীয়ত্বাদিকং স্বত্বার্থং তদ্বরং  
গায়ত্র্যা এবান্ত স্বতিঃ করাচিৎ প্রণাড্যা । ‘বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং  
সর্কং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তি চ’ ইত্যাদি প্রতিভ্যঃ । তথা চ ‘গায়ত্রী বা  
ইদং সর্কং’মিত্যুপক্রমে গায়ত্র্যা এব হৃদয়াদিভির্ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যায় চ ‘সৈবা  
চতুস্পাদা ষড়্বিধা গায়ত্রী’ ইত্যুপসংহারোগায়ত্র্যামেব সম্বলসোভবতি ।  
ব্রূকণি তু সর্কমেতদসম্বলসমিতি যথৈতদব্রূকৈতি চ ব্রূকশব্দচ্ছন্দোবিষয় এব ।  
যথৈতাং ব্রূকোপনিষদমিত্যত্র বেদোপনিষদ্রূচ্যতে । তস্মাদ্ গায়ত্রীছন্দো-  
হভিধানায় ব্রূকবিষয়মেতদिति প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহতিথীরতে । “ন”

শরীর, হৃদয়, বাক্য ও প্রাণ প্রভৃতি প্রভেদে বর্ণনা করিয়া বাঁ ব্যাখ্যা করিয়া  
অবশেষে বলিয়াছেন, “এই গায়ত্রী চতুস্পাদ ও ষট্প্রকার ।” অতএব মন্ত্রে  
ইনিই “তাবানস্য মহিমা” ইত্যাদিরূপে অনূদিত হইয়াছেন । যে মন্ত্র  
গায়ত্রী ব্যাখ্যায় উদাহৃত, সে মন্ত্র যে হঠাৎ চতুস্পাদ ব্রূক বলিবে, কি  
প্রকারে তাহা সম্ভব হয় ? [ যোহপি...চকৃতে ] যদিও সেখানে ব্রূকশব্দ  
আছে, থাকিলেও তাহা ছন্দঃপ্রকরণে পতিত হওয়ার ছন্দঃ অর্থই বলিবে ।  
“যে পুরুষ ব্রূকোপনিষদ জানে” ইত্যাদি স্থলে ব্রূকশব্দের বেদ-অর্থও দৃষ্ট  
হয় । ব্রূকোপনিষদ অর্থাৎ বেদরহস্য । [ তস্মাৎ...গদাৎ ] অতএব ছন্দঃ  
কথমহেতু পূর্ববাক্যে ( গায়ত্রী বাক্যে ) ব্রূকপ্রতিপাদন হয় নাই, যদি

নৈম দোষঃ। তথাচেতোহর্পণনিগদাৎ। তথা গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দো-  
দ্বারেণ তদনুগতে ব্রহ্মণি চেতসোহর্পণং চিত্তসমাধানমনেন  
ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে, গায়ত্রী বা ইদং সর্বমিতি। ন  
হি অক্ষরসম্মিবেশমাত্রায়া গায়ত্র্যাঃ সর্বাত্মকত্বং সম্ভবতি।  
তস্মাৎ যৎ গায়ত্র্যাখ্যে বিকাবেহনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্ম  
নির্দিষ্টং তদিদং সর্বমিত্যুচ্যতে। যথা, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি।  
কার্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি ব্রহ্ম্যামন্তদনন্যত্বমারম্ভণ-

কৃতঃ “তথাচেতোহর্পণনিগদাৎ” গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দোদ্বাবেণ গায়ত্রীকণবিকা-  
বানুগতে ব্রহ্মাণ চেতোহর্পণং চিত্তসমাধানমনেন ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে।  
এতদ্ব্যুৎপত্তিঃ। — ন গায়ত্রী ব্রহ্মণোঃবাক্যেদিকা উৎপলস্যেব নীলত্বং যেন  
তদবচ্ছিন্নম্যব ন স্যাদবচ্ছন্দাবব্রহ্মত্বং। কিন্তু যদেব তত্তব্রহ্ম সর্বাত্মকং সর্ব  
কাবণং তৎস্বরূপেণাশক্যোপদেশমিতি তৎ বিকাবগায়ত্রীদ্বাবেণোপলক্ষ্যতে।  
গায়ত্র্যাঃ সর্বচ্ছন্দোব্যাখ্যাত্য চ সর্বত্রয়ব্যাখ্যাত্য চ দ্বিজাতিদ্বিতীয়জন্মজননী  
ভয়া চ ঐতিহাসিক বেদে মনো প্রাধান্যেন দ্বাবেণোপপত্তেঃ। ন চাত্মোপলক্ষণা-  
ভাবেন নোপলক্ষ্যং প্রতীয়তে। ন হি কুণ্ডলেনোপলক্ষিতং কণ্ডলুপং কুণ্ডল-  
বিরোগেহপি পশ্চাৎ প্রতীয়মানমপ্রতীয়মানং ভবতি। তদ্রূপপ্রত্যয়ন-  
মাত্রোপযোগিত্বাহুপলক্ষণানামনবচ্ছেদকত্বং। তদেবং গায়ত্রীশব্দস্ত মুখ্যা-

একপ আশঙ্কা কব, তাহা আশাশঙ্কা। কেন না, পূর্ববাক্যে তদ্রূপ ছন্দোভি-  
ধান দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহা ব্রহ্ম প্রতিপাদনম্বেব বিরোধী নহে।  
অথবা তদ্বাক্যে ছন্দোভিধান হয় নাই, ব্রহ্মোভিধানই হইয়াছে। হেতু  
এই যে, সেখানে গায়ত্রী ব দ্বারা ব্রহ্মে চিত্তবস্তুপর্ণ করিবার উপদেশ আছে।

[তথা ইতি] “এ সমস্তই গায়ত্রী” এই বাক্যেই গায়ত্রী উপলক্ষিত  
পদব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার বিধান হইয়াছে। [ন ইতি] ব্রহ্মানুগতি

ব্রাহ্মীভূত, কেবল অক্ষরময়ী গায়ত্রী কি প্রকারে সর্বময়ী হইবে? অতএব  
সর্বাত্মক-উপদেশ-সামর্থ্যে নির্ণীত হয় যে, গায়ত্রী-উপলক্ষিত জগৎকারণ  
— তদেব ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বাক্যেব প্রকৃত অর্থাৎ বোধ্য বা প্রতিপাদ্য এবং সেই  
জন্যই তদ্বাক্যেই “এ সমস্তই তিমিই” এইরূপ বলিয়াছেন। “এ সমস্তই  
গায়ত্রী দ্বারা অর্থাৎ গায়ন, “এ সমস্ত গায়ত্রী” এ বাক্যও তদ্রূপ। [কার্যক...  
অন্য ভাবেও অন্যান্য কারণ ছাড়া নহে, কারণাতিবিক্ত নহে, তাহা “তদন-

শকাভিত্য ইত্যত্র । তথান্যত্রাপি বিকারদ্বারেন ব্রহ্মণ উপা-  
সনং দৃশ্যতে, এতং হ্যেব বহু চা মহত্বক্বে নীমান্ত এত-  
ন্ন্যাবধার্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগা ইতি । তন্মাদন্তি ছন্দো-  
হতিধানেশপি পূর্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দিষ্টং, তদেব জ্যোতি-  
র্কাক্যেহপি পরামৃশ্যতে উপাসনাস্তরবিধানায় । অপর আহ,  
সাক্ষাদেব গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্ম পুতিপাদ্যতে সখ্যাসামান্যং,

যে গায়ত্রী ব্রহ্মোপলক্ষ্যত ইত্যুক্তং সম্ভ্রতি তু গায়ত্রীশব্দঃ সংখ্যাসামান্য-  
লোপ্য বৃত্ত্যা ব্রহ্মণ্যেব বর্তত ইতি দর্শয়তি ।—“অপর আহ” ইতি ।  
তথাহি,—ষড়্ভুতৈঃ পাদৈর্দ্ব্যথা গায়ত্রী চতুঃপাদা, এবং ব্রহ্মাপি চতুঃপাৎ ।  
সর্করাণি হি ভূতানি স্তাবরজঙ্গমাশ্চৈক্যৈক্যৈঃ পাদাঃ । দিব্যি দ্যোতনবতি চৈতন্ত-  
রূপে স্বাস্থনীতি যাবৎ ত্রয়ঃ পাদাঃ । অথবা দিব্যাকাশে ত্রয়ঃ পাদাঃ ।  
তথাহি শ্রুতিঃ।—‘ইদং বাব তদ্বদনং বহির্দ্বী পুরুবাদাকাশস্তদ্বি তস্য

নাশং” ইত্যে প্রদর্শিত হইবে । (১) অন্য শ্রুতিতেও বিকার উপলক্ষ্যে  
(অবলম্বনে) ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান আছে । যথা—“ঋগ্বেদীরা এই  
পরমাত্মাকে উক্বে (স্তুতিমন্ত্রবিশেষে), যজুর্বেদীরা অগ্নিতে এবং সাম-  
বেদীরা যজ্ঞে উপাসনা করেন ।” [তন্মা...বিধানায়] অতএব, পূর্ববাক্যে  
ছন্দে নাম থাকিলেও তাহা ছন্দোবোধক নহে, ব্রহ্মবোধক । অর্থাৎ  
ব্রহ্মই তদ্বাক্যের প্রকৃত বা উপদেষ্টব্য এবং সেই প্রকৃত ব্রহ্মই তৎপরবর্তী  
জ্যোতির্কাক্যে অন্যবিধ উপাসনার্থ পরামৃষ্ট (অনুচিন্তিত) হইরাছেন ।  
[অপর...ব্রহ্মোতি] কেহ কেহ বলেন, সংখ্যাসাম্য অনুসারে উক্ত গায়ত্রী-  
শব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবোধক । গায়ত্রী যেমন চতুঃপাদ (হয় হয় অক্ষরে  
এক এক পাদ), ব্রহ্ম তেমনি চতুঃপাদ । (তাহার এক পাদে বিশ্ব, অপর  
পাদত্রয় বিশ্বাতীত অর্থাৎ মুক্ত) । অন্য শ্রুতিতেও সংখ্যাসাম্য অনুসারে

(১) ঘট কি নাদি নহে? নাদি ছাড়া? ঘট যেমন বৃত্তিকাঠিরক নহে, নাদি ছাড়া নহে,  
অন্যও তেমনি ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্ম ছাড়া নহে । ঘটকে যেমন “ইহা নাদি” এইরূপ বলা  
বার, অন্যকেও তেমনি “ইহা ব্রহ্ম” এইরূপ বলা বার । “ইহা ঘট নহে, নাদি” এ কথা কে  
বলিতে পারে? যে নাদি জানে সেই বলিতে পারে । তেমনি, “এ সকল ব্রহ্ম” এ কথা  
কে বলিতে পারে? যে ব্রহ্ম জানিয়াছে সেই বলিতে পারে, অন্য নহে । এই কথই নির্দ্বিধিত  
প্রায়ে সিদ্ধান্তিত হইরাছে ।

যথা গায়ত্রী চতুষ্পদা ষড়্ধ্বকরৈঃ পাদৈঃ তথা ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ ।  
তথান্যত্রোপি ছন্দোহভিধায়ী শব্দোহর্থান্তরে সন্ধ্যাসামান্যাৎ  
প্ৰযুক্ত্যমানোদৃশ্যতে । তদযথা, তে বাএতে পঞ্চান্যে পঞ্চাশ্চে  
দশ সন্তস্তৎ কৃতং ইতু্যপক্রম্যাহ সৈষা বিরাদ্ভিন্নাদীতি ।  
অগ্নিন্ পক্ষে ব্রহ্মৈবাভিহিতমিতি ন ছন্দোহভিধানম্ ।  
সৰ্ব্বথাপ্যস্তি পূৰ্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্ৰকৃতং ব্রহ্মৈতি ॥ ২৫ ॥

জাগরিতস্থানং আগ্রং ঋতং বাহ্যান্ পদার্থান্ বেদ তথাহং বাব স যোহয়-  
মন্তঃপূরব আকাশঃ' শরীরমধ্য ইত্যর্থঃ । 'তদ্ধি তস্য অগ্নস্থানং তথাহং বাব স  
যোহয়মন্তঃপূরব আকাশঃ' স্বদরপুণ্ডরীক ইত্যর্থঃ । তদ্ধি তস্য সুযুগ্মস্থানম্ ।  
তদেতৎ 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইত্যুক্তম্ । তদেবং চতুষ্পাদস্যামান্যাক্ষায়ত্রী-  
শব্দেন ব্রহ্মোচ্যত ইতি । "অগ্নিন্ পক্ষে ব্রহ্মৈবাভিহিত"মিতি । ব্রহ্মপর-  
স্বাদাভিহিতমিত্যুক্তম্ ।

ছন্দোবাচক শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায় । যথা—“সেই পাঁচ  
ও এই পাঁচ ; মেলনে দশ । এই দশ কৃত ।” (কৃত=চ্যুত-শলাকা অর্থাৎ  
এক প্রকার পাশ । পূর্বকালে ৪ চারিটা পাণ্ডি লইয়া দ্যুতক্রীড়া হইত ।  
পাণ্ডি চারিটার নাম যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি । তন্মধ্যে কৃত  
দশাঙ্কবিশিষ্ট) । এই কথার পর উপদিষ্ট হইয়াছে, “তাহাই বিরাদি ।” (২) এ  
ব্যাখ্যায় ইহাই স্থির হয়, পূর্বোক্ত গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্মই কথিত হইরাছেন,  
ছন্দঃ প্রতিপাদন হয় নাই । ফল, সর্বপ্রকারেই পূর্ববাক্যের প্রকৃত  
(প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম, ছন্দঃ নহে ।

(২) ছান্দোগ্যে শান্তিল্যাবিলাপ্রকরণে অধিদেব ও অধ্যাত্ম এক বা অভেদ, একপ  
একটি উপাসনা আছে । তাহার পদ্ধতি বা প্রকারবর্ণন হুলে উক্ত হইরাছে, অধিদেব অগ্নি,  
সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ইহারা বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয় । আর অধ্যাত্ম বাক, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন, ইহারা  
প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয় । লয় হইলে, উহাদের মেলনে দশ হয় । সেই দশ 'কৃত' । এই কৃতকে  
অর্থাৎ বায়ুপ্রভৃতি দশকে বিরাদি জ্ঞান করিবেক । কৃত দশ, বিরাদিও দশ । বিরাদি এক  
প্রকার ছন্দ এবং তাহা দশ শব্দের সমষ্টি । সুতরাং দশই অংশে কৃত ও বিরাদি সমান ।  
এই সমানতা অনুসারেই বিরাদি শব্দের প্রয়োগ । বিরাদিশব্দ ছন্দোবাচী হইলেও প্রোক্তবিশ  
সাম্য লইয়া মিলিত বায়ু প্রভৃতি দশ পদার্থে প্রযুক্ত হইরাছে । একই বিরাদি উপাসনার  
কল অরাদ অর্থাৎ অরভোক্তা হওয়া । বিরাদি উপাসনা করিলে ভোগী হয়, এ কথা ঐ  
প্রস্তাবের শেষে আছে ।

## ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্ত্যৈবম্ ॥ ২৩ ॥ \*

ইতশ্চৈবমভ্যুপগম্য, অস্তি পূর্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং  
ব্রজেতি, যতোভূতাদীন্ পাদান্ ব্যপদিশতি। ভূতপৃথিবী-  
শরীরহৃদয়ানি হি নির্দিষ্টাহ, সৈবা চতুষ্পদা যদ্বিধা গায়-  
ত্রীতি। ন হি ব্রহ্মানাশ্রয়েণ কেবলস্য ছন্দসোভূতাদয়ঃ  
পাদা উপপদ্যন্তে। অপি চ ব্রহ্মানাশ্রয়েণ নেয়মৃক্ সম্ব-  
ধ্যত, তাবানস্য মহিমেতি। অনয়া হি ঋচা স্বরসেন ব্রহ্ম-  
বাভিধীয়তে, পাদোহস্য সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যাহুতং দিবীতি  
সৰ্ব্বাত্ত্রয়োপপত্তেঃ। পুরুষসূক্তেপীয়মৃক্ ব্রহ্মপরতয়েব সমা-  
নায়তে। স্মৃতিশ্চ ব্রহ্মণ এবংরূপতাং দর্শয়তি, বিকৃত্যাহ-

“যদ্বিধা” ইতি। ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্যপ্রাণা ইতি ষট্ প্রকারা

[ ইতশ্চ...দিশতি ] যে-হেতু ঋতি ভূত প্রভৃতিকে পাদরূপে বর্ণনা  
করিয়াছেন, সেই হেতু নিশ্চিত পূর্ববাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃত হইয়াছেন। [ ভূত...  
স্মারতে ] ঋতি ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়,—এই চারিটির উল্লেখ করিয়া  
বলিয়াছেন, “এই চারিটি গায়ত্রীর পাদ।” ব্রহ্ম অর্থ ব্যতীত, ব্রহ্ম আশ্রয়  
ব্যতীত, কেবলমাত্র অক্ষরময়ী গায়ত্রীর উক্তবিধ পাদবর্ণনা উপপন্ন হয় না।  
অপিচ, ব্রহ্ম আশ্রয় ব্যতীত “তাবানস্য মহিমা” এ মন্ত্রও সঙ্গত হয় না।  
তাবানস্য মহিমা, এ মন্ত্র নিজ সামর্থ্যেই ব্রহ্ম বোধ করায় সুতরাং গায়ত্রীর  
“এই বিশ্ব তাঁহার এক পাদ, অপর তিন পাদ দিবি” এরূপ সূর্যময়তা উপ-  
পন্ন হয়। পুরুষসূক্তেও ঐ মন্ত্র ব্রহ্মবিষয়ে আঘাত (পরিণতি) হই-  
য়াছে। [ স্মৃতিশ্চ...নির্দেশঃ ] ঋতুজ্ঞ ব্রহ্মরূপ স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে।  
বধা—“আমি এই জগৎ একাংশে ব্যাপ্ত করিয়া আছি।” “যাহা এই

\* এবং ইতোহপি কারণং, পূর্ববাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃতমিত্যনুব্রনীয়ম্। স্বীকার্যম্  
কারণমাহ—ভূতাদীতি। ভূতাদয়ঃ পাদান্তেবাঃ নির্দেশঃ কথনং তস্য উপপত্তিঃ ভূতাদি-  
ব্রহ্মার্থে স্মৃতি গায়ত্র্যাখ্যাস্য ছন্দসঃ ভূতাদয়ঃ পাদা উপপন্নান্তে নানাথা ইতি পূর্বোক্ত-  
সংক্ষেপঃ।—ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়,—এই চারিটি গায়ত্রীর পাদ, এরূপ বর্ণনা ব্রহ্ম ভি-  
সঙ্গতব হয় না। সুতরাং পূর্ববাক্যে গায়ত্রীশব্দ-উপলক্ষে ব্রহ্মই প্রকৃত অর্থ-  
হইয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।



মিদং কুৎস্মমেকাংশেন স্থিতোজগদिति । যদ্বৈতদ্বন্ধোতি  
চ নির্দেশ এবং সতি মুখ্যার্থ উপপদ্যতে । তে বা এতে  
পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষা ইতি চ হৃদয়স্বমিষু ব্রহ্মপুরুষশ্রুতিঃ ব্রহ্ম-  
সম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি । তস্মাদস্মি পূর্বস্মিন্  
বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম, তদেব ব্রহ্ম জ্যোতির্বাক্যে দ্যুসম্বন্ধাৎ  
প্রত্যভিজ্ঞায়মানং পরামৃশ্যত ইতি স্থিতম্ ॥ ২৬ ॥

**উপদেশভেদান্নেতিচেন্নোভয়স্মিন্বিরোধাৎ ॥২৭॥ \***

গায়ত্র্যাখ্যাস্য ব্রহ্মণঃ আরম্ভে । “পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষা ইতি চ হৃদয়স্বমিষু ব্রহ্মপুরুষ-  
শ্রুতিব্রহ্মসম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি।” অসার্থঃ ।—হৃদয়স্যাস্য  
খলু পঞ্চ সুষয়ঃ পঞ্চ হিঙ্গ্রাণি । তানি চ দেবৈঃ প্রাণাদিভৌরক্ষ্যমাণানি  
স্বর্ণপ্রাপ্তিবারাণীতি দেবসুষয়ঃ । তথাহি,—হৃদয়স্য যৎ প্রাণমুখং হিঙ্গ্রং  
তৎস্বোযোবায়ুঃ স প্রাণঃ, তেন হি প্রায়ণকালে সঞ্চরতে স্বর্ণলোকং । স এব  
চক্ষুঃ স এবাদিত্য ইত্যর্থঃ । ‘আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ’ ইতি শ্রুতেঃ ।  
অথ যোহস্য দক্ষিণঃ সুবিস্তৃত্বেহোবায়ুবিশেষোব্যানঃ । তৎসম্বন্ধঃ শ্রোত্রম্ । তচ্চ-  
ক্ষুদ্বাঃ । ‘শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চক্ষুমাশ্চ’ ইতি শ্রুতেঃ । অথ যোহস্য প্রত্য-  
ঙ্গুখঃ সুবিস্তৃত্বেহোবায়ুবিশেষোবাপানঃ । স চ বাক্ । তৎসম্বন্ধাৎ বাক্ চাগ্নি-  
রिति । ‘বাধা অগ্নি’রिति শ্রুতেঃ । অথ যোহস্যোদঙ্গুখঃ সুবিস্তৃত্বেহোবায়ু-  
বিশেষঃ সমানঃ । তৎসম্বন্ধঃ মনঃ । তৎ পর্জন্যোদেবতা । অথ যোহস্যোর্দ্ধিঃ  
সুবিস্তৃত্বেহোবায়ুবিশেষঃ স উদানঃ । পাদভলান্দারভ্যোর্দ্ধিঃ নরনাৎ স বায়ু-  
স্তদাধারশ্চাকাণোদেবতা । তে বা এতে পঞ্চ সুষয়ঃ । তৎসম্বন্ধাঃ পঞ্চ  
হৃদস্য ব্রহ্মণঃ পুরুষা ন গায়ত্র্যামক্ষরসন্নিবেশমাত্রৈ সম্ভবন্তি কিন্তু ব্রহ্মণো-  
বেতি ।

অর্থাৎ জগৎ, তাহা ব্রহ্ম ।” একুণ নির্দেশও আছে । [ এবং...স্থিতম্ ]  
ব্রহ্মপক্ষে মুখ্যার্থ ব্রহ্মিত হয় এবং ব্রহ্ম বিবক্ষিত পক্ষেই “এই পাঁচ ব্রহ্ম-  
পুরুষা ।” “হৃদয়াকাশে ব্রহ্মপুরুষা ।” এ সকল শ্রুতির অর্থও সুসঙ্গত হয় ।  
অতএব, প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, পূর্ব-  
বাক্যে ব্রহ্মই প্রকৃত হইয়াছেন এবং জ্যোতির্বাক্যে তিনিই স্তব বা বুদ্ধি  
হইতেছেন ॥

\* উপদেশভেদাৎ—বিবি দিবঃ ইতি বিভক্তিভেদাৎ, ন=নাস্তি প্রকৃতপ্রত্যজ্ঞা, ইতি ন ।

যদপ্যেতদুক্তং পূর্বক্ৰ, ত্রিপাদস্যায়তং দিবীতি সপ্তম্যা  
দোঁরাধারত্বেনোপদিষ্টা, ইহ পুনঃ, অথ যদতঃপরোদিব  
ইতি পঞ্চম্যা মৰ্যাদাত্বেন, তস্মাদুপদেশজ্ঞেমাৎ ন তস্মেহ  
প্রত্যভিজ্ঞানমস্তুতি, তৎ পরিহৰ্তব্যম্। অত্রোচ্যতে, নায়ং  
দোমঃ, উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ। উভয়স্মিন্নপি সপ্তম্যাস্তে পঞ্চ-  
ম্যাস্তে চোপদেশে ন প্রত্যভিজ্ঞানং বিরুদ্ধ্যতে। যথা লোকে

“যথা লোকে” ইতি।—যদাধারত্বং মুখ্যং দিবস্তদা কথঞ্চিদমৰ্যাদা  
ব্যাখ্যেয়া। যো হি জ্ঞেনো বৃক্ষাগ্রে বস্ততোহস্তু স চ ততঃ পরতোহপ্যন্তোব।  
অৰ্কাগুতাগাতিরিক্তমধ্যপরভাগস্থ্য তস্যৈব বৃক্ষাৎ পরতোহবস্থানাৎ। এবঞ্চ  
বাহ্যভাগাতিরিক্তশরীরহৃদ্যভাগস্থ্য ব্রহ্মণোবাহ্য্যং হৃদ্যভাগাৎ পরতো-

পূর্ববাক্যে “দিব” এতরূপ সপ্তম্যাস্ত উপদেশ ও পরবাক্যে “দিবঃ”  
এতরূপ পঞ্চম্যাস্ত উপদেশ আছে। সপ্তমীবিভক্তি দিবকে আধার বলিতেছে,  
কিন্তু পঞ্চমী বিভক্তি দিবকে সীমা বলিতেছে। বিভক্তি ও বিভক্তির অর্থ  
বিভিন্ন দেখিয়া পরবর্তী জ্যোতির্ষ্যাক্যে পূর্ববাক্যপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের  
স্বরূপ বা অমুবর্তন নাই, এরূপ কথা বা এ আগ্রহ পরিত্যাগ কর।  
কেন-না, উক্তস্থলে ঐরূপ বিভক্তিতেদ দৃব্য নহে। অর্থাৎ বিভক্তি-ভেদের  
প্রয়োগ প্রাতিপাদিকার্থের বাধক নহে। বিবিধ (সপ্তম্যাস্ত ও পঞ্চম্যাস্ত)  
উপদেশ থাকিলেও প্রকৃত-প্রত্যভিজ্ঞানের বাধাত নাই। (পূর্ববাক্যে দিব্  
শব্দ, পরবাক্যেও দিবশব্দ, কেবলমাত্র বিভক্তির অনৈক্য। এ অনৈক্য কি  
করিয়া মূলশব্দের দিবশব্দের অর্থের সারসাতক বা হানি করিতে পারে।)  
অতএব পূর্ববাক্যের দিবশব্দ পরবাক্যে অনুবৃত্ত হওয়ার অমুবৃত্ত দিব্-  
শব্দই পূর্বনির্দিষ্ট ব্রহ্মের সারক হইতেছে। বিভক্তির অর্থ যে অত্যন্ত দুর্বল,  
তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। [যথা...দিশ্যতে] লোকে যেমন বৃক্ষাশ্রয়  
পক্ষীর প্রতি “বৃক্ষের আগার পাখী ও বৃক্ষের উপরে পাখী” এই বিবিধ

অপি স্বত্বোযেতি কাক্য বোধ্যম্। কৃত ? বতঃ উভয়স্মিৎ অপি—সপ্তম্যাস্তে পঞ্চম্যাস্তে চ,  
অবিরোধাৎ—প্রত্যভিজ্ঞানাবিরোধাৎ। প্রথমপ্রাতিপদিকার্থাৎ দ্বাসবৎ প্রত্যভিজ্ঞান  
বিতর্য্যর্থভেদো ন প্রতিবন্ধক ইত্যভিসন্ধিঃ।—বিভক্তির ত্রিতা আছে, তৎকারণে পূর্ব  
বাক্যের ব্রহ্ম পরবাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না, এ কথা কথাই নহে। কেন-না, উক্ত প্রয়ো  
গে যে যে কোমও প্রয়োগ প্রকৃত প্রত্যভিজ্ঞানের বিরোধী নহে।

বৃক্ষাণ্যেণ সম্বন্ধোহপি শ্যেন উভয়থোপদিষ্টমানোদৃশ্যতে,  
বৃক্ষাণ্যে শ্যেনোবৃক্ষাণ্যং পরতঃ শ্যেন ইতি চ, এবং দিব্যেব  
সদব্রহ্ম দিবঃ পরমিত্যুপদিষ্টতে । অপর আহ, যথা লোকে  
বৃক্ষাণ্যেণাসম্বন্ধোহপি শ্যেন উভয়থোপদিষ্টমানোদৃশ্যতে,  
বৃক্ষাণ্যে শ্যেনোবৃক্ষাণ্যং পরতঃ শ্যেন ইতি চ, এবং দিবঃ পর-  
মপি সদব্রহ্ম দিবীত্যাুপদিষ্টতে । তস্মাদস্তু পূর্বনির্দিষ্টকৃত্য  
ব্রহ্মণ ইহ প্রত্যভিজ্ঞানম্ । অতঃ পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃ  
শব্দমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥ \*

অস্তি কোবীতকিব্রাহ্মণোপনিষদীন্দ্রপ্রতর্দনাখ্যায়িকা,  
প্রতর্দনোহ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপাজগাম

ইবস্থানমুপপন্নম্ । যদা তু মর্যাদৈব মুখ্যতরা প্রাধান্যেন বিবক্ষিতা তদা  
লক্ষণসাধারণত্ব ব্যাখ্যেয়ম্ । যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র সামীপ্যাদীতি ।  
তদ্বিনয়কৃতম্—“অপর আহ” ইতি । অত এব দিবঃ পরমপীতাকৃতম্ ।

প্রয়োগ করে, শাস্ত্রও তেমনি “দ্বিবি ব্রহ্ম” ও “দ্বিবেশ উপরে ব্রহ্ম” এই  
বিপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন । [ অপর...সিদ্ধম্ ] অন্যে ব্যাখ্যা করেন,  
বৃক্ষাণ্যে অসংলগ্ন বা উপবিষ্ট প্রায় পাখী দেখিলে লোকে যেমন “বৃক্ষাণ্যে  
পক্ষী ও বৃক্ষোপরি পক্ষী” বলিয়া থাকে, ঐতিও তদ্রূপক্রমে “দ্বিবি জ্যোতিঃ”  
ও “দ্বিবেশ উপরে জ্যোতিঃ” বলিয়াছেন । ( অর্থাৎ সপ্তমী পঞ্চমী প্রভৃতি  
বিভক্তিক্রমে ভেদ থাকিলেই যে মূলশব্দর অর্থ বৈপরীত্য হয়, এমন কোন নিয়ম  
নাই ) । অতএব, পূর্বনির্দিষ্ট ব্রহ্মই পরবাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়াছেন, এ  
অংশ সিদ্ধ হওয়ায় জ্যোতিঃ শব্দ যে ব্রহ্মপর, তাহাও সিদ্ধ হইল ।

কোবীতকিব্রাহ্মণে ইন্দ্রপ্রতর্দনসংবাদ-নামক একটী আখ্যায়িকা আছে ।  
আখ্যায়িকাটী “একদা দিবোদাসপুত্র প্রতর্দন বৃদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপূর্বক

\* তথা—ব্রহ্মপরত্বেন, অনুগমাৎ—তদ্বাক্যত্ব তত্ত্বংপদাভ্যাং অবস্থাবগম্যাং তাত্পর্যানুশ্র-  
মিতি বাবৎ, প্রাণঃ প্রাণবাক্যোহপি ব্রহ্মপর ইতি শেবঃ ।—কোবীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে যে  
প্রাণোপাসনা কথিত হইয়াছে, সে প্রাণ ব্রহ্ম । যেহেতু এই যে, সে স্থানের শব্দার্থ পর্যালোচনা  
করিলে ব্রহ্ম অর্থই লক্ষ বা নিশ্চিত হয় ।

যুজেন চ পৌরুষেণ চ ইত্যারভ্যাম্মাতা। তস্যাং প্রায়তে,

অনেকলিঙ্গসন্ধোহে বলবৎ কস্য কিং ভবেৎ।

লিঙ্গিনোলিঙ্গমিত্যত্র চিহ্ন্যতে প্রাগচিহ্নিতম্॥

মুখ্যপ্রাণজীবদেবতাব্রহ্মণামানকেষাং লিঙ্গানি বহুনি সংপ্রবৃত্তে তৎ  
কতমদ্বয়ং লিঙ্গং লিঙ্গাভাসকং কতমদিত্যত্র বিচার্যতে। ন চায়মর্থোহিত্যেব  
প্রাণ ইত্যত্র বিচারিতঃ। স্যাদেতৎ। হিততমপুরুষার্থসিদ্ধিঞ্চ নিখিলব্রহ্ম-  
চত্যাদিপাপারামশ্চ প্রজ্ঞাত্বজ্ঞানন্দাদিচ্চ ন মুখ্যে প্রাণে সম্ভবন্তি।  
তথা, এষ সাধু কৰ্ম কারয়তি, এষ লোকাধিপতিরিত্যাद्याপি। জীবৈ তু  
প্রজ্ঞাত্বজ্ঞং কথঞ্চিদ্বেদিতরেবাং ভবন্তব্যঃ। বক্তৃৎকং বাক্যরূপবাপারবৎ যদ্যপি  
পরমাত্মনি স্বরূপেণ ন সম্ভবতি তথাপ্যনন্যথাপি সদ্ধবহব্রহ্মলিঙ্গবিরোধাজীব-  
দ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেব কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়ম্। জীবস্য ব্রহ্মণোহভেদাৎ। তথা চ  
শ্রুতিঃ।—যদ্যচানভূদিতং যেন বাগভূদ্যাতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি’ ইতি  
বাখ্যদনস্য ব্রহ্ম কারণমিত্যাহ। শরীরধারণমপি যদ্যপি মুখ্যপ্রাণৈস্তেব  
তথাপি প্রাণবাপারস্য পবমাত্মায়ত্ত্বাৎ পরমাত্মন এব। যদ্যপি চাত্রেস্ত্র-  
দেবতারা বিগ্রহবত্যা লিঙ্গমাস্ত। তথাহি, ইন্দ্রধামগতং প্রতর্দনং প্রতীজ্ঞ  
টবাচ—মামেব বিজ্ঞানীহীতু্যপক্রমা, প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্বা ইত্যাত্মনি প্রাণ-  
শব্দমুচ্চ্যার। প্রজ্ঞাত্বজ্ঞানোপপদ্যাতে দেবতানামপ্রতিহৃতজ্ঞানশক্তিহাৎ।  
সামর্থ্যাতিশয়োচ্চৈব হিততমপুরুষার্থহেতুত্বমপি। মনুষ্যাধিকারস্বাক্ষর-  
দেবান্ প্রত্যপ্রবৃত্তৈরুৎপ্রহৃত্যাদিপাপারামশস্যোপপত্তেঃ। লোকাধিপত্য-  
ক্ষেত্রস্য লোকপালত্বাৎ। আনন্দাদিরূপত্বকং স্বর্গদ্যবানন্দত্বাৎ। ‘আহুত-  
সংপ্রবৎ স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যত’ ইতি স্বতেন্চায়ত্ত্বমিঙ্গস্য। স্মৃতিমহন-  
মিত্যাद्या চ বিগ্রহবতেন স্ততিস্তত্ৰৈবোপপদ্যাতে। তথাপি পরপুরুষার্থস্য-  
পবর্গস্য পরব্রহ্মজ্ঞানাদন্যতোহনবাণ্ডেঃ পরমানন্দরূপস্য মুখ্যস্যামৃতত্বস্যাহঙ্কর-  
ত্বস্য চ ব্রহ্মরূপাব্যভিচারাদধ্যাত্মস্বভবভূতশ্চ পরাচীজ্ঞেহুৎপ্রপত্তেরিঙ্গস্য দেব-  
তারা আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্য চরমদেহস্য বামদেবস্যেব প্রারব্ধবিপাককর্মান্ব-  
মাজ্ঞং ভোগেন রূপরতো ব্রহ্মণ এব সর্বমেতৎ কল্পত ইতি বিগ্রহবদিব্রহ্মজীব-  
প্রাণবাহুপরিভাষ্যেণ ব্রহ্মবাহু প্রাণশব্দং প্রতীকত ইতি পূর্বপক্ষাভাব-  
দনারভ্যমেতদ্বিতি। অত্রোচ্যতে।—‘যৌ বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা বা বা প্রজ্ঞা

ইন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন।’ এইরূপে আরক্ক হইয়াছে। [ তস্যাং...ইত্যাদি ]  
এই আখ্যায়িকায় শুনা যায়, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া প্রতর্দনকে বর দিতে চাহিলে,

স হোবাচ প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্বা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্মেতি।  
তথোত্তরত্রাপি, অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বেনং শরীরং  
পরিগৃহ্যোপায়তীতি। তথা, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং  
বিদ্যাদিতি। অস্তে চ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বানন্দোহজরো

স প্রাণঃ সহ হোতাবস্মিন্ শরীরে বদন্তঃ সহোৎক্রামত' ইতি যসৌব প্রাণস্য  
প্রজ্ঞাত্বান উপাস্যত্বমুক্তং তসৌব প্রাণস্য প্রজ্ঞাত্বানা সহোৎক্রমণমুচ্যতে।  
ন চ ব্রহ্মণ্যভেদে বিবচনং, ন সহভাবো, ন চোৎক্রমণম্। তন্মাবায়ুরেব  
প্রাণঃ। জীবন্ত প্রজ্ঞাত্বা সহপ্রবৃত্তিবিবৃত্ত্যা ভৌতিকত্বমনয়োরূপচরিতং,  
যো বৈ প্রাণ ইত্যাদিনা। আনন্দামরাজরাগহতপাপুদ্ভাদয়শ্চ ব্রহ্মণি প্রাণে  
ভবিষ্যন্তি। তন্মাদ্ যথাযোগঃ ত্রয় এবাত্মোপাস্যাঃ। ন চৈষ বাক্যভেদো-  
দোষমাবহতি। বাক্যার্থাবগমস্য পদার্থাবগমপূর্ব্বকত্বাৎ। পদার্থানাঞ্চো-  
ক্তেন মার্গেণ স্বাতন্ত্র্যাৎ। তন্মাদুপাস্যাভেদাদুপাস্যত্ববিধামিতি পূর্ব্ব-  
পক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্ত সত্যং পদার্থাবগমোপায়ো বাক্যার্থাবগমো ন তু পদার্থ-  
বগমপরণ্যেব পদানি অপি ত্বেকবাক্যার্থাবগমপরাণি। তমেব ত্বেকং  
বাক্যার্থং পদার্থাবগমমন্তরেণ ন শরুবন্তি কর্তৃমিত্যন্তরা তদর্থমেব তমপ্য-  
বগময়ন্তি। তেন পদানি বিশিষ্টৈকার্থাববোধনস্বরসান্যেব বলবদাধিকোপ-  
নিপাতান্নানার্থবোধনপরতাং নীয়ন্তে। যথাহঃ।—

‘সম্ভবত্যেকবাক্যেষ বাক্যভেদশ্চ নেবাতে।’ ইতি।

তেন যথোপাস্যত্বাভ্যবাক্যে জামিতাদোষোপক্রমে তৎপ্রতিসম্বাদানোপ-  
সংহারে চৈকবাক্যত্বায়, প্রজ্ঞাপতিক্রপাংগু যথৈবা ইত্যাদয়োন পৃথগধরঃ  
কিস্বর্থবাদ। ইতি নির্ণীতং, তথোহপি, মামেব বিজ্ঞানীহীতু্যপক্রমা প্রাণোহস্মি  
প্রজ্ঞাত্বা ইত্যুক্তাহন্তে স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বানন্দোহজরোহমৃত ইত্যুপ-  
সংহারাদব্রহ্মণ্যেকবাক্যত্বাবগতো সত্যং জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গে অপি তদমুখ্য-  
ত্ত্বা নেভবো। অত্থথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। যৎ পূর্বেদমদর্শনং ‘সহ  
হোতাবস্মিতি’ তৎ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভেদেন বুদ্ধিপ্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধি-  
ভূতরোনির্দেশঃ প্রত্যগাত্মানমেবোপলব্ধয়িতুম্। অত এবোপলব্ধ্যস্য প্রত্য-  
গাত্মব্রহ্মণস্যভেদমুপলব্ধ্যভেদেনোপলব্ধয়িত। “প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বা” ইতি।

অতর্দন বলিলেন, ‘মর্ত্য জীবের বাহ্য পরম হিত, আপনিই তাহা বিবেচনা-  
পূর্ব্বক প্রদান করুন। অনন্তর ইহু বলিলেন, “আমিই প্রাণ, আমিই  
প্রজ্ঞাত্বা, আমাকেই আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।” ইহার কিদ-

হ্মত ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ প্রাণশব্দেন বায়ুমাত্র-  
মভিধীয়তে উত দেবতাত্মা উত জীবোহথবা পরব্রহ্মোক্তি।  
নন্বতএব প্রাণ ইত্যত্র বর্ণিতং প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বং, ইহাপি  
চ ব্রহ্মলিঙ্গমুক্তি, আনন্দোহজরোহমৃত ইত্যাদি, কথমিহ  
পুনঃ সংশয়ঃ সম্ভবতি। অনেকলিঙ্গদর্শনাদিতি ক্রমঃ। ন  
কেবলমিহ ব্রহ্মলিঙ্গমেবোপলভ্যতে সন্তি হীতরলিঙ্গান্যপি।  
মামেব বিজ্ঞানীহীতি ইন্দ্রস্য বচনং দেবতাত্মলিঙ্গম্। ইদং  
শরীবং পরিগৃহ্যোথাপর্য্যাপ্য প্রাণলিঙ্গম্। ন বাচং বিজ্ঞ-  
জ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাди জীবলিঙ্গম্। অত উপপন্নঃ  
সংশয়ঃ। তত্র প্রসিদ্ধো বায়ুঃ প্রাণ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে।  
প্রাণশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ। তথানুগমাৎ।

দ্বয়ে অন্য কথেকটী কথা আছে। সে কথাগুলি এই—“প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা,  
চৈতন্যই এই দেহ’কে গ্রহণপূর্ব্বক উৎপাদিত বাধিয়াছেন।” “বাক্য জানিবার  
ইচ্ছা করিও না, যে বক্তা, তাঁহাকেই জান।”—সর্ব্ব শেষে কথিত হইয়াছে,  
“এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজব ও অমৃত।” [তত্র...ক্রমঃ] এ সকল  
দেখিলে প্রাণশব্দে এখানে বায়ু, না ইন্দ্রদেবতা, না জীব, অথবা ব্রহ্ম, কি  
অভিহিত হইয়াছে? এতদ্রূপ সংশয় হয়। যদি বল, পূর্ব্বক প্রাণশব্দের ব্রহ্ম  
অর্থ নির্ণীত হইয়াছে এবং এখানেও অজর, অমব ও অমৃত (মুক্ত), এতদ্রূপ  
একাক্ষর আছে, তবে এখানে সন্দেহ হয় কেন? সন্দেহের দীর্ঘ কি? ইহার  
প্রত্যুত্তর এই যে, এখানে ব্রহ্ম অত্র ব্রহ্ম উভয় চিহ্নই আছে, ‘তৎকারণে  
সংশয় সংঘটন হয়। [ন...সংশয়ঃ] এখানে যেমন ব্রহ্মবোধক কথা আছে,  
তেমনি অন্যপ্রতিপাদক বাক্যও আছে। “আনাকেই জান” এ কথাটি  
দেবতাত্মরূপবোধক। “এই শরীব উৎপাদিত করিতেছে বা দৃঢ় বাধিয়াছে”  
এ কথাটি জীবন-বাস্তব বোধক। “বাক্য জানিবার ইচ্ছা করিও না, বক্তা-  
কেই জান” এটুকু জীবাত্মার জ্ঞাপক এবং “অজব অমব অমৃত” এটুকু ব্রহ্ম-  
বোধক। সুতরাং সংশয় হওয়া অযুক্ত নহে, বৃদ্ধ। সংশয়ের পর কি পাঠ্য  
যায়? [তত্র...লভ্যতে] সংশয়ের পর প্রসিদ্ধি অনুসারে প্রথমে বায়ু অর্থই  
প্রদীত হয় সুতরাং তন্নিরাকরণার্থ সূত্র বলা হইয়াছে। অর্থ এই যে, এখানেও

তথাহি—পৌৰ্ব্বাপর্য্যেণ পর্যালোচ্যমানে বাক্যে পদানাং সমুচ্চয়োব্রহ্মপ্রতিপাদনপর উপলভ্যতে । উপক্রমে তাবৎ, বরং বর্ণীষেতীন্দ্রেণোক্তঃ প্রতর্দনঃ পরমং পুরুষার্থং বরমুপচিক্ষেপ, তমেব মে বর্ণীষ যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি । তস্মৈ হিততমত্বেনোপদিষ্টমানঃ প্রাণঃ কথং পরমাত্মা ন স্যাৎ । ন হন্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাদ্বিততমপ্রাপ্তিরস্তি । তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যতে-  
হয়নায়েত্যাদিশ্রুতিভাঃ । তথা, স যোমাং বেদ ন হ বৈ তস্ম কেন চন কৰ্ম্মণা লোকোগীয়তে ন স্তেয়েন ন ভ্রণহত্যয়ে-  
 ত্যাদি চ ব্রহ্মপরিগ্রহে ঘটতে । ব্রহ্মবিজ্ঞানে হি সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-  
 ক্ষয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে  
এবমাদ্যাস্ত্ৰ শ্রুতিষু । প্রজ্ঞাত্বত্বঞ্চ ব্রহ্মপক্ষ উপপদ্যতে ।

প্রাণশব্দে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। কেন-না, তাহাই প্রতীত হয়। উদাহৃত আখ্যায়িকার শব্দরাশির পূৰ্ব্বাপর পর্যালোচনা করিলে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থই প্রতীত হইবে। এখানেও প্রাণশব্দে ব্রহ্ম, এবং প্রোক্ত আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। [ উপ...শ্রুতিভাঃ ] কেন? তাহা বিবেচনা কর। ইহু বর দিতে চাহিলে, প্রতর্দন “যাহা পরম হিত তাহাই দিউন” বলিয়া পরমপুরুষার্থ বরই চাহিয়াছিলেন। ইহুও পরমপুরুষার্থ দানের জন্য প্রাণোপদেশ করিয়াছিলেন। যে-প্রাণ পরমপুরুষার্থের উদ্দেশে উপদিষ্ট, সে-প্রাণ ব্রহ্ম হইবে না কেন? ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে? ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই হিততম প্রাপ্তি হয় না, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“তঁাহাকে (আত্মাকে) জানিয়াই জীব অতিমৃত্যু (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। তঁাহাকে জানা ভিন্ন অতিমৃত্যু প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।” [ তথা...শ্রুতিষু ] ইহু বলিয়াছিলেন, “যে আমাকে জানে তাহার লোক (মোক্ষ) চৌর্য্য ও ভ্রণহত্যা প্রভৃতি কোনও পাপে হিংসিত বা নষ্ট হয় না।” এ কথা ব্রহ্ম অর্থই সংগত হয়, অন্য অর্থই হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞানে সৰ্ব্বপাপক্ষয় হওয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যথা—“সেই পরাবর ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে বিজ্ঞাতার সমস্ত কৰ্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।”

ন হৃচেতনস্য বায়োঃ প্রজ্ঞাত্বং সম্ভবতি । তথা উপ-  
সংহারেপি আনন্দোহজরোহমৃত ইত্যানন্দাদীনি ব্রহ্মণো-  
হন্যত্র ন সম্যক্ সম্ভবন্তি । স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি  
নো এবাহসাধুনা কনীয়ান্, এষ হেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং  
যমেভ্যোলোকেভ্য উম্নিনীষত এষ উ এবাহসাধু কৰ্ম্ম কার-  
য়তি তং যমেভ্যোলোকেভ্যোহধোনিীনীষত ইতি, এষ  
লোকপাল এষ লোকাধিপতিরেষ লোকেশ ইতি চ । সৰ্ব্ব-  
মেতৎ পরম্মিন্ ব্রহ্মণি আশ্রীয়মাণেহনুগন্তুং শক্যতে ন  
মুখ্যে প্রাণে । তস্মাৎ প্রাণোব্রহ্ম ॥ ২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা  
হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥ \*

‘তস্মাদনন্তথাসিদ্ধব্রহ্মলিঙ্গায়সারতঃ ।

একবাক্যবলাৎ প্রাণজীবলিঙ্গোপপাদনম্ ॥’ ইতি সংগ্রহঃ ॥

[ প্রজ্ঞা...সম্ভবতি ] অপিচ, প্রাণ যদি ব্রহ্ম হন তবেই তাঁহাকে প্রজ্ঞাত্বা  
বলা সম্ভব হয় । বায়ু অচেতন, স্মৃতরাং তাহা প্রজ্ঞাত্বা নহে । [ তথা ..  
ব্রহ্ম ] ইহ উপসংহারকালে প্রাণকে আনন্দ, অজর, অমর, অমৃত ( মুক্ত ),  
ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন । এ সকল কথা ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র অসম্ভবত ।  
এতদ্ভিন্ন, “তিনি সংকর্ষে বড় হন না, অসংকর্ষেও ছোট হন না, ইনি  
যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করেন—তাহাকেই ইনি  
সংকর্ষ করান, যাহাকে অধোগামী করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসংকর্ষ  
করান ।” “ইনিই লোকপাল, ইনিই লোকাধিপতি, ইনিই লোকসংঘের  
ঈশ্বর ।” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মপক্ষেই সংগত হয়, বান্ধুপক্ষে হয় না ।  
স্মৃতরাং এখানে প্রাণ ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে ।

\* বক্তৃ: ইন্দ্রিয়া আত্মোপদেশাৎ স্বরূপকথন্যাৎ প্রাণো ন ব্রহ্ম ইতি ইথং চেৎ যদি আত্ম-  
ক্যতে, সা প্রতিসমাধেয়া । হি যস্মাৎ অস্মিন্ অধ্যায়ে অধ্যাক্ষস্বকস্য প্রত্যগাত্মস্বকস্য  
ভূমা বাহন্যাৎ দৃষ্টত ইতি সূত্রপদানামর্থঃ ।—ইহ প্রতর্দনকে আপন আত্মার কথা বলিয়া-  
ছেন, এ কারণ, তৎপ্রোক্ত প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম নহে, এরূপ শকা পরিত্যাগ । হেতু এই যে,  
এ অধ্যায়ে অধিকাংশই পরমাত্মবোধক উপদেশ আছে ।



যদুক্তং প্রাণোব্রূহেতি তদাক্ষিপ্যতে, ন পরং ব্রহ্ম প্রাণ-  
শব্দং, কস্মাৎ বক্তুরাত্মোপদেশাৎ। বক্তা হীক্সোনাম কশ্চি-  
দ্বিগ্রহবান্ দেবতাবিশেষঃ স্বমাত্মানং প্রতর্দনায় আচচক্ষে,  
মামেব বিজানীহীত্ব্যপক্রম্য, প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা, ইত্যহঙ্কার  
বাদেন। স এষ বক্তুরাত্মভেনোপদিষ্টমানঃ প্রাণঃ কথং ব্রহ্ম  
স্যাৎ। ন হি ব্রহ্মণোবক্তৃত্বং সম্ভবতি, অবাগমনা ইত্যাদি  
ঐতিহ্যঃ। তথা বিগ্রহসম্বন্ধিভিরেব ব্রহ্মণ্যসম্ভবস্তিদ্ধৈশ্চৈ-  
রাত্মানং তুচ্ছাব, ত্রিশীর্ষাণং স্বাষ্ট্রমহনম্ অরুশ্মুখান্ যতীন্  
শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছমিত্যেবমাদিভিঃ। প্রাণত্বং চেন্দ্রস্য

“অহঙ্কারবাদেন” স্বাত্মবাচকশব্দৈরাচচক্ষে উক্তবানিত্যর্থঃ। বাক্যাত্ম  
ইক্সোপাসনাপরস্তে লিঙ্গান্তরমাহ—“তথা বিগ্রহেতি”। ত্রীণি শীর্ষাণি যন্তোতি  
ত্রিশীর্ষা ষ্ট্রঃ পুত্রো বিশ্বরূপো নাম ব্রাহ্মণঃ তৎ ইতবানস্মি। রোতি যথার্থং  
শব্দয়তীতি কং বেদান্তবাক্যং তৎ মুখে যেযাং তে অরুশ্মুখাঃ। তেভ্যো-  
হত্মান্ বেদান্তবহির্শ্মুখান্ যতীন্ অরণ্যখভ্যো দত্তবানস্মীত্যর্থঃ। ইক্সে  
প্রাণশব্দোপপত্তিমাহ—“প্রাণত্বক” ইতি। লৌকিকা অপীত্যর্থঃ। বলবাচিনা

প্রাণ ব্রহ্ম,—এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাণশব্দ ব্রহ্মপদ  
নহে। হেতু এই যে, বক্তা প্রাণশব্দের দ্বারা আপন আত্মাকেই বলিয়া-  
ছেন। [ বক্তা...স্যাৎ ] ইক্স-নামক কোন এক মূর্ত্তিমান্ দেবতা প্রত-  
র্দনকে প্রথমে “আমাকেই জান” এতরূপ বলিয়া, পরে, “আমিই প্রাণ,  
আমিই প্রজ্ঞাত্মা” এতরূপ অহং-ঘটিত অর্থাৎ স্বাত্ম-বোধক বাক্যে আপন  
আত্মাকেই (নিজের স্বরূপ) বলিয়াছেন। যে প্রাণ বক্তার (ইক্সের)  
আত্মা বলিয়া উপদিষ্ট, সে প্রাণ কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পারে? [ ন হি...  
তব্যানি ] ব্রহ্মের বক্তৃত্ব অসম্ভব। ঐতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের বাক্য  
নাই, মনঃও নাই। অপিচ, যে-সকল শারীরধর্ম পরব্রহ্মে অসম্ভব,  
ইক্স সেই সকল ধর্ম উল্লেখ করিয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছেন।  
যথা—“আমি ষ্ট্রীয়ার পুত্র ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি। অরুশ্মুখ  
(বেদান্ততত্ত্বানভিজ্ঞ) যতিদিগকে কুকুর মুখে অর্পণ করিয়াছি।” (এ  
সকল ব্রহ্মকর্ম নহে)। ইক্স বলবান্, সূতরাং ইক্সেই প্রাণশব্দ সঙ্গত

বলবদ্ধাভুপদ্যতে। প্রাণোবৈ বলমিতি হি বিজ্ঞায়তে বলস্য  
চেদ্রোদেবতা। প্রসিদ্ধা যা চ কাচিৎকৃত্যতিরিন্দ্রকর্ষেব  
তদ্বিতি হি বদন্তি। প্রজ্ঞাত্বত্মমপ্যপ্রতিহতজ্ঞানত্বাং দেবতা-  
ত্বনঃ সন্তবতি। অপ্রতিহতজ্ঞানা দেবতা ইতি হি বদন্তি।  
নিশ্চিতে চৈবং দেবতাস্থাপদেশে হিততমত্বাদিবচনানি  
যথাসম্ভবং তদ্বিষয়াণ্যেব যোজয়িতব্যানি। তস্মাৎ বক্তু-  
রিন্দ্রস্যাস্থাপদেশাং ন প্রাণোত্রক্ষেত্যাঙ্কিপ্য প্রতিসমা-  
ধীয়তে, অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্নিতি। অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ প্রত্য-  
গাত্মসম্বন্ধঃ তস্য ভূমা বাহুল্যমস্মিন্মধ্যায়ে উপলভ্যতে।

প্রাণশব্দেন বলদেবতা লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। ইন্দ্রো হি হিতপ্রদাতৃত্বাং হিত-  
তমঃ। কৰ্ম্মানবিকারাং অপাপমিত্যেবমাখ্যেয়মিত্যাহ—“নিশ্চিতে” ইতি।  
কিমিন্দ্রপদেন বিগ্রহোপলক্ষিতং চিন্মাত্রমুচ্যত উত বিগ্রহঃ। আদ্যো বাক্যস্য  
ত্রয়পর্যন্তং সিদ্ধম্। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—“অধ্যাত্মেতি”। আত্মনি দেহে  
অধিগত ইত্যধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মা স সম্বধাতে যৈঃ শরীরস্থবাদিভিরিন্দ্র-  
তনাবসম্ভাবিতৈর্ধর্মৈঃ তে অধ্যাত্মসম্বন্ধাঃ তেবাং ভূমা বাহুল্যমিত্যর্থঃ। আত্ম-  
রত্রে দেহে প্রাণবায়ুসংকারঃ। অস্তিত্বে প্রাণস্থিতৌ প্রাণানামিন্দ্রিয়ারাং

হয়। প্রাণই বল, বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, ইহা সুপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ  
বিখ্যাত। যে-কিছু বলকার্য্য—সমস্তই ইন্দ্রকার্য্য, একথা লোকে ও শাস্ত্রে  
প্রথিত আছে। দেবতাদিগের জ্ঞান অপ্রতিহত (অমোঘ বা অপরিমিত),  
তৎকারণে প্রজ্ঞাত্ব-শব্দ দেবতাস্থাতেও সঙ্গত হয়। সকল লোকেই জানেন  
বা বলিয়া থাকেন, দেবগণ অপ্রতিহতজ্ঞানী। এই সকল কারণে,  
প্রাণশব্দে দেবতাস্থা অর্থ নিশ্চয় হইলে হিততমত্বাদিবাক্যও যথাযোগ্য  
ইন্দ্রবিষয়ে যোজিত হইতে পারে। [ তস্মা...লভ্যতে ] এতদ্রূপ হেতুবাদ  
আশ্রয় করিয়া, ইন্দ্র-নামক বক্তার স্ত্রীস্থাপদেশ দেখিয়া, প্রাণ ব্রহ্ম নহে,  
এতদ্রূপ আক্ষেপ বা আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান করিতে-  
ছেন—“অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্।” যে হেতু ঐ অব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে  
পরমাঙ্গসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, সেই হেতু কথিত আপত্তি হইতেই পারে না।

যাবক্ষ্যস্মিন্ শরীরে প্রাণোবসতি তাবদায়ুরিতি প্রাণস্যৈব  
 প্রজ্ঞাত্বনঃ প্রত্যগ্ভূতস্যায়ুষঃ সম্প্রদানোপসংহারয়োঃ  
 স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তি ন দেবতাবিশেষস্য পরাচীনশ্চ । তথা  
 অস্তিত্বে চ প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিত্যধ্যাত্মমেবেন্দ্রিয়াশ্রয়ং  
 প্রাণং দর্শয়তি । তথা প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বৈদং শরীরং পরি-  
 গৃহোখাপয়তীতি, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিতি  
 চোপক্রম্য, তদ্যথা রথস্যারেষু নেমিরপিতা নাভাবরা  
 অপিতা এব মেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাষ্পিতাঃ প্রজ্ঞা-

স্থিতিরিত্যর্থতঃ শ্রুতিমাহ—“অস্তিত্ব” ইতি । অথাতো নিঃশ্রেয়সাদান-  
 মিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ । ইন্দ্রিয়স্থাপকবৎ দেহোখাপকত্বমাহ—“তথা” ইতি । বক্তৃত্ব-  
 মুক্ত্যু সর্কাধিষ্ঠানত্বং দর্শিতমিত্যাহ—“ইতি চোপক্রম্য” ইতি । তত্ত্বত্র নানা-  
 প্রপঞ্চস্যাত্মনি কল্পনারাং যথা দৃষ্টান্তঃ লোকে প্রসিদ্ধস্য রথস্য অরেষু নেমি-  
 নাভ্যোর্মধ্যশলাকাস্থ চক্রোপাস্তরুণা নেমিরপিতা নাভৌ চক্রপিণ্ডিকারাং  
 অরা অপিতা এবং ভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাঙ্গীনি মীয়ন্ত ইতি মাত্রা ভোগ্যাঃ  
 শলাদয়ঃ পঞ্চ ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্থ দশষ্পিতাঃ ইন্দ্রিয়জাঃ পঞ্চ  
 শলাদ্যিবিশ্বপ্রজ্ঞাঃ । মীয়ন্ত আভিরিতি মাত্রাঃ পঞ্চ বীজিয়াণি নেমিবৎ  
 গ্রাহ্যং গ্রাহকেষু অরেষু কল্পিতমিত্যুক্ত্যু নাভিস্থানীয়ে প্রাণে সর্কং কল্পিত-

[ বাবৎ...চীনস্য ] “বাবৎ এই শরীরে প্রাণ থাকে তাবৎ ইহাতে আয়ুঃ  
 অর্থাৎ জীবন-বায়ুর সঞ্চার থাকে ।” এই শ্রুতি প্রত্যক্ চৈতন্য ও প্রজ্ঞাত্বা-  
 নামক প্রাণকে আয়ুর অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু-সঞ্চারের কারণ বলিয়া উপদেশ  
 করিয়াছেন । প্রজ্ঞাত্বার বা ব্রহ্মচৈতন্ত্বের অধিষ্ঠান ব্যতীত দেহে আয়ু-নামক  
 প্রাণ থাকিতে পারে না । একথা দেবতাবিশেষ জ্ঞাপক নহে, ব্রহ্মেরই  
 জ্ঞাপক । [ তথা...বিগ্রহে ] ইন্দ্রিয়গণ যে, প্রাণের (আত্মার) আশ্রিত,  
 শ্রুতি তাহা “প্রাণের স্থিতিতে ইন্দ্রিয়ের স্থিতি” ইত্যাদিপ্রকারে বলিয়াছেন ।  
 অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহই ইন্দ্রিয়ের অবস্থাপক নহে ।  
 শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, “প্রাণই প্রজ্ঞাত্বা এবং প্রাণই এই শরীর  
 ধৃত ও উখাপিত করিতেছে ।” ( প্রাণ যেমন ইন্দ্রিয়ের স্থাপক, তেমনি,  
 দেহেরেও স্থাপক ও উখাপক । এই সকল কথায় জানা যায়, পরমাত্মা ভিন্ন  
 অন্য কেহ উক্তস্থলে প্রাণশক্কে অভিহিত হয় নাই ) । অপিচ “বাক্যকে বা

মাত্ৰাঃ প্রাণেহ্পিতাঃ স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞানানন্দোহজরো-  
হম্বত ইতি বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারান্নাভিভূতং প্রত্যগাত্মানমে-  
বোপসংহরতি । স ম আত্মেতি বিদ্যাদিতি চোপসংহারঃ  
প্রত্যগাত্মপরিগ্রহে সাধু ন পরাচীনপরিগ্রহে । অয়মাত্মা ব্রহ্ম  
সর্বানুভূরিতি চ শ্রুত্যন্তরম্ । তস্মাদধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাদ্-  
ব্রহ্মোপদেশ এবাহয়ং ন দেবতাত্মোপদেশঃ ॥ ২৯ ॥

কথং তর্হি বক্তুরাত্মোপদেশঃ,—

**শাস্ত্রদৃক্য তূপদেশোবামদেববৎ ॥ ৩০ ॥ \***

মিত্যাহ—“প্রাণেহ্পিতা” ইতি । স প্রাণো মম স্বরূপমিত্যাহ—“স ম”  
ইতি । তর্হি প্রত্যগাত্মনি সম্বন্ধয়ো ন ব্রহ্মণি ইত্যত্রাহ—“অয়”মিতি ।  
অহঙ্কারবাদস্য গতিং পৃচ্ছতি “কথ”মিতি । ( ইতি রত্নপ্রভা টীকা )

বাগিন্দ্রিয়কে জানিবার প্রয়োজন নাই, যে বক্তা, তাহাকেই জান ।” এই-  
রূপে শ্রুতির আরম্ভ এবং “যজুপ চক্রনেমি অরে অর্পিত (গ্রথিত), অর সকল  
চক্রনাভিতে স্থাপিত, তজুপ, এই সকল ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত  
(কল্পিত), প্রজ্ঞামাত্রা আবার প্রাণে স্থাপিত (কল্পিত) । এই এক অদ্বয়  
প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর ।” এইরূপে সমাপ্তি হইতে দেখা  
যায় । (১) এই সমাপ্তি বাক্যে প্রত্যগাত্মাকেই বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারের  
অর-নাভি-স্বরূপ বলা হইয়াছে । ইহার পরে প্রস্তাবের উপসংহার । উপ-  
সংহারে “সেই প্রাণই আমার আত্মা” এইরূপ বলা হইয়াছে । এরূপ  
উপসংহার (সমাপ্তি) প্রত্যগাত্মা ভিন্ন বহিবর্তী বিগ্রহে (দেবুত্ম) সম্ভব  
হইতে পারে না । [ অয়...দেশঃ ] এই এই কারণে ও বহু আধ্যাত্মসম্বন্ধ  
থাকায় প্রোক্ত প্রাণোপদেশ ব্রহ্মোপদেশ ভিন্ন দেবতাত্মোপদেশ নহে, ইহা  
সিদ্ধ হয় । তবে যে ইজ্র দেবতা “আমাকেই জান” বলিয়া ছিলেন, সে  
বলার বা সে অহংবাদের অন্যরূপ তাৎপর্য আছে । যথা—

(১) চক্রনেমি=চাকার বেড় । অর=চাকার পাখা । নাভি=চাকার মধ্যপিণ্ড  
অর্থাৎ হাড়ি । ভূতমাত্রা=আকাশাদি পঞ্চভূত ও লব্ধাদি বিষয় পাঁচ । প্রজ্ঞামাত্রা=লব্ধাদি  
বিষয়ক জ্ঞান ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক । প্রাণ বা ব্রহ্ম নাভিস্থানীয় । প্রাণরূপ নাভিতে ভূত,  
ইন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, এ সমস্তই অর্পিত অর্থাৎ কল্পিত হইয়াছে ও হইতেছে ।

\* বাসদেবস্যোইন্দ্রস্য উপদেশঃ ‘মামেব বিজ্ঞানীহি’ ইত্যাদিপ্রকারঃ শাক্তদৃষ্টা শাস্ত্রীয়ৈব

ইন্দ্রো নাম দেবতাত্মা স্বমাত্মানং পরমাত্মত্বেনাহমেব পরং  
ব্রহ্মৈত্যাৰ্ণেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্ পুদিশতি স্ম, মামেব  
বিজানীহীতি। যথা তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতি-  
পেদেহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদ্বৎ। তদ্ব্যোষোদেবানাং  
প্রত্যবুধ্যত স\*এব তদভবদিতি শ্রুতেঃ। যৎ পুনরুক্তং  
মামেব বিজানীহীতুদ্ভা বিগ্রহধর্ম্মৈরিন্দ্র আত্মানং তুষ্ঠাব  
ত্বাষ্ট্রবধাদিভিরিতি, তৎ পরিহর্ন্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। ন ত্বাষ্ট্র-  
বধাদীনাং বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্ত্যর্থত্বেনোপন্যাসো যস্মাদেবং কস্মাহং

স্বত্রমুত্তরম্। তদ্ব্যাখ্যাতি “ইন্দ্র” ইতি। জন্মান্তরকৃতশ্রবণাদিনা অগ্নিন্  
জগ্ননি স্বতঃসিদ্ধং দর্শনং আৰ্হম্। বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্ত্যর্থঃ উপন্যাসো ন চেৎ কথং

ইন্দ্র দেবতা আপন আত্মার পরমত্ব (আপনার পরমাত্মতা) সাক্ষাৎ-  
কার করতঃ ‘আমিই পরমাত্মা ব্রহ্ম’ এতদ্রূপ নির্মল আৰ্য্যবিজ্ঞানে ঐরূপ  
বলিয়া ছিলেন। যেমন বামদেব ঋষি পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার পর আমিই  
মম, আমিই সূর্য্য, এইরূপ বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ।  
দেবতায় ও আত্মায় অভেদজ্ঞান জন্মিলে দেবতাব জন্মে, ভেদবুদ্ধি থাকে  
না, একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন যথা—“যে যখন যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হয়,  
অর্থাৎ আত্ম-অভেদ সাক্ষাৎকার করে, সে তখন তদ্রূপ বা তৎস্বরূপ হয়।”  
[যৎ...অত্রোচ্যতে] ইন্দ্র “আমাকেই জান” এইরূপ বলিয়া, পশ্চাৎ ত্বাষ্ট্রবধ  
(ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপের বিনাশ) প্রভৃতি শারীর কর্ম্মের উল্লেখ করতঃ আপনার  
প্রশংসা করিয়াছিলেন, এই এক কথা বলিয়াছিলে, এক্ষণে সে কথার প্রত্যা-  
স্তর দিতেছি। [ন...দিনা] ইন্দ্র আপনার দেবদেহের প্রশংসার নিমিত্ত  
ত্বাষ্ট্রবধ প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। যেহেতু আমি অমুক অমুক কার্য্য  
করিয়াছি, সেই হেতু আমাকেই জান, এরূপ ভাবে বলেন নাই। তিনি  
ঐ বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। হেতু এই যে, তিনি  
ত্বাষ্ট্রবিনাশ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়া-

জ্ঞানেনেতি ব্রষ্টবান্।—ইন্দ্র যে আমিই প্রাণ, আমিই প্রজাত্মা, আমাকেই জান—বলিয়া-  
ছিলেন, নিশ্চিত তিনি বামদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারেই বলিয়া ছিলেন। বামদেব  
ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার পর অমুত্তর করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, আমিই  
মম ও আমিই সূর্য্য ইত্যাদি। ●

তস্মান্মাং বিজানীহীতি। কথন্তুর্হি, বিজ্ঞানস্তৃত্যর্থঃ। যৎ-  
 কারণং স্বাষ্ট্রবধাদীনি সাহসান্যুপন্যস্ত পরেণ বিজ্ঞানস্ততি-  
 মনুসন্দধাতি, তস্য মে তত্র লোম চ ন মীয়তে স যোমাং  
 বেদ ন হ বৈ তস্ত কেনচন কৰ্ম্মণা লোকোমীয়ত ইত্যাদিনা।  
 এতদুক্তস্তবতি—যস্মাদীদৃশান্যপি কুরাণি কৰ্ম্মাণি কৃতবতো-  
 মম ব্রহ্মভূতস্য লোমাপি ন হিংস্যতে স যোহন্যোহপি মাং  
 বেদ ন তস্য কেনচিদপি কৰ্ম্মণা লোকোহিংস্যত ইতি।  
 বিজ্ঞেয়স্ত ব্রহ্মৈব, প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্বৈতি বক্ষ্যমানম্।  
 তস্মাদব্রহ্মবাক্যমেতৎ ॥ ৩০ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাশ্চেতি চেমোপাসাত্ৰৈবিধ্যাদা-  
 শ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥ ৩১ ॥\*

তর্হি স ইতি পৃচ্ছতি “কথ”মিতি। ব্রহ্মজ্ঞানস্তৃত্যর্থঃ স ইত্যাহ—“বিজ্ঞানে”  
 ইতি। নিয়ামকং ক্রতে “যদিতি”। পরেণ তস্য মে ইত্যাদিনা বাক্যেন  
 ইত্যবয়ঃ। স্ততিমাহ—“এতদুক্ত”মিতি। তস্মাৎ জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং ইতি শেষঃ।  
 স্ততজ্ঞানবিষয় ইঙ্গ ইত্যত আহ—“বিজ্ঞেয়স্ত” ইতি। (ইতি ব্রহ্মপ্রভা)

ছেন, অন্য কিছু বলেন নাই। যথা—“ঐ কার্যো আমার লোমহানিও  
 হয় নাই। যে পুরুষ আমাকে জানে, তাহার কৃত কোনও কৰ্ম্ম তাহার  
 লোক বিনাশ করিতে পারে না।” [এত...বাক্যমেতৎ] এই বাক্যে  
 ইহাই বলা হইয়াছে যে, যে হেতু আমি ব্রহ্ম—সেই হেতু তাদৃশ ক্রুর  
 কৰ্ম্ম করিলেও আমার লোমহানি হয় নাই। যে কেহ আমাকে (ব্রহ্মকে)  
 জানে, তৎকৃত কৰ্ম্ম তাহারও লোকহানি (ব্রহ্মতাব বিনাশ) করে না।  
 এস্থলে ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় এবং “আমাকে জানে” এ কথার অর্থ ব্রহ্মকে জানে।  
 ইঙ্গ ইহারই পরে বলিয়াছেন, আমিই প্রাণ (ব্রহ্ম) ও আমিই প্রজ্ঞাত্বা  
 স্ততরাং ঐ বাক্যের বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম অথবা ঐ বাক্য ব্রহ্মবোধক বাক্য।  
 (যে যজ্ঞাবাপর থাকে তাহার “অহং” তাহারই বোধক হয়)।

\* জীবন্ত মুখ্যপ্রাণশ্চেতি বিগ্রহঃ। চেৎ যদি জীবমুখ্যপ্রাণয়োর্লিঙ্গাৎ ন ব্রহ্মবাক্য-

বদ্যপ্যাধ্যাত্মসম্বন্ধভূমদর্শনান্ন পরাচীনস্য দেবতাত্মন উপ-  
দেশস্তথাপি ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুমর্হতি । কুতঃ, জীবলিঙ্গাৎ  
মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ । জীবস্ত্য তাবদস্মিন্ বাক্যে বিস্পষ্টং লিঙ্গ-  
মুপলভ্যতে, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাदि ।  
অত্র হি বাগাদিভিঃ করণৈর্ব্যাপ্তস্ত্য কার্য্যকরণাধ্যক্ষস্ত্য  
জীবস্ত্য বিজ্ঞেয়ত্বমভিধীয়তে । তথা মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং, অথ  
খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বৈদং শরীরং পরিগৃহ্যোথাপয়তীতি ।  
শরীরধারণঞ্চ মুখ্য এব প্রাণস্য ধর্ম্মঃ । প্রাণসম্বাদে বাগাদীন

“ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুমর্হতি” ইতি । নৈব সন্দর্ভো ব্রহ্মবাক্যমেব ভবিতু-  
মর্হতীতি কিন্তু যথাযোগং কিঞ্চিদত্র জীববাক্যং কিঞ্চিমুখ্যপ্রাণবাক্যং কিঞ্চিৎ

বহু অধ্যাত্মসম্বন্ধ আছে বলিয়া যদি ঐ বাক্যে বাহ্যিক দেবতার  
( ইন্দ্ররূপ দেবতার ) উপদেশ না হইয়া থাকে ত না হউক, কিন্তু ঐ বাক্য  
যে কেবল ব্রহ্মপর, তাহা কোনও ক্রমে বলিতে পার না । কেন-না, ঐ  
বাক্যে জীবের ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ অর্থাৎ বোধক ধর্ম্ম অভিহিত হই-  
য়াছে । [ জীবস্ত্য...ধীয়তে ] জীববোধক ধর্ম্ম স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে ।  
যথা—“বাক্যকে জানিও না । যে বক্তা, তাহাকেই জান ।” এ কথা স্পষ্ট  
জীববোধক । প্রতি ঐ কথার দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ জীবকেই  
জানিতে বলিতেছে । [ তথা...শ্রবণাৎ ] যেমন জীববোধক কথা আছে,  
তেমনি, প্রাণবোধক কথাও আছে । যথা—“প্রাণই প্রজ্ঞাত্বা, এবং প্রাণই  
এই শরীর বিধৃত রাখিয়াছে ।” শরীর ধারণ বা শরীর বিধৃত রাখা

মেতদ্বিতি সমাসে তন্ন শোভনম্ । উপাস্যৈববিধাৎ তথাসতি ত্রিবিধোপাসনং প্রসজ্যেত ।  
জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাসনকেতি ত্রিবিধমুপাসনমেকস্মিন্ বাক্যেহভূপ-  
গন্তব্যং ভবতি তন্ন বৃত্তমিতি ভাবঃ । সিদ্ধান্তমাহ আশ্রিতত্বাদিতি । আশ্রিতত্বাৎ অতএব  
প্রাণ ইত্যাদৌ ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তে ইহ অত্রাপি তদযোগাৎ ব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ  
ব্রহ্মোপদেশ এবায়মিত্যভূপগন্তব্যম্ ।—জীববোধক ও প্রাণবোধক ধর্ম্ম দুই হইতেছে বলিয়া  
ব্রহ্মোপদেশ নহে বলা সঙ্গত নহে । যেহেতু এই যে, ঐরূপ হইলে উপাসনাত্মকের বিধান  
স্বীকার করিতে হয় । অতএব পূর্বে যেমন ধর্ম্ম অনুসারে প্রাণ শব্দকে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিয়াছ  
এখানেও সেইরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অনুসারে ব্রহ্ম পর অর্থ গ্রহণ কর ।

প্রাণান্ প্রকৃত্য, তান্ বরিত্তঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যথা-  
হহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবক্ত্য বিধায়-  
মীতি শ্রবণাৎ। যে ত্বিমং শরীরং পরিগৃহ্যেতি পঠন্তি  
তেষামিমং জীবমিচ্ছিয়গ্রামং বা পরিগৃহ্য শরীরমুখ্যাপন্নতীতি  
ব্যাখ্যেয়ম্। প্রজ্ঞাত্ত্বমপি জীবে তাবচ্চেতনত্বাদুপপন্নং  
মুখ্যেহপি প্রাণে প্রজ্ঞাসাধনপ্রাণান্তরাশ্রয়ত্বাদুপপন্নমেব।  
জীবমুখ্যপ্রাণপরিগ্রহে চ প্রাণপ্রজ্ঞাত্ত্বনোঃ সহবৃত্তিত্বেনা-  
হভেদনির্দেশঃ স্বরূপেণ চ ভেদনির্দেশ ইত্যুভয়থানির্দেশ

ব্রহ্মবাক্যমিত্যর্থঃ। “প্রজ্ঞাসাধনপ্রাণান্তরাশ্রয়ত্বা”দিতি।—প্রাণান্তরাশ্র-  
য়িত্বাণি তানি হি মুখ্যে প্রাণে প্রতিষ্ঠিতানি। জীবমুখ্যপ্রাণরোরন্ততর ইত্যুপ-

পঞ্চবৃত্তিক (১) প্রাণ ভিন্ন অন্তের কার্য বা ধর্ম্য নহে। প্রতি প্রাণ-  
সংবাদ প্রকরণে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তর মুখ্যপ্রাণ বাক  
প্রভৃতি ইচ্ছিয়দিগকে বলিলেন, তোমরা মুগ্ধ হইও না, বুধা বিবাদ করিও  
না, আমিই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া এই শরীর বিধৃত রাখি-  
য়াছি।” (২) [যে ত্বিমং...ব্যাখ্যেয়ম্] যাহারা ঐ স্থানে “ইমং শরীরং  
পরিগৃহ্য” এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন, তাহাদের মতের ব্যাখ্যা এইরূপঃ—  
“আমিই জীবকে অথবা ইচ্ছিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া (স্থাপিত রাখিয়া) শরীর  
উত্থাপিত রাখিয়াছি। (ধরিয়া রাখিয়াছি)। [প্রজ্ঞাত্ব...ক্রামত ইতি] জীব  
চেতন, প্রাণও প্রজ্ঞা-কারণ প্রাণের আশ্রিত, অধীন, স্তুতরাং প্রজ্ঞাত্বা-  
শক জীবে ও মুখ্যপ্রাণে উপপন্ন হয়। জীব ও মুখ্যপ্রাণ অর্থ স্বীকার বা  
গ্রহণ করিলে নিয়মিত সহবাস (একযোগে বাস) অনুসারে উক্ত উভয়ের  
অভেদ নির্দেশ এবং স্বরূপ অনুসারে ভেদ নির্দেশ, উভয়ই সংগত হয়।

(১) প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। প্রাণের কার্য বাস প্রবাস, অপানের কার্য  
সলমুহাদি বিনর্জন, সমানের কার্য খাদ্যব্রব্যের পরিপাক প্রভৃতি, উদানের কার্য উৎক্রমণ  
প্রভৃতি এবং ব্যানের কার্য বলরুক্ষা ও সর্পশরীরে রক্তপ্রেরণ করা ইত্যাদি।

(২) এটি গ্রন্থোপনিষদ স্থিত আধ্যাত্মিকতার একাংশ মাত্র। আধ্যাত্মিকতার মর্ম এইরূপঃ—  
ইচ্ছিয়গণ একদা পরস্পর বিবাদ করিল। সকলেই বলিল, আমি বড়, আমি শরীর রক্ষা  
করিতেছি। তাই মুখ্য প্রাণ তাহাদিগকে ঐ কথা বলিলেন। অর্থাৎ তোমরা কেহই বড়  
নহ, কেহই শরীর ধারণের কর্তা নহ। আমিই পাঁচপ্রকার হইয়া শরীর রক্ষা করিতেছি।



উপপদ্যতে।—যোবৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি, সহ হ্যোতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামত ইতি। ব্রহ্মপরিগ্রহে তু কিং কস্মাদ্বিদ্ভ্যেত। তস্মাদিহ জীবমুখ্য-প্রাণয়োরন্যতর উভৌ বা প্রতীয়েয়াতাং ন ব্রহ্মেতি চেৎ, নৈতদেবম্। উপাসাত্ত্বৈবিধ্যাৎ। এবং সতি ত্রিবিধমুপাসনং প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাস-নঞ্চেতি। ন চৈতদেকস্মিন্ বাক্যেহভ্যুপগম্যন্ত যুক্তম্। উপ-ক্রমোপসংহারাত্যাং হি বাক্যৈকবাক্যত্বমবগম্যতে। মামেব বিজানীহীত্ব্যপক্রম্য, প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃত-মিত্যুপাস্ত্ব ইত্যুক্তাহন্তে স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোহজরো-

ক্রমমাত্রম্। “উভৌ” ইতি পূর্বপক্ষতত্ত্বম্। ব্রহ্ম তু ঐবম্। “ন ব্রহ্ম” ইতি।

(ঋতিতে প্রাণ ও জীব পরস্পর ভিন্ন, এ কথাও আছে এবং উক্ত উভয় এক বা অভিন্ন, এরূপ কথাও আছে)। অতএব উল্লেখ যথা—“যিনিই প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা এবং যে প্রজ্ঞা সে-ই প্রাণ।” ভেদনির্দেশ ও সহাবস্থিতি নিয়ম যথা—“প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা (যাহার অন্য নাম জীব) ইহঁরা শরীরে সহবাস ও সহ-উৎক্রমণ করেন।” [ব্রহ্ম...সনঞ্চেতি] যদি ব্রহ্ম-অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে শেযোক্ত ভেদনির্দেশ সঙ্গত হয় না। ব্রহ্ম অদ্বয়; সুতরাং কে কাহা হইতে ভিন্ন হইবে? সুতরাং উক্ত বাক্যে হয় জীব, না হয় মুখ্য প্রাণ, অথবা উভয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, ব্রহ্ম নহে। এরূপ অভিমতির (পূর্বপক্ষের) বিরুদ্ধে ব্যাসদেব বলিতেছেন, না—এরূপ বলিতে পার না। এরূপ বলিতে গেলে অর্থাৎ উদাহৃত বাক্যকে ব্রহ্মপর বলিয়া স্বীকার না করিলে ঐ বাক্যের দ্বারা তিন প্রকার উপাসনার বিধান স্বীকার করিতে হয়।—জীবোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা। [ন...মাত্রায়িতুম্] এক বাক্যে ত্রিবিধ বিধান অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। শ্রীমাংসকগণের যুক্তি আছে, এক বাক্যে একই বিষয়, বহু নহে। বহু বিষয় হইলে বহু বাক্য কল্পনা করিতে হয় সুতরাং তাহা দোষ। যেখানে বহু বাক্যের এক বিষয় হইবার সম্ভাবনা থাকে সেখানে এক বিষয়েই স্বীকার্য্য উপক্রম ও উপসংহার (প্রস্তাবের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি) অল্পসারে

হমৃত ইত্যেকরূপাবূপক্রমোপসংহারো দৃশ্যেতে । তত্রার্থেকত্বং  
যুক্তমাশ্রয়িত্বম্ । ন চ ব্রহ্মলিঙ্গমন্যপরত্বেন পরিণেতুং শক্যং,  
দশানান্তৃতমাত্রাণাং প্রজ্ঞামাত্রাণাঞ্চ ব্রহ্মণোহন্যত্রোপপাদ্য-  
পত্তেঃ । আশ্রিতত্বাচ্চ অন্যত্রোপি ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য  
ব্রহ্মণি বৃত্তিরিহাপি চ হিততমোপন্যাসাদিব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ  
ব্রহ্মোপদেশ এবাহরমিতি গম্যতে । যন্তু মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং  
দর্শিতং, ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোথাপয়তীতি, তদসং, প্রাণ-  
ব্যাপারস্যাপি পরমাত্মায়ত্ত্বাৎ পরমাত্মন্যুপচরিতুং শক্য-

ন ব্রহ্মোবেত্যর্থঃ । “দশানাং ভূতমাত্রাণা”মিতি ।—পঞ্চ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ পৃথি-  
ব্যাদয় ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ । পঞ্চ বুদ্ধীজিরাণি পঞ্চ বুদ্ধয় ইতি দশ প্রজ্ঞা-

কথিত স্থলে বাচ্যেকবাচ্যতা অর্থাৎ বহুবাক্যের একার্থপ্রতিপাদকতা  
দৃষ্ট হইতেছে । যথা—উপক্রমে “আমাকেই জান” বলা হইয়াছে । মধ্যে  
বলা হইয়াছে, “আমিই প্রাণ আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে তুমি আয়ু ও অমৃত  
জানিয়া উপাসনা কর ।” অস্তে বা উপসংহারে বলা হইয়াছে, “এই প্রাণ  
প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ, অজর ও অমর ।” এস্থলে উপক্রম ও উপসংহার একরূপ ।  
যখন উপক্রম ও উপসংহার একরূপ অর্থাৎ একার্থের বোধক, তখন অবশ্যই  
আদ্যন্ত সমুদায় বাক্যের অর্থ (প্রতিপাদ্য বা বিধেয়) এক । ঈদৃশ স্থলে  
নানা বিধেয় স্বীকার না করিয়া এক বিধেয় স্বীকার করাই কর্তব্য ।

[নচ...পত্তেঃ] আনন্দ, অজর, অমর, অমৃত বা মুক্তস্বভাব ও হিততম,—  
এ সমস্ত কথাই ব্রহ্মবোধক । এ সকল ব্রহ্মলিঙ্গ ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থে সঙ্গত  
হইতে পারে না । অপিচ, ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং  
প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অর্পিত, এ উপদেশ ব্রহ্মেই উপপন্ন হয়, জীবে অথবা  
প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হয় না । (সুতরাং কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষদের  
প্রাণবাক্য জীববাক্য নহে, প্রসিদ্ধপ্রাণবাক্যও নহে, কিন্তু ব্রহ্মবাক্য) ।

[আশ্রিত...গম্যতে] ব্রহ্মলিঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক কথা নইয়া ২০মুত্রে প্রাণ-  
শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, এখানেও ব্রহ্মজ্ঞাপক হিততমত্বাদি কথা  
থাকায় এ উপদেশও ব্রহ্মোপদেশ হইবে । [যন্তু...পত্তেঃ] তুমি যে  
প্রাণলিঙ্গ অর্থাৎ প্রসিদ্ধপ্রাণবোধক কথা দেখাইয়াছ—“প্রাণ এই শরীরকে  
গ্রহণ করতঃ উপাধিত রাখিয়াছে” ইত্যাদি, তাহা সাধু নহে । তাহা

ত্বাৎ । ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যোজীবতি কশ্চন । ইতরেণ তু  
জীবন্তি যন্মিমেতাবুপাশ্রিতাবিতি শ্রুতেঃ । যদপি ন বাচং  
বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদি জীবলিঙ্গং দর্শিতং,  
তদপি ন ব্রহ্মপক্ষং নিবারণয়তি । ন হি জীবোনামাত্যন্তং  
ভিম্বোব্রহ্মণঃ, তদ্ব্যমগ্ৰহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । বুদ্ধ্যা-  
দ্যুপাধিকৃতস্ত বিশেষমাশ্রিত্য ব্রহ্মৈব সন্ জীবঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা  
চেতুচ্যতে । তস্যোপাধিকৃতবিশেষপরিত্যাগেন ব্রহ্মস্বরূপত্বং  
দর্শয়িতুং, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদিনা  
প্রত্যগাত্মাভিমুখীকরণার্থ উপদেশোন বিরুদ্ধ্যতে । যদ্বাচা-  
হনভ্যাদিতং যেন বাগভ্যাদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং

মাত্রাঃ । তদেবং স্বমতেন ব্যাখ্যায় প্রাচ্যং বৃত্তিকৃতং মতেন ব্যাচষ্টে ।—

দেখ, যে-কিছু প্রাণকার্য্য—সমস্তই পরমাশ্রয় অধীন । ( আত্মসত্ত্বাব থাকিলে  
প্রাণকার্য্য নির্বাহিত হয়, অন্যথা তাহা অভাবপ্রাপ্ত হয় ) । এ কথা  
শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—“কোনও মর্ত্য প্রাণের দ্বারা ও অপানের দ্বারা  
জীবনবান্ হয় না, কিন্তু প্রাণ অপান যাহার আশ্রিত—তাহারই দ্বারা  
মর্ত্যগণ জীবিত থাকে ।” [ যদপি...শ্রুতিভ্যঃ ] যাহাকে জীবলিঙ্গ  
( জীবজ্ঞাপক ) বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছ,—“বক্তাকে বা বাক্যের প্রের-  
ককে জান” ইত্যাদি, তাহাও ব্রহ্মপক্ষ নিবারণ করে না । অর্থাৎ ব্রহ্ম-  
অর্থের অবিরোধী । হেতু এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্তভিন্ন নহে ।  
ব্রহ্মই জীব, এ কথা তত্ত্বমস্তাদি বাক্যে উপদিষ্ট আছে । [ বুদ্ধ্যা...দর্শয়তি ]  
নির্দিষ্টবিশেষ বা অঙ্গর ব্রহ্মই বুদ্ধ্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষিত হইয়া জীব,  
কৰ্ত্তা ও ভোক্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন । সেই উপাধিক বিশেষ পরি-  
ত্যক্ত হইলেই ব্রহ্মস্বরূপাবির্ভাব হয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই “যে বক্তা—  
বাক্যের প্রেরক—তাহাকেই জান” বলা হইয়াছে । চিত্তকে আত্মাভিমুখ  
করানই ঐ উপদেশের প্রয়োজন । এ নিমিত্ত উহা বা ঐ বাক্য ব্রহ্মার্থের  
অবিরুদ্ধ । “বাক্য যাহাকে বলিতে পারে না, বাক্য যাহার দ্বারা উচ্চারিত  
হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান । যাহা ইদম্প্রকারে (এই বা অমুক,  
এতদ্রূপে) উপাসিত হয় তাহা ব্রহ্ম নহে ।”—ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি বচনাদি

যদিদমুপাসতে ইত্যাদি চ ঋতাস্তরং বচনাদিক্রিয়াব্যাপ্ত-  
সৈবাত্মনোব্রহ্মত্বং দর্শয়তি । যৎ পুনরেতচ্ছ্রুতং, সহ হ্যেতা-  
বগ্নিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামত ইতি প্রাণপ্রজ্ঞাত্মনো-  
র্ভেদদর্শনং ব্রহ্মবাদিনোনোপপদ্যত ইতি, নৈব দোষঃ, জ্ঞান-  
ক্রিয়াশক্তিদ্বয়াশ্রয়োর্বুদ্ধিপ্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধিভূত-  
য়োর্ভেদনির্দেশোপপত্তেঃ । উপাধিদ্বয়োপহিতস্য তু প্রত্য-  
গাত্মনঃ স্বরূপেণাভেদ ইত্যতঃ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মৈত্যেকী-  
করণমবিরুদ্ধম্ ।

অথবা নোপাসাত্ৰৈবিধ্যাদাপ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাদিত্য-

“অথ বা” ইতি । পূৰ্ব্বং প্রাণসৈক্যমুপাসনমপয়ং জীবস্যাপয়ং ব্রহ্মণ ইত্যা-  
পাসনত্ৰৈবিধোন বাক্যভেদপ্রসঙ্গোদুষণযুক্তম্ । ইহ তু ব্রহ্মণ একসৈবো-

ক্রিয়ার অব্যাপ্ত (বচনাদিক্রিয়ার অগোচর) আত্মার ব্রহ্মত্ব দেখাইরাছেন ।  
[যৎ...বিরুদ্ধম্] বলিয়াছিলেন যে, প্রাণের ও প্রজ্ঞাত্মার পৃথক্ উপদেশ  
(প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এই শরীরে সহবাস ও সহ-উৎক্রমণ করেন) ব্রহ্মপক্ষে  
সঙ্গত হয় না, বস্তুতঃ তাহাও সঙ্গত হয় । ঐরূপ ভেদ নির্দেশ দ্ব্য নহে ।  
জ্ঞানশক্তির আশ্রয় বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় প্রাণ, এ উভয়ই প্রত্যা-  
গাত্মার উপাধি । এতদনুযায়ী ভেদ উপদেশ অসঙ্গত হইবে কেন ? উপাধি-  
দ্বয় পরিত্যাগ হইলে কোনও ~~ভেদ~~ থাকে না, সুতরাং “প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা”  
এরূপ একীকরণ অর্থাৎ অভেদ উক্তি সঙ্গত হয় । [অথবা...ব্রহ্মধর্মঃ]  
“নোপাসাত্ৰৈবিধ্যাৎ” এ কথার বৃত্তিকার মতের ব্যাখ্যা এইরূপ ।—জীব-  
ধর্মের ও প্রাণধর্মের উল্লেখ থাকিলেও ঐ বাক্যে ব্রহ্মবোধকতার ব্যাঘাত  
নাই । হেতু এই যে, ঐ বাক্য কেবল ব্রহ্মোপাসনার প্রকার ভেদ  
(প্রকারত্ব) ব্যক্ত করিতেছে, উপাস্যভেদ বলিতেছে না । অর্থাৎ উহা  
একের বা এক উপাসনা, তজ্জন্য উহাতে বাক্যভেদ দোষ হয় না ।  
ঐ প্রকার উপাসনা, বহু বা বহু উপাসনা নহে । প্রাণধর্মে, জীবধর্মে ও  
স্বধর্মে অর্থাৎ ব্রহ্মধর্মে ব্রহ্মোপাসনা করিবেক, এইরূপ বলাই ঐ বাক্যের  
অভিপ্রের । (এ ব্যাখ্যার বাক্যভেদ দোষ হয় না) । “প্রাণ আত্ম ও  
অমৃত” “আত্ম-ই প্রাণ,” “প্রাণ এই শরীর আক্রম করতঃ উৎখাপিত করি-

স্যায়মন্যোহর্থঃ । ন ব্রহ্মবাক্যেহপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরূ-  
 ধ্যতে । কথং, উপাসাত্ৰৈবিধ্যাৎ । ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মণ উপাসনং  
 বিবক্ষিতং—প্রাণধর্মেণ প্রজ্ঞাধর্মেণ স্বধর্মেণ চ । তত্রায়ুর-  
 য়তমিত্যুপাস্য আয়ুঃ প্রাণ ইতি, ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোখ্য-  
 পয়তি তস্মাদেতদবোক্তমুপাসীতেতি চ প্রাণধর্মঃ । অথ  
 যথাসৌ প্রজ্ঞায়ৈ সর্বানি ভূতান্যেকীভবন্তি তদ্ব্যাখ্যাস্যাম  
 ইত্যুপক্রম্য, বাগেবাস্যা একমঙ্গমদুহভস্যৈ নাম পরস্তাৎ  
 প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞয়া বাচং সমারূহ্য বাচা সর্বানি

পাসাত্মবিশিষ্টস্য বিধানায় বাক্যভেদ ইত্যভিমানঃ প্রাচ্যং বৃত্তিকৃতাম্ ।  
 তদেতদাশোচনীয়ং,—কথং ন বাক্যভেদ ইতি । যুক্তং সোমেন যজ্ঞেভে-  
 ত্যাদৌ সোমাদিগুণবিশিষ্টবাগবিধানং তদগুণবিশিষ্টস্যাপূর্বস্য কর্মণোহপ্রা-

তেহে” “ইনি উক্ত ও উক্তরূপে (১) উপাস্য” এইগুলি প্রাণধর্ম বা প্রাণ-  
 ভাব । “প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় ভূত সকল—দৃশ্য সকল—যে রূপে চিদাস্মার সহিত  
 একীভূত হয়—অভিন্ন হয় তাহা বলিতেছি।” এইরূপ উপক্রমের পর  
 বর্ণিত হইয়াছে, “বাক্য ইহার এক অঙ্গ পূরণ করে, আর চক্ষুঃ প্রভৃতির  
 দ্বারা বিজ্ঞাপিত নামসম্বন্ধযুক্ত ভূত বা দৃশ্য তাহার অপরাঙ্গ পূরণ করে ।  
 অপিচ, প্রজ্ঞার দ্বারা বাক্যারূঢ় হইয়া তিনিই (চৈতন্যই) নামসমূহ প্রাপ্ত  
 হন।” (২) এ ভাবটী জীবভাব, অর্থাৎ জীবধর্ম । “দশ ভূতমাত্রা ও দশ  
 অধিপ্রজ্ঞা । অধিপ্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রা সকল ভূতমাত্রা সাপেক্ষ । যদি

(১) যেহে চেষ্টা বিদ্যমান থাকার নাম জীবন ও আয়ু । ইদৃক্ আয়ুর মুখ্য কারণ  
 প্রাণ । একত্বমুসারে প্রাণকে আয়ু বলা হইয়াছে । যেহ থাকে না, কিন্তু মুখ্য প্রাণ বৃত্তি  
 পর্য্যন্ত থাকে । তদনুসারে প্রাণকে অমর ভাবিতে বলা হইয়াছে । প্রাণ শরীর উপাধিত  
 করে । তজ্জন্য তিনি উক্ত । এই সকল প্রাণধর্ম বা প্রাণকার্য্য ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়াই  
 প্রাণধর্মে উপাসনীয় । উপাসনার বলে ঐ আরোণ অন্তর্হিত হইবে, হইলে ব্রহ্ম  
 জানা যাইবে ।

(২) চৈতন্য প্রতিবিম্বিত বুদ্ধি তত্ত্বের নাম প্রজ্ঞা ও জীব । জীব বা প্রজ্ঞা বাহ্য দেবে  
 (জানে) তাহা দৃষ্ট । দৃষ্টের অন্য নাম ভূত । ভূত বাহিরে নানা হইলেও অন্তরে এক অর্থাৎ  
 বুদ্ধিরূপে এক । এই বিচিত্র বহির্ভুগৎ অন্তরে এক অপূর্ণ বুদ্ধি-আকারে ধারণপূর্বক চিদা-  
 স্মার সহিত মিলিত বা একীভূত হইতেছে । যে রূপে মিলিত বা একীভাব প্রাপ্ত হইতেছে তাহা  
 ! “বাক্য ইহার এক অঙ্গ পূরণ করে” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । বুদ্ধিময় জীব বা জীব-

নামানি প্রাপ্নোতীত্যাদিঃ প্রজ্ঞাধর্মঃ । তা বা এতা দশৈব  
ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞঃ দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং যদি ভূত-  
মাত্রা ন হ্যঃ প্রজ্ঞামাত্রা ন হ্যঃ যদি প্রজ্ঞামাত্রা ন হ্যঃ ন  
ভূতমাত্রাঃ হ্যঃ । ন হ্যন্বতরতোরূপং কিঞ্চন সিধ্যৎ নো  
বা এতন্মানা তদ্যথা রথস্থাহরেষু নেগিরপিতা নাভানরা  
অপিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বপিতাঃ প্রজ্ঞা-

প্তস্য বিধিবিষয়ত্বাৎ । ইহ তু সিদ্ধকপং ব্রহ্ম ন বিধিবিষয়োতবিতুমর্হতি ।  
অভাবার্থত্বাৎ । ভাবার্থস্য বিধিবিষয়ত্বনিয়মাৎ । বাক্যান্তরেভ্যশ্চ বন্ধাব-  
ভূতমাত্রা না থাকিত তাহা হইলে প্রাজ্ঞামাত্রা থাকিত না । আবার প্রজ্ঞা-  
মাত্রা না থাকিলেও ভূতমাত্রা থাকিত না । ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, ঐ  
ছ-এর একের দ্বারা কোন কিছু নিষ্পন্ন হয় না । অথচ উহা নানা নহে,  
এক । যেমন রথের অরে নেগি অর্পিত, আবার অর সকল নাভিতে অর্পিত  
(স্থাপিত), তেমনি, ভূতমাত্রা-সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা  
সকল প্রাণে অর্পিত (কল্পিত) আছে । (৩) এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা ।" এ

নানক বুদ্ধি জরাসন্ধের ন্যায় দ্বিসন্ধিত । অর্থাৎ দ্বিবিধ জ্ঞানের বা বুদ্ধির সম্মিলন মাত্র ।  
ইহায় এক অর্ধ নামপ্রপঞ্চাকার (নামাকার বুদ্ধি) । এ অর্ধে কতকগুলি নামের ছবি থাকে ।  
অপর অর্ধ রূপ-প্রপঞ্চাকার । (এ অর্ধে বস্তুর ছবি পড়ে) । এই দুই অর্ধই ইন্দ্রিয়জনিত ।  
ইন্দ্রিয়গণমধ্যে বাক্যেন্দ্রিয় নামপ্রপঞ্চাকার অর্ধের জনক আর চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপ-  
প্রপঞ্চাকার অপর অর্ধের পুরুষ । নির্ধর্ম এই যে, বাণিজ্যের দ্বারা নাম-বুদ্ধি ও জ্ঞানে-  
ন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুবুদ্ধি উৎপাদিত হইতেছে । এই নির্ধর্ম "চক্ষুঃ প্রভৃতির দ্বারা বিজ্ঞাপিত"  
ইত্যাদি কথায় লক্ষ হয় । ইন্দ্রিয়গণ জড়, বুদ্ধিও জড় । ইহারা কেইই স্বয়ংপ্রবৃত্ত ও  
স্বয়ংপ্রকাশ নহে । ইহাদের প্রেরক ও প্রকাশক চিদাত্মা । চিৎপ্রতিবিম্বের দ্বারাই উহার  
প্রেরিত ও প্রকাশিত হয় । প্রথমে বুদ্ধির চিদাত্মাস ইন্দ্রিয়দ্বিগকে প্রেরণ করে, অনন্তর  
ইন্দ্রিয়গণ নামাকার ও রূপাকার বুদ্ধি জন্মায়, পরে তাহা চিদাত্মস্বাপত্ত হয় অর্থাৎ চিৎ-  
প্রতিবিম্বে প্রোক্ষিত হয় । এই প্রণালীটাই দেখা শুনা জানা প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত  
হয় । এই তথ্যটুকু "প্রজ্ঞার দ্বারা বাক্যরূপে হইয়া" ইত্যাদি কথার দ্বারা জানা যায় ।  
এইরূপে চিদাত্মাসমূহ বুদ্ধির ধর্ম বা কার্যে বর্ণিত হইয়াও ইদানত থাকে জীবের কথায়  
বলা হইরাছে, ইহা সহজে বুঝা যাউতে পারে ।

(৩) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ, আর এ সকলের আধার আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও  
পৃথিবী,—এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা । চক্ষুঃ, শ্রোত্র, স্পর্শ, রসনা, বাকু, এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-  
পুরুষ ও ইহাদের দ্বারা উৎপাদিত নামপ্রপঞ্চ, এতৎসমুদিত দশ পদার্থের নাম অধিপ্রজ্ঞা ও

মাত্রাঃ প্রাণেহপি তাঃ স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা, ইত্যাদিব্রহ্ম-  
ধর্ম্যঃ । তস্মাদব্রহ্মণ এবৈতচ্চুপাধিদ্বয়ধর্মেণ স্বধর্মেণ চৈকমু-  
পাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্ । অন্যত্রাপি মনোময়ঃ প্রাণশরীর  
ইত্যাদাবুপাধিধর্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনমাশ্রিতম্ । ইহাপি তৎ  
স্থজ্যতে । বাক্যসোপক্রমোপসংহারাভ্যামেকার্থত্বাবগমাৎ  
প্ৰাণপ্ৰজ্ঞাব্রহ্মলিঙ্গাবগমাত্ । তস্মাদ্ ব্রহ্মবাক্যমেতদিতি  
সিদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীশাবীৰকমীমাংসাতায্যে সমন্বয়ান্যস্ত প্রথমস্তাধ্যায়স্ত স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ-  
শ্রুতিসম্বন্ধনো নাম প্রথমঃ পাদঃ ।

গতঃ প্রাপ্তত্বাৎ তদনুদ্যাপ্রাপ্তোপাসা ভাবার্থো বিধেয়ঃ । তস্য চ ভেদা-  
ধিধ্যাবুত্তিলক্ষণো বাক্যভেদোহতিস্মুট ইতি ভাষ্যকৃতা নোদঘাটিতঃ । স্ব-  
বাখ্যাথ্যানেনৈবোক্তপ্রায়ত্বাদিতি সর্বমবদাতম ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভাস্কর্যাং  
প্রথমস্তাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

ভাবটী ব্রহ্মভাব । ব্রহ্ম এই তিন্ ভাবে উপাস্য । । তস্মাৎ...গমাত্ ] এই  
জন্যই বলি, দ্বিবিধ-উপাধি-ধর্ম ও স্বধর্ম অমুসা বে ত্রি প্রকারক-ব্রহ্মোপাসনাই  
ঐ বাক্যে বিহিত হইয়াছে । এই উপাসনা একই উপাসনা । অন্য শ্রুতিতেও  
এতরূপ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় । “তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও  
ডাকুপ ।” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন উপাসনার্থ উপাধিধর্ম অব-  
লম্বিত হইয়াছে, নির্দশিত শ্রুতিতেও তেমনি উপাধিধর্ম অবলম্বিত হউক ।  
আধ্যাত্মিক উপক্রমেব (স্বাস্থ্যের) ও উপসংহাবেব (সমাধিব) একরূপতা  
প্রতীত হওয়ায় এবং মধ্যে প্রাণলিঙ্গ, প্রজ্ঞালিঙ্গ ও ব্রহ্মলিঙ্গ অন্তর্ভূত হও-  
য়া । একরূপ বাখ্যা হই সঙ্গত । অতএব কে যত্নকি ব্রাহ্মণস বাক্য ব্রহ্মবাক্য ।

প্রজ্ঞাত্মা । ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞাত্মায় কল্পিত, হৃতবাং তাহারা প্রজ্ঞাত্মা ছাড়া নহে ।  
প্রজ্ঞাত্মা সকল প্রাণে পাবিকল্পিত হৃতবাং তাহারা প্রাণ ছাড়া নহে । ব্রহ্মকল্পিত সর্ব বস্তু  
ব্রহ্ম অবতিরিক্ত, তেমনি, প্রাণকল্পিত প্রজ্ঞা প্রাণের অনতিরিক্ত । এতাবত এই বলা  
হইল যে, প্রাণ সর্বাঙ্গক ও সর্বময় । একপ সর্বাঙ্গকতা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব ।

## দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।



প্রথমে পাদে জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্য জগতোজন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যুক্তম্ । তস্য সমস্তজগৎকার-  
ণস্য ব্রহ্মণোব্যাপিত্বং নিত্যত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বাশ্রয়কল্পমিত্যেব-  
জ্ঞাতীয়কৌশল্য উক্ত এব ভবতি । অর্থাস্তরপ্রসিদ্ধানাং  
কেবাধিচ্ছদানাং ব্রহ্মবিষয়ে হেতুপ্রতিপাদনে কানি-  
চিৎকাণ্যনি সন্দিহ্যমানানি ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতানি । পুন-  
রপ্যন্যানি বাক্যান্যস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গকানি সন্দিহ্যন্তে ।—কিং

অথ দ্বিতীয়ং পাদমারিপূঃ পূর্বোক্তমর্থং স্মারয়তি বাক্যমাগোপবাসিতয়া  
“প্রথমে পাদ” ইতি । উত্তরত্রয়ং হি ব্রহ্মণোব্যাপিত্বনিত্যবাদয়ঃ সিদ্ধবদ্ধে-  
তয়োপদেক্যন্তে । ন চৈতে সাক্ষাৎ পূর্বমুপপাদিতা ইতি হেতুভাবে ন  
শক্যা উপদেষ্টু মिति । অত উক্তম্ ।—“সমস্তজগৎকারণস্য” ইতি । বদ্য-  
পোতে ন পূর্বং কর্তৃত উক্তান্তথাপি ব্রহ্মণোজগজ্জন্মাদিকারণমোপপাদনে-  
নাধিকরণসিদ্ধান্তন্যায়েনোপক্ষিপ্তা ইত্যুপপন্নস্তেবামুত্তরত্রয়ং হেতুভাবে নোপ-  
জ্ঞাস ইত্যর্থঃ । “অর্থাস্তরপ্রসিদ্ধানাং” ইতি । স্বত্বার্থাস্তরপ্রসিদ্ধা এবা-  
কাশপ্রাণজ্যোতিরাদয়ো ব্রহ্মণি ব্যাখ্যায়ন্তে তদব্যক্তিচারিলিঙ্গপ্রবণাঃ তত্র

প্রথম পাদে, ২য় সূত্রে, সমস্ত জগতের কারণ ব্রহ্ম, ইহা কথিত হইয়াছে ।  
পরে জগৎকারণ ব্রহ্ম বিত্ত, নিত্য, সর্বজ্ঞ ও সর্বাশ্রয়, ইহা নির্ণীত হইয়াছে ।  
যে সকল প্রতিপত্তিতে অন্তঃপদার্থবোধক শব্দ থাকার তদ্ব্যতিরিক্ত বাক্যানিচয় ব্রহ্ম-  
প্রতিপাদক হইবে কি না বলিয়া সন্দেহ হয়, কারণপ্রদর্শনপূর্বক সে সকল  
প্রতিরূপ ব্রহ্মপরতা বা ব্রহ্মবোধকতা নির্দ্বারিত হইয়াছে । স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম-  
ধর্ম বলে না, ব্রহ্মতাব ব্যক্ত করে না, এরূপ অনেক প্রতিপত্তি আছে, সে সকল  
প্রতিপত্তি শুনিবা মাত্র সন্দেহ হয়, এ প্রতিপত্তি ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে ।



পরং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি আহোম্মিদর্থাস্তরং কিঞ্চিদিতি ।  
তন্নির্ণয়ায় দ্বিতীয়তৃতীয়পাদাবারভ্যেতে ।

### সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥ \*

ইদমান্নায়তে । সর্বং খলিদং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানান্ ইতি  
শাস্ত্র উপাসীত । অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষোযথাক্রতুরগ্নিং-  
ল্লোকে পুরুষোভবতি তথেষতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুঃ কুর্বাতি  
মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ মনো-

কৈব কথা মনোময়াদীনামর্থাস্তরে প্রসিদ্ধানাং পদানাং ব্রহ্মগোচরঘনির্ণয়ং  
প্রতিভাতিপ্রায়ঃ । পূর্বপক্ষাতিপ্রায়ং যথেষ্টে দর্শয়িষ্যামঃ ।

“ইদমান্নায়তে । “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” । কৃতঃ “তজ্জ্ঞানান্” ইতি । যতঃ  
তস্মাদব্রহ্মণোজায়ত ইতি তজ্জন্ম । তস্মিংশ্চ লীয়ত ইতি তল্লম্ । তস্মিংশ্চা-  
নিতি স্থিতিকালে চেষ্টত ইতি তদন্ জগৎ তস্মাৎ সর্বং খলিদং জগৎ ব্রহ্ম ।  
অতঃ কঃ কস্মিন্ রজ্যতে কশ্চ কং হেষ্টীতি রাগদ্বेषরহিতঃ শাস্ত্রঃ সমুপাসীত ।  
“অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষোযথাক্রতুরগ্নিন্ লোকে পুরুষোভবতি তথেষতঃ প্রেত্য  
ভবতি স ক্রতুঃ কুর্বাতি মনোময়ঃ প্রাণশরীর” ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ ।—  
কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধৈম্যৈঃ শরীর আত্মোপাস্যেত্যেনোপদিষ্টতে আহো-  
না অন্য কিছু বলিতেছে ? সে সন্দেহ নিরাসের জন্য বা সেই সেই বাক্যের  
তাৎপর্যার্থ নির্ণয়ের জন্য সম্প্রতি ২য় ও ৩য় পাদ আরম্ভ হইল ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পঠিত হইয়াছে, “এ সমুদয় ব্রহ্ম । যেহেতু এ সমুদয়  
তজ্জ, তল্ল ও তদন্, সেই হেতু এ সমুদয় ব্রহ্ম । ( তজ্জ = তাঁহা হইতে  
জন্মে । তল্ল = তাঁহাতে লীন হয় । তদন্ = তাঁহাতে স্থিতি করে ও চেষ্টিত  
হয় ) । সেই জন্য, শাস্ত্র অর্থাৎ রাগদ্বेषাদি বর্জিত হইয়া, শত্রু মিত্রাদি  
ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, উপাসনা করিবেক । ( যখন সমস্তই ব্রহ্ম,  
সমস্তই অদ্বয় পরব্রহ্মের প্রতিভাস, তখন আর কে কাহাকে বিদ্বেষাদি

\* সর্বত্র সর্বত্র বেদান্তের, প্রসিদ্ধপ্রসিদ্ধোপদেশাৎ বেদান্তবেদান্ত ব্রহ্মণ এব উপদেশাৎ,  
ছান্দোগ্যবাক্যোপনিষদে ব্রহ্মোপদেশোনির্ণয়তে । তথাচাত্ত্বজ ন জীব উপাস্য ইতি বর্জ্যার্থঃ ।—  
ছান্দোগ্য উপনিষদে “এ সমস্ত ব্রহ্ম” ইত্যাদি ক্রমে যেরূপ উপাসনা অভিহিত হইয়াছে তাহা  
যেরূপই উপাসনা, জীবের মত । হেতু এই যে, সমুদয় বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই উপাস্যব্রহ্ম  
উপাসিত হইতে দেখা যায় । ( ভাষ্যানুবাদ দেখ ) ।

ময়ত্বাদিভির্ধৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিষ্টত্বা-  
হো-  
স্বিদ ব্রহ্মোতি । কিন্তুাবৎপ্রাপ্তং, শারীর ইতি । কৃতঃ, তস্য  
কার্যকরণাধিপতেঃ প্রসিদ্ধোমন আদিভিঃ সম্বন্ধো ন পরস্ব-  
ব্রহ্মণঃ । অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদিপ্রতিভাঃ । নমু  
সর্বং খলিদং ব্রহ্মোতি স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মোপাত্তং কথমিহ

স্বিদব্রহ্মোতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তং শারীরো জীব ইতি । কৃতঃ । কৃতুমিত্যা-  
দিকোন বিহিতাং কৃতুভাবনামনুস্য সৰ্বমিত্যাদিবাক্যং শমশ্বেবিধিঃ । তথা  
চ সৰ্বং খবিদং ব্রহ্মোতি বাক্যং প্রথমপঠিতমপার্থালোচনয়া পরমেব তদর্থোপ-  
জীবিতাৎ । এবঞ্চ সংকল্পবিধিঃ প্রথমোনির্বিষয়ঃ সন্নপর্থাবসান্ বিসম্বাপেক্ষঃ  
স্বয়মনিবৃত্তো ন বিধাস্তরেণোপজীবিতুং শক্যোহুপপাদকত্বাৎ । তস্মাৎ শাস্ত-  
তাগুণবিধানাৎ পূর্বমেব মনোময়ঃ প্রাণশবীর ইত্যাদিভির্বিষয়োপনয়তৈঃ  
সম্বধ্যতে । মনোময়াদি চ কার্যকরণসংঘাতাত্মনোজীবাশ্চন এব নিরুচ্যমিতি  
জীবাশ্চনোপাস্যোনোপরকোপাসনা ন পশ্চাৎ ব্রহ্মণা সম্বন্ধুমহতি । উপপত্তি-  
শিষ্টগুণবরোধাৎ । ন চ সৰ্বং খবিদমিতি বাক্যং ব্রহ্মপরমপি তু শমহেতু-  
বল্লিগদার্থবাদঃ শাস্ততাবিধিপরঃ । পূর্ণেণ জুহোতি তেন হ্রস্বঃ ক্রিয়ত ইতিবৎ ।  
ন চাত্তপবাদপি ব্রহ্মাপেক্ষিততয়া স্বীকৃত্যত ইতি যুক্তম্ । মনোময়ত্বাদিভি-  
র্কাণ্যেবক ১) । অপিচ, পুরুষ ( জীব ) কৃতুময় অর্থাৎ ধ্যানবিকার বা  
ধ্যানানুপাদা । ইহলোকে যে যেমন কৃতু করে ( সংকল্প, ধ্যান বা উপাসনা  
কবে ), শরীর ত্যাগের পর সে সেইরূপ রূপ প্রাপ্ত হয় । এই জন্যই উপ-  
দেশ, সে ( জীব বা পুরুষ ) কৃতু কবাবেক, হ্রদপদ্মসম্পূর্ণমধ্যে মনোময় প্রাণ-  
শবীর প্রভারূপ ও সত্যসংকল্প ধ্যান কবাবেক । ” এ উপদেশে সংশয় এই  
যে, প্রতি মনোময় প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা ( গুণ লইয়া ) জীবাশ্চার উপাসনা  
কবিতে বলিতেছেন ? অথবা পরব্রহ্মের উপাসনা উপদেশ করিতেছেন ?  
পূর্বপক্ষবাদী বলিবেন, ইহা জীবাশ্চার উপাসনা । কেন-না, সকলেই  
জানেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি জীবাশ্চার সঙ্গেই মনঃপ্রভৃতির সম্বন্ধ  
আছে, পরব্রহ্মের সহিত নাই । ব্রহ্মের সহিত মনেব সম্বন্ধ নাই, একথা “তিনি  
অপ্রাণ, অমনা ও বুদ্ধ” ইত্যাদি ঐতিহ্যে উক্ত আছে । [নমু...তাহা]  
যদি বল, “এ সমুদায় ব্রহ্ম” এই মূল বাক্যে ব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছেন, অথচ  
জীবেব উপাস্যতা বলিতেছ, ইহার কারণ কি ? কারণ আছে । কারণ

শারীর আত্মোপাস্য ইত্যশঙ্ক্যতে । নৈষ দোষঃ । নেদং  
বাক্যং ব্রহ্মোপাসনবিধিপরং, কিন্তুর্হি, শমবিধিপরম্ । যৎ-  
কারণং, সর্বং বলিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীতে-  
ত্যাং । এতচ্ছব্দং ভবতি—যস্মাৎ সর্বমিদং বিকারজাতং  
ব্রহ্মৈব তজ্জজ্ঞাতুল্লভাতদনন্তাচ্চ । ন চ সর্বমৈকোত্তরে  
রাগাদয়ঃ সম্ভবন্তি । তস্মাৎ শাস্ত্র উপাসীতেতি । ন চ  
শমবিধিপরত্বে সত্যেনেব বাক্যেন ব্রহ্মোপাসনং নিয়ন্তুং  
শক্যতে । উপাসনম্ভু, স ক্রতুঃ কুব্বীতেত্যেনেব বিধীয়তে ।  
ক্রতুঃ সঙ্কল্পোধ্যানমিত্যর্থঃ । তস্য চ বিষয়ত্বেন শ্রুয়তে,

ধর্মৈর্জীবে সূত্রসিদ্ধৈর্জীববিষয়সম্পর্গেনানপেক্ষিতত্বাৎ । সর্বকল্পমাদি চ  
জীবস্য পর্যায়েণ ভবিষ্যতি । এবঞ্চাণীয়ত্বমপ্যুপপন্নম্ । পরমাত্মনস্তপরি-  
মেষস্য তদনুপপত্তিঃ । প্রথমাবগতেন চাণীয়ত্বেন জ্যায়ত্বং তদনুগুণতয়া  
ব্যাখ্যায়ম্ । ব্যাখ্যাতক ভাব্যকৃতা । এবং কর্মকর্তৃব্যাপদেশঃ সপ্তমী প্রথমা-  
ন্তত্যা চাতেদেহপি জীবাত্মনি কথঞ্চিদ্ভেদোপচারেণ রাহোঃ শিব ইতিবৎ  
দ্রষ্টব্যঃ । এতদ্ব্রজেতি চ জীববিষয়ং জীবস্যাপি দেহাদিবৃৎগতেন ব্রহ্মত্বাৎ ।  
এবং সত্যসংকল্পাদয়োহপি পরমাত্মবর্তিনো জীবোহপি সম্ভবন্তি তদব্যাতি-

এই যে, ঐ বাক্য ব্রহ্মোপাসনবিধায়ক নহে । উহা শম-শুণেব বিধায়ক ।  
শান্তিবিধানের অন্তর্গত ঐ বাক্যে ব্রহ্মের উল্লেখ, ইহা বুঝিতে হইবে ।  
[ এতচ্ছব্দং...সীতেতি ] শাস্ত্র উপাসীত, এ বাক্যে এইরূপ অভিহিত হই-  
তেছে যে, যেহেতু এ সকল ব্রহ্মজাত—সেই হেতু এ সমস্তই ব্রহ্ম । যেহেতু  
এ সকল ব্রহ্ম—সেই হেতু জীব ভেদবুদ্ধি বর্জনপূর্বক নাগদেবাদিরহিত  
হইবেক । অতএব রাগদেবাদিরাহিত্যরূপ শম-শুণই উক্ত বাক্যের বিধেয় ।  
[ ন চ...সনমিতি ] ঐ বাক্য শম-শুণের বিধায়ক, ইহা স্থিৎ হইলে, পুনর্বার  
তখন আর ঐ বাক্যে উপাসনার বিধান হইবে না । উপাসনাবিধান  
“ক্রতুঃ কুব্বীত—ক্রতু (উপাসনা) করিবেক” এই বাক্যেই হইয়াছে ।  
ক্রতু, সংকল্প, ধ্যান উপাসনা, এ সকল পর্যায়াশব্দ অর্থাৎ তুল্য কথা ।  
ক্রতুর বিষয় কি ? অর্থাৎ কিরূপ ধ্যান করিবেক ? এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের  
নিমিত্ত প্রতি “মনোময়” ইত্যাদি কথা বালিয়াছেন অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি

মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইতি জীবলিঙ্গম্। অতোক্রমোজীব-  
বিষয়ম্বেতদুপাসনমিতি। সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকাম ইত্যাদ্যপি  
আয়মানঃ পর্যায়েণ জীববিষয়মুপপদ্যতে। এষ আত্মা-  
হস্তর্হৃদয়েহীমান ব্রীহেৰ্ব্ব। যবাস্থেতি চ হৃদয়ায়তনত্বমণীয়-  
স্বক্ আরাগ্রমাভ্রম্য জীবস্যাবকল্পতে নাপরিচ্ছিন্নস্য ব্রক্ষণঃ।  
ননু জ্যায়ান্ পৃথিব্যা ইত্যাদ্যপি ন পরিচ্ছিন্নেহবকল্পত ইতি,  
অত্র ক্রমঃ। ন তাবদণীয়স্বং জ্যায়স্বক্ণোভয়মেকশ্চিন্ সমা-  
শ্রয়িতুং শক্যং বিরোধাত্। অন্যতরাশ্রয়ণে চ প্রথমশ্রুত-  
ত্বাদণীয়স্বং যুক্তমাশ্রয়িতুং জ্যায়স্বক্ণ ব্রক্ষণভাবাপেক্ষয়া তবি-

রেকাত্। তস্মাজীব এবোপাস্যত্বেন বিবক্ষিতো ন পরমাশ্রয়িত প্রাপ্তম্।  
এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে।—

সমাসঃ সৰ্ব্বনামার্থঃ সন্নিবৃত্তমপেক্ষতে।

ভুক্তিতার্থোহপি সামান্যঃ নাপেক্ষায় নিবর্তকঃ ॥

তস্মাদপেক্ষিতং ব্রক্ষণ গ্রাহমন্যপরাদপি।

তথা চ সত্যসংকল্পপ্রভৃতীনাং স্বার্থতা ॥

তবেদেতদেবং যদি প্রাণশরীর ইত্যাদীনাং সাক্ষাজীববাচকত্বং ভবেৎ।  
ন ত্বেতদন্তি। তথাহি।—প্রাণঃ শরীরমসোতি সৰ্ব্বনামাধৌবহব্রীহিঃ।

গুণ যোগ করিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। এ কথা জীবেরই কথা। সেই  
জন্ত বলি, উহা পরব্রহ্মের উপাসনা নহে; জীবের উপাসনা। [সৰ্ব্ব...  
ব্রক্ষণঃ] উক্ত শ্রুতিতে যে সৰ্ব্বকাম ও সৰ্ব্বকৰ্ম্ম প্রভৃতি কথা আছে সে সকল  
কথা জীবলিঙ্গেরও সঙ্গত হয়। “হৃদয়াহ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা  
ও অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র।” এরূপ স্থানকল্পনা ও ক্ষুদ্রতাকল্পনা পরিচ্ছিন্ন জীব  
ভিন্ন অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। [ননু...উপাস্যঃ] যদি বল,  
পরিচ্ছিন্ন জীবের “তিনি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষাও বড়” এই  
সকল কথা সঙ্গত হয় না, তাহার প্রভূতত্ব এই যে, একাধারে পরস্পরবিরুদ্ধ  
অণু ও বৃহৎ এই দুই ধর্মের সমাবেশ সম্ভাবনা নাই, সুতরাং হয় ক্ষুদ্রতা  
না হয় বৃহত্তা স্বীকার করিতে হইবে। একটা গ্রহণ করিলে হইলে প্রথম  
শ্রুত অণু গ্রহণ করাই যুক্ত অর্থাৎ উচিত, অনন্তর বৃহৎ ধর্মটিকে

ম্যতি। নিশ্চিতং চ জীববিষয়ত্বে যদন্তে ব্রহ্মসংকীৰ্ত্তনমেতদ্-  
ব্রহ্মেতি তদপি প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাজ্জীববিষয়মেব। তস্মাৎ  
মনোময়ত্বাদিভির্ধর্মৈর্জীব উপাস্য, ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—  
পরমেব ব্রহ্মেহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্মৈর্জীব উপাস্যম্। কৃতং।  
সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ। যৎ সর্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং  
ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য চালম্বনং অগৎকারণমিহ চ সর্বং খল্বিদং  
ব্রহ্মেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং তদেব মনোময়ত্বাদিধর্ম-  
বিশিষ্টমুপদিষ্টং ইতি যুক্তম্। এবং সতি প্রকৃতহানা প্রকৃত-

সম্বিহতঞ্চ সর্বনামার্থং সম্প্রাপ্য তদভিধানং পর্যাবসোয়। তত্র মনোময়পদং  
পর্যবসিতাভিধানং তদভিধানপর্যাবসানায়ালং তদেব তু মনোবিকারো বা  
মনঃপ্রচুরং বা কিমর্থমিত্যাদ্যপি ন বিজ্ঞায়তে। তদ্ যেনৈষ শব্দঃ সম-  
বেতার্থোভবতি স সমাসার্থঃ। ন চৈষ জীব এব সমবেতার্থো ন ব্রহ্মণীতি  
তস্যাঃ প্রাণোক্তমনা ইত্যাদিভিস্তদ্বিবহ্রতিপাদনাদিতি যুক্তম্। তস্যাপি  
সর্ববিকারকাবণতয়া বিকারাণাঞ্চ স্বকাবণাদভেদাৎ তেষাঞ্চ মনোময়তয়া  
ব্রহ্মণস্তৎকাবণস্য মনোময়ত্বোপপত্তেঃ। স্যাদেতৎ। জীবস্য সাক্ষ্যম্নো-  
ময়ত্বাদয়ো ব্রহ্মণস্ত তদ্বাবা। তৎ প্রথমং দ্বারস্য বুদ্ধিহৃত্যন্তদেবোপাস্যমন্ত ন  
পুনর্জঘন্যং ব্রহ্ম। ব্রহ্মলিঙ্গানি চ জীবস্য ব্রহ্মণোভেদাজ্জীবোপ্যাপত্যাস্তে।  
তদেতদত্র সম্প্রধায়াম্। কিং একলিঙ্গৈর্জীবানাং তদভিধানামন্ত তদ্বতা, তথা  
চ জীবস্য মনোময়ত্বাদিভিঃ প্রথমমবগম্য তসৌবোপাস্যম্, উত ন জীবস্ত

আপেক্ষিকরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। (অর্থাৎ জীবে ব্রহ্মভাব থাকাতে জীব  
সে ভাবে বড়)। এইরূপে নিদর্শিত বাক্যেব জীববোধকতা হিঁয় হইলে  
বাক্যশেষস্থিত ব্রহ্মশব্দ জীববাচী বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে; সূত্ররূপে  
নিদর্শিত বাক্যে মনোময়ত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট জীবই উপাস্য। [ইত্যেবং..  
দেশাৎ] এতদ্রূপ পূর্ণপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে হইল, ঐ বাক্যে ব্রহ্মই  
মনোময়ত্বাদি ধর্ম উপাস্য। উহা ব্রহ্মোপাসনা, জীবোপাসনা নহে। চেতু  
এই যে, সমুদায় বেদান্তে প্রসিদ্ধেব অর্থাৎ বিখ্যাত ব্রহ্মেব উপদেশ দৃষ্ট হয়।  
[যং..উপদিষ্টতঃ] যিনি সমুদায় বেদান্তে বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মশব্দের আল  
ম্বন, যিনি অগৎকাবণ, তিনিই ঐ আবস্তবাক্যে শ্রুত হইয়াছেন এবং  
তিনিই মনোময়ত্বাদিধর্ম উপদিষ্ট হইতেছেন। এই অর্থই যুক্তিযুক্ত, এ অর্থ

প্রক্রিয়ে ন ভবিষ্যতঃ । ননু বাক্যোপক্রমে শমবিধিবিবক্ষয়া  
ব্রহ্ম নির্দিষ্টং ন অবিবক্ষয়েত্যুক্তম্ । অত্রোচ্যতে । যদ্যপি  
শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দিষ্টং তথাপি মনোময়ত্বাদিবৃপদিশ্চ-  
মানেষু তদেব সন্নিহিতং ভবতি । জীবন্ত ন সন্নিহিতো ন চ  
অশব্দেনোপাত্ত ইতি বৈষম্যম্ ॥ ১ ॥

## বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ ॥ ২ ॥ \*

ব্রহ্মলিঙ্গবস্তা তদতিরস্যাপি, জীবলিঙ্গৈস্ত ব্রহ্ম তৎ৷ । তথা চ ব্রহ্মলিঙ্গানাং  
দর্শনাৎ তেষাঞ্চ জীবৈঃসুপপত্তে ব্রহ্মবোপাস্যমিতি । বস্তু পশ্যামঃ।—

সমাবোপাস্য রূপেণ বিষয়োক্তপবান্ তবেৎ ।

বিষয়স্য তু রূপেণ সমারোপ্যং ন রূপবৎ ॥

সমাবোপিতস্য হি রূপেণ ভূজঙ্গস্য ভীষণত্বাদিনা রজ্জু রূপবতী ন তু  
রজ্জুরূপেণাধিগম্যত্বাদিনা ভূজঙ্গোক্তপবান্ । তদা ভূজঙ্গত্বৈবাত্মত্বাৎ কিং  
রূপবৎ । ভূজঙ্গদশায়াস্ত ন নাস্তি বাস্তবী রজ্জুঃ । তদ্বিহ সমারোপিতজীব-  
রূপেণ বস্তুসদ ব্রহ্ম রূপবৎ যজ্যতে ন তু ব্রহ্মকটৈর্নিত্যত্বাদিভিজীবন্তদ্বান্  
ভবিতুমর্হতি তস্য তদানীমসম্ভবাৎ । তস্মাদব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাচ্চীবে চ তদ-  
সম্ভবাদব্রহ্মবোপাস্যং ন জীব ইতি সিদ্ধম্ । এতদুপলক্ষণায় চ সর্বং খবিশং  
ব্রহ্মেতি বাক্যমুপন্যস্তমিতি ।

প্রকৃতত্বান ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া দোষ নাই। [ননু ..বৈষম্যম্] বলিয়াছিলে  
যে, শম-গুণ বিধানের ইচ্ছায় ঐ আরম্ভবাক্যে ব্রহ্ম কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, ব্রহ্ম  
বলিবার ইচ্ছায় নহে। ইহাব প্রত্যাগুপার্থ আমরা বলি, শমগুণ বিধানের  
ইচ্ছায় আবম্ভবাক্যে ব্রহ্ম বলা হইলেও মনোময়ত্বাদিধর্মের উপদেশকালে  
ব্রহ্মই সেই সেই ধর্মের বিশেষরূপে সন্নিহিত হন। জীব ঐ স্থানে বৃদ্ধি-  
পথাক্রম হন না এবং ঐ স্থানে জীবশব্দও নাই। (তাৎপর্য এই যে,  
নিকটে জীবশব্দ না থাকায় পূর্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি বিশবণের  
বিশেষরূপে বৃদ্ধিগোচর হন। সুতরাং ঐ বাক্যে জীববৃদ্ধি জন্মে না)।

\* বিবক্ষিতা উপাসনার্থমুপাধেরত্নোক্তিহিতা গুণাঃ সত্যস-কল্পদায়ক- তেষাং উপপত্তিঃ  
সদৃশিঃ ব্রহ্মণোর বতো ভবতি ততো ব্রহ্মবোপাস্যমিতিভূত্বাৎ।—যেহেতু উপাসনার্থ  
নবাদের সত্যসম্ভবাদিগুণ পরব্রহ্মই সত্য হই, সেই হেতু পরব্রহ্মই উপাস্য।

বক্তুমিচ্ছা বিবক্ষিতাঃ। যদ্যপ্যপৌরুষেয়ে বেদে বক্তু-  
রভাবান্নেচ্ছার্থঃ সম্ভবতি তথাপ্যুপাদানেন ফলেনোপ-  
চর্য্যতে। লোকে হি যৎ শব্দাভিহিতমুপাদেয়ং ভবতি  
তদ্বিবক্ষিতমিত্যুচ্যতে, যদমুপাদেয়ং তদবিবক্ষিতমিতি,  
তদ্বৎসেদেহপ্যুপাদেয়েনোভিহিতং বিবক্ষিতং ভবতীতরদবিব-  
ক্ষিতম্। উপাদানামুপাদানে তু বেদবাক্যে তাৎপর্যা-  
হতাৎপর্যাভ্যামবগম্যোতে। তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা  
উপাসনায়ামুপাদেয়েনোপদিষ্টাঃ সত্যসঙ্কল্পপ্রভৃতয়ঃ, তে  
পরশ্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। সত্যসঙ্কল্পহং হি সৃষ্টিস্থিতি-

“যদ্যপ্যপৌরুষেয়” ইতি।—শাস্ত্রযোনিচ্ছেদপীত্বস্য পূর্বপূর্বসৃষ্টিরচিত-  
সম্বর্তাপেক্ষরচনেনোপাদান্যাদপৌরুষেয়ত্বাভিধানং তথা চান্বাতক্লোণ বিবক্ষা  
নাস্তীত্যুক্তম্। পরিগ্রহপবিত্যাগৌ চোপাদানামুপাদানে উক্তে ন তুপা-  
দেয়ত্বমেব। অন্যথোদ্দেশ্যতয়াহুপাদেয়স্য গ্রহাদেববিবক্ষিতত্বেন চমস-  
দাবপি সম্মার্গ প্রসঙ্গাৎ। তন্মাদমুপাদেয়েহপি গ্রহ উদ্দেশ্যতয়া পবিগৃহীতো-  
বিবক্ষিতঃ। তদগতং ত্বেকত্বমবচ্ছেদকত্বেন বর্জিতমবিবক্ষিতম্। ইচ্ছানিচ্ছে  
চ ভুক্তিতঃ। তদিদমুক্তং,—“বেদবাক্যতাৎপর্যাভ্যামবগম্যোতে”

বক্তা বাহ্য বলিতে ইচ্ছা করে তাহা বিবক্ষিত। যদিও বেদেব বক্তা  
নাই, বক্তা না থাকায় বিবক্ষা সম্ভব হয় না, তথাপি, উপাদেয় (স্বীকার্য বা  
গ্রহীতব্য) ফলেব প্রতি বিবক্ষা-শব্দ উপচরিত হইতে পারে। [লোকে...  
পদ্যতে] লোকব্যবহাব পর্য্যবেক্ষণ কবিলে দেখিতে পাইবেন, শব্দ-জ্ঞাপ্য  
বস্তু উপাদেয় নামে কথিত হয়। বাহ্য উপাদেয়রূপে কথিত হয়, লোকে  
তাহাকেই বিবক্ষিত বলে। বাহ্য তদ্বিপরীত, তাহাকে অবিবক্ষিত বলে।  
এইরূপ, বেদে বাহ্য উপাদেয় (গৃহীতব্য) বলিয়া কথিত আছে,—তাহাই  
বেদের বিবক্ষিত এবং বাহ্য তদ্বিপরীত অর্থাৎ পবিত্যাক্যরূপে অভিহিত,—  
তাহা অবিবক্ষিত। বাক্যেব তাৎপর্য্য ও অতাৎপর্য্য অনুসারেই উপদেয়  
ও অমুপাদেয় স্থির হয়। [তদিহ...পদ্যতে] নিরূপিত ঐততে যে-সকল  
গুণ বিবক্ষিত (উপাসনাধ গৃহীতব্যরূপে কথিত) হইয়াছে, সেই সকল  
সত্যসংবাদি গুণ পরব্রহ্মেই সঙ্গত হয় (খাটে)। [সত্য . পদ্যতে] সৃষ্টি-

সংহারেহ প্রতিবন্ধশক্তিহাৎ পরমাত্মনোহিবকল্প্যতে । পর-  
মাত্মগুণত্বেন চ, “য আত্মাহুপহতপাপা” ইত্যত্র “সত্যকামঃ  
সত্যসংকল্পঃ” ইতি শ্রুতং আকাশাত্মা ইত্যাদিনা । আকাশ-  
বদাত্মাহস্যেত্যর্থঃ । সর্বগতত্বাদিভির্ধৈম্যৈঃ সম্ভবত্যাকাশেন  
সাম্যং ব্রহ্মণঃ । “জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ” ইত্যাদিনা চৈতদেব  
দর্শয়তি । যদপ্যাকাশ আত্মাহস্য ইতি ব্যাখ্যায়তে তদপি  
সম্ভবতি সর্বজগৎকারণস্য সর্বাত্মনো ব্রহ্মণ আকাশাত্মত্বম্ ।  
অতএব সর্বকর্মেত্যাদি । এবমিহোপাস্যতয়া বিবক্ষিতা  
গুণা ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে । যত্ভূতং মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইতি  
জীবলিঙ্গং ন তদব্রহ্মণ্যুপপদ্যত ইতি, তদপি ব্রহ্মণ্যুপ-  
পদ্যত ইতি ক্রমঃ । সর্বাত্মত্বাদি ব্রহ্মণো জীবসম্বন্ধীনি  
মনোময়ত্বাদীনি ব্রহ্মসম্বন্ধীনি ভবন্তি । তথাচ ব্রহ্মবিষয়ে

ইতি । যৎপবং বেদবাক্যং তৎ তেনোপাত্তং বিবক্ষিতম্ । অতঃপবেণ  
চানুপাত্তমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥

স্তিতি-সংহাব-বিষয়ে অপ্রতিহত শক্তি থাকান ব্রহ্মই সত্যসংকল্প । পাপ-  
রাহিত্য গুণটীও পরমাত্মগুণ । সেই জন্যই প্রতি তাঁহাকে সত্যকাম  
ও সত্যসংকল্প বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । ব্রহ্ম সর্বগতত্বাদি বিবৃদ্ধর্থে  
আকাশের সহিত সমান, তৎকারণে তিনি আকাশাত্মা । জীব আকাশাত্মা  
নহে । আকাশ বাহ্যর আত্মা, একরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সর্বাত্মক ও  
সর্বজগৎকারণ পরব্রহ্মের আকাশাত্মতার ব্যাঘাত হয় না এবং সেই  
কারণে তাঁহাকেই সর্বকর্মা বলি যায়, অন্যকে নহে । এইরূপে, শ্রুতভূত  
বিবক্ষিত (উপাসনার্থ গ্রহীতব্যরূপে কথিত) সমুদায় গুণই পরব্রহ্মে  
উপপন্ন হয় । [যত্ভূতং...ভবন্তি] বলিয়াছিবে যে, মনোময় ও প্রাণ-  
শরীর, এ দুইটা জীবচিহ্ন, এ দুইটা জীব ভিন্ন ব্রহ্মে পাটে না, ইহাতেও  
আমরা বলি, ই দুইটাও (মনোময়ত্ব ও প্রাণশরীরত্ব) ব্রহ্মপক্ষে ব্যক্তিভে-  
দপারে । ব্রহ্ম যখন সর্বাত্মক, তখন অবশ্যই জীবসম্বন্ধীয় মনোময়ত্বাদিধর্মও  
একধর্ম । এ কথা কে অস্বীকার করিবে? [তথাচ...গম্যতে] ব্রহ্ম



শ্রুতিস্মৃতি ভবতঃ ।—ত্বং জ্ঞী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা  
কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো-  
মুখ ইতি । সর্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহক্ষিণিরো-  
মুখম্ । সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ইতি  
চ । অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইতি চ শ্রুতিঃ শুদ্ধব্রহ্মবিষয়া ।  
ইয়ন্ত শ্রুতিঃ মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইতি সত্ত্বগব্রহ্মবিষয়োতি  
বিশেষঃ । অতো বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ পরমেব ব্রহ্মেহো-  
পাস্তত্বেনোপদিষ্টমিতি গমাতে ॥ ২ ॥

## অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥ \*

সাদেতৎ । যথা সত্যসংকল্পাদয়োত্রক্যাপদ্যন্তে এবং শারীরেহুপপ-  
ত্তস্যান্তে শাবীবস্যা ব্রহ্মণোহভেদাৎ । শারীরগুণা ইব মনোমবহাদবো-  
ত্রক্যগীত্যত আহ সূত্রকাবঃ ।

সর্বাঙ্কক, এ সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণ আছে । যথা—“তুমি  
জ্ঞী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী । যিনি বৃদ্ধ—যিনি যষ্ট  
অবলম্বনে গমনাগমন করেন—তিনি তুমি এবং যিনি বালক—অদ্য-  
প্রস্থত—তিনিও তুমি ।” “যাহাব হস্ত পদ সর্ব দিকে, যাহাবই মস্তক,  
মুখ ও চক্ষু সর্বত্র, যাহারই শ্রোত্র অর্থাৎ কণ সমস্তলোকে দৃষ্ট হয়, তিনি  
এ সকল আক্রমণ বা আবরণ করিয়া বিস্রাজ করিতেছেন ।” এতদ্বিল,  
সর্বদ্বন্দ্বাতীত শুদ্ধব্রহ্মবোধিকা শ্রুতিও আছে । যথা—“তিনি অপ্রাণ,  
অমনা ও শুভ্র অর্থাৎ শুণাতীত ।” “তিনি মনোময় ও প্রাণশরীর” ।  
এ শ্রুতিটী সত্ত্বগ-ব্রহ্ম-বোধিকা । এই জন্যই বলি, বিবক্ষিত গুণ সকল—  
সত্যব্রহ্মাদি ধর্ম সকল—পবব্রহ্মেই উপপন্ন হয় সূত্ররূপে উক্ত শ্রুতিতে পর-  
ব্রহ্মই উপাত্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন ।

\* বস্তুাৎ বিবক্ষিতানাং মনোমবহাদীনাং গুণানাং কবেহুপপত্তিঃ তন্ময়াং নাইত্র  
শাবীরোজীব উপাস্যঃ ।—ব্রহ্মে জীবধর্ম উপপন্ন হইতে পাবে (বাটিতে পাবে), কিন্তু জীব  
একধর্ম উপপন্ন হইতে পাবে না (বাটান যায় না) । এ কারণ, জীব এ বাক্যের বিষয়  
অর্থাৎ উপাস্যরূপে উপদিষ্ট নহে ।

পূর্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা  
অনেন শরীরে তেষামুপপত্তিরুক্ত্যতে। তু-শব্দোবধারণার্থঃ  
ব্রহ্মৈবোক্তেন ন্যায়েন মনোময়ত্বাদিগুণং ন তু শ  
জীবো মনোময়ত্বাদিগুণঃ। যৎ কারণং, সত্যসংকল্প আকাশা-  
ত্বাহবাক্যহনাদরো জ্যায়ান্ পৃথিব্যা ইতি চৈবজাতীয়কা গুণা  
ন শরীরে আঞ্জস্যোনোপপদ্যন্তে। শরীর ইতি শরীরে  
ভব ইত্যর্থঃ। নহীশ্বরোহপি শরীরে ভবতি। সত্যং শরীরে  
ভবতি ন তু শরীর এব ভবতি। জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যয়া-  
নস্তরিকাদাকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্য ইতি চ ব্যাপিত্বপ্রব-

অনুপপত্তেবিতি। হুত্রং ব্যাচটে। পূর্বেণেতি। সর্কীয়ত্বাদিরুক্তত্বায়ঃ।  
কল্পিতস্য ধর্মঃ অধিষ্ঠানে সম্বন্ধান্তে, ম অধিষ্ঠানধর্ম্যাঃ কল্পিত ইতি ভাবঃ।  
অধিষ্ঠানজ্ঞানকালে কল্পিতধর্মীভাবাৎ। বাগেব বাকঃ গোহস্যাত্তীতি  
বাকী। ন বাকী অবাকী অনিচ্ছিয় ইত্যর্থঃ। কুত্ৰাপ্যাদয়ঃ কামোহস্য  
নাস্তীত্যনাদবঃ নিত্যত্বপ্ত ইত্যর্থঃ। জ্যায়ত্বাদ্যনুপপত্তৌ শরীর ইতি পরি-

পূর্বসূত্রে ব্রহ্মে বিবক্ষিত গুণের (মনোময়ত্বাদি গুণের) সঙ্গতি দেখান  
হইয়াছে, এক্ষণে এ সূত্রেব দ্বারা জীবের সে সকল গুণের অসমাবেশ দেখান  
দাইতেছে। তু শব্দের অর্থ অবধারণ। ব্রহ্ম সর্কীয়ত্ব, তদনুসারে ব্রহ্মই  
মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট হন, কিন্তু জীব তদ্রূপগুণবিশিষ্ট হন না। [ ৪৭...  
পদ্যান্তে ] কারণ এই যে, সত্যসংকল্প, আকাশাত্ব, অবাকী (অনিচ্ছিয়),  
অনাদর (বাহার কিছুতেই আদর বা কামনা নাই) অর্থাৎ নিত্যত্বপ্ত,  
পৃথিব্যাদি হইতে জোষ্ঠ, ইত্যাদি ইত্যাদি গুণ বা ধর্ম (বিশেষণ) শরীরে  
(জীবের) সারসারূপে উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ জীব-স্বভাবে সঙ্গত হয়  
না (পাটে না)। শরীর অর্থাৎ শরীরাবস্থিত জীব। [ নহু-বৃত্ত্যভাবাৎ ]  
যদি বল, ঈশ্বরও শরীর; কেননা তিনিও শরীরে আছেন; শরীরে  
আছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে কেবল শরীরেই আছেন, এমত নহে।  
তিনি অন্তর্যম ও আছেন। ঈশ্বর শরীরে আছেন, বাহিরেও আছেন, এ কথা  
“তিনি অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বড়, আকাশের ত্তার সর্বগত ও নিত্য” ইত্যাদি  
ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিহিত আছে। কিন্তু জীব কেবলমাত্র শরীরে আছেন,

ণাৎ । জীবন্ত শরীর এব ভবতি । তস্য ভোগাবিষ্ঠানাৎ  
শরীরাদন্যত্র বৃত্ত্যভাবাৎ ॥ ৩ ॥

## কর্মকর্তৃব্যাপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥ \*

ইতচ্চ ন শারীরো মনোময়ত্বাদিগুণঃ । যস্মাৎ কর্মকর্তৃ-  
ব্যাপদেশো ভবতি ।—এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাহস্মীতি ।  
এতমিতি প্রকৃতং মনোময়ত্বাদিগুণমুপাস্যমাত্মানং কর্মত্বেন  
প্রাপ্যত্বেন ব্যাপদিশতি । অভিসম্ভবিতাহস্মীতি শারীরমুপা-  
সকং কর্তৃত্বেন প্রাপকত্বেন । অভিসম্ভবিতাহস্মীতি প্রাপ্তা-  
স্মীত্যর্থঃ । ন চ সত্যং গতাবেকস্য কর্মকর্তৃব্যাপদেশো

ক্ষেপো হেতুঃ স্তত্রোক্তঃ । স তু জীবন্যেব মেধরস্যোত্যাহ । সত্যমিত্যাদিনা ।  
( ইতি ব্রহ্মপ্রভা ) ।

প্রাপকত্বেন ব্যাপদিশতীতি সম্বন্ধঃ । কর্মকর্তৃব্যাপদেশপদস্যার্থান্তরমাহ—  
“তথোপাস্যেতি” । ( ইতি ব্রহ্মপ্রভা ) ।

অন্যত্র নাই । ভোগাধার শরীর ছাড়া অন্য স্থানে তাঁহার বিস্পষ্ট বিকাশ  
নাই । তজ্জন্যই তাঁহাকে ( জীবকে ) শারীর বলা যায়, ঈশ্বরকে নহে ।

জীব যে মনোময়ত্বাদি ধর্ম উপাস্য নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে ।  
সে অন্য হেতু কর্মকর্তৃব্যাপদেশ । অর্থাৎ প্রাপ্যপ্রাপকত্বাবের উপদেশ ।  
কথা—“আমি ( উপাসক ) দেহপাতের অনন্তর ইহাঁকে ( আমার পূর্বোপাস্য  
মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট আত্মাকে ) প্রাপ্ত হইয়াছি” বৃক্ষিরা দেখ, প্রতি  
“এতৎ” শব্দের দ্বারা মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উপাস্য আত্মাকে প্রাপ্য এবং  
‘প্রাপ্ত হইয়াছি’ এই কথার দ্বারা উপাসক জীবকে তাহার প্রাপক বলি-

\* যস্মাৎ মনোময়ত্বাদিগুণমুপাস্যঃ কর্মত্বেন ( প্রাপ্যত্বেন ) উপাসকত্ব শারীরং কর্তৃত্বেন  
( প্রাপকত্বেন ) ব্যাপদিশতি প্রতি: তস্মাৎ অপি ন শারীরো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্ট ইতি  
পুরণীয়ম্—প্রতি উপাস্য-মনোময়-আত্মাকে উপাসক-শরীরের প্রাপ্য বলিয়াছেন । এত-  
আত্মাও নিত্য হয়, উক্ত মনোময় উপাস্য, জীব নহে । ( কাব্যাত্মবাদ দেখ ) ।

বৃত্তঃ । তথোপাস্যোপাসকভাবোহপি ভেদাধিষ্ঠান এব ।  
তস্মাদপি ন শারীরো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ ॥ ৪ ॥

### শব্দবিশেষাবাৎ ॥ ৫ ॥ \*

ইতচ্চ শারীরাদন্যো মনোময়ত্বাদিগুণঃ, যস্মাচ্ছব-  
বিশেষো ভবতি সমানপ্রকরণে ঐক্যভাবেন । যথা, ব্রীহিক্বা  
যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবময়মন্তরাঙ্ক-  
পুরুষো হিরণ্ময় ইতি শারীরস্যাত্মনোহন্যাঃ শব্দোহভিধা-  
য়কঃ সপ্তম্যন্তোহন্তরাঙ্কমিতি তস্মাদ্বিশিষ্টোহন্যাঃ প্রথ-  
মাস্তুঃ পুরুষশব্দো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টস্যাত্মনোহভিধায়কঃ ।  
তস্মাদ্তরোৰ্ভেদোহধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

একার্থম্বেবাহত্ব প্রকরণস্য সমানত্বম্ । অন্তরাঙ্কমিতি বিভক্তিলোপ-  
শাস্তমঃ । শব্দরোক্ষিণেবো বিভক্তিভেদঃ । অন্তরোৰ্ভেদ ইতি হৃতার্থঃ ।  
( ইতি ব্রতপ্রভা ) ।

রাছেন । উপায় থাকিতে এক বস্তুর প্রতি ঐরূপ কর্মকর্তব্যপদেশ স্বীকার  
করিবে কেন ? অপিচ, ভেদ বা ভিন্নতা না থাকিলে উপাস্য-উপাসক-ভাব  
সংঘটন হয় না, সে হেতুতেও জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম উপাস্য নহে বসিয়া  
স্থির হয় । ( অতিপ্রায় এই বে, জীব জীবের উপাস্য, ইহা অসম্ভব ) ।

বোধক শব্দের বিভিন্নতা হেতু জীব মনোময়ত্বাদি গুণে উপাস্য নহে ।  
সমানপ্রকরণ অন্য ঐক্যভাব বর্ণিত হইয়াছে, "ব্রীহি, যব, শ্যামাক ও  
শ্যামাক-তণ্ডুল বক্রপ, অন্তরাঙ্ক হিরণ্ময় পুরুষও তক্রপ ।" এই ঐক্য জীবকে  
সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত অন্তরাঙ্ক-শব্দে এবং মনোময়ত্বাদিগুণ যোগে উপাস্য  
পরমাত্মাকে প্রথমাবিভক্ত্যন্ত পুরুষ-শব্দে উপদেশ করিয়াছেন । এই  
ভেদ ( বোধক শব্দের বিভিন্নতা ) উক্ত উভয়ের বিভিন্নতা বুকাইয়া দেয় ।

\* শারীরভাবায়ক-মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টোপাস্যভাবায়ক-রোক্ষিণেবো বিভক্তি-  
ভেদেন ভেদাৎ তদন্যঃ শারীরোমনোময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ শব্দভেদাদর্থভেদ ইতি বাচ্যং ।—বোধক  
শব্দের ভিন্নতা থাকাতোও জীব মনোময়ত্বাদিধর্ম উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য, ইহা  
জানিতে পারা যায় ।

## স্মৃতিশ্চ ॥ ৬ ॥ \*

স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোৰ্ভেদং দর্শয়তি, ঈশ্বরঃ সৰ্ব-  
ভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ব্রাহ্ময়ন্ সৰ্বভূতানি  
যজ্ঞাক্রুতানি মায়ায়া ইত্যাদ্যা। অত্রাহ। কঃ পুনরয়ং  
শারীরো নাম পরমাত্মনোহন্যো বঃ প্রতিষিধ্যতে, অনুপ-  
পত্তেষ্ট্ব ন শারীর ইত্যাদিনা। অতিস্ব নান্যোহতোহস্তি  
দ্রষ্টা নান্যোহতোহস্তি শ্রোতা ইত্যেবজ্ঞাতীয়কা পরমা-  
ত্মনোহন্যমাত্মানং বারয়তি। তথা স্মৃতিরপি, ক্ষেত্রেজ্ঞঞ্চাপি  
মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেযু ভারত! ইত্যেবজ্ঞাতীয়কেতি।

যত্তদবোচাম সমারোপ্যধৰ্মাঃ সমারোপবিষয়ে সম্ভবন্তি ন তু বিষয়-  
ধৰ্মাঃ সমাবোপ্য ইতি তস্যোত উত্থানম্। অত্রাহ—চোদকঃ।—“কঃ পুন-  
রয়ং শাবীবোনাম” ইতি। ন তাবত্তেদপ্রতিষেধাত্তেদব্যাপদেশাচ্চ ভেদাভেদা-  
বেকত্র তাত্ত্বিকৌ ভবিতুমর্হতোবিরোধাদিত্যুক্তম্। তস্মাদেকমিহ তাত্ত্বিক-  
মতাত্ত্বিকং চেতরং। তত্র পৌৰ্ণাপর্যোণাৎতৎপ্রতিপাদনপরত্বাৎসেদান্তানাং  
তৎপ্রতিষিদ্ধিশ্চ মানাস্তরস্যাতাবাত্ত্বাধনাচ্চ তেনাৎসেতমেব পরমার্থঃ। তথা

স্মৃতিও জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। যথা—“হে অর্জুন!  
পৰমেশ্বর যজ্ঞাক্রুত (শরীরাক্রুত) সমস্ত ভূতকে (প্রাণীকে অর্থাৎ জীবকে)  
দ্বারার দ্বারা ব্রাহ্ম করিয়া সমুদায় জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।”  
ইত্যাদি।

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বলক্ষ করেন, অনুপপত্তি-স্বত্রে বে  
পরমাত্মা ভিন্ন শারীরাত্মার (জীবাত্মার) উপাস্যতা নিবেদন করা হইয়াছে,  
সে শারীর (আত্মা) আবার কি? কোন্ আত্মা? অতি বলেন, পরমাত্মা  
ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা নাই। স্মৃতির মধ্যে অন্য আত্মা নাই।  
কিন্তু অনুপপত্তিস্বত্রে বলেন, শারীরাত্মা অসুপাস্য। এ কথার মর্ম্ম কি?

\* স্বাতঃ জীবপরমাত্মভেদবোধিকার্য্যঃ স্মৃতেঃ।—স্মৃতি হৃদয় ঈশ্বরকে জীব হইতে  
ভিন্ন বলিয়াছেন। এ হেতুতেও জীব মনোময়ত্বাদি ধর্মে উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য।

অত্রোচ্যতে । সত্যমেবৈতৎ পর এবায়া দেহেন্দ্রিয়মনো-  
বুদ্ধ্যুপাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানো বালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে ।  
যথা ঘটকরকাত্যুপাধিবশাদপরিচ্ছিন্নমপি নভঃ পরিচ্ছিন্ন-  
বদবভাসতে তদ্বৎ । তদপেক্ষয়া চ কস্মৎকর্তৃত্বাদিভেদ-  
ব্যবহারো ন বিরুদ্ধ্যতে, প্রাক্ তদ্বমসি ইত্যাত্মৈকত্বোপ-

চাত্ত্বপক্ষেস্থিত্যাদাসঙ্গতার্থমিত্যর্থঃ । পরিহর্যিতি “সত্যমেবৈতৎ, পর এবায়া  
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিববচ্ছিদ্যমানোবালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে ।”  
অনাদ্যবিদ্যাবচ্ছেদলক্ষণীবভাবঃ পর এবায়া স্বতোভেদেনাবভাসতে ।  
তাদৃশাঙ্ক জীবানামবিদ্যা ন তু নিরুপাধিনোঽক্ষণঃ । ন চাবিদ্যায়্যং সত্যং  
জীবাত্মবিভাগঃ সতি চ জীবাত্মবিভাগে তদাশ্রয়াহবিদ্যোত্যাহন্যোন্যাশ্রয়-  
মিতি সাম্প্রতম্ । অনাদিহেন জীবাবিদ্যাবোক্ষীজাতুরবদনবদুপ্তেবযোগাৎ ।  
ন চ সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেঃ সত্যঃ কুতোহকস্যাং সংসারিণা যো হি পরতত্ত্বঃ  
সোহনোন বন্ধনাগারে প্রবেশ্তেত ন তু স্বতত্ত্ব ইতি বাচ্যম । ন হি তত্ত্বাগস্য  
জীবস্য সম্প্রতিতনৌ বন্ধনাগারপ্রবেশিতো যেনামুযুক্তোক্ত কিং ত্বিয়মনাদিঃ  
পূৰ্বপূৰ্বকস্মাবিদ্যাসংস্কারনিবন্ধনা নান্নযোগমহতি । ন চৈতাবতা জৈবরস্যা-  
নীশতা । ন হ্যাপকবণাদ্যপেক্ষিতা কৰ্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যং বিহন্তি । তস্যাং যৎ-  
কিঞ্চিদেতদপীতি ।

স্বতো হৃদিস্তস্য জীবাভেদোক্তেরত্রাপি জদিহে। মনোময় জৈবর ইত্যাহ—  
স্বতেশ্চেতি । তুতানি জীবান্ । যদ্বং শবীবম্ । অত্র স্বতত্ত্বতা সত্যভেদ  
উক্ত ইতি প্রাপ্তিনিরাসায় ঈক্ষ্যাদিকরণে নিরন্তমপি চোদ্যমুদ্রাব্য নিরস্যাতি  
অত্রাহেত্যাদিনা । তদন্তরীত্য বস্তত একত্বমেব ভেদস্ত কল্পিতঃ স্বত্রেবনু-  
দাত ইত্যাহ—সত্যমিতি । ( ইতি রত্নপ্রভা )

মর্থ এই যে,—[ সত্য...তদ্বৎ ] সত্য সত্যই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা  
নাই ; পরন্তু সেই একই পরমাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকপ উপা-  
ধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানীর নিকট শাবার ( জীব )  
এই কাল্পনিক আখ্যা লাভ করেন । যেমন আকাশ এক ও অপরিচ্ছিন্ন  
হইলেও ঘটাদি উপাধির বোলে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবতাস প্রাপ্ত হইয়া  
তদ্রূপ । [ তদপেক্ষয়া স্যাৎ ] যতদিন না “আমি পরমাত্মা” এতদ্রূপ  
একাত্মবিজ্ঞান জন্মে ততদিন কথিতপ্রকার ভেদবুদ্ধিকল্পিত কৰ্ত্তৃবাদি

দেশগ্রহণাৎ । গৃহীতে দ্ব্যত্মকত্বে বন্ধমোক্ষাদিসর্বব্যবহার-  
পরিসমাপ্তিরেব স্যাৎ ॥ ৬ ॥

অৰ্ভকৌকস্তাত্ত্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন

নিচায্যত্নাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥\*

অৰ্ভকমল্লমোকো নীড়ম্ । এষ য আত্মাস্তুহৃদয়মিতি  
পরিচ্ছিন্নায়তনহাৎ স্বশব্দেন চাহীয়াৎ ত্রীহেৰ্বা যবাদ্বেত্য-  
নীয়স্তব্যপদেশাৎ শারীর এবারাগ্রমাত্রো জীব ইহোপ-  
দিষ্টতে ন সর্বগতঃ পরমাত্মেতি যদুক্তং তৎ পরিহর্তব্যম্ ।

অৰ্ভকমোকো যস্য সোহৰ্ভকৌকাঃ তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ । আৰ্ভিকমল্লত্বং  
অগীয়ানিত্যন্তব্যচকশব্দেনাপি প্রতীমিত্যাহ—“স্বশব্দেন” ইতি । নাঃ দোষ

ব্যবহার অবিরুদ্ধ পাকে । একাত্মবিজ্ঞান উদিত হইলে বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি  
ব্যবস্ত ব্যবহার সমস্তই তিরোহিত বা সমাপ্ত হয় ।

অৰ্ভক-শব্দে অল্প, ওকস্-শব্দে স্থান (বাসস্থান) । “আত্মা আমার হৃদয়ে”  
এ প্রতীর ভাবার্থে জীবাত্মাই লক্ষ হয় । কারণ এই যে, জীবাত্মাই হৃদয়রূপ  
অল্পস্থানে বাস করেন । এ অর্থ “আত্মা ত্রীহি অপেক্ষাও অল্প” ইত্যাদি  
প্রতীহ অল্পবাচক শব্দে ব্যক্ত হইতেছে । অতএব, আরাগ্র + মূল জীবই  
উদাহৃত প্রতীর উপদেশ, সর্বগত পরমাত্মা উহার উপদেশ্য হইতে পারে  
না । পূর্ব কথিত এই আপত্তি এতৎস্বত্রে পরিহৃত হইতেছে । ব্যাস  
বলিতেছেন, পরমাত্মা সম্বন্ধে ঐরূপ অল্পস্থানতার উল্লেখ চব্য নহে ।

\* অৰ্ভকঃ অল্পঃ ওকঃ স্থানঃ যস্য স অৰ্ভকৌকাস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ । অল্পস্থানবিশি-  
ষ্টোক্তেতি বাবৎ । তব্যপদেশাচ্চ অগীয়ানিত্যাদিনা হ্রস্বতাব্যচকশব্দেনাহপ্যনীয়স্ত্ব কথনাৎ  
অপি ন নাস্তি তব্যাকাসা ব্রহ্মপরতা ইতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ । কৃতঃ ? নিচায্যত্নাৎ হ্রদয়পুণ্ড-  
রীকাদ্যেবেষ ব্রহ্মব্যাপ্তিঃ এবং তাস্তত্ত্বপদেশ ইতি বাবৎ । ব্যোমবচ্চ আকাশদৃষ্টোক্তেনাপি স  
সম্ভবতীত্যর্থঃ ।—আত্মা হৃদয়ের অন্তরে, আত্মা ত্রীহি অপেক্ষাও মূল, ইত্যাদিপ্রকার অল্পস্থান  
ও অল্পপরিমাণ উক্ত হওয়ার তাহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহে বলিবে, তাহা পারিবে না ।  
কারণ এই যে, তিনি হৃৎপদ্ম মধ্যেই ব্রহ্মব্যাপ্তি উপদিষ্ট হন । তদনুসারেই উক্ত প্রতীর  
পরমাত্মা অর্থ আকাশ দৃষ্টান্তে সম্ভব হইয়া থাকে ।

† আরা—হৃদী বা চক্ষুভেদক মূল শলাকা ।

অত্রোক্ততে । নায়ং দোষঃ । ন তাবৎ পরিচ্ছিন্নদেশস্য সৰ্ব্বগতত্বব্যপদেশঃ কথমপ্যুপপদ্যতে সৰ্ব্বগতস্য তু সৰ্ব্বদেশেষু বিদ্যমানত্বাৎ পরিচ্ছিন্নদেশত্বব্যপদেশোহপি কয়্য-  
চিদপেক্ষয়া সম্ভবতি । যথা সমস্তবস্ত্বাধিপতিরপি হি সন্ন-  
যোধ্যাধিপতিরিতি ব্যপদিশ্যতে । কয়্য পুনরপেক্ষয়া সৰ্ব্ব-  
গতঃ সন্নীশ্বরোহৰ্ভকৌকা অগীয়াংশ্চ ব্যপদিশ্যত ইতি ?  
নিচায্যত্বাদেবমিতি ক্রমঃ । স এবমগীয়াস্তাদিগুণগণোপেত  
ঈশ্বরস্তত্ত্ব হৃদয়পুণ্ডরীকে নিচায্যোদ্রুতব্য উপদিশ্যতে । যথা  
শালগ্রামে হরিঃ । তত্রাস্য বুদ্ধিবিজ্ঞানং গ্রাহকম্ । সৰ্ব্বগতো-  
হপীশ্বরস্তত্ত্বোপাস্যমানঃ প্রসীদতি । ব্যোমবচ্চৈতদ্ দ্রুতব্যম্ ।

ইত্যুক্তং বিরূপোতি “ন তাবৎ” ইতি । কথমপি ব্রহ্মত্বাপেক্ষয়াপীত্যর্থঃ ।  
পরিচ্ছেদভাগং বিনা ব্রহ্মত্বাসম্ভবাৎ তত্ত্বাগে চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বমাতীতি  
ভাবঃ । বিভোঃ পরিচ্ছেদোক্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—“যথা সমস্ত” ইতি । সৰ্ব্বেশ্বরম্যা-  
হযোধ্যায়াং হিত্যপেক্ষাপরিচ্ছেদোক্তিবৎ অন্নহৃদি ধোয়ত্বেন তথোক্তি-

[ ন তাবৎ...ক্রমঃ ] যে পরিচ্ছিন্ন স্থানে থাকে তাহার সৰ্ব্বস্থানস্থতা কখন  
কোনও প্রকারে সিদ্ধ করা যায় না ; কিন্তু যে সৰ্ব্বগত—সৰ্ব্বস্থানে থাকে—  
সৰ্ব্বস্থানে থাকা হেতু তৎসম্বন্ধে পরিচ্ছিন্নস্থানকখন কোন এক প্রধান স্থান  
উপলক্ষে উপপন্ন বা সম্ভব হইতে পারে । যেমন সমগ্রপৃথিবীর পতিক্ষে  
অযোধ্যাধিপতি বলা যায়, সেইরূপ, সৰ্ব্বত্রাবস্থিত ঈশ্বরকেও হৃদয়াদিহ  
বলা যায় । ঐরূপ অভিপ্রায়েই তিনি হৃদয়ে নিচায্য (চিহ্ননীয়) বলিয়া  
উপদিষ্ট হইয়াছেন । [ স...প্রসীদতি ] যেমন শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণু  
দর্শনের উপদেশ, সেইরূপ জংগলমধ্যে ঈশ্বরদর্শনের উপদেশ । (শাল-  
গ্রামার্চিত বিষ্ণুবুদ্ধি যেমন বিষ্ণুতাবের প্রধান গ্রাহক, তজ্জংগলপুণ্ডরীকও  
পরমাত্মদর্শনের প্রধান গ্রাহক । পরমাত্মা জংগলেদেশেই অধিকরূপে পরি-  
ব্যক্ত হন, জংগলই ঈশ্বরভাবব্যক্তির উৎকৃষ্ট স্থান, এই অভিপ্রায়েই হৃদয়রূপ  
অন্নস্থানের উপদেশ হইয়াছে ) সৰ্ব্বগত ঈশ্বর জংগলপুণ্ডরীকে উপাস্যমান  
হইলে তিনি শীঘ্র উপাসকের প্রতি প্রসন্ন হন । [ ব্যোম...ভবতি ] এ  
সিদ্ধান্ত ব্যোমদৃষ্টান্তে সংগত হইতে পারে । যেমন সৰ্ব্বগত আকাশ হুটী



যথা সর্বগতমপি সদবোম সূচীপাশাদ্যপেক্ষয়াহর্ভকৌকো-  
হীয়াশ্চ ব্যপদিষ্ঠতে এবং ব্রহ্মাপি। তদেবং নিচায্যাহ-  
পেক্ষং ব্রহ্মণোহর্ভকৌকস্তমণীয়স্ত্বং ন পারমার্থিকম্। তত্র  
যদাশঙ্ক্যতে হৃদয়ায়তনত্বাদ্ ব্রহ্মণো হৃদয়ায়তনানাঞ্চ প্রতি-  
শরীরং ভিন্নত্বাদ্ ভিন্নায়তনানাঞ্চ শুকাদীনামনেকত্বসাব-  
য়বত্বাহনিত্যত্বাদিদোষদর্শনাদ্ ব্রহ্মণোহপি তদ্বৎ প্রসঙ্গ ইতি  
তদপি পরিহৃতং ভবতি ॥ ৭ ॥

## সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥৮॥ \*

বোমবৎ সর্বগতস্য ব্রহ্মণঃ সর্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্চি-

রিত্যর্থঃ। নহু কিমিতি হৃদয়মেব প্রায়েণোচ্যতে তত্রাহ—“তত্র” ইতি।  
হৃদয়ে পরমাশ্রয়ো বুদ্ধিবৃত্তিগ্রাহিকা ভবতি। অত ঈশ্বরাত্তিব্যক্তিস্থানত্বা-  
ন্তহুত্বিরিত্যর্থঃ। (ইতি রত্নপ্রভা)

প্রভৃতি উপাধিতে অন্ন ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি বহুপ্রকারে ব্যপদিষ্ট হয়, তেমনি,  
ব্রহ্মও উপাধি-অল্পসাবে অন্ন ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি বহুপ্রকারে ব্যপদিষ্ট হন।  
অতএব, শাস্ত্রে ব্রহ্মের অন্নস্থানবাসিত্বকথন ও সূক্ষ্মত্ব কথন আপেক্ষিক,  
বাস্তব নহে। সুতরাং ব্রহ্মেব বাসস্থান হৃদয়, হৃদয় আবার শরীরভেদে  
ভিন্ন, বিভিন্নস্থানবাসী পক্ষীতে সাবয়বত্বাদিদোষ আছে, তাহাদের ন্যায়  
ব্রহ্মেরও ঐ সকল দোষ থাকিতে পারে,—এ সকল আশঙ্কাও নিরাকৃত  
অর্থাৎ থাকিল না।

আকাশের ন্যায় সর্বগত ব্রহ্ম সকল প্রাণীব হৃদয়ে আছেন এবং তিনি

\* হৃদয়সম্বন্ধাৎ চিহ্নপতয়া চ জীবনাবিশিষ্টত্বাৎ ব্রহ্মণোহপি স্বথহুঃখাদিভোগ ইতি ন।  
কৃতঃ? বৈশেষ্যাৎ বিশেষাদি চার্ঘ্যং। স্বার্থে যৎ। জীবস্য ধনাদিমহত্তমতঃ পরম্য তু তদ্ব্যাপ্তীতি  
তবোবিশিষ্টোবোক্তোবোক্তোবোতি ন জীবভোগে ব্রহ্মভোগ ইত্যর্থঃ।—ব্রহ্ম হৃদয়বাসী ও চিহ্নপ,  
জীবও হৃদয়বাসী ও চিহ্নপ, এতদনুসাবে ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন প্রভেদ থাকিতেছে না,  
সুতরাং জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও স্বথহুঃখাদি ভোগ থাকা উচিত, এরূপ বলিতে পার না।  
কেন না, প্রোক ঐক্যাবে বিশেষ বা প্রভেদ না থাকিলেও অন্যপ্রকারে প্রভেদ আছে।  
অর্থাৎ ধর্মাদ্বৈতপ্রতি প্রভেদ আছে। অভিপ্রায় এই যে, কল্পিত ধর্মাদ্বৈত জীবস্বরূপেই সংলগ্ন,  
একধর্মপে বহু, সুতরাং প্রভেদ আছে।

ক্রপতয়া চ শারীরেণাবিশিক্তাৎ সুখদুঃখাদিসন্তোগো-  
হপ্যবশিকঃ প্রসজ্যেত । একত্বাচ্চ । ন হি পরমায়াস্বানো-  
হন্যঃ কশ্চিদাত্মা সংসারী বিদ্যতে, নান্যোহতোহস্তি  
বিজ্ঞাতা ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । তস্মাৎ পরস্যৈব সংসার-  
সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ । ন তাবৎ সর্ব-  
প্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্ছারীরবদ্ভ্রুকণঃ সন্তোগপ্রসঙ্গো বৈশেষ্যাৎ ।  
বিশেষো হি ভবতি শারীরপরমেশ্বরয়োরেকঃ কর্তা ভোক্তা  
ধর্মাধর্মসাধনঃ সুখদুঃখাদিমাংশ্চ, একস্তদ্বিপরীতোহপহত-  
পাপুত্বাদিগুণঃ । এতস্মাদনয়োর্বিশেষবাদেকস্যা ভোগো,  
নেতরস্য । যদি চ সন্নিধানমাত্রেন বস্তুশক্তিমনাপ্রিত্য  
কার্য্যসম্বন্ধোহভ্যুপগম্যেত, আকাশাদীনামপি দাহাদিপ্রসঙ্গঃ ।

বিশেষাদিতি বক্তব্যে বৈশেষ্যাভিধানমাত্যস্তিকং বিশেষঃ প্রতিপাদয়ি-  
তুম্ । তথাহবিদ্যাক্রিতঃ সুখাদিসন্তোগোহবিদ্যাত্মন এব জীবস্য যুক্ত্যতে

চিৎস্বরূপ ; স্ততরাং তাহার সহিত জীবের কোনরূপ প্রভেদ নাই বলিয়াই  
অনুমিত হয় ; বিশেষ বা প্রভেদ না থাকায় ব্রহ্মেরও জীবের ন্যায় সুখ  
দুঃখাদি ভোগ প্রসঙ্গিত হয় । “পরমায়া ভিন্ন পৃথক্ জ্ঞাতা নাই” এ  
শ্রুতিতে একাত্মবাদ উক্ত হওয়ার জীবাত্মার ভোগে পরমায়াস্বারও ভোগ,  
ইহাও সিদ্ধ হয় । একরূপ বলিলে তাহার প্রত্যুত্তরে অবশ্যই বলা যায়, না—  
ঐরূপে পরমায়াস্বার ভোগ সিদ্ধ হয় না । ( কেন-না, জীবের সহিত পরমায়াস্বার  
বৈশেষ্য (প্রভেদ) আছে । [ ন...নেতরস্য ] হৃদয়সম্বন্ধ আছে ; তাই বলিয়া  
জীবের ন্যায় ব্রহ্মের ভোগসম্পর্ক আগন্তীকৃত হইবে, তাহা হইবে না ।  
হেতু এই যে, উক্ত উভয়ের বৈশেষ্য (ভিন্নতা) আছে । শরীরাবহিত জীব  
সর্বব্যাপী পরমায়া, এ হু-এর একটাই কর্তা ও ভোক্তা, অর্থাৎ ধর্মাধর্ম  
উপার্জন ও সুখদুঃখাদি ভোগ করে, কিন্তু অন্যটা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত  
অর্থাৎ ধর্মাধর্মাদির অতীত । কায়েই বলিতে হয়, জীবেরই ভোগ,  
নহে । [ যদি...ভবতি ] বস্তুশক্তি না দেখিয়া, কেবলমাত্র  
( নিকটে থাকা ) দেখিয়া কার্য্যসম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে আকাশাদির

সর্বগতানেকাত্মবাদিনামপি সমাবেত্তৌ চৌদ্যপরিহারৌ।  
 যদপ্যেকত্বাৎ ব্রহ্মণ আত্মাস্তরাভাবাৎ শারীরস্য ভোগেন  
 ব্রহ্মণো ভোগপ্রসঙ্গ ইতি, অত্র বদামঃ। ইদং ভাবদে-  
 বানাং প্রিয়ঃ প্রকৃত্যঃ, কথময়ং ত্বয়া আত্মাস্তরাভাবো-  
 দ্ধ্যবসিত ইতি। তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, নান্যোহতো-  
 হস্তি বিজ্ঞাতেত্যাदिশাস্ত্ৰেভ্য ইতি চেৎ, যথাশাস্ত্রং তর্হি  
 শাস্ত্রীয়োহর্থঃ প্রতিপত্তব্যো ন তত্রার্জজরতীয়ং লভ্যম্।  
 শাস্ত্রঞ্চ তত্ত্বমসীত্যপহতপাপুহাদিবিশেষণং ব্রহ্ম শারীর-  
 স্যাত্মত্বেনোপদিশৎ শারীরস্যেব তাবদুপভোক্তৃত্বং বারয়তি  
 কুতঃ তদুপভোগেন ব্রহ্মণ উপভোগপ্রসঙ্গঃ। অথাগৃহীতং  
 শারীরস্য ব্রহ্মণৈকত্বং, তদা মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ শারীরস্যো-  
 পভোগো ন তেন পরমার্থরূপস্য ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ। ন  
 হি বালৈস্তলমলিনতাদিভিক্ৰেয়ান্নি বিকল্প্যমানে তলমলিনত-

দাহসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। যাহাঁদের মতে আত্মা বহু অথচ বিভূ,  
 তাহাদের মতেও এই আপত্তি ও এই খণ্ডন সমান জানিবে। (ব্রহ্ম অমর  
 সুতরাং জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, সুতরাং জীব আত্মার  
 ভোগে ব্রহ্মেরও ভোগ অঙ্গীকার্য্য, এ বিষয়ে আমরা এইরূপ বলিব।  
 দেবপ্রিয় (পুত্র বা পুত্র তুল্য) আপত্তিকারীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি,  
 ব্রহ্মাতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা তুমি কোন্ প্রমাণে নিশ্চয় করিলে? যদি  
 বল, “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” “নান্যোহতোহস্তি ব্রহ্মা” ইত্যাদি ইত্যাদি  
 শাস্ত্রের দ্বারা, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় রীতিতেই ঐ সকল শাস্ত্রের যথাশাস্ত্র  
 অর্থ কর, তাহাতে আর অর্জজরতীর ন্যায় প্রবেশ করাইও না। (বুদ্ধার  
 এক অঙ্গ জীর্ণ অপর অঙ্গ বুঝা অর্থাৎ কেবলমাত্র মুখখানি কায়ুক, অঙ্গ  
 সকল অকায়ুক, এরূপ ভাবের অর্থ করা সঙ্গত নহে)। তত্ত্বমসিাদি শাস্ত্র  
 অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মকেই জীবের স্বরূপ বলিয়া উপদেশ করতঃ জীবের ভোগ  
 নাই বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে। জীব ব্রহ্ম এক, অভিন্ন, এ তত্ত্ব যখন অজ্ঞাত  
 থাকে, তখনই জীবকে তাদৃশ-অজ্ঞান-নিমিত্তক কল্পিত-ভোগ স্বীকৃত হয়।  
 কিন্তু সে ভোগে অপাপবিদ্ধ ব্রহ্ম সংশ্লিষ্ট হন না। বালক বা অঙ্গ লোক

দিবিশিক্টমেব পরমার্থতো ব্যোম ভবতি । তদাহ, ন বৈশে-  
ষাদিতি । নৈকত্বেইপি শারীরসোপভোগেন ব্রহ্মণ উপ-  
ভোগপ্রসঙ্গো বৈশেষ্যাৎ । বিশেষ্যো হি ভবতি মিথ্যাজ্ঞান-  
সম্যগ্জ্ঞানয়োঃ । মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত উপভোগঃ, সম্যগ্-  
জ্ঞানদৃষ্টমেকত্বম্ । ন চ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতেনোপভোগেন  
সম্যগ্জ্ঞানদৃষ্টং বস্তু সংস্পৃশ্যতে । তস্মান্নোপভোগগন্ধোইপি  
শক্য ঈশ্বরস্য কল্পয়িতুম্ ॥ ৮ ॥

অতঃ চরাচরগ্রহণাৎ ॥৯॥ \*

কঠবল্লীষু পঠাতে—যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত উদনঃ ।

ন তু নিমৃষ্টনিখিলাবিদ্যাতদ্বাসনস্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য পরমায়ন ইত্যর্থঃ ।  
শেষমভিরোহিতার্থম্ ।

“কঠবল্লীষু পঠাতে ।

‘যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত উদনঃ ।’

মুদূর্ঘসোপসেচনং ক ইথা বেদ যজ স’ ইতি ॥

অজ্ঞান বশতঃ আকাশে মালিন্যাদি করনা করে, ( আকাশকে গোল ও  
নীলবর্ণ বলে ), কিন্তু আকাশ সে করনার মলিন হয় না । [ তদাহ...  
কল্পয়িতুঃ ] ইহা বুঝাইবার জন্যই সূত্রে “বৈশেষ্যাৎ” বলা হইয়াছে । যে  
হেতু বিশেষ আছে, প্রভেদ আছে, (সেই হেতু, মূলে ঐক্য থাকিলেও জীবের  
উপভোগে ( জীবের সূক্ষ্ম হুঃখ ) ব্রহ্মের উপভোগ সিদ্ধ হয় না । হেতু এই  
যে, মিথ্যা জ্ঞান ও সম্যক্ জ্ঞান এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ আছে ।  
ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত অর্থাৎ ( ভ্রমকল্পিত ), আর ঐক্য ( জীবব্রহ্মের  
অভেদ ) সম্যক্জ্ঞান-দৃষ্ট । ভ্রমকল্পিত ভোগ কি প্রকারে সম্যক্জ্ঞানজাত  
বস্তুতে লিপ্ত হইবে ? ভ্রমকল্পিত সর্প কি বজ্জুতে লিপ্ত হয় ? সেই জন্যই  
বলি, ঈশ্বরে ভোগের লেশমাত্রও সিদ্ধ করিতে পারিবে না ।

\* অতি ভক্তরীতি অভা । অতঃ ভক্ত্যং তুচ্ছ । কঠবল্লীষু বঃ অস্ত্ররূপেভ্যঃ স পরমা-  
য়েব নান্যঃ । কৃতঃ ? চরাচরগ্রহণাৎ । চরাচরং ভাবিরজসমায়কং জগৎ তস্য তদ্ব্যাসেন গ্রহণ-  
কথনং ভূম্যাৎ ।—কঠ প্রতি বাঁহাকে অভা অর্থাৎ ভক্ত্য বসিয়া বর্ণন করিয়াছেন জিহ্বা  
পরমাত্মা । কারণ এই যে, এই চরাচর জগৎ সেই অভ্যাস অরূপে কথিত হইয়াছে । তদা-  
চর জগৎ ভক্ত্য করে, আত্মসাৎ করে, এ শক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহার নাই ।

মৃত্যুর্অশ্রোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ইতি । অত্র  
কশ্চিদদনোপসেচনমুচিতোহন্তা প্রতীয়তে । তত্র কিমগ্নি-  
রন্তা শ্রাদ্ধত জীবোহথবা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ, বিশেষানব-  
ধারণাৎ । ত্রয়াণাঞ্চাগ্নিজীবপরমাত্মনামগ্নিন্ গ্রহে প্রলো-  
পন্যাসোপলক্ষেঃ । কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ । অগ্নিরন্তেতি । কৃতঃ ।

অত্র কশ্চিৎ ওদনোপসেচনমুচিতোহন্তা প্রতীয়তে” । অত্র অন্তঃক-  
ভোক্তৃতা বা সংহর্ষতা বা স্যাৎ । ন চ প্রস্তুতস্য পবমানোভোক্তৃতাশ্চি ।  
‘অনগ্নন্নন্যোহভিচার্শীতি’ ইতি এত্যা ভোক্তৃতা প্রতিবেদাৎ । জীবাত্মনশ্চ  
ভোক্তৃতা বিধানাৎ ‘তয়োবনাঃ পিপ্পলং স্বাদ্বতী’তি । তদ্যদি ভোক্তৃ-  
মহত্বং ততোমুক্তসংশয়ং জীবাত্মৈব প্রতিপত্তব্যঃ । ব্রহ্মকল্লাদি চাস্য কার্য-  
কবণসজ্জাতোভোগায়তনতয়া বা সাক্ষাৎ সম্ভবতি ভোগাম্ । অথ তু  
সংহর্ষতা ভোক্তৃতা তত্তদ্রবাণামগ্নিজীবপবমানানাং প্রলোপন্যাসোপলক্ষেঃ  
সংহর্ষতস্যাবিশেষাভাবতি সংশয়ঃ—কিমতাহ্মিবাহো জীব উতাহো পর-

কঠ উপনিষদে পঠিত হইয়াছে,—“ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বাহার ওদন ( অন্ন  
বা ভক্ষ্য ), মৃত্যু বাহাব উপসেচন ( অন্নসংস্কারক মৃতাদি দ্রব্য অর্থাৎ বাহা  
অন্নের সহিত মাথিয়া খাইতে হয় ), তিনি ( সেই অত্তা বা ভোক্তা ) বাহাতে  
আছেন, তিনি বাহা বা যে প্রকার, তাহা কে জানে ?” \* ইহাতে যে ওদন  
ও উপসেচন শব্দ আছে, তদ্বারা কেবলমাত্র কোন এক অস্তার ( ভক্ষকের )  
প্রতীতি হয় । এ অত্তা কে ? অন্নসন্ধান করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্ত  
পাওয়া যায় স্তবৎ সংশয় জন্মে । অর্থাৎ অগ্নিই অত্তা ? না জীব অত্তা ?  
অথবা পরমাত্মাই অত্তা ? যেহেতু বিশেষ অবধারণ নাই এবং কঠ গ্রন্থে  
অগ্নি, জীব, পবমান, এই তিনের কথাই আছে, সেই হেতু ঐরূপ সংশয়  
জন্মে । সংশয়ের পর প্রথমতঃ অগ্নিকেই পাওয়া যায় । লোকেও বিদিত  
‘আছে, “অগ্নি ভক্ষক” এবং ঐতিহ্যেও দেখা যায়, “অগ্নি অন্নভক্ষক ।”

\* ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এ দুইটা উপলক্ষক শব্দ । হুতরাং চ সংযুক্ত এই শব্দদ্বয়ের অর্থ জগৎ ।  
পরমেশ্বর মৃত্যু মাথিয়া জগৎরূপ অন্ন ভক্ষণ করেন অর্থাৎ সংহার করেন । এক্ষণ পর-  
মেশ্বর ব্রহ্মচৈতন্যে অবস্থিত । পরমেশ্বরের হিতদ্বান চিত্তপ্রস্থি ব্যাভীত কে জানিতে  
পারে ?

অগ্নিব্রহ্মাদ ইতি ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধিত্যাম্ । জীবো বাহ্যস্তা স্মৃৎ ।  
 তয়োৱশ্চঃ পিপ্পলং স্বাবত্তি ইতি দৰ্শনাৎ । ন পরমাত্মা ।  
 অনন্তমন্তোহুভিচাকশীতি দৰ্শনাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্তে জ্ঞানঃ,  
 অতাহত্র পরমাত্মা ভবিতুমৰ্হতি । কুতঃ । চরাচরগ্রহণাৎ ।  
 চরাচরং হি স্বাবরজ্জগৎ মৃত্যুপসেচনমিহাদ্যত্বেন প্রতীয়তে ।  
 তাদৃশস্ত চাদ্যস্ত ন পরমাত্মনোহিহঃ কাংশ্চেন্নানহতা সন্ত-  
 বচি । পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্ সৰ্ব্বমন্তীতু্যপ-  
 পদাতে । নন্বিহ চরাচরগ্রহণং নোপলভাতে, তৎ কথং

মাগ্নোত । অ ব্রাদনস্য ভোগ্যত্বেন লোকে প্রসিদ্ধেৰ্ভোগ্যত্বমেব প্রথমং  
 বুদ্ধৌ বিপরিবৰ্ত্ততে চবমন্ত সংহৰ্হমিতি ভোক্তেবাত্মা । তথা চ জীব এব ।  
 ‘ন জাগতে ত্রিষতে’ ইতি চ তত্ত্বৈব স্বভিঃ । সংহারকালেহপি সংস্কারমাত্রেণ  
 তস্যাবস্থানাৎ । চক্ষুর্নয়নং তস্য স্বপ্নহাৎ । তস্মাজ্জীব এবাত্তেহোপাস্যত  
 যাত প্রাপ্তম্ । যদি তু সংহৰ্হত্বমণ্ডং তথাপ্যগ্নিবত্তা । ‘অগ্নিব্রহ্মাদ’ ইতি  
 ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধিত্যাম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে । অতাহত্র পরমাত্মা, কুতঃ,  
 চরাচরগ্রহণাৎ । ‘উত্তে বসোদন’ ইতি ‘মৃত্যুপসোপসেচন’মিতি চ শ্রুতম্ ।  
 ইহ যদি জীবস্য ভোগায়তনতয়া তৎসাধনতয়া চ কার্যকরণসংঘাতঃ স্তিতো  
 ন হোদনঃ । ন হোদনোভোগায়তনং নাপি ভোগসাধনমপি তু ভোগ্যঃ ।  
 ন চ ভোগায়তনস্য ভোগসাধনস্য বা ভোগাৎ মুখ্যম্ । ন চাত্ত্র মৃত্যুপ-  
 সেচনতয়া কল্যতে । ন চ জীবস্য কার্যকরণসংঘাতো ব্রহ্মকল্পাদিরূপো-

[ জীবোবা . গ্রহণাৎ । কিংবা অত্যা-শব্দেব অর্থ ঐ স্থলে জীব, কেন-না,  
 অত্যা শব্দেব অর্থ ভোগকর্তা । প্রতিতে উক্ত আছে, “জীবাত্মা পরমাত্মা  
 এ দুয়ের মধ্যে জীবাত্মাই পিপ্পল (কর্ষফল) স্বাচ্ছ জানে ভোগ করেন।”  
 “পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন।” এতজগৎ পূৰ্ব্বপক্ষ  
 উপস্থিত হওয়ার বলিতে হইল, এখানে পরমাত্মাই অত্যা । হেতু এই যে,  
 এই চরাচর জগৎ ঐ অত্যার অরূপে কথিত হইয়াছে । [ চরাচরং .  
 পদাতে ] মৃত্যুপসিক্ত জগৎপ ওদনেব অত্যা (ভক্ষক) পরমাত্মা তির অন্য  
 কেহ নহে । এই চরাচর বিশ্ব পরমাত্মাতেই সংহত হয়, লবপ্রাপ্ত হয়,  
 ততবাং পরমাত্মাকেই চরাচর ওদনেব অত্যা বলা সম্ভব । [ নন্বিহ . শব্দঃ ]  
 যদি বল, উদাহৃত প্রতিতে চরাচর শব্দ নাই, কেবলমাত্র ব্রহ্মকল্প-শব্দ

সিদ্ধবচরাচরগ্রহণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে ? নৈষ দোষঃ ।  
মৃত্যুপসেচনত্বেন সর্বত্র প্রাণিনিকায়স্ত প্রতীয়মানত্বাদ্ ব্রহ্ম-  
ক্ষত্রেয়োচ্চ প্রাধান্যং প্রদর্শনার্থত্বোপপত্তেঃ । যত্নু পর-  
মাত্মনোহপি নাতৃৎ সংস্রবতি, অনগ্নম্নত্বোহভিচাক্ষীতীতি  
দর্শনাদিতি, অত্রোচ্যতে । কর্মফলভোগস্য প্রতিষেধক-  
মেতদর্শনং তস্য সন্নিহিতত্বাৎ, ন বিকারসংহারস্য প্রতি-  
ষেধকং, সর্ববেদান্তেষু স্থিতিস্থিতিসংহারকারণত্বেন ব্রহ্মণঃ  
প্রসিদ্ধত্বাৎ । তস্মাৎ পরমাত্মবেহাহতা ভবিতুমর্হতি ॥৯॥

তক্ষাঃ কস্যচিৎ ক্রুৎসঙ্ঘস্য ব্যাঘ্রাদেঃ কশ্চিত্তবেৎ ন তু সর্বঃ সর্বস্য জীবস্য ।  
তেন ব্রহ্মক্ষত্রবিষয়মপি জীবস্যাহত্বং ন ব্যাপ্নোতি কিমঙ্গ পুনর্মৃত্যুপসেচন-  
প্রাপ্তং চরাচবন্ । ন চোদনপদাৎ প্রথমাবগতভোগ্যত্বাহরোরোদেন যথাসম্ভব-  
মত্বং যোজ্যত ইতি যুক্তম্ । ন হ্যোদনপদং শ্রুত্যা ভোগ্যত্বমাহ কিন্তু  
লক্ষণম্ । ন চ লাক্ষণিকভোগ্যত্বাহরোরোদেন 'মৃত্যুর্কস্যোপসেচন'মিতি  
চ 'ব্রহ্মক্ষত্র' ইতি চ শ্রুতী সংকোচমর্হতঃ । ন চ ব্রহ্মক্ষত্রে এবাহত্বাৎ  
বিবক্ষিতে । মৃত্যুপসেচনেন প্রাণভূত্বাত্ত্রোপস্থাপনাৎ । প্রাণিবু প্রধানত্বেন  
চ ব্রহ্মক্ষত্রোপন্যাসোপপত্তেঃ । অন্যনিবৃত্তেবগাদত্বাদনর্থত্বাচ্চ । তথা চ  
চরাচবসংহত্বং পরমাত্মন এব নাগ্নেনাপি জীবসোতি সিদ্ধম্ ।

আছে, কিরূপে চরাচর অর্থ গৃহীত হইতে পারে ? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই  
যে, ঐ স্থলে চরাচরজগৎগ্রহণ ভ্রম্য নহে। কেননা, "মৃত্যু-উপসেচন" অর্থাৎ  
"মৃত্যু মাথা" এই কথা থাকাতাই চরাচর সমুদয় জগৎ পাওয়া গিয়াছে।  
কুত্র প্রাণীর ভু কথাই নাই ; এমন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ প্রধান প্রাণী,  
তাহারাও মৃত্যুপসিক্ত বা মৃত্যু মাথা, এই অর্থ বুঝাইবার জন্যই প্রোক্ত  
শব্দসম্বন্ধের গ্রহণ জানিবে। [যত্নু...মর্হতি] বলিয়াছিলে, পরমাত্মার  
অতৃৎ অর্থাৎ ভোগ অসম্ভব ; সুতরাং জীবই অত্যা ; এ কথার প্রত্যুত্তর  
এইরূপ।—"পরমাত্মা ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন।" এ শ্রুতি  
পরমাত্মার কর্মক্ষম ভোগ নিবারণ করিতেছে বটে ; কিন্তু বিকার সংহার  
করা নিবারণ করিতেছে না। পরমাত্মাই সৃষ্টি স্থিতি সংহারের মূল,  
এ তথ্য সমুদায় বেদান্তে প্রসিদ্ধ। অতএব, উক্ত স্থলে পরমাত্মাই অত্যা,  
জীব অথবা অগ্নি অত্যা নহে।

## প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥ \*

ইতচ্চ পরমাত্মবেদাহতা ভবিতুমর্হতি যৎকারণং প্রক-  
রণমিদং পরমাত্মনঃ, ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ  
ইত্যাদি । প্রকৃতগ্রহণঞ্চ ন্যায্যম্ । “ক ইথা বেদ যত্র  
সঃ” ইতি চ দুর্জিজ্ঞানত্বং পরমাত্মনিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো হি তদর্শনাং ॥১১॥†

কঠবল্লীষেবং পঠ্যতে—

ঋতং পিবন্তো স্কৃতস্য লোকে

গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাঙ্ঘ্যে ।

তথা চ ‘ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ’ ইতি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বস্য ন হানং  
ভবিষ্যতি । ‘ক ইথা বেদ যত্র স’ ইতি চ দুর্জ্ঞানত্বমুপপৎস্যতে । জীবস্য  
তু সর্বলোকপ্রসিদ্ধস্য ন দুর্জ্ঞানতা । তস্মাদস্তা পবমাত্মবেতি সিদ্ধম্ ।

যে হেতু ঐ অভূ-বাক্য পরমাত্মপ্রকরণে পঠিত, সেই হেতু তদ্বাক্যাবাধ্য  
অস্তা পরমাত্মা । “সেই বিপশ্চিৎ (পরমাত্মা) জন্মেন না ও মরেন না ।”  
ইত্যাদিপ্রকারে পবমাত্মপ্রকরণের (পরমাত্মপ্রতিপাদক প্রস্তাবের) আরম্ভ  
হইয়াছে । বাহ্য প্রকৃত, প্রকরণপ্রতিপাদ্য, তাহাই ঐ অভূবাক্যে গ্রাহ্য ।  
অপিচ, “ক ইথা বেদ” এই দুর্জিজ্ঞেয়ত্ববর্ণনাও পরমাত্মার গ্রাহক বা  
বোধক । (পরমাত্মাই দুর্জিজ্ঞেয় । জীব সর্বলোকপ্রসিদ্ধ ; স্মৃতবাং জীব  
দুর্জিজ্ঞেয় নহে) ।

\* প্রকরণাচ্চ পরমাত্মপ্রকরণাদপি । যস্মাৎ প্রোক্তমভূবাক্যং পরমাত্মপ্রকরণপত্রং  
ভস্মাদপ্যস্তা পরমাত্মতার্থঃ ।—যেহেতু ঐ অভূ-বাক্য পরমাত্মপ্রভাবে পঠিত হইয়াছে সেই  
হেতু ঐ বাক্যের অর্থ পরমাত্মা ।

† কঠবল্লীঃ গুহাং প্রবিষ্টাবিত্যাদিনা বাবুকৌ তাবাত্মানো জীবপরমাত্মানো ন তু বুদ্ধি-  
জীবৌ । অত্র হেতুঃ—তদর্শনাৎ গুহাহিতত্বদর্শনাৎ । অতিদূরত্বত্বং তরোণ্যং প্রবিষ্টত্বকথন-  
নিত্যর্থঃ ।—কঠপ্রতি বে দুইটীকে গুহানিহিত বলিয়াছেন সেই দুইটীর একটি জীব অপরটি  
পরমাত্মা । হেতু এই যে, অতি ও স্মৃতি উভয়কেই ঐ দুই পদার্থকে গুহানিহিত বলিয়া  
উপদেশ করিতে দেখা যায় ।



ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি

পঞ্চায়মো যে চ ত্রিনাটিকেতা ইতি ॥ \*

তত্র সংশয়ঃ । কিমিহ বুদ্ধিজীবৌ নির্দিষ্টৌ উত  
জীবপরমাত্মনাবিতি । যদি বুদ্ধিজীবৌ ততো বুদ্ধিপ্রধানাং  
কার্য্যকরণসম্ভাতাদ্বিলক্ষণৌ জীবঃ প্রতিপাদিতোভবতি ।  
তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্ । যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা  
মনুষ্যোহস্তীত্যেকে মায়মস্তীতি চৈকে । এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট-

সংশয়মাহ।—“তন” ইতি । পূৰ্ব্বপক্ষে প্রযোজনমাহ।—“যদি বুদ্ধি-

কঠ উপনিষদে কথিত হইয়াছে, “স্বকৃতের লোকে অর্থাৎ এই কর্ম-  
জনিত দেহে, পরমে পরাৰ্হ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনযোগ্য হৃদয়প্রদেশে শুধা  
অর্থাৎ বিবর আছে । সেই বিবরে ছই ঋত-পানকারী অর্থাৎ কর্মফলভোগী  
প্রতিষ্ঠ আছে । ইহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর পরস্পরবেব বিরোধী ।  
ব্রহ্মজ্ঞানী, কর্ম্ম ও ত্রিনাটিকেতগণ (যাহার তিন্ বার অগ্নিচয়ন করি-  
য়াছে অথবা নাটিকেতবাক্য অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিয়াছে,  
বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছে) উহাদিগকে বলিয়া থাকেন অর্থাৎ  
জানেন ।” এ স্থলে সংশয় হয়, ঐতি কি বুদ্ধি ও জীব এই দুয়ের কথা  
বলিতেছেন ? অথবা জীব ও পরমাত্মা বলিতেছেন ? [ যদি...পৃষ্ঠদ্বাং ]  
যদি বুদ্ধি ও জীব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জীব, বুদ্ধি ও শরীর  
হইতে ভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইবে । জীব যে বুদ্ধিবিলক্ষণ অর্থাৎ বুদ্ধি  
(মনঃ) হইতে পৃথক, তাহা ঐ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বটে । তৎপ্রতি হেতু  
এই যে, ঐ স্থানে নটিকেতা বসকে বলিতেছেন, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে লোক-  
স্বধ্য যে সংশয় আছে, কেহ ভাবে পরলোক ভোক্তা জীব থাকে এবং  
কেহ ভাবে তাহা থাকে না, আমি বেন আপনার উপদেশে ঐ সংশয়িত  
বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারি, ইহাই আমার তৃতীয় বর ।” (নচি-  
কেতার এই প্রস্তে জানা যায়, জীব শরীর হইতে ভিন্ন এবং তাহাই ঐ

\* কতবশ্যভাবি কর্মফল, পিবজো ভুজানো, হকৃতস্যা কর্মণো লোকে কাযো দেহে,  
পরমা ব্রহ্মগোহর্হং স্থানং অর্হতীতি পরাৰ্হ্যং হৃদয়ং পরমং শ্রেষ্ঠং তস্মিন্ বা শুধা নভোরূপা  
বুদ্ধি রূপা বা তাং প্রকিয়া হিতৌ, ছায়াতপবং মিথোবিরুদ্ধৌ, তৌচ ব্রহ্মবিদঃ কশ্চিৎ  
বদন্তীতি প্রতিপদানামর্থঃ ।

স্বয়াহং বরাণামেব বরন্তু তীয় ইতি পৃষ্ঠদ্বাং । অথ জীব-  
পরমাত্মানো, ততো জীবাবিলক্ষণঃ পরমাত্মা প্রতিপাদিতো  
ভবতি । তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্ । অন্যত্র ধর্মান্যত্রো-  
ধর্মান্যত্রোহস্মাৎ কৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাক্ত ভব্যাক্ত যন্তং  
পশ্যসি তদ্বদ ইতি পৃষ্ঠদ্বাং । অত্রাহ । উভাবপ্যেতো  
পক্ষৌ ন সম্ভবতঃ । কস্মাৎ । ঋতপানং কর্মকলোপভোগঃ  
স্বকৃতস্য লোক ইতি লিঙ্গাৎ । তচ্চ চেতনস্য ক্ষেত্রজস্য  
সম্ভবতি নাচেতনায়া বুদ্ধেঃ । পিবস্তাবিতি চ দ্বিবচনে  
দ্বয়োঃ পানং দর্শয়তি ঐতিহ্যঃ । অতো বুদ্ধিক্ষেত্রজপক্ষ-  
স্তাবন্ন সম্ভবতি । অতএব ক্ষেত্রজপরমাত্মপক্ষোহপি ন সম্ভ-

জীবো” ইতি । সিদ্ধান্তে প্রয়োজনমাহ ।—“অথ জীবপরমাত্মানো” ইতি ।  
ঔৎসর্গিকস্য মুখ্যতাবলাৎ পূর্বসিদ্ধান্তপক্ষাসম্ভবেন পক্ষান্তরং কল্পয়িষ্যত  
ইতি মথানঃ সংশয়মাক্ষিপতি ।—“অত্রাহ” । আক্ষেপেতি । ঋতং সত্য-

প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য) । [ অথ...পৃষ্ঠদ্বাং ] আর যদি ঐ বাক্যে জীবাত্মা  
পরমাত্মা কথিত হইয়া থাকে, তবে, পরমাত্মা জীববিলক্ষণ, জীব হইতে  
ভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইবে । জীব-বিলক্ষণ পরমাত্মাও ঐ প্রকরণের  
প্রতিপাদ্য বটে । নচিকেতা “যাহা ধর্ম্মাভীত অধর্ম্মাভীত, এ সকল কার্য্য  
কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন বলিয়া জান তাহা আমার বল” এ প্রবণ  
করিয়াছিলেন । (সুতরাং পরমাত্মাও উক্ত প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য) । [ অত্রাহ...  
সম্ভবতি ] এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, এই উভয় পক্ষই অসম্ভব । হেতু  
এই যে, উল্লিখিত ঐতিহ্যে স্বকৃতের লোকে (দেহে) ঋতপান (কর্ম্মকল  
ভোগ) শব্দ আছে । জীব চেতন, তৎকারণে তাহার কলভোগ অসম্ভব  
নহে : কিন্তু অচেতনা বুদ্ধির তাহা অসম্ভব । (জড়ের আবার ভোগ কি ?)  
পরন্তু ঐতিহ্য দ্বিবচন দিয়া (পিবন্তৌ বলিয়া) উভয়েরই কলভোগ বর্ণনা  
করিয়াছেন । এই জন্যই বলি, বুদ্ধি-জীব পক্ষ অসম্ভব । (যাট্টে ম্যাৎ  
সংগত হয় না) । [ অতএব...বর্ণনামিতি ] ঐ যুক্তিতে জীবপরমাত্মপক্ষ  
অসম্ভব হয় । জীবের ভোগ আছে সত্য : কিন্তু পরমাত্মার ভোগ নাই

বতি । চেতনেহপি পরমাত্মনি ঋতপানাসম্ভবাৎ, অনন্নমন্তো-  
হভিচাকশীতি ইতি মন্তবর্ণাদিতি । অত্রোচ্যতে । নৈষ  
দোষঃ । ছত্রিণোগচ্ছন্তীত্যেকেনাপি ছত্রিণা বহুনাং ছত্রি-  
হোপচারদর্শনাৎ, এবমেকেনাপি পিবতা হৌ পিবস্তাবুচ্যে-  
য়াতাম্ । যদ্বা জীবস্তাবৎ পিবতি ঈশ্বরস্ত পায়য়তি, পায়-  
য়ন্নপি পিবতীত্যাচ্যতে । পাচয়িতব্যাপি পক্তৃত্বপ্রসিদ্ধিদর্শ-  
নাৎ । বুদ্ধিক্ষেত্রজপরিগ্রহোহপি সম্ভবতি । করণে কর্তৃত্বো-  
পচারাৎ, এথাংসি পচন্তীতি প্রয়োগদর্শনাৎ । ন চাধ্যাত্মা-

যাবৎ । সমাধত্তে ।—“অত্রোচ্যত” ইতি । আধ্যাত্মিকাধি-  
কারাদন্তো ভাবৎ পাতারাবশকৌ কল্পয়িতুম্ । তদ্বিহ বুদ্ধেরচেতন্তেন পর-  
মাত্মনশ্চ ভোক্তৃ স্বনিষেধেন জীবাত্মৈবৈকঃ পাতা পবিশিষ্যত ইতি স্মারূপ-  
দধাতীতিবদ্বিবচনানুরোধাৎ অপিবৎসংসৃষ্টতাং স্বার্থস্য পিবচ্ছবো লক্ষয়ন্  
স্বার্থমজহন্নিতরেতরযুক্তপিবদপিবৎপবোভবতীত্যর্থঃ । অস্ত বা মুখ্য এব  
স্তথাপি ন দোষ ইত্যাহ ।—“যদ্বা” ইতি । স্বাতন্ত্র্যালক্ষণং হি কর্তৃত্বং তচ্চ  
পাতুরিব পায়য়িতুরপ্যন্তীতি সোহপি কর্তা । অতএব চাহঃ—‘যঃ কাবয়তি  
স করোত্যেব’ ইতি । এবং করণস্তাপি স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষয়া কথঞ্চিৎ কর্তৃত্বং  
যথা কাষ্ঠানি পচন্তীতি । তস্মান্মুখ্যেহপ্যবিরোধ ইতি । তদেবং সংশয়ং  
সমাধায় পূর্বপক্ষং গৃহ্নাতি ।—“বুদ্ধিক্ষেত্রজো” ইতি ।

পরমাত্মার ভোগ হয় না, এ কথা “অন্য অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ করেন না,  
তিনি উদাসীন থাকিয়া দেখেন ।” এই মন্ত্রবাক্যে উক্ত আছে । [ অত্রো...  
দর্শনাৎ ] এই আপত্তি খণ্ডনার্থ আমরা বলি, ঐতিহ্য ঐরূপ উক্তি সন্দোষ  
নহে । যেমন বহু পথিকের মধ্যে এক পথিকের ছত্র থাকিলে, দূরবর্তী  
লোকেরা বলে, ঐ ছত্রিণ (ছাতা ওয়ালারা) বাইতেছে, তেমনি ঐতিহ্য  
একের পান (ভোগ) দেখিয়া উপচারক্রমে উভয়ের পান “পিবন্তো”  
বলিয়াছেন । অথবা জীব ভোগ করেন, ঈশ্বর ভোগ করান, এতদ্ব্যসারে  
ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে । যে পাক করার তাহাকেও যেমন পাকক বলে ;  
সেইরূপ, যে ভোগ করার তাহাকেও ভোক্তা বলে । [ বুদ্ধি...সংশয়ঃ ] বুদ্ধি  
জীব, এ যুগলের গ্রহণও অসম্ভব নহে । কেন-না, “কাষ্ঠ পাক করিতেছে”

ধিকারেহন্তো কৌচিন্দাবৃতং পিবন্তো সজ্জবতঃ । তস্মাদ্বুদ্ধি-  
জীবো স্যাতাং জীবপরমাত্মনো বেতি সংশয়ঃ । কিং ভাবঃ  
প্রাপ্তম্ । বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞাবিতি । কুতঃ । গুহাং প্রবিষ্টাবিতি  
বিশেষণাৎ । যদি শরীরং গুহা যদি বা হৃদয়মুভয়থাপি  
বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞো গুহাং প্রবিষ্টাবুপপদ্যেতে । ন চ সতি সম্ভবে  
সর্বগতস্য ব্রহ্মণো বিশিষ্টদেশত্বং যুক্তং কল্পয়িতুম্ । অকৃতস্য  
লোক ইতি চ কৰ্ম্মগোচরানতিক্রমং দর্শয়তি । পরমাত্মা  
তু ন অকৃতস্য দুকৃতস্য বা গোচরে বর্ততে । ন কৰ্ম্মণা

নিয়তাপারতা বুদ্ধিজীবসম্ভাবিনী ন হি ।

ক্লেশাৎ কল্পয়িতুং যুক্তা সৰ্ব্বেণে পরমাত্মনি ॥

ন চ পিবন্তাবিতিবৎ প্রাবষ্টপদমপি লাক্ষণিকং যুক্তং সতি মুখ্যার্থে  
লাক্ষণিকার্থভাবোগাৎ । বুদ্ধিজীবয়োঃ গুহাপ্রবেশোপপত্তেঃ । অপি চ  
অকৃতস্য লোক ইতি অকৃতলোকব্যবস্থানেন কৰ্ম্মগোচরানতিক্রম উক্তঃ ।  
বুদ্ধিজীবো চ কৰ্ম্মগোচরমনতিক্রান্তো । জীবোহি ভোক্তৃত্বা বুদ্ধিচ ভোগ-  
সাধনতয়া ধৰ্ম্মস্য গোচরে স্থিতৌ ন তু ব্রহ্ম । তস্যাভিন্নত্বাৎ । কিং  
ছায়াতপাবিতি তমঃপ্রকাশবৃত্তৌ । ন চ জীবঃ পরমাত্মনোহভিন্নস্তমঃ ।  
প্রকাশরূপত্বাৎ । বুদ্ধিস্ত জড়তয়া তম ইতি শক্যোপদেষ্টুম্ । তস্মাদ্বুদ্ধি-

ইত্যাদি প্রকারে করণকেও কৰ্ত্তা বলিতে দেখা যায় । বাক্যটি যখন অধ্যাত্ম  
প্রকরণে কথিত, তখন উহার বোধ্য হয় বুদ্ধি-জীব, না হয় জীব-পরমাত্মা,  
এই দুই যুগল ব্যতীত অন্য কোন বহির্কর্ত্ত নহে । সুতরাং সংশয় হইতে  
পারে যে, বুদ্ধি ও জীব, এই এক যুগল, এবং জীব ও পরমাত্মা, এই এক  
যুগল, এই দুই-যুগলের কোন যুগল ঐ ক্রটিতে গুহাপ্রবিষ্ট ও ঋতপানকারী  
রূপে অভিহিত হইয়াছে । [ কিং...ক্রমঃ ] সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ।—  
“গুহাপ্রবিষ্ট” এই বিশেষণের দ্বারা প্রথমতঃ বুদ্ধি-জীব-যুগলকেই পাওয়া  
যায় । শরীরকেই গুহা বল, আর হৃদয়কেই গুহা বল, বুদ্ধি-ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাণ  
প্রবিষ্ট, এ কথা উভয়পক্ষেই সম্ভব হইবে । সমস্ত অর্থের সম্ভব থাকিলে  
পরমবিভূ পরমাত্মার তাদৃশ ক্ষুদ্রস্থান কল্পনা করা অযুক্ত । ক্রটিও “অকৃততমঃ  
লোকে অর্থাৎ কৰ্ম্মকলাজিত দেহে” বলিয়া ঐ উভয়ের কৰ্ম্মগোচরতা

বর্জতে নো কনীয়ান্ ইতি শ্রুতেঃ । ছায়াতপাবিত্তি চ  
চেতনাচেতনয়োর্নির্দেশ উপপদ্যতে ছায়াতপবৎ পরস্পরস্যা  
বিলক্ষণত্বাৎ । তস্মাদবুদ্ধিক্ষেত্রজাবিহোচ্যেয়াতামিত্যেবং  
প্রাপ্তে ক্রমঃ—বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানাবিহোচ্যেয়াতাম্ । কস্মাৎ,  
আত্মানো হি তৌ উভাবপি চেতনৌ সমানস্বভাবৌ । সম্যা-  
শ্রবণে চ সমানস্বভাবেষেব লোকে প্রতীতিদৃশ্যতে । অস্যা  
গোষ্ঠিত্বীয়োহন্বৈক্য ইতি ছাত্তে গোরেব দ্বিতীয়োহন্নি-  
শ্যতে নাশ্বঃ পুরুষো বা । তদিহ স্বাতপানেন লিঙ্গেন নিশ্চিতং

জীবাত্ম কথ্যতে । তত্রাপি প্রেতে বিচিকিৎসাপমুত্তয়ে বুদ্ধেৰ্ভেদেন পর-  
লৌকী জীবোদশনীয় ইতি বুদ্ধিকচ্যতে । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ।—

স্বাতপানেন জীবাত্মা নিশ্চিতোহস্য দ্বিতীয়তঃ ।

ব্রহ্মণৈব সৰূপেণ ন তু বুদ্ধ্য্য বিরূপয়া ॥

প্রথমং দ্বিতীয়ত্বে ব্রহ্মণাবগতে সতি ।

গুহ্যপ্রসঙ্গং চরমং ব্যাখ্যেয়মবিরোধতঃ ॥

গৌঃ দ্বিতীয়েতুক্তে সজাতীয়েনৈব গবাস্তুরেণাবগম্যাহে ন তু বিজ্ঞা-  
তীয়েনাংখাদিনা । তদিহ চেতনোজীবঃ সৰূপেণ চেতনাস্তুরেণৈব ব্রহ্মণা

দেখাইয়াছেন । পরমাত্মা যে স্মৃকৃত দৃকৃতের অতীত, তাহা “তিনি কর্ণের  
দ্বারা বড়ও হন না, ছোটও হন না,” ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত আছে ।  
“ছায়াতপো” ছায়ার ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ভাব,  
এ বিশেষগণীও চেতনাচেতনরূপ বুদ্ধি-জীব পক্ষেই সম্ভব হয় । এই সকল  
কারণে বলি, গুহ্য শ্রুতিতে বুদ্ধিজীব-মুগলই অভিহিত হইয়াছে । এতদ্রূপ  
পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা বলিতেছি।—[ বিজ্ঞা...প্রতীয়তে ] ঐ  
বাক্যে জীব-পরমাত্মাই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধিজীব কথিত হয় নাই ।  
কেননা, উভয়ই চেতন ও উভয়ই সমানস্বভাব । অপিচ, সম্যা শ্রবণ  
বলে তদ্ব্যায়্য তুল্যবস্তই প্রতীত হইতে দেখা যায় । “এই গাভীর  
দ্বিতীয় অবস্থান কর” এরূপ বাক্য শুনিলে প্রোতা অন্য একটা গাভীরই  
অনুসন্ধান করে, অথ অথবা মানুষ অনুসন্ধান করে না । সেইরূপ, এখানেও  
অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিতেও স্বাতপান-লিঙ্গের (জাপক কর্ণের) দ্বারা জীবাত্মার জ্ঞান

বিজ্ঞানাত্মনি দ্বিতীয়াশ্বেষণায়াঃ সমানস্বভাবশ্চেতনঃ পর-  
মাত্মৈব প্রতীয়তে । ননুক্তং গুহাহিততদর্শনাৎ ন পরমাত্মা  
প্রত্যেতব্য ইতি । অত্র বদামঃ । গুহাহিতত্বস্তু ঐতিশ্যবিশিষ্ট-  
সকলং পরমাত্মন এব দৃশ্যতে । গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং  
যো বেদ নিহিত গুহায়াং পরমে ব্যোমন্, আত্মানমগ্নিচ্ছ  
গুহাং প্রবিষ্টম্ ইত্যাদ্যাস্ত । সৰ্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপ-  
লক্ষ্যার্থো দেশবিশেষোপদেশো ন বিরুদ্ধত ইত্যেতদপ্যুক্ত-  
মেব । স্মৃকৃতলোকবর্তিত্বস্তু ছত্রিত্ববদেকস্মিন্নপি বর্তমান-  
মুভয়োরবিরুদ্ধম্ । ছায়াতপাবিত্যপ্যবিরুদ্ধম্ । ছায়াতপ-  
বৎ পরস্পরবিলক্ষণত্বাৎ সংসারিত্বাসংসারিত্বয়োঃ । অবিদ্যা-

সদ্বিতীয়ঃ প্রতীয়তে ন ত্বেতেনয়া বিকপয়া বুদ্ধ্যা । তদেবমৃতং পিবন্তাবিত্যত্র  
প্রথমমবগতে ব্রহ্মণি তদনুরোধেন চরমং গুহাশ্রয়ত্বং শালগ্রামে হরিরিতি-  
বদ্যাখ্যায়ম্ । বহলং হি গুহাশ্রয়ত্বং ব্রহ্মণঃ ঐতিশ্য আত্মঃ । তদিদমুক্তং  
তদর্শনাদিতি । তস্য ব্রহ্মণোগুহাশ্রয়ত্বস্য ঐতিশ্য দর্শনাদিতি । এবঞ্চ

হওয়ার পব দ্বিতীয়েব অশ্বেষণ কালে তাহারই সমান ( সমচেতন ) বা  
সজ্জাতি পবমাত্মা প্রতীত হন । [ ননুক্তং...দ্যাস্ত ] ইতিপূর্বে গুহাপ্রবিষ্ট  
শব্দ দেখিয়া পরমাত্মা বুদ্ধিবীর ব্যাঘাত হয় বলা হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা  
হয় না । গুহানিহিত কথা পরমাত্মারই বোধক । হেতু এই যে, ঐতিশ্য স্বতি  
সর্বত্রই পরমাত্মাকে গুহানিহিত বলিতে দেখা যায় । যথা—“সেই আনন্দ-  
পুরুষ গুহায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত, গহ্বরে অর্থাৎ অনর্থসঙ্কুল দেহে অব-  
স্থিত ।” “যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জ্ঞানরূপে বুদ্ধিগুহাতে বিরাজিত ব্রহ্ম জানে  
সে শোকহর্বমুক্ত হয় ।” “গুহাপ্রবিষ্ট আত্মার অশ্বেষণ কর ।” ইত্যাদি ।  
[ সর্ব...গৃহেতে ] ব্রহ্ম সর্বগত হইলেও উপলব্ধির জন্য—ভাঁহাকে আনি-  
বার জন্য প্রদেশবিশেষ অবলম্বন করা দোষাবহ নহে । স্মৃকৃতির লোকে  
( দেহে ) থাকেন, এ কথাও ছত্রিন্যায়ে অবিরুদ্ধ । অর্থাৎ একের দেহ-  
বাসে অপরের দেহবাস অতিসান্নিধ্যপ্রযুক্ত উপচারিত ( উপচারক্রমে কথিত )  
হইতে পারে । ছায়া ও আলোক, এ অংশেও বিরোধ নাই । সংসারিত্ব

কৃতত্বাৎ সংসারিত্বস্য পারমার্থিকত্বাচ্চাসংসারিত্বস্য। তস্মা-  
দ্বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গুহাং প্রবিষ্টৌ গৃহ্যেতে। কুতশ্চ  
বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গৃহ্যেতে ॥ ১১ ॥

## বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥ \*\*

বিশেষণঞ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানোরৈব সম্ভবতি। আত্মানং  
রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথেনৈব চ ইত্যাদিনা পবেণ গ্রহ্নেহ  
রথিরথাদিক্রপককল্পনয়া বিজ্ঞানাত্মানং রথিনং সংসারমোক্ষ-  
য়োর্গন্তারং কল্পয়তি। সোহন্ধনঃ পানশাপ্নোতি তদ্বিষ্ণাঃ  
পবমং পদম্ ইতি পরমাত্মানং গন্তব্যং কল্পয়তি। তথা. তং

প্রণমাবগতএকাত্মবোধেন সুরুতলোকবর্তিত্বমপি তস্য লক্ষণয়া ছত্রিনাথেন  
গম্যিতব্যম। ছায়াতপস্বমপি জীবদ্যাবিদ্যাশ্রয়তয়া একগুণচ শুদ্ধপ্রকাশ-  
স্বভাবস্য তদনাশ্রয়তয়া সম্ভবাম।

ইমমেব জ্ঞাযং 'দ্বা সুপর্ণ' ইত্যাদ্যাপ্যদাহবণে কৃত্বাচিহ্নয়া যোজয়তি।—

অসংসারিত্ব অবশ্যই ছায়াতপেব ন্যায় বিভিন্ন। সংসারী অবিদ্যাবৃত্ত অর্থাৎ  
কল্পিত আন অসংসারী অবিদ্যামুক্ত অর্থাৎ পাবমাথ সং। সেই কারণে,  
গুহাপ্রবিষ্ট ঐতিহ্যে জীব ও পরমাত্মা গ্রাহ জীব-পবমাত্মা পক্ষে অন্য  
হেতুও আছে। যথা—

গন্তা ও গন্তব্য প্রভৃতি বিশেষণ জীব পবমাত্ম পক্ষেই সুসম্ভব হয়।  
ঐতিহ্যে এই বাক্যের পবে “আত্মাকে বখী ও শবীবকে বথ বালয়া জ্ঞান”  
এইরূপে বখি-বথ-কল্পনা কবিয়া, জীবকে সংসার পথেব ও মোক্ষ পথেব  
গমমকর্তা রথী এবং “জীব সংসার পথেব পাবস্বরূপ বিক্ষুস্বজ্ঞীয় পবম পদ  
প্রাপ্ত হয়” এইরূপ উক্তিহ দ্বাবা পবমাত্মাকে তাহাব গন্তব্য (প্রাপ্য) বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন। এই বাক্যেব পূর্বেও জীব ও পবমাত্মা “ধীব ব্যক্তি

\* বিশেষণং গন্ত-গন্তব্যং মন্ত-মন্তব্যাদিকম্, তস্মাদপি জীবপবমাত্মপোনা গ্রাহ্য ইতি  
যোজ্য।—গন্তা ও গন্তব্য প্রভৃতি বিশেষণ জীব পবমাত্ম পক্ষেই সম্ভব হয় সূতবাং শ্রোত  
বাক্যে জীব ও পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন। (জীব গন্তা, পরমাত্মা তাহাব গন্তব্য অর্থাৎ  
প্রাপ

দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং শুহাহিতং গম্বরেষ্ঠং পুরাণম্ । অধ্যাত্ম-  
 বোগাধিগমেন দেবং মন্তা ধীরো হর্বশোকো জহাতি ইতি  
 পূর্বশ্লিষ্মপি গ্রন্থে মন্তুমন্তব্যাত্মেনৈতাবেব বিশেষিতো  
 প্রকরণক্ষেদং পরমাত্মনঃ । ব্রহ্মবিদো বদন্তীতি চ বক্তৃ-  
 বিশেষোপাদানং পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে, তস্মাদিহ জীব-  
 পরমাত্মানাবুচ্যেয়াতাম্ । এষ এব ত্মায়ো দ্বা স্পর্শা সমুজ্জা  
 সখ্যা ইত্যেবমাদিষ্মপি । তত্রাপি হৃদ্যাভ্যাদিকারাং ন  
 প্রাকৃতৌ স্পর্শাবুচ্যেতে । তয়োৱন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বতি ইতি  
 অদনলিপ্পাদিজ্ঞানাত্মা ভবতি । অনশ্লমন্তোহভিচাকশীতি  
 ইত্যনশনচেতনত্বাভ্যাং পরমাত্মা । অনন্তরে চ মন্ত্রে তাবেব

“এষ এব ত্মায়” ইতি । অত্রাপি কিং বুদ্ধিজীবৌ উত জীবপরমাত্মানাবিতি  
 সংখ্যা করণরূপায়া বুদ্ধিরেধাংসি পচন্তীতিবৎ কর্তৃত্বোপচারাং বুদ্ধিজীবাবিহ  
 পূর্বপক্ষয়িত্বা সিদ্ধান্তয়িতব্যম্ । সিদ্ধান্তস্ত ভাষ্যকৃতা ফোরিতঃ । তদর্শনা-  
 দিতি চ ‘সমানৈ বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্ন’ ইত্যত্র মন্ত্রে । ন থলু মুখ্যে কর্তৃত্বে

দুর্দর্শং গূঢ় শরীরান্তঃপ্রবিষ্টং শুহাবাসী পুরাণ পুরুষ দেবকে অধ্যাত্মবোগে  
 মনন করিয়া শোক-হর্ব-মুক্ত হন” এবম্প্রকারে মন্তা (মননকর্তা) ও মন্তব্য  
 (মননের আলম্বন) এই দুই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে । [ প্রকরণ...  
 তাম্ ] অপিচ, ঐ প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ (প্রকরণ=প্রস্তাব),  
 তদ্ব্যুসারেও পরমাত্মপক্ষ গ্রাহ্য । “ব্রহ্মজগৎ বলিয়া থাকেন” এ কথা  
 পরমাত্মপক্ষ গ্রহণ বাচীত সঙ্গত হয় না । এই সকল কারণে বলিতে  
 হয়, ঐ বাক্যে জীব-পরমাত্ম-পক্ষই উক্ত হইয়াছে । [ এষ...পরমাত্মা ]  
 এ যুক্তি “দুইটা পক্ষী এক সঙ্গে এক বৃক্ষে বাস করে, তাহারা পরস্পর  
 পরস্পরের সখা ।” ইত্যাদি স্থলেও লইবে । ঐ কথা অধ্যাত্ম-অধি-  
 কারের কথা, সূতরাং ঐ পক্ষীও প্রাকৃত পক্ষী নহে । (অর্থাৎ ঐরূপ  
 রূপক বর্ণন দ্বারা ঐ বাক্যেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা কথিত হইয়াছে) ।  
 “ঐ দু-এর একটি সূতাহ পিপ্পল (কন্দকল) ভোগ করে” এই বাক্যে  
 জীবাত্মা এবং “অন্যটি ভোগ করে না, কেবলমাত্র দেখে” এই বাক্যে  
 পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন । [ অনন্তরে...ইতি ] ঐ মন্ত্রের পরমন্ত্রে ঐ



দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যভাবেন বিশিনষ্টি—সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিময়ো-  
হনীশয়া শোচতি যুহমানঃ । জুফং যদা পশ্যত্যশ্মমীশমশ্ম  
মহিমানমিতি বীতশোক ইতি । অপর আহ ।—হা সুপ-  
র্ণেতি, নেয়ম্নগম্যাধিকরণস্য সিদ্ধান্তং ভজতে, পৈঙ্গিরহস্য  
ব্রাহ্মণেনাত্মথাব্যাত্মাতত্বাৎ । তয়োৱন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বভীতি  
সদ্বম্ । অনশ্মন্নন্যোহভিচাকশীতীত্যনশ্মন্নন্যোহভিপশ্যতি  
জ্ঞস্তাবেতো সদ্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি সদ্বশব্দো জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ  
পরমাত্মেতি যদ্যুচ্যেত, তন্ন । সদ্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োৱন্তঃকরণ-  
শারীরপরতয়া প্রসিদ্ধত্বাৎ তত্রৈব চ ব্যাত্মাতত্বাৎ । তদেতৎ  
সদ্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যহং যোহয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স  
ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতো সদ্বক্ষেত্রজ্ঞো ইতি । নাপাস্যাধিকরণস্য

সম্ভবতি করণে কর্তৃষোপচারোযুক্ত ইতি কৃষাচিন্তামুদ্বাটয়তি । “অপর  
আহ” । “সদ্বং” বুদ্ধিঃ । শব্দতে।—“সদ্বশব্দ” ইতি । সিদ্ধান্তার্থং ব্রাহ্মণং  
ব্যাচষ্ট ইত্যর্থঃ । নিরাকবোতি ।—“তন্ন” ইতি । “যেন স্বপ্নং পশ্যতি” ইতি ।  
যেনেতি করণমুপদিশতি । ততশ্চ ভিন্নং কর্তারং ক্ষেত্রজ্ঞম্ । “যোহয়ং  
শারীর উপদ্রষ্টা” ইতি । অস্ত তর্হ্যস্যাধিকরণস্য পূর্বপক্ষ এব ব্রাহ্মণার্থো  
বচনবিরোধে নায়ম্যাভাসস্বাদিতাত আহ ।—“নাপাস্যাধিকরণস্য পূর্বপক্ষং

ত্বই আত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য বলা হইয়াছে । যথা—“আপনার জৈশ্বরজ্ঞান  
লুপ্ত হওয়াতেই পুরুষ (জীব) শরীররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন ও মুগ্ধ হইতেছে  
(আমি দেহী, এতরূপ ভ্রম অহুতব করিতেছে) স্মৃতরাং শোক (দুঃখ)  
প্রাপ্ত হইতেছে । কিন্তু সে যখন ধ্যানাদির দ্বারা সেবিত, জৈশ্বরকে  
বিশিষ্টভিন্ন অর্থাৎ নির্বিশেষণ বা চিন্মাত্র রূপ দেখে, তখনই সে মহিমা  
অর্থাৎ আপনার স্বরূপপ্রাপ্ত ও শোকশূন্য হয় ।” (এই মন্ত্রে জীবকে  
দ্রষ্টা বা দর্শক এবং পরমাত্মাকে তাহার দৃশ্য বা দর্শনীয় বলা হইয়াছে) ।  
[অপর...বিবক্ষাতে] কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, “হা সুপর্ণা সমুজ্জা  
সথায়া” এই মন্ত্রটি উপস্থিত বিচারের সিদ্ধান্তস্থানে আসিতে পারে  
না । কেন-না, পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণ (গ্রন্থবিশেষ) ঐ মন্ত্রের অন্তরূপ  
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণ পিপ্পলভোক্তা পক্ষীকে সদ্ব

পূর্বপক্ষং ভজতে । ন হত্র শারীরঃ ক্ষেত্রজঃ কর্তৃভোক্তৃ-  
ত্বাদিসংসারধর্ম্মেণোপেতো বিবক্ষ্যতে । কথং তর্হি সর্ব-  
সংসারধর্ম্মাপেতো ব্রহ্মস্বভাবশ্চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ, অনন্তম-  
ন্যোহভিপশ্যতি জ্ঞ ইতি বচনাৎ । তদ্ব্যমসি, ক্ষেত্রজ্ঞত্বাপি  
মাং বিদ্ধি, ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যশ্চ । তাবতা চ বিদ্যোপ-  
সংহারদর্শনমেবাবকল্যতে, তাবেতো সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞো, ন হ  
বা এবম্বিদি কিঞ্চন রজ আধ্বংসতে, ইত্যাদি । কথং পুন-

ভজত” ইতি । এবং হি পূর্বপক্ষমশ্রু ভজত যদি হি ক্ষেত্রজ্ঞে সংসারিণি  
পর্যবস্যেৎ । তস্য তু ব্রহ্মকপতায়ং পর্যাবসান্যন পূর্বপক্ষমপি স্বীকরো-  
তীত্যর্থঃ । অপি চ, “তাবেতো সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞো ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চন রজ  
আধ্বংসত” ইতি । রজোহবিদ্যা নাধ্বংসনং ন সংগ্ৰেবং এবম্বিদি করো-  
তীত্যর্থঃ । এতাবতৈব বিদ্যোপসংহারাজ্জীবস্য ব্রহ্মানুতাপবতাহস্য লক্ষ্যত  
ইত্যাং—“তাবতা চ” ইতি । চোদয়তি ।—“কথং পুন”বিতি । নিবা-

ও অভোক্তা দর্শক পক্ষীকে জ্ঞ বলিযাছেন । (সত্ত্ব শব্দের অর্থ বুদ্ধি  
এবং জ্ঞ শব্দের অর্থ জীব) । সত্ত্ব জীব, জ্ঞ পবমান্বা, একপ বলিতে  
পারা যায় না । কেন-না, ঐ দুই শব্দ যথাক্রমে বুদ্ধিতে ও জীবে ও সিদ্ধ ।  
পৈঞ্জিগ্ৰহস্য ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যাও ঐকপ । যথা—“বাহার দ্বারা স্বপ্নদর্শন  
হয় তাহা সত্ত্ব এইং যে এই শরীরে থাকিয়া দর্শন করে সে ক্ষেত্রজ্ঞ ।”  
যদি বল, ঐ মস্তকের অর্থ এ বিচারের পূর্বপক্ষ হইবে, তাহাও হইতে পারে  
না । সংসারধর্ম্মবান্ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ ঐ মস্তকের বিবক্ষিত নহে । [ কথং...  
ভ্যশ্চ ] তবে কি বিবক্ষিত ? সর্বধর্ম্মাতীত চৈতন্যস্বভাব ব্রহ্মই বিবক্ষিত ।  
“অন্যটি ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন” “সেই ব্রহ্ম তুমি” “আমি  
ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব, ইহা জানিবে ।” ইত্যাদিবিধ ঐশ্রুতি ও স্মৃতি ঐ অর্থের  
বোধক বা পোষক প্রমাণ । [ তাবতা... ইত্যাদি ] উহাতেই—ঐ ব্যাখ্যাতেই  
বিদ্যার (বিবেকজ্ঞানের) উপসংহার দেখা যায় । যথা—“এই সেই সত্ত্ব  
ক্ষেত্রজ্ঞ ।” “যে ইহাকে (অজ্ঞানকে) জানে, এ (অজ্ঞান) তাহাকে কোন  
কর্মে লিপ্ত করে না ।” [ কথং...রোপয়তি ] যদি বল, সত্ত্ব (বুদ্ধি)  
অচেতন, তাহাকে ভোক্তা বলা সম্ভব নহে, এ আপত্তির প্রতি আমাদের

রস্মিন্ পক্ষে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি ইতি সত্ত্বং,  
ইত্যচেতনে সত্ত্বে ভোক্তৃত্ববচনমিতি । উচ্যতে । মেয়ং  
শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামীতি প্রবৃত্তা । কিং  
তর্হি । চেতনস্য ক্ষেত্রজস্যাহভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাং বক্ষ্যা-  
মীতি । তদর্থঃ স্থখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্বমধ্যা-  
রোপয়তি । ইদং হি কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং সত্ত্বক্ষেত্রজয়ো-  
রিতরেতরস্বভাবাবিবেককৃতং কল্প্যতে, পরমার্থতস্তু নান্য-  
তরস্যাপি সম্ভূতি । অচেতনত্বাৎ সত্ত্বস্য, অবিক্রিয়ত্বাচ্চ ক্ষেত্র-  
জস্য । অবিদ্যাপ্রভূতপস্থা পিতৃস্বভাবত্বাচ্চ সত্ত্বস্য স্তূতরাং ন  
সম্ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ, যত্র বান্যাদিব স্যাৎ তত্রান্যো-  
হন্যৎ পশ্চেৎ ইত্যাদিনা স্বপ্নদৃষ্টহস্তাদিব্যবহারবদবিদ্যা-  
বিষয় এব কর্তৃত্বাদিব্যবহারং দর্শয়তি । যত্র ত্বস্য সর্ব-

করোতি ।—“উচ্যতে । মেয়ং শ্রুতি”রিতি । অনগ্নং জীবোব্রহ্মাভিচাক-  
শীতীত্বাক্তে শব্দেত যদি জীবোব্রহ্মাত্মা নাশ্নাতি কথং তর্হ্যস্মিন্ ভোক্তৃত্বাব-  
গমঃ । চৈতন্যসমানাধিকরণং হি ভোক্তৃত্বমবভাসত ইতি । তন্নিরাসায়াহ  
শ্রুতিঃ “তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি” ইতি । এতচ্চক্ষং ভবতি ।—নেদং  
ভোক্তৃত্বং জীবস্য তত্ত্বতোহপি তু বুদ্ধিসত্ত্বং স্থখাদিরূপপরিণতং চিচ্চিচ্ছায়া-

বক্তব্য এই যে, “পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি” এই শ্রুতি সত্ত্বের ভোগ বলিতে প্রবৃত্ত  
নহে । চেতন ক্ষেত্রজ যে ভোক্তা নহে, এবং ক্ষেত্রজই যে ব্রহ্ম, তাহাই  
বলিতে প্রবৃত্ত । শ্রুতি জীবের ব্রহ্মত্ব বুঝাইবার জন্যই স্থখাদিবিকারমতী  
বুদ্ধিকে ভোক্তা বলিয়াছেন । [ ইদং ..বারয়তি ] সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ পর-  
স্পন্ন অবিকৃত থাকতেই অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানের গোচর না হওয়াতেই  
উহাদিগের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত (দ্রম) হইতেছে । বস্তুতঃ উক্ত উভয়ের  
কেহই কর্তা বা ভোক্তা নহে । অচেতন বিধায় সত্ত্বের ও নির্বিকার বিধায়  
ক্ষেত্রজের ভোক্তৃত্ব নাই । কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যে কল্পিত, অজ্ঞানমূলক,  
তদ্বিশেষে শ্রুতিই প্রমাণ । শ্রুতি “যখন ভিন্ন প্রায় হয় তখনই ভিন্ন হইয়া ভিন্ন  
দেখে” এইরূপ এইরূপ বাক্যে কর্তৃত্বাদি ব্যবহারকে স্বপ্নদৃষ্টহস্তাদিব্যবহা-  
রের ন্যায় মিথ্যা ও কল্পনামাত্র বলিয়াছেন । এবং “যখন এ সমস্ত আত্ম-

মাত্ৰৈবাবুৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা চ বিবেকিনঃ  
কৰ্ত্তৃত্বাদিব্যবহারং বারয়তি ॥ ১২ ॥

### অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ \*

য এষোহক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ ।  
এতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্ম ইতি । তদ্যদ্যপ্যগ্নিন্ সর্পির্বোদকং  
বা সিঞ্চতি, বহ্নীনী এব গচ্ছতি ইত্যাদি শ্রুয়তে । তত্র  
সংশয়ঃ । কিময়ং প্রতিবিশ্বাত্মাহক্ষ্যধিকরণো নির্দিষ্ট্যতে,

পত্ন্যোপপন্নচৈতন্যমিব ভুংক্তে ন তু তদ্বতো জীবঃ পবমান্বা ভুংক্তে । তদে-  
তদধ্যাসভাষো কৃতব্যাত্মানম্ । তদনেন কৃষ্যচিহ্নোদ্যোতিতঃ ।

নবস্তুস্বক্শ্মোপদেশাদিত্যনেনৈবৈভক্ত্যর্থঃ, সন্তি খবত্ৰাপান-দাদয়ো-  
বন্ধন্যাঃ প্রতিবিশ্বজীবদেবতাস্বস্তুবিনঃ । তস্মাদেক্ষধর্ম্মোপদেশাদেক্ষে-  
বাহত্র বিবক্ষিতম্ । সাক্ষাচ্চ ব্রহ্মক্ষমোপাদানং । উচ্যতে ।

এষ দৃশ্যত ইত্যেতৎ প্রত্যক্ষেহর্থে প্রযুক্ত্যতে ॥

পবোক্ষং ব্রহ্ম ন তথা প্রতিবিশ্বে তু যুক্ত্যতে ॥

ভূত হয় তখন আব কে কি দিয়া কি দখিবে ?” এই শ্রুতি জ্ঞানী  
কৰ্ত্তৃত্বাদি দৃষ্টি নিবেধ কবিয়াছেন অর্থাৎ থাকে না বলিয়াছেন ।

“এই যে পুরুষ নেত্রগোলে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা । ইনি অমৃত,  
অভয় ও ব্রহ্ম । অক্ষিগোলকে ঘৃত অথবা উদক প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা  
পশ্বে (চোকের ভৌঁবাতে) গমন কবে । (অর্থাৎ অক্ষিস্থান অসঙ্গ বা  
নির্লেপ) ।” ছান্দোগ্য শ্রুতির এই উপদেশে সংশয় হয়, ঐতি কি (উপাস-  
নার্থ) অক্ষিরূপ আধারে ছায়াপুরুষের (পুরুষ প্রতিবিশ্বের) উপদেশ  
কবিয়াছেন ? না নেত্রাধিষ্ঠাত্রী সূর্য্যদেবতার উপদেশ করিয়াছেন ? অথবা  
জীবের উপদেশ করিয়াছেন ? কিংবা (উপাসনার্থ) পরমেশ্বরের উপদেশ

১ ছান্দোগ্যশ্রুতৌ অক্ষিস্থানহেনোপদিষ্টঃ অন্তরঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব নান্য ইতি  
যোক্তব্যম্ । কৃত ? উপপত্তেঃ । বস্তুত্বজ্ঞান আত্মবাদয়ো ধর্ম্মা পরমেশ্বর এবোপপদ্যন্তে ;  
তত ইত্যাক্ষার্থঃ ।—ছান্দোগ্য শ্রুতির উপকোশল বিদ্যা-প্রকরণে, চকুতে যে অন্তরঃপুরুষ  
উপদিষ্ট হইয়াছে, সে পুরুষ পরমেশ্বর । হেতু এই যে, পরমেশ্বরেই তদাক্যোক্ত আত্মবাদি  
বিশেষণ উপপন্ন হয়, অন্য কিছুতে হয় না ।

অথ বিজ্ঞানাত্মা, উত দেবতাস্ত্রেদ্রিয়স্যাধিষ্ঠাতা, অথবেশ্বর  
ইতি । কিং তাবৎপ্রাপ্তম্ । ছায়াত্মা পুরুষপ্রতিরূপ ইতি ।  
কৃতঃ । তস্য দৃশ্যমানত্বপ্রসিদ্ধেঃ । য এবোহক্ষিণি পুরুষো-  
দৃশ্যতে ইতি চ প্রসিদ্ধবত্পদেদশাৎ । বিজ্ঞানাত্মনো বা অয়ং  
নির্দেশ ইতি যুক্তম্ । স হি চক্ষুৰ্বা রূপং পশ্যন্ চক্ষুষি  
সন্নিহিতো ভবতি, আত্মশব্দশচাশ্মিন্ পক্ষেহনুকূলো ভবতি ।  
আদিত্যপুরুষো বা চক্ষুষোহনুগ্রাহকঃ প্রতীয়তে । রশ্মিভি-  
রেষোহশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্রুতেঃ । অমৃতত্বাদীনাঞ্চ

উপক্রমবশাৎ পূৰ্ব্বমিতরেষাং হি বর্ণনম্ ।

কৃতং ন্যায়েন যেদৈব স খবদ্রামুখজ্যতে ॥

অতঃ পিবস্তাবিত্যত্র হি জীবপরমাত্মানৌ প্রথমাবগতাৰিতি তদনুরোধেন  
‘স্বহাপ্রবেশাদয়ঃ পশ্চাদবগতা ব্যাখ্যাতা তদ্বদিহাপি ‘য এবোহক্ষিণি পুরুষো-  
দৃশ্যত’ ইতি প্রত্যক্ষাভিধানাৎ প্রথমমবগতে ছায়াপুরুষে তদনুরোধেনামৃত-  
ত্বাভয়ত্বাদয়ঃ স্তত্যা কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়াঃ । তত্র চামৃতত্বং কতিপয়কণাবস্থানাৎ  
অভয়ত্বমচেতনত্বাৎ পুরুষত্বং পুরুষাকারত্বাৎ আত্মত্বং কনীনিকার্যা ব্যাপনাৎ  
ব্রহ্মরূপত্বমুক্তরূপামৃতত্বাদিযোগাৎ । এবং বামনীত্বাদয়োহপ্যস্যা স্তভ্যেব  
কথঞ্চিন্নেতব্যঃ । কঞ্চ খঞ্চ ইত্যাদি তু বাক্যমগ্রীনাং নাচার্য্যবাক্যং নিয়ন্ত-  
মহীতি । ‘আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা’ ইতি চ গতাস্তরাভিপ্রায়ঃ ন তু-  
পরিণিষ্টাভিপ্রায়ম্ । তস্মাচ্ছায়াপুরুষ এবাহত্ৰোপাস্য ইতি পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ ।  
সম্ভবমাত্রেণ তু জীবদেবতে উপন্যস্তে বাধকাস্তরোপদর্শনায় চৈষ দৃশ্যত  
ইত্যস্যাভাভাবাৎ । অন্তস্তত্ত্বোপদেশাদিত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ । এবং  
প্রাপ্ত উচ্যতে । ‘য’ ‘এষ’ ইতি ।

করিয়াজেন ? সংশয়ের পর প্রথমতঃ ছায়াপুরুষ অর্থই উপলব্ধ হয় । কেননা,  
সকলেই জানেন যে, নেত্রতারকার পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাহা  
দেখাও যায় ; সুতরাং শ্রুতি তদনুসারে “চক্ষুতে এই বে পুরুষ দেখা যায় ।”  
বলিয়াজেন । জীবের উপদেশও অসম্ভব নহে । কেননা, জীব রূপদর্শন-  
কালে চক্ষুতে সন্নিহিত হন (আইসেন) । অপিচ, জীবের প্রতি স্নাত্ত্বশব্দ  
প্রয়োগ বিশেষ সঙ্গত । চক্ষুর অনুগ্রাহক আদিত্যদেবতাও ঐ ব্যাকের

দেবতাস্থান্যপি কথঞ্চিৎ সম্ভবাৎ । নেশ্বরঃ । স্থানবিশেষ-  
নির্দেশাৎ । ইত্যেবম্প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমেশ্বর এবাক্ষণ্যভ্যন্তরঃ  
পুরুষ ইহোপদিষ্ট ইতি । কস্মাৎ । উপপত্তেঃ । উপ-  
পদ্যতে হি পরমেশ্বরে গুণজাতমিহোপদিষ্টমানম্ । আত্মত্বং  
তাবম্মুখ্যয়া বৃত্ত্যা পরমেশ্বর উপপদ্যতে । স আত্মা, তত্ত্বমসি  
ইতি শ্রুতেঃ । অমৃতত্বাভয়ত্বে চ তস্মিন্নসকৃৎ শ্রুয়েতে ।

অনিম্পন্নভিধানে হে সর্বনামপদে সতী ।

প্রাপ্য সন্নিহিতসার্থং ভবেতামভিধাতৃণী ॥

সন্নিহিতাশ্চ পুরুষাত্মাদিশব্দান্তে চ ন বাবৎ স্বার্থমভিধতি তাবৎ সর্ব-  
নামভ্যাং নার্থত্বোপ্যভিধীয়ত ইতি কুতস্তদর্থস্যাপরোক্ষতা । পুরুষাত্ম-  
শব্দো চ সর্বনামনিরপেক্ষো স্বরসতোজীব বা পরমাশ্বনি বা বর্ত্তেত ইতি ।  
ন চ তয়োক্তকুবি প্রত্যক্ষদর্শনমিতি নিরপেক্ষপুরুষপদপ্রত্যারিতার্থানুরোধেন  
য এব ইতি দৃশ্যত ইতি চ যথাসম্ভবং ব্যাখ্যায়ম্ । ব্যাখ্যাতঞ্চ সিদ্ধবহুপাদানং  
শাস্ত্রাদ্যপেক্ষং বিবৃদ্ধিবরং প্ররোচনার্থম্ । বিদুষঃ শাস্ত্রত উপলব্ধিরেব  
দৃঢ়তয়া প্রত্যক্ষবহুপচর্য্যতে প্রশংসার্থমিত্যর্থঃ । অপিচ, তদেব চরমং  
প্রথমানুগুণতয়া নীয়তে যন্তেতুং শক্যম্, অরক্ষ । ইহ স্বমৃতত্বাদন্যেবহবশ্চা-  
শক্যাশ্চ নেতুম্ । ন হি স্বসত্তাক্ষণ্যবস্থানমাত্মমৃতত্বং ভবতি । তথা সক্তি  
কিং নাম নামুতং স্যাদিতি বার্থমমৃতপদম্ । ভয়াভয়ে অপি চেতনধর্ম্মো  
নাচেতনে সম্ভবতঃ । এবং বামনীত্বাদয়োহপ্যান্যত্র ব্রহ্মণো নেতুমশক্যাঃ ।

উপদেষ্টব্য হইতে পারে । হেতু এই যে, ক্রটিতে আছে, ঐ আদিত্য  
রশ্মিরূপে চকুরিন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন । অমৃতপ্রভৃতি বিশেষণ আদিত্য-  
পুরুষে কোন এক প্রকারে সংলগ্ন করা যাইতে পারে । যখন স্থান বিশেষের  
উল্লেখ আছে, তখন আর ঐ বাক্যে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইতে  
পারে না । এতদ্রূপ পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে,—ঐ বাক্যে পর-  
মেশ্বরেরই উপদেশ, অন্য কাহার নহে । হেতু এই যে, ঐ বাক্যের সমস্ত  
বিশেষণ পরমেশ্বর অর্থে সঙ্গত হয়, অন্য অর্থে হয় না । [ আত্মত্বং  
পরমেশ্বরঃ ] “তিনিই আত্মা, হে যেতাকেতু ! সেই আত্মাই তুমি ।” এই  
ক্রটির দ্বারা পরমেশ্বর অর্থেই আত্মশব্দের মুখ্যপ্রয়োগ প্রতিপন্ন হয় ।

তথা পরমেশ্বরানুরূপমেতদক্ষিস্থানম্ । যথা হি পরমেশ্বরঃ সৰ্ব্বদোষৈরলিপ্তোহপহতপাপ্যাদিশ্রবণাৎ, তথাহিক্ষিস্থানং সৰ্ব্বলেপরহিতমুপদিক্তং, তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সৰ্পির্কোদকং বা সিক্তি বহ্নীনী এব গচ্ছতি ইতি শ্রুতেঃ । সংযদ্বামত্বাদি-  
 গুণোপদেশশ্চ তস্মিন্নবকল্পতে, এতং সংযদ্বাম ইত্যচক্ষতে  
 এতং হি সৰ্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি । এষ উ এব বামনীরেষ  
 হি সৰ্ব্বাণি বামানি নয়ন্তি । এষ উ এষ ভামনীরেষ হি

প্রত্যক্বাপদেশশ্চোপপাদিতঃ । তদিদমুক্তং ‘মুপপত্তে’রিতি । এতদমৃতমভয়-  
 মেতদব্রহ্মেত্যুক্তে সাদাশক্যং নহু সৰ্ব্গতস্যোশ্বরস্য কস্মাদিশেষণ চকুরেব  
 স্থানমুপদিশ্যত ইতি তৎপরিহরতি শ্রুতিঃ—“তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সৰ্পির্কোদকং বা  
 সিক্তি বহ্নীনী এব গচ্ছতি” ইতি । বহ্নীনী পক্ষস্থানে । এতদ্রুতং ভবতি ।—  
 নির্লেপস্যোশ্বরস্য নির্লেপং চকুরেব স্থানমুরূপমিতি । তদিদমুক্তং “তথা  
 পরমেশ্বরানুরূপ”মিতি । “সংযদ্বামত্বাদিগুণোপদেশশ্চ তস্মিন্” ব্রহ্মণি  
 “কল্পতে” ঘটতে সমবেতার্থত্বাৎ । প্রতিবিষাদিষু তসমবেতার্থঃ । বননীরানি  
 সমুজ্জনীয়ানি শোভনীরানি পুণ্যফলানি বামানি । সংযন্তি সঙ্গচ্ছমানানি  
 বামানানেনেতি সংযদ্বামঃ পরমাশ্রা । তৎকারণত্বাৎ পুণ্যফলোৎপত্তেঃ ।  
 তেন পুণ্যফলানি সঙ্গচ্ছন্তে । স এব পুণ্যফলানি বামানি নয়তি লোকমিতি  
 বামনীঃ । এষ এব ভামনীঃ ।—ভামানি ভানানি ভানি নয়তি লোকমিতি

অমৃত ও অভয়, এ দুই শব্দও শ্রুতিতে পরমেশ্বরবিষয়ে পুনঃপুন উচ্চারিত  
 হইয়াছে । অক্ষি-স্থানটীও পরমেশ্বরের অনুরূপ অর্থাৎ সদৃশ । পরমেশ্বর  
 সৰ্ব্বদোষে অলিপ্ত, অক্ষিও সৰ্ব্বদ্রব্যে অলিপ্ত । “চকুতে ঘৃত অথবা জল  
 উপসিক্ত করিলে তাহা পক্ষতে (ভোঁয়াতে) যার” এই দৃষ্টান্তবাক্যে কেবল  
 নির্লেপত্বের উপদেশ জানিবে । (নির্লেপত্ব উপদেশের দ্বারাও পরমেশ্বর  
 অর্থ প্রতিপন্ন হয়) । সংযদ্বাম, বামনী, ভামনী, এ সকল কথাও পরমেশ্বর  
 বিষয়ে অবকল্পিত । (পরমেশ্বরের বোধক) । যথা—“সকল বাম (কর্ণ-  
 ফল) পরমেশ্বর লক্ষ্য করিয়াই জন্মে, সেই কারণে তাঁহাকে সংযদ্বাম  
 বলে । তিনি কর্ণফল প্রদান করেন, তাই তিনি বামনী । তিনি সৰ্ব্ব-

সর্বেষু লোকেষু ভাতি ইতি চ । অত উপপত্তেরন্তরঃ  
পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

### স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ \*

কথং পুনরাকাশবৎ সর্বগতস্য ব্রহ্মণোহক্ষ্মানস্থানমুপ-  
পদ্যত ইতি । অত্রোচ্যতে । ভবেদেষানবকৃপ্তির্ঘদ্যে-  
তদেবৈকং স্থানমস্য নির্দিষ্টং ভবেৎ । সন্তি হি অন্যান্যপি  
পৃথিব্যাदीনি স্থানান্যস্য নির্দিষ্টানি—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্  
ইত্যাদিনা । তেষু হি চক্ষুরপি নির্দিষ্টং—যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠমিতি ।  
স্থানাদিব্যপদেশাদিত্যাদিগ্রহণেনৈতদদর্শয়তি—ন কেবলং স্থান

ভামনীঃ । তদ্বক্তৃঃ প্রত্যা । ‘তমেব ভাস্তমভাতি সর্বং তস্য ভাসা  
সর্বমিদং বিভাতি’ ইতি ।

আশঙ্কোত্তরমিদং সূত্রম্ । আশঙ্কামাহ ।—কথং পুনরিতি । স্থানিনোহি  
স্থানং মহদৃষ্টম্ । যথা যাদসামকিঃ । তৎ কথমত্যন্তং চক্ষুরধিষ্ঠানং পবমা-  
অনঃ পরমমহত ইতি শব্দার্থঃ । পবিহবতি ।—“অত্রোচ্যত” ইতি । স্থানান্তা-

লোকে দীপ্যমান, তাই তিনি ভামনী ।” যেহেতু এ সমস্তই পরমেশ্বরে  
উপপন্ন হইতেছে সেই হেতু অন্ধি-বাক্যস্থ আস্তর পুরুষ পবমেশ্বর ।

আকাশেব ন্যায় সর্বব্যাপী পবমেশ্বরের চক্ষুরূপ অঙ্গস্থান কখন কিরূপে  
সঙ্গত হয় ? তাহা বলি । যদি তাঁহার “চক্ষুঃ” এই একটীমাত্র স্থান নির্দিষ্ট  
থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই অনবকৃপ্তি দোষ ( অল্পচিত্ত কল্পনা ) হইত ।  
কিন্তু শাস্ত্র তাঁহার পৃথিবী প্রভৃতি অনেক স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । তন্মধ্যে  
চক্ষুঃস্থানটী ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট । ( যে উদ্দেশে পৃথিব্যাদি স্থানের উপদেশ, সেই  
উদ্দেশেই এই চক্ষুঃস্থানের উপদেশ ) । [ স্থানাদি-রিত্যাদি ] সূত্রকার  
সূত্রে “আদি” শব্দ দিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্র যে কেবল অল্পচিত্ত

\* আদিশব্দেব নামরূপে গ্রাহ্যে । ধ্যানার্থং স্থান-নাম রূপাণাং ব্যাপদেশাৎ প্রত্যক্ষরূপে-  
ইপ্যপদেশাৎ অত্রাক্ষিহানবোক্তিন বোঝায়েতি সূত্রার্থঃ ।—অন্য প্রকৃতিতে ধ্যানের জন্য স্থান,  
নাম ও রূপের উপদেশ দেখা যায় হুতবা, এখানেও উপাসনার নিমিত্ত স্থানবিশেষ উপদিষ্ট  
হইয়াছে, ইহা বুঝিত হইবে ।



মৌলিকমুচিতং ব্রহ্মণো নির্দিষ্টমানং দৃশ্যতে । কিং তর্হি ।  
 নামরূপমিত্যেবজ্ঞাতীয়কমপ্যনামরূপস্য ব্রহ্মণোহুচিতং  
 নির্দিষ্টমানং দৃশ্যতে, তস্যোদিতি নাম, হিরণ্যশ্যস্ত্রিত্যাदि ।  
 নিগুণমপি সৎ ব্রহ্ম নামরূপগতৈগুণৈঃ সগুণমুপাসনার্থং  
 তত্র তত্রোপদিশ্যত ইত্যেতদপ্যুক্তমেব । সর্বগতস্যাপি  
 ব্রহ্মণ উপলক্ষার্থং স্থানবিশেষো ন বিরুদ্ধ্যতে শালগ্রাম ইব  
 বিষ্ণোরিত্যেতদপ্যুক্তমেব ॥ ১৪ ॥

### স্থাবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥ \*

দ্বয়োবেবাং তে স্থানাদয়ো নামরূপপ্রকাবাস্তেবাং ব্যপদেশাৎ সর্বগতমৈক-  
 স্থাননিয়মোনাবকরতে । ন তু নানাস্থানত্বং নভস ইব নানাস্তচীপাশাদি-  
 স্থানত্বম্ । বিশেষতস্ত বহুগত্যানি তান্যুপাসনাস্থানানীতি তৈবস্যা বুদ্ধৌ  
 ব্যপদেশঃ ।

অপিচ প্রকৃতাভ্যুপাসনাদপি ঐক্যবাহু প্রত্যেতবাং ন তু প্রতিবিম্বজীব  
 দেবতা ইত্যাহ সূত্রকাঃ :—

স্থানের উপদেশ কবিয়াছেন তাহা নহে, অমুচিত নাম রূপেরও উপদেশ  
 কবিয়াছেন । যথা—“তাহার নাম ‘উৎ’ ।” “তিনি হিরণ্যশ্যস্ত্র ।” ইত্যাদি ।  
 [ নিগুণ মেব ] ব্রহ্ম নিগুণ সত্য, পবন শাস্ত্রেব তিন্ন তিন্ন স্থানে উপা-  
 সনার নিমিত্ত নামরূপাদিব গুণ আরোপ পূর্বক তাহাকে সগুণরূপে উপদেশ  
 করা হইয়াছে । যেমন শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণু-উপলক্ষিব বিশেষ স্থান বলা  
 ( অবিরুদ্ধ, তত্ত্বপ, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপলক্ষিব জন্য ( তাহাকে জানিবার  
 জন্য ) স্থান বিশেষ উপদেশ কবাও অবিরুদ্ধ । এ কথা পূর্বেও বলা হই-  
 য়াছে । ( যে অবোধ্যাপতি, তাহাকে গুর্জরপতি বলা যায় না, কিন্তু যে  
 সমস্তপৃথিবীর পতি তাহাকে গুর্জরপতি ও অবোধ্যাপতি উভয়ই বলা যায় ।  
 বলিলে দোষ হয় না ) ।

\* ধ্যানার্থং জ্ঞেয়কল্পনায়, স্থাবিশিষ্টম্ । স্থগুণবৃত্তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ অভিধানাৎ  
 য এব ইতি সর্বনামশব্দের কথনাৎ অকিপুরুষঃ পরমেশ্বর এবতি পূরণীয়ম্ ।—এ প্রকরণে  
 যঃ এব” এই সর্বনাম শব্দ আছে । ঐ সর্বনাম শব্দ স্থগুণবৃত্ত ব্রহ্মকেই বুদ্ধি করায়,  
 সূত্রায় ঐ অকিপুরুষ ব্রহ্ম । ( ভাষ্যানুবাদ দেখ )

অপি চ, নৈবাত্র বিবদিতব্যং, কিং ব্রহ্মান্বিন্ বাক্যে-  
হভিধীয়তে ন বেতি । সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব ব্রহ্মত্বং  
সিদ্ধম্ । সুখবিশিষ্টং হি ব্রহ্ম যদ্বাক্যোপক্রমে প্রক্ৰান্তং,  
প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম ইতি, তদেবেহাভিহিতং,  
প্রকৃতপরিগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ । আচার্য্যাস্তু তে গতিং বক্তা ইতি

এবং খলুপাখ্যায়তে । উপকোসলো হ বৈ কামলারনঃ সত্যকামে  
জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুবাচ । তস্যাচার্য্যস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যমীমুপচচার । স চাচার্য্যো-  
হন্যান্ ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়ং গ্রাহয়িত্বা সমাবর্তয়ামাস তমেনৈকমুপকোসলং  
ন সমাবর্তয়তি স্ব । জায়রা চ তৎসমাবর্তনায়ার্থিতোহপি তদ্বচনমবধীৰ্য্যাচার্য্যঃ  
প্রোথিতবান্ । ততোহতিদূনমানসময়িপরিরণকুশলমুপকোসলমুপেত্য ত্রয়ো-  
হয়ঃ করুণাপরাধীনচেতসঃ শ্রদ্ধধানায়াহস্মৈ দৃঢ়ভক্তয়ে সমেত্য ব্রহ্মবিদ্যা-  
মুচিরে—‘প্রাণোব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম’ ইতি । অথোপকোসল উবাচ ।  
বিজ্ঞানাম্যহং প্রাণোব্রহ্ম ইতি । স হি হৃদ্রাশ্মা বিভূতিমত্তয়া ব্রহ্মরূপাবির্ভাবাদ্-

অক্ষি-বাক্যে ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে কি না, ইহা লইয়া আর বিবাদ  
করিতে হইবে না । কেন-না, ঐ প্রকরণে সুখবিশিষ্টের কখন থাকাতেই  
অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইয়াছে । উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে “প্রাণ  
ব্রহ্ম” “সুখ ব্রহ্ম” “আকাশ ব্রহ্ম” এইরূপে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম কথিত হওয়ার  
তৎপববর্তী অক্ষি-বাক্যেও তিনি কথিত হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত অবশ্য  
স্বীকার্য্য । বাহ্য প্রকৃত-বাহার প্রস্তাব-তাহাই তদানুযায়িক বাক্যের  
অর্থ—এ কথা জায়সঙ্গত । অপিচ, “ওরু তোমার গতি বলিবেন” এই  
গতি কখন প্রতিজ্ঞার দ্বারাও অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয় । (১)

(১) এ সকল কথা যে আচার্য্যিকার আছে, সে আচার্য্যিক এই—উপকোসল নামক  
কোন ব্রহ্মচারী জাবাল নামক গুরুর শিষ্য ছিল । জাবাল এই শিষ্যের প্রতি অগ্নিপরিত্রা  
ভার অর্পণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে যান । শিষ্য বার বৎসর গুরুর প্রতিনিধি হইয়া অগ্নির  
পরিত্রা করিলে অগ্নিদেবতা সন্তুষ্ট হইয়া “প্রাণ ব্রহ্ম” “সুখ ব্রহ্ম” “আকাশ ব্রহ্ম” এই  
করেকটি কথার তাহাকে ব্রহ্ম উপদেশ করেন, অবশেষে বলেন, তোমার ওরু তোমাকে  
তোমার “ব্রহ্মজ্ঞানের গতি বলিবেন । অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কলপ্রাপ্তির পথ বা প্রণালী বলি-  
বেন । অনন্তর ওরু জাবাল গৃহে প্রত্যাপ্ত হইয়া উপকোসলকে অগ্নিদেবতার অনুপস্থিতি  
আজ্ঞাজ্ঞানের গতি “য এবোহক্ষিণি” ইত্যাদিক্রমে উপদেশ করেন । সুতরাং অগ্নিপ্রোক্ত  
ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জাবালপ্রোক্ত গতিবাক্যের ইক্য বা একার্থতা আছে । একার্থতা  
থাকাতেই অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয় ।

চ গতিমাত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানাং । কথং পুনর্কাকোপক্রমে  
সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম বিজ্ঞায়ত ইতি । উচ্যতে । প্রাণো ব্রহ্ম,  
কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম ইত্যেতদগ্নীনাং বচনং ঋত্বোপকোসল  
উবাচ । বিজ্ঞানাম্যহং যং প্রাণো ব্রহ্ম, কঞ্চ খঞ্চ তু ন  
বিজ্ঞানামি ইতি । তত্রৈদং প্রতিবচনম্ । যদ্বাব কং,  
তদেব খং, যদেব খং তদেব কং ইতি । তত্র খং শব্দে।  
ভূতাকাশে নিরুঢ়ো লোকে । যদি তস্য বিশেষণত্বেন কং  
শব্দঃ সুখবাচী নোপাদীয়েত তথা সতি কেবলে ভূতা-  
কাশে ব্রহ্মশব্দো নামাদিস্বিব প্রতীকাভিপ্রায়েণ প্রযুক্ত

ব্রহ্মেতি কিন্তু কং চ খং চ ব্রহ্ম ইত্যেতন্ন বিজ্ঞানামি । ন হি বিষয়েজ্জি-  
সম্পর্কজং সুখমনিতাং লোকসিদ্ধং খঞ্চ ভূতাকাশমচেতনং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি ।  
অধৈনমগ্নয়ঃ প্রত্যাচুঃ,—‘যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব ক’মিতি । এবং  
সম্ভূরোক্তা । প্রত্যেকঞ্চ স্ববিষয়াং বিদ্যামুচুঃ,—‘পৃথিব্যগ্নয়রমাদিত্য’ ইত্য-  
দিদা । পুনস্ত এনং সম্ভূরোচুঃ—‘এষা সোম্য তেহস্মদ্বিদ্যা প্রত্যেকমুক্তা’ ।  
স্ববিষয়া বিদ্যা আস্মবিদ্যা চাত্মাভিঃ সম্ভূয় পূর্বমুক্তা, প্রাণোব্রহ্ম কং ব্রহ্ম  
খং ব্রহ্মেতি । ‘আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা’ ব্রহ্মবিদ্যেয়মুক্তাহস্মাভির্গতিমাত্রং  
স্ববিশিষ্টং নোক্তম্ । তত্ত্ব বিদ্যাফলপ্রাপ্তয়ে জীবানন্তবাচার্য্যোবক্ষ্যতীতুক্তা ।  
হময় উপরেমিহে । এবং ব্যবস্থিতে যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব  
কমিত্যেতদ্ব্যচষ্টে ভাব্যকারঃ ।—“তত্র খংশক” ইতি । “প্রতীকাভিপ্রায়েণ”

[ কথং...বিজ্ঞানামি ] আরম্ভবাক্যে সুখবিশেষণে বিশেষিত পরব্রহ্মই  
কথিত হইয়াছেন, ইহা যেরূপে জানা যায়, তাহা বলিতেছি । উপকোসল  
“প্রাণ ব্রহ্ম” “ক ব্রহ্ম” “খ ব্রহ্ম” এই সকল অগ্নিবাক্য শুনিয়া বলিলেন,  
“প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা জানিলাম ( বুঝিলাম ), কিন্তু ক খ ব্রহ্ম, ইহা জানিলাম না  
অর্থাৎ বুঝিলাম না ।” (১) [ তত্রৈদং...গময়তঃ ] এ কথার অগ্নিদত্ত  
প্রত্যুত্তর এইরূপ—“যাহা ক তাহাই খ, যাহা খ তাহাই ক ।” এই প্রত্যুত্তর-

(১) প্রাণ-শব্দের অর্থ সূত্রানুসারে, তাহা বৃহৎ বা ব্যাপী, হৃদয়াং প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা বুঝিলাম ।  
কিন্তু ক-শব্দের অর্থ সুখ, তাহা বিষয়বিশেষে জন্মে, এবং খ-শব্দের অর্থ আকাশ ভূত, হৃদয়াং  
কিন্তু ইহাও ব্রহ্মই বুঝিতে পারিলাম না ।

ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ । তয়া কং-শব্দস্ত বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক-  
জনিতে সাময়ে স্থখে প্রসিদ্ধত্বাৎ যদি তস্য খং-শব্দো বিশে-  
ষণে নোপাদীয়েত লৌকিকং স্থখং ব্রহ্মেতি প্রতীতিঃ  
স্যাৎ । ইতরেতরবিশেষিতৌ তু কং-খং-শব্দৌ স্থখাত্মকং  
ব্রহ্ম গময়তঃ । তত্র দ্বিতীয়ে ব্রহ্মশব্দেহনুপাদীয়মানে কং  
খং ব্রহ্মেত্যেবোচ্যমানে কং-শব্দস্য বিশেষণে নৈবোপযুক্ত-  
ত্বাৎ স্থখস্য গুণস্যাধ্যায়ত্বং স্যাৎ তস্মাভূদিত্যুভয়োঃ কং-খং-

ইতি । আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে ক্ষেপঃ প্রতীকঃ । যথা ব্রহ্মশব্দঃ  
পরমান্ববিষয়োনামাদিষু ক্ষিপাতে, ইদমেব তদব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ব্রহ্মমেতি ।  
তথেষদমেব তদব্রহ্ম যন্তু ভূতাকাশমিতি প্রতীতিঃ স্যাৎ । ন চৈতৎপ্রতীকত্ব-  
মিষ্টম্ । লৌকিকস্য স্থখস্ত সাধনপারতন্ত্র্যং ক্ষরিত্বাচ্চামরন্তেন সহ বর্ত্তন্ত  
ইতি সাময়ং স্থখম্ । তদেবং ব্যতিরেকে দোষযুক্তোত্তরায়স্বরে গুণমাহ ।  
“ইতরেতরবিশেষিতৌ তু” ইতি । তদর্থয়োর্বিশেষিতত্বাচ্ছবাবপি বিশে-  
ষিতাবুচ্যতে । স্থখশব্দসমানাধিকরণোহি খং-শব্দোভূতাকাশমর্থং পরিত্যজ্য  
ব্রহ্মণি গুণযোগেন বর্ত্ততে । তাদৃশা চ খেন স্থখং বিশিষ্টম্ভাং সাময়্যাব্যবৃত্তং  
নিরাময়ং ভবতি । তস্মাদুপপন্নমুভয়োপাদানম্ । ব্রহ্মশব্দভাষ্যস্য প্রয়ো-  
জনমাহ ।—“তত্র দ্বিতীয়” ইতি । ব্রহ্মপদং কং-পদন্তোপরি প্রযোজ্যমানং

বাক্যে ভূতাকাশবাচী খ যদি স্থখবাচি ক-বিশেষণে বিশেষিত না হইত,  
অর্থাৎ অগ্নি যদি ঐ বিশেষণ না দিতেন, ক-শব্দ বিশেষণ দিয়া খ-শব্দের ভূত-  
কাশবোধকতা নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই খ-শব্দে আকাশ  
ভূত বুদ্ধিতাম্ এবং তদ্বিষয়ক ব্রহ্মশব্দও নামাদির দ্বারা প্রতীক (আলম্বন)  
অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতাম । এইরূপ, বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ-  
জনিত সাময়িক স্থখের বাচক ক শব্দ আকাশবাচী খ-শব্দের দ্বারা বিশেষিত  
না হইলেও সাময়িক স্থখে ব্রহ্ম বলিয়া বুদ্ধিতে হইত । অতএব, উক্ত  
উভয়ের বিশেষণ হওয়াতেই উক্ত উভয় শব্দ (ক ও খ) নিত্যস্থ পরব্রহ্মের  
বোধক হইরাছে । [তত্র...দিষ্টম্] “কং ব্রহ্ম” “খং ব্রহ্ম” না বলিয়া  
“কং খং ব্রহ্ম” বলিলে উপকোসল ব্রহ্মের স্থখতাব ধ্যান না করিতে পারিলে,  
ইহা ভাবিয়া অগ্নি কং খং শব্দের প্রত্যেকের মস্তকে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ

শব্দয়োঃ ব্রহ্মশব্দশিরস্তং কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি । ইচ্ছং হি  
স্থখস্যাপি গুণস্য গুণিবন্ধোয়ত্বম্ । তদেবং বাক্যোপক্রমে  
স্থখবিশিষ্টং ব্রহ্মোপদিষ্টম্ । প্রত্যেকঞ্চ গার্হপত্যাদয়ো-  
হয়ং স্বং স্বং মহিমানমুপদিশ্য, এবা সোম্য তে অশ্বদ্বিদ্যা-  
আত্মবিদ্যা চ ইত্যুপসংহরন্তঃ পূর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দিষ্টমিতি  
জ্ঞাপয়ন্তি । আচার্যাস্তে তে গতিং বক্তা ইতি চ গতিমাত্রা-  
ভিধানপ্রতিজ্ঞানমর্থাস্তুরবিবক্ষাং বারয়তি । যথা

শির এবং খং-পদস্তাপি ব্রহ্মপদং শিবঃ যয়োঃ কংখংপদয়োঃ তে ব্রহ্মশিরসৌ  
তয়োর্ভাবোব্রহ্মশিরস্তম্ । অস্ত প্রস্তুতে কিমায়াতমিত্যত আহ—“তদেবং  
বাক্যোপক্রম” ইতি । নদ্বয়িতিঃ পূর্ব্বং নির্দিষ্টতাং ব্রহ্ম, য এবোহক্ষীত্যা-  
চার্য্যবাক্যোহপি তদেবাস্তববর্ত্তনীয়মিতি তু কৃত ইত্যাহ ।—“আচার্য্যাস্তে তে  
গতিং বক্তেতি চ গতিমাত্রাভিধান”মিতি । যদ্যপোতে ভিন্নবক্তৃণো বাক্যে  
তথাপি পূর্ব্বেন বক্তা একবাক্যতাং গমিতে গতিমাত্রাভিধানাৎ । কিমুক্তং  
ভবতি ।—তুভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাংহংভিরূপদিষ্টা তদ্বিদস্ত গতিনোক্তা তাক্ষ কিঞ্চ-  
দধিকমাধোয়ং পূর্য্যয়িত্বাচার্য্যো বক্ষ্যতাতি । তদনেন পূর্ব্বাসম্বন্ধার্থাস্তর-  
বিবক্ষা বারিতেতি । অথৈবময়িত্তিরূপদিষ্টে প্রোষিত আচার্য্যঃ কালেনা-

করিয়াছেন । গুণীর ন্যায় গুণও ধোয় ( চিস্তনীয় ) । এইরূপেই বাক্যা-  
রম্ভে স্থখযুক্ত ব্রহ্মের অভিধান ( কথন বা উপদেশ ) হইয়াছে ।  
[ প্রত্যেকঞ্চ...জ্ঞাপয়ন্তি ] গার্হপত্য, অবাহার্য্য, আহবনীয়, এই তিন্ অগ্নি  
আপন আপন মহিমা বা বিভূতি উপদেশ করিয়া (১) “হে সোম্য ! ইহা  
অশ্বদ্বিদ্যা ( অগ্নিবিদ্যা ) । যাহা আত্মবিদ্যা তাহা পূর্ব্বে বলিবাছি ।” এই-  
রূপে উপদেশ সমাপ্তি করতঃ প্রারম্ভ বাক্যেই ( কং ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যেই )  
ব্রহ্ম নির্দেশ থাকা জানাইয়াছেন । [ আচার্য্য ...বারয়তি ] “গুরু তোমার  
গতি বলিবেন” এ বাক্যও অল্প কিছু বলিবার জন্য উচ্চারিত হয় নাই ।  
[ যথা...দর্শয়তি ] যজ্ঞপ জল পদ্মপত্রে আলিষ্ট হয় না, তজ্জপ, যে এ তত্ত্ব

(১) গার্হপত্য অগ্নি উপদেশ কবিলেন, পৃথিবী অগ্নি ও অন্ন এ সকল আমার শরীর ও  
আমার বিভূতি বা মহিমা । অবাহার্য্য বলিলেন, জল, দিচ্ সকল, নক্ষত্র, চন্দ্র, এ সকল  
আমার ঐশ্বর্য্য । আহবনীয় বলিয়াছিলেন, পঞ্চপ্রাণ, আকাশ, বর্গলোক, বিহাং, এ সকল  
আমার মহিমা । এই অংশই অগ্নি বিদ্যা এবং কং খং ব্রহ্ম, এ অংশ ব্রহ্ম বিদ্যা বা আত্মবিদ্যা ।

পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবান্দি পাপং কৰ্ম্ম ন  
শ্লিষ্যতে ইতি চাক্ষিহানং পুরুষং বিজ্ঞানতঃ পাপেনানুপঘাতং  
ব্রহ্মক্ষিহানস্য পুরুষস্য ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি । তস্মাৎ প্রকৃত-  
সৈব ব্রহ্মণোহক্ষিহানতাং সংযদ্বামহাদিগুণতাক্ষ উক্তা

অগাম । আগতশ্চ বীক্ষ্যোপকোসলমুবাচ, একবিদ ইব তে সৌম্য মুখং  
প্রসন্নং ভাতি কোহিহু স্বামনুশাসেতি । উপকোসলস্ত হ্রীণো ভীতশ্চ কো হু  
নামনুশিষ্যাত্তগবন্ প্রোষিতে দ্বয়ীত্যাপাততোহপজ্ঞায় নির্বক্ষ্যামানোযথা-  
দগ্নীনামনুশাসনমবোচৎ । তদুপশ্রুত্যা চাচার্য্যঃ স্মৃচিরং ক্লিষ্ট উপকোসলে  
সমুপজ্ঞাতদয়াব্রহ্মদয়ঃ প্রত্যাচাচ,—সৌম্য কিল তুভামথধো ন ব্রহ্ম সাকল্যে-  
নাবোচন্ তদহং তুভ্যং সাকল্যেন বক্ষ্যামি যদনুভবমাহাষ্ট্র্যাং যথা পুরুষ-  
পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবান্দি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি । এবমুক্ত-  
বত্যাচার্য্য আহোপকোসলঃ,—ব্রবীতু মে ভগবান্নিতি, ভগ্নে হোবাচাচার্য্যো-  
হচ্চিরাদিকাং গতিং বক্তুমনাঃ, যদুক্তমগ্নিতিঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি  
তৎপূরণায় য এবোহক্ষণি পুরুষো দৃশ্যত ইত্যাদি । এতদুক্তং ভবতি ।--  
আচার্য্যোণ বে যৎ সূখং ব্রহ্মক্ষিহানং সংযদ্বামং বামনীভামনীতোবক্ষুণকং  
প্রাণসহিতমুপাসতে তে সৰ্ব্বে অপহতপাপ্যানোহন্তঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ত মা বা  
কাবু বর্জিবর্ম্মর্জিরাভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে । অর্কিমোহ-  
রহদেবতাং, অহু আপ্যামাপক্ষং শুক্লপক্ষদেবতাং, ততঃ যথাসান্ বেবু  
মাসেবুত্বাং দিশমেতি সবিতা তে যথাসা উত্তরাণং তদেবতাং প্রতিপদ্যন্তে,  
তেভ্যো মাসেভ্যঃ সত্বংসরদেবতাং, তত আদিত্যান্ । আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্ ।  
চন্দ্রমসোবিদ্যাতম্ । তত্র স্থিতানেতান্ পুরুষঃ কশিচ্চব্রহ্মলোকাদবতীর্ঘ্যাহমান-  
বোহমানব্যং সৃষ্টী ভবো ব্রহ্মলোকভব ইতি যাবৎ, স তাদৃশঃ পুরুষ এতান্  
সত্যলোকস্বং কার্য্যং ব্রহ্ম গময়তি, স এষ দেবপথোদেবৈরর্জিরাতিভিনেহৃতি-  
কপলক্ষিত ইতি দেবপথঃ, স এব ব্রহ্মণা গন্তব্যেনোপলক্ষিত ইতি ব্রহ্মপথঃ,  
এতেন পথ্য প্রতিপদ্যমানাঃ সত্যলোকস্বং ব্রহ্ম ইমং মানবং মনোঃ সর্গং, কিং

জানে তান্নাহে পাপ কৰ্ম্ম আশ্রিষ্ট হয় না ।" এ বাক্যে অক্ষিপুরুষজ্ঞানীর  
পাপস্পর্শ নিষেধ কবতঃ অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মতা প্রদর্শন করিতেছে ।  
[ তস্মাৎ...ইতি ] এই সকল কারণে ঐতিহ্যে প্রস্তাবিত পরব্রহ্মের অক্ষি-  
হানতা ও সংযদ্বামহাদি গুণ উপদেশ পূর্বক তাদৃকজ্ঞানীর দেবতান গতি

অর্চিরাদিকাং তদ্বিদো গতিং বক্ষ্যামীতি উপক্রমতে, য  
এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ ইতি ॥১৫॥

**শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥ \***

ইতচ্চাক্ষিণ্যনঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরো যস্মাৎ শ্রুতোপনিষৎ-  
কশ্চ শ্রুতরহস্যবিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদো যা গতির্দেবযানাধ্যা  
প্রসিদ্ধা শ্রুতৌ, অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া  
বিদ্যায়াত্মানমদ্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে, এতদ্বৈ প্রাণানামায়তন-

ভূতং আবর্তং জগজ্জরামরণপোনঃপুত্ৰমাবৃত্তিতৎকর্তা আবর্তৌ মানবো  
লোকন্তঃ নাবর্তন্তে। তথা চ স্মৃতিঃ।—

‘ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৌ সম্প্রাপ্তৌ প্রতिसংকরে।

পরশ্রুতন্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্’ ॥

তদনেনোপাখ্যানব্যাখ্যানেন—

ইত্যপি সূত্রং ব্যাখ্যাতম্।

বলিবার প্রারম্ভে “যে পুরুষ এই চক্ষুতে দৃষ্ট হন” ইত্যাদি প্রকার সন্দর্ভ  
কথিত হইয়াছে।

অক্ষিপুরুষ পরমেশ্বর, এ সম্বন্ধে অন্য হেতু এই যে, জ্ঞাতরহস্য ব্রহ্মজ্ঞের  
দেবযান গতি—যাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ—সেই গতি এই অক্ষিপুরুষ-  
জ্ঞানীর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। - শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যথা—“তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য,  
শ্রদ্ধা ও বিদ্যা (জ্ঞানপূর্ব্বক আত্মাবেষণ বা ব্রহ্মধ্যান) করিয়া দেহপাতের  
পর সেই সকলের বলে উপাসক প্রাপ্তদেবযানপথে সূর্যালোকে গমন করে,  
তথা হইতে ব্রহ্মলোকে যায়। এই ব্রহ্মলোক প্রাণায়তন অর্থাৎ (হিরণ্য-  
গর্তীশ্বর), অমৃত (মোক্ষ) ও পরম স্থান। এ স্থান হইতে সে আর  
পুনরায়ত হয় না।” স্মৃতিপ্রসিদ্ধ যথা—“ব্রহ্মচিন্তক মানব জ্যোতির্দেবতা,

\* শ্রুতা অল্পজ্ঞতা উপনিষৎরহস্যঃ সমুপব্রহ্মোপাসনঃ যেন তস্যা বা গতির্দেবযানাধ্যা  
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসিদ্ধা তস্যা অত্র অভিধানাৎ কথনাৎ এতৎকাক্ষ্যাক্ষিপুরুষোব্রহ্মবেতি  
শেষঃ।—সমুপব্রহ্মবেত্তার শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ দেবযান গতি এই বাক্যে কথিত হইয়া  
এ বাক্যের অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। যখন ব্রহ্মজ্ঞানীর ও অক্ষিপুরুষ জ্ঞানীর  
একই গতি, তখন অবশ্যই অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম।

মেতদমৃতমভয়মেতৎপরায়ণ-মেতস্মায় পুনরাবর্তন্ত ইতি,  
স্মৃতাৱপি,—

|| অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুরঃ যথাশা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ ॥

ইতি, সৈবেহাংক্ষিপুরুষবিদোহভিধীয়মানা দৃশ্যতে ।  
অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্বন্তি যদুচ নার্চিষমেবাতিসত্ত-  
বন্তি ইত্যুপক্রম্য আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যাতং তৎ-  
পুরুষোহমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্ম-  
পথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্ত  
ইতি, তদিহ ব্রহ্মবিদ্বিষয়য়া প্রসিদ্ধয়া। গত্যাংক্ষিমানস্য  
ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে ॥ ১৬ ॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥ \*

দিনদেবতা, গুরুপক্ষদেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা, তৎপরে ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত  
হয়।” শ্রুতিতে আছে, “ব্রহ্মজ্ঞ মানব মরিলে তৎপুত্রেরা শবসংস্কার কার্য  
করুক আর নাই করুক, অর্চিঃ প্রাপ্ত হইবেই হইবে। অর্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি।  
পরে তথা হইতে দিবসে, দিবস হইতে গুরুপক্ষে, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে,  
উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, তথা হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে  
বায়ুলোকে, বায়ু হইতে আদিত্যে গমন করে। অনন্তর চন্দ্রে, চন্দ্র হইতে  
বিহ্বাংলোকে যায়। ব্রহ্ম-উপাসক যখন বিহ্বাংলোকে যায়, তখন, ব্রহ্মলোক-  
বাসী দিব্যপুরুষ তাহাকে ব্রহ্মসদনে লইয়া যায়। ইহারই নাম দেবপথ ও  
ইহারই নাম ব্রহ্মপথ। এ পথ প্রাপ্ত হইলে এই জন্ম-জরা-মরণ-বৃত্ত মানব  
স্থিতিতে পুনর্বার আসিতে হয় না।” অক্ষিপুরুষ-জ্ঞানীর এবিধ ব্রহ্মজ্ঞগতি  
বর্ণিত হওয়াতেই অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্বনিশ্চয় হয়।

\* অনবস্থিতিঃ নিত্যাবস্থানাতাবাৎ অন্তত্বানিষ্ঠানামনসম্ভবাচ্চ ইতর ইবদায়ন্যঃ স্থিতি-  
হাদি ন তৎপ্রাপণম ইতি সূত্রার্থঃ ।—হায়ান্ধাদি সদ্ধাহিত নহে, অনিত্য, অনিত্যের উপাসনা  
এ অন্তত্বাদি গুণ অসম্ভব, স্মৃতরাং অনিত্য হায়ান্ধাদি ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে।



যৎপুনরুক্তং ছায়াত্মা বিজ্ঞানাত্মা দেবতাত্মা বা স্যাদক্ষি-  
স্থান ইতি, অত্রোচ্যতে । ন ছায়াত্মাদিরিতর ইহ গ্রহণ-  
মহীতি । কস্মাৎ । অনবস্থিতেঃ । ন তাবৎ ছায়াত্মন-  
শ্চক্ষুসি নিত্যমবস্থানং সম্ভবতি । যদৈব হি কশ্চিৎ পুরুষ-  
শ্চক্ষুরাসীদতি তদা চক্ষুসি পুরুষচ্ছায়া দৃশ্যতেঃপগতে  
তস্মিন্ন দৃশ্যতে । য এবোহক্ষিণি পুরুষ ইতি চ ঐতিহ্যঃ সন্নি-  
ধানাৎ স্বে চক্ষুসি দৃশ্যমানং পুরুষমুপাস্যত্বেনোপদিশতি । ন  
চোপাসনকালে স ছায়াকরং কক্ষিৎ পুরুষং চক্ষুঃসমীপে  
সন্নিধাপোপাস্ত ইতি যুক্তং কল্পয়িতুম্ । অসৌব শরীরস্য  
নাশমেষেব নশ্রুতি ইতি ঐতিহ্যছায়াত্মানোহনবস্থিতত্বং দর্শ-  
য়তি । অসম্ভবাচ্চ । তস্মিন্নমৃতত্বাদীনাং গুণানাং ন ছায়া-

য এবোহক্ষণীতি নিত্যবৎ ঐতিহ্যমিত্যে ছায়াপুরুষে নাবকল্পতে । কল্পনা-  
গোরবং চান্নি পক্ষে প্রসজাত ইত্যাহ—“ন চোপাসনাকাল” ইতি ।

পূর্বে সংশয়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল, অক্ষিপুরুষ হয় ছায়াত্মা, না হয়  
জীব, অথবা দেবতাবিশেষ, এই সংশয়িত পক্ষ নিরাসের জন্য বলা যাই-  
তেছে, ঐ বাক্যে ছায়াদির গ্রহণ অসম্ভব । কেন-না, ঐ সকল অনব-  
স্থিত অর্থাৎ অনিত্য (কদাচিৎ কখন থাকে বা হয়) । [ন...দর্শয়তি]  
সকল সময়েই যে চক্ষুতে ছায়া থাকে; তাহা থাকে না । যখন কোন পুরুষ  
চক্ষুঃসমীপে আইসে তখনই চক্ষুতে সেই সমীপাগত পুরুষের ছায়া পড়ে,  
দৃষ্ট হয়, সে চলিয়া গেলে তাহা আর থাকে না । ঐতিহ্য, নিজ চক্ষুঃস্থ সাক্ষাৎ  
দৃষ্টমান পুরুষের উপাসনা করিতে বলিতেছেন কিন্তু নিজ চক্ষুঃস্থ ছায়া  
নিজচক্ষে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব । (মৃতরাং উপাস্য অক্ষিপুরুষ ছায়াপুরুষ  
নহে) । উপাসক উপাসনাকালে কোন এক ছায়াকর পুরুষকে চক্ষুঃ-  
সমীপে রাখিয়া উপাসনা করিবেক, এরূপ কল্পনাও সম্ভব নহে । (অপর  
ব্যক্তি ছায়া দেখুক, আমি উপাসনা করি, এরূপ তাৎপর্যাও হইতে  
পারে না) । ছায়াপুরুষ যে অনিত্য, তাহা ঐতিহ্যও বলিয়াছেন । যথা—  
“ছায়াত্মা এ শরীরের অদর্শনে অদৃশ্য হয় ।” [অসম্ভব...শক্যম্] ছায়া

অনি প্রতীতিঃ । তথা বিজ্ঞানাত্মনোহপি সাধারণে কৃৎস-  
শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধে সতি চক্ষুষ্যোবাবস্থিতত্বং বক্তুং ন শক্যম্ ।  
ব্রহ্মণস্ত সৰ্বব্যাপিনোহপি দৃষ্ট উপলক্ষ্যার্থো হৃদয়াদিদেশ-  
বিশেষসম্বন্ধঃ । সমানশ্চ বিজ্ঞানাত্মপ্যমৃতত্বাদীনাং গুণা-  
নামসম্ভবঃ । যদ্যপি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোহনন্য এব  
তথাপ্যবিদ্যাকামকৰ্ম্মকৃতং তন্নিশ্চিন্ত্যত্বমধ্যারোপিতং ভয়ঞ্চে-  
ত্যমৃতত্বাভয়ত্বে নোপপদ্যতে । সংযদ্ব্যামৃতাদয়শ্চৈতন্নিশ্চ-  
নৈশ্বৰ্য্যাদনুপপন্না এব । দেবতাত্মনস্ত রশ্মিভিরেযোহগ্নিন্  
প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্রুতেঃ যদ্যপি চক্ষুষ্যবস্থানং স্যাৎ তথা-  
প্যাত্মত্বং তাবন্ন সম্ভবতি, পরাগুপত্বাৎ । অমৃতত্বাদয়ো-

“তথা বিজ্ঞানাত্মনোহপি” ইতি । বিজ্ঞানাত্মনোহি ন প্রদেশে উপাসনা-

অমৃতত্বাদি গুণ থাকা সম্ভব নহে । ছায়ায় ঐ সকল ব্রহ্মগুণের প্রতীতি  
হয় না । বিজ্ঞানাত্মা জীব, তাহার স্থান চক্ষুঃ, এ কথাও বলিতে পার না ।  
জীবের সহিত সমস্ত অঙ্গের সমান সম্বন্ধ থাকিতে “জীব চক্ষুতেই দৃশ্য”  
কে এরূপ বলিতে সাহসী হইবে ? (যাহার চক্ষুঃ নাই, যে জন্মাক, সেও  
অন্তের সহিত সমান-অহং-অভিমান ধারণ করে । অতএব, কেবল চক্ষুঃই  
যে জীবাভিব্যক্তি স্থান, তাহা নহে) । [ ব্রহ্মণস্ত...এব ] যদি বল, সৰ্ব-  
ব্যাপী ব্রহ্মের চক্ষুঃ স্থান বলা সঙ্গত নহে, তাহা বলিতে পার না । ব্রহ্ম  
সৰ্বব্যাপী হইলেও তাঁহার উপলক্ষির নিমিত্ত, তাঁহাকে অমৃতত্ব করাইবার  
জন্য, ঐতি হৃদয়াদি স্থান বলিয়াছেন । (সুতরাং তাহা দোষ নহে) । ব্রহ্ম  
অমৃতাদি বিশেষণ অসম্ভব হয় না ; কিন্তু জীবে তাহা অসম্ভব । ছায়ায়  
ঐ সকল ধর্ম বক্রূপ অসম্ভব, জীবেও তক্রূপ অসম্ভব । যদিও জীবাত্মা  
পরমাত্মা এক ( অভিন্ন ), তথাপি, অবিদ্যা কাম ও কৰ্ম্ম ইহারা জীবে মরণ  
ধর্মের ও ভয়ের আরোপ করিয়াছে ; সুতরাং জীবের বাস্তব অনরণ্য ও  
অভয়ত্ব অসম্ভব । ঈশ্বরত্ব না থাকায় জীবে সংযদ্ব্যামৃতাদিগুণ সৰ্বথা  
অনুপপন্ন আছে । [ দেবতা...বর্ণাৎ ] “ঐ স্বৰ্ঘ্য এই চক্ষুতে রশ্মিরূপে  
আছেন ।” এই শ্রুতি অনুসারে যদিও চক্ষুতে স্বৰ্ঘ্যদেবতার অবস্থান সম্ভব  
হয়, তথাপি আত্মত্ব সম্ভব হয় না । কেন-না, কেহই বাহিরের বস্তুকে

ইপি ন সম্ভবন্তি, উৎপত্তিপ্রলয়শ্রবণাৎ । অমরত্বমপি  
দেবানাং চিরকালাবস্থানাপেক্ষম্ । ঐশ্বর্য্যমপি পরমেশ্বরায়ত্তং  
ন স্বাভাবিকম্ । ভীষাশ্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।  
ভীষাশ্মাদগ্নিশ্চৈন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।  
তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাহরমক্ষিস্থানঃ প্রত্যেত্যব্যঃ । অগ্নিশ্চ  
পক্ষে দৃশ্যত ইতি প্রসিদ্ধবহুপাদানং শাস্ত্রাপেক্ষং বিদ্বদ্বিবয়ঃ  
প্ররোচনার্থমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

**অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ব্যবাপদেশাৎ ॥১৮॥ \***

য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতান্তুত্তরো  
যময়তি ইত্যুপক্রম্য শ্রয়তে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা

হত্বা দৃষ্টেচরী ব্রহ্মণস্ত তত্র শ্রুতপূর্বেত্যর্থঃ । “ভীষা” ভিয়া “অস্মাৎ” ব্রহ্মণঃ ।  
শেষমতিরোহিত্যর্থম্ ॥

আত্মা বলে না । শ্রুতিতে সূর্য্যদেবতার উৎপত্তি প্রলয় অভিহিত আছে ;  
মৃত্যুরাৎ তাঁহাতে অমৃতত্বাদি গুণ ( বিশেষণ ) অল্পপন্ন । দীর্ঘজীবিত্বই  
দেবতার অমরত্ব । তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যও (ঈশ্বরত্বও) পরমেশ্বরের অধীন ;  
স্বাধীন বা স্বাভাবিক নহে । যথা—“বায়ু পরমেশ্বরের তয়েই প্রবাহিত  
হন, সূর্য্য উদিত হন, অগ্নি ও ইন্দ্র আপন কার্য্য করেন, পঞ্চম মৃত্যু গত্যায়ু  
জীবের প্রতি ধাবিত হন ।” [ তস্মাৎ...ব্যাখ্যেয়ম্ ] অতএব, অক্ষি-  
পুরুষকে পরমেশ্বর বলিয়াই জান । “দৃশ্যতে—দৃষ্ট হই” কথাটিকে প্রসিদ্ধি  
অল্পসারে অল্পভব অর্থে নীত কর । অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীর শাস্ত্রীয় জ্ঞানে  
ঐরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হন. এইরূপ অর্থ কর ।

আরগ্যাক শ্রুতিতে “যিনি এ লোক, পরলোক ও ভূত সকল নিয়মিত

\* বৃহদারণ্যকে, অধিদৈবাদিষু পৃথিবীদেবতাদ্ব্যধিতানেষু, আরবানোহন্তর্য্যামী নিয়ন্তা  
পরমেশ্বর এব নাম্য ইতি শেবঃ । কৃতঃ ? তদ্ব্যবাপদেশাৎ তস্য পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মী নিয়ন্তৃ-  
নয়ঃ তেষাং নির্দেশাৎ ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণে, যিনি অন্তর্ধ্যামি নামে  
কথিত হইয়াছেন তিনি পরমেশ্বর । হেতু এই যে, সেখানে যে সকল গুণের উপদেশ আছে,  
সে সমস্তই পরমেশ্বরের ১৭ । ( ভীষা ও ভাষাত্বাদি লেখ ) ।

অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-  
মন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মাহস্তর্যাম্যমৃত ইত্যাদি । অত্র  
অধিদৈবতমধিলোকমধিবেদমধিযজ্ঞমধিভূতমধ্যাত্মক কশ্চিৎ-  
দন্তরবস্থিতো যময়িতাস্তর্যামী ইতি শ্রুয়তে । স কিমধি-  
দেবাদ্যভিমানী দেবতাত্মা কশ্চিৎ, কিংবা প্রাপ্তাগিমাদ্যৈ-  
শ্বর্যঃ কশ্চিদ্যোগী, কিংবা পরমাত্মা, কিংবাহস্তর্যময়ঃ  
কিঞ্চিদিত্যপূর্বসংজ্ঞাদর্শনাৎ সংশয়ঃ । কিং তাবল্লঃ প্রতি-

স্বকর্ণোপার্জিতং দেহং তেনান্যচ্চ নিযচ্ছতি ।

তচ্ছাদিরশরীরস্ত নাত্মাহস্তর্যামিতাং ভজ্ঞেৎ ॥

প্রবৃত্তিনিয়মলক্ষণং হি কার্য্যং চেতনস্য শরীরিণঃ স্বশরীরেন্দ্రిয়াদৌ বা  
শরীরেণ বা বাস্তাদৌ দৃষ্টং নাশরীরস্ত ব্রহ্মণোভবিতুমর্হতি । ন হি জাতু  
বটাকুরঃ কুটজবীজাজায়তে । তদ্বেনৈব জন্মাদাস্য বত ইত্যেতদপ্যাক্ষিপ্তং  
বেদিতব্যম্ । তস্মাৎ পরমাত্মনঃ শরীরেন্দ্రిয়াদিরহিতত্বাস্তর্যামিতায়া অসম্ভবাৎ  
প্রধানস্য বা পৃথিব্যাদ্যভিমানবত্যা দেবতয়া বা অপিয়াদ্যৈশ্বর্য্যযোগিনো-  
যোগিনো বা জীবাশ্চনো বাহস্তর্যামিতা স্মাৎ । তত্র যদ্যপি প্রধানত্বাদৃষ্টত্বা-  
শ্রুতত্বমতত্বাবিজ্ঞাতত্বানি সন্তি তথাপি তস্যাচেতনস্য ব্রহ্মত্বপ্রোক্তত্বমন্ত-  
‘বজ্রাত্মানাং শ্রুতানামভাবাদনাত্মত্বাচ্চ এব ত আত্মেন্দ্రిয়তত্ত্বমুপপত্তেন’  
করিতেছেন” এই উপক্রমেব পর শুনা যায়, “যিনি পৃথিবী হইতে ভিন্ন  
অথচ পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর,  
যিনি অন্তবে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার  
আত্মা, অমৃত ও অন্তর্যামী ।” ইত্যাদি । এই বাক্যে কোন এক অধিদৈবত,  
অধিলোক, অধিবেদ, অধিযজ্ঞ, অধিভূত ও অধ্যাত্ম (১) পদার্থ অন্তর্যামী  
নামে কথিত হইয়াছে । [স সংশয়ঃ] ঐ নাম ও ঐ পদার্থ পূর্বপরিচিত  
নহে : কাহেই সংশয় হয়, ঐ অন্তর্যামী কে ? পৃথিব্যাদির দেবতা ? না কোন  
যোগী ? কিংবা পরমাত্মা ? অথবা অন্য কিছু ? [কিং প্রসিদ্ধঃ] প্রথমে

(১) অধিদৈবত—যিনি সকল দেবতার আছেন । অধিলোক—যিনি সকল লোকে থাকেন ।  
অধিবেদ—যিনি সকল বেদে জ্ঞানস্বামী । অধিযজ্ঞ—যিনি সমস্ত যজ্ঞে থাকেন । অধিভূত—  
যিনি সকল ভূতে আছেন । অধ্যাত্ম—যিনি সকল আত্মার (প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে)  
আছেন ।

ভাতি । সংজ্ঞায়া অপ্রসিদ্ধত্বাৎ সংজ্ঞিনাপ্যপ্রসিদ্ধেনার্থা-  
ন্তরেণ কেনচিৎ ভবিতব্যমিতি । অথ বা নানিরূপিতরূপ-  
মর্থান্তরং শক্যমন্তীত্যভ্যুপগন্তুম্ । অন্তর্ধ্যামিশব্দচাস্তর্ব্বমণ-  
যোগেন প্রবৃত্তো নাত্যন্তমপ্রসিদ্ধঃ । তস্মাৎ পৃথিব্যাদ্যা-  
ভিমানী কশ্চিদেবোহন্তর্ধ্যামী স্মাৎ । তথা চ শ্রুয়তে,  
পৃথিব্যেব যন্তায়তনমগ্নিলোকে মনো জ্যোতিঃ, ইত্যাদি ।

প্রধানস্যান্তর্ধ্যামিতা । যদ্যপি পৃথিব্যাভিমানিনোদেবস্যাশ্রয়মন্তি অদৃষ্ট-  
ত্বাদয়শ্চ সহদ্রষ্ট্বাদিত্তিরূপপদ্যন্তে শরীরেজ্জিয়াদিযোগশ্চ, পৃথিব্যেব যস্য-  
ায়তনমগ্নিলোকেমনোজ্যোতিরিত্যাদিশ্রুতেঃ, তথাপি তন্ত প্রতিনিয়তযমনাৎ  
'যঃ সর্বান লোকানন্তরোযময়তি যঃ সর্বাণি ভূতানান্তরোযময়তি' ইতি  
শ্রুতিবিরোধাদরূপপত্তেঃ । যোগী তু যদ্যপি লোকভূতবশিতয়া সর্বান লোকান্  
সর্বাণি চ ভূতানি নিয়ন্তুমর্হতি তত্র তত্রানেকবিধদেহেজ্জিয়াদিনিস্মাণেন 'স  
একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিভাস্তথাপি, জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রক-  
রণাদিতি বক্ষ্যমাণেন জ্ঞায়েন বিকারবিষয়ে বিদ্যাসিদ্ধানাং ব্যাপারাতাবাৎ  
সোহপি নান্তর্ধ্যামী । তস্মাৎ পারিশেষ্যাজ্জীব এব চেতনোদেহেজ্জিয়াদি-  
মান্ দ্রষ্টৃবাদিসম্পন্নঃ স্বয়মদৃশাদিঃ স্বাশ্রয়ি বৃত্তিবিবোধাদমৃতশ্চ দেহনাশে-  
হপ্যনাশাৎ । অত্থামুদ্বিকলোপভোগাভাবেন কৃতবিপ্রণাশাকৃতভাগ্যম-  
প্রসজ্ঞাৎ । য আশ্রয়ি তিষ্ঠন্নতি চাভেদেহপি কথঞ্চিদুদোপচারাৎ 'স  
ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিষী'তিবৎ 'যমাস্মা ন বেদ' ইতি চ আশ্রয়ি  
বৃত্তিবিবোধোক্তিপ্রায়ম্ । যস্যাত্মা শরীরমিত্যাди চ সর্বং স্বে মহিষীতিবৎ

এইরূপ বুদ্ধি হয়,—ঐ নাম যখন অপ্রসিদ্ধ, অপরিচিত, তখন উহার বস্তুও  
অপ্রসিদ্ধ বা অপরিচিত । অথবা যাহার স্বরূপ অপরিচিত ( অজ্ঞাত )  
তাহা আছে বলিয়া স্বীকার করা অযুক্ত । অপিচ, ঐ নাম নিভাস্ত  
অজ্ঞাতও নহে । কেননা, ঐ নাম অন্তরে থাকা ও নিয়মযুক্ত করা এই দুই  
কণ লইয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । [ তস্মাৎ...ত্বম্ ] অতএব, ঐ অন্তর্ধ্যামী  
পৃথিব্যাদি-অভিমানী দেবতাবিশেষ হইতে পারে । শ্রুতিতেও ঐরূপ দেব-  
তার কথা শুনা যায় । যথা—“পৃথিবী যে দেবতার শরীর, অগ্নি চক্ষুঃ,  
জ্যোতিঃ মন, ইত্যাদি ।” এই জন্যই বলি, কথিতপ্রকার শরীরেজ্জিয়যুক্ত  
সেই দেব পৃথিব্যাতির অন্তরে থাকিয়া পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়মযুক্ত

স চ কার্যাকরণবজ্ঞাৎ পৃথিব্যাদীনন্তুক্তিষ্ঠন যময়তীতি যুক্তং  
 দেবতাস্থানো যময়িতৃষ্ণম্ । যোগিনো বা কশ্যচিৎ সিদ্ধস্ত  
 সৰ্ব্বানুপ্রবেশেন যময়িতৃষ্ণং জ্ঞাৎ । ন তু পরমাত্মা প্রতীয়েত  
 অকার্যাকরণবজ্ঞাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে । যোহন্তু-  
 র্যাম্যধিদৈবাদিষু শ্রয়তে স পরমাত্মৈব স্যাৎ নান্ত ইতি ।  
 কুতঃ । তদ্ব্যপদেশাৎ । তস্য হি পরমাত্মনো ধৰ্ম্ম-  
 ইহ নির্দিষ্টমানা দৃশ্যন্তে । পৃথিব্যাদি তাবদধিদৈবাদি-

যোজনীয়ম্ । যদি পুনরাহ্মনোহপি নিয়ন্তরন্তানিমন্তা ভবেৎ বেদিতা বা তত-  
 স্তস্যাপ্যন্য ইত্যানবস্থা স্যাৎ । সৰ্বলোকভূতনিয়ন্তৃৎস্ব জীবস্যাদুট্টরাবা ।  
 তদুপার্জিতো হি ধৰ্ম্মাধর্ম্মো নিবচ্ছত ইত্যানবা দ্বাবা জীবোনিবচ্ছতি । এক-  
 বচনঞ্চ জাত্যাভিপ্রায়ম্ । তস্মাজ্জীবাট্মবাস্তবগামী ন পবমান্নেতি । এবং  
 প্রাপ্তেহতিদীয়াতে—

দেহেন্দ্রিয়াদিনিয়মে নাস্য দেহেন্দ্রিয়ান্তবম্ ।

তৎকশ্মোপার্জিতং তচ্চৈতদবিদ্যার্জিতং জগৎ ॥

ঐতিহ্যতীতিহাসপুৰাণেষু তাবৎ অভবতঃ সৰ্ব্বজস্য সৰ্ব্বশক্তেঃ পরমে-  
 শ্বস্য জগদ্বোনিয়মবগম্যাতে । ন তৎ পৃথগ্জনসাধাবণ্যামুমানাত্মাসেনাগ-  
 বিরোধিনা শক্যমপহ্নোতুম্ । তথা চ সৰ্বং বিকারজাতং তদবিদ্যাশক্তি-  
 পবিণামস্তস্য শবীবেজ্রিয়স্থানে বর্তত ইতি যথাযথং পৃথিব্যাদিদেবতাদিকার্য-  
 করণৈস্তানেব পৃথিব্যাদিদেবতাদীন শক্লোতি নিয়ন্তম্ । ন চানবস্থা । ন  
 হি নিয়ন্তরং তেন নিয়ম্যাতে কিন্তু যো জীবো নিবস্তা লোকসিদ্ধুঃ স পবমা-

(সু-শৃঙ্খল) করিতেছেন । কথিতপ্রকার দেবতাস্থাব নিয়ন্তৃৎস্ব অবুক নহে,  
 যুক্তিবুক । [ যোগিনো...চ্যতে ] সিদ্ধ যোগীরাও সৰ্ব্বপ্রবেশে সমর্থ;  
 তদনুসারে তাঁহাদেরও অন্তর্ধামিতা সম্ভব হয় । পরমাত্মার শরীর নাই,  
 ইন্দ্রিয় নাই, কাষেই তাঁহার অন্তর্ধামিতা অগম্যব । এবিধ সংশয়িত  
 প্রতীতির ( পূৰ্ব্বগন্ধের ) সিদ্ধান্তনিমিত্ত ১৮ সূত্র বলা হইয়াছে । [ যো...  
 দৃশ্যন্তে ] অর্থ এই যে, যিনি অধিদৈবাদিক্রমে অন্তর্ধামী নামে কথিত  
 হইয়াছেন তিনি পবমান্না । চেতু এই যে, ঐ বাক্যে পরমাত্মার ধৰ্ম্ম  
 বা গুণ উক্ত আছে । [ পৃথি পত্তে: ] অন্তরে থাকিয়া অধিদৈব, অধিভূত ও

ভেদভিন্নং সমস্তং বিকারজাতমন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তীতি পর-  
মাত্মনো যময়িতৃৎ ধর্ম উপপদ্যতে । সর্ববিকারকারণত্বে  
সতি সর্বশক্ত্যুপপত্তেঃ । এষ ত আত্মাহন্তর্যামায়ত ইতি  
চাত্মহায়তত্বে মুখ্যে পরমাত্মন উপপদ্যতে । যং পৃথিবী  
ন বেদ ইতি চ পৃথিবীদেবতায়্যাবিজ্ঞেয়মন্তর্যামিণং ক্রবন্  
দেবতাত্মনো হন্যমন্তর্যামিণং দর্শয়তি । পৃথিবীদেবতা হুহ-  
মস্মি পৃথিবীত্যাশ্রয়ানং বিজ্ঞানীয়াৎ । তথা, অদৃকোহক্রান্ত  
ইত্যাদিবিপদদেশো রূপাদিবিহীনহ্যং পরমাত্মন উপপদ্যত  
ইতি । যত্র কার্য্যকরণহীনশ্চ পরমাত্মনো যময়িতৃৎ নোপ-

শ্চৈবোপাধাবচ্ছেদকস্মিতভেদস্তথা ব্যাখ্যাত ইত্যসকৃদাবেদিতং তৎ কুতো-  
নিয়ন্তরং কুতশ্চানবস্থা । তথা চ নাভ্যোহাতাহস্তি দ্রষ্টেত্যান্য্যাপি ক্রতয়  
উপপন্নার্থাঃ । পবমার্থতোহন্তর্যামিণোহন্যস্য জীবাত্মনো দ্রষ্টুং ভাবাৎ ।  
অবিদ্যাকল্পিতজীবপবমাত্মভেদাশ্রয়াস্ত জাতৃজ্ঞেবভেদত্রয়ঃ প্রত্যক্ষাঙ্গীনি  
প্রমাণানি সংসাদান্তভাবোবিধিনিষেধশাস্ত্রাণি চ । এবঞ্চাধিদৈবাদিষেক-  
সৌবাস্তর্যামিণঃ প্রত্যভিজ্ঞানং সমস্তং ভবতি । যঃ সর্বান লোকান যঃ  
সর্বানি ভূতানীত্যত্র য ইত্যেকবচনমপ্যুপপদ্যতে । অমৃতত্বঞ্চ পরমাত্মনি  
সমস্তং নান্যত্র । য আত্মনি তিষ্ঠন্নিত্যাদৌ চাত্তেদেহপি ভেদোপচারক্ৰেণো

অধ্যাত্ম বিকার (জগদপদার্থ) সমূহকে নিয়মিত (স্বকার্য্যে নিয়োজিত ও  
সুশৃংখল) করিতেছেন, এ কথাতে পারমেশ্বরিক নিষত্ত্বই ব্যক্ত হইতেছে ।  
পারমেশ্বর সর্বকারণ, তন্নির্মিত কেবল তাঁহাতেই সর্বশক্তিও সর্বনিয়ত্ত্ব  
উপপন্ন হয় । [এব জ্ঞানীবাৎ] “এই অন্তর্যামী তৌমার আত্মা এবং ইনি  
অমৃত” এতদ্বাক্যই আত্মা ও অমৃত শব্দ পরমাশ্রাতেই মুখ্যরূপে উপপন্ন  
হয় । এই অন্তর্যামী যে পৃথিবীদেবতা নহে, তাহা “পৃথিবী বাহাকে জানে  
না” এই বাক্যে প্রোক্ত অন্তর্যামীকে পৃথিবীদেবতাব অভিন্ন বলতেই বলা  
হইরাছে । [তথা অন্তর্যামী] তিনি অদৃষ্ট, অক্রান্ত, এ সকল কথাও  
রূপাদিবিহীন পরমাশ্রায় সঙ্গত হয় (খাটে) । পূর্বে বলিরাছিল, শরীরে-  
জিয়গুন্য পরমাশ্রাব নিয়ত্ত্ব অসম্ভব, বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব নহে ।  
হেতু এই যে, তিনি বাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাহাদেব শরীরেজিয়ই

পদ্যত ইতি, নৈব দোষঃ । যান্নিযচ্ছতি তৎকার্যকরণে-  
 রেব তস্মৈ কার্যকরণবত্বোপপত্তেঃ । তস্যাপ্যন্তো নিরন্তে-  
 ত্যনবস্থাদোষশ্চ ন সম্ভবতি ভেদাভাবাৎ । ভেদে হি সত্য-  
 নবস্থাদোষোপপত্তিঃ । তস্মাৎ পরমাত্মবাহস্তর্যামী ॥১৮॥

ন চ স্মার্তমতকৰ্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥ \*

সাদেতৎ, অদৃষ্টবাদয়োধৰ্ম্মাঃ সাংখ্যস্মৃতিকল্পিতস্য প্রধান-  
 স্যাপ্যুপপদ্যতে, রূপাদিহীনতয়া তস্য তৈরভ্যুপগমাৎ ।

ন ভবিষ্যতি । তস্মাৎ পবমাত্মান্তর্যামী ন জীবাদিবিতি সিদ্ধম্ । পৃথিব্যাদি-  
 স্তনসিংহস্তমধিদৈবম্ । যঃ সর্কেষু লোকেষিত্যাধিলোকম্ । যঃ সর্কেষু  
 বেদেষিত্যাধিবেদম্ । যঃ সর্কেষু যজ্ঞেষিত্যাধিযজ্ঞম্ । যঃ সর্কেষু ভূতেষিত্যাধি-  
 ভূতম্ । প্রাণাদ্যাশ্বাস্তমধ্যায়ম্ । সংজ্ঞায়্যা অপ্রসিদ্ধাদিত্যুপক্রমমাত্রাৎ  
 পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ ।

তাহার শরীরেজিয় বলিয়া গণ্য । অর্থাৎ সর্কশরীরেজিয়ের সহিত সম্বন্ধ  
 থাকতেই তাহাব সর্কনিরন্তৃত্ব সম্ভব হয় । ( তাৎপর্য এই যে, চৈতন্যেব  
 সন্নিধান বলেই জড়শরীরে ব্যাপারবিশেষ জন্মে, সেই ব্যাপার বিশেষেব  
 নাম নিয়মন । এরূপ নিয়মন, চিদাত্মাব স্বরূপসংসন্নিধানবলেই সম্পন্ন হয় ;  
 সুতরাং তৎস্বরূপে তাহাব শরীর থাকাব অপেক্ষা নাট । সুতরাং শরীরে-  
 জিয় না থাকিলেও তিনি ঐরূপে নিয়মন কবেন ) । অপিচ, ভেদ না থাকতে  
 দেহেব নিয়ন্তা জীব, জীবের নিয়ন্তা অজ্ঞ, আবার তাহাব নিয়ন্তা অজ্ঞ,  
 এরূপ অনবস্থা দোষও হয় না । যদি ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্তা থাকিত, তাহা  
 হইলে অবশ্য অনবস্থা দোষ হইত । কিন্তু তাহা নাই । শাক্ত একমাত্র  
 পরমেশ্বরকেই সর্কনিয়ন্তা বলিয়াছেন । অতএব, ঐ অন্তর্যামী পুরুষ  
 পবমেশ্বর ; অজ্ঞ কেই নহে ।

কথিত সিদ্ধান্ত সত্য হয় হউক ; পরন্তু অন্য সিদ্ধান্তও হইতে পারে ।  
 অদৃষ্ট অজ্ঞত প্রভৃতি কথা সাংখ্যস্মৃতিকল্পিত প্রকৃতিপক্ষেও সংগত হয় ।

\* স্মার্ত সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধানঃ অপি ন—অন্তর্যামিনেন নোক্তমিতিার্থঃ । হেতুমাৎ—  
 অত্রাভিহিতঃ ।—অতঃ প্রধানে চৈতন্যমিতি বাবৎ তস্য ধর্ম্মান্তেবাং অভিলাপাৎ কথমাৎ ।—  
 সাংখ্যস্মৃতি কল্পিত প্রধান অন্তর্যামী নহে । হেতু এই যে, ঐ বাক্যে চৈতন্যধর্ম্মের অভিলাপ  
 অবাৎ কথন আছে । ( ভাষ্যমুবাদ দেখ ) ।



অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রমুণ্ডমিব সর্বত ইতি হি স্মরন্তি ।  
 তস্মাপি নিয়ন্তৃত্বং সর্ববিকারকারণত্বাদুপপদ্যতে । তস্মাৎ  
 প্রধানমন্তর্যামিশ্রকং স্যাৎ । ঈকতের্নাশকমিত্যত্র নিরাকৃত-  
 মপি সৎ প্রধানমিহাদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশসম্ভবেন পুনরা-  
 শঙ্ক্যতে । তত উত্তরমুচ্যতে । ন চ স্মার্তং প্রধানমন্তর্যামি-  
 শ্রকং ভবিতুমর্হতি । কস্মাৎ । অতদ্ব্যভিলাপাৎ । যদ্য-  
 প্যদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্য সম্ভবতি, তথাপি ন দ্রষ্টৃত্বা-  
 দিব্যপদেশঃ সম্ভবতি, প্রধানস্যাচেতনত্বেন তৈরভ্যুপগমাৎ ।  
 অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো  
 বিজ্ঞাতা ইতি হি বাক্যশেষ ইহ ভবতি । আত্মত্বমপি ন  
 প্রধানস্যোপপদ্যতে । যদি প্রধানমাত্মত্বদ্রষ্টৃত্বাদ্যসম্ভবামা-

সাংখ্যাচার্যেরা প্রকৃতিকে রূপাদিবিহীন বলিয়া স্বীকার করেন, যুতিও  
 প্রধানকে “অতর্কনীয়, অজ্ঞেয় ও সর্বত্র প্রমুণ্ডের ন্যায়” বলেন ।  
 (রূপাদি না থাকায় অবিজ্ঞেয় ও অতর্কনীয় । প্রমুণ্ডের ন্যায় অর্থাৎ অড় ।)  
 এই প্রধান সর্ববিকারের (জন্যবস্তুর) কারণ সুতরাং তদনুগত সর্বনিয়ন্তৃত্ব  
 প্রধানের সম্ভবে । এই সকল যুক্তিতে অন্তর্যামী শব্দের অর্থ প্রধান, ইহা  
 অভিহিত হউক । [ ঈকতে...পাঃ ] “ঈকতের্নাশকং” হুত্রে প্রধানবাদ  
 নিরাকৃত হইলেও পুনর্যার এখানে “অদৃষ্ট” প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে প্রধানবাদ  
 শকা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর পাঠ করিতেছেন—সাংখ্যোক্ত প্রধান-অন্তর্যামী  
 শব্দের অর্থ হইতে পারে না । কারণ এই যে, অন্তর্যামী-শ্রুতিতে চেতন-  
 ধর্মের কথন আছে । অর্থাৎ শ্রুতি অন্তর্যামীকে দ্রষ্টা বলিয়াছেন । [ যদ্য...  
 পদ্যতে ] প্রধানের রূপাদি না থাকায় “অদৃষ্ট” প্রভৃতি বিশেষণ সম্ভব  
 হয় ; কিন্তু “দ্রষ্টা” প্রভৃতি বিশেষণ অসম্ভব । প্রধান অচেতন ; সুতরাং  
 তিনি দ্রষ্টা নহেন । অচেতনের দর্শনশক্তি নাই । এদিকে শ্রুতি অন্তর্যামী  
 বাক্যের শেষে অন্তর্যামীকে “অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা”  
 বলিয়াছেন । অপিচ, প্রধানের আত্মশব্দের প্রয়োগ অনুপপন্ন হয় অর্থাৎ  
 যথাক্রমে উপপন্ন হয় না । প্রকৃতি বাহিরের বস্তু, আত্মা নহে । [ যদি...  
 গঠিত ] আশঙ্কা ।—প্রधानে আত্মত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব অসম্ভব ; তৎকারণে প্রধান

সুখান্যভ্যুপগম্যতে, শারীরসুখ্যন্তর্যামী ভবতু । শারীরো  
হি চেতনস্বাদ্ দ্রষ্টা প্রোতা মস্তা বিজ্ঞাতা চ ভবত্যাশ্চা চ  
প্রত্যক্ষাৎ । অমৃতশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মকলোপভোগোপপত্তেঃ । অদৃ-  
ষ্টস্বাদয়শ্চ ধর্ম্মাঃ শারীরে হুপ্রসিদ্ধাঃ, দর্শনাদিক্রিয়ান্নাঃ  
কর্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ । ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ইত্যাদি-  
ক্রতিভ্যশ্চ । তস্য চ কার্য্যকরণসজ্জাতমন্তর্য্যমিতুং শীলং  
ভোক্তৃহাৎ । তস্মাচ্ছারীরোহন্তর্য্যামীতি । অত উত্তরং  
পঠতি ॥ ১৯ ॥

শারীরশ্চেতাভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥২০॥

নেতি পূর্ব্বসূত্রানুবর্ততে । শারীরশ্চ নাস্তর্য্যামী স্যাৎ ।  
যদ্যপি দ্রষ্টৃস্বাদয়ো ধর্ম্মাস্তস্য সম্ভবন্তি তথাপি ঘটাকাশ-

“দর্শনাদিক্রিয়ান্নাঃ কর্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ” । কর্তরি আত্মনি প্রবৃত্তি-  
বিরোধাদিত্যর্থঃ ।

যদি অন্তর্য্যামী না হয়, তবে ঐ অন্তর্য্যামী জীব হউক । জীব চেতন ;  
তৎকারণে তাহাতে দ্রষ্টা প্রোতা মস্তা আত্মা—সমস্ত বিশেষণ সংগত  
হইবে । জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জন করে ; তদনুসারে জীবে অমরত্বমর্শের  
সম্ভাবনাও আছে । ( প্রভূত ধর্ম্ম সঞ্চিত হইলে জীব স্বর্গ লাভ করে ও  
স্বর্গবাসীরা অমর, এ কথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ) । “অদৃষ্ট” বিশেষণটাও জীবে  
সংগত হয় । জীব সমস্ত পদার্থ দেখে, আপনাকে দেখে না, ইহা সংগত  
কথা । কেন-না, যে কর্তা সে কখন কর্ম্ম হয় না । অগিচ, ভোক্তা জীব এই  
ভোগ্য শরীরের অন্তরে থাকিয়া ইহাকে নিষ্প্রিত ( ইচ্ছাক্রম পরিচালিত )  
করিতেছে ; সুতরাং জীবই অন্তর্য্যামী । ইহার প্রভূত্ব এই—

এখানে পূর্ব্বসূত্রের ন-কার সংযোজিত হইবে । অর্থ হইবে, জীবও

\* শারীরশ্চ জীবোহপি নাস্তর্য্যামীতি শেবঃ । হি বক্তঃ, উত্তরেহপি কাণা মাখানিবাশ্চ,  
অন্তর্য্যামিনো ভেদেন নিরস্যাশ্চেন, এনং শারীরঃ অধীরতে অধীরতে গীতন্ত ইত্যর্থঃ ।—জীবঃ  
ঐ অন্তর্য্যামি শব্দের অর্থ নহে । হেতু এই যে, কাণ, ও মাখানি এই উত্তর শাখাতেই  
ভিন্নতা কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ উত্তর শাখাকেই জীব অন্তর্য্যামীর নিরস্যা এক  
জীবের নিরস্যা, এইরূপ গান করিতে দেখা যায় ।

বতুপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ন স কাংশ্চৈত্য়ন পৃথিব্যাদিবস্তুব-  
 ন্নাতুং নিয়ন্তুঞ্চ শক্নোতি । অপি চ, উভয়েহপি হি  
 শাখিনঃ কাণ্ডা মাধ্যন্দিনাশ্চাস্ত্যর্থামিণোভেদেনৈনং শারীরং  
 পৃথিব্যাদিবদধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন চাধীয়তে । যো  
 বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ ইতি কাণ্ডাঃ । য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইতি  
 মাধ্যন্দিনাঃ । য আত্মনি তিষ্ঠন্নিত্যস্মিংস্তাবৎ পাঠে ভব-  
 ত্যাত্মশব্দঃ শারীরস্য বাচকঃ । যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্য-  
 স্মিন্নপি পাঠে বিজ্ঞানশব্দেন শারীর উচ্যতে, বিজ্ঞানময়ো  
 হি শারীর ইতি । তস্মাচ্ছারীরাদন্য ঈশ্বরোহন্ত্যর্থামীতি  
 সিদ্ধম্ । কথং পুনরেকস্মিন্ দেহে দ্বৌ দ্রষ্টারাবুপপদ্যেতে ।  
 যশ্চায়মীশ্বরোহন্ত্যর্থামী যশ্চায়মিতরঃ শারীরঃ । কা পুন-  
 রিহানুপপত্তিঃ । নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা ইত্যাদিশ্রুতিবচনং

নেতি । অপিশব্দহচিত্তেতুযুক্ত্য কঠোক্তং হেতুমাং “অপিচোভয়েহপি”  
 ইতি । ভেদেনেতি সূত্রাত্তাৎ তাত্ত্বিকভেদে ভ্রান্তিঃ নিবসিতুং শক্যতে “কথং”  
 ইতি । নবত্বেকো ভোক্তা জীব ঈশ্বরবস্তুভোক্তেতি ন বিরোধ ইতি শক্যতে  
 “কা পুনঃ” ইতি । তয়োর্ভেদঃ শ্রুতিবিকল্প ইতি পূর্ববাদ্যাহ “নান্য”

অন্ত্যর্থামী নহে । হেতু এই যে, জীবে দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্মের সম্ভব থাকিলেও  
 ঘটাকাশেব ন্যায় উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব সমুদায় পৃথিবীর অন্তরে থাকিতে  
 ও সমুদায় পৃথিবীকে নিয়মিত করিতে সমর্থ নহে । অন্য হেতু এই যে, কাণ্ড,  
 মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই জীবকে অন্ত্যর্থামী হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন । অর্থাৎ  
 জীবকে অন্ত্যর্থামীর আধার ও নিয়ম্য বলিয়াছেন । [ যো...সিদ্ধম্ ] কাণ্ড  
 শাখা “যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া” এইরূপ পাঠ কবিয়াছেন । মাধ্যন্দিন শাখা  
 “যিনি আত্মায় থাকিয়া” এইরূপ বলিয়াছেন । কাণ্ড শাখার বিজ্ঞান ও  
 মাধ্যন্দিন শাখার আত্মা উভয়ই জীববাচক । অতএব, জীবে থাকিয়া  
 জীবকে নিয়ন্ত্রিত করবেন বলিতেই ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব বলা হইয়াছে ।  
 [ কথং...শ্রবণাচ্চ ] যদি বল, এক শব্দীবে, অন্ত্যর্থামী ঈশ্বর ও তন্নিয়ম্য জীব  
 এই দুই দ্রষ্টাব অস্তিত্ব কিরূপে উপপন্ন ( যুক্তি সম্ভব বলিয়া গৃহীত ) হইতে

বিরুদ্ধেত। অত্র হি প্রকৃতাদন্তর্ধামিণোহন্তং দ্রষ্টারং  
 জ্ঞোতারং মন্তারং বিজ্ঞাতারং চাত্মানং প্রতিষেধতি। নিয়ন্ত-  
 র্ত্বপ্রতিষেধার্থমেতদ্বচনমিতি চেৎ, ন, নিয়ন্তস্তরাপ্রসঙ্গাৎ,  
 অবিশেষমশ্রবণাচ্চ। অত্রোচ্যতে। অবিদ্যাপ্রত্যাপন্যাপিত-  
 কার্য্যকরণোপাধিনিমিত্তোহয়ং শারীরাস্তর্ধামিণোর্ভেদব্যপ-  
 দেশো ন পারমার্থিকঃ। একো হি প্রত্যগাত্মা ভবতি, ন  
 দ্বৌ প্রত্যগাত্মানৌ সম্ভবতঃ। একস্যৈব তু ভেদব্যবহার  
 উপাধিকৃতঃ, যথা ঘটাকাশো মহাকাশ ইতি। ততশ্চ  
 জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশ্রুতয়ঃ প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি সংসা-  
 রানুভবো বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রক্ষেতি সর্বমেতদুপপদ্যতে।

ইতি। স এব শ্রুত্বার্থমাহ “অত্র” ইতি। ঐতেবর্থাস্তরমাশক্ত্য নিষেধতি “নিয়-  
 ত্ত্বেনিতি”। ন কেবলমপ্রসক্তপ্রতিষেধঃ কিন্তু অবিশেষণে দ্রষ্টৃস্তরনিষেধ-  
 ঐতেরস্তর্ধাম্যন্তবনিষেধার্থে বাধশ্চেত্যাহ “অবিশেষেতি”। তস্মাৎ সূত্রে  
 য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইতি শ্রুতৌ চ দ্রষ্টৃভেদোক্তিব্যুক্তা। নান্যত ইতি বাক্য-  
 শেষে ভেদনিবাসাদিতি প্রাপ্তভেদ উপাধিকল্পিতঃ শ্রুতিস্মৃত্যভ্যামনুদ্যত  
 ইতি সমাধস্তে “অত্রোচ্যত” ইতি। ভেদঃ সত্যঃ কিং ন স্যাদত আহ  
 “একো হি” ইতি। গৌরবেন দ্বয়োবহংধীগোচরত্বাৎ অসম্ভবাৎ এক এব  
 তদগোচরঃ। তদগোচরস্য ঘটবদনাস্থত্বাৎ নাস্ত্রভেদঃ সত্য ইত্যর্থঃ। তত-

পারে ? বিশেষতঃ “ইহা ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই” এই শ্রুতি অন্তর্ধামী পরমেশ্বর  
 ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা পাকা নিবেদ করিয়াছেন। অত্র নিয়ন্তার নিবেদ, অন্য দ্রষ্টার  
 নিবেদ নহে, একপ বলাও যায় না। কেন না, ঐ স্থানে অন্য নিয়ন্তার  
 প্রসক্তি বা তদ্বোধক শব্দ কিছুই নাই। (যদি প্রসক্তি বা প্রাপ্তি থাকে,  
 তবেই নিবেদ সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না) [অত্রোচ্যতে.. বারয়তি] ইহার  
 বা এ আগন্তির প্রত্যুত্তর বলিতেছি। অমুক জীব, অমুক অন্তর্ধামী,  
 এ ভেদ বাস্তব ভেদ নহে। অবিদ্যান্ননিত শবীরেন্দ্রিয়াদি উপাধিই ঐক্লপ  
 বিভেদের (ভিন্নতার) কাবণ। একই প্রত্যগাত্মা; দুই প্রত্যগাত্মা  
 অসম্ভব অর্থাৎ নাই। একের দ্বিত্ব অবশ্যই উপাধিকৃত। যেমন ঘটাকাশ  
 ও মহাকাশ। (আকাশ এক হইলেও ঘটসম্বন্ধদৃষ্টে ঘটাকাশ এবং ঘট

তথা চ শ্রুতিঃ, যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং  
পশ্যতি ইত্যবিদ্যাবিশয়ে সর্বব্যবহারঃ দর্শয়তি । যত্র  
তস্য সর্বমাত্মৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্যেৎ ইতি বিদ্যাবিশয়ে  
সর্বব্যবহারঃ বারয়তি ॥ ২০ ॥

**অদৃশ্যাদিগুণকোদ্যমোক্তেঃ ॥ ২১ ॥\***

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ-

চেষ্টা । কল্পিতভেদাকীকারাৎ ভেদাপেক্ষং সর্বং যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ । তদাদ-  
ন্তর্থাবিত্রাঙ্কণং জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি সমন্বিতমিতি সিদ্ধম্ । ( ইতি বস্তুপ্রভা )

“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” । “যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ-

সম্বন্ধবর্জনে মহাকাশ । এইরূপ একই আত্মা ( চৈতন্য ) অন্তঃকরণযোগে  
জীব ও অন্তঃকরণ রাহিত্যে পরম ও অন্তর্ধ্যামী ) । এইরূপ কল্পিতভেদ  
অবলম্বন করিলে ভিন্ন ভিন্ন ভেদবোধিকা শ্রুতি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ,  
সংসারামৃতত্ব, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ, সমস্তই স্মদন্ত হইয়  
কিছু অযুক্ত বা যুক্তিবহির্ভূত থাকে না । এ কথা শ্রুতিতেও আছে ।  
যথা—“যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, ভেদকল্পনা থাকে, তখনই অন্য অনেকে  
দেখে ।” এ শ্রুতি অবিদ্যাবস্থায় ( অনাস্বজ অবস্থায় ) ভেদব্যবহার থাকা  
ব্যক্ত করিতেছে । আর, “যখন এ সমস্তই আত্মা হয়, সাধককর্তৃক আত্ম-  
অভেদে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কোনও রূপ ভেদ কল্পনা থাকে না, তখন আর  
কি দিয়া কি দেখিবে ?” এই শ্রুতি অভেদ-জ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানকালে  
ভেদব্যবহারের অভাব বলিতেছে ।

যুক্তক-শ্রুতি অপর্য বিদ্যা উপদেশ করিয়া পরা বিদ্যা উপদেশ করিয়া-  
ছেন ।—“ব্রহ্মাণ্য সেই অক্ষর ( নিগুণ ব্রহ্ম ) অধিগত হয়, জানা যায়,  
তাহাই পরা । যাহা অদৃশ্য ( জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয় ), অগ্রাহ্য ( কর্মেন্দ্রিয়ের  
অপ্রাপ্য ), অগোচর ( বংশ বা আদিপুরুষ রহিত ), অবর্ণ ( ব্রহ্মণ্যাদি

\* যুক্তক-শ্রুতি “যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্য” ইত্যাদিহা য উক্তঃ স পরমেশ্বর এব নানাঃ ।  
কৃতঃ ? ধর্মোক্তেঃ পরমেশ্বরধর্মকথনায় ।—যুক্তক-শ্রুতিতে যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য অগোচর  
প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন তিনি পরমেশ্বর । হেতু এই যে, ঐ স্থানে  
পরমেশ্বর সর্বকীর অসাধারণ ধর্মের উপদেশ আছে ।

মগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সৰ্ব্ব-  
গতং সূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীমা  
ইতি শ্রুয়তে । তত্র সংশয়ঃ । কিময়মদ্রেষ্ঠাদিগুণকো  
ভূতযোনিঃ প্রধানং স্যাৎ, উত শারীরঃ, আহোম্মিৎ পরমে-  
শ্বর ইতি । তত্র প্রধানমচেতনং ভূতযোনিরিত্যুক্তম্ ।  
অচেতনানামেব তত্র দৃষ্টান্তদ্বেনোপাদানাত্ ।—যথোর্ণ-  
নাভিঃ সৃজতে গৃহুতে চ, যথা পৃথিব্যামোমধয়ঃ সস্রবন্তি ।

“অগ্রাহং” কশ্মেজ্জিরাগোচরঃ । “অগোত্রং” কাবণবহিতম্ । “অবর্ণং”  
একাদ্বাদিহীনম্ । ন কেবলমিজ্জিবাণামবিষয় ইজ্জিরাগাপান্য ন সন্তী-  
তাহ ।—“অচক্ষুবশ্রোত্র”মিতি । বুদ্ধীজ্জিরাগাপলক্ষয়তি । “অপাণিপাদ”-  
মিতি । কশ্মেজ্জিবাণি । “নিত্যং বিভুং সৰ্ব্বগতং সূক্ষ্মং” হুৰ্ব্বিজ্ঞানদ্বাৎ ।  
সাদেতৎ । নিত্যং সৎ কিং পরিণামি নিত্যং, নেত্যাহ—“অব্যয়ং”  
কুটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ ।

পরিণামোবিবর্তোবা সৰূপস্যোপলভ্যতে ।

চিদাশ্বনা তু সাক্ষ্যং জড়ানাং নোপপদ্যতে ॥

জড়ং প্রধানমেবাতোজগদ্যোনিঃ প্রতীয়তাম্ ।

যোনিশঙ্কোনিমিস্তক্ষেৎ কুতোজীবনিরাক্রিয়া ॥

জাতিবর্জিত ), অচক্ষু, অশ্রোত্র, অপদ, অহস্ত, অর্থাৎ নিবীজিয়, নিত্য  
( উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত ), প্রভু, সৰ্ব্বব্যাপী, স্থূল ( অত্যন্ত হুজের ), ভূত  
যোনি ( উৎপন্ন বস্তুব উৎপত্তি স্থান বা উপাদান কারণ ), কেবল ধীবগণই  
যাহাকে জানেন, তাহাই অক্ষব এবং তাহাই পরা । [ তত্র ইতি  
এখানে সংশয় হয়, ঐ ভূতযোনি কে ? প্রকৃতি ? না জীব ? না পরমেশ্বর ?  
অচেতনা প্রকৃতি ভূতযোনি, এই পক্ষই যুক্তিসঙ্গত । হেতু এই যে, শ্রুতি  
সৃষ্টিপ্রসঙ্গে অচেতন-দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যথা—“যেমন উর্ণনাভি ( মাকড়শ )  
স্থত্র সৃষ্টি কবে, সংহার কবে, যদ্রূপ পুণ্ড্রবী হইতে ওষধি (উত্তিজ) উৎপন্ন  
হয়, যেদ্রূপ জীবদেহ হইতে কেশলোমাাদ জন্মে, সেইরূপ এই বিশ্ব অক্ষর  
হইতে জন্মে ।” যদি বল, উর্ণনাভি ও পুণ্ড্র এই দুই দৃষ্টান্ত চেতন, বস্তুতঃ  
তাহা নহে । অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তবাক্যের চেতন্যংশে তাৎপর্য্য নহে ;

যথা সতঃ পুরুষাঃ কেশলোমানি তথাহ্ কুরাঃ সম্ভবতীহ  
বিশ্বম্ ইতি । ননূর্ণনাভিঃ পুরুষশ্চ চেতনাবিহ দৃষ্টান্তে নো-  
পাতৌ । নেতি ক্রমঃ । ন হি কেবলস্য চেতনস্য তত্র সূত্র-  
যোনিহঃ কেশলোমযোনিভ্বক্ষান্তি । চেতনাধিষ্ঠিতং হ্যচেতন-  
গর্ভানাভিশরীরং সত্রস্য যোনিঃ পুরুষশরীরঞ্চ কেশলোম্মা-  
মিতি প্রসিদ্ধম্ । অপিচ পূর্ব্বত্রাদৃষ্টত্বাদ্যভিলাপসম্ভবেহপি  
জড়ত্বাদ্যভিলাপসম্ভবাং ন প্রধানমভ্যুপগতম্ । ইহ তদু-  
-

পরিণয়মানসকপা এব হি পবিণামা দৃষ্টাঃ । যথোর্ণনাভিলাপবিণামা  
লুতাত্ত্ববস্ত্তৎসকপাঃ । তথা বিবর্তী অপি বিবর্ত্তমানসকপা এব ন বিকপাঃ ।  
যথা বজ্রবিবর্ত্তী ধাবাবগাদেযাবজ্জসরপাঃ । ন জাতু বজ্জাং কুণ্ডব ইতি  
বিপর্য্যাসান্তি । ন চ হেমণিওপবিণামোভবতি লুতাত্ত্বঃ । তৎ কস্য  
হেতোঃ । অত্যন্তবৈকপাং । তস্মাৎ প্রধানমেব জড়ং জড়স্য জগাতাযোনি-  
রিত্তি বৃজ্যতে । অবিকাবানশ্লুত হাঁতি তদক্ষবম । যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদিত  
চাক্ষবাং পবাং পবস্যাখ্যানম । অক্ষবাং পবতঃ পব ইতি প্রাতেঃ । ন হি  
পবস্মাদাশ্লনোৎসাক বিবাবজাতস্য চ পবস্তাং প্রধানাদুতেহন্যদক্ষবং  
সম্ভবতি । অত্যাঃ প্রধানাং পবঃ পবমাত্মা স সৰ্ব্ববিৎ ভূতযোনিবৃক্ষবং  
প্রধানমেব । তচ্চ সাংখ্যাত্তিমতমেবাস্ত । অথ তস্মাহ প্রামাণিকত্বাৎ তত্র  
পবিত্বয্যতি অস্ত তর্হি নামকপবাজ্ঞশক্তিভূতমব্যাকৃতং ভূতহ্মক্ষম । প্রবী  
য়ত্বে হি তেন বিকাৎজাতমিতি প্রধানম । তৎ খলু জড়মনির্কাচ্যমনি-  
কাচ্যস্য জড়স্য নানরূপপ্রপঞ্চস্যোপাদানং বৃজ্যতে সাকপাং । ন তু  
চিদাত্মা নিকাচ্যো বিকপো হি সঃ । অচেতনানামিতি ভাষ্যং সাকপা  
প্রতিপাদনপথম । স্যাৎদেতৎ । স্মারুপ্রধাননিবাকবণে নৈবৈতদপি নিবা-  
কৃতপ্রাণং তৎ কুতোহস্য শঙ্কেত্যত আহ । —“অপি চ পূর্ব্বত্রাদৃষ্টত্বাদি” ইতি ।

অচেতনাংশেই তাৎপর্য্য । কাবণ এই যে, কেবল ( চেতনের স্বরূপোনিভ  
ও কেশলোমযোনিভ্ব নাই । চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন দেহ হইতেই সূত্র ও  
কেশলোমযোনিভ্ব জন্মে, ইহা সৰ্ব্বলোকবিদিত । [ অপিচ লপ্য'ত ] ১৮ সূত্রের  
উদাহরণ বাক্যের শেষে “অদৃষ্টো জট্টা” এইরূপ উক্তি ছিল, তাই সেখানে  
প্রাণি অথ গুণীও বসে নাই । প্রধানের অদৃষ্ট শব্দের পয়োগ হইতে পারে

হাদিয়ো ধর্ম্মাঃ প্রধানেন সম্ভবন্তি । ন চাত্ত বিক্ৰম্যমানো ধর্ম্মঃ  
কশ্চিদভিলপ্যতে । ননু যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, ইত্যয়ং বাক্য-  
শেষোহ্চেতনে প্রধানেন সম্ভবতি তৎ কথং প্রধানং ভূত-  
যোনিঃ প্রতিজ্ঞায়ত ইতি । অত্রোচ্যতে । যয়া তদক্ষরমধি-  
গম্যতে—যত্তদদ্রেশ্বম্, ইত্যক্ষরশব্দেনাদৃশ্যাদিগুণকং ভূত-  
যোনিং জ্ঞাবয়িত্বা পুনঃ জ্ঞাবয়িত্বাতি, অক্ষবাৎ পবত পর  
ইতি । তত্র যঃ পলোহ্ক্ষরাৎ প্রত্যঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞ  
সম্ভবিস্যতি প্রধানমেব ব্রহ্মবশদনির্দিষ্টং ভূতযোনিঃ । যদা

সতি বাধকেহস্যানাপ্রযগমিহ ৩ বাধ ৭০ নাস্তীত্যর্থঃ তেন ‘তদৈক্যত’  
ইত্যাদিবপচর্য্যতাং বক্ষ্যমাণশব্দানিত্যবিদ্যাশব্দভ্রময়েন । ইহ বিদ্যা-  
শব্দেবেব জগদযোনিঃসম্বন্ধে ন দাবদানিভাবোক্ততাং প্রধানমেবাহু  
বাক্যে জগদযোনিকচ্যত ইতি পূর্ব্ব পক্ষঃ । অথ যোনিশব্দোনিমিত্তকাষণ-  
পবস্তথাপি ব্রহ্মৈব নিমিত্তং ন ২ জীবাত্মেতি বিনিগমনায়াং ন হেতুবন্তীতি  
সংশয়েন পূর্ব্ব পক্ষঃ । অত্রোচ্যতে ।

অক্ষরস্য জগদযোনিভাবমুক্ত্বা ৩ নন্তবম ।

যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি শ্রুত্যা সর্ব্বজ্ঞস্য স উচ্যতে ॥

তেন নিরূপেণমানায়াং প্রত্যভিজ্ঞানতঃ ক্ষুটম্ ।

বটে ; কিন্তু ব্রহ্ম শব্দেব প্রয়োগ হইতে পাবে না । যে অচেতন—অজ-  
তাহাতে “ব্রহ্ম” শব্দেব প্রয়োগ অসম্ভব । কিন্তু এখানে বা এ স্থত্রেব  
উদাহরণ প্রতিভে সেকপ কোন বাক্যশেষ নাই, সুতরাং ভূতযোনি-শব্দে  
প্রধান অর্থ পরিণতীত হইবার বাধা হয় না । [ ননু নান্য ইতি ] যদি  
বল, এখানেও প্রতিশেষে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এইরূপ উক্তি আছে এবং  
প্রধানেন্ন প্রতি ঐ ঐ শব্দেব প্রয়োগ অসম্ভব হয়, তথাপি এখানে ভূতযোনি  
শব্দে প্রধান অর্থ গ্রাহ্য । কেন ? তাহা বলিতেছি । বিবেচনা কর, শ্রুতি  
“বাহার দ্বাবা সেই অক্ষর জামা যায়” “বাহা অদৃশ্য” এইরূপ এইরূপ  
বলিয়া, পশ্চাৎ “তিনি অক্ষরের পর, তিনিই পরমাত্মা ।” এইরূপ বলিয়া  
ছেন । অবশেষে বলিয়াছেন, “তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ ।” অতএব, বাহ  
অক্ষরের পর, তাহাবই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিৎ এবং বাহা অক্ষর জামা ভূত-



তু যোনিশব্দো নিমিত্তবাচী তদা শারীরোহপি ভূতযোনিঃ  
 ত্রাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভূতজাতত্বে অপসর্জনাৎ । ইত্যেবং  
 প্রাপ্তেহভিধীয়তে, যোহয়মদৃশ্যাদিগুণকো ভূতযোনিঃ স  
 পরমেশ্বর এব স্যাৎ নান্য ইতি । কথমেতদবগম্যতে ।  
 ধর্ম্মোক্তেঃ । পরমেশ্বরস্য হি ধর্ম্ম ইহোচ্যমানো দৃশ্যতে,  
 যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইতি । ন হি প্রধানস্যাচেতনস্য  
 শারীরস্য বা উপাধিপরিচ্ছিন্নদৃষ্টেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্বং বা  
 সম্ভবতি । নন্বক্ষরশব্দনির্দিষ্টাদ্ ভূতযোনেঃ পরম্যৈবেতৎ

অক্ষরং সর্ব্ববিদ্বিশ্বযোনির্নাচেতনং ভবেৎ ॥

অক্ষরাৎ পরত ইতি ক্রতিস্বব্যাকৃতে মতা ।

অগ্নুতে যৎ স্বকার্য্যাণি ততোহব্যাকৃতমক্ষরম্ ॥

নেহ তিরোহিতমিবাশ্তি কিঞ্চিৎ যন্তু সাক্ষপ্যাভাবায় চিদায়নঃ  
 পরিণামঃ প্রপঞ্চ ইতি । অত্কা—

বিবর্তন্ত প্রপঞ্চোহয়ং ব্রহ্মণোহপরিণামিনঃ ।

অনাদিবাসনোক্তুতো ন সাক্ষপ্যমপেক্ষতে ॥

ন থলু বাহ্যসাক্ষপ্যনিবন্ধন এব সর্ব্বোবিভ্রম ইতি নিয়মনিমিত্তমস্তি ।  
 বাস্তবদপি কামক্রোধভয়োদ্ভাদস্বপ্নাদেদ্রানসাদপরাধাৎ সাক্ষপ্যানপেক্ষাত্ত্ব  
 তস্য বিভ্রমস্য দর্শনাৎ । অপি চ হেতুমতি বিভ্রমে তদভাবাদহুবোগো-  
 হুজ্যতে । অনাদ্যবিদ্যাবাসনাপ্রবাহপতিতন্ত নানুযোগমর্হতি । তস্মাৎ  
 যোনি । ( অক্ষর = প্রকৃতি । অক্ষরাতীত পরমাশ্রা ) যোনি-শব্দের নিমিত্ত-  
 মর্থ গ্রহণ করিলে জীবকেও ভূতযোনি বলা যাইতে পারে । কেন-না,  
 জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই ভূতোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ । এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উপর  
 হস্তকার বলিতেছেন, অদৃশ্যাদি বিশেষণে বিশেষিত ভূতযোনি পরমেশ্বর ।  
 [ কথং...বতি ] ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহা ধর্ম্ম কথনের দ্বারা জানা গিয়াছে ।  
 সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ এই বাক্যে পরমেশ্বরেরই ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে । প্রধান  
 অচেতন, জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং জীবের ও  
 প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ব অসম্ভব । [ নন্ব...পর্য্যতে ] বলিয়াছিলেন,  
 অক্ষর ভূতযোনি, যাহা তাহার পর তাহারই সর্ব্বজ্ঞত্ব, এ কথায়

সর্বজ্ঞঃ সর্ববিশ্বঃ ন ভূতযোনিবিষয়মিত্যুক্তম্ । অত্রো-  
চ্যতে । নৈবং সম্ভবতি । যৎকারণমক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্,  
ইতি প্রবৃত্তং ভূতযোনিমিহ জায়মানপ্রকৃতিত্বেন নির্দিষ্টা-  
হনন্তরমপি জায়মানপ্রকৃতিত্বেনৈবং সর্বজ্ঞঃ নির্দিশতি,—

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্মাদেতদ্বাক্ত নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥” ইতি ।

তস্মান্নির্দেশস্যম্যেন প্রত্যভিজায়মানত্বাৎ প্রকৃতস্যৈবা-  
হক্ষরস্য ভূতযোনেঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিশ্বঃ ধর্ম উচ্যত ইতি  
গম্যতে । অক্ষরাৎ পরত পর ইত্যত্রাপি ন প্রকৃতাৎ  
ভূতযোনেরক্ষরাৎ পরঃ কশ্চিদভিধীয়তে । কথমেতদব-  
গম্যতে । যেনাহক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং

পবমান্যবিবর্ততয়া প্রপঞ্চতদ্যোনিভূজ্ঞ ইব বজ্রবিবর্ততয়া তদ্যোনির্ন তু  
তৎপবিণামতয়া । তস্মাদুক্ত্যসর্ববিশ্বোক্তের্লিঙ্গাদ যত্নদত্রেণামিতাত্র ব্রহ্ম-  
বোপদিশ্যতে জ্ঞেয়ত্বেন ন তু প্রধানং জীবায়া বোপাস্যত্বেনেতি সিদ্ধম্ । ন  
কেবলং লিঙ্গাদপি তু পরা বিদ্যোতি সনাখ্যানাদপ্যেতদেব প্রতিপত্তব্য-

আমবা বলি, ঐ স্থলে ভূতযোনি-অক্ষর ব্যতীত অন্যেব সর্বজ্ঞতা অসম্ভব ।  
অক্ষর হইতে বিশ্ব জন্মিয়াছে, অক্ষরই ভূতযোনি, এই উক্তির পরে সার্কজ্য  
উক্তি থাকায় যিনি ভূতযোনি তিনিই সর্বজ্ঞ, এইরূপ অর্থই উপলব্ধ  
হয় । অপিচ, যে ভূতযোনি প্রকৃত, (প্রকৃত্যবের প্রতিপাদ্য) বাহ্য সমস্ত জন্ত-  
বস্তুর মূল কারণ, ঐ স্থলে তাহারই সর্বজ্ঞতা ও সর্ববিশ্ব কথিত হইয়াছে  
এবং সেই সর্বজ্ঞ হইতেই বিশ্বোৎপত্তি হইয়াছে । যথা—“যিনি সর্বজ্ঞ,  
সর্ববিশ্ব, জ্ঞানই বাহার তপস্যা তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (বেদ), নাম, রূপ  
ও অন্ন (ভোগ্যবস্তু) জন্মিয়াছে । এই সম-নির্দেশের দ্বারা প্রতীত  
হয়, ঐ বাক্যে প্রকরণপ্রতিপাদ্য ভূতযোনি-অক্ষরবেবই সার্কজ্য ধর্ম উক্ত  
হইয়াছে । [ অক্ষরাৎ জ্ঞাতত্বাৎ ] “যে জ্ঞানের দ্বারা সত্য অক্ষর-পুরুষ  
জানা যায়, ‘সনৎকুমার সেই জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন ।’ এই বাক্যে  
প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অদৃশ্যাদিগুণক ভূতযোনি-অক্ষর উপদেশের, প্রতিজ্ঞা

তদ্বতে। ব্রহ্মবিদ্যাম্ ইতি প্রকৃতসৌবাহকরস্য ভূতযোমে-  
রদৃশ্যত্বাদিগুণকস্য বক্তব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। কথং তর্হ্য-  
হকরাৎ পরতঃ পর ইতি ব্যপদিশ্যত ইত্যুত্তরমূত্রে তদ-  
ক্ষ্যামঃ। অপি চ, হে বিদ্যো বেদিতব্যো, পরা চৈবাপরা চ  
ইতি। তত্রাপরান্নধেদাদিলক্ষণাং বিদ্যামুক্তা ব্রবীতি, অথ  
পরা যযা তদক্ষরমপিগম্যত ইত্যাদি। তত্র পরস্য বিদ্যায়া  
বিষয়ত্বেনাক্ষরং শ্রুতম্। যদি পুনঃ পরমেশ্বরাদন্যদৃশ্য-  
ত্বাদিগুণকমক্ষরং পবিকল্লোত, নেযং পরা বিদ্যা স্যাৎ।  
পরাপরবিভাগো হযং বিদ্যায়োরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সফলতয়া  
পরিকল্ল্যতে। ন চ প্রধানবিদ্যা নি শ্রেয়সফলা (কনচিদ-  
ভ্যুপগম্যতে। তিঅশ্চ বিদ্যা। প্রতিজ্ঞাযেরন্। তৎপক্ষে-  
ভূতযোনেঃ পরস্য পরমাত্মনঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ।

মিত্যাহ।—“অপি চ হে বিদ্যো” ইতি। গিঙ্গান্তবমাহ।—“কশ্চিদ্ব ভগবৎ”  
ইতি। ভোগা ভোগ্যন্তেভ্যো ব্যাহিবিক্তে ভোক্তবি। অবচ্ছিন্নো হি  
জীবাত্মা ভোগ্যেভ্যো বিষয়েভ্যো ব্যাহিবিক্ত ইতি তজ্জ্ঞানেন ন সর্বং জাতং

দৃষ্ট হওয়ায “অক্ষরাৎ পবতঃপব.” এখানেও প্রকৃত-অক্ষর ব্যতীত অন্য  
কেহ কথিত হন নাই, ইহা জানা গিয়াছে। [ কথং বক্ষ্যামঃ ] “অক্ষরেব  
পব” একপ বলিবার তাৎপর্য্য পবমূত্রে ব্যক্ত হইবে। [ অপি নির্দিষ্টে ]  
অন্য কথা এষ্ট যে, শ্রুতি “বিদ্যা ষিবিধ, পরা ও অপরা, তন্মধ্যে ঋতেন  
( শুদ্ধত্ব জিয়াকলাপ ) প্রভৃতি অপরা” এইকপ বলিয়া পশ্চাৎ পরা বিদ্যা  
বলিযাছেন এবং অক্ষর তাহায বিষয়, একপ নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব,  
অক্ষর পরমেশ্বর না হইলে উহা পরাবদ্যা হইতে পারে না। বিদ্যার  
পরাপর বিভাগ ফল অনুসাবে করিত। বাহার ফল অভ্যুদয় ( স্বর্গাদি )  
তাহা অপরা এবং বাহার ফল মুক্তি তাহা পরা। প্রধানাবষয়ক জ্ঞানেনব  
( প্রকৃতিজ্ঞানের ) কল মোক্ষ, ইহা কোনও সম্প্রদায়ের স্বাকাব নাই।  
আত্মে, ঐ স্থানে হই বৈ তিন্ বিদ্যা বলিবার প্রতিজ্ঞা নাই। ঐ সাক্ষ্য

হে এব তু বিদ্যে বেদিতব্যে ইহ নির্দিষ্টে । কস্মিন্ ভগবো  
বিজ্ঞাতে সর্ববিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি চৈকবিজ্ঞানেন  
সর্ববিজ্ঞানাপেক্ষণং সর্বাঙ্কে ব্রহ্মাণি বিবক্ষ্যমাণেহব-  
কল্লাতে, নাচেতনমাত্রিকায়নে প্রধানেন ভোগ্যব্যতিরিক্তে  
বা ভোক্তরি । অপি চ, স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-  
মথর্কায় জ্যেষ্ঠায় পুজায় প্রাহ ইতি । ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাধা-  
ন্তোনোপক্রম্য পরাপরবিভাগেন পরাং বিদ্যামক্ষরাধিগমনীং  
দর্শয়ন্তস্য। ব্রহ্মবিদ্যাং দর্শয়তি । সা চ ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যা  
তদধিগম্যস্যাক্ষরস্যাব্রহ্মত্বে বাধিতা স্যাৎ । অপরা ঋত্বে-  
দাদিলক্ষণা কৰ্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যোপক্রম উপন্যস্যতে ব্রহ্ম-  
বিদ্যাপ্রসংশাঠৈ, প্লাবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা, অষ্টা-

ভবতি । সমাখ্যাস্তবমাহ।—“অপি চ স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা”-  
মিতি । “প্লাবা হেতেহদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ” ইতি । প্রবস্তে গচ্ছন্তি  
অস্থায়িন ইতি প্লাবাঃ । অত এবাদৃঢ়াঃ । কে তে ? যজ্ঞরূপাঃ । রূপ্যন্তে-  
হনেনেতি কপং যজ্ঞো কপমুপাধির্থেযাং তে যজ্ঞরূপাঃ । তত্র বোড়শর্বিজঃ ।

দ্বিবিধ বিদ্যাই নির্দিষ্ট হইয়াছে । [ কস্মিন্ ভোক্তবি ] আরও দেখ, ‘হে  
ভগবন্ ! কি জানিলে সমস্ত জানা হয় ?’ এই বাক্যে যে একবিজ্ঞানে  
সর্ববিজ্ঞান হওয়াব কথা আছে, তাতা সর্বাঙ্কক ব্রহ্ম ভিন্ন একাঙ্কক  
প্রধানেন ও জীবে সঙ্গত হয় না । [ অপি ..স্যাৎ ] আবও ‘দেখ, ঐতি  
একবিদ্যাব প্রস্তাব করিয়া বিদ্যার পৰাপর বিভাগ উপদেশ করতঃ পশ্চাৎ  
“এইরূপে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ক ঋষিকে সর্ববিদ্যাব সমাপ্তি স্থান ব্রহ্ম-  
বিদ্যা উপদেশ কবিয়াছিলেন ।” এবপ্রকার বাক্যে অক্ষরপ্রাপক জ্ঞানকে  
ব্রহ্মবিদ্যা বলিবা নির্দেশ কবিয়াছেন । অক্ষর ব্রহ্ম না হইলে ঐতি তৎ-  
প্রাপিকা বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন কেন ? অক্ষরকে ব্রহ্ম না বলিলে,  
ব্রহ্মবিববিলী বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, এ ব্যাপ্তি বাধিত হইবে । [ অপরা...  
নিষ্ঠম্ ] পৰা বিদ্যার প্রকরণে অপরা বিদ্যার উল্লেখ কেন ? ব্রহ্মবিদ্যা  
বলিতে কৰ্মবিদ্যা বলা কেন ? একরূপ বলিলে বলিব, ব্রহ্মবিদ্যার প্রসংশার্থ ।

দশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম । এতৎ শ্রেয়ো যেহতিনন্দস্থি মৃঢ়া  
জ্ঞরাঃ যত্নাৎ তে পুনরেণাপিযন্তি, ইত্যেবমাদিনিন্দাধচ-  
নাৎ । নিন্দিত্বা চাপরাং বিদ্যাং ততো বিরক্তস্য পরবিদ্যা-  
ধিকারং দর্শয়তি, পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো  
নির্ব্বেদমায়াসাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি-  
গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ইতি । যত্নকৃত-  
মচেতনানাং পৃথিব্যাदीনাং দৃষ্টান্তহেনোপাদানাদ্ দার্ঢ়্যাস্তি-  
কেনাহপ্যচেতনেনৈব ভূতযোনিরা ভবিতব্যমিতি, তদযুক্তম্ ।  
ন হি দৃষ্টান্তদার্ঢ়্যাস্তিকয়োঃরত্যন্তসাম্যেন ভবিতব্যমিতি

ঋতুযজ্ঞনেনোপাধিনা ঋত্বিক্শব্দঃ প্রবৃত্ত ইতি যজ্ঞোপাধয় ঋত্বিক্শব্দঃ । এবং  
যজ্ঞমানোহপি যজ্ঞোপাধিরেব । এবং পত্নী, ‘পত্নীনাং যজ্ঞসংযোগ’ ইতি  
স্মরণাৎ । ত এতেহষ্টাদশ যজ্ঞরূপা যেষু ত্রিগাদিযুক্তং কর্ম্ম যজ্ঞঃ, বদাশ্রয়ো  
যজ্ঞ ইত্যর্থঃ । তচ্চ কর্ম্মাবরং, স্বর্গাদ্যবরফলদ্বাং । অপিযন্তি প্রাপ্নুবন্তি ।  
‘ন হি দৃষ্টান্তদার্ঢ়্যাস্তিকয়োঃ’ ইত্যুক্তাভিপ্রায়ম্ ।

শ্রুতি প্রথমে কর্ম্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার নিন্দা করিয়াছেন ।  
(কর্ম্মের নিন্দাতে জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়) । যথা—“এ সকল প্রব-  
নম্বর । অদৃঢ়=নিত্যফলপ্রদানে অক্ষম । যজ্ঞরূপ=যজ্ঞ নামে পরিচিত ।  
অষ্টাদশ=১৬ ঋত্বিক্, যজ্ঞমান ও পত্নী, এতৎসাধ্য ।” শ্রুতিতে ইহার অবর  
ফল (অনিত্য ফল) উক্ত আছে । যে মূঢ় এ সকলকে শ্রেয়স্কর মনে কবে,  
কেবল উহাতেই সন্তুষ্ট হয়, সে বার বার জরামরণ প্রাপ্ত হয় ।” শ্রুতি  
এইরূপে কর্ম্মনিন্দা করিয়া পশ্চাৎ বিরক্ত পুরুষের পরাবিদ্যাধিকার দেখা-  
ইয়াছেন । যথা—“ব্রাহ্মণ কর্ম্মোপার্জিত লোক পরীক্ষা করিয়া, অনিত্য  
জানিয়া, নির্ব্বিগ্ন হইবেন । (আসক্তি ত্যাগ করিবেন) । কর্ম্মের দ্বারা  
মোক হয় না । ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে উপায়ন হস্তে বেদপারগ ব্রহ্মজ্ঞ  
গুরুর নিকট যাইবেন ।” [ যত্নকৃতঃ...নিয়মোহস্তি ] বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে  
অচেতন পৃথিবীর দৃষ্টান্ত থাকার দার্ঢ়্যাস্তিক ভূতযোনিও অচেতন হইবে, সে  
কথা অযুক্ত । দৃষ্টান্ত-দার্ঢ়্যাস্তিক সর্ব্বাংশে সমান । একপ হয় না । হইবার

নিয়মোহস্তি । অপি চ স্থলাঃ পৃথিব্যাদয়ো দৃষ্টান্তে নো-  
পাত্তা ইতি ন স্থল এব দার্ষ্টান্তিকো ভূতযোনিরভ্যুপগম্যতে ।  
তস্মাদদৃশ্যাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব ॥ ২১ ॥ \*

বিশেষণভেদব্যাপদেশোভ্যাত্ত নেতরৌ ॥ ২২ ॥ \*

ইতচ্চ পরমেশ্বর এব ভূতযোনিঃ, নেতরৌ শারীরঃ  
প্রধানং বা । কস্মাৎ । বিশেষণভেদব্যাপদেশোভ্যাত্তম্ । বিশি-  
নষ্টি হি প্রকৃতং ভূতযোনিং শারীরাদ্বিলক্ষণত্বেন, দিব্যো  
অমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরৌ হৃজঃ । অপ্রাণো হৃমনাঃ  
শুভ্র ইতি । ন হেতুদ্বিবিদ্যাদি বিশেষণমবিদ্যাপ্রভৃত্যপ-  
স্থাপিতনামরূপপরিচ্ছেদাভিমানিনস্তদ্ব্যাক্ত্যংচ স্বাত্মনি কল্প-  
রতঃ শারীরস্তোপপদ্যতে । তস্মাৎ সাক্ষাদোপনিষদঃ

বিশেষণং হেতুং ব্যাচষ্টে ।—“বিশিনষ্টি হি” ইতি । শারীরাদিভূত-  
কোন নিয়মও নাই । [ অপি...এব ] দৃষ্টান্তে স্থলা পৃথিবী কণিত আছে,  
তাই বলিরা কি দার্ষ্টান্তিক ভূতযোনিও স্থল হইবে? হইবে না । এই  
সকল যুক্তিতে অদৃশ্যাদিগুণক ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহা সিদ্ধ হয় ।

বিশেষণ ও ভেদনির্দেশ, এই দুই হেতুতেও ভূতযোনি পরমেশ্বর ।  
[ বিশি ইহোচ্যতে ] প্রস্তাবিত ভূতযোনি কে? ক্রতি তাহা বিশেষ  
কবির বলিষাছেন ( বিশেষণেব দ্বারা ব্যক্ত করিরাছেন ) । যথা—“তিনি  
দিব্য অর্থাৎ স্বরংজ্যোতিঃ, অমূর্ত অর্থাৎ পূর্ণ, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, তিনি  
বাহিবেও আছেন অন্তরেও আছেন, স্থল হৃদয় কারণ সমস্ত বস্তুতে অবস্থিত,  
তাঁহার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্লেপ ।” এ সকল  
বিশেষণ (কণা) জীবপক্ষে সংগত হয় না । জীব মিথ্যা শবীবাভিমাত্রী,  
পবিচ্ছিন্ন, আপনাতে শবীবের দোষ গুণ আরোপ (কল্পনা) কবে, স্তবরাং  
জীব পূর্ণ নহে, শুদ্ধও নহে । সেই জন্য, ঐ সকল বিশেষণ সাক্ষাৎ উপ-

\* ইতরৌ জীবঃ প্রধানতঃ । বিশেষণাৎ ন জীবোভ্যেদোভ্যেদে প্রধানমিতি সুসার্থঃ ।  
দ্বিবিদ্যাপ্রভৃতি বিশেষণপাক্ষাৎ প্রস্তাবিত ভূতযোনি জীব নহে এবং ভেদ-নির্দেশ  
পাক্ষাৎ প্রধানও নহে ।

পুরুষ ইহোচ্যতে । তথা প্রধানাদপি প্রকৃতং ভূতযোনিঃ ভেদেন ব্যপদিশতি, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি । অক্ষর-মব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মমীশ্বরাক্রয়ং তস্মৈ-বোপাধিভূতং সৰ্ব্বস্বাদ্বিকারাৎপরো যোহবিকারঃ, তস্মাৎ পরতঃ পর ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানমিহ বিব-ক্তিতং দর্শয়তি । নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং তত্ত্ব-মভ্যুপগম্যং বস্মাত্ত্বেদব্যপদেশ উচ্যতে । কিং তর্হি । যদি প্রধানমপি কল্যমানং শ্রুত্যবিরোধেনাব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্লোত, কল্যাতাম্, তস্মাত্ত্বেদব্যপদেশ ইতি পরমেশ্বরো ভূতযোনিরিত্যেতদিহ প্রতিপাদ্যতে । কুতশ্চ পরমেশ্বরো ভূতযোনিঃ ॥ ২২ ॥

### রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥\*

লক্ষণং, প্রধানাদিত্যপি দ্রষ্টব্যম্ । ভেদব্যপদেশং ব্যাচষ্টে ।—“তথা প্রধানা-দপি” ইতি । স্যাদেতৎ । কিমাগমিকং সাংখ্যাভিমতং প্রধানম্ । তথা চ বহুসমস্তসং স্যাদিত্যত আহ ।—“নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ” ইতি ।

নিষেদ্য পুরুষ ( এক ) ভিন্ন অন্য কিছু বলে না । [ তথা- পাদ্যতে ] অপর, “পর অক্ষরের পর অর্থাৎ প্রোক্ত ভূতযোনি অক্ষর হইতে ভিন্ন” এইকপ ভেদ উক্তি থাকায় ভূতযোনি-শব্দের পরমেশ্বর অর্থই প্রতীত হয় । বাহা সমস্ত নাম রূপের ( স্থূল সূষ্টির ) বীজস্বরূপ শক্তিস্বরূপ, শাস্ত্রে বাহা সূক্ষ্ম ভূত নামে প্রসিদ্ধ, বাহা জৈশ্বাশ্রিত ও জৈশ্বরের উপাধি, তাহাই উক্ত বাক্যে অক্ষর নামে কথিত হইয়াছে । সেই জন্য, অনাদি অক্ষর সাংখ্যাভিমত প্রধান ( প্রকৃতি ) নহে । কথিতপ্রকাব-প্রধান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পৃথক্ বা স্বতন্ত্র প্রধান উক্তস্থলে প্রধান নামে স্বীকার করিতে পার না । প্রধান বলিতে হইলে, শ্রুতির অবিকল্প অব্যাকৃত-নামক ভূতসূক্ষ্মকে বা অজ্ঞানকে প্রধান বলা উচিত । সুতরাং সেই “অজ্ঞান হইতে ভিন্ন” এতদ্রূপ ভেদ-ব্যপদেশের দ্বারা পরমেশ্বর ভূতযোনি, ইহা প্রতিপাদিত হয় ।

\* রূপং বিকারাক্রমকং ভগ্না উপন্যাসোহতিধানঃ কথমসিদ্ধি বাবৎ উচ্যতে ।—সূষ্ট বস্ত সকল ভূতযোনির রূপ ( অঙ্গ ), এ কথাতেও ভূতযোনি পৰমেশ্বর, ইহা নিশ্চিত হয় ।

অপি চ, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইত্যস্যানন্তরম্, এতস্মা-  
জ্জায়তে প্রাণ ইতি প্রাণপ্রভৃतीনাং পৃথিবীপর্যন্তানাং  
তত্ত্বানাং সর্গমুক্তা তসৌব ভূতযোনেঃ সর্ববিকারাত্মকং  
রূপমুপন্যস্যমানং পশ্যামঃ ।—অগ্নিমূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যো,  
দিশঃ শ্রোত্রে বায়ুরিত্যশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং  
বিশ্বমশ্রু, পদ্ম্যাং পৃথিবী হ্রেষ সর্বভূতান্তরাঙ্গা ইতি । তচ্চ  
পরমেশ্বরশ্চৈবোচিতং সর্ববিকারকারণত্বাৎ, ন শারীরশ্চ  
তনুমহিন্মো নাপি প্রধানস্যাহয়ং রূপোপন্যাসঃ সম্ভবতি  
সর্বভূতান্তরাঙ্গত্বাসম্ভবাৎ । তস্মাৎ পরমেশ্বর এব ভূতযোনি-  
র্নেতরাবিতি গম্যতে । কথং পুনর্ভূতযোনেরয়ং রূপোপন্যাস  
ইতি গম্যতে । প্রকরণাৎ । এষ ইতি চ প্রকৃতানুকর্ষ-  
ণাৎ । ভূতযোনিং হি প্রকৃত্য, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ, এষ  
সর্বভূতান্তরাঙ্গা, ইত্যাদিবচনং ভূতযোনিবিষয়মেব ভবতি ।

তদন্তেৎ পরমতেনাক্ষেপসমাধানাত্যাং ব্যাখ্যায় স্বমতেন ব্যাচটে ।—

শ্রুতিতে “অক্ষরের পর” এই কথার পরে “ইহা হইতে প্রাণের ( ইঞ্জি-  
রের ) জন্ম” ইত্যাদিক্রমে পৃথিবী পর্যন্তের সৃষ্টি ও প্রস্তাবিত ভূতযোনির  
বিষয়ের রূপ বর্ণিত হইরাছে । বধা—“ঐ স্বর্গ তাঁহার মূর্ধা, চন্দ্র স্বর্ঘ্য তাঁহার  
চক্ষু, দিক্ সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ তাঁহার ব্যক্ত-বাক্য, বায়ু তাঁহার  
প্রাণ, এই ব্রহ্মাণ্ডবিবর তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ, ইনি সকল  
ভূতের অন্তরাঙ্গা।” [ তচ্চ...গম্যতে ] এরূপ রূপ সর্বকারণ পরমেশ্বরেরই  
সম্ভবে, অল্পশক্তি জীবের ও অনাঙ্গা প্রধানের ঐরূপ রূপ অসম্ভব, সুতরাং  
উহা ভূতযোনি পরমেশ্বরেরই রূপ । [ কথং...তদ্বৎ ] যদি বল, ঐ রূপটি  
ভূতযোনিরই রূপ, অন্য কাহার নহে, ইহা তোমরা কিসে জানিলে ? এরূপ  
বলিলে বলিষ, প্রকরণ বলে জানিয়াছি । “এব” “ইনি” এই কথাটি প্রস্তা-  
বিত পদার্থের বোধক এবং ভূতযোনিপ্রস্তাবে পঠিত “ইহা হইতে প্রাণের  
জন্ম, ইনি সকল ভূতের অন্তরাঙ্গা।” ইত্যাদি ইত্যাদি কথা ভূতযোনিরই  
বোধক, অন্যের নহে । অধ্যাপক-প্রস্তাবে কথিত “ইহার দিকট অধ্যয়ন



যথোপাধ্যায়ং প্রকৃত্য, এতস্মাদধীম্ এষ বেদবেদান্তপারগ ইতি বচনং উপাধ্যায়বিষয়ং ভবতি তদ্বৎ । কথং পুনরদ্বেশ্য-  
ত্বাদিগুণকস্য ভূতযোনেৰ্বিগ্ৰহবক্রপং সম্ভবতি । সৰ্ব্বাত্মত্ব-  
বিবক্ষয়েদমুচ্যতে ন তু বিগ্ৰহবত্ববিবক্ষয়েত্যদোষঃ । অহ-  
মম্মমহমম্মমহমম্মাদ ইত্যাদিবৎ । অন্ত্রে পুনশ্চান্ত্রে, নাহয়ং  
ভূতযোনেরূপোপন্যাসো জায়মানত্বেনোপন্যাসাৎ । এতস্মা-  
জ্জায়তে প্রাণোমনঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরূপঃ  
পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী, ইতি হি পূৰ্ব্বত্র প্রাণাদিপৃথিব্যন্তঃ  
তত্ত্বজাতং জায়মানত্বেন নিরদিক্ষৎ, উত্তরত্রাপি চ, তস্মাদগ্নিঃ  
সমিধো বস্য সূর্য ইত্যেবমাদি, অতশ্চ সৰ্ব্বা ওষধয়ো  
রসাংশ্চেত্যেবমন্তঃ জায়মানত্বেনৈব নির্দেক্ষ্যতি, ইহৈব  
কথমকস্মাদন্তরালে ভূতযোনেরূপমুপন্যসেত্যত । সৰ্ব্বাত্মত্বমপি

“অন্ত্রে পুনশ্চান্ত্রে” ইতি । পুনঃশব্দোহপি পূৰ্ব্বত্বাদিশেষঃ দ্যোতয়ন্ত্যেতৎ  
স্থচয়তি । জায়মানবর্ণমধ্যপতিতস্যাগ্নিমুদাদিরূপবতঃ সতি জায়মানত্বসম্ভবে  
নাকস্মাজ্জনকত্বকল্পনং যুক্তম্ । প্রকরণং খবেতদ্বিষয়বোনে: সন্নিধিচ্চ জায়-  
মানানাং সন্নিধেচ্চ প্রকরণং বলীয় ইতি জায়মানপরিভাষ্যেন বিশ্ববোনেরেব  
প্রকরণিনোরূপাভিধানমিতি চেৎ । ন । প্রকরণিনঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিরহিতস্য  
বিগ্ৰহবত্তাবিরোধাৎ । ন চৈতাবতা মুদাদিভ্রতয়ঃ প্রকরণবিরোধাৎ স্বার্থ-  
ভ্যাগেন সৰ্ব্বাত্মত্বাত্ত্রপরা ইতি যুক্তম্ । ক্রতেব্রতান্ত্রবিপ্রকৃষ্টার্থাৎ প্রকরণাৎ

কয়, ইনি বেদপারগ” এই কথা যেমন অধ্যাপকেরই বোধক, অন্যের নহে,  
সেইরূপ । [ কথং...বৎ ] যদি বল, অদৃশ্য ভূতযোনির দেহীয় ন্যায় রূপ  
কি প্রকারে সম্ভব হয় ? বলিলে বলিব, শরীর বলিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ  
রূপ বর্ণিত হয় নাই, সৰ্ব্বময়তা বলাই ঐ বর্ণনার উদ্দেশ্য । স্তত্রাং ঐরূপ  
রূপবর্ণনা দোষাবহ নহে । “আমি অন্ন ও আমিই অন্নভক্ষক” এই বর্ণনা  
যেমন সার্বভৌমপ্রতিপাদক ও নির্দোষ, কথিত বর্ণনাও তদ্রূপ সার্বভৌম-  
প্রতিপাদক ও নির্দোষ । [ অন্যে...ইত্যর্থঃ ] কোন ব্যাখ্যাকার ( বৃত্তি-  
কার ) বলেন, “ত্ৰ্য-লোক যাহাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষুঃ” এ বর্ণনা ভূত-  
যোনির রূপবর্ণনা নহে । জন্মান্বিত্বের থাকার উহা হিরণ্যগর্ভের বর্ণনা ।

সৃষ্টিং পরিসমাপ্যোপদেক্যতি, পুরুষ এবাদং বিশ্বং কণ্ম ইত্যাদিনা । ঋতিন্মৃত্যোশ্চ ত্রৈলোক্যশরীরস্য প্রজ্ঞাপতেৰ্জন্ম নির্দিষ্টমানমুপলভামহে ।—হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ । স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কশ্মৈ দেবার হবিষা বিধেমঃ, ইতি । সমবর্ততেত্যজায়ত ইত্যর্থঃ । তথা, স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।

আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণে সমবর্তত । ইতি ।

বিকারপুরুষস্যাপি সর্বভূতাস্তরাশ্চ সংস্রবতি । প্রাণা-  
অনা সর্বভূতানাং মধ্যাত্মবস্থানাং । অস্মিন্ পক্ষে পুরুষ

সিদ্ধে চ প্রকরণনোহসম্বন্ধে জায়মানমধ্যপাতিত্বং জায়মান-  
গ্রহণে কারণমুপন্যস্তং ভাব্যকৃত্য । তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভ এব ভগবান্ প্রাণাঅনা  
সর্বভূতাস্তরঃ কার্যোনির্দিশ্যত ইতি সাম্প্রতম্ । তৎ কিমিদানীং সূত্রমন-  
বধেয়েমেব নেত্যাহ ।—“অস্মিন্ পক্ষ” ইতি । প্রকরণাৎ ।

যখন ঐ সন্দর্ভের পূর্বে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও  
পৃথিবীর এবং তাহার পরে দ্য-লোকের ও দ্যলোকায়ি সূর্য্যের উৎপত্তি  
কথিত হইয়াছে তখন অবশ্য মধ্যেও জন্তবস্ত কথিত হইয়াছে, ইহা নির্ণীত  
হয় । সূত্রায়ং উহা ভূতবোনিরূপবর্ণনা নহে, উহা ভূতবোনিসমুৎপন্ন  
আদিশরীরী ব্রহ্মার রূপবর্ণনা । ভূতবোনির সর্বাশ্রকতা বা সার্বাত্ম্য ঐ  
সকল বাক্যের পরে অর্থাৎ সূত্রাত্মকত্বের পরে “এ সমুদায়ই পুরুষ বা  
পুরুষই এ সমুদয়” এইরূপ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে । ত্রৈলোক্য-শরীর  
প্রজাপতি, ভূতবোনি পরমেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হন, ইহা ঋতি স্মৃতি উভয়  
প্রসিদ্ধ । ঋতিপ্রসিদ্ধ যথা—“প্রথমে হিরণ্যগর্ভ জন্মিয়াছিলেন । তিনি  
জন্মিয়া প্রজাসমূহের এক অদ্বিতীয় পতি হইয়াছিলেন । সেই এক অদ্বয়  
প্রজাপতির অথবা প্রজাপতির উৎপাদক অদ্বয়দেবের উদ্দেশে আমরা  
হবিষ্যাগ (যজ্ঞ) করিতেছি । [তথা...ব্যাখ্যায়ম্] আরও আছে ।  
যথা—“প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন । এই ব্রহ্মাই আদিশরীরী, পুরুষ (পূর্ণ)  
ও ভূতসমূহের পতি ।” এই জায়মান সূত্রাত্ম-পুরুষকে সর্বভূতের অন্তরাত্মা

এবেদং বিশ্বং কৰ্ম ইত্যাদিসৰ্ব্বরূপোপন্যাসঃ পরমেশ্বর-  
প্রতিপত্তিহেতুরিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৩ ॥

**বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ \***

কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি, আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং  
সম্প্রত্যাধোষি তমেব নো ব্রহ্মীতি, ইতি চোপক্রম্য দ্যুসূর্য্য-  
বায়ুাকাশবারিপৃথিবীনাং সূতেজস্বাদিগুণবোগমেকৈকোপা-  
সননিন্দয়া চ বৈশ্বানরং প্রত্যোষাং মূৰ্দ্ধাদিতাবমুপদিষ্টান্নায়তে,

প্রাচীনশালসত্যযজ্ঞেহ্রদ্যয়জনকবুডিগাঃ সমেতা মীমাংসাং চক্ৰুঃ । “কো  
ন আত্মা কিং ব্রহ্ম” ইতি । আত্মেত্যুক্তে জীবাত্মনি প্রত্যোষো মা ভুং, অত  
উক্তং কিং ব্রহ্মেতি । তে চ মীমাংসমানা নিশ্চয়মনধিগচ্ছন্তঃ কৈকেয়বাজং  
বৈশ্বানরবিদ্যাবিদমুপসেহুঃ । উপসদ্য চোচুঃ । “আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং  
সম্প্রত্যাধোষি” অরসি “তমেব নো ব্রহ্মী” ইত্যুপক্রম্য দ্যুসূর্য্যবায়ুাকাশবারি-  
বলা অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গত । এ পক্ষে, “এ সমস্তই পুরুষ” এই অংশের  
দ্বারা সৰ্ব্বকর্তা পরমেশ্বরের সৰ্ব্বময়তা কথিত হইয়াছে এবং সেই সৰ্ব্ব-  
ময়তাই পরমেশ্বরপ্রতীতির কারণ ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে “আমাদেব আত্মা ব্রহ্ম কি ? অর্থাৎ কিংস্বরূপ”  
“সম্প্রতি এই আত্মা বৈশ্বানরকে কি স্বরণ হয় ? আমাদিগকে তাহা  
বলুন ।” এইরূপ উপক্রমের পর স্বর্গলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল,  
পৃথিবী,—এ সকলের সূতেজস্বপ্রভৃতি গুণ, বৈশ্বানর-বোধে ঐ সকলের  
উপাসনা করার দোষ ও ঐ সকল বৈশ্বানরের শিবঃপ্রভৃতি অঙ্গ কথিত  
হইয়াছে । সৰ্ব্ব শেষে কথিত হইয়াছে, “যে এবমিধ প্রাদেশপ্রমাণ অভি-  
বিমান (সৰ্ব্বজ্ঞ) আত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করে সে সকল লোকে সকল

\* ছান্দোগ্যব্রহ্মভূক্তোবৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর এব নানাঃ । অত্র হেতুঃ সাধারণেতি ।  
সাধারণশব্দরোক্তিবেদান্তমতঃ । বহুপি বৈশ্বানরশব্দস্তরাণাং সাধারণস্তথাপ্যত্র বিশেষোদৃষ্টতে ।  
স এব বিশেষঃ পরমেশ্বরশব্দক ইতি হৃতার্থঃ ।—ছান্দোগ্য ক্রতির বৈশ্বানর পরমেশ্বর । হেতু  
এই যে, ঐ স্থানে বিশেষোক্তি আছে । বৈশ্বানরশব্দ অগ্নি, অগ্নিদেবতা ও জঠিরাগ্নির  
বোধক হইলেও ঐ স্থানে তজ্জিতরের সাক্ষরক বিশেষণ আছে । হৃতরাং প্রোক্ত বৈশ্বানর  
পরমেশ্বর ।

যন্ত্বেবমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মনং বৈশ্বানরমুপান্তে  
স সর্কেষু লোকেষু সর্কেষু ভূতেষু সর্কেষাশ্চক্ষুর্বিষ্মরূপঃ । তন্ত  
হ বা এতস্যাশ্চনো বৈশ্বানরস্য মুর্দ্ধেব স্তুতেজাশ্চক্ষুর্বিষ্মরূপঃ  
প্রাণঃ পৃথগ্ভ্রাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথি-  
ব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো  
মনোহ্রাহার্যাপচন আস্যমাহবনীয় ইত্যাদি । অত্র সংশয়ঃ ।  
কিং বৈশ্বানরশব্দেন জাঠরোহগ্নিরূপদিশ্চ ত উত ভূতায়িরথ

পৃথিবীনাংমিতি । অর্থঃ—বৈশ্বানরস্য ভগবতঃ “মূর্দ্ধা স্তুতেজাঃ” দ্যৌঃ,  
“চক্ষুর্বিষ্মরূপঃ” স্বর্ঘাঃ, “প্রাণো” বায়ুঃ, “পৃথগ্ভ্রাত্মা” পৃথগ্ভ্রাত্ম্যস্য বায়োঃ  
স পৃথগ্ভ্রাত্মা, স এবাশ্চা স্তভাবোবস্য স পৃথগ্ভ্রাত্মা, “সন্দেহো” দেহস্য  
মধ্যভাগঃ স আকাশো “বহুলঃ” সর্কগতত্বাৎ “বস্তিরেব রয়িঃ” আপঃ,  
যতোহস্ত্যোন্নমন্নাচ্চ বস্মির্ধনং তস্মাদাপোরয়িকৃতান্তাসাঞ্চ মূর্জীভূতানাং বস্তিঃ  
স্থানমিতি বস্তিরেব রয়িরিত্যুক্তম্ । ‘পাদৌ’ “পৃথিবী” তত্র প্রতিষ্ঠা-  
নাং । তদেবং বৈশ্বানরাবরবেষু দ্ব্যাহর্য্যানিলাকাশজলাবনিষু মূর্দ্ধচক্ষুঃ-  
প্রাণসন্দেহবস্তিপাদেষ্টেকেকস্মিন্ বৈশ্বানরবুদ্ধ্যা বিপরীততয়োপাসকানাং  
প্রাচীনশালাদীনাং মূর্দ্ধপাতাশ্চক্ষুঃপ্রাণোৎক্রমণদেহশীর্ণতাবস্তির্ভেদপা-  
ল্লখীতাবদূষণৈক্যপাসনানাং নিন্দয়া মুক্তাদিসমস্ততাবমুপদিশাদ্যতে । ‘বহু-  
তমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমান’মিতি । স সর্কেষু লোকেষু দ্ব্যপ্রভৃতিষু  
ভূতেষু স্থাববজ্জলমেষু সর্কেষাশ্চ দেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধিজীবেষ্মমতি সর্ক-  
সম্বন্ধিকলমাপ্নোতীত্যর্থঃ । অথাস্য বৈশ্বানরস্য ভোক্তর্ভোজনস্যাগ্নি-  
হোত্রতাসম্পিপাদয়িবয়া আহ অতিঃ—‘উর এব বেদিঃ,’ বেদিসাক্ষ্যাত্মা ।  
“লোমানি বর্হিঃ,” আত্মীর্গবর্হিঃসাক্ষ্যাত্মা । “হৃদয়ং গার্হপত্যঃ” । হৃদরা-

প্রাণীতে ও সকল দেহে সর্বভেদগভোগী হয় । এই বৈশ্বানরের মস্তক  
স্তুতেজা ( দ্ব্যলোক ), চক্ষু বিষ্মরূপ ( স্বর্ঘা ), প্রাণ বায়ু, সন্দেহ অর্থাৎ দেহ  
মধ্য আকাশ, বস্তি বা মূত্রস্থান রয়ি ( জল বা সমুদ্র ), পদদ্বয় পৃথিবী, বহু-  
শল যজ্ঞবেদী, লোম কূশ, হৃদয় গার্হপত্য-অগ্নি, মন অবাহার্য-অগ্নি, মুখ  
আহবনীয়-অগ্নি, \* ইত্যাদি । [ অত্র . সংশয়ঃ ] এই বাক্যে সংশয় হয়,

\* এ সকল কথা আখ্যায়িকাকারে কথিত আছে । আখ্যায়িকার ক্রম এইরূপ ।—  
প্রাচীনশাল, স্তাবজ, ইন্দ্রদ্রাঘ, জনক, বুড়িল, এই পাঁচ ব্যক্তি ‘আত্মা কি ব্রহ্ম কি ?’

তদভিমানিনী দেবতা অথ বা শারীর আহোস্থিৎ পরমেশ্বর ইতি । কিং পুনরত্র সংশয়কারণম্ । বৈশ্বানর ইতি জাঠর-ভূতাগ্নিদেবতানাং সাধারণশব্দপ্রয়োগাদভ্যুতি চ শারীর-পরমেশ্বরয়োঃ । তত্র কস্তোপাদানং ন্যায্যং কস্ম বা হান-মিতি ভবতি সংশয়ঃ । কিন্তুাবৎ প্রাপ্তং । জাঠরোহগ্নিরিতি । কৃতঃ । তত্র হি বিশেষেণ কচিৎ প্রয়োগোদৃশ্যতে, অয়মগ্নি-বৈশ্বানরো যোহয়মন্তঃপুরুষে, যেনেদমন্তঃ পচ্যতে যদিদ-মদ্যতে, ইত্যাদৌ । অগ্নিমাত্রং বা স্মৃৎ । সামাশ্বেনাপি

মন্তরং “মনোহ্রাহার্যাপচনঃ” । “আস্যমাহবনীরঃ” । তত্র হি তদন্তঃ হয়তে ।

অতি বৈশ্বানর-শব্দে জাঠরাগ্নি, প্রসিদ্ধ অগ্নি, অগ্নিদেবতা, জীব ও পরমেশ্বর, এ সকলের কি বলিয়াছেন ? জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতা, এই তিন অর্থে বৈশ্বানর শব্দের এবং জীব ও পরমেশ্বর অর্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । কায়েই সংশয় হয় । [ কিন্তুাবৎ...ইত্যাদৌ ] সংশয়ের পর প্রথমে ~~কোন~~ <sup>এক</sup> পক্ষই প্রতীত বা উপস্থিত হয় । “সেই অগ্নি বৈশ্বানর, যে অগ্নি <sup>মন্তঃ</sup> ~~জাঠরাগ্নি~~ <sup>পুরুষে</sup> ~~পরিপাক করে~~” ইত্যাদি হলে জাঠ-দেহাভ্যন্তরে <sup>উপ</sup> ~~পা~~ <sup>হইয়াছে</sup> । [ অগ্নি . উক্তাদৌ ] ‘যে হেতু’ অগ্নি-রাগ্নিকেই বৈশ্বানর <sup>বৈশ্বানর</sup> ~~ক~~ <sup>মন্তঃ</sup> ~~হস্তান্তর~~ । ‘যে হেতু’ অগ্নি-

বিচার কবিতেছিলেন এবং তদ্বিশিষ্টের জন্য উদ্দালকের নিকট গিয়াছিলেন । উদ্দালক উহা জানিতেন না, তৎকাৰণে তিনি ও উক্ত পাঁচজন এক সঙ্গে কৈকের রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, আমাদেরকে আত্মা বৈশ্বানর বলুন । রাজা তাঁহাদের এতোককে জিজ্ঞাসা করি জেন, তোমরা কে কাহাকে আত্মভাবে ধ্যান কর অনন্তর তাঁহাদের কেহ ছালোকের, কেহ সূর্যের, কেহ বায়ুর, কেহ আকাশের, কেহ জলের, কেহ পৃথিবীর কথা বলিল । রাজা বলিলেন, ঐ সকল বৈশ্বানর নহে, বৈশ্বানরের অঙ্গ । পরে বলিলেন, তোমরা যদি না জিজ্ঞাসা কবিতে তাহা হইলে তোমাদের ঐ সকল অঙ্গের হানি হইত । এইরূপে এক একটার অর্থাৎ এক এক অঙ্গের উপাসনার নিলা কবিতা পশ্চাৎ সর্বাদ্ভসমুপেত বৈশ্বানরের উপাসনা “যে এইরূপ প্রদেশ প্রমাণ” ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ করিলেন । ইহাতে ব্রহ্মবাচক অর্থাৎ পরমেশ্বরবোধক শব্দ নাই, কেবল আত্মা ও বৈশ্বানর শব্দ আছে, স্তবরা, ঐ বাক্য সংশ্লিষ্ট বাক্য । সংশ্লিষ্ট বাক্য বলিয়া ইহাও বিচার্য্যতা উপস্থিত হইয়াছে । বিচার ভাবানুবাদে <sup>শব্দ</sup> ~~আছে~~ ।

প্রয়োগদর্শনাৎ, বিশ্বাত্মা অগ্নিঃ ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরঃ কেতু-  
মহ্যামরুণন্ ইত্যাদ্যো । অগ্নিশরীরা বা দেবতা স্মাৎ ।  
তস্যামপি প্রয়োগদর্শনাৎ । বৈশ্বানরস্ত হুমতৌ স্যাম, রাজা  
হি কং ভুবনানামভিত্রীঃ, ইত্যেবমাদ্যায়াঃ শ্রুতেন্দেবতাস্য-  
মৈশ্বর্য্য দ্যুপেতাস্য সন্ত্বাৎ । অথাত্মশব্দসামান্যধিকরণ্যা-  
দুপক্রমে চ ‘কো ন আত্মা কিং তদ্ব্রহ্ম’ ইতি কেবলাত্মশব্দ-  
প্রয়োগাদাত্মশব্দবশেন বৈশ্বানরশব্দঃ পরিণেয় ইত্যুচ্যতে,  
তথাপি, শারীর আত্মা স্যাৎ । তস্য ভোক্তৃত্বেন বৈশ্বানর-  
সম্বন্ধীয়াং প্রাদেশমাত্রমিতি চ বিশেষণস্য তস্মিন্মুপাধি-  
পরিচ্ছিন্নে সন্ত্বাৎ । তস্মান্নৈশ্বরো বৈশ্বানর ইত্যেবং  
প্রাপ্তম্ । তত ইদমুচ্যতে, বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি ।  
কুতঃ । সাধারণশব্দবিশেষাৎ । সাধারণশব্দয়োর্বিবেশ্যঃ

মাত্রেয় উপর বৈশ্বানর-শব্দেব প্রয়োগ আছে সেই হেতু প্রসিদ্ধ-অগ্নি-অর্থও  
লভ্য হইতে পারে । যথা—“দেবতা বা ভুবনো নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে ও দিন-  
চন্দ্র সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।” [ অগ্নি...সন্ত্বাৎ ] বৈশ্বানর-শব্দে অগ্নি  
দেবতাও বুঝা যাইতে পারে । কেন-না, অগ্নিদেবতাতেও ঐ শব্দের প্রয়োগ  
আছে । যথা—“যে হেতু বৈশ্বানর ভূগনের রাজা, ঈশ্বর ও সুখদাতা, সেই  
হেতু আমরা বৈশ্বানরের স্মৃতিমধ্যে থাকিতে ইচ্ছুক । ( অর্থাৎ আমাদের  
প্রতি বৈশ্বানরের শুভবুদ্ধি হউক ) ।” এ প্রতি ঐশ্বর্য্যবৃত্ত দেবতা অর্থেই  
সঙ্গত হয় । [ অথাৎ...বিশেষাৎ ] আত্মাব প্রস্তাব ও তাহার অতিদে বৈশ্ব-  
নরের প্রয়োগ, এই দুই কারণে বৈশ্বানরের আত্মার্থতা গ্রহণ করিলেও  
জীবাত্মা বৈ পরমাত্মা গ্রহণ করিতে পার না । জীব ভোক্তা ও উপাধি-  
পরিচ্ছিন্ন । সুতরাং “প্রাদেশপ্রমাণ” প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহাতেই খাটে ।  
এ সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে । পরমেশ্বর নহে,  
এই পক্ষ নিরাসেব নিমিত্ত এই ( ২৪ ) সূত্র পঠিত হইল । অর্থ এই যে,  
বৈশ্বানর পূর্বমেশ্বর, অত্র কেহ নহে । হেতু এই যে, ঐরূপ সাধারণশব্দে  
প্রয়োগ থাকিলেও ( বৈশ্বানর-শব্দ নির্দিষ্টবাচী না হইয়া সাধারণশব্দ  
হইলেও ) ঐ স্থলে বিশেষ উক্তি আছে । [ সাধারণ... কারণাৎ ] আত্মা

সাধারণশব্দবিশেষঃ। যদ্যপ্যেতাভাবপ্যাভ্যবৈশ্বানরশব্দৌ  
সাধারণশব্দৌ, বৈশ্বানরশব্দস্ত ত্রয়াণাং সাধারণঃ, আত্ম-  
শব্দশ্চ দ্বয়োঃ, তথাপি, বিশেষো দৃশ্যতে, যেন পরমেশ্বর-  
পরত্বং তয়োরভ্যুপগম্যতে। তস্য হ বা এতস্য আত্মনো  
বৈশ্বানরস্য মূর্ধ্বেব স্ততেজাঃ, ইত্যাদি। অত্র হি পরমেশ্বর  
এব ত্যামূর্ধ্বাদিবিশিষ্টোহবস্থান্তরগতঃ প্রত্যগাত্মদ্বেনোপ-  
স্থিতোধ্যানায়ৈতি গম্যতে কারণত্বাৎ। কারণস্য হি সৰ্ব্বাভিঃ  
কার্যগতাভিরবস্থাভিরবস্থাবত্বাৎ ত্যালোকাদ্যবয়বত্বমুপ-  
পদ্যতে। স সৰ্ব্বেষু লোকেষু সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সৰ্ব্বেষ্বাত্ম-  
স্বল্পমতি, ইতি চ সৰ্ব্বলোকাদ্যাশ্রয়ং ফলং শ্রয়মাণং পরম-  
কাৰণপরিগ্রহে সম্ভবতি। এবং হাহস্য সৰ্ব্বে পাপুনাঃ  
প্রদূয়ন্ত ইতি চ তদ্বিদঃ সৰ্ব্বপাপপ্রদাহপ্রবণম্। কো ন  
আত্মা কিং তদব্রহ্ম ইতি চাত্মব্রহ্মশব্দাভ্যামুপক্রম ইত্যেব-

ও বৈশ্বানর, এ দুটি সাধারণ-শব্দ। বৈশ্বানর-শব্দ তিনেব বোধক, আত্ম-  
শব্দ দু'এর বোধক। আত্মা ও বৈশ্বানর সাধারণ শব্দ হইলেও উক্ত স্থলে  
বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—“ঐ স্বৰ্গ বৈশ্বানর আত্মার মন্তক।” একপ  
বিশেষ উক্তি থাকাতই বৈশ্বানর শব্দের পবমেশ্বর অর্থ পরিগৃহীত হয়।  
পবমাত্মা নির্বিশেষ, তাঁহাব বিশেষ নাই, না থাকিলেও উপাসনার নিমিত্ত  
ঐক্য বিশেষ অভিহিত হইতে পারে। [ কারণস্য...পদ্যতে ] কাৰণে  
কার্যের অবস্থা প্রক্ষেপ কবা অসম্ভব নহে। পবমাত্মা সৰ্ব্বকারণ, তদনুসাবে  
তাঁহাতে উক্তবিধ কার্যাবস্থাব আৰোপ হইতে পারে। অর্থাৎ স্বৰ্গ তাঁহাব  
মন্তক, একপ বলা যাইতে পারে। [ স সম্ভবতি ] “সেই উপাসক সকল  
লোকে, সকল ভূতে ও সকল আত্মায় (শরীর প্রভৃতিতে) ভোগা ভোগ  
করে।” একপ ফলশ্রুতি পবমকারণ পরমেশ্বর অর্থ ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব  
হয়। [ এবং...নরঃ ] ঐ স্থানে “তাঁহাব সমস্ত পাপ দধ্ব হয়” একপ ফল-  
শ্রুতিও আছে। সৰ্ব্বপাপপ্রদাহ ফল পবমেশ্বরজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে সম্ভব  
হয় না। “আমাদেব আত্মা কি? ব্রহ্ম কি?” এই প্রকৃত্ত বাক্যে আত্মা

মস্তানি ব্রহ্মলিঙ্গানি পরমেশ্বরমেব গময়ন্তি । তস্মাৎ পর-  
মেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ ॥ ২৪ ॥

**সূর্য্যমাণমনুমানং স্মাদিতি ॥ ২৫ ॥ \***

ইতচ্চ পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ । যস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈ-  
বাহ্মিরাস্য্য দ্যৌর্ধ্বদ্বী, ইতীদৃশং ত্রৈলোক্যাত্মকং রূপং  
স্মর্য্যতে ।—যস্যাহ্মিরাস্য্য দ্যৌর্ধ্বদ্বী খং নাভিচরণৌ ক্ষিতিঃ ।  
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাভ্যনে নম ইতি । তৎ  
স্মর্য্যমাণং রূপং মূলভূতাং ঐতিমনুমাণদস্য বৈশ্বানরশব্দস্য  
পরমেশ্বরপরত্বেনানুমানং লিঙ্গং গমকং স্মাদিত্যর্থঃ । ইতি  
শব্দো হেতুর্থঃ । যস্মাদিদং গমকং তস্মাদপি বৈশ্বানরঃ  
পরমাত্মেবেত্যর্থঃ । যদ্যপি স্মৃতিরিয়ং—তস্মৈ লোকাভ্যনে

নবসদারোপেণাপি স্মৃতিসম্ভবাং ন মূলশ্রুত্যাপেক্ষা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

ও ব্রহ্ম শব্দ থাকায় এবং অন্যান্য ব্রহ্মচিহ্ন থাকায় ঐ প্রস্তাব পরমেশ্বরের  
বোধক । সুতরাং প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর ।

উদাহৃত ঐতির বৈশ্বানর পরমেশ্বর । কারণ এই যে, স্মৃতিতে পরমে-  
শ্বরেরই ত্রিলোকমূর্ত্তি বর্ণিত আছে । যথা—“অগ্নি বাহ্যর মুখ, স্বর্গ বাহ্যর  
মস্তক, আকাশ নাভি, ক্ষিতি চরণদ্বয়, সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌মণ্ডল কর্ণ, এই  
লোকমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে নমস্কার ।” এই স্মৃতি স্বীয় মূলভূত ঐতি অনুমান  
করাইয়া বৈশ্বানরের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে । [ ইতি  
সম্ভবতি ] সূত্রস্থ ‘ইতি’ শব্দের অর্থ হেতু । অর্থ এই যে, যেহেতু উহা  
( স্মৃতি ) মূলশ্রুতির অনুমানক ও পরমেশ্বরের বোধক, সেই হেতু প্রোক্ত  
বৈশ্বানর পরমেশ্বর । “লোকমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে নমস্কার” ইহা স্মৃতি হইলেও  
( স্মৃতিবাক্য হইলেও ) মূল বাতীত ঐরূপ স্মৃতি সম্ভব হয় না । ( ঐ স্মৃতি

\* স্মর্য্যমাণং স্মৃতাভ্যুপগম্য “অনুমানং ঐতিমনুমাণকং” ইত্যত্র পরমেশ্বরস্য পূর্ব্বক্ষমিত্তি  
স্বার্থঃ —স্মৃতিতে পরমেশ্বরের ত্রৈলোক্যরূপ বর্ণিত আছে । সেই স্মৃতি আপনায় মূল  
( ঐতি ) অনুমান করায়, করাইয়া বৈশ্বানরের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করে ।



নম ইতি, স্তুতিত্বমপি নাসতি মূলভূতে বেদবাক্যে সম্যগী-  
দৃশেন রূপেণ সম্ভবতি ।

দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি  
খং বৈ নাভিঃ চন্দ্রসূর্য্যো চ নেত্রে ।  
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ  
মোহচিস্ত্যাত্মা সর্বভূতপ্রণেতা ॥

ইত্যেবং জাতীয়কা চ স্মৃতিরিহোদাহৰ্তব্য৷ ॥ ২৫ ॥

শব্দাদিত্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাম্নেতি চেন্ন তথা  
দৃষ্ট্যুপদেশাদসত্ত্বাৎ পুরুষমপি  
চৈনমধীয়তে ॥ ২৬ ॥ \*

অত্রাহ, ন পরমেশ্বরো বৈশ্বানরো ভবিতুমর্হতি । কুতঃ ।

“যদ্যপি” ইতি । তথাপিতি পদমর্থঃ পঠতি “স্তুতিত্বমপি” ইতি । ছামৃদ্ধ-  
াদিরূপেণ স্তুতির্নরমাত্রেন কর্ত্তুমশক্যা বিনা প্রতিমিত্যর্থঃ । (ইতি রত্নপ্রভা)

নম কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম ইত্যুপক্রমে আত্মব্রহ্মশব্দযোঃ পর-  
মাশ্বনি রূঢ়ত্বেন তদুপরক্তায়াং বুদ্ধৌ বৈশ্বানরাগ্নাদয়ঃ শব্দাস্তদনুরোধেন  
পৰমাত্মনোব কণক্ষিরেতুঃ যুক্তান্তে ন তু প্রথমাবগতো ব্রহ্মাত্মশব্দৌ চরম-

ক্ষতিমূলক, নির্মূল নহে, স্মৃতির্যং অপ্রমাণ নহে) । “ব্রহ্মজগৎ স্বর্গকে  
বাহার মন্তক, আকাশকে নাভি, চন্দ্রসূর্য্যকে চক্ষু, দিক্কে শ্রোত্র এবং  
পৃথিবীকে চরণ বলেন, তিনি অচিন্ত্য ও সকল ভূতের স্রষ্টা ।” এরূপ  
এরূপ স্মৃতিও ২৫ সূত্রের উদাহরণ হইতে পারে ।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, শব্দ ও অন্তরবহান-কথন, এই দুই কারণে

\* শব্দোক্ত্যঃ অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেভ্যোবৈশ্বানবাদিশব্দোক্ত্যঃ, তথা অধঃপ্রতিষ্ঠানং পুরুষাঙ্কঃ-  
প্রতিষ্ঠিতভোক্তেঃ, ন বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর ইতি ন বক্তব্যম্ । কুতঃ? তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ  
অদত্তবাৎ পুরুষশব্দেনোক্তত্বাচ্চ ।—বৈশ্বানর শব্দ ও অগ্নি শব্দ পরমেশ্বর অর্থেব বোধক  
কৃত্বৈ বলিবা বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে, এরূপ বলিতে পার না । বলিলে, এরূপে উপাসনার  
মোক্ষিক ও পুরুষবিশেষণে বিশেষিত হওয়ার দোষ আছে । ( ভাষ্যানুবাদ দেখ ) ।

শব্দাদিত্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাং চ । শব্দস্তাববৈশ্বানরশব্দো  
ন পরমেশ্বরে সম্ভবতি, অর্থান্তরে রূঢ়ত্বাং । তথাহ্মিশব্দঃ,  
স এষোহ্মির্বৈশ্বানর ইতি । আদিশব্দাং হৃদয়গাইপত্যা-  
দ্যমিত্রেতা প্রকল্পনম্ । তদ্যন্তুক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্বোমীয়-  
মিত্যাদিনা চ প্রাণাহৃত্যধিকরণতাসঙ্কীৰ্ত্তনম্ । এতেভ্যো  
হেতুভ্যো জাঠরো বৈশ্বানরঃ প্রত্যেতব্যঃ । তথাস্তঃপ্রতি-  
ষ্ঠানমপি ক্ষয়তে, পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি । তচ্চ

হৃদয়গতবৈশ্বানরাদিপদাহুরোধেনান্যথায়িত্বং যুক্ত্যেতে । যদ্যপি চ বাজ-  
সনেয়িনাং বৈশ্বানরবিদ্যোপক্রমে, ‘বৈশ্বানরঃ হ বৈ ভগবান্ সম্ভ্রতি  
বেদ তং নো ব্রুহি’ ইত্যত্র নাস্ত্রব্রহ্মশব্দো স্তঃ তথাপি তৎসমানার্থং ছান্দোগ্য-  
বাক্যং তদুপক্রম্যতি তেন নিশ্চিতার্থেন তদবিরোধেন বাজসনেয়ি-  
বাক্যার্থোনিশ্চীযতে । নিশ্চিতার্থেন হনিশ্চিতার্থং ব্যবস্থাপ্যতে নানিশ্চি-  
তার্থেন নিশ্চিতার্থম্ । কৰ্ম্মবচ্চ ব্রহ্মাপি সৰ্ব্বশাখাপ্রত্যয়সকলমেব । ন চ  
দ্যুম্ৰীকাদিকং জাঠরভূতায়িদেবতাজীবাস্থানামন্যতমসাপি সম্ভবতি । ন চ  
সৰ্বলোকাশ্রয়কলভাগিতা ন চ সৰ্বপাপ্যপ্রদাহ ইতি পাবিশেষ্যাং পরমাত্মৈব  
বৈশ্বানর ইতি নিশ্চিতং কৃতঃ পুনরিয়মাশঙ্ক ।—“শব্দাদিত্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠা-  
নার্হোতি চেৎ” ইতি । উচ্যতে । তদেবোপক্রমাহুরোধেনান্যথা নীয়তে  
যন্তেত্বং শক্যম্ । অশক্যো চ বৈশ্বানরাশিদ্ধাবন্যাথা নেতুমিতি শঙ্কিতুরতি-  
মানঃ । অপি চাস্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং প্রাদেশমাত্রত্বঞ্চ ন সৰ্বব্যাপিনোহপরিমাণত  
চ পরব্রহ্মণঃ সম্ভবতঃ । ন চ প্রাণাহৃত্যধিকরণতাহন্যত্র জাঠরাত্ময়ুক্ত্যেতে ।

বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে । শব্দ বৈশ্বানর শব্দ । বৈশ্বানর-শব্দ অন্য  
অর্থে প্রসিদ্ধ ; সুতরাং তাহা পরমেশ্বরের বোধক নহে । অগ্নি-শব্দও  
ঐরূপ । [ আদি .. প্রত্যেতব্যঃ ] সূত্রে “আদি” শব্দ আছে, তদ্বারা  
হৃদয় ও গাইপত্যাগি গ্রহণ করিবে । অর্থাৎ “যে অগ্নি প্রথম লব্ধ বা উপস্থিত  
হইবে সে অগ্নি হোম করিবেক অর্থাৎ জঠরানলে আহুতি দিবেক ।” এই-  
রূপে বৈশ্বানরকে হোমাধার ( অগ্নি ) বলিয়াছেন । এতদনুসারে বৈশ্বানর-  
শব্দের জাঠরাগি অর্থ গ্রহণ করাই উচিত । [ তথা...সম্ভবতি ] অপিচ,  
“পুরুষে ও পুরুষের অন্তরে অবস্থিত” এ অংশ বৈশ্বানরকে পুরুষান্তঃ

জাঠরে সম্ভবতি । যদপ্যুক্তং মুর্দ্ধৈব হুতেজাঃ, ইত্যাদে-  
 র্বিশেষাৎ কারণাৎ পরমাত্মা বৈশ্বানর ইতি, অত্র ক্রমঃ ।  
 কুতোহেষ নির্ণয়ো যদুভয়থাপি বিশেষপ্রতিভানে সতি  
 পরমেশ্বরবিষয় এব বিশেষ আশ্রয়ণীয়ো ন জাঠরবিষয়  
 ইতি । অথ বা ভূতাগ্নেরস্তুর্ব্বহিচ্চাবতিষ্ঠমানসৈষ নির্দেশো  
 ভবিষ্যতি । তস্যাপি হি দ্যালোকাদিসম্বন্ধো মন্ত্রবর্ণাদব-  
 গম্যতে, যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যাম্বুতেমামাততান বোদসৌ-  
 মন্তরীক্ষম্, ইত্যাদৌ । অথ বা তচ্ছরীরায় দেবতায় ঐশ্বর্য্য-  
 যোগাদ্যুলোকাদ্যবয়বত্বং সম্ভবতি । তস্মামাত্র পরমেশ্বরো

ন চ গার্গ্যত্যাদিহুদয়াদিতা ব্রহ্মণঃ সম্ভবিনী । তস্মাদযথাযোগং জাঠর-  
 ভূতাগ্নিদেবতাজীবানামন্যতমোবৈশ্বানরো ন তু ব্রহ্ম । তথা চ ব্রহ্মাস্ত্র-  
 লক্ষ্যাপক্ৰমগতাবপান্যথা নেতবৌ । দ্যামুর্দ্ধবাদয়স্ততিমাত্রম্ । অথবা  
 অগ্নিশরীরায় দেবতায় ঐশ্বর্য্যযোগাৎ দ্যামুর্দ্ধবাদয় উপপদ্যন্ত ইতি শঙ্কিতু-

প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন । অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বধর্ম্ম জাঠরাগ্নিপক্ষেই সম্ভব হয় ।  
 [যদ ..বিষয় ইতি] পূর্বে বলিয়াছি, ‘স্বর্গ ষাঁহাব মন্তক’ এই উক্তি বা  
 এই বিশেষ কথন অনুসারে বৈশ্বানর পরমেশ্বর, সে কথার প্রতিকূলে  
 আমাদের বক্তব্য, যখন জাঠরাগ্নি ও পরমেশ্বর, উভয় অর্থেই বিশেষ-উক্তি  
 সম্ভব ও দৃষ্ট হয়, তখন পবমেশ্বরবোধক বিশেষই গ্রাহ্য, অন্য বিশেষ  
 অগ্রাহ্য, তাহার নিশ্চায়ক কে ? অর্থাৎ ঐ নিশ্চয়ই কোন নিশ্চায়ক  
 (হেতু) নাই । [অথবা...দিক্তি] অথবা উহা ভূতাগ্নিবিষয়ক নির্দেশ  
 হইবে । ভূতাগ্নিও অন্তবে ও বাহিরে বিবাজমান আ'ছে এবং বেদেও  
 তাহার স্বর্গলোকসম্বন্ধ কথিত আছে । যথা—“যিনি সূর্য্যরূপে পৃথিবী,  
 স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া আছেন, সেই অগ্নিকে ধ্যান কর ।” অথবা উহা  
 অগ্নিদেবতার নির্দেশ । অগ্নিদেবতা ঐশ্বর্য্যশালিনী, তৎপ্রভাবে তাঁহারও  
 স্বর্গাদি অবয়ব হওয়াই সম্ভাবনা আছে । এই সকল কাণে বৈশ্বানর  
 পরমেশ্বর নহে, ইহা নিশ্চয় হইতে পারে । এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান জ্ঞাত  
 হুত্ব বলা হইল, বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে, এক্ষণ বলিতে পার না । হেতু

বৈশ্বানর ইতি । অত্রোচ্যতে । ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদিতি ।  
ন শব্দাদিত্যঃ কারণেভ্যঃ পরমেশ্বরস্য প্রত্যাখ্যানং যুক্তম্ ।  
কৃতঃ । তথা জাঠরাহপরিত্যাগেন দৃষ্ট্যুপদেশাৎ । পরমেশ্বরঃ  
দৃষ্টির্হি জাঠরে বৈশ্বানর ইহোপদিশ্যতে, মনো ব্রহ্মেতু-  
পাসীত, ইত্যাদিবৎ । অথ বা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিঃ পরমে-  
শ্বর ইহ দ্রষ্টব্যম্ভেনোপদিশ্যতে, মনোময়ঃ প্রাণশরীরো  
ভারূপঃ, ইত্যাদিবৎ । যদি চেহ পরমেশ্বরো ন বিবক্ষ্যেত,  
কেবল এব জাঠরোহ্মির্বিবক্ষ্যেত, ততো মূর্খৈব স্ততেজা  
ইত্যাদের্বিবিশেষস্যাসম্ভব এব স্যাৎ । যথা তু দেবতা ভূতানি-

বভিসন্ধিঃ । অত্রোত্তরম্ ।—“ন” । কৃতঃ । “তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ” . . .  
চবমমন্যাসিদ্ধং প্রথমাবগতমনাথরতি । ন স্তত্র চবমস্যান্যাসিদ্ধিঃ  
প্রতীকোপদেশেন বামনো ব্রহ্মেতিবৎ তদুপাধ্যাপদেশেন বা মনোময়ঃ  
প্রাণশরীরো ভারূপ ইতিবদুপপত্তেঃ । ব্যুৎপত্ত্যা বা বৈশ্বানরাগ্নিশব্দয়ো-  
ব্রহ্মবচনস্বান্যাসিদ্ধিঃ । তথা চ ব্রহ্মাশ্রয়স্য প্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে জাঠর-  
বৈশ্বানরাবস্থে ক্লেপেণ বা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিনি বা ব্রহ্মণ্যাস্যো বৈশ্ব-  
নরব্রহ্মাণাং ব্রহ্মব্রহ্মাণাঞ্চ সমাবেশ উপপদ্যতে । অসম্ভবাদিতি সূত্রাবধবৎ  
ব্যাচষ্টে ।—“যদি চেহ পরমেশ্বরো ন বিবক্ষ্যেত” ইতি । পুরুষমপি চৈন-

এই যে, শাস্ত্রে ঐরূপে দেখিবাব ( জানিবার বা উপাসনা করিবার ) উপ-  
দেশ দেখা যায় । [ ন বৎ ] পূর্বোক্ত কারণ অবলম্বনে বৈশ্বানরকে  
পরমেশ্বর না বলা অযুক্ত । হেতু এই যে, শাস্ত্রে ঐরূপে পরমেশ্বর-উপাসনার  
উপদেশ আছে । শাস্ত্রে যেমন মনে ব্রহ্মদর্শন ( মনঃই ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা  
ব্রহ্মোপাসনা ) করিতে বলিয়াছেন, তেমনি, জাঠরাগ্নিতেও বলিয়াছেন ।  
[ অথবা . . . বৎ ] অথবা যেমন মন-উপহিত-ব্রহ্মক উপাসনা করিতে বলি-  
য়াছেন, ( ব্রহ্ম মনোময়, মন তাঁহার শরীর ইত্যাদি ), সেইরূপ, জাঠরাগ্নি-  
উপহিত-ঐশ্বরের উপাসনাও বলিয়াছেন । [ যদি . . . বক্ষ্যামঃ ] ঐ বাক্যে  
যদি পরমেশ্বর বলিবার ইচ্ছা না থাকিত, কেবল জাঠরাগ্নি বলিবার ইচ্ছা  
শাকিত, তাহা হইলে ঐ “স্বর্গ তাঁহার মস্তক” এরূপ কথা বলিতেন না  
ঐ কথা জাঠরাগ্নিকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত । দেবতা ও ভূতানি পক্ষেও ঐ কথা

ব্যাপাশ্রয়েণাপ্যয়ং বিশেষ উপপাদয়িতুং ন শক্যতে তথো-  
 ভ্রমসূত্রে বক্ষ্যামঃ । যদি চ কেবল এব জাঠরো বিবক্ষ্যেত,  
 পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং তস্য স্যাৎ, ন তু পুরুষত্বম্ ।  
 পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ, স এষোহগ্নিবৈশ্বা-  
 নরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং  
 পুরুষবিধং পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি । পরমেশ্বরস্ত-  
 তু সর্বাত্মহাৎ পুরুষত্বং পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বকোভয়মপ্যুপ-  
 পদ্যতে । যে তু পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়ত ইতি সূত্রো-  
 বয়বং পঠন্তি তেষামেষোহর্থঃ ।—কেবলজাঠরপরিগ্রহে  
 পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং স্যাৎ, ন তু পুরুষবিধত্বম্ ।

মধীয়ত ইতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে ।—“যদি কেবল এব” ইতি । ন ব্রহ্মো-  
 পাধিতয়া নাপি প্রতীকতরৈতার্থঃ । ন কেবলমন্তঃপ্রতিষ্ঠং পুরুষমপীতা-  
 পেরর্থঃ । অতএব যৎ পুরুষ ইতি পুরুষমনু্য ন বৈশ্বানরোবিধীয়তে ।  
 তথা সতি পুরুষে বৈশ্বানরদৃষ্টিরুপদিষ্টোত । এবঞ্চ পরমেশ্বরদৃষ্টির্হি জাঠরে  
 বৈশ্বানর ইহোপদিষ্টত ইতি ভাষ্যং বিরুদ্ধোত । প্রতিবিরোধচ্চ ।—“স যো  
 হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ” ইতি ।  
 বৈশ্বানরস্য হি পুরুষত্ববেদনমহানু্যতে ন তু পুরুষস্য বৈশ্বানরত্ববেদনম্ ।

বা ঐ বিশেষণ অসম্ভব জানিবে । যে প্রকারে অসম্ভব তাহা পরসূত্রে ব্যক্ত  
 হইবে । [ যদি...পদ্যতে ] বৈশ্বানর যদি কেবল জাঠরাগ্নিই হয়, তাহা  
 হইলে তাহাকে পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে বটে ; কিন্তু পুরুষ  
 মণা যাইতে পারে না । কিন্তু যজুর্কেদ উহাকে পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত ও  
 পুরুষ উভয় বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন । যথা—“সেই এই অগ্নি  
 বৈশ্বানর । যে উপাসক পুরুষে প্রতিষ্ঠিত ও পুরুষ বৈশ্বানরকে জানে,  
 উপাসনা করে, সে সর্বতোমু হয় ।” পরমেশ্বর সর্বময়, সর্বাত্মা, তজ্জনা  
 উহাকে পুরুষ ও পুরুষপ্রতিষ্ঠিত উভয়ই বলা যায় । [ যে...গৃহতে ]  
 বাহারা পুরুষশব্দের পরিবর্তে পুরুষবিধ পাঠ করেন, তাহাদের  
 মতের ব্যাখ্যা এইরূপ ;—বৈশ্বানর কেবল জাঠরাগ্নি হইলে তাহাতে  
 অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বিশেষণ সম্ভব হইতে পারে বটে ; কিন্তু পুরুষবিধ-বিশেষণটি

পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেযিনঃ, পুরুষবিধং পুরুষে-  
হন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি । পুরুষবিধ ইঞ্চ প্রকরণাৎ যদধি-  
দৈবতং দ্যুমুর্দ্ধ্বাদিপৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হ্যন্তঃ, যচ্চাধ্যাত্মা প্রসিক্তঃ  
মুর্দ্ধ্বাদিচিবুকপ্রতিষ্ঠিত হ্যন্তঃ, তৎপরিগৃহ্যতে ॥ ২৬ ॥

অত এব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥ \*

যৎপুনরুক্তং ভূতান্নৈরপি মন্ত্রবর্ণে দ্যুলোকাদিসম্বন্ধদর্শ-  
নাৎ মুর্দ্ধৈব স্তুতেচ্চ ইত্যাদ্যবযবকল্পনং তস্যৈব ভবিষ্য-  
তীতি তচ্ছরীরায়া দেবতায় বা ঐশ্বর্য্যযোগাদিতি, তৎ-  
পরিহর্তব্যম্ । অত্রোচ্যতে । অতএবোক্তেভ্যোহেতুভ্যো ন  
দেবতা বৈশ্বানরঃ । তথা ভূতান্নৈরপি ন বৈশ্বানরঃ । ন  
হি ভূতান্নৈরৌষ্যপ্রকাশমাত্রাত্মকস্য দ্যুমুর্দ্ধ্বাদিকল্পনোপ-

তন্ত্রাৎ স এষোহগ্নির্কৈশ্বানরো যদিতি, যদিতি যদঃ পূর্বেণ সম্বন্ধঃ পুরুষ ইতি,  
তত্র পুরুষদৃষ্টেকপদেশ ইতি যুক্তম্ । ২৬

অত এবৈতেভ্যঃ ক্রতিশ্রুত্যবগতদ্যুমুর্দ্ধ্বাদিসম্বন্ধসর্বলোকাশ্রয়ফলভাগিত্ব-  
সর্বপাপপ্রণাহাত্মব্রহ্মপদোপক্রমেভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ । ‘যো ভাস্তনা  
পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্’- ইতি মন্ত্রবর্ণোহপি ন কেবলৌষ্যপ্রকাশবিভবমাত্রায়া

সম্বত হয় না । কিন্তু যজুর্বেদ উহাকে পুরুষবিধ বলিয়াছেন । প্রকরণ  
অনুসারে পুরুষবিধ শব্দেব অর্থ পুরুষতুল্য । পুরুষের মন্ত্রকাদি আছে,  
বৈশ্বানরেরও মন্ত্রকাদি আছে, ( স্বর্গ তাঁহার মন্ত্রক ইত্যাদি ), স্তুরাৎ  
তিনি পুরুষবিধ ।

বলিয়াছিলে, বেদ-মন্ত্রে অগ্নিব স্বর্গলোকসম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ার অগ্নির  
অথবা অগ্নিশরীরিণী দেবতাব উক্তবিধ অবয়বকল্পনা ( স্বর্গ তাঁহার মন্ত্রক,  
ইত্যাদি ) হইবে, এক্ষণে সে কথাব পবিহার বলিতেছি । পূর্কোক্ত হেতু  
সমূহের ( স্বর্গ তাঁহার মন্ত্রক, সর্বলোকে সর্বফলভোগ, সকল পাপ নষ্ট হয়,  
ইত্যাদি কথা ) দ্বারা স্থির হয়, বৈশ্বানর অগ্নি ও অগ্নিশরীরিণী দেবতা

\* অতএব=উক্তেভ্যোহেতুভ্যঃ, বৈশ্বানরো ন দেবতা ন ভূতানিঃ, কিন্তু পুরুষের  
এব ।—এ সকল কারণে প্রাক্ত বৈশ্বানর অগ্নিদেবতা ও অগ্নি উক্তরের কিছুই নহে ।

পদ্যতে বিকারস্য বিকারান্তরাভ্রাসম্ভবাৎ। তথা দেবতায়াঃ  
সত্যপৌশ্বৰ্য্যযোগে ন দ্যুমূৰ্দ্ধাদিকল্পনা সম্ভবতি, অকারণ-  
ত্বাৎ পরমেশ্বরার্থানৈশ্বৰ্য্যত্বাচ্চ। আভ্রশব্দাসম্ভবশ্চ সৰ্ব্বেষু  
পক্ষেষু স্থিত এব ॥ ১৭ ॥

## সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥ \*

পূৰ্ব্বং জাঠরাগ্নিপ্রতীকো জাঠরাগ্ন্যুপাধিকো বা পরমে-  
শ্বর উপাস্য ইত্যুক্তমন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বাদানুরোধেন, ইদানীন্তু  
বিনৈব প্রতীকোপাধিকল্পনাভ্যাং সাক্ষাদপি পরমেশ্বরো-  
পাসনপরিগ্রহে ন কশ্চিৎপ্রবিরোধ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো  
ভূতগ্নেরিমমীদৃশং মহিমানমাহ অপি তু একবিকারতয়া তাদ্রূপোণেতি  
ভাবঃ।

যদেতৎ প্রকৃতং মূৰ্দ্ধাদিষ চুবৃকান্তেষু পুরুষাবয়বেষু ছাপ্রভৃতীন পৃথিবী-  
পৰ্য্যস্তাংস্ত্রৈলোকাংস্থানো বৈশ্বানবস্যাংবহুবান্ সম্পাদ্য পুরুষবিধং কল্পিতং  
তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে, 'পুরুষবিধং পুরুষেহস্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ' ইতি।  
উক্তেষেব কিছু নহে। ভূতগ্নি কেবল উক্ত প্রকাশ-স্বভাব, তাহাব মস্তক  
স্বৰ্গ, এ কল্পনা অযুক্ত কল্পনা। ভূতগ্নি বিকার অর্থাৎ জন্য বস্তু।  
তাহা অন্য বস্তুব আত্মা, ইহাও অসম্ভব। দেবতাব ঐশ্বৰ্য্য আছে বটে;  
থাকিলেও স্বৰ্গ তাহাব মস্তক, এ কল্পনা অসঙ্গত। হেতু এই যে, তিনি  
অকারণ অর্থাৎ তিনি স্বৰ্গাদিব কারণ নহেন। তাহাব ঐশ্বৰ্য্যও পর-  
মেশ্বরের অধীন। বিশেষতঃ আভ্রশব্দের অসম্ভব উভয় পক্ষেই বিদ্যমান  
আছে।

বৈশ্বানর পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এই বাক্যের অনুবোধে পূৰ্ব্বসূত্রে  
বলা হইয়াছে, নিদর্শিত বাক্যে জাঠরাগ্নি-প্রতীক অথবা জাঠরাগ্নি উপা-  
ধিক পরমেশ্বর-উপাসনা কথিত হইয়াছে। এ সূত্রে বলা হইল, জৈমিনি  
মুনির মতে প্রতীক ও উপাধি কল্পনা না কবিয়াও পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ

\* সাক্ষাৎ জাঠরাগ্নিসম্বন্ধং বিনা ঐশ্বৰ্য্যসোপাস্যত্বেহপি অবিরোধঃ শল্যাবিরোধঃ  
স্যানিতি জৈমিনির্নামাত ইতি সূত্রার্থঃ।—জৈমিনি বলেন, ঐ বাক্যে জাঠরাগ্নিসম্বন্ধ বাতি-  
থ্যেই সৰ্ব্বসোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিলে কোনও প্রকাব বিরোধ (দ্বন্দ্ব) হয় না।

মনাতে । নমু জাঠরাগ্যপরিগ্রহেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং শব্দা-  
দীনি চ কারণানি বিরুদ্ধেরম্মিতি । অত্রোচ্যতে । অন্তঃ-  
প্রতিষ্ঠিতত্ববচনং তাবন্ন বিরুদ্ধ্যতে । ন হীহ পুরুষবিধং  
পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি জাঠরাগ্যভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে  
তস্যা প্রকৃতত্বাদসংগন্ধিত্বাচ্চ । কথং তর্হি । যৎ প্রকৃতং মূর্দ্ধা-  
দিষু চুবুকান্তেষু পুরুষাবয়বেষু পুরুষবিধত্বং কল্পিতং তদভি-  
প্রায়েণেদমুচ্যতে, পুরুষবিধং পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি ।  
যথা বৃক্ষে শাখাং প্রতিষ্ঠিতাং পশ্যতীতি তদ্বৎ । অথ বা  
যঃ প্রকৃতঃ পরমাত্মাহম্যাভ্যুদয়াদৈবতঞ্চ পুরুষবিধত্বোপাধিঃ,  
তস্য যৎ কেবলং সাক্ষিকরূপং, তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে, পুরুষ-

অত্রাবয়বসম্পত্ত্যা পুরুষবিধত্বং কার্য্যকবণসমুদায়রূপপুরুষাবয়বমূর্দ্ধাদিচুবু-  
কান্তঃপ্রতিষ্ঠানাত্ম পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং সমুদায়মধ্যপতিতত্বাত্তদবয়বানাম্  
সমুদায়িনাম্ । অত্রৈব নিদর্শনমাহ ।—“যথা বৃক্ষে শাখা”মিতি । শাখা  
কাণ্ডমূলক্কসমুদায়ে প্রতিষ্ঠিতা শাখা তন্মধ্যপতিতা ভবতীত্যর্থঃ । সমা-  
ধানান্তবমাহ ।—“অথবা” ইতি । অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং মাধ্যম্যং তেন সাক্ষিকত্বং  
কবিতে পার । জৈমিনি বলেন, ঐ বাক্যে সাক্ষ্যং পরমেশ্ব-উৎপন্ন  
উপদিষ্ট হইয়াছে । [ নমু...তদ্বৎ ] যদি বল, অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত কথা ও  
বৈশ্বানব শব্দ পবামেশ্বব অর্থে সঙ্গত হয় না, বিবেচনা কবিয়া দেখিলে,  
তাহাও হয় । কেন-না, “যিনি পুরুষবিধ ও পুরুষের অন্তবে প্রতিষ্ঠিত  
বৈশ্বানবকে জানেন,” এ কথা জাঠরাগ্যি অভিপ্রায়ে উচ্চাৰিত হয় নাই ।  
তৎপ্রতি হেতু এই যে, উহা জাঠরাগ্যিব প্রকরণ ( প্রস্তাব ) নহে । অপিচ,  
উক্ত স্থলে জাঠরাগ্যিবোধক শব্দও নাই । বলিতে পার, তবে কোন্ অর্থে বা  
কোন্ বস্তুর উদ্দেশে ঐ বাক্য উচ্চারিত ? ইহার প্রত্যুত্তর, বাহ্য প্রকৃত বা  
যে বস্তুব প্রকরণ, উপাসনার্থ যাহাব মন্তকাদি কল্পিত হইয়াছে, সেই  
বস্তু বলিবার অভিপ্রায়ে ঐ বাক্য উচ্চাৰিত । বৈশ্বানব পুরুষ ও অন্তবে  
প্রতিষ্ঠিত, এ কথা বৃক্ষে শাখা প্রতিষ্ঠিত, এই লৌকিক কথাব সহিত সমান ।  
[ অথবা. বেদেতি ] অথবা অন্তঃশব্দেব অর্থ মধ্যস্থ ( সাক্ষী ) । যিনি  
প্রকৃত, প্রকরণেব প্রতিপাদ্য, প্রোক্ত অধ্যাত্ম ও অধিদৈব বস্তুসমূহ বার্ত্তান



বিধং পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি । নিশ্চিতং চ পূর্ব্বা-  
পরালোচনবশেন পরমাত্মপরিগ্রহে তদ্বিষয় এব বৈশ্বানর-  
শব্দঃ কেনচিদযোগেন বর্ত্তিষ্যতে । বিশ্বশ্চায়াং নরশ্চেতি,  
বিশ্বেষাং বাহুয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্যাতি বিশ্বানরঃ  
পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ । তদ্বিতোহন-  
ন্তার্থে রাক্ষসবায়সাদিবৎ । অগ্নিশব্দোহপ্যগ্নীত্বাদিযোগা-  
শ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি । গার্হপত্যাদিকল্পনং  
প্রাণাহৃত্যধিকরণত্বঞ্চ পরমাত্মনোহপি সর্ব্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে ।

লক্ষয়তি । এতদুক্তং ভবতি ।—বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা চরাচরসাক্ষীতি ।  
পূর্ব্বপক্ষিণোহনুশয়মুন্মূলয়তি ।—“নিশ্চিতং চ” ইতি । বিশ্বাত্মকত্বাবৈশ্বানরঃ  
প্রত্যগাত্মা । বিশ্বেষাং বাহুয়ং নরস্তদ্বিকাবত্বাদিশ্বপ্রপঞ্চস্য বিশ্বে নরা জীবা  
বা আত্মা নাংস্য তাদাত্ম্যেনেতি ।

উপাধি, ঋতি সেই পরমাত্ম-বস্তুব উদ্দেশে ঐ কথা ঐরূপে বলিয়াছেন ।  
[ নিশ্চিতং...বৎ ] প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্যালোচনার দ্বাৰা পরমেশ্বর অর্থ  
স্থিরীকৃত হইলে, যে-কোন যোগ অবলম্বন করিয়া বৈশ্বানর-শব্দকে তদর্থ  
( পরমেশ্বর অর্থে ) নীত করা যাইতে পারে । যথা—বিশ্ব=সমস্ত, নর=  
জীব, তদাত্মক । অর্থাৎ যিনি জীবত্বন বা সর্ব্বজীবাত্মক, তিনি বিশ্বানর ।  
তদর্থ বৈশ্বানর । অথবা বিশ্ব=সমুদায় সৃষ্টবস্তু, নর=কর্ত্তা । মিলিতার্থ  
এই যে, যিনি সমস্ত সৃষ্টপদার্থের স্রষ্টা, তিনি বৈশ্বানর । [ অগ্নি ভ্যতে ]  
অগ্নিশব্দকেও পরমেশ্বর অর্থে নীত করা যায় । যথা—অজয়তি প্রাপয়তি  
কৰ্ম্মণঃ ফলমিত্যাগিঃ । অগ+নি । যিনি সমস্ত উচ্চাভ কৰ্ম্মফলের প্রাপক  
তিনি অগ্নি । অগ্নিও পরমেশ্বর তুল্য । গার্হপত্যাদিকল্পনাও পরমেশ্বরে সম্ভব  
হয় । (১) এই সকল কারণে প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর, অন্য কেহ নহে ।  
প্রাদেশ-ঋতি, তিনি প্রাদেশপ্রমাণ অর্থাৎ বিষয় প্রমাণ, এ সিদ্ধান্তের

(১) বাহারা বৈশ্বানর-উপাসক, ভোজনের পূর্বে তাহাদের আগের উদ্দেশে তদ্ব্যবধি  
অঘাততি প্রদান করিবার বিধান আছে । ঋতি তদনুসারে বেহমধ্যে গার্হপত্যাদি অগ্নি  
জয় কথনা করিয়াছেন ।

কথং পুনঃ পরমেশ্বরপরিগ্রহে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরূপপদ্যত  
ইতি তাং ব্যাখ্যাভুমারভ্যতে ॥ ২৮ ॥

**অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥ \***

অতিমাত্রস্যাপি পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বমভিব্যক্তি-  
নিমিত্তং স্যাৎ । অভিব্যজ্যতে কিল প্রাদেশমাত্রপরিমাণঃ  
পরমেশ্বর উপাসকানাং কৃতে । প্রদেশবিশেষষু বা হৃদয়াদি-  
মুপলব্ধিস্থানেষু বিশেষণাভিব্যজ্যতে । অতঃ পরমেশ্বরেহপি  
প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরভিব্যক্তেরূপপদ্যত ইত্যশ্মরথ্য আচার্যো  
মন্যতে ॥ ২৯ ॥

**অনুস্মৃতেষাদরিঃ ॥ ৩০ ॥ \***

সাকল্যেনোপলভ্যাসম্ভবাহুপাসকানামনুগ্রহানন্তোহপি পরমেশ্বরঃ  
প্রাদেশমাত্রমাত্মানমভিব্যক্তীয়ত্যাহ—“অতিমাত্রস্যাপি” ইতি । অতি-  
ক্রান্তোমাত্রাঃ পরিমাণমতিমাত্রাঃ । “উপাসকানাং কৃতে” উপাসকার্থমিতি  
যাবৎ । ব্যাখ্যাস্তরমাহ—“প্রদেশবিশেষেষু বা” ইতি ।

ধ্যাবাত কবিতে পারে না । যেরূপে পবনেশ্বর অর্থে প্রাদেশ-শ্রুতি সঙ্গত  
হয়, খাটে, সেরূপ বা সে প্রণালী পবনত্রে প্রদর্শিত আছে ।

আশ্মরথ্য মুনি বলেন, যদিও পবনেশ্বর অতিমাত্র, পরিমাণ-রহিত,  
( সর্বব্যাপী ও মহান ), তথাপি তিনি উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ  
তাহাদের প্রাদেশগ্রামাণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হন ।  
স্মৃতরাং তদনুস্মারিণী প্রোক্তশ্রুতি ( প্রাদেশ-শ্রুতি ) অসঙ্গত নহে ; প্রত্যুত  
সঙ্গত ।

\* বিতোঃ পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বকথনং অভিব্যক্তিনিমিত্তমিত্যাশ্মরথ্য আচার্যো  
মন্যত ইতি স্মৃতিনির্গলিতার্থঃ ।—আশ্মরথ্য মুনি বলেন, পরমেশ্বর মহান হইলেও তিনি  
উপাসকগণের প্রাদেশগ্রামাণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত বা উপলব্ধ হন, তদনুস্মারে ঐ প্রাদেশ-শ্রুতি  
আমারমধ্যে নিবিষ্ট আছে ।

\* পরমেশ্বরঃ প্রাদেশমাত্রত্বেন হৃদয়েন যদসাহনুস্মর্যত ইত্যনুস্মরণনিমিত্তা প্রাদেশ-শ্রুতি  
রিত্তি বাদরিরাচার্য্য আহ—বাদরি মুনি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর প্রাদেশগ্রামাণ হৃদয়ে  
অর্থাৎ মনের দ্বারা স্মৃত হন বলিয়া তাঁহাকে প্রাদেশগ্রামাণ বলা হইয়াছে ।

প্রাদেশমাত্রহৃদয়প্রতিষ্ঠিতেন বাহয়ং মনসাহ্নুস্মর্য্যতে  
ততঃ প্রাদেশমাত্র ইত্যাচ্যতে । যথা প্রস্থমিতা যবাঃ প্রস্থ  
ইত্যাচ্যন্তে তদ্বৎ । যদ্যপি চ যবেষু স্বগতমেব পরিমাণঃ  
প্রস্থসম্বন্ধাদ্ব্যজ্যতে, ন চেহ পরমেশ্বরগতং কিঞ্চিৎ পরিমাণ-  
মস্তি যৎ হৃদয়সম্বন্ধাদ্ব্যজ্যতে, তথাপি, প্রযুক্তায়াঃ প্রাদেশ-  
মাত্রশ্রুতঃ সম্ভবতি যথাকথঞ্চিৎ, অনুস্মরণমালম্বনমিত্যু-  
চ্যতে । প্রাদেশমাত্রত্বেন বাহ্যমপ্রাদেশমাত্রোহনুস্মরণীয়ঃ  
প্রাদেশমাত্রশ্রুত্যর্থবত্তায়ৈ । এবমনুস্মৃতিনিমিত্তা পরমেশ্বরে  
প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরিত্যবাদবিরাকার্য্যো মন্যতে ॥ ৩০ ॥

**সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥ \***

মতান্ত্রবমাহ—“অনুস্মৃতিঃ” ইতি । প্রাদেশেন মনসা মিতঃ প্রাদেশ-  
মাত্র ইত্যর্থঃ । “যথা কথঞ্চিদিতি” মনসঃ প্রাদেশমাত্রং স্মৃতিত্বাৎ স্মর্য্য-  
মাণে কল্পিতং শ্রুতেরালম্বনমিত্যর্থঃ । হৃদয়সার্থান্ত্রবমাহ—“প্রাদেশেতি” ।  
( ইতি রত্নপ্রভা ) ।

বাদবি মুনি বলিয়াছেন, উপাসকেব হৃদয় প্রাদেশপ্রমাণ, সেই স্থানে  
তিনি স্মৃত ( ধ্যানগোচর ) হন, তদনুসাবে শ্রুতি তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ  
বলিয়াছেন । যেমন প্রস্থপবিমিত যব প্রস্থনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ,  
প্রাদেশপ্রমাণ-হৃদয়-ধোষ পরমেশ্বর প্রাদেশপ্রমাণ নামে কথিত হন ।  
যদিও যবেব স্বগত পবিমাণ আছে, প্রস্থ(মাপেব পাত্র) সম্পর্কে তাহা  
পবিপৃষ্ট বা পবিব্যক্ত হইয়া প্রস্থ আখ্যা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর অপরি-  
মিত, তাঁহার পবিমাণ নাই, তথাপি, আলম্বন অনুসাবে তাঁহাকে প্রাদেশ-  
প্রমাণ বলা সম্ভব বৈ অসম্ভব নহে । তাঁহাব আলম্বন হৃদয়, তাহাব পবি-  
মাণ প্রাদেশ, তদনুসারে তাঁহাবও পবিমাণ প্রাদেশ । অথবা, পবমেশ্বর  
অপবিমিত কিন্তু তিনি প্রাদেশমাত্র হৃদয়েব অনুস্মরণীয় ( চিন্তনীয় ),  
এই তথা জ্ঞানাইবার জন্য ঐতি তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়াছেন ।

\* সম্পত্তিনিমিত্তা বা প্রাদেশশ্রুতিবিত্তি জৈমিনিস্মৃতিবাহ । যতঃ, তথাদশয়তি সম্পত্তি  
মেব দর্শয়তি বাজসনেয়িব্রাহ্মণমিতি শেখঃ ।—জৈমিনি বলেন, প্রাদেশশ্রুতি সম্পত্তি অনু-  
স্মরণীয় । যেহেতু এই যে, যজুর্বেদেব বাজসনেয়িব্রাহ্মণ ( শাখাবিশেষ ) তাহাকে সম্পত্তি  
প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপদেশ করিয়াছেন । ( ভাষ্যাভূতাদ দেখ ) ।

সম্পত্তিনিমিত্তা বা স্যাৎ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ । কৃতঃ ।  
তথাহি—সমানপ্রকরণং বাজসনেয়ব্রাহ্মণং দ্ব্যপ্রভৃতীন্  
পৃথিবীপর্যন্তান্ ত্রৈলোক্যাত্তনোবৈশ্বানরস্যাবয়বানধ্যাত্মমূৰ্দ্ধ-  
প্রভৃতিষু চুবুকপর্য্যস্তেষু দেহাবয়বেষু সম্পাদয়ৎ প্রাদেশ-  
মাত্রসম্পত্তিং পরমেশ্বরস্য দর্শয়তি । প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ  
দেবাঃ স্তুবিদিতা অভিসম্পন্নাঃ, তথা নু ব এতান্ বক্ষ্যামি  
যথা প্রাদেশমাত্রমেবাহ্তিসম্পাদয়িষ্যামীতি স হোবাচ ।  
মূৰ্দ্ধানমুপদিশন্মুবাচ, এষ বা অতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি । চক্ষুধী  
উপদিশন্মুবাচ, এষ বৈ স্তুতেজা বৈশ্বানর ইতি । নাসিকে

মূৰ্দ্ধান্তমুপক্রম্য চুবুকাষ্ঠো হি কায়প্রদেগঃ প্রাদেশমাত্রঃ । তত্রৈব

জৈমিনি বলেন, ঐ প্রাদেশ-শ্রুতি সম্পত্তি-অমূল্যস্বর্ণী । ( সম্পত্তি =  
ধানের দ্বারা অভেদনিম্পত্তি । বস্ত্রের দ্বারা অকল্পিত পদার্থের সহিত  
কল্পিত পদার্থের ভেদজ্ঞান নিবারণিত হইলে তাহাকে সম্পত্তি বলে । ক্রমিক  
চিন্তার দ্বারা শালগ্রামশিলার বিষ্ণুবুদ্ধি রূঢ় হইলে তাহাকে বিষ্ণুসম্পত্তি  
বলা যায় । বিষ্ণুসম্পন্ন শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি থাকে না, বিষ্ণুবুদ্ধিই থাকে,  
সেই কারণে শালগ্রাম দেখিলে তদুপাসকের বিষ্ণুবুদ্ধিই হয়, শালগ্রাম-  
বুদ্ধি হয় না । সেই জন্যই তিনি শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণু বৈ প্রস্তর বলেন  
না ) । তুল্যপ্রকরণ বাজসনেয় ব্রাহ্মণ, স্বর্ণ অবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থানকে  
লোকমুক্তি বৈশ্বানরের অন্তরূপে উপদেশ করিয়া সে সকলকে উপা-  
সকের মস্তক অবধি চুবুক ( চিবুক চুবুক তুল্যকথা । চিবুক অর্থাৎ দাড়ি )  
পর্য্যন্ত অবয়ব সমূহে সম্পন্ন ( ধানের দ্বারা এক বা অভেদ জ্ঞান করিবার  
উপদেশ ) করতঃ পরমেশ্বরকে প্রাদেশপ্রমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ  
তাহাকে প্রাদেশপ্রমাণ ভাবিবার উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন । [ প্রাদেশ...  
মুচ্যতে ] যথা—“পূৰ্ব্বকালে দেবগণ অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে কল্পিত-  
পরিচ্ছিন্ন-সম্পত্তির দ্বারা বিদিত হইয়াছিলেন । সেই কারণে, আমি তোমা-  
দিগকে তাঁহার স্বর্ণাদি অবয়বের কথা বলিব, এবং যে-প্রকারে প্রাদেশ-  
প্রমাণ-সম্পত্তি হয় তাহাও দেখাইব ।” এই বলিয়া রাজা অমূল্যের দ্বারা  
যীর মস্তক দেখাইয়া বলিলেন, “ইহা অতিষ্ঠ বৈশ্বানর অর্থাৎ এই-সর্বো-

উপদিশন্নু বাচ, এষ বৈ পৃথগ্জ্ঞানী বৈশ্বানর ইতি । মুখ্য-  
আকাশমুপদিশন্নু বাচ, এষ বৈ বহুলো বৈশ্বানর ইতি । মুখ্য-  
অপ উপদিশন্নু বাচ, এষ বৈ রয়ির্কৈবশ্বানর ইতি । চুবুকমুপ-  
দিশন্নু বাচ, এষ বৈ প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি । চুবুকমিত্যধর-  
মুখফলকমুচ্যতে । যদ্যপি বাজসনেয়কে দ্যৌরতিষ্ঠাত্ব-  
গুণা সমান্নায়তে, আদিত্যশ্চ স্ততেজস্তত্ত্বগুণাঃ, ছান্দোগ্যে

ত্রৈলোক্যায়নো বৈশ্বানরস্যাবয়বান্ সম্পাদয়ন্ প্রাদেশমাত্ৰং বৈশ্বানরং  
দর্শয়তি । অত্রৈব জাবালশ্রুতিসম্বাদমাহ সূত্রকারঃ ।

পবিত্ব স্বর্গলোক বৈশ্বানর আত্মাব মন্তক ।” (১) চক্ষু দেখাইয়া বলিলেন,  
“ইহা স্ততেজা বৈশ্বানর ।” (স্ততেজা=স্থ্যা । ইহা বৈশ্বানরের চক্ষু) ।  
নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন, “ইহা বাহু বৈশ্বানর ।” (নাসিকা=নাসিকা-  
বায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু । ইহাই বৈশ্বানরের প্রাণ বা শ্বাস প্রশ্বাস) । মুখ-  
কাশ দেখাইয়া বলিলেন, “ইহা আকাশ বৈশ্বানর ।” মুখ লাল দেখাইয়া  
বলিলেন, “ইহা জল বৈশ্বানর ।” চিবুক দেখাইয়া বলিলেন, “ইহা পৃথিবী  
বৈশ্বানর ।” (চিবুকস্থানই পৃথিবী । পৃথিবীই বৈশ্বানরের পদদ্বয়) । (২)  
[ যদি...মন্যতে ] বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বর্গলোকেব অতিষ্ঠত্বগুণ ও সূর্য্যের

(১) রাজার মন্তকে মন্তকজ্ঞান লুপ্ত ; স্বর্গলোকজ্ঞান দৃঢ় । রাজা মন্তকে মন্তক  
বলিয়া জ্ঞানের না, স্বর্গলোক বলিয়া জ্ঞানের । সেই জন্তই তিনি মন্তক দেখাইয়া স্বর্গলোক  
বোধক শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন । রাজা যত্নের দ্বারা, অভেদচিন্তার দ্বারা, দীর্ঘকাল  
অভ্যাসের দ্বারা, মন্তকে মন্তকজ্ঞান লোপ করিয়া স্বর্গজ্ঞান সম্পাদন করিয়াছেন এবং  
স্বর্গলোক বৈশ্বানর আত্মার মন্তক, একগু জ্ঞান দৃঢ় করিয়াছেন, স্ততরাং রাজার ঐ দুই জ্ঞান  
সম্পন্ন বা সম্পত্তিজ্ঞান । ইহা এক প্রকার উপাসনা । ২৪ সূত্রের বাস্তবতা ব্যাখ্যার ও  
স্বীকার যে-রাজার কথা বলা হইয়াছে, ইনি সেই রাজা । ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উত্তর  
উপনিষদে এই রাজার আখ্যায়িকা আছে । তদ্বধ্যে ২৪ সূত্রে ছান্দোগ্যোক্ত প্রবৃত্ত বাক্য  
বলা হইয়াছে । এক্ষণে আরণ্যকোক্ত কথার সহিত তাহার একার্থতা বা মীল দেখাইবার  
জন্য আরণ্যকোক্ত কথাও বলা হইল ।

(২) চিবুক হইতে মন্তক পর্যন্ত স্থানের পরিমাণ এক প্রাদেশ অর্থাৎ এক বিষয় । এই  
প্রাদেশপরিমিত অঙ্গে ত্রৈলোক্যমূর্ত্তি বৈশ্বানরের সম্পত্তি দেখান হইয়াছে । এই সম্পত্তি  
(অভেদাধ্যাস) অনুসারে প্রোক্ত প্রাদেশশ্রুতি সকল । অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, ঐকগু  
সম্পন্ন উপাসনা উপদেশের নিমিত্ত ঐ শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

পুনর্যোঃ সূতেজস্বগুণা সমান্নাযতে, আদিত্যশ্চ বিশ্বরূপ-  
গুণঃ, তথাপি, নৈতাবতা বিশেষণে কিস্কিকীয়তে । প্রাদেশ-  
মাত্রাক্রান্তের বিশেষাৎ সর্বশাখাপ্রত্যয়বদ্ধাচ্চ সম্পত্তিনিমিত্তাৎ  
প্রাদেশমাত্রাক্রান্তিং যুক্ততরাং জৈমিনিরাচার্যোমন্ততে ॥৩১॥

## আমনস্তি চৈনমগ্নিন্ ॥ ৩২ ॥ \*

আমনস্তি চৈনং পরমেশ্বরং অগ্নিন্ মূর্দ্ধচুবুকাস্তবালে  
জাবালাঃ ।—য এষোহনন্তোহব্যাক্ত আত্মা সোহবিমুক্তে  
প্রতিষ্ঠিত ইতি । সোহবিমুক্তঃ কগ্নিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি । বর-  
ণায়াং নাশ্যাক্ষ মধ্যো প্রতিষ্ঠিত ইতি । কতমা বরণা কতমা

“অবিমুক্তে,” অবিদ্যোপাধিকল্পিতাবচ্ছেদে জীবাত্মনি, স ঋষিবিমুক্তঃ,  
তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা তাদাত্ম্যাত্ম । অত এব হি শ্রুতিঃ ।—অনেন

সূতেজস্ব গুণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বর্গব সূতেজস্ব গুণ ও স্বর্গের  
বিশ্বরূপত্ব গুণ বর্ণিত হইলেও ( বাতিক্রম-বর্ণনা থাকিলেও ) প্রাদেশ শ্রুতি  
কোনরূপ ব্যাঘাত বা প্রভেদ হয় না । হেতু এই যে, জ্ঞানের বা উপাসনার  
উপদেশ সকল-শাখায় এক বা একরূপ । অতএব, জৈমিনি মুনি যে প্রাদেশ-  
শ্রুতিকে সম্পত্তিনিমিত্তা বলিয়াছেন, তাহা ভুলই বলিয়াছেন ।

জাবাল শাখাধ্যায়ীরাও মন্তক ও চিবুক এতদ্ব্যবর্তী স্থানে পরমেশ্বরের  
উপদেশ করিয়াছেন । যথা—“সেই এই অনন্ত অব্যাক্ত আত্মা । ইনি  
অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ( অবস্থিত ) । অবিমুক্ত কোথায ? অবিমুক্ত বরণা ও  
নাশী এই দু-এক এখো । বরণা ও নাশী কি ? যে ইঞ্জিয়কৃত পাপ নিবারণ  
কবে, সে বরণা, এবং যে ইঞ্জিয়কৃত দোষ (কামাদি) বিনাশ করে, সে নাশী ।  
( বরণা জ্ঞ এবং নাশী নাসিকা । ) বাহুল্যানিয়মে বর্ণব্যতিক্রম হইয়াছে । ”  
ইহার অব্যবহিত পরে অভিহিত হইয়াছে, কোন্ স্থান বরণা নাশী ?  
প্রত্যুত্তবে বলা হইয়াছে, “জ্ঞ ও জ্ঞান এই দুএর সন্ধিস্থান । ইহাই স্বর্গ-

\* এনং পরমেশ্বরং অগ্নিন্ প্রাদেশপরিমিতে মূর্দ্ধচুবুকাস্তবালে আমনস্তি উপস্থিতি  
জাবালা অপীতি শেষঃ ।—জাবাল উপনিষদেও নির্দিষ্ট প্রাদেশপ্রমাণ স্থানে পরমেশ্বরের  
উপদেশ আছে ।

নাশীতি । তত্র চেমামেব বরণাং নাসিকাঞ্জেতি নিরুচ্য,  
সৰ্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি সা বরণা সৰ্ব্বাণীন্দ্রিয়-  
কৃতানি পাপানি নাশয়তি চেতি সা নাশীতি, পুনরপ্যামনস্তি,  
কতমচ্চাস্য স্থানং ভবতীতি । জ্রবোত্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ,  
স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধিৰ্ভবতীতি । তস্মাদুপপন্ন।  
পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ । অভিবিমানশ্রুতিঃ প্রত্যগা-  
ত্মতাভিপ্রায়া । প্রত্যগাত্মতয়া সৰ্ব্বৈঃ প্রাণিভিরভিবিমীয়ত  
ইত্যভিবিমানঃ । অভিগতো বাহয়ং প্রত্যগাত্মত্বাৎ । বিমা-  
নশ্চ মানবিযোগাদিত্যভিবিমানঃ । অভিবিমিমীতে বা সৰ্ব্বঃ

লোক ব্রহ্মলোক উভয়লোকের সন্ধি ।" (১) এতদনুসারেও প্রোক্ত প্রাদেশ-  
শ্রুতি পরমেশ্বরবিষয়িনী বলিয়া নির্ণীত হয় । প্রদর্শিত জাবাল শ্রুতিতে  
যে 'অভিবিমান' শব্দ আছে তাহা প্রত্যগাত্মা অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত । ( যিনি

[ (১) অবিমুক্ত=বারাণসী । দেহের মধ্যেও বারাণসী আছে । পার্শ্বিক বারাণসী আধ্যা-  
ত্মিক বারাণসীর অনুরূপিত মাত্র । একদিকে বরণা, একদিকে নাশী, মধ্যে বারাণসী ।  
বরণা শব্দে জ্র । নাশী শব্দে নাসিকা । এতদ্বয়ের মধ্যবিন্দুতে জীবস্থান বা মনঃস্থান ।  
এই স্থানই বারাণসী, কাশী ও অবিমুক্ত । অবিমুক্ত শব্দে জীব । জীব কামাদির দ্বারা বদ্ধ ;  
মুক্ত নহে । বিশেষরূপে মুক্ত নহে, সুতরাং অবিমুক্ত । পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই অবিমুক্তে  
অহং-অধাস পূর্বক অবস্থিত আছেন । অধাস তাগ করিয়া অভেদজ্ঞান অবলম্বন করতঃ  
তাঁহাকে উপাসনা কর । অর্থাৎ অহং ব্রহ্ম, এইরূপ ধ্যান কর । নাসিকা ও জ্র এতদ্বয়ের  
মধ্যে ঈশ্বরের স্থান, এতদ্রূপ ধ্যানের দ্বারা পাপবিনাশ হয় । পার্শ্বিক বারাণসী ও ঈশ্বরের  
( শিবের ) স্থান এবং তাহাও পাপনাশক । নাসিকা প্রাণায়ামাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ  
বিনাশ করে এবং জ্র-মধ্যস্থ চিত্তসত্ত্ব শুদ্ধ হইলে সকল পাপ দূর হইয়া যায় । পার্শ্বিক  
বারাণসীর বরণা ও নাশী এই দুই নদী পাপনাশিনী ও দোষনাশিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ।  
আধ্যাত্মিক বারাণসী স্বর্গলোকের ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্বরূপ । এই স্থানে যে জীবরূপী শিব  
আছেন, উপাসনরূপ তাহার উপাসনার স্বর্গলোক ব্রহ্মলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হন ।  
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মলোক, ঈশ্বরজ্ঞানে স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে । যিনি বা যে শিব  
পার্শ্বিক বারাণসীতে আছেন, তাহার উপাসনার ফলও ঐরূপ অর্থাৎ নির্ভগ্নজ্ঞানে  
মুক্তি এবং সগুণজ্ঞানে স্বর্গ ( কৈলাস ) লাভ হয় । বরণা ও অসী এই দু-এর মধ্যস্থান  
বারাণসী, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে ; কিন্তু শ্রুতি বলেন, বরণা ও নাশী এই দু-এর মধ্যস্থান  
বারাণসী । অনুমান হয়, কাশীই বরণা ও অসী এই নদীদ্বয় বরণা ও নাশী এই দুই শব্দের  
স্থলাভিযুক্ত ?

জগৎকারণত্বাদিত্যভিবিমানঃ । তস্ম্যাৎ পরমেশ্বরো বৈশ্বানর  
ইতি সিদ্ধম্ ।

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ  
প্রথমস্তাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

জীবেনাত্মনেতি । অবিদ্যাকল্পিতত্বেন ভেদমাপ্রিত্যাধারাধেয়ভাবঃ । “বর-  
ণা”ক্রঃ শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং  
প্রথমস্তাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সকল প্রাণীরই নিকট অহংভাবে অনুভূত হন । অথবা যিনি অপরিমিত  
বা অনন্ত ) । অতএব, বৈশ্বানর যে পরমেশ্বর, তাহা প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের  
দ্বারা নির্ণীত বা সিদ্ধ হইল ।



## তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

দ্র্যভাদ্যায়তনং স্বশকাৎ ॥ ১ ॥\*

ইদং শ্রুয়তে, যস্মিন্ দ্যোঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতঃ  
মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্তা বাচো  
বিমুক্তথাহমৃতসৈষ সেতুরিতি । অত্র যদেতদ্ দ্যুপ্রভৃতী-  
নাগোতস্ববচনাদ্যায়তনং কিঞ্চিদবগম্যতে তৎ কিং পরং

ইহ জ্ঞেয়ত্বেন ব্রহ্মোপক্ষিপ্যতে । তত্র—

পারবত্বেন সেতুত্বাদ্ভেদে ষষ্ঠ্যাঃ প্রয়োগতঃ ।

দ্র্যভাদ্যায়তনং যুক্তং নামৃতং ব্রহ্ম কর্হিচিং ॥

পারাবারমধ্যপাতী হি সেতু স্তাভ্যামবচ্ছাদ্যমানো জলবিধারকো-  
লোকে দৃষ্টো ন তু বন্ধহেতুমাত্রম্ । হিড়নিগড়াদিষপি প্রয়োগপ্রসঙ্গাৎ । ন  
চানবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম সেতুভাবমভুবতি । ন চামৃতং সৎ ব্রহ্মাহমৃতস্য সেতুরিতি  
যুক্ত্যভেদে । ন চ ব্রহ্মণোহন্যদমৃতমস্তি, যস্য তৎ সেতুঃ স্যাৎ । ন চাভেদে

মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন, “স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, ইন্দ্রিয়গণের সহিত  
মন, এ সকল যাহাতে প্রোধিত (কল্পিত), সেই অদ্বয় আত্মাকে জান,  
অন্য কথা ত্যাগ কর । এই অদ্বয় আত্মা অমৃতের (মোক্শের বা সংসার  
সমুদ্র পার হইবার) সেতু ।” শ্রুতির “যাহাতে এই ত্রিলোক ও প্রাণের  
সহিত মন প্রাতিষ্ঠিত (কল্পিত)” এই উক্তিতে ঐ সকলের একটা আয়তন  
অর্থাৎ আধার প্রতিভাত হইতেছে । অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমতঃ  
তাহা কি ? কোন্ বস্তু ? ব্রহ্ম ? অথবা অন্য কিছু ? এরূপ সন্দেহ হয় ।

\* দ্যোশ্চ ভূশ্চ দ্র্যভুবৌ, দ্র্যভুবাবাদী যস্য তৎ দ্র্যভুদি, বোমায়তনমাধারঃ ব্রহ্মেতি  
শেষঃ । গমকমাহ শ্বেতি । স্বশকাৎ আত্মশকাদিত্যর্থঃ ।—মুণ্ডক শ্রুতিতে যিনি জগদাধার  
বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম । হেতু এই যে, শ্রুতি তাহার প্রতি আত্মশব্দে  
প্রয়োগ করিয়াছেন । আত্মশব্দের বুধ্য অর্থ পরমাত্মা । পরমাত্মা ও ব্রহ্ম পর্যায়বাক্য ।

ব্রহ্ম আদাহোষিদর্শাস্তুরমিতি সন্দিহতে । তত্রার্থাস্তুরঃ  
 কিমপ্যায়তনং আদিতি প্রাপ্তম্ । কস্মাৎ । অমৃতস্যৈষ  
 সেতুরিতি শ্রবণাৎ । পারবান্ হি লোকে সেতুঃ প্রখ্যাতঃ ।  
 ন চ পরস্ত ব্রহ্মণঃ পারবন্ধং শক্যমভ্যুপগন্তুমনস্তমপারমিতি  
 শ্রবণাৎ । অর্থাস্তুরে চায়তনে পরিগৃহ্যমাণে স্মৃতিপ্রসিদ্ধং  
 প্রধানং পরিগ্রহীতব্যং, তস্য হি কারণত্বাদায়তনত্বোপপত্তেঃ ।  
 প্রতিপ্রসিদ্ধো বা বায়ুঃ স্যাৎ । বায়ুর্বাব গোতম তৎ সূত্রং  
 বায়ুনা বৈ গোতম নৃত্রেণাহয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি  
 চ ভূতানি সন্দ্রকানি ভবন্তি, ইতি বায়োরপি বিধরণত্ব-

বষ্ঠাঃ প্রয়োগোদ্বৈপ্লবঃ । তদিদমুক্তম্ ।—“অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি শ্রবণা”-  
 দিতি । অমৃতস্যেতি শ্রবণাৎ সেতুরিতি শ্রবণাৎ ইতি যোজনা । তত্রা-  
 হমৃতস্যেতি শ্রবণাদিতি বিশদতয়া ন ব্যাখ্যাতম্ । সেতুরিতি শ্রবণাদিতি  
 ব্যাচষ্টে ।—“পারবান” ইতি । তথা চ পারবত্বাহমৃতব্যতিরিক্তে সেতো আ  
 ত্মিন্নমাণে প্রধানং বা সাংখ্যপবিকল্পিতং ভবেৎ । তৎ থলু স্বকার্যোপহিত-  
 মর্যাদতয়া পুরুষং যাবদগচ্ছন্তবতি পারবৎ । ভবতি চ দ্রাভাযতনং তৎ-  
 প্রকৃতিত্বাৎ । প্রকৃত্যায়তনত্বাচ্চ বিকাবাণাং ভবতি চাত্মা আত্মশব্দস্য দ্ভাবঃ ।  
 বচনত্বাৎ প্রকাশাত্মা প্রদীপ ইতিবৎ । ভবতি চাস্য জ্ঞানমপবর্গোপযোগি,  
 তদভাবে প্রধানাদিব্যবেকেন পুরুষস্যানবধাবগাদপবর্গানুপপত্তেঃ । যদি তস্মিন্  
 প্রমাণাভাবেন ন পরিতুষ্যতি, অস্ত তর্হি নামরূপবীজশক্তিভূতমব্যাকৃতং

[ তত্রা . শ্রবণাৎ ] সন্দেহ হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না, পরন্তু  
 অন্য বস্তু পাওর যায় । কারণ এই যে, ঐ বাক্যের শেষে সে-বস্তুকে সেতু  
 বলা হইয়াছে । সেতু বলাতেই পারবান্ বস্তু অর্থাৎ কোন এক সসীম বস্তু  
 বলা হইয়াছে । ব্রহ্ম অপার, তাঁহার পার নাই, সীমা নাই, তিনি অবন্ত ;  
 সূত্রায় ঐ বাক্যে ব্রহ্ম বলা হয় নাই । ব্রহ্মের পার আছে, সীমা আছে,  
 এক্রপ বলিতে পার না । কেন না, প্রতি তাঁহাকে অপার ও অমন্ত  
 বলিয়াছেন । [ অর্থাৎ...মিতি ] যদি অন্য বস্তু গ্রহণ করিতেই হইত  
 তবে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই গ্রহণ কর । প্রকৃতি সর্বকারণ, তদনুসারে  
 প্রকৃতিও সর্বাযতন (সর্বাধার) হইতে পারে । প্রতিপ্রসিদ্ধ বাক্যকেও

প্রবণাৎ । শারীরো বা স্যাৎ । তস্মাপি ভোক্তৃহ্যভোগ্যং  
প্রপঞ্চং প্রত্যায়তনত্বেপপত্তেঃ । ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ,  
হ্যভ্যাদ্যায়তনমিতি । দ্যোশ্চ ভূশ্চ হ্যভূবৌ । হ্যভূবাবাদী  
যস্য তদিদং হ্যভাদি । যদেতস্মিন্ বাক্যে দ্যোঃ পৃথিব্য-  
স্তরিকং মনঃ প্রাণা ইত্যেবমাত্মকং জগদোতত্বেন নির্দিষ্টং  
তস্যায়তনং পরং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি । কুতঃ । স্বশব্দাদাত্ম-  
শব্দাদিত্যর্থঃ । আত্মশব্দো হীহ ভবতি, তমেবৈকং জানথ  
আত্মানম্ ইতি । আত্মশব্দশ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে সমাগব-

ভূতস্বপ্নং হ্যভ্যাদ্যায়তনং, তস্মিন্ প্রামাণিকে সর্বস্তোক্তত্বেপপত্তেঃ । এতদপি  
প্রধানোপন্যাসেন সূচিতম্ । অথ তু সাক্ষাচ্চত্বাক্তং হ্যভ্যাদ্যায়তনমাত্রিমেস,  
ততো বায়ুরেবাহস্ত । ‘বায়ুনা বৈ গোতম সূত্রেণাহরঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ  
সর্গাণি চ ভূতানি সঙ্ক্ৰান্নি ভবন্তি’ ইতি শ্রুতেঃ । যদি বাত্মশব্দাভিধেয়ত্বং ন  
বিদ্যত ইতি ন পরিতুষ্যসি, ভবতু তর্হি শারীরঃ, তস্য ভোক্তৃভোগ্যান্  
হ্যপ্রভূতীন প্রত্যায়তনত্বাৎ । যদি পুনরস্য হ্যভ্যাদ্যায়তনস্য সর্বজ্ঞশ্রুতে-  
রত্রাপি ন পরিতুষ্যসি, ভবতু ততোহিরণ্যগর্ভ এব ভগবান্ সর্বজ্ঞঃ সূত্রাত্মা  
হ্যভ্যাদ্যায়তনম্ । তস্য হি কার্য্যত্বেন পারবস্তুং চামৃতাৎ পরব্রহ্মণো ভেদ-  
শ্চেত্যাদি সর্বমুপপদ্যতে । অয়মপি বায়ুনা বৈ গোতম সূত্রেণেতি শ্রুতি

অভীপ্সিত আধার বলিতে পার। (শ্রুতি সূত্রাত্মাকে অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গ-  
শরীরকে বায়ু আখ্যা প্রদান পূর্বক বলিয়াছেন, সমস্ত লোক এই বায়ু-সূত্রে  
গ্রথিত আছে) । শ্রুতি বলিয়াছেন, হে গোতম ! এই বায়ু (সূত্রাত্মা বা  
সমষ্টিলিঙ্গশরীর হিরণ্যগর্ভ) সূত্রস্বরূপ । মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত  
থাকে, সেইরূপ, সমস্ত ভূত ও সমস্ত লোক এই বায়ু-সূত্রে গ্রথিত আছে ।  
এতদ্বিন্ন, জীবকেও অভীপ্সিত আধার বলিতে পার। জীব ভোক্তা, জগৎ  
প্রপঞ্চ তাহার ভোগ্য, সুতরাং ভোক্তাকে ভোগ্যের আয়তন বলা সঙ্গত বৈ  
অসঙ্গত নহে । এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ লব্ধ হয় দেখিয়া সূত্রকার সিদ্ধান্ত  
কথা (সূত্র) বলিলেন । [দ্যোশ্চ...পরিগ্রহে] দিব=সর্গ, ভূ=পৃথিবী,  
আদি=অন্তরীক । ভুলোক, হ্যালোক, অন্তরীকলোক ও সেন্দ্রিয় মন,—  
এতদাত্মক জগৎ বাহ্যতে প্রোথিত (প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত)—তাহা ব্রহ্ম-

কল্পতে নার্থান্তরপরিগ্রহে। কচিচ্চ স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মণ  
আয়তনত্বং শ্রয়তে, সম্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদা-  
য়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠা ইতি। স্বশব্দেনৈব চেহ পুরস্তাছুপরি-  
ষ্ঠাচ্চ ব্রহ্ম সঙ্কীৰ্ত্যতে, পুরুষ এবৈদং বিশ্বং কৰ্ম তপো ব্রহ্ম  
পরামৃতম্ ইতি, ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাদ্ ব্রহ্ম

মুপন্যাস্যতা হুচিৎ। তস্মাদয়ং হ্যপ্রভৃতীনাং মায়তনমিতি। এবং প্রাপ্তে-  
হভিধীয়তে।—হ্যভাদ্যায়তনং পরব্রহ্মৈব। ন প্রধানাব্যাকৃতবায়ুশারীর-  
হিরণ্যগৰ্ভাঃ। কুতঃ। স্বশব্দাৎ।

ধারণাঘাহমৃতত্বস্য সাধনাঘাহস্য সেতুতা।

পূৰ্ণপক্ষেহপি মুখ্যার্থঃ সেতুশব্দোহি নেঘ্যতে ॥

ন হি ম্ভাক্ষরময়োমূৰ্ত্তঃ পারাবারমধ্যবর্ত্তী পাথসাং বিধারকোলোকসিদ্ধঃ  
সেতুঃ প্রধানং বাহব্যাকৃতং বা বায়ুৰ্জী জীবোবা হুত্রাত্মা বাহভূতপেয়তে।  
কিঞ্চ পারবত্তামাত্রপরো লাক্ষণিকঃ সেতুশব্দোহভূতপেয়ঃ। সোহস্মাকং পার-  
বত্তাবৰ্জ্জং বিধরণত্বমাত্রেন যোগমাত্রাদ্রুটিং পরিত্যজ্য হ্যভাদ্যায়তনে প্রবৎ-  
স্যাতি। জীবানামমৃতত্বপদপ্রাপ্তিসাধনত্বং বাস্তুজ্ঞানস্য পারবত এব লক্ষ্য-  
য্যতি। অমৃতশব্দশ্চ তাবপ্রধানঃ। যথা ‘দ্যোকষোদ্বি’বচনৈকবচনে’ ইত্যত্র  
দ্বিষ্টৈকত্বে দ্যোকশব্দার্থো, অন্যথা দ্যোকেদ্বি’ত স্যাৎ। তদ্বিমুক্তং ভাষ্য-  
কৃত্য—“অমৃতত্বসাধনত্বা”দিত। তথা চামৃতস্যোতি চ সেতুরিতি চ ব্রহ্মপি

হেতু এই যে, শ্রুতি সেই জগদাধার বস্তুকে আত্মা বলিয়াছেন। “তাহা  
আত্মা, সেই অদ্বয় আত্মাকে জান।” এইরূপ বলিয়াছেন। পরব্রহ্মাই আত্ম-  
শব্দের মুখ্যার্থ; সুতরাং পরমাত্মার গ্রহণই ত্রাঘা। [কচিচ্চ...ইতি চ]  
উদাহৃত শ্রুতিতে আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদায়তন বলা হইয়াছে কিন্তু  
অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মবাচক সং শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদায়তন বলা হই-  
য়াছে। যথা—“হে সোম্য! শ্বেতকেতো! এ সমস্তই সম্মূলক, সদায়তন ও  
সংপ্রতিষ্ঠিত। (উৎপত্তিকালে এ সকলের মূল সং; স্থিতিকালে এ সঙ্ক-  
লের আয়তন বা আধার সং, লয়কালে এ সকলের প্রতিষ্ঠা বা সমাপ্তি-  
স্থান সং)। সং ও ব্রহ্ম এক অর্থাৎ তুল্যার্থ। অপিচ, বক্ষ্যমাণ শ্রুতিতে  
প্রথমে ও পরে ব্রহ্ম কীর্তিত হওয়ার মধ্যেও ব্রহ্ম কীর্তিত থাকি দ্বিরহয়।  
যথা—“এ সমস্তই পুরুষ। কৰ্ম ও তপস্যা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম পর-অমৃত।” “এ

দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ, ইতি চ । তত্র আয়তনায়তনবস্তাবশ্রব-  
ণাৎ সৰ্ব্বং ব্রহ্ম ইতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ যথাহনেকা-  
ত্মকো বৃক্ষঃ শাখা স্কন্ধো মূলঞ্চৈতি, এবং নানারসো বিচিত্র-  
আন্ত্যেত্যাশঙ্কা সম্ভবতি । তাং নিবর্তয়িতুং সাবধারণমাহ,  
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ ইতি । এতদ্বক্তং ভবতি—ন  
কার্য্যপ্রপঞ্চবিশিষ্টো বিচিত্র আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ । কিং তর্হি ।  
অবিদ্যাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈক-  
মায়তনভূতমাত্মানং জানীথৈকরসমিতি । যথা যন্মিমাংস্তে  
দেবদত্তস্তদানয়েত্যুক্ত আসনমেবানয়তি ন দেবদত্তং তদ্বদা-

হ্যভাদ্যায়তন উপপৎশ্চেতে । অত্র চ স্বশব্দাদিতি তত্রোচ্চারিতমাত্মশব্দা-  
দিতি চ সদায়তনা ইতি সচ্ছব্দাদিতি চ ব্রহ্মশব্দাদিতি চ স্মরতি । সৰ্ব্ব-  
হেতেহস্ত স্বশব্দাঃ । স্যাদেতৎ । আয়তনায়তনবস্তাবঃ সৰ্ব্বং ব্রহ্মৈতি চ  
সামানাধিকরণ্যং হিরণ্যগর্ভেহুপ্যুপপদ্যতে । তথা চ স এবাত্মাহবৃত্তস্য  
সেতুরিত্যাশঙ্ক্য ঐতিবাক্যেন সাবধারণেনোত্তরমাহ—“তত্রায়তনায়তন-  
বস্তাবশ্রবণা”দিতি । বিকাররূপেহনৃত্তেহনির্কীচ্যেহভিসন্ধোহভিসন্ধানং যন্ত  
স তথোক্তঃ । ভেদপ্রপঞ্চং সত্যমভিমন্যমান ইতি যাবৎ । তস্যাপবাদো-

সমস্তই ব্রহ্ম ও অনৃত । যাহা পূর্বে তাহা ব্রহ্ম, যাহা পশ্চিমে তাহা ব্রহ্ম,  
যাহা দক্ষিণে তাহা ব্রহ্ম, যাহা উত্তরে তাহাও ব্রহ্ম ।” [ তত্র...আত্মানমিতি ]  
প্রদর্শিত ঐতিহ্যে ব্রহ্মের সহিত জগতের আশ্রয়াশ্রয়িতাব কথিত হওয়ার  
এবং “সৰ্ব্বং ব্রহ্ম” ঐতিহ্যে ব্রহ্ম-জগতের অভেদ নির্দেশ থাকায় আশঙ্কা  
হইতে পারে, বৃক্ষ এক হইলেও তাহা যেমন শাখা, স্কন্ধ ও মূল প্রভৃতির  
দ্বারা নানা ( বিভিন্নপ্রকার বা অবয়ব থাকায় বিভিন্ন ), সেইরূপ,  
আত্মা এক হইলেও উক্তপ্রকারে নানা বা বিচিত্র হইলেও হইতে পারে ।  
এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ঐতিহ্য বলিয়াছেন, “এক ।” আত্মা এক বা একরূপ  
( একরস ), ইহা জানিবে । [ এতদ্বক্তং...দিশ্রুতে ] উক্ত ঐতিহ্য বলিতেছেন,  
আত্মাকে জ্ঞানপ্রপঞ্চবিশিষ্ট বিচিত্র বা বিভিন্ন বলিয়া জানিও না । জ্ঞানের  
দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চ লয় কর, করিয়া তৎসমুদায়ের আধার  
অখণ্ডেকরস পরমাত্মাকে জান । যাহাতে অমুক তাহা আন বলিলে শ্রোতা

রতনভূতশ্চৈবৈকরসস্তাত্মনো বিজ্ঞেয়ত্বমুপদিশ্যতে । বিকারা-  
নৃত্যভিসম্বন্ধস্ত চাপবাদঃ শ্রুয়তে, যুতোঃ স যুত্যাশ্রয়তি  
য ইহ নানৈব পশ্যতি ইতি । সৰ্ব্বং ব্রহ্মৈতি তু সামান্যধি-  
করণ্যং প্রপঞ্চবিলাপনার্থং নানৈকরসতাপ্রতিপাদনার্থম্ । স  
যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহুঃ কুৎস্নো রসঘন এব এবং বা  
অরেহয়মাত্মাহনন্তরোহবাহুঃ কুৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব, ইত্যেক-  
রসতাপ্রবণাৎ । তস্মাদ্ভ্যুভাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম । যত্নুক্তং  
সেতুশ্রুতে: সেতোশ্চ পারবত্ত্বোপপত্তেব্রহ্মণোহর্থান্তরেণ  
ভ্যুভাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিতি, অত্রোচ্যতে । বিধরণত্বমাত্র-  
মত্র সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবত্ত্বাদি । ন হি মুদার-

দোষঃ শ্রুয়তে । “যুতো” রিতি । “সৰ্ব্বং ব্রহ্মৈতি ত্বি”তি । যৎ সৰ্ব্বমবিদ্যা-  
রোপিতং তৎ সৰ্ব্বং পরমার্থতাব্রহ্ম । ন তু যদব্রহ্ম তৎ সৰ্ব্বমিত্যর্থঃ ।

যেমন তদাধার আসন আনে, ব্যক্তি আনে না, শ্রুতিও সেইরূপ প্রপঞ্চাধার  
অদ্বয় আত্মা জানিতে বলেন, প্রপঞ্চ জানিতে বলেন না । [ বিকারা...  
ব্রহ্ম ] শ্রুতি বলিয়াছেন, বিকার অর্থাৎ জন্যপদার্থ মিথ্যা, তাহাতে যে  
আত্মবুদ্ধি তাহা নির্দিষ্ট । যথা—“যে ব্যক্তি অষ্টৈকরস অদ্বয় আত্মায়  
( আপনাতে ) নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ অনুভব করে, সে যুত্যাশ্রয় হয় ।”  
“এ সমস্তই ব্রহ্ম” এই একত্ববাদ ( প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ উক্তি )  
প্রপঞ্চবিলয়ের জন্য কথিত, একরসতা প্রতিপাদনের জন্য নহে । এক-  
রসতা প্রতিপাদক বাক্য এই—“যেমন লবণপিণ্ড অন্তরে ও বাহিরে  
এক অর্থাৎ একরস, রসান্তরশূন্য, সেইরূপ, এই আত্মা অন্তরে ও বাহিরে  
এক বা একরস ( রসান্তরশূন্য অর্থাৎ চিদেকরস বা কেবল চিৎ ) । তিনি  
চিদমন ও পূর্ণ ।” অতএব, তাদৃশ ব্রহ্মই দ্যুলোক প্রভৃতির আয়তন, ইহা  
সিদ্ধ হইল । [ যৎ...ব্যুৎপত্তে: ] বলিয়াছিলে, সেতু-শব্দ থাকায় অভী-  
প্সিত আয়তন ব্রহ্ম নহে, অপার ( অসীম ) ব্রহ্মকে পারবান্ বা সসীম  
বলিবার সম্ভাবনা কি ? এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি । শ্রুতি পারবান্  
অর্থ বলিবার অভিপ্রায়ে সেতু-শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, মাত্র বিধরণ  
( ধরিয়া রাখা অর্থাৎ আধারভাব ) বলিবার ইচ্ছায় ঐ শব্দ বলিয়াছেন ।

ময়ো লোকে সেতুর্দৃষ্ট ইত্যত্রাপি মূদারুময় এব সেতুরভ্যু-  
পগম্যতে । সেতুশব্দার্থোহপি বিধরণত্বমাত্রমেব ন পার-  
বত্বাদি । যিঞো বন্ধনকর্ষণঃ সেতুশব্দব্যুৎপত্তেঃ । অপর  
আহ, তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমিতি যদেতৎ সংকীৰ্ত্তিত-  
মাত্মজ্ঞানং দৃষ্টেতৎ অন্যা বাচো বিমুক্তথেতি বাগ্মিমোচনং  
তদত্রায়তত্বসাধনত্বাদয়তস্যৈব সেতুরিতি সেতুশ্রুত্যা সংকী-  
ৰ্ত্ত্যতে ন তু ছদ্ভাদ্যায়তনম্ । তত্র যদুক্তং সেতুশ্রুতেত্রাক্ষণো-  
হর্থান্তরেণ ছদ্ভাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিত্যেতদযুক্তম্ ॥ ১ ॥

“অপব আহ” ইতি । নাহত্র ছদ্ভাদ্যায়তনস্য সেতুতা যেন পাববত্তা স্যাৎ,  
কিন্তু জ্ঞানথেতি যজ্ জ্ঞানং কীৰ্ত্তিতং, যচ্চ বাচোবিমুক্তথেতি বাগ্মিমোচঃ,  
তস্যায়তত্বসাধনত্বেন সেতুতোচ্যতে । তচ্চোভয়মপি পাববদেব । ন চ  
প্রাধান্যাদেব ইতি সৰ্ব্বনাশা ছদ্ভাদ্যায়তনমাত্মৈব পরানুশ্রুতে ন তু তজ্জ্ঞান-  
বাগ্মিমোচনে ইতি সাম্প্রতম্ । বাগ্মিমোচনাত্মজ্ঞানভাবনায়োরিব বিধেয়ত্বেন  
প্রাধান্যং । আত্মনস্ত দ্রব্যসাব্যাপারতয়াহাবিধেয়ত্বাৎ । বিধেয়স্য ব্যাপার-  
সৈব ব্যাপাববতোহয়তত্বসাধনত্বাৎ । ন চেদমৈকান্তিকং যৎ প্রধানমেব  
সৰ্ব্বনাশা পরানুশ্রুতে । কচিদযোগ্যতয়া প্রধানমুৎসৃজ্য যোগ্যতয়া গুণোহপি  
পরানুশ্রুতে ।

লোকে মৃগয় ও কাষ্ঠময় সেতু ( সাঁকো = পাবগমনের পথ ও জল কাঁধিয়া  
রাখিবার আলি ) দেখিয়াছ বলিয়া এ সেতুকেও কি মৃগয় ও কাষ্ঠময়  
বলিতে পাবিবে ? তাহা পারিবে না । বন্ধনার্থ যি-ধাতু-নিষ্পন্ন সেতু শব্দের  
মুখ্য অর্থ বিধরণ । পারগামিত্ব অর্থটা ব্যুৎপত্তিগত নহে । [ অপর...  
যুক্তম্ ] বৃত্তিকাব বলিয়াছেন, “সেই একই আত্মাকে জ্ঞান” এই যে  
একাত্মবিজ্ঞানের উপদেশ আছে এবং “অন্য কথা ত্যাগ কর” এই যে বাক্য  
ত্যাগের বিধান আছে, এই মৌন ও ঐ একাত্মবিজ্ঞান অমৃতের অর্থাৎ  
মোক্শের সেতু বা উপায় । অতএব, আয়তনকে সেতু বলা হয় নাই, জ্ঞানকে  
ও জ্ঞানসাধন মৌনকে সেতু বলা হইয়াছে । বৃত্তিকারের এবিধি ব্যাখ্যাতেও  
উক্ত আপত্তি ( সেতু শব্দ থাকার অভীপ্সিত আয়তন ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি )  
অযুক্ত অর্থাৎ স্থানপ্রাপ্ত হয় না ।

## মুক্তোপন্যাস্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥ \*

ইতচ্চ পরমেব ব্রহ্ম হ্যভ্যাদ্যায়তনং যস্মান্মুক্তোপন্যাস্য-  
তাহস্য ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যতে । মুক্তৈরুপন্যাস্যং মুক্তোপ-  
ন্যস্যম্ । দেহাদিধনাত্মস্বহমস্মীত্যাভ্যুদ্বিগ্নবিদ্যা, ততস্তৎ-  
পূজনাদৌ রাগস্তৎপরিভবাদৌ চ দ্বেষঃ, তদ্বচ্ছেদদর্শনাদ্ভয়ং  
মোহশ্চেত্যেবময়মনস্তভেদোহনর্থব্রাতঃ সন্ততঃ সর্বেষাং নঃ  
প্রত্যক্ষঃ, তদ্বিপর্যয়েণাবিদ্যারাগদ্বেবাদিদোষমুক্তৈরুপন্যাস্যং  
গম্যমেতদিত্যি হ্যভ্যাদ্যায়তনং প্রকৃত্য ব্যপদেশো ভবতি ।  
কথম্ । ভিদ্ধ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্ধ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

ইতু্যুক্ত্বা ব্রবীতি, তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং  
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ইতি । ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপন্যাস্যত্বং  
প্রসিদ্ধং শাস্ত্রে—

হ্যভ্যাদ্যায়তনং প্রকৃত্যাবিদ্যাাদিদোষমুক্তৈরুপন্যাস্যং ব্যপদিশ্যতে—  
‘ভিদ্ধ্যতে হৃদয়গ্রন্থি’রিত্যাदिना । তেন তৎ হ্যভ্যাদ্যায়তনবিষয়মেব ।  
ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপন্যাস্যত্বং—‘যদা সৰ্ব্বৈ প্রমুচ্যন্ত’ ইত্যাদৌ প্রত্যক্ষত্বৈ প্রসিদ্ধম্ ।  
তস্মাৎ মুক্তোপন্যাস্যত্বং হ্যভ্যাদ্যায়তনং ব্রহ্মণি নিশ্চীয়তে । হৃদয়গ্রন্থি-

জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ; এতদ্ব্যসারে পরব্রহ্ম মুক্তপ্রাপ্য ।  
শাস্ত্রে বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষেরা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় । শাস্ত্রে ব্রহ্মের ঐরূপ  
মুক্তপ্রাপ্ততা অভিধান (কথন) থাকাতেও প্রোক্ত আয়তনের (ত্রৈলোক্য-  
ধারের) ব্রহ্মতা নিশ্চয় হয় । [ দেহা...মস্তি ] দেহ প্রভৃতিতে “অহং =  
আমি” এতরূপ অভিমান বা জ্ঞান থাকার নাম অবিদ্যা । জীব ইহারই  
পূজা অর্থাৎ সেবা করিতে ক্রমে ইহা হইতে জীবের রাগ ও দ্বেষ জন্মে ।  
অর্থাৎ উক্তরূপা অবিদ্যা (অজ্ঞান) হইতে অমুকুল বিষয়ে আসক্তিরূপ

\* মুক্তৈঃ উপন্যাস্যং প্রত্যক্ষেন প্রাপ্যং যদ্বব্রহ্ম অত্র তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাং হ্যভ্যাদ্যায়তন-  
ব্রহ্মণেতি নৃত্যার্থঃ ।—মুক্ত পুরুষেরা যাহাকে আত্ম-অভেদে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রত্যক্ষ  
পরব্রহ্মের উল্লেখ বা উপদেশ থাকার প্রোক্ত আয়তন পরব্রহ্ম বৈ অন্য নহে ।



যদা সর্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্নুতে ॥

ইত্যেবমাদৌ । প্রধানাদীনাস্তু ন কচিন্মুক্তোপস্থপ্যত্বং  
প্রসিদ্ধমস্তি । অপি চ, তমেবৈকং জানথ আত্মানমগ্ণা বাচো  
বিমুক্তথ ইতি বাধিমোকপূর্বকং বিজ্ঞেয়ত্বমিহ দ্যুভাদ্যায়তন-  
সোচ্যতে । তচ্চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মণো দৃষ্টম্—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীত ব্রাহ্মণঃ ।

নানুধ্যায়াদ্বহুং শৃদ্ধান্ বাচো বিপ্লাপনং হি তৎ ॥ ইতি ।

শ্রাবিদ্যারাগদ্বेषভরমোহাঃ । মোহশ্চ বিষাদঃ শোকঃ । পরং হিরণ্যগর্ভা-  
দ্যবরং যস্য তদব্রহ্ম তথোক্তম্ । তস্মিন্ ব্রহ্মণি যৎ দৃষ্টং দর্শনং তস্মিন্ তদধ-

রাগের ও প্রতিকূল বিষয়ে বেবের উৎপত্তি হয় । আবার সে সকলের  
উচ্ছেদ সম্ভাবনায় ভয়ের ও মোহের জন্ম হয় । এইরূপ অসংখ্য অনর্থ-  
ময় অবিদ্যাপ্রভেদ আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ । অর্থাৎ, অনুভবসিদ্ধ ।  
( অভিপ্রায় এই যে, আমরা সকলেই অবিদ্যাবন্ধনে বদ্ধ বা আবৃত আছি ) ।  
যাইরা উহার বিপরীত, যাইরা অবিদ্যাক্রেশবিমুক্ত, রাগদ্বेषাদিরহিত,  
ভাঁহার মুক্ত । এবিধ মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য পরব্রহ্ম, ইহা ঐ প্রকরণে  
কথিত আছে । যথা—“সেই পরাবর পুরুষ বা পরব্রহ্ম দৃষ্ট ( আত্ম-অভেদে  
সাক্ষাৎকৃত ) হইলে হৃদগ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্ম সকল  
( পুণ্য ও পাপ ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।” শ্রুতি এই বলিয়া পুনর্বার বলিয়াছেন,  
“বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নামরূপবিমুক্ত ও দিব্য পরাংপর পুরুষ প্রাপ্ত হন ।”  
( দিব্য = স্বপ্রকাশানন্দ । পরাংপর পুরুষ = ব্রহ্ম । ) অপিচ, শাস্ত্রে ব্রহ্মেরই  
মুক্তপ্রাপ্যতা প্রসিদ্ধ, অন্যের নহে । যথা—“জ্ঞানের পূর্বে সাধকের হৃদয়ে  
কামগ্রন্থি থাকে । জ্ঞান হইলে সে গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায় । তখন সে অমর্ত্য হয়,  
অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হয়, স্তূতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয় ।” এইরূপ এইরূপ শাস্ত্রে  
ব্রহ্মের ভিন্ন প্রধানের অথবা অন্য কিছুর মুক্তপ্রাপ্যতা কথিত নাই ।

[ অপিচ...ব্রহ্ম ] আরও দেখ, উদাহৃত শ্রুতি, বাক্যবর্জনপূর্বক ত্রিলোক-  
ধারকে জানিতে বলিয়াছেন এবং অন্য শ্রুতিও ঐরূপে ব্রহ্ম জানিতে বলি-  
য়াছেন । যথা—“ধীর ব্রাহ্মণ ভাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞা ( নিরন্তর অহং  
ব্রহ্মস্মি বাক্যের অর্থাত্মসন্ধান ) করিবেন । কেবল মহাবাক্যরূপ অঙ্গশব্দের

তস্মাদপি দ্ব্যভাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম । যথা ব্রহ্মণঃ প্রতি-  
পাদকো বৈশেষিকো হেতুর্ত্তো নৈবমর্থান্তরস্ত বৈশে-  
ষিকো হেতুঃ প্রতিপাদকোহস্তীত্যাহ— ॥ ২ ॥

### নানুমানমতচ্ছদাৎ ॥ ৩ ॥\*

নানুমানং সাংখ্যস্মৃতিপরিকল্পিতং প্রধানমিহ দ্ব্যভাদ্যায়তন-  
ত্বেন প্রতিপত্তব্যম্ । কস্মাৎ । অতচ্ছদাৎ । তস্যাচেতনস্য  
প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ শব্দস্তচ্ছদো ন তচ্ছদোহতচ্ছদঃ ।  
ন হ্যত্রোচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ কশ্চিচ্ছদোহস্তি  
যেনোচেতনং প্রধানং কারণত্বেনায়তনত্বেন বাহবগম্যতে ।

মিতি বাবৎ । যথা ‘চন্দ্রনি দ্বীপিনং হস্তী’তি চন্দ্রার্থমিতি গম্যতে । নাম-  
রূপাদিত্যংগ্যবিদ্যাভিপ্রায়ম্ । ‘কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতা’ ইতি কামা ইত্য-  
হবিদ্যামুপলক্ষয়তি ।

অনুশীলন করিবেন, যথা বহুশব্দের অনুধ্যান ( অনুশীলন ) করিবেন না ।  
বহুশব্দের অনুধ্যানে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হয় না ।”)  
পূর্বশ্রুতির সহিত এ শ্রুতির একবাক্যতা করিলে আয়তনশ্রুতিস্থ আয়-  
তনের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইবে ।

[ যথা...ত্যাং ] যেমন ব্রহ্মপ্রতিপাদক অসাধারণ হেতু আছে, সেরূপ,  
হেতু অন্য পক্ষে নাই, ইহা বলিবার জন্যই ও সূত্র বলিতেছেন ।

প্রস্তাবিত আয়তনকে আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যকল্পিত প্রধান বলা  
উচিত নহে । হেতু এই যে, ঐ স্থানে বা ঐ প্রকরণে প্রধানবোধক শব্দ  
নাই । অচেতন প্রধান ( প্রকৃতি ) প্রতিপাদন করে, বুঝায়, এমন  
কোন শব্দ নাই ; প্রত্যুত চেতনপ্রতিপাদক শব্দ আছে । যথা—“যিনি

\* নানুমানং সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানমিহ দ্ব্যভাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্যম্ ।- তস্য  
প্রধানস্য বোধকঃ শব্দস্তচ্ছদঃ । ন তচ্ছদোহতচ্ছদঃ । কস্মাৎ । বতঃ প্রধানপ্রতিপাদকঃ  
শব্দঃ অস্মিন্ প্রকরণে নাস্তি তত ইত্যর্থঃ ।—অচেতন প্রধান বুঝায়, এমন কোন শব্দ ঐ  
প্রস্তাবে নাই । সুতরাং আয়তন-শব্দে অনুমানগম্য আত্মা ও প্রকৃতি গৃহীত হইতে পারে  
না ।

তদ্বিপরীতস্য চেতনস্য প্রতিপাদকশব্দোহত্রাস্তি, যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ ইত্যাদিঃ । অতএব ন বায়ুরপীহ দ্ব্যভাদ্যায়তন-  
ত্বেনাশ্রীয়তে ॥ ৩ ॥

## প্রাণভূচ্চ ॥ ৪ ॥ \*

যদ্যপি প্রাণভূতো বিজ্ঞানাত্মন আত্মত্বং চেতনত্বঞ্চ সম্ভ-  
বতি তথাহ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নজ্ঞানস্য সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদ্যসম্ভবে সত্য-  
ত্বেন্নাদেবাতচ্ছব্যাং প্রাণভূদপি ন দ্ব্যভাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়ি-  
তব্যঃ । ন চোপাধিপরিচ্ছিন্নস্যাহবিভোঃ প্রাণভূতো দ্ব্যভা-

নাত্মানমিত্যুপলক্ষণং, নাব্যাকৃতমিত্যপি দ্রষ্টব্যং, হেতোরুভয়ত্রাপি  
সাম্যাৎ ।

চেনাহতচ্ছবদ্বয়ং হেতুরমুকুচ্যতে । কথঞ্চ ভাব্যকুং হেতুমাহ । “ন  
চোপাধিপরিচ্ছিন্নস্য” ইতি । “ন সম্যক্ সম্ভবতি” নাজসমিত্যর্থঃ । ভোগ্য-  
ত্বেনহি আয়তনত্বমতিরীষ্টম্ । স্যাদেতৎ । যদ্যতচ্ছবাদিত্যত্রাপি হেতু-  
রমুকুচ্যেব্যো হস্ত কস্মাৎ পৃথগ্‌যোগকরণং, যাবতা ন প্রাণভূদনুমানো ইত্যেক

সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ ।” ইত্যাদি । এই সকল যুক্তিতে বায়ুও নিরাকৃত  
হইতেছে অর্থাৎ বায়ুকেও প্রোক্ত আয়তন বলিতে পার না ।

প্রাণভূৎ শব্দে জীব । জীব, আত্মা ও চেতন হইলেও তাহার জ্ঞান  
পরিচ্ছিন্ন । জীব উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হুতরাং তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন ।  
পরিচ্ছিন্নজ্ঞান জীবের সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সৰ্ব্ববিদ্য অসম্ভব । এই কারণে তাদৃশ  
জীব প্রোক্ত-আয়তন-শব্দের বোধ্য বা গ্রাহ্য নহে । যে উপাধিপরিচ্ছিন্ন,  
অব্যাপক, কিরণে তাহাকে সম্পূর্ণ ও সৰ্ব্বাধার বলিবে ? সম্ভাবনাই  
বা কি ? সম্ভাবনা নাই । আয়তন-ক্রতির জীববোধকতা নিরাসক পর  
স্বত্বগুলি সূক্ষ্ম হইবে ভাবিয়া স্বত্রকার চতুর্থ স্বত্রটিকে তৃতীয়স্বত্রের যোগে

\* প্রাণভূচ্চ জীবোহপি ন দ্ব্যভাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্য ইতি শেবঃ ।—জীব লোকা-  
য়তন, ইহাও বুঝিও না । জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন, হুতরাং জীব  
অসৰ্ব্বজ্ঞ, অসৰ্ব্ববিদ বলিয়া সৰ্ব্বলোকায়তন নহে ।

দ্যায়তনত্বমপি সম্যক্ সম্ভবতি । পৃথগ্যোগকরণমুক্তরার্থম্ ।  
কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ ? ॥ ৪ ॥

### ভেদব্যাপদেশাৎ ॥ ৫ ॥ \*

ভেদব্যাপদেশেহ ভবতি, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্  
ইতি জ্ঞেয়জ্ঞাতৃভাবেন । তত্র প্রাণভৃৎ তাবৎ মুমুক্শ্বজ্জ  
জ্ঞাতা পরিশেষাদাত্মশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং দ্যুভাদ্যায়তন-  
মিতি গম্যতে । কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভাদ্যায়তনত্বেনা-  
শ্রয়িতব্যঃ ? ॥ ৫ ॥

এব যোগঃ কস্মিন্ন কৃত ইত্যত আহ।—“পৃথগি”তি । ভেদব্যাপদেশাদিত্যা-  
দিনা হি প্রাণভৃদেব নিষিধ্যতে, ন প্রধানং, তচ্চৈকযোগকরণে হুর্কিঞ্জানং  
স্যাদिति ।

বদ্যপি বিশুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মৈবাত্র জ্ঞেয়স্তথাপি জীবস্বাকারেণ জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়াদ্-  
ভেদাৎ ন জ্ঞেয়রূপত্বমিত্যর্থঃ । এবঞ্চ জীবত্বলিঙ্গবিশিষ্টত্বেন জীবস্য দ্যুভাদি-  
বাক্যার্থত্বং নিরস্য তেন শুদ্ধরূপেণেতি মন্তব্যম্ । ( ইতি বহুপ্রভা ) ।

( এক সঙ্গে বা এক হুত্র করিয়া ) না বলিয়া পৃথক্ বলিয়াছেন । কি জন্য  
জীব দ্যুলোকাদির আয়তন ( আধার ) নহে ?

ভেদব্যাপদেশ অর্থাৎ ভেদোক্তি আছে । ভেদোক্তি থাকায় জীব  
দ্যুলোকাদির আধার নহে । “সেই অল্পর আত্মাকে জান,” এই বাক্যে  
জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভাব বর্ণিত বা উপদিষ্ট হওয়ায় যাহা জ্ঞেয়, শ্রুতি বাহ্যকে  
জানিতে বলিতেছেন, তাহা জ্ঞাতা হইতে অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন, ইহা  
প্রতিপন্ন হয় । জীব মুমুক্শু, মুক্তি-ইচ্ছা করে, সুতরাং শ্রুতি তাহাকে আত্মা  
জানিতে বলিয়াছেন । জীব আত্মাকে ( আপনাকে ) জানিবেক, এই  
কথার দ্বারা বুঝা গেল, জীব জ্ঞাতা, আত্মা তাহার জ্ঞেয় । এবং ইহাও  
বুঝা গেল যে, জীবজ্ঞেয় আত্মা জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা, সুতরাং পরমাত্মাই  
দ্যুলোকাদির আয়তন ।

\* ভেদব্যাপদেশাৎ ভেদোক্তেজ্ঞেয় জ্ঞাতৃভাবেনৈতি বাবৎ।—ভেদ বা ভিন্নত্বাব  
ধিকার জীব লোকায়তন নহে । ( ভাষ্য দেখ, পরিহার অর্থ পাইবে ) ।

## প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥ \*

প্রকরণক্ষেদং পরমাত্মনঃ, কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব-  
মিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানাপেক্ষ-  
ণাৎ । পরমাত্মনি হি সর্বাশ্চকে বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং  
স্যাৎ, ন কেবলে প্রাণভূতি । কুতশ্চ ন প্রাণভূদ্ দ্যুভা-  
দ্যায়তহেনাশ্রয়িতব্যঃ ? ॥ ৬ ॥

## স্থিত্যদনাভ্যাক্ষ ॥ ৭ ॥ †

দ্যুভাদ্যায়তনঞ্চ প্রকৃত্য, দ্বা স্থপর্ণা সমুজ্জা সখায়া,  
ইত্যত্র স্থিত্যদনে নির্দিশ্যেতে । তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বতি

---

ন খলু হিরণ্যগর্ভাদিষু জ্ঞাতেষু সর্বং জ্ঞাতং ভবতি কিন্তু ব্রহ্মণ্যেবেতি ।

যদি জীবোহিরণ্যগর্ভোবা দ্যুভাদ্যায়তনং ভবেৎ, ততস্তৎ প্রকৃত্য, অন-  
ল্পন্যোহিচিচাকশীতীতি পরমাত্মাভিধানমাকস্মিকং প্রসজ্যেত । ন চ

---

জীব যে আয়তন-শ্রুতির বোধ্য নহে, তাহা প্রকরণবলেও জানা যায় ।  
যে প্রকরণে বা যে প্রস্তাবে আয়তন-শ্রুতি কথিত আছে, সে প্রকরণ  
পরমাত্মার প্রকরণ । হেতু এই যে, উহার পূর্বে অর্থাৎ প্রারম্ভে, “হে  
ভগবন্! কোন্ বস্তু জানিলে এ সমস্ত জানা হয়,” এইরূপ বাক্যে এক-  
জ্ঞানে সর্বজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা আছে । পরমাত্মা সর্বাশ্চক সূত্রাৎ  
পরমাত্মা জানিলে সব জানা হয় ।) জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন বলিয়া সর্বাশ্চক  
নহে ; সূত্রাৎ তজ্জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না ।) জীব যে সর্বলোকাশ্রয়  
নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে । সে অন্য হেতু এই—

ঐ প্রকরণে বা ঐ প্রস্তাবে অভিহিত আছে, “এক বৃক্ষে (দেহে) হুই  
পক্ষী (আত্মা) আছে । তাহার উভয়ে উভয়ের সখা ও সহযোগী,”  
ইহারই পরে ঐ হু-এর একের স্থিতি (উদাসীনতা) ও অপরের ভোগ

---

\* প্রকরণাৎ পরমাত্মপ্রকরণাৎ অপি ।—ঐ প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ সূত্রাৎ তদ্ব্যপে-  
কপরিপণ্ডিত লোকায়তন পরমাত্মা । ( বিস্তারিত অর্থ ভাব্যবোধ্য দেখ ) ।

† স্থিত্যদনোদাসীনতা, অনন্য কলভোগ, তাত্ত্ব্যমপি ।—উদাসীনভাবে অবস্থান ও  
কলভোগ, এই হু-এর দ্বারাও জীবের অনায়তন্য নিশ্চয় হয় । ( ভাব্য দেখ ) ।

ইতি কৰ্মফলাসনম্, অনশ্বন্নশ্চোহভিচাকশীতি ইত্যোদাসী-  
ন্যোনাবস্থানম্ । তাভ্যাক্ষ স্থিত্যদনাভ্যামীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞো ত্ত্ব  
গৃহ্যেতে । যদি চেশ্বরো দ্যুভাদ্যায়তনত্বেন বিবক্ষিতঃ,  
তস্য প্রকৃতশ্চেশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞাৎ পৃথঞ্চনমবকল্পতে । অন্যথা  
হপ্রকৃতবচনমাকস্মিকমসম্বন্ধং স্যাৎ । নমু তবাপি ক্ষেত্রজ-  
শ্চেশ্বর্যৎ পৃথঞ্চনমাকস্মিকমেব প্রসজ্যেত । ন । তস্যাবিব-  
ক্ষিতত্বাৎ । ক্ষেত্রজ্ঞোহি কর্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতিশরীরং  
বুদ্ধ্যুপাধিকসম্বন্ধো লোকত এব প্রসিদ্ধো নাসৌ ত্রুত্যা  
তাৎপর্যেণ বিবক্ষ্যতে । ঈশ্বরস্ত লোকতোহপ্রসিদ্ধত্বাৎ

হিরণ্যগৰ্ভ উদাসীনঃ, তস্যাপি ভোক্তৃত্বাৎ । ন চ জীবাত্মৈব দ্যুভাদ্যায়তনং,  
তথা সতি স এবাত্ত্ব কথ্যতে তৎকথনায় চ ব্রহ্মাপি কথ্যতে, অন্যথা, সিদ্ধান্তে-  
হপি জীবাত্মকথনমাকস্মিকং স্যাদিতি বাচ্যম্ । যতোহনধিগতার্থাববোধন-  
শ্বরসেনান্নায়েন প্রাণভৃশ্চাত্ত্বপ্রসিদ্ধজীবাত্মাধিগমায়াহত্যন্তানবগতমলৌকিকং

কথিত হইয়াছে । যথা—“ঐ দু-এব মধ্যে একটি সুস্বাদু পিপ্পল ( কৰ্মফল )  
ভক্ষণ করে, অপবটি ভক্ষণ কবে না, কেবল প্রকাশ করিতে থাকে ।”  
প্রথম বাক্যে ফলভক্ষণ এবং পরবাক্যে স্থিতি বা ঔদাসীন্য উক্ত আছে ।  
ফলভোগ ও স্থিতি ( উদাসীনভাবে অবস্থিতি ) এই দুই উক্তিব দ্বারা ঐ  
স্থানে জীব ও ঈশ্বর গৃহীত হন । [ যদি...স্যাৎ ] যদি ঈশ্বরকেই দ্যুলোকা-  
দির আয়তন বলা প্রতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে অর্থাৎ  
প্রকরণপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে জীব হইতে পৃথক্ বলা সঙ্গত হয় । অন্যথা,  
ঐ পৃথক্ উক্তি অপ্রাসঙ্গিক, আকস্মিক ও অসম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হইবেক ।  
[ নমু...যুক্তম্ ] যদি বল, জীবকে ঈশ্বর বলিলেও ঐ দোষ হইতে পারে,  
ইহাতে আমি বলি, জীব বলা ( জীবভাব বুঝান ) ঐ প্রতির বিবক্ষিত অর্থাৎ  
অভিপ্রেত নহে । জীব প্রতিশরীরে বুদ্ধিসংগঠিত, তৎপ্রযুক্ত তিনি আমি  
কর্তা—আমি করিতেছি—আমি ভোক্তা—আমি ভোগিতেছি, ইত্যাদি  
প্রকারে প্রসিদ্ধ, বাহ্য প্রসিদ্ধ, সৰ্ববিদিত, যাহাকে সকল লোকে জানে,  
প্রতি তাহা বলিবেম কেন ? তাহা বিবক্ষিত নহে । ঈশ্বর অপ্রসিদ্ধ  
বা লৌকিক-জ্ঞানের অবিষয়, সুতবাং ঈশ্বরই প্রতির বিবক্ষিত ও তাৎপর্য-

ঐত্যাং তাৎপর্যেণ বিবক্ষিত ইতি ন তস্মাকস্মিকবচনং  
যুক্তম্ । ওহাং পুৰিষ্ঠাবাঙ্গানৌ হি ইত্যত্রোপেত্যতদর্শিতম্,  
ত্বা সুপর্ণেত্যস্যামৃচীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে ইতি । যদাহপি  
পৈঙ্গুপনিষৎকৃতেন ব্যাখ্যানেনাস্যামৃচি সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে  
তদাহপি ন বিরোধঃ কশ্চিৎ । কথং প্রাণভূদিহ ঘটাদিচ্ছিদ্র-  
বৎ সত্ত্বাভ্যুপাধ্যভিমানিহ্নেন প্রতিশরীরং গৃহমাণো ছ্যভা-  
দ্যায়তনং ন ভবতীতি প্রতিমিধ্যতে । যন্ত সর্বশরীরেষু-  
পাধিভির্বিনোপলক্ষ্যতে পর এব স ভবতি । যথা ঘটাদি-  
চ্ছিদ্রাণি ঘটাদিভিরূপাধিভির্বিনোপলক্ষ্যমাণানি মহাকাশ  
এব ভবন্তি তদ্বৎ প্রাণভূতঃ পরস্মাদন্যত্মানুপপত্তেঃ প্রতি-  
ষেধো নোপপদ্যতে । তস্মাৎ সত্ত্বাভ্যুপাধ্যভিমানিন এব ছ্যভা-

ত্রজ্ঞাববোধাত ইতি সুভাষিতম্ । “যদাপি পৈঙ্গুপনিষৎকৃতেন ব্যাখ্যা-  
নেন” ইতি । তত্র হনুশ্লগ্নন্যোহভিচাক্ষীতীতি জীব উপাধিরহিতেন রূপেণ  
তদ্বৎস্বভাব উদাসীনোহভোক্তা দর্শিতঃ । তদর্থমেবাহচেতনস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্যা-  
হুপাবমার্থিকং ভোক্তৃত্বমুক্তম্ । তথা চেৎসত্ত্বং জীবং কথয়তাহ্নেন মন্তবর্ণেন  
ছ্যভাদ্যায়তনং ত্রৈলোক্যে কথিতং ভবতি, উপাধ্যবচ্ছিন্নশ্চ জীবঃ প্রতিষিদ্ধো-

বিষয় হইতে পারেন । অতএব, জীবকে পৃথক রাখিয়া ঈশ্বরবিধান করায়  
আকস্মিকত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ হয় না । [ ওহাং...কশ্চিৎ ] এ কথা  
১ অং, ২ পা, ১২ সূত্রে “দ্বানুপর্ণা” মন্ত্রে বলা হইয়াছে । যদিও ঐ মন্ত্রে  
পৈঙ্গুপনিষৎকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ কব, যদিও পৈঙ্গুপনিষৎ ঐ মন্ত্রে বুদ্ধি-জীব  
পক্ষ বর্ণন করিয়াছেন, করিলেও তাহা ঈশ্বরপ্রতিপাদকতার বিরোধী  
নহে । [ কথং...তনং ] কেন ? কি প্রকারে ? তাহা বলি । আকাশ  
যেমন প্রতিঘটে উপহিত, সেইরূপ, জীবও প্রতিশরীরে বুদ্ধ্যুপহিত ও  
অহং-অভিমানী । জীব পুৰিষ্ঠাবাঙ্গানৌ বলিয়াই ছ্যালোকাদির আশ্রয় বা  
আয়তন হয় না এবং হয় না বলিয়াই ঐতি তাহার সৰ্বলোকায়তনতা  
নিবেদন করিয়াছেন । যিনি শরীরাদি-উপাধি ব্যতিরেকে অথচ শরীরাদি-  
উপলক্ষ্যে লক্ষিত হন, তিনিই পরমাত্মা । যেমন ঘটাদিব্যতিরেকে ঘটাকাশ  
মহাকাশ সমস্ত আকাশ এক মহাকাশ, সেইরূপ, জীবত্বজনক উপাধি

দ্যায়তনত্বপ্রতিষেধঃ। তস্মাৎ পরমেব ব্রহ্ম দ্যুভাদ্যায়তনম্।  
তদেতৎ অদৃশ্যাদিগুণকোধর্মোক্তেঃ, ইত্যনেনৈব সিদ্ধং,  
তস্যৈব হি ভূতয়োনিবাক্যস্য মধ্য ইদং পঠিতং, যস্মিন্  
দ্যোঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ইতি প্রপঞ্চার্থস্ত পুনরুপপত্তম্॥৭॥

**ভূমা স্পন্দাদাদধু।পদেশাৎ। ৮ ॥ \***

ইদং সমামনন্তি, ভূমা ত্বেব জিজ্ঞাসিতব্য ইতি, ভূমানং

ভবতীতি ন পৈঙ্গিত্রাক্ষণ বরোব ইত্যর্থঃ। “প্রপঞ্চার্থ”মিতি। তদ্ব্যপ্যে ন  
পঠিতমিতি কৃত্যচিন্ত্যবেদমধিকরণং প্রবৃত্তমিত্যর্থঃ।

নারদঃ থলু দেবর্ষিঃ কশ্মবিদনাত্মবিস্তর। শোচ্যমানানং মত্তমানো ভগ-  
বন্তমান্বজ্ঞমাজ্ঞানসিদ্ধং মহাযোগিনং সনৎকুমারমুপসাদ। উপসদ্য চোবাচ,  
ভগবন্নাত্মজ্ঞতাজ্ঞানিতশোকসাগরপারমুত্তাবযতু মাং ভগবানিতি। তদুপ-  
পত্ত্য সনৎকুমারেণ নামব্রহ্মেতু্যপাশ্ব ইত্যুক্তে নারদেন পৃষ্টং কিং নান্নোহন্তি  
ভূয় ইতি। তত্র সনৎকুমারস্য প্রতিবচনং বাগ্‌বাব নান্নোভূয়সীতি। তদেবং  
নারদসনৎকুমারয়োভূয়সি প্রপ্লোত্তবে বাগ্‌গিত্তিয়মপক্রম্য মনঃসকলচিন্ত-  
ধানবিজ্ঞানবলাহ্নতোযবায়ুসহিততেজোনভঃস্বরাশাশ্রাণেষু পর্য্যবসিতে।

ব্যতিরেকে এক পবমাত্মা। অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের আত্যন্তিক  
ভিন্নতা অসিদ্ধ বা অমুপপন্ন বলিয়া জীবের ত্রিলোকাস্রবতা নিষিদ্ধ এবং  
পবমাত্মার তাহা সিদ্ধ হয়। [ তদেতৎ ন্যস্তম্ ] এ সিদ্ধান্ত ১ অং, ২ পা,  
২১ শ্লোকে বলা হইলেও তাহার বিস্তৃতি নিমিত্ত পুনর্বার বলা হইল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, “বাহা ভূমা তাহাই জানি।” “হে  
ভগবন্! আমি ভূমা জানিতে ইচ্ছুক।” “বাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না,  
শুনা যায় না, নানাত্ব বা কোনরূপ প্রভেদ নাই, তাহাই ভূমা।” আর,  
“বাহাতে বা যে অবস্থার তেজদর্শন হয় তাহা অন্ন।” (†) এই স্থানে সংশয়

\* ছান্দোগ্যব্রহ্মত্বে ভূমা পরমাত্মেতি বিজ্ঞপ্তম্। গমকমাহ সমিতি। স্পন্দাদঃ  
তত্ত্বগতানং তস্মাৎ অধি উপরি উপদেশাৎ তস্য তুরীয়ত্বকথনাদিতি বাবৎ।—ছান্দোগ্যব্রহ্মত্বে  
যে ভূমা জানিবার কথা আছে, সে ভূমা পরমাত্মা। হেতু এই যে, উপনিষ্ট ভূমাকে স্পৃষ্ট  
যানাতীত অর্থাৎ তুরীয় বলা হইয়াছে। ( পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের তুরীয় নাই )।

(†) ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমার সম্বন্ধীয় একটা আখ্যায়িকা আছে। ঈশ্বর  
সনৎকুমার কবিকে স্তব্ব কি? কিসে স্তব্ব? এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাই সনৎকুমার



ভগবো জিজ্ঞাস ইতি, যত্র নান্নং পশ্যতি নান্নচ্ছণোতি  
নান্নদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যং পশ্যত্যন্যচ্ছণোত্যন্য-  
দ্বিজানাতি তদগ্নম্ ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং প্রাণোভূমা

কর্তব্যাকর্তব্যবিবেকঃ সঙ্কল্পঃ। তস্য কারণং পূৰ্ব্বাপরবিষয়নিমিত্তপ্রয়োজন-  
নিরূপণং চিন্তম্। অরঃ স্বরণম্। প্রাণস্য চ সমস্তক্রিয়াকারককলভেদেন  
পিভাদ্যাশ্বেন চ রথারনাভিদৃষ্টাশ্বেন সৰ্ব্বপ্রতিষ্ঠাশ্বেন চ প্রাণভূত্বদর্শিনো-  
হতিবাদিহেন চ নামাদিপ্রপঞ্চাদাশাস্তাং ভূত্বমুক্ত্যাপ্তিঃ এব নারদেন  
সনৎকুমার একগ্রহেন ‘এব তু বাতিবদতি যঃ সত্যোনাতিবদতীতি’ সত্যাদীন্  
কৃতিপর্যাস্তাহুক্ত্যেপাদিশে, ‘স্বথং হ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য’মিতি। তদুপক্রম্য  
নারদেন ‘স্বথং ভগবো বিজিজ্ঞাসে’ ইত্যুক্তে সনৎকুমারো ‘যো বৈ ভূমা  
তং স্বথ’মিত্যুপক্রম্য ভূমানং ব্যুৎপাদয়াম্ভূব ‘যত্র নান্নং পশ্যতী’ত্যাদিনা।  
তদীদৃশে বিষয়ে বিচার আরভ্যতে। তত্র সংশয়ঃ—কিং প্রাণোভূমা

হয়, ভূমা কি? সনৎকুমার কোন বস্তুকে ভূমা বলিয়াছেন? প্রাণকে ভূমা  
বলিয়াছেন? না পরমাত্মাকে ভূমা বলিয়াছেন? ভূম-শব্দের অর্থ বহু অর্থাৎ  
অনেক। যাহাতে অনেককিছ বা বহুত আছে তাহাই ভূমা। এই ব্যুৎপত্তি  
প্রোক্তবিধ সংশয়ের বীজ। এই বীজ অগ্রিমোক্ত প্রকারে সংশয় উৎপাদন  
করে। যথা—ভূম-শব্দ শুনিবা মাত্র বহু বুঝা যায়। অনন্তর সে বহু কে?  
এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। পরে নিকটস্থ প্রাণ-শব্দ তাহার নিবৃত্তি করে।  
উহারই নিকটে “প্রাণ আশা অপেক্ষা বহু” এইরূপ উক্তি আছে; সুতরাং  
প্রাণই ভূমা, এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ দেখিতে গেলে  
পরব্রহ্মকে ভূমা বলিতে হয়। ঐ প্রস্তাবে বা ঐ প্রসঙ্গে কথিত আছে, আমি  
মহাত্মা ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি, আত্মজ পুরুষ শোকের পার প্রাপ্ত  
হন। হে ভগবন্! আমি অত্যন্ত শোকাকুল; আপনি আমাকে শোকের  
পরপারে লইয়া যাউন।” এ কথার দ্বারা প্রতীতি হয়, নারদজিজ্ঞাস্য ভূমা  
পরমাত্মা। [তত্র...দর্শনাৎ] সন্নিধান বলে প্রাণ ও প্রস্তাবভাৎপর্য্য

নারদকে বলিতেছেন “যাহা অগ্ন, পরিচ্ছিন্ন, তাহা স্বথ নহে। যাহা ভূমা, বহু বা বহুৎ,  
তাহাই স্বথ।” অনন্তর নারদ বলিলেন, “ভূমা কি তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক।” নারদের  
ইদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া সনৎকুমার ভূমার উপরোক্ত লক্ষণ বলিলেন এবং ভূম-ব্রহ্ম বুঝাইবার  
জন্য যাহা ভূমা নহে তাহাও বলিলেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, অবৈতই ভূমা এবং বৈতই  
অগ্ন। অবৈতলক্ষণ ভূমা বুঝাইবার জন্যই এই ৮ শ্লোক ও বিচার প্রবৃত্ত হইয়াছে।

স্যাৎ আহোস্থিৎ পরমাশ্বেতি । কৃতঃ সংশয়ঃ । ভূমেতি  
 তাবদ্ বহুত্বমভিধীয়তে । বহোলোপো ভূ চ বহোঃ,  
 (পা০৬।৪।১৫৮) ইতি ভূশব্দস্য ভাবপ্রত্যয়ান্ততান্মরণাৎ ।  
 কিমাত্মকং পুনস্তদ্বহুত্বমিতি বিশেষাকাজ্জয়াং, প্রাণো বা  
 আশায়া ভূয়ান্ ইতি সন্নিধানাৎ প্রাণো ভূমেতি প্রতিভাতি ।  
 তথা, ঋতং হ্যেব মে ভগবদ্শেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিৎ  
 ইতি, সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য  
 পারং তারয়তু ইতি প্রকরণোক্তানাং পরমাত্মা ভূমা ইত্যপি  
 প্রতিভাতি । তত্র কস্যোপাদানং ন্যায্যং কস্য বা হানমিতি  
 ভবতি সংশয়ঃ । কিস্তাবৎপ্রাপ্তং । প্রাণোভূমেতি । কস্মাৎ ।  
 ভূয়ঃপ্রপ্নপ্রতিবচনপরম্পরাদর্শনাৎ । যথা হি, অস্তি ভগবো

স্যানাহো পরমাশ্বেতি । ভাবতবিত্তোক্তাদাত্ম্যবিবক্ষয়া সামান্যধিকরণ্য  
 সংশয়স্য বীজমুক্তং ভাষ্যকৃত্য । তত্র—

এতস্মিন্ গ্রন্থসন্দর্ভে বহুত্বভূয়সোহন্যতঃ ।

উচ্যমানস্ত তদুচ্যতে অগ্নপূর্বকম ॥

ন চ প্রাণাৎ কিং ভূয় ইতি পৃষ্টং, নাপি ভূমা বা ইয়াৎ ভূয়ানিতি প্রত্যা-  
 ক্তম । তস্মাৎ প্রাণভূয়ত্বাভিধানানন্তরমপৃষ্টেন ভূমোচ্যমানঃ প্রাণস্যৈব  
 ভবিতুমর্হতি । অপি চ ভূমেতি ভাবো ন ভবিতারমন্তরেণ শক্যো নির-  
 পয়িতুমিতি ভবিতারমণেকমাণঃ প্রাণস্যানন্তর্য্যেণ বুদ্ধিসন্নিধানাৎ তমেব  
 ভবিতারং প্রাপ্য নিবৃণোতি । যস্যোভয়ং হবিরাগ্নিমাজ্জে দিত্যজ্ঞাস্তিবিবর্ত্তং  
 হবিঃ । যথাহঃ ।—“স্ব্যামহে হবিষা বিশেষণ”মিতি । ন চাত্মনঃ প্রকরণা-  
 দাত্মৈব বুদ্ধিস্থ ইতি তস্যৈব ভূমা স্যাদিতি যুক্তম্ । সনৎকুমারস্য নাম-  
 ব্রহ্মেতাপাশ্বেতি প্রতীকোপদেশকপেণোক্তরেণ নারদপ্রসঙ্গ্যপি তদ্বিবরণেক  
 পরমাত্মোপদেশপ্রকরণস্যাহুত্বানাৎ । অতদ্বিবরণে চোক্তস্য প্রোক্তোক্তরে-

বলে ব্রহ্ম এই বিবিধ বস্তু উপস্থিত হওয়ার ভূমা কি ? তাহা স্থির হয় না ;  
 প্রত্যা ত সংশয় হয় । সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ । ঐ স্থানের প্রোক্তোক্তর দেখিলে  
 প্রথমতঃ বা পূর্বপক্ষে প্রাণের ভূমক অস্বীকৃত হয় । [যথা...সম্ব্যতে]  
 প্রপ্নপ্রতিবচন যথা—নাবদ প্রপ্ন করিলেন, “ভগবন্! নাম হইতে বহ

নাম্নো ভূয় ইতি, বাখ্যাব নাম্নো ভূয়সী ইতি। তথা, অস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি, মনো বাব বাচো ভূয় ইতি চ নামাদিত্যো হ্যাপ্রাণাৎ ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহঃ প্রবৃত্তঃ, নৈবং প্রাণাৎ পরং ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনং দৃশ্যতে। অস্তি ভগবঃ প্রাণাভূয় ইতি, অদো বাব প্রাণাভূয় ইতি প্রাণমেব তু নামাদিত্য আশাস্তেভ্যো ভূয়াংসং, প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্ ইত্যাদিনা সপ্রপঞ্চযুক্তা প্রাণদর্শিনশ্চাতিবাদিত্বং, অতিবাদ্যসি ইতি, অতিবাদ্যস্মীতি ক্রয়ান্নাপহ্নুৱীত ইত্যভ্য-  
নুজ্জায়, এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি ইতি

রৈর্যধিকরণেন বিপ্রতিপত্তেব প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। তন্মাদসতি প্রকবেণ প্রাণস্যানন্তর্য্যাত্তসৌব ভূমেতি যুক্তম্। তদেতৎ সংশয়বীজং দর্শয়তা ভাষ্য-  
কারেণ স্ফুটিতং পূৰ্ণপক্ষসাধনমিতি ন পুনরুক্তম্। ন চ ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নাৎ পরমাত্মৈব নাবদেন জিজ্ঞাসিত ইতি যুক্তম্। প্রাণোপদেশানন্তরং তস্যো-  
পরমাৎ। তদেবং প্রাণ এব ভূমেতি স্থিতে যদ্বদ তদ্বিরোধাপাততঃ প্রতি-  
ষ্ঠাতি তত্তদনুগতয়া নেয়ং নীতঞ্চ ভাষ্যকৃতা। স্যাদেতৎ। এষ তু  
বাতিবদতীতি তু-শব্দেন প্রাণদর্শিনোহতিবাদিত্বং ব্যবহৃত্য সত্যেনাতি-  
বাদিনঃ বদন্ কথং প্রাণস্য তুমানমভিদধীতেত্যত আহ।—“প্রাণমেব  
সি”তি। “প্রাণদর্শিনশ্চাতিবাদিত্ব”মিতি। নামাদ্যাশাস্তমতীত্য বদন-

আছে?” প্রতিবচন—“বাক্য নাম হইতে বহ।” প্রশ্ন—“বাক্য হইতে  
বহ আছে?” প্রতিবচন—“মন বাক্য হইতে বহ।” এইরূপ এইরূপ, নাম  
হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত যেরূপ বা যেভাবেব প্রশ্ন প্রতিবচন দেখা যায়,  
প্রাণ হইতে বহ আছে কি না, এ সম্বন্ধে সেরূপ বা সে-ভাবেব প্রশ্নপ্রতি-  
বচন দেখা যায় না। “প্রাণ হইতে বহ কি?” এইরূপ প্রশ্ন আছে বটে;  
কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে “ইহাই প্রাণ হইতে বহ” এইরূপ কথা আছে। এই  
প্রশ্নোত্তরপ্রবাহ, নাম হইতে আশা পর্য্যন্তের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া  
“আশা হইতে বহ প্রাণ” এই স্থানে আসিয়া বিনিবৃত্ত হইয়াছে। অতি  
ঐ পর্য্যন্ত দৃষ্টিয়া ঐ বাক্যেব পবেই প্রাণ-বিজ্ঞানের অতিবাদিত্ব (শ্রেষ্ঠতা)  
দেখিয়াছেন। যথা—“যদি কেহ প্রাণবিৎকে অর্থাৎ প্রাণোপাসক”কে

প্রাণব্রতমতিবাদিত্বমনুকূষ্যাপরিত্যজ্যৈব প্রাণং সত্যাদি-  
পরম্পরয়া ভূমানং সমবতারয়ন্ প্রাণমেব ভূমানং মন্যন্ত  
ইতি গম্যতে । কথং পুনঃ প্রাণে ভূমেতি ব্যাখ্যায়মানো,  
যত্র নান্যৎ পশ্চতীত্যেতদ্ ভূম্মোলক্ষণপরং বচনং ব্যাখ্যেয়-  
মিতি । উচ্যতে । স্বষুপ্ত্যবস্থায়ঃ প্রাণগ্রস্তেষু করণেষু  
দর্শনাদিব্যবহারনিরুত্তির্দর্শনাৎ সম্ভবতি প্রাণস্যাপি, যত্র  
নান্যৎ পশ্চতীত্যেতল্লক্ষণম্ । তথা চ শ্রুতিঃ, ন শৃণোতি  
ন পশ্চতীত্যাদিনা সর্বকরণব্যাপারপ্রত্যস্তময়রূপাং স্বষুপ্ত্য-  
বস্থামুক্তা, প্রাণায়ম এবৈতন্মিন্ পুরে জাগ্রতি ইতি তস্যা-

---

শীলত্বমিত্যর্থঃ । এতদ্বাক্যং ভবতি ।—নায়ং তু-শব্দঃ প্রাণাতিবাদিত্বং ব্য-  
চ্ছিন্তি অপি তু তদতিবাদিত্বমপরিত্যজ্য প্রত্যুত তদনুকূষ্য তস্যৈব প্রাণস্য  
সত্যস্য শ্রবণমননপ্রদ্বানিষ্ঠাকৃতিভির্কিঞ্জনায় নিশ্চয়ঃ সত্যোনাতিবদতীতি

---

জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি অতিবাদী ? অর্থাৎ তুমি কি প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া  
জান ? ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন, “আমি অতিবাদী । অতিবাদী নহি,  
এরূপ বলিবেন না ।” সনৎকুমার এইরূপে প্রাণব্রতেব, প্রাণোপাসনার ও  
প্রাণের শ্রেষ্ঠতা অনুকর্ষণ করতঃ প্রাণের অব্যতিরেকে অর্থাৎ প্রাণকে  
ত্যাগ না করিয়া সত্যাদি পরম্পরায় ভূমা-শব্দের অবতারণ করাতে স্পষ্টই  
বুঝা যাইতেছে, সনৎকুমারের মতে প্রাণই ভূমা, অন্য ভূমা নাই । [ কথং...  
উচ্যতে ] বলিতে পার, যদি প্রাণকে ভূমা বলিলে, তবে, “যাহাতে বা ষে  
অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, তাহাই ভূমা” এ বাক্যের,  
এই ভূম-লক্ষণ-বাক্যের কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে ? ( অর্থাৎ কি প্রকারে  
উক্তবিধ ভূম লক্ষণ প্রাণে লইয়া যাইবে ? ) বলিতেছি । [ স্বষু...দর্শয়তি ]  
স্বষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রাণগ্রস্ত হইলে, প্রাণে লীন হইলে, যখন  
সমস্ত ব্যবহারের অভাব হওয়া দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই তাহাতে “কিছু  
দেখা যায় না, কিছু শুনা যায় না” এ লক্ষণ সমস্ত হইতে পারে । অতী  
“কিছু দেখে না, শুনে না” এইরূপ এইরূপ কথায় সর্বোক্তব্যাপারের  
নিরুত্তিরূপ স্বষুপ্তি অবস্থা বর্ণন করিয়া “এই কালে বা এই অবস্থায় এই  
দেহরূপ পুবে কেবলমাত্র প্রাণরূপ অগ্নিরাই জাগ্রৎ থাকে, লক্ষ্যপাশ থাকে”

মেবাবস্থান্যং পঞ্চব্রুতে: প্রাণস্য জাগরণং ক্রবতী প্রাণ-  
 প্রধানং সুষুপ্তাবস্থাং দর্শয়তি । যচ্চৈতদ্ভূতঃ সুখং তৎ  
যো বৈ ভূমা তৎ সুখমিতি, তদপ্যবিরুদ্ধম্ । যত্রৈব  
 দেবঃ স্বপ্নান পশ্যত্যথ তদেতন্নিঃশরীরে সুখস্তবতি ইতি  
 সুষুপ্তাবস্থায়ামেব সুখশ্রবণাৎ । যচ্চ, যো বৈ ভূমা তদ-  
মৃতম্ ইতি তদপি প্রাণস্যাবিরুদ্ধং, প্রাণো বা অমৃতম্  
 ইতি শ্রুতেঃ । কথং পুনঃ প্রাণং ভূমানং মন্যমানস্য, তরতি  
 শোকমাত্মবিৎ ইত্যাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্যোপাখ্যানমুপ-  
 পদ্যতে । প্রাণ এবাহাত্মা বিবক্ষিত ইতি ক্রমঃ । তথা হি,  
 প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসী  
 প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণ ইতি প্রাণমেব সর্বাত্মানং  
 কৰোতি । যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমগ্নিন্ প্রাণে

---

প্রাণব্রতমেবাতিবাদিত্বমুচ্যতে । তু-শকোনামাদ্যাতিবাদিত্বাৎ ব্যবচ্ছিন্তি।  
 ন নামাদ্যাশাস্তবাদ্যাতিবাদী অপি তু সত্যপ্রাণবাদ্যাতিবাদীত্বার্থঃ । অত্র  
 চাগমাচার্য্যোপদেশাত্যাং সত্যস্য শ্রবণং, অধাগমাবিরোধিনিয়াননিবেশনং

---

এইরূপ বলিরাছেন । পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ ভাগিরা থাকে, এ বর্ণনার দ্বারা  
 সুষুপ্তি অবস্থাতে প্রাণেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে । [ যচ্চৈতদ্...  
 শ্রুতে: ] শ্রুতি যে “যে-ভূমা সে-ই সুখ” এইরূপে ভূমাকে সুখ বলিরাছেন  
 তাহাও প্রতিবিরুদ্ধ নহে । “যখন এই দেব কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন  
 না, তখন এই শরীরে (সৌষুপ্ত-শরীরে) সুখ হয় ।” এই শ্রুতিতে সুষুপ্তি  
 অবস্থায় সুখ থাকা কথিত আছে । “যে ভূমা সেই অমৃত” এ কথাও প্রাণ-  
 পক্ষে সংগত । শ্রুতি “প্রাণই অমৃত” এইরূপে প্রাণকেও অমৃত বলিরাছেন ।  
 [ কথং-প্রাপ্তম্ ] যদি বল, প্রাণ যদি ভূমা হইল, তবে আত্মশব্দটিত  
 প্রকরণোপাখ্যান (প্রস্তাবের আবস্ত) কি প্রকারে সঙ্গত করিবে? ইহার  
 প্রত্যুত্তবে বলি, উক্ত প্রাণ-শব্দের বিবক্ষিত (অভিপ্রোক্ত) অর্থ আত্মা ।  
 শ্রুতিও “প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই  
 আচার্য্য, প্রাণই ব্রহ্ম,” এবমিধ বাক্যে প্রাণকে সর্বাত্মা বলিরাছেন ।

সৰ্ব্বং সমর্পিতম্ ইতি চ সৰ্ব্বাত্মহারনাভিনিদর্শনাত্ম্যাক্ষ সন্ত-  
বতি বৈপুল্যাত্মিকা ভূমরূপতা প্রাণস্য। তস্মাৎ প্রাণো  
ভূমেত্যেবং প্রাপ্তম্। তত ইদমুচ্যতে। পরমাত্মবেহ ভূমা  
ভবিভূমহিতি, ন প্রাণঃ। কস্মাৎ। সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।  
সম্প্রসাদ ইতি স্মৃণুং স্থানমুচ্যতে সম্যক্ প্রসাদত্যাগ্মিতি  
নির্বচনাৎ। বৃহদারণ্যকে চ স্বপ্নজাগরিতস্থানাভ্যাং সহ  
পাঠাৎ। তস্যাক্ষ সম্প্রসাদাবস্থায়ঃ প্রাণো জাগর্তীতি  
প্রাণোহত্র সম্প্রসাদোহভিপ্রেয়তে প্রাণাদূর্কঃ ভূম উপদিশ্য-  
মানত্বাদিত্যর্থঃ। প্রাণ এব চেদভূমা স্যাৎ স এব তস্মাদূর্ক-  
মুপদিশ্যেতেত্যল্লিঙ্গমেতৎ স্যাৎ। ন হি নার্মৈব নাম্নো ভূয়  
ইতি নান্ন উর্কমুপদিষ্টম্। কিং তর্হি। নাম্নোহন্যদর্থাস্তর-

মননং, যদ্বা চ শুকশিষ্যসব্রহ্মচাৰিভিবনস্মৃতিঃ সহ সংবাদ্য তৎ  
শ্রদ্ধন্তে। শ্রদ্ধানন্তবঞ্চ বিষয়াস্তবদোষদর্শী বিবক্তন্ততো ব্যাবৃত্তত্বজ্ঞানা-  
ভ্যাসং কবোতি, সেষমস্যা কৃতিঃ প্রযত্নঃ। অথ তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠা ভবতি,

অপিচ, “যেমন অর সকল চক্র নাভিতে অর্পিত, গ্রথিত, সেইরূপ, এ সমস্তই  
প্রাণে অর্পিত।” এ শ্রুতিতেও প্রাণেব সর্বাধাবতা কথিত হইয়াছে।  
(সুতরাং এ প্রাণ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ নহে; এ প্রাণ আত্মা।) সর্বাধিকতা ও  
অর নাভি-দৃষ্টান্ত, এই দুইএব দ্বাবা যখন সর্বাধাবতা প্রতীত হইতেছে তখন  
অর প্রাণের বৈপুল্যরূপ ভূমতা অসম্ভব বলিতে পার না। এইরূপ এইরূপ  
যুক্তিতে পাওয়া যায়, প্রাণই ভূমা। [তত দেশাৎ] এই পূর্ণরূপ  
নিষেধার্থ সূত্র বলা হইল, প্রাণকে নহে; পরমাত্মাকেই ভূমা বলা উচিত।  
হেতু এই যে, শ্রুতি সম্প্রসাদের উপরে ভূমার উপদেশ করিয়াছেন (অর্থাৎ  
যাহা ভূমা তাহা সম্প্রসাদের অতীত এইরূপ বলিয়াছেন। পরমাত্মা ভিন্ন অস্ত  
কেই সম্প্রসাদের অতীত নহে; সুতরাং ঐরূপ বলাতে ভূমা পরমাত্মা, ইহা  
হির হয়)। [সম্প্রসাদ...মহিতি] সম্প্রসাদ শব্দে স্মৃণু। যে অবস্থায়  
জীব সম্যক্ প্রসন্ন হন, অর্থাৎ স্মৃণুরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থায় সাক্ষ  
সম্প্রসাদ। এই নির্বচন ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের সহ পাঠ (আত্মাৎ  
স্বপ্ন এই দুইএর সহিত উপদেশ) অনুসারে সম্প্রসাদ-শব্দ স্মৃণুরিবোধিক।

মুপদিষ্টং বাগাখ্যং, বাগাব নাম্নো ভূয়সীতি । তথা বাগা-  
দিভ্যোহপ্যাপ্রাণাদর্থাস্তরমেব তত্র তত্রোক্তমুপদিষ্টং তদ্বৎ  
প্রাণাদুক্তমুপদিষ্টমানো ভূমা প্রাণাদর্থাস্তরভূতো ভবিতু-  
মৰ্হতি । নস্বিহ নাস্তি প্রশ্নঃ, অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ ভূয় ইতি,  
নাপি প্রতিবচনমস্তু, প্রাণাদদো বাব ভূয়োহস্তুতি, তৎ কথং  
প্রাণাদধিভূমোপদিষ্টত ইতি । উচ্যতে । প্রাণবিষয়মেব চাতি-  
বাদিত্বমুত্তরত্রানুকৃত্যমাণং পশ্যামঃ । এষ তু বা অতিবদতি  
যঃ সত্যেনাতিবদতীতি । তস্মান্নাস্তি প্রাণাদধ্যুপদেশ ইতি ।

যদনন্তরমেব তত্ত্ববিজ্ঞানানুভবঃ প্রার্হভবতি । তদেতৎ বাহ্য অপাহঃ।—  
‘ভূতার্থভাবনাপ্রকর্ষণর্যাস্তজং যোগিজ্ঞান’মিতি । ভাবনাপ্রকর্ষণর্যাস্তো  
নিষ্ঠা তস্মাজ্জায়তে তত্ত্বানুভব ইতি । তস্মাৎ প্রাণ এব ভূমতি প্রাপ্তে-  
হভিধীয়তে । এষ তু বাহতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীত্যুক্তা ভূমোচ্যতে ।  
তত্র সত্যশব্দঃ পরমার্থে নিরুচরতি । শ্রুত্যা পরমার্থমাহ । পরমার্থস্ত পরমা-

“সম্প্রসাদকালে প্রাণ জাগ্রৎ থাকে,” এই প্রাণশব্দ শ্রুত্বাশ্চি অভিপ্রায়ে  
উচ্চারিত, ভূমা অভিপ্রায়ে নহে । কেন না, যাহা ভূমা তাহা ঐ প্রস্তাবে  
প্রাণের উক্ত উপদিষ্ট আছে । প্রাণ ভূমা হইলে, প্রাণ প্রাণের উক্ত,  
এরূপ উপদেশই থাকিত । প্রাণ প্রাণ হইতে বড়, এরূপ বলিলে উক্তের  
উপদেশ হয় না । নাম নাম হইতে বড় বলিলে উক্তের উপদেশ হয় না ।  
সেই জন্তই শ্রুতি বাক্য নাম হইতে বড়, এইরূপ বলিয়াছেন । এরূপ বলিতেই  
উক্তের উপদেশ হইয়াছে । যে স্থলে উক্তের উপদেশ হয়, সে স্থলে বৃদ্ধিতে  
হইবে, যাহা উক্তের বিশেষ্য তাহা তন্নিম্ন হইতে ভিন্ন । সুতরাং প্রাণের  
উক্ত ( উপরে ) ভূমা উপদেশের দ্বারা স্থির হয়, প্রাণ ভূমা নহে । যাহা  
ভূমা তাহা প্রাণ হইতে ভিন্ন । [ নস্বিহ...বদতীতি ] যদি বল, ঐ স্থানে  
“প্রাণ হইতে বড় কি ?” এরূপ প্রশ্ন নাই এবং “অমুক বড়” এরূপ প্রত্য-  
স্তরও নাই, পরে যে অতিবাদিত্ব-কথা আছে তাহাও প্রাণবিষয়ক, তবে  
কি দেখিয়া বল, প্রাণের উক্ত ভূমার উপদেশ আছে ? ইহার প্রত্যস্তর, ঐ  
অতিবাদিত্ব প্রাণবিষয়ক নহে । পূর্বপ্রোক্ত প্রাণের অনুকর্ষণ ( অনুবর্তন )  
করতঃ তদ্বিষয়ক অতিবাদিত্বের উপদেশ, এ কথা বলিতে পার না ।  
কেন-না, ঐ স্থানে “সত্যের দ্বারা অতিবাদী” এইরূপ বিশেষোক্তি আছে ।

অত্রোচ্যতে । ন তাবৎ প্রাণবিষয়স্যোবাতিবাদিত্বস্যৈতদনু-  
 কর্ষণমিতি শক্যং বক্তুং বিশেষবাদাৎ যঃ সত্যেনাতিবদতীতি ।  
 ননু বিশেষবাদোহপ্যয়ং প্রাণবিষয় এব ভবিষ্যতি । কথম্ ?  
 যথেষোহগ্নিহোত্রী যঃ সত্যং বদতীত্যুক্তেন সত্যবদনেনাগ্নি-  
 হোত্রিহুং, কেন তর্হি, অগ্নিহোত্রেণৈব । সত্যবদনস্তগ্নি-  
 হোত্রিণো বিশেষ উচ্যতে, তথা, এষ তু বা অতিবদতি যঃ  
 সত্যেনাতিবদতীত্যুক্তেন ন সত্যবদনেনাতিবাদিত্বং, কেন  
 তর্হি, পুরুতেন প্রাণবিজ্ঞানেনৈব । সত্যবদনস্ত প্রাণবিদো  
 বিশেষোবিবক্ষ্যত ইতি, নেতি ক্রমঃ । শ্রুত্যাং পরিভাষা-  
 পুসঙ্গাৎ । শ্রুত্যা হত্র সত্যবদনেনাতিবাদিত্বং প্রতীয়তে যঃ  
 সত্যেনাতিবদতি সোহতিবদতীতি । নাত্র প্রাণবিজ্ঞানস্য

দ্বৈব । ততো হস্তদ্বিকাবজাতমনুতং কয়াচিৎ ব্যপেক্ষা কথঞ্চিৎ সত্যমুচ্যতে ।  
 তথা চৈষ তু বাহতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি ব্রহ্মণোহতিবাদিত্বশ্রুত্যা-  
 হন্যানিরপেক্ষয়া গিঙ্গাদিভ্যো বলীয়স্যাংবগতং কথমিব সন্নিধানমাত্রাৎ  
 ঐতাদ্যাপেক্ষাদিত্ত্বকর্লাৎ কথঞ্চিৎ প্রাণবিষয়ত্বেন শক্যং ব্যাখ্যাতুম্ । এবম্

( অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ-প্রকরণেব বিচ্ছেদ হইয়াছে, প্রাণেব অল্পবর্ধন  
 নাই, কাষেই অতিবাদিত্ব কথা প্রাণবিষয়িণী নহে ) । [ ননু.. দ্রষ্টব্যম্ ]  
 ঐ বিশেষ উক্তিকে কি প্রকাষে প্রাণবিষয়িণী বলিতে পাব ? অর্থাৎ পার  
 না । “ইনি অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্য বলেন ।” এইরূপ বলিলে যেমন সত্য  
 কথনের দ্বারা অগ্নিহোত্রিতা সিদ্ধ হয় না, প্রতীত হয় না, অগ্নিহোত্রেব  
 দ্বারাই অগ্নিহোত্রিতা সিদ্ধ হয়, প্রতীত হয়, “ইনি অতিবাদী, যিনি সত্য  
 বলেন” এ কথা তরূপ জানিবে । বস্তুতঃ ঐ বাক্যে সত্যকথনেব দ্বারা  
 অতিবাদিতার প্রতীতি হয় না, প্রাণবিজ্ঞানেব দ্বারাই অতিবাদিতার  
 প্রতীতি বা সিদ্ধি হয় । যদি বল, সত্য কথন ঐ বাক্যের বিবক্ষিত, অর্থাৎ  
 বিবক্ষাবলে ঐ বাক্যের “প্রাণবিৎ সত্য বলিবেন” এইরূপ অর্থ হইবে,  
 বস্তুতঃ তাহাও হইবে না । ঐরূপ অর্থ করিতে গেলে শ্রোত অর্থ (শব্দক  
 সুখ্যার্থ বা সাংক্ষাৎ অর্থ) ত্যাগ কবিত্তে হয় । ঐ বাক্যে শ্রুতির (সংক্ষাৎ  
 সম্বন্ধে শব্দের) দ্বারা অতিবাদিতা প্রতীতি হইতেছে অথচ প্রাণবিজ্ঞানের



সঙ্কীৰ্ত্তনমস্তু । প্রকরণাং তু প্রাণবিজ্ঞানং সম্বোধ্যত ; তত্র প্রকরণানুরোধেন শ্রুতিঃ পরিত্যক্তা স্যাৎ । প্রকৃতব্যা-  
বৃত্ত্যর্থশ্চ তুশকো ন সম্ভচ্ছেত । এষ তু বা অতিবদতীতি,  
সত্যশ্চেষু বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চ প্রযত্নাস্তরকরণমর্থাস্তর-  
বিবক্ষাং সূচয়তি । তস্মাদযথৈকবেদিপ্রশংসায়াম্ প্রকৃতায়াং  
এষ তু মহাত্মাক্ষণে যশ্চতুরো বেদানধীত ইতি এক-  
বেদেভ্যোহর্থাস্তরভূতশ্চতুর্বেদঃ প্রশস্যতে তাদৃগেতদ্ দ্রষ্ট-  
ব্যম্ । ন চ প্রশুপ্রতিবচনরূপৈবার্থাস্তরবিবক্ষয়া ভবিতব্য-  
মিতি নিয়মোহস্তু, প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবকারিত্বাদর্থাস্তরবিব-

প্রাণাদৃক্ ব্রহ্মণি ভূমাববগম্যমানো ন প্রাণবিষয়োভিতুমর্হতি কিন্তু সত্যস্য  
পরমাত্মন এব । এবঞ্চানাত্মবিদ আত্মানং বিবিদিবোনারদস্য প্রপ্নে পর-  
মাত্মানমেবাহস্মৈ ব্যাখ্যাস্যামীত্যভিসন্ধিমান্ সনৎকুমারঃ সোপানারোহণ-  
ন্যায়েন স্থলাদারভ্য তত্তদভূমব্যাপাদনক্রমেণ ভূমানমতিদুর্জ্ঞানতয়া পরম-

সম্পর্ক নাই । যদি বল, প্রকরণবলে প্রাণবিজ্ঞানের সহিত উহার সম্বন্ধ  
হইবে, আমরা বলি, তাহা অগ্রাহ্য । অগ্রাহ্যতার হেতু এই যে, প্রকরণের  
অনুরোধে শ্রোত অর্থের পরিত্যাগ যুক্তিবিহীন । প্রকরণের বল অল্প ;  
সুতরাং সে প্রভূত বল শ্রুতিকে বাধা দিতে পারে না । বস্তুতঃ ঐ বাক্যে  
প্রকরণ সম্বন্ধ নাই । যাহা ছিল তাহা তু-শব্দের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে ।  
তাহা না হইলে বিচ্ছেদবোধক ও ভিন্নতাবোধক তু-শব্দ থাকিত না ।  
“এষ তু” “সত্যস্ত” তু-শব্দযুক্ত এ সকল কথা প্রাণ অপেক্ষা বিশেষ বস্তুর  
বোধক । অতএব যেমন একবেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া  
সমস্ত তত্ত্বতিরিক্ত চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিতে দেখা যায়, (ইনি  
মহাব্রাহ্মণ, যিনি চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ।) প্রোক্ত অতিবাদিবাক্য  
সেইরূপ জ্ঞানিকো । অতিবাদ্য বস্তুকে প্রাণ হইতে ভিন্ন জানিবে । [ নচ...  
বিরক্ষায়াঃ ] প্রশস্তেদ প্রটব্যভেদের কারণ, এরূপ বলিতে পার না ।  
প্রশস্তিরনেকও ভিন্নপদার্থের প্রতীতি হয় এবং বার বার এক-বস্তুর প্রশ্ন  
করিতেও দেখা যায় । পরন্তু সেরূপ প্রশ্নোত্তরপ্রবাহ অর্থাস্তর বিবক্ষার  
কারণ হয় না । (অর্থাৎ অমুক কি ? এরূপ ভাবের দ্বিজ্ঞান্য না

কায়ঃ। তত্র প্রাণান্তমুশাসনং শ্রদ্ধা তুষ্ণীভূতং নারদং  
 স্বয়মেব সনৎকুমারো ব্যুৎপাদয়তি যৎ প্রাণবিজ্ঞানেন  
 বিকারানৃতবিষয়েণাতিবাদিত্বমনতিবাদিত্বমেব, তদেষ তু বা  
 অতিরদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি। তত্র সত্যমিতি পরঃ  
 ব্রহ্মোচ্যতে পরমার্থরূপত্বাৎ, সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ইতি চ  
 শ্রুত্যস্তরাৎ। তথা ব্যুৎপাদিতায় নারদায়, সোহহং ভগবঃ  
 সত্যেনাতিবদামি ইত্যেবং প্রবৃত্তায় বিজ্ঞানাদিসাধনপর-  
 স্পরয়া ভূমানমুপদিশতি। তত্র যৎপ্রাণাদধি সত্যং বক্তব্যং  
 প্রতিজ্ঞাতং তদেবেহ ভূমেতুচ্যত ইতি গম্যতে। তস্মা-  
 দস্তি প্রাণাদধি ভূম উপদেশ ইত্যতঃ প্রাণাদন্যঃ পরমাত্মা  
 ভূমা ভবিতুমর্হতি। এবঞ্চেহাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণশ্যোস্থান

স্থলং ব্যুৎপাদয়ামাস। ন চ প্রশ্নপূর্ব্বতাপ্রবাহপতিতেনোত্তরেণ সর্বেণ  
 প্রশ্নপূর্ব্বকৈব ভবিতব্যমিতি নিয়মোহস্তুত্যাভিহুগমেন ভাষণে ব্যুৎপাদি-  
 তম্। বিজ্ঞানাদিসাধনপরস্পরায় মননশ্রদ্ধাদিঃ। প্রাণান্তে চাত্মশাসনে তাব-  
 ন্মাত্রৈব প্রকরণসমাপ্তেৰ্ণ প্রাণস্যাহন্যায়ত্ততোচ্যত। তদভিধানে হি

থাকিলেও তাহা বলিবার রীতি আছে)। [তত্র...শ্রুত্যস্তরাৎ] নারদ  
 প্রাণপর্যন্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া আর প্রশ্ন করিলেন না যেহিরা সনৎ-  
 কুমার স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ পুনঃপ্রশ্ন না করিলেও নারদকে “সে-ই  
 অতিবাদী যে সত্যের দ্বারা অতিবাদী হয়।” এইরূপে বুঝাইলেন। বি-  
 বুঝাইলেন? বুঝাইলেন, প্রাণবিজ্ঞানের দ্বারা অতিবাদিত্ব প্রকৃত অতি-  
 বাদিত্ব নহে, সত্য-বিজ্ঞানের দ্বারা অতিবাদিত্বই স্বার্থ অতিবাদিত্ব  
 সত্যও ব্রহ্ম সমান কথা। [তথা...গম্যতে] নারদ যখন সত্য-ব্রহ্ম  
 অতিবাদিত্ব (শ্রেষ্ঠতা) বুঝিলেন, তখন সনৎকুমার তাঁহাকে মনন ও  
 নির্দিধ্যাসন প্রভৃতির উপদেশ করিলেন, অনন্তর ভূমার উপদেশ করি-  
 লেন। প্রাণের উর্দ্ধে (উপরে) যেসত্য বক্তব্য ছিল, সেই সত্যকে  
 তিনি ভূমা-শব্দে বলিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। [ভূমায়  
 বাতি] সেই সেতু, ঐ বাক্যে প্রাণের উর্দ্ধে ভূমার উপদেশ দিয়া  
 ভূমার ব্রহ্মরূপতা এ উত্তর অবশ্য স্বীকার্য। ইহা স্বীকার করিলে

মুপপন্নং ভবিষ্যতি । প্রাণ এবোহাত্মা বিবক্ষিত ইত্যেতদপি নোপপদ্যতে । ন হি প্রাণস্ত মুখ্যত্বা বৃত্ত্যা আত্মত্বমস্তু । ন চান্তত্র পরমাত্মজ্ঞানাচ্ছোকবিনিবৃত্তিরস্তু, নাত্মঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নায়েতি শ্রুত্যন্তরাৎ । তং মা ভগবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু ইতি চোপক্রমো্যোপসংহরতি, তস্মৈ মৃদিত-কষায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার ইতি । তম ইতি শোকাদিকারণমবিদ্যোচ্যতে । প্রাণান্তে চামুশাসনে ন প্রাণস্তাত্ম্যায়ত্ততোচ্যেত । আত্মনঃ প্রাণ ইতি ব্রাহ্মণম্ । পুরুষণান্তে চ পরমাত্মবিবক্ষা ভবিষ্যতি, ভূমাহত্র প্রাণ এবেতি চেৎ । ন । স ভগবঃ কস্মিন্ পুতিষ্ঠিত ইতি স্মে

সাপেক্ষত্বেন ন প্রকরণং সমাপ্যেত । তস্মান্নেদং প্রাণস্য প্রকরণমপি তু বদায়ত্তঃ প্রাণঃ তস্য । স চাত্মেত্যাশ্রয় এব প্রকরণম্ । শব্দতে।—“প্রকরণান্ত” ইতি । প্রাণস্য প্রকরণসমাপ্তাবিত্যর্থঃ । নিরাকরোতি।—“ন, স ভগব” ইতি । সন্দংশন্যায়েন হি ভূম এতৎ প্রকরণং, স চেৎ ভূমা প্রাণঃ প্রাণসৈত্যতৎ প্রকরণং ভবেৎ । তচ্চায়ুক্তমিত্যুক্তম্ ।

আত্মশব্দের দ্বারা প্রকরণোক্তান ( প্রস্তাবারম্ভ ) সঙ্গত হইবে, নচেৎ হইবে না । [ প্রাণ...পদ্যতে ] প্রাণই আত্মা, আত্মাতিপ্রাণেই প্রাণ-শব্দের প্রয়োগ, এ কথা বলিতে পারিবে না । কারণ এই যে, প্রাণশব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মা বুঝাইতে অশক্ত । আরও দেখ, শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে শোকনিবৃত্তি হয় না । অপিচ, ঐ প্রস্তাব “আপনি আমাকে শোক হইতে উদ্ধার করুন” এইরূপে আরম্ভ হইয়া “ভগবান্ সনৎকুমার সেই বিনষ্টপাপ নারদকে তমের পারং দেখাইলেন।” এইরূপে সমাপ্ত হইয়াছে । তমঃশব্দে শোকাদির মূলকারণ অবিদ্যা, তাহার পারং ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মই চরম উপদেষ্টব্য । যদি প্রাণই চরম উপদেষ্টব্য হইত, তদ্বক্ষে ব্রহ্মোপদেশ না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই প্রাণকে পরাধীন বলিতেন না । শ্রুতি বলিয়াছেন, “পরমাত্মা হইতে প্রাণঃ” অর্থাৎ প্রাণ পরমাত্মার অধীন । প্রকরণশেষে পরমাত্মা দ্বারা শ্রুতির অভিপ্রেত বটে ; কিন্তু ভূমা প্রাণ, ব্রহ্ম নহে, এরূপ বলিও

মহিম্নীত্যাদিনা ভূম্ন এবাপ্রকরণসমাপ্তেরনুকর্ষাৎ । বৈপুল্যা-  
ত্রিকা চ ভূম্নরূপতা সর্বকারণত্বাৎ পরমাত্মনঃ স্তত্রানুপ-  
পদ্যতে ॥ ৮ ॥

### ধর্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥ \*

অপি চ যে ভূম্নি শ্রয়ন্তে ধর্মাস্তে পরমাত্মন্যুপপদ্যন্তে,  
যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি ন ভূমেতি  
দর্শনাদিব্যবহারাভাবং ভূমন্যবগময়তি পরমাত্মনি চায়ং দর্শ-  
নাদিব্যবহারাভাবোহবগতঃ, যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাহত্বত্বৎ  
কেন কং পশ্যেদिति শ্রুত্যস্তরাৎ । যোহপ্যসৌ স্মৃণ্যব-

ন কেবলং শ্রুতেভূমাত্মতা পবমাত্মনঃ, লিঙ্গাদপীত্যাহ সূত্রকারঃ ।

যদপি পূর্বপক্ষিণা কথঞ্চিন্নীতং তদনুভাষ্য ভাষ্যকারো দ্বয়তি।—  
“যোহপ্যসৌ স্মৃণ্যবস্থা”মিতি । স্মৃণ্যবস্থারামিঞ্জিরাদ্যসদ্যাত্মৈব । ন  
যায় না । কেন না, ঐ প্রস্তাবের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি কিদে প্রতিষ্ঠিত ?  
তিনি স্বমহিমার প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদিপ্রকারে ভূম-ব্রহ্মেব অনুবর্তন দেখা যায় ।  
অতএব সর্বকারণ পবমেত্বব ভিন্ন অন্য কাহাবও পরম বৈপুল্যরূপ ভূমত্ব  
নাই ।

এতি ভূমা উপদেশ কালে যে সকল ধর্ম বলিযাছেন সে সকল ধর্ম  
কেবল পবমাত্মাতেই খাটে, অন্য কিছুতে খাটে না । অর্থাৎ সমস্ত হয় না ।  
“যাহাতে অন্য দর্শন, অন্য শ্রবণ ও অন্য বিজ্ঞান নাই, তাহা ভূমা ।” এই  
শ্রুতুক্ত দর্শনাদিব্যবহারাভাবরূপ ধর্ম, যে ধর্ম ভূমা বুঝাইবাব জন্য উক্ত  
হইয়াছে, এ ধর্ম পবমাত্মারই ধর্ম, ইহা অন্য প্রতিতেও কথিত আছে ।  
যথা—“যখন এ সমস্ত আত্ম-পর্য্যবসিত হয় তখন কে কি দিরা কি দেখিবে ?”  
অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত সংসার আত্মপর্য্যবসিত হইলে তখন আর ভেদব্যবহার  
থাকে না । [যোহপ্যসৌ শ্রুত্যস্তরাৎ] কোন কোন প্রতিতে স্মৃণ্য-  
কালে ব্যবহারাভাব উক্ত হইয়াছে সত্য ; পরন্তু তাহা প্রাণব্রহ্মরূপ বুঝাই-

\* ধর্মাপাং সত্যবাদীনাং উপপত্তিস্বতন্ত্রত্বং তস্মাৎ । শ্রুতৌ ভূমানমাবকৃত্য বেদে  
ধর্ম উক্তান্তে পরমাত্মন্যোপপদ্যন্ত ইতি পরমাত্মৈব ভূমা ।—এতি ভূমা উপদেশ করিয়া  
ভূমার যে যে ধর্ম বা পবিচাবক গুণ বলিযাছেন সে সমস্ত পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয় ইহা  
ব্রহ্মসংকে পরব্রহ্ম ।

স্বায়াং দর্শনাদিব্যবহারাভাব উক্তঃ সোহপ্যাত্মন এবাহসঙ্গ-  
বিবক্ষয়া উক্তো ন প্রাণস্বভাববিবক্ষয়া, পরমাত্মপুরুষণাৎ ।  
যদপি তস্যামিবস্বায়াং সুখমুক্তং তদপ্যাত্মন এব সুখরূপত্ব-  
বিবক্ষ্যোক্তম্ । যত আহ, এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবা-  
নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি । ইহাপি, যো বৈ  
ভূমা তৎ সুখং নাগ্নে সুখমস্তি ভূমৈব সুখমিতি সাময়্যসুখ-  
নিরাকরণেন ত্রৈকৈব সুখং ভূমানং দর্শয়তি । যো বৈ ভূমা  
তদমৃতমিতি অমৃতত্বমপীহ ক্ষয়মাণং পরমকারণং গময়তি,  
বিকারাগামমৃতত্বস্য সাপেক্ষিকত্বাৎ, অতোহন্যাদর্শনমিতি চ  
ঐত্যন্তরাৎ । তথা চ সত্যত্বং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বং সর্ব-  
গতত্বং সর্বাত্মত্বমিতি চৈতে ধর্ম্মাঃ ক্ষয়মাণাঃ পরমাত্মন্যে-  
নান্যত্র তস্মাৎ ভূমা পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥৯॥

প্রাণঃ “পরমাত্মপ্রকরণাৎ” । “অন্যদর্শনং” বিনশ্বরমিত্যর্থঃ । অতিরোহি-  
তার্থমন্তঃ ।

বার অভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই । আত্মার অসঙ্গতা প্রদর্শন করাই সর্বকথ্য  
শ্রুতির অভিপ্রেত । “সুখুপ্তিতে সুখ আছে” এ শ্রুতিও, এ কথাও, পরমা-  
ত্মার সুখরূপতা প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত বা উচ্চরিত । অন্য  
শ্রুতিতেও আত্মার সুখরূপতা কথিত আছে । যথা—“ইনি পরমানন্দ  
স্বভাব । প্রাণি সকল এই আনন্দের ( আনন্দরূপের ) কণা বা লেশ অব-  
লম্বন করিয়া জীবিত আছে ।” “বাহা ভূমা তাহা সুখ ; অগ্নে সুখ নাই,”  
এ শ্রুতি কি বলিতেছেন ? বলিতেছেন, ব্রহ্ম সাময়িক সুখ নহে, সাময়িক  
সুখের অতীত, সুতরাং তিনি নিরতিশয়িত ভূম সুখ । “যে ভূমা সেই  
অমৃত” এ শ্রুতিও পরমকারণ বুঝাইতেছে । কেননা, পরমকারণ পরমে-  
শ্বর ব্যতীত অন্যের অমরত্ব আপেক্ষিক । এ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে ।  
যথা—“যে কিছু ব্রহ্ম ভিন্ন, সমস্তই আর্ন্ত অর্থাৎ নশ্বর ।” [ তথাচ...  
সিদ্ধম্ ] যে হেতু সত্যত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব, সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বাত্মকত্ব—  
এ সকল ধর্ম্ম কেবল পরমাত্মাতে সঙ্গত হয়, খাটে, অন্য কিছুতে খাটে না,  
সেই হেতু ভূমা পরমাত্মা, ইহা সিদ্ধ হয় ।

## অক্ষরমহরাস্তুধেঃ ॥ ১০ ॥ \*

কস্মিন্মুখাকাশে ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি স হোবাচৈতৎ  
তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণিত্যাदि প্রায়তে।  
তত্র সংশয়ঃ। কিমক্ষরশব্দেন বর্ণ উচ্যতে কিং বা পর এবেশ্বর

অক্ষরশব্দঃ সমুদায়প্রসিদ্ধ্যা বর্ণেষু ক্রুতঃ। পরমাশ্রয়ি চাবয়বপ্রসিদ্ধ্যা  
যোগিকঃ। অবয়বপ্রসিদ্ধেস্ত সমুদায়প্রসিদ্ধির্সলীযসীতি বর্ণা এবাহক্ষরম্।  
ন চ বর্ণেধাকাশস্যোতত্বপ্রোতত্বে নোপপদ্যতে সর্বসৌব রূপধেয়স্য নাম-  
ধেয়ত্বকত্বাৎ। সর্বং হি রূপধেয়ং নামধেয়সম্ভিন্নমহুত্বতে, গৌরবং বৃক্ষো-  
হয়মিতি। ন চোপায়ত্বাত্তৎসম্বাদসম্ভবঃ। ন হি ধূমোপায়ী বল্লীধীধূম-  
সম্ভিন্নঃ বহ্নিমবগাহতে, ধূমোহবং বহ্নিরিতি, কিন্তু নৈয়ধিকরণেন ধূমাবহ্নি-  
রিতি। ভবতি তু নামধেয়সম্ভিন্নো রূপধেয়প্রত্যয়োডিথোহয়মিতি। অপি  
চ শব্দানুপায়েইপি রূপধেয়প্রত্যয়ে লিঙ্গেস্ত্রিয়জ্ঞানি নামসম্বাদোদৃষ্টঃ।  
তন্মান্নামসম্ভিন্নাঃ পৃথিব্যাদয়োহেশ্বরাস্তা নামা গ্রথিতাশ্চ রিক্তাশ্চ। নামানি চ  
ওঁকারাত্মকানি তদ্ব্যাপ্তাং।—‘তদ্বথা শব্দগুণা সর্বাণি পর্ণানি সন্ত্ৰ্ণানি  
এবমোকারেণ সর্বা বাগি’তি শ্রুতেঃ। অত ওঁকারাত্মকাঃ পৃথিব্যাদয়ো-  
হেশ্বরাস্তা ইতি বর্ণা এবাহক্ষরং ন পরমাশ্রয়ি প্রাপ্তম্। এবশ্রোত্রেহিতিধী-

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ কিসে ওত প্রোত ?  
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত। ব্রহ্মজগৎ এই অক্ষরকে  
অস্থূল, অনণু ইত্যাদি প্রকারে অমুভূত করান। এই বৃহদায়ন্যাকোক্ত  
শ্রুতির অক্ষর-শব্দে সংশয় হয়, অক্ষর বর্ণ ? অথবা পরমেশ্বর ? পূর্বপক্ষে  
পাওয়া যায়, অক্ষর বর্ণ। কেন-না বর্ণবিষয়েই অক্ষর-শব্দ ক্রুত। ক্রুচি  
(প্রসিদ্ধি) পরিভ্রাণ করা যুক্তিবিহীন। অপিচ, “এ সমস্তই ওঁকার।”  
ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণেরও উপাস্যতা ও সর্বাঙ্গকতা অবধারিত আছে।  
ইহার বা এ পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত, পরমাশ্রয়ি শ্রুতান্ত অক্ষর-শব্দের বাচ্য ;  
বর্ণ নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি অক্ষরকে পৃথিব্যাদি আকাশাত্ত পদার্থের

\* বৃহদায়ন্যাকোক্তমক্ষরং ন বর্ণঃ কিন্তু ব্রহ্ম। হেতুমাৎ অশ্বরেতি। অশ্বরমাকাশং তৎ  
অন্তোহবানং যস্য বিকারবর্ণস্য ভস্য যুতের্ধারণাৎ। আকাশাত্তবিকারবর্ণস্য ধারণাশ্রোত্রে-  
বক্ষরং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মাক্তার্থঃ।—বিনি বৃহদায়ন্যাক উপনিষদে অক্ষর-নামে অতিবিত্ত ইহীদ্যন্ত  
তিনি ব্রহ্ম। কারণ এই যে, ঠাককে আকাশাদি জগৎপদার্থের ধারণকর্তা বলা হইয়াছে।

ইতি । তত্রাক্ষরসমাম্নায় ইত্যাদাবক্ষরশব্দস্য বর্ণে প্রসিদ্ধ-  
ত্বাৎ প্রসিদ্ধিব্যতিক্রমস্য চাযুক্তত্বাৎ, ওঁ কার এবদং সর্ব-  
মিত্যাদৌ চ ঞ্জত্যন্তরে বর্ণস্যাপ্যুপাস্যত্বেন সর্বাত্মকত্বাব-  
ধারণাৎ বর্ণ এবাক্ষরশব্দ ইতি । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । পর  
এবাত্মাক্ষরশব্দবাচ্যঃ । কস্মাৎ । অম্বরাস্তদ্ব্যভূতঃ, পৃথিব্যা-  
দেৱাকাশান্তস্য বিকারজাতস্য ধারণাৎ । তত্র হি পৃথিব্যাভেদঃ  
সমস্তস্য বিকারজাতস্য কালত্রয়বিভক্তস্যাকাশ এব তদোতক  
প্রোতক্ষেত্যাকাশে প্রতিষ্ঠিতমুক্তা কস্মিন্মুখল্লাকাশ ওতশ্চ  
প্রোতশ্চেত্যনেন প্রশ্নেনেদমক্ষরমবতারিতং, তথা চোপ-

স্বতে ।—অক্ষরং পরমাত্মৈব ন তু বর্ণাঃ । কৃতঃ । অম্বরাস্তদ্ব্যভূতঃ । ন  
অম্বরাস্তানি পৃথিব্যাदीনি বর্ণা ধারয়িতুমর্হন্তি কিন্তু পরমাত্মৈব । তেবাং  
পরমাত্মবিকারত্বাৎ । ন চ নামধেয়াত্মকং রূপধেয়মিতি যুক্তম্ । স্বরূপ-  
ভেদাদুপায়ভেদাদর্থক্রিয়াভেদাচ্চ । তথাহি ।—শব্দত্বসামান্যাত্মকানি শ্রোত্র-  
গ্রাহ্যভিধেয়প্রত্যয়ার্থক্রিয়াণি নামধেয়ান্যহুভূয়ন্তে । রূপধেয়ানি তু  
ষটপটাদীনি ষটষপটাদিসামান্যাত্মকানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যণি মধুধারণ-  
গ্রাবরণাদর্থক্রিয়াণি চ ভেদেনাহুভূয়ন্ত ইতি কুতোনামসম্বন্ধেঃ ? ন চ  
ভিখোহয়মিতি শব্দসামান্যাদিকরণ্যপ্রত্যয়ঃ । ন খলু শব্দাত্মকোহয়ং পিণ্ড  
ইত্যহুভবঃ কিন্তু যো নানাদেশকালসংপ্লুতঃ পিণ্ডঃ সোহয়ং সন্নিহিতদেশ-  
কাল ইত্যর্থঃ । সংজ্ঞা তু গৃহীতসম্বন্ধৈরত্যন্তাভ্যাসাৎ পিণ্ডাভিনিবেশিন্যেব  
সংস্কারোদ্বোধসম্প্রাপ্তাত্মাতা স্বর্যতে । যথাহঃ ।—

‘যৎ সংজ্ঞাস্বরং তত্র ন তদপ্যন্যাহেতুকম্ ।

পিণ্ড এব হি দৃষ্টঃ সন্ সংজ্ঞাঃ স্মারয়িতুং ক্ষমঃ ॥

সংজ্ঞা হি স্বর্যমাণাপি প্রত্যক্ষত্বং ন বাধতে ।

সংজ্ঞিনঃ সা তটস্থা হি ন রূপাচ্ছাদনক্ষমা’ ॥ ইতি ।

বিধায়ক বলিয়াছেন । [ তত্র...সম্ভবতি ] ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পৃথি-  
ব্যাদির আধার আকাশ, এই প্রত্যুত্তরের পর গার্গী যখন জিজ্ঞাসা করিল  
“আকাশ কিসে ওত ( স্থাপিত ) ?” যাজ্ঞবল্ক্য তখন তদুত্তরার্থ বলিলেন,  
“আকাশ অক্ষরে ওত ।” পুনর্বার প্রস্তাবশেষে বলিলেন “গার্গী ! আকাশ

সংহতমেতন্নিম্নে খল্বকরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ।  
ন চৈব সম্বন্ধাস্তধ্বতিব্রজ্ঞগোহ্মত্ব সম্ভবতি । যদপ্যেকাকার  
এবেদং সর্বমিতি তদপি ব্রজ্ঞপ্রতিপত্তিসাধনত্বাৎ স্তূত্যর্থঃ  
দ্রষ্টব্যম্ । তস্মান্ন ক্ররত্যশ্মুতে চেতি নিত্যত্বব্যাপিত্বাভ্যা-  
মকরণং পরমেব ব্রজ্ঞ । স্যাদেতৎ । কার্যস্য চেৎ কারণাধীনত্বং  
অম্বরাস্তধ্বতিরভ্যুপগম্যতে প্রধানকারণবাদিনোহপীয়মুপপ-

ন চ বর্ণাতিরিক্তে ফোটাঅনি অলৌকিকেৎকরণদপ্রসিদ্ধিরস্তি লোকে ।  
ন চৈব প্রামাণিক ইতুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িত্যে । নিরূপিতং চান্নাভিত্ত্ব-  
বিশ্লেী । তস্মাৎ প্রোতগ্রাহাণাং বর্ণানামম্বরাস্তধ্বতেরুপপত্তেঃ সমুদায়-  
প্রসিদ্ধিবাদনাৎ অবয়বপ্রসিদ্ধ্যা পরমাত্মবাক্করমিতি সিদ্ধম্ । যে তু প্রধানং  
পূৰ্বপক্ষরিদ্যা অনেন স্ত্রেণ পরমাত্মবাক্করমিতি সিদ্ধান্তস্তি, তৈরম্বরাস্ত-  
ধ্বতেরিত্যনেন কথং প্রধানং নিরাক্রিয়ত্ব ইতি বাচ্যম্ । অথ নাধিকরণত্ব-  
মাত্রং ধ্বতিরপি তু প্রশাসনাধিকরণতা । তথা চ শ্রুতিঃ :—“এতস্য বাহকরস্ত  
প্রশাসনে গার্গি ! সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত” ইতি । তথাপ্যম্বরাস্তধ্বতে-  
রিত্যনর্থকম্ । এতাবদুক্তব্যম্ ।—অকরণং প্রশাসনাদিতি । এতাবতৈব  
প্রধাননিরাকরণসিদ্ধেঃ । তস্মাৎ বর্ণাকরতানিরাক্রিয়ৈবাহস্যর্থঃ । ন চ  
হুলাদীনাং বর্ণেষপ্রাপ্তেরহুলমিত্যাदिनिवेधाहुपपत्तेर्कर्णेश्च शक्येव नास्तीति

অকরেই ওতপ্রোত আছে।” তদ্রূপ বিধারণ, পৃথিবী হইতে আকাশ  
পর্যন্ত সমুদায় পদার্থের ধারণকর্তৃত্ব, ব্রজ্ঞ ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভব  
হয় না । [যদ...ব্রজ্ঞ] শ্রুতিতে যে ওঁ অকরের সর্বাত্মতা (সর্বময়তা)  
বাক্ত আছে, (এ সমস্তই ওঁ'কার), ব্রজ্ঞজ্ঞানসাধক ওঁ অকরের স্তুতি করাই  
সে বর্ণনার উদ্দেশ্য ।—ন ক্ররতি অশ্মুতে চ—যিনি ক্ররিত্ব হন না ও ব্যাপিরা  
আছেন তিনি অকর, এখানে এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই প্রবল (ব্রজ্ঞ ভিন্ন  
অন্য কেহ অনম্বর ও সর্বব্যাপী নহে; স্তূতরাং অকর ব্রজ্ঞ; বর্ণ নহে ।)  
[ত্বাদেতৎ...পঠতি] যদি বল, ব্রজ্ঞের জগদ্বিধারণ কিরূপ? কত দ্রব্য-  
মাজেই কারণদ্রব্যের অধীন, তদনুসারে কখন কখন কারণকে কার্যের  
বিধারক বলা যায়, (মৃত্তিকা যেমন ঘটের বিধারক; ঘট মৃত্তিকাতে হই-  
য়াছে ও মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া আছে; স্তূতরাং মৃত্তিকা ঘটের বিধারক ।)  
এখানে যদি সেকরূপ বিধারণ হয়, তবে, সেকরূপ বিধারণ প্রকৃতিকারণবাদীর



দ্যতে কথং অম্বরাস্তধ্বতেত্রাক্ষপ্রতিপত্তিরিতি, অত উত্তরং  
পঠতি ॥ ১০ ॥

### স। চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥\*

স। চান্বরাস্তধ্বতিঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম। কস্মাৎ, প্রশাস-  
নাৎ। প্রশাসনং হীহ শ্রুয়তে, এতস্য বাক্করস্য প্রশাসনে  
গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠত ইত্যাদি। প্রশাসনঞ্চ  
পারমেশ্বরং কর্ম্ম নাচেতনশ্চ প্রশাসনং সম্ভবতি। ন হ্যচেত-  
নানাং ঘটাদিকারণানাং মৃদাদীনাং ঘটাদিবিষয়ঃ প্রশাসন-  
মস্তি ॥ ১১ ॥

বাচ্যম্। ন হবশ্চং আপ্তিপূর্ব্বক। এব প্রতিবেধা ভবন্তি, অপ্রাপ্তেষাপি  
নিষ্ঠাশ্রবাদানং দর্শনাৎ। যথা নাস্তরিক্বে ন দিবীত্যাগ্নিচষননিবেধাশ্রবাদঃ।  
তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ।

প্রশাসনমাজ্ঞা চেতনধর্ম্মো নাচেতনে প্রধানেন বাহব্যাক্ততে বা সম্ভবতি।  
ন চ মুখ্যার্থসম্ভবে ক্লং পিপতিষতীতিবৎ ভাক্ত্বমুচিতমিতি ভাবঃ।

পক্ষেও আছে। যদি তাহাই থাকিল, তবে তুমি কিপ্রকারে জানিবে,  
নিশ্চয় করিতে পাবিবে, অক্ষব প্রকৃতি নহে, ব্রহ্ম? এক্ষণে এই প্রকার  
পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র পঠিত হইতেছে।

ঐ স্থানে প্রশাসন উক্তি আছে। অর্থাৎ সেকপ বিধাবণ নহে। বিধারণ  
শব্দের অর্থ প্রশাসন। শাসনাত্মক বিধারণ অনোর কার্য্য নহে; তাহা  
পরমেশ্বরের কার্য্য। যেমন বিধাবণ-শব্দ আছে, তেমন প্রশাসন-শব্দও  
আছে। যথা—“হে গার্গি। এই অক্ষবের প্রকৃষ্ট শাসন প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য  
বিধ্বত আছে।” প্রধান অচেতন, তাহাব শাসনকর্ত্ত্ব অসম্ভব; সুতরাং  
ঐ প্রশাসন পরমেশ্বরের প্রশাসন। (জড়কার্য্যেব প্রতি কুত্রাপি শাসন  
শব্দের প্রয়োগ হব না, জড়কে কেহ শাসন কর্ত্তা বলে না, মৃত্তিকা ঘট  
জন্মায় বটে, কিন্তু সে তাহাকে শাসন কবে না, করিতে পারেও না)।

চেতনকর্ত্ত্বকবিষয়ঃ প্রশাসনং তস্মাৎ। প্রশাসনাৎ প্রশাসনদ্বোক্তে: সা অম্বরাস্তধ্বতিঃ  
পারমেশ্বরের ক্ত্বের্ত্তি স্বার্থঃ।—শাসনপূর্ব্বক বিবণ, এইরূপ উক্তি আছে। সেকপ  
বিধাবণ পরমেশ্বর ভিন্ন অনোর অসম্ভব।

## অন্যভাবেব্যবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥ \*

অন্যভাবেব্যবৃত্তেশ্চ কারণাৎ ব্রহ্মৈবাক্ষরশব্দবাচ্যং, তস্মৈ-  
বাম্বরাস্তদ্ব্যুত্তিঃ কৰ্ম নান্যস্তু কস্তুচিৎ । কিমিদমন্যভাবে-  
ব্যবৃত্তেরিতি । অন্যস্য ভাবোহন্যভাবেস্তস্মাদ্ব্যবৃত্তিরন্যভাবে-  
ব্যবৃত্তিরিতি । এতদুক্তং ভবতি—যদন্যদব্রহ্মণোহক্ষরশব্দ-  
বাচ্যমিহাশঙ্ক্যতে তদ্বাদিদিদমন্বরাস্তবিধরণমক্ষরং ব্যবৰ্ত্ত-  
য়তি শ্রুতিঃ, তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ  
অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রিতি । তদ্রাদৃষ্টাদিব্যপ-  
দেশঃ প্রধানস্তাপি সম্ভবতি, দ্রষ্টৃদ্বাদিব্যপদেশস্তু ন তস্তু  
সম্ভবত্যচেতনত্বাৎ । তথা, নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোহস্তি

অদ্বয়ান্তবিধরণাক্ষরস্যোখরাদ্যদন্যদর্শণা বা প্রধানং বা ইব্যাক্ততং বা  
ভেদামন্যেবাঃ ভাবোহন্যভাবেস্তদ্যন্তং ব্যবৰ্ত্তয়তি শ্রুতিঃ, তদ্বা এতদক্ষরং  
গার্গ্যাদিক। অনেনৈব সূত্রেণ জীবসাপ্যাক্ষরতা নিষিদ্ধেত্যত আহ।—  
“তথে”তি । নান্যদিত্যাদিকরা হি শ্রুত্যাশ্রিত্যেদঃ প্রতিবিধ্যতে । তথা

শ্রুতি বিশেষণের দ্বারা অন্যভাবেব্যবৃত্তেশ্চ করিয়াছেন, সে হেতুতেও  
অক্ষর পরব্রহ্ম এবং ঐ বিধরণ কৰ্ম ব্রহ্মেব, অন্যের নহে । অন্যভাবে অর্থাৎ  
অচেতনভাবে । তাহা হইতে ব্যবৃত্তি অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা অক্ষরের  
অচেতনত্ব নিবারণপূর্বক চেতন অর্থে স্থাপন । অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি  
এমন সকল বিশেষণ দিয়াছেন, যদ্বারা অক্ষরের অচেতন অর্থ নিবারণিত  
ও চেতন অর্থ প্রতিপাদিত হয় । যথা—“হে গার্গি ! সেই এই অক্ষর  
অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা, অমত অথচ মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ  
বিজ্ঞাতা ।” প্রকৃতিতে অদৃষ্ট প্রভৃতি বিশেষণ স্থান পাইতে পারে বটে ;  
কিন্তু দ্রষ্টা প্রভৃতি বিশেষণ স্থান পাইতে বা সংগত হইতে পারে না ।  
প্রকৃতি জড় ; তজ্জন্য তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম অসম্ভব । [ তথা...নিশ্চয়ঃ ]  
আর, “ইহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই” ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদনিবেদ থাকিল

\* অন্যভাবে ব্রহ্মভিন্নত্বং অচেতনত্বমিতি বাবৎ তন্মাৎ ব্যবৃত্তিঃ পৃথক্ভাৱা ব্যবৃত্তিপেক্ষা  
তন্মাৎ । আকাশাত্মস্য আধারং অক্ষরং শ্রুতিরচেতনত্বং ব্যববৰ্ত্তয়তি যদ্বদ্রষ্ট ইতি সূত্রাক্ষ-  
রার্থঃ ।—যেহেতু শ্রুতি অক্ষরের অচেতনত্ব নিবেদন করিয়াছেন সেই হেতু অক্ষর প্রধান নহে ।

শ্রোতৃ নান্যদতোহস্তি মন্তু নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাত্ৰিত্যন্ত-  
ভেদপ্রতিষেধাৎ ন শারীরস্যাপ্যুপাধিমতোহঙ্করশব্দবাচ্যত্বম্।  
অচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমন ইত্যুপাধিমত্তাপ্রতিষেধাৎ। ন হি  
নিরুপাধিকঃ শারীরো নাম ভবতি। তস্মাৎ পরমেব ব্রহ্মা-  
ঙ্করমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

### ঈকতিকর্মব্যাপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥ \*

এতদ্বৈ সত্যকাম ! পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বি-  
জ্ঞানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমত্বেনীতি প্রকৃত্য শ্রুয়তে, যঃ  
চোপাধিভেদভিন্না জীবা নিষিদ্ধা ভবন্ত্যভেদাভিধানাদিত্যর্থঃ। ইতোহপি ন  
শারীরস্যাকরশব্দভেদত্যাহ।—“অচক্ষু”মিতি। অঙ্করস্য চক্ষুরূপাধি-  
বারয়ন্তী শ্রুতিরোপাধিকস্য জীবস্যাকরতাং নিবেদ্যতীত্যর্থঃ। তস্মাদ্বর্ণ-  
প্রধানাব্যাকৃতজীবানামসম্ভবাৎ সম্ভবাচ্চ পরমাশ্রয়ঃ পরমাত্মৈবাকরমিতি  
সিদ্ধম্।

কার্যব্রহ্মজনপ্রাপ্তিকলত্বাদর্থভেদতঃ।

দর্শনধ্যানমোর্ধ্যৈয়মপরং ব্রহ্ম গম্যতে ॥

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতে: সর্বগতপরব্রহ্মবেদনে তত্ত্বাবাপত্তৌ

জীবও অঙ্কর শব্দের বোধ্য নহে। জীবের শরীরাদি উপাধি আছে;  
পরন্তু অঙ্করের তাহা নাই। যথা—“তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র,” ইত্যাদি। জীব  
নিরুপাধিক, এ কথা বলিতে পারিবে না; সুতরাং পরিশেষে ব্রহ্মকেই  
অঙ্কর বলিতে হইবেক।

প্রমোপনিষদে, পিপ্পলাদ-গুরু সত্যকাম শিষ্যকে বলিতেছেন,—“সত্য-  
কাম ! এই যে ওঁকার, ইহাই পর অপর (সগুণ নিগুণ) ব্রহ্ম। যে এই  
ওঁকারকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, ব্রহ্মবোধে উপাসনা করে, সে উপাসক এই  
আয়তনের (ব্রহ্মপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপ প্রণবের) দ্বারা একতর ব্রহ্ম

\* ওঁকারে বো ধ্যেয়ঃ স পরমাত্মৈব। কৃতঃ ? ঈকতিকর্মব্যাপদেশাৎ ব্যাক্যশেষে তস্মৈ  
ঈকগীরদ্ব্যভেদিত্তি দ্বাবৎ।—পিপ্পলাদ ওঁকারে যাহার ধ্যান করিতে বলিয়াছেন তিনি  
নিগুণ পরমাত্ম। হেতু এই যে, এ ব্যাক্যের শেষে সেই দ্ব্যভব্য-পুরুষ ব্রহ্মবোধকপ্রাপ্ত  
উপাসকের ঈকগীর বলিয়া অভিহিত হইরাছেন।

পুনরুৎ ত্রিমাত্রৈশোমিত্যেতেনৈবাকুরেণ পরং পুরুষমভি-  
 ধারীতেতি। কিমগ্নিন্ বাক্যে পরং ব্রহ্মাভিধাতব্যমুপ-  
 দিশ্রুতে আহোম্বিদপরমিতি। এতেনৈবায়তনেন পরমপরমৈ-  
 কতরমম্বেতীতি প্রকৃতত্বাৎ সংশয়ঃ। তত্রাপরমিদং ব্রহ্মেতি  
 প্রাপ্তং। কস্মাৎ। স তেজসি সূর্যো সম্পন্নঃ স সামভিরু-  
 দ্ধীয়তে ব্রহ্মলোকমিতি চ তদ্বিদো দেশপরিচ্ছিন্নস্য ফল-  
 স্যোচ্যমানত্বাৎ। ন হি পরব্রহ্মবিদ্দেশপরিচ্ছিন্নং ফলমশু-

‘স সামভিরুদ্ধীয়তে ব্রহ্মলোক’মিতি ন দেশবিশেষপ্রাপ্তিরূপপদ্যতে। তন্মাদ-  
 পরমৈব ব্রহ্মেহ ধ্যেয়ম্ভেন চোদ্যতে। ন চেক্ষণস্য লোকে তত্ত্ববিষয়ম্ভেন  
 প্রসিদ্ধে পরস্যৈব ব্রহ্মগন্তধাতবাৎ ধ্যায়তেচ তেন সমানবিষয়ত্বাৎ পর-  
 ব্রহ্মবিষয়মেব ধ্যানমিতি সাম্প্রতম্। সমানবিষয়ত্বস্যবাসিদ্ধেঃ। পরো হি  
 পুরুষো ধ্যানবিষয়ঃ, পরাৎপরস্ত দর্শনবিষয়ঃ। ন চ তত্ত্ববিষয়মেব সর্বত্র  
 দর্শনম্। অনূতবিষয়স্যাপি তস্য দর্শনাৎ। ন চ মননং দর্শনং তচ্চ তত্ত্ব-  
 বিষয়ম্বেতি সাম্প্রতম্। মননাত্তেদেন তত্র তত্র দর্শনস্য নির্দেশাৎ। ন চ  
 মননমপি তর্ক্যপন্ন্যামাবশ্যং তত্ত্ববিষয়ম্। যথাহঃ—‘তর্কো হপ্রতিষ্ঠ’ ইতি।  
 তন্মাদপরমেব ব্রহ্মেহ ধ্যেয়ম্। তস্য চ পরত্বং শরীরাপেক্ষয়েতি। এবং  
 প্রাপ্ত উচ্যতে।

ঈক্ষণধ্যানযোরেকঃ কার্যাকারণভূতয়োঃ।

অর্থ ঔৎসর্গিকং তত্ত্ববিষয়ত্বং তথেক্ততেঃ ॥

প্রাপ্ত হয়।” পিপ্পলাদ এইরূপ বলিয়া পুনর্বার বলিলেন, “যে ব্যক্তি  
 এই ত্রিমাত্র ওঁকারে পর-পুরুষ ধ্যান করে সে সুখ্যালোক হইয়া ব্রহ্মলোকে  
 গমন করে।” পিপ্পলাদের পূর্ববাক্যে একতর (ধ্যান অল্পসারে হয়  
 সগুণ না হয় নিগুণ) প্রাপ্তির কথা আছে এবং পরবাক্যে ব্রহ্মলোক  
 গমনের কথা আছে। সুতরাং সংশয় হয়, পিপ্পলাদ ঐ প্রস্তাবে কি উপ-  
 দেশ করিয়াছেন—পরব্রহ্ম? কি অপরব্রহ্ম? [তত্র...ব্রহ্মণঃ:] “ব্রহ্ম-  
 লোক প্রাপ্ত হয়” এই পরিচ্ছিন্নফলবচন দৃষ্টে অতুমান হয়, পিপ্পলাদ  
 ঐ প্রস্তাবে অপর (সগুণ) ব্রহ্মের ধ্যানোপদেশ করিয়াছেন। যে পরব্রহ্ম  
 জানে সে যে পরিচ্ছিন্ন ফল (যা ব্রহ্মলোকরূপ অল্প ফল) পাইবে, ইহা  
 হইতেই পায়ে না। হেতু এই যে, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, তৎপ্রাপ্তিরূপ

বীতেতি যুক্তং, সৰ্ব্বগতত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ। নম্বপরব্রহ্ম-  
পরিগ্রহে পরং পুরুষমিতি বিশেষণং নোপপদ্যতে। নৈম  
দোষঃ। পিণ্ডাপেক্ষয়া প্রাণস্য পরত্বোপপত্তেঃ। ইত্যেবং  
প্রাপ্তেহতিধীয়তে।—পরমেব ব্রহ্মেহাতিধ্যাতব্যমুপদিষ্টতে,  
কস্মাৎ, ঐকতিকৰ্ম্মব্যাপদেশাৎ। ঐকতিদর্শনং দর্শনব্যাপ্য-  
বীকতিকৰ্ম্ম। ঐকতিকৰ্ম্মত্বেনাস্যাতিধ্যাতব্যস্য পুরুষস্য  
বাক্যশেষে ব্যাপদেশো ভবতি, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ-  
পরং পুরুষং পুরিশয়ং ঐকত ইতি। অত্রাতিধ্যায়তেরতথা-

ধ্যানস্য হি সাক্ষাৎকাবঃ ফলম্। সাক্ষাৎকাবশ্চোৎসর্গতত্ত্ববিষয়ঃ।  
কচিৎ বাধকোপনিপাতে সমাবোপিতগোচরোভবেৎ। ন চাগত্যপবাদে  
শকা উৎসর্গস্ত্যক্তুম্। তথা চাস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ তৎকারণস্য ধ্যানস্যাপি  
তত্ত্ববিষয়ত্বম্। অপি চ বাক্যশেষেণৈকবাক্যত্বসম্ভবে ন বাক্যভেদোবুধ্যতে।  
সম্ভবতি চ পরপুরুষবিষয়ত্বেনার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ সমভিব্যাহারীকৈকবাক্যত্বাৎ।  
তদনুরোধেন চ পরাৎপব ইত্যত্র পরাদিতি জীবঘনবিষয়ং দৃষ্টব্যম্। তস্মাত্তু

ফলং স্মৃতরাং অপরিচ্ছিন্ন। [নম্বপব. দেশাৎ] যদি বল, অপর-ব্রহ্ম  
গ্রহণ করিলে “পরং” বিশেষণ অনর্থক হইবে, আমি বলি হইবে না।  
ঐ বিশেষণ নির্দোষ। কেন-না, প্রাণ পিণ্ড-অপেক্ষা পব। (পিণ্ড=স্থূল,  
স্থূলাতিমানী বিরাট্। প্রাণ=সমষ্টিশরীরাত্তিমানী হিরণ্যগৰ্ভ। বিরাট্  
অপেক্ষা হিরণ্যগৰ্ভ বা ব্রহ্মা পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট)। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তির  
পর সমাবোপিত বলিতেছেন, ঐ বাক্যে পরব্রহ্মই ধাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়া-  
ছেন। हेतু এই যে, ঐ বাক্যের শেষে ঐকতি-কৰ্ম্মে ব্যাপদেশ আছে।  
[ঐকতি. ইতি] ঐকতি=ঐকধাতু। ঐকধাতুর অর্থ দর্শন অর্থাৎ দেখা।  
কৰ্ম্মশব্দের অর্থ তথাপ্য অর্থাৎ তাহার বিষয়। ব্যাপদেশ=উল্লেখ।  
মিলিতার্থ এই যে, পিপ্পলাদ বাক্যের শেষে “উপাসক সেই বীষ ধাতব্য  
পরাত্পর পুরুষ দেখে, আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকাব করে,” এইরূপ ব্যাপদেশ  
(উল্লেখ) থাকার পিপ্পলাদোক্ত ধাতব্য ব্রহ্ম পর-ব্রহ্ম। বধা—“সেই  
উপাসক তখন জীবঘন (হিবণ্যগৰ্ভ) হইতে পরাত্পর পুৰিশয় পুরুষ দেখে,  
আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকাব করে,” [অত্রা...জায়তে] বাহ্য ধ্যানের

ভূতমপি বস্তু কৰ্ম্ম ভবতি মনোরথকল্পিতস্যাপ্যভিধায়তি-  
কৰ্ম্মত্বাৎ । ঈক্ষতেস্ত তথাভূতমেব বস্তু লোকে কৰ্ম্ম দৃষ্ট-  
মিত্যতঃ পরমাত্মৈবাহংসং সম্যগ্দর্শনবিষয়ভূত ঈক্ষতিকৰ্ম্ম-  
ত্বেন ব্যপদিষ্ট ইতি গম্যতে । স এব চেহ পরপুরুষশব্দাভ্যা-  
মভিধাতব্যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে । নন্যভিধ্যানে পরপুরুষ উক্ত  
ঈক্ষণে তু পরাৎপরঃ কথমিতর ইতরত্র প্রত্যভিজ্ঞায়ত  
ইতি, অত্রোচ্যতে । পরপুরুষশব্দো তাবদুভয়ত্র সাধারণো ।  
ন চাত্র জীবঘনশব্দেন প্রকৃতোহভিধাতব্যঃ পরপুরুষঃ পরা-  
নৃশৃণতে যেন তস্মাৎ পরাৎপরোহরমীক্ষিতব্যঃ পুরুষোহন্যঃ  
স্যাৎ । কস্তর্হি জীবঘন ইতি । উচ্যতে । ঘনোমূর্ত্তিজীব-

পরঃ পুরুষো ধ্যাতব্যশ্চ দ্রষ্টব্যশ্চ ভবতি । তদ্বিদমুক্তম্ । ন চাত্র জীবঘন-  
শব্দেন প্রকৃতোহভিধাতব্যঃ পরঃ পুরুষঃ পরানৃশৃণতে কিন্তু জীবঘনাৎ পরাৎ  
পরো যো ধ্যাতব্যো দ্রষ্টব্যশ্চ তমেব কথয়িতুং জীবঘনোজীবঃ খিলাভাব-

বিষয় তাহা তথাভূত অতথাভূত উভয় প্রকারই হয় । কিন্তু যাহা সম্যক  
জ্ঞানের বিষয় তাহা তথাভূত ভিন্ন অতথাভূত হয় না । মনঃকল্পিত বস্তুও  
ধ্যানের বিষয় হইতে দেখা যায়, কিন্তু মনঃকল্পিত বস্তু সাক্ষাৎকৃত হইতে  
দেখা যায় না । অতএব, স্রুতি যখন ঈক্ষতে—সাক্ষাৎকার করে—বলি-  
ছেন, তখন অবশ্যই বুঝিবে, অকল্পিতস্বভাব পরমাত্মাই ঐ ঈক্ষণ-ক্রিয়ার  
বিষয় এবং তিনিই পর-শব্দের ও পুরুষ-শব্দের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়া-  
ছেন । [ নন্যভি...ইতি ] বলিতে পার, অভিধান-বাক্যে 'পর' শব্দ, আর  
ঈক্ষণ-বাক্যে 'পরাৎপর' শব্দ, এমন স্থলে কিপ্রকারে এক-শব্দে অপরের  
জ্ঞান হইতে পারে ? ইহাতে আমরা বলি, পর-শব্দ ও পুরুষ-শব্দ উভয়েই  
উভয়ের বোধক । এমন বলিতে পারিবে না যে, যে-অভিপর্য্যাতব্য জীবঘন-  
শব্দে উক্ত হইয়াছে, সে 'ঈক্ষতে' শব্দে উক্ত হয় নাই । অর্থাৎ ধ্যাতব্য  
পুরুষ অন্য ও ঈক্ষণীয় পুরুষ অন্য । ( ধ্যানের ও ধ্যানক্ষণ জ্ঞানের বিষয়  
এক বৈ দুই হইতে পারে না । ধ্যান এক, জ্ঞান এক, একরূপ হয় না ।  
যাহারই ধ্যান, তাহাবই জ্ঞান, ইহাই নিয়ম । যে-বস্তু জানিবার জন্য ধ্যান-  
প্রব্রূহ উৎসাপিত করিবে, ধ্যানপরিপাকে জ্ঞান হইলে সেই বস্তুই দেখা

লক্ষণোঘনো জীবঘনঃ সৈন্ধবখিল্যবৎ । যঃ পরমাত্মনো-  
জীবরূপঃ খিল্যভাব উপাধিকৃতঃ পরশ্চ বিষয়েস্ত্রিয়েভ্যঃ  
সোহত্র জীবঘন ইতি । অপর আহ, স সামভিকরমীয়াতে  
ব্রহ্মলোকমিতি, অতীতানন্তরবাক্যানির্দিষ্টো যো ব্রহ্মলোকঃ  
পরশ্চ লোকান্তরেভ্যঃ সোহত্র জীবঘন ইত্যুচ্যতে । জীবানাং  
হি সর্বেষাং করণপরিবৃত্তানাং সর্বকরণাত্মনি হিরণ্যগর্ভে  
ব্রহ্মলোকনিবাসিনি সজ্জাতোপপত্তেভবতি ব্রহ্মলোকোজীব-  
ঘনঃ, তস্মাৎ পরো যঃ পরমাত্মৈক্ষণকর্ম্মভূতঃ স এবাভি-  
ধ্যানেহপি কর্ম্মভূত ইতি গম্যতে । পরং পুরুষমিতি চ  
বিশেষণং পরমাত্মপরিগ্রহ এবাহবকল্পতে । পরো হি

মুপাধিবশাদাপন্নঃ স উচ্যতে । ‘স সামভিকরমীয়াতে ব্রহ্মলোক’মিত্যানন্তর-  
বাক্যানির্দিষ্টো ব্রহ্মলোকো বা জীবঘনঃ । স হি সমস্তকরণাত্মনঃ সূত্রাত্মনো-

বাইবে, জানা যাইবে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।) জিজ্ঞাসা করিতে পার, জীবঘন  
কে ? ঘন-শব্দে নিবিড়তা । দ্রব-কাঠিন্য । যেমন সৈন্ধবঘন, তেমনি  
জীবঘন । পরমাত্মার যে-স্বরূপ ইঞ্জিয়াদি-উপাধির দ্বারা খিল্যভাব প্রাপ্ত  
হইয়াছে অর্থাৎ অল্প নিবিড় বা কিঞ্চিৎ পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং যে-স্বরূপ  
সেই সেই ইঞ্জিয়াদি হইতে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও অতীত ; সেই স্বরূপই  
জীবঘন-শব্দে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মা কথিত হয় নাই । (জীব-  
ঘন-শব্দের ব্রহ্মলোক অর্থ মুখ্য নহে, কিন্তু অমুখ্য বা গৌণ) । [ অপরা...  
গম্যতে ] বৃত্তিকার বলিয়াছেন, ব্রহ্মলোক অন্যান্য লোক অপেক্ষা পর  
(উৎকৃষ্ট) । পূর্বাপর বাক্যে তাহারই উল্লেখ আছে, সূত্রাত্ম জীবঘন-শব্দে  
ব্রহ্মলোক । সমষ্টিলিঙ্গশরীরাত্মানী হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) এই লোকের  
স্বামী । জীবঘন অর্থাৎ জীবসংঘাত, এ অর্থ ব্রহ্মলোক পক্ষেও সংগত  
বা খাটে । তাহার কারণ এই যে, ইঞ্জিয়বেষ্টিত সমস্তজীব সর্বোচ্চ  
হিরণ্যগর্ভের অহমভিমান আছে । অতএব, ব্রহ্মলোকই জীবঘন ।  
হইতে পর (উৎকৃষ্ট) পরমাত্মা । এই পরমাত্মা প্রোক্ত ঈশ্বরের  
এবং অভিধ্যানেয়ও আলম্বন । [ পরং...সূত্রাত্ম ] পরং, পুরুষঃ, এই  
বিশেষণ পরমাত্মা অর্থেই কৃপ্ত । পরমাত্মাই সর্ব-পর । এ বিষয়ে

পুরুষঃ পরমাত্মৈব ভবতি, যস্মাৎ পরং কিঞ্চিদন্যন্নাস্তি,  
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি চ  
শ্রুত্যন্তরাৎ । পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোক্কার ইতি চ বিভক্ত্যা-  
 হনস্তরমোক্ষারেণ পরং পুরুষমভিধ্যাতব্যং ক্রবন্ পরমেব  
 ব্রহ্ম পরং পুরুষং গময়তি । যথা পাদোদরস্থচা বিনিমূচ্যতে  
 এবং হ বৈ স পাপুনা বিণ্মূচ্যত ইতি পাপুবিনিম্বোক-  
 ফলবচনং পরমাত্মানমিহাভিধ্যাতব্যং সূচয়তি । অথ যদুক্তং  
 পরমাত্মাভিধ্যায়িনো ন দেশপরিচ্ছিন্নং ফলং যুক্ত্যত ইতি,  
 অত্রোচ্যতে । ত্রিমাত্রৈণোক্ষারেণালম্বনেন পরমাত্মানমভি-  
 ধ্যায়তঃ ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ক্রমেণ চ সম্যগদর্শনোৎ-  
 পত্তিরিতি ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়মেতদ্ব্যবহৃতীত্যদোষঃ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্যগর্ভস্য ভগবতোনিবাসভূমিতয়া করণপরিবৃত্তানাং জীবানাং তত্র  
 সংঘাত ইতি ভবতি জীবনঃ । তদেবং ত্রিমাত্রোক্ষারায়তনং পরমেব ব্রহ্মো-  
 পাস্যম্ । অত এব চাহস্য দেশবিশেষাধিগতিঃ ফলমুপাধিমত্বাৎ ক্রমেণ  
 চ সম্যগদর্শনোৎপত্তৌ মুক্তিঃ । ‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ ইতি তু নিরুপাধি-  
 ব্রহ্মবেদনবিষয়া ঋতিঃ । অপরস্ত ব্রহ্মৈক্যকমাত্রাবতনমুপাস্যমিতি স্তম্ভব্যম্ ।

প্রমাণ যথা—“ইহা ব্যতীত পব নাই।” “পুরুষের পর আর কিছুই নাই।”  
 “পুরুষই পরাকাষ্ঠা (শেষ সীমা), এবং পুরুষই পরা গতি (প্রাপ্যতার  
 চরম)।” [ পরঞ্চাঃ সূচয়তি ] “ওঁকারই পরাপর ব্রহ্ম” এইরূপ বলিয়া,  
 বিবিধ বিভাগ দেখাইয়া, পশ্চাৎ ত্রিমাত্র ওঁকারে পব-পুরুষের ধ্যান বলা-  
 তেই বুঝা গিয়াছে, প্রোক্ত পর-পুরুষ পরব্রহ্ম । ঐ বাক্যে যে পরমাত্মার  
 ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার “সর্ব যেমন নির্মোকমুক্ত হয়, সেইরূপ,  
 প্রাণোপাসক পাপবিমুক্ত হয়।” এই পাপবিমুক্তি ফলের দ্বারাও ঐ অর্থ  
 নিশ্চয় হয়। [ অথ...দোষঃ ] বলিয়াছিলে, পরমাত্মাধ্যায়ী দেশপরিচ্ছিন্ন  
 ফল (ব্রহ্মলোক) অসঙ্গত; তদ্বত্তরে বলিতেছি, অসঙ্গত নহে। ত্রিমাত্র ওঁকার  
 অবলম্বন কবিতা ব্রহ্মাধ্যান কবিলে তাহাব ফল ব্রহ্মলোক সত্য; পরন্তু সেই  
 লোকেই তাহার পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়। অতএব, ক্রমমুক্তি স্থান ব্রহ্মলোক  
 ফল অন্ন নহে, পরিচ্ছিন্নফল নহে, ঐরূপে তাহা সম্পূর্ণ; সূত্রায় অদোষ ।



## দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ \*

অথ যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরো-  
হগ্নিন্তরাকাশস্তগ্নিন্ বদন্তস্তদয়েষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসি-  
তব্যম্ ইত্যাদি বাক্যং সমান্নায়তে । তত্র যোহয়ং দহরে  
হৃদয়পুণ্ডরীকে দহর আকাশঃ শ্রুতঃ স কিং ভূতাকাশোহথ  
বিজ্ঞানাত্মাহথবা পরমাত্মেতি সংশয়্যতে । কুতঃ সংশয়ঃ ।  
আকাশব্রহ্মপুরশব্দাভ্যাম্ । আকাশশব্দো হয়ং ভূতাকাশে

“অথ যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং হৃদয়ং গুহ্যপ্রায়ং পুণ্ডরীকসন্নিবেশং  
বেশ্ম দহরোহগ্নিন্তরাকাশস্তগ্নিন্ বদন্তস্তদয়েষ্টব্যম্” । আগমচার্যোপ-  
দেশাভ্যং শ্রবণঞ্চ তদবিবোধিনা তর্কেণ মননঞ্চ তদবেষণং তৎপূর্বেণ  
চাদরনৈরন্তর্য্যাদীর্ঘকালসেবিতেন ধ্যানাত্ম্যাসপরিপাকেন সাক্ষাৎকারো-  
বিজ্ঞানম্ । বিশিষ্টং হি তজ্জ্ঞানং পূর্বেভ্যঃ । তদ্বিজ্ঞা বিজিজ্ঞাসনম্ ।  
অত্র সংশয়মাহ—“তত্ত্বে”<sup>১</sup> । তত্র প্রথমং তাবদেয়ং সংশয়ঃ । কিং  
দহরাকাশাদন্যদেব কিঞ্চিদয়েষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ উত দহরাকাশ ইতি ।  
যদাপি দহরাকাশোহয়েষ্টব্যস্তদাপি কিং ভূতাকাশ আহো শারীর আত্মা  
কিং বা পরমাত্মেতি । সংশয়হেতুং পৃচ্ছতি—“কুতঃ” ইতি । তদ্বৈতমাহ—  
“আকাশব্রহ্মপুরশব্দাভ্যাম্”<sup>২</sup> মিতি । তত্র প্রথমং তাবদ্বূতাকাশ এষ দহর

ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূম-বিদ্যা উপদেশের পর “এই ব্রহ্মপুরে ( দেহে )  
দহর ( অন্ন ) পদ্ম গৃহ আছে । অর্থাৎ হৃদপদ্মরূপ গৃহ আছে । তন্মধ্যে যে  
দহর আকাশ, তাহা অবেষণ কর ও জান ।” এইরূপ এইরূপ কথা আছে ।  
[ তত্র শব্দাভ্যাম্ ] ঐ বাক্যে যে অন্তায়ত হৃদয়পুণ্ডরীকে দহরাকাশ শ্রুত  
হইল, ঐতিকর্তৃক কথিত হইল, উহা কি ? উহা ভূতাকাশ ? না জীব ? না  
পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয় হয় । আকাশ ও ব্রহ্মপুর এই দুই শব্দ উক্তবিধ  
সংশয়ের বীজ । [ আকাশ...সংশয়ঃ ] ভূতাকাশ ও পরব্রহ্ম উভয় অর্থেই

\* উত্তরেভ্যঃ বাক্যশেষেভ্যঃ, ছান্দোগ্যোক্তোদহরাকাশো ব্রহ্মৈবেতি সূত্রযোজনা ।—  
ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দহরাকাশ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা পবব্রহ্ম । তৎপ্রতি হেতু এই যে,  
প্রত্যবেশে, যে-সকল বাক্য আছে সে-সকলের দ্বারা পূর্ণোক্ত দহরাকাশের ব্রহ্মতা  
নিশ্চয় হয় ।

পরস্মিংশ্চ ব্রহ্মণি প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে। তত্র কিং ভূতাকাশ  
এব দহরঃ স্যাৎ কিং বা পর ইতি সংশয়ঃ। তথা ব্রহ্মপুরমিতি  
কিং জীবোহত্র ব্রহ্মনামা তস্যোদং পুরং শরীরং ব্রহ্মপুরমথ  
বা পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ পুরং ব্রহ্মপুরমিতি। তত্র জীবস্য পরশ্চ  
বান্ধতরশ্চ পুরস্বামিনো দহরাকাশে সংশয়ঃ। তত্রাকাশ-  
শব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাদ্ভূতাকাশ এব দহর ইতি প্রাপ্তম্।  
তস্য চ দহরায়তনাপেক্ষয়া দহরত্বং, যাবান্ বা অয়মাকাশ-  
স্তাবানেমোহন্তরূদয় আকাশ ইতি চ বাহ্যাত্মন্তরভাবকৃত-  
ভেদস্যোপমানোপমেয়ভাবো দ্যাবাপৃথিব্যাদি চ তস্মিন্নন্তঃ-  
সমাহিতম্ভবকাশাত্মনাকাশস্যৈকত্বাৎ। অথ বা জীবো দহর  
ইতি প্রাপ্তং ব্রহ্মপুরশব্দাৎ। জীবস্য হীদং পুরং সচ্ছরীরং

ইতি পূর্বপক্ষয়তি—“তত্রাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাদি”তি। এব তু  
বহুতবোত্তরসন্দর্ভবিরোধাত্তুচ্ছঃ পূর্বপক্ষ ইত্যপরিতোষেণ পক্ষান্তরমালম্ব্যতে  
পূর্বপক্ষী। “অথ বা জীবো দহর ইতি প্রাপ্তং” যুক্তমিত্যর্থঃ। তত্র—

আকাশ-শব্দেব প্রয়োগ দেখা যায়; সুতরাং সংশয় হয়, শ্রুতি দহরাকাশ-  
শব্দে ভূতাকাশ বলিয়াছেন? না পরব্রহ্ম বলিয়াছেন? ব্র-পুর শব্দ  
থাকাতেও অন্যপ্রকার সংশয় হয়। এই শবীররূপ পুরী জীবেরও বটে;  
ব্রহ্মেরও বটে; কিন্তু শ্রুতি কোন্ পুংস্বামীকে বলিয়াছেন তাহার নিশ্চয়  
কি? [তত্র...শ্রৌতত্বাৎ] আকাশ-শব্দ আকাশ-ভূতে রূঢ়, প্রসিদ্ধ, তদনু-  
সারে প্রথমতঃ আকাশ ভূত পাওয়া যায়। ভূতাকাশ হৃদপদ্যদহরে  
পৰিচ্ছিন্ন; ওদনুসাবে শ্রুতি তাহাকে দহর বলিয়া থাকিবেন। বস্তুভেদ  
না থাকিলে অভেদ বস্তুর উপমান-উপমেয়ভাব (তুলনা দিয়া বুঝান)  
ঘটে না সত্য; কিন্তু বাহ ও আভ্যন্তর এতক্রপভেদ গ্রহণ করিলে, স্বীকার  
করিলে, “এই আকাশ যজ্ঞ বা যৎপরিমিত, হৃদয়াস্তবর্তী আকাশও তজ্ঞপ  
বা তৎপরিমিত” এ তুলনা বা এই উপমান-উপমেয়ভাব সংগত হইতে  
পারে। “পৃথিবী ও স্বর্গ এই অন্তরাকাশে অবস্থিত” এ কথাও আকাশের  
ভেদক-উপাধি ত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র অবকাশভাব গ্রহণ করিলে (পক্ষ  
করিলে) সংগত হইতে পারে। [অথবা ..ভবিষ্যতি] পক্ষান্তরে, ব্রহ্মপুর-

ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে । তস্য স্বকর্ষণোপার্জিতত্বাৎ । ভক্ত্যা  
চ তস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বম্ । ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরেণ  
স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধোহস্তি । তত্র পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশে-

আধেয়ত্বাধিশেবাধা পুরং জীবস্য যুক্ত্যতে ।

দেহো ন ব্রহ্মণো যুক্তো হেতুদ্বয়বিয়োগতঃ ॥

অসাধাবণেন হি ব্যপদেশা ভবন্তি । তদ্বৎ, ক্রিষ্টিজনপবনবীজাদি-  
সামগ্রীসমবধানজন্যাহ্যাকুরঃ শালিবীজেন ব্যপদিশ্রুতে শালাকুর ইতি ন তু  
ক্রিষ্টাদিভিঃ । তেষাং কার্যাস্তরেষপি সাধারণত্বাৎ । তদ্বৎ শরীরং ব্রহ্ম-  
বিকারোহপি ন ব্রহ্মণা ব্যপদেষ্টব্যম্ । ব্রহ্মণঃ সর্ববিকারকারণত্বেনাতি-  
সাধারণত্বাৎ । জীবভেদধর্ম্মাধর্ম্মোপার্জিতং তদিত্যসাধারণকারণত্বাজ্জীবেন  
ব্যপদিশ্যত ইতি যুক্তম্ । অপি চ ব্রহ্মপুর ইতি সপ্তম্যধিকরণে স্বর্ঘ্যতে  
তেনাধেয়েনানেন সম্বন্ধব্যম্ । ন চ ব্রহ্মণঃ স্বে মহিম্নি ব্যবস্থিতস্যাহনাধেষত্বা-  
ধারসম্বন্ধঃ কল্পতে । জীবত্বাভ্যগ্রমাত্র ইত্যাদিভ্যো ভবতি । তন্মাদ্ ব্রহ্মশব্দো  
ক্লৃষ্টিং পবিত্রত্বাৎ দেহাদিবৃংহণতয়া জীবে যোগিকো বা ভাস্তো বা  
ব্যাত্যেযঃ । চৈতন্যঞ্চ ভক্তিঃ । উপধানানুপধানে তু বিশেষঃ । “বাচ্যত্বং”  
গম্যত্বম্ । স্যাদেতৎ । জীবস্য পুরং ভবতু শরীরং, পুণ্ডরীকদহরগোচরতা  
জন্যস্য ভবিষ্যতি, বৎসরাজস্য পুর ইবোজ্জয়িন্যাম্ মৈত্রস্য সন্ম ইত্যত  
আহ ।—“তত্র পুরস্বামিনঃ” ইতি । অর্থঃ—বেদাধিকরণমনির্দিষ্টা-  
ধেয়মাধেয়বিশেষাপেক্ষারূপং পুরস্বামিনঃ প্রকৃতত্বাভেদনৈবাধেয়েন সম্বন্ধঃ  
সদনপেক্ষং নাধেয়াস্তরেণ সম্বন্ধঃ কল্পয়তি । নহু তথাপি শরীরমেবাহস্য  
ভোগায়তনমিতি কো হৃদয়পুণ্ডরীকেহস্য বিশেষো যন্তদেবাহস্য সন্ম ইত্যত

শব্দের বলে জীবকেও পাওয়া যায় । ব্রহ্মের পূর্ব ব্রহ্মপুর । ব্রহ্মশব্দের অর্থ  
এখানে জীব । যেহেতু এই সজীবশরীর জীবের পুরী, বাসস্থান, জীব ইহাকে  
নিজ ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা লাভ করিয়াছে, উপার্জন করিয়াছে, সেই হেতু ইহা  
জীবের পুরী, মুখ্যব্রহ্মের নহে । জীবে ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মসম্পর্ক আছে ;  
তদনুসারে লোক ও শাস্ত্র জীবকে ব্রহ্ম বলে । “ব্রহ্মপুর” বাক্যস্থ ব্রহ্ম-  
শব্দেব মুখ্য অর্থ ( পর ব্রহ্ম ) ত্যাগ করিয়া জীবরূপ গোণ অর্থ গ্রহণ করি-  
বার কাৰণ এইরূপে, শরীররূপ পুরীর সহিত মুখ্যব্রহ্মের ( পরব্রহ্মের ) স্বত্ব  
স্বামিভাব নাই । তিনি অসঙ্গত্বে । আরও দেখ, যে যে-পুরস্বামী,

হবস্থানং দৃষ্টং যথা রাজ্ঞঃ । মনউপাধিকশ্চ জীবো মনশ্চ  
প্রায়েণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতমিত্যতো জীবস্যেবেদং হৃদয়াস্তর-  
বস্থানং স্যাৎ । দহরত্বমপি তস্যেবারাগ্রোপমিতত্বাদব-  
কল্পতে । আকাশোপমিতত্বাদি চ ব্রহ্মাভেদবিবক্ষয়া ভবি-  
ষ্যতি । ন চাত্র দহরস্যাত্মৈক্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ  
শ্রীযতে, তস্মিন্ যদন্তরিতি পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিতি,  
অত উত্তরং ক্রমঃ । পরমেশ্বর এব দহরাকাশো ভবিতুমহতি

আহ ।—“মন উপাধিকশ্চ জীবঃ” ইতি । মনু মনোহপি চলতরা সকলদেহ-  
বৃত্তি পর্যায়েণেভ্যত আহ ।—“মনশ্চ প্রায়েণ” ইতি । আকাশশব্দশ্চারুপ-  
ত্বাদিনা সামান্যেন জীবে ভক্তঃ । অন্ত বা ভূতাকাশ এবায়মাকাশশব্দো  
দহরোহস্মিন্নস্তরাকাশ ইতি, তথাপ্যদোষ ইত্যাহ ।—“ন চাত্র দহরস্য”  
আকাশস্য “অদ্বৈতব্যবমিতি” । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।—ভূতাকাশস্য তাবদ  
দহরত্বং যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানোহন্তরদহর আকাশ ইতু্যপমান-  
বিরোধঃ । তথাহি ।—

তেন তস্যোপমেয়ত্বং রামরাবণযুদ্ধবৎ ।

অগত্যা ভেদমারোপ্য গতো সত্যং ন যুজ্যতে ॥

সে সে-পুরের একাংশেই বাস করে, সর্কাসে নহে । রাজপুরী বিস্তীর্ণ,  
কিন্তু রাজা তাহার এক দেশেই থাকেন । জীব কি ? জীব মন-উপাধিক ।  
মন-উপাধিক চৈতন্যকেই জীব বলে । মন প্রায়শঃই হৃদয়প্রদেশে অবস্থান  
কবেন । মনের হৃদয়বস্থানে জীবেরও হৃদয়বস্থান সিদ্ধ হয় । জীবকে  
যে দহর ( মন ) বলা হইয়াছে, তাহা আরাগ্র দৃষ্টান্তে অধিক সংগত  
হইতে পারে । ( আরা=চামড়া শেলাই করা কাঁটা বা সূচ । প্রতি ইহার  
অগ্রভাগের সহিত জীবের স্বক্কতা অংশের তুলনা করিয়াছেন ) ।  
[ নচাত্র...ক্রমঃ ] আরও দেখ, প্রতি দহরের অবেষণ ও দহরের স্বরূপ  
বিচার করিতে বলেন নাই । প্রতি বলিয়াছেন, যে তাহার অন্তরবস্থিত—  
তাহাকেই অবেষণ কর । ( কাবেই বলিতে হয়, প্রোক্ত দহর জীব ও ভূত-  
াকাশ নহে ) । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্বরকার বলিতেছেন ।  
[ পর...হেতুভ্যঃ ] ঐ দহর আকাশ-ভূত নহে, জীবও নহে, কিন্তু পরমেশ্বর ।

ন ভূতাকাশো জীবো বা । কস্মাৎ । উত্তরেভ্যোবাক্যশেষ-  
গতেভ্যো হেতুভ্যঃ । তথা হি—দ্রষ্টব্যতয়া বিহিতস্য দহ-  
রাকাশস্ত, তৎক্ষেদক্রয়ুরিত্যুপক্রম্য, কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্তে-  
ষ্টব্যং যদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যেবমাক্ষেপপূর্ব্বকং প্রতি-  
সমাধানবচনং ভবতি, স ক্রয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবা-  
নেষোস্তুহৃদয় আকাশ উভে অগ্নিন্ দ্যাভাপৃথিবী অন্তরেব  
সমাহিতে ইত্যাদি । তত্র পুণ্ডরীকদহরত্বেন প্রাপ্তদহরত্ব-  
স্যাকাশস্য প্রসিদ্ধাকাশোপম্যেন দহরত্বং নিবর্তয়ন্ ভূতা-  
কাশত্বং দহরত্বাকাশস্ত নিবর্তয়তীতি গম্যতে । যদ্যপ্যা-  
কাশশব্দো ভূতাকাশে রূঢ়স্তথাপি তেনৈব তস্যোপমা-

অন্তি তু দহরাকাশস্ত ব্রহ্মত্বেন ভূতাকাশান্তেদেনোপমানস্ত গতিঃ । ন  
চানবচ্ছিন্নপরিমাণমবচ্ছিন্নং ভবতি । তথাসত্যবচ্ছেদাহুপপত্তেঃ । ন ভূতা-  
কাশমানত্বং ব্রহ্মণোহত্র বিধীয়তে যেন জ্যায়ানয়মাকাশাদিতি শ্রুতিবিরোধঃ  
স্তাৎ অপি তু ভূতাকাশোপমানেন পুণ্ডরীকোপাধিপ্রাপ্তং দহরত্বং নিব-  
র্ত্যতে । অপি চ সৰ্ব্ব এবোত্তরে হেতবো দহরাকাশস্ত ভূতাকাশত্বং ব্যাসে-  
এ তথ্য শেষবাক্যের দ্বারা জানা যায় । [ তথাহি...ভবতি ] প্রস্তাবের শেষ  
বাক্যে যে-সকল পরমেশ্বরবোধক কথা আছে সে সকল দেখাইতেছি ।  
শ্রুতি প্রথমতঃ দহরাকাশ দর্শনের বিধান ( উপদেশ ) করিয়াছেন । পরে  
নিজেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, “যদি কেহ বলে, দহরে অর্থাৎ অত্যন্ত হৃদ-  
পুণ্ডরীকে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে ?” অনন্তর  
সমাধানবাক্য বলিয়াছেন “এই প্রসিদ্ধ আকাশ যজ্ঞপ বা বৎপরিমিত—  
হৃদয়স্থ দহরাকাশও তজ্জপ বা তৎপরিমিত । পৃথিবী ও স্বর্গ ইহারই অন্তরে  
অবস্থিত ।” এই সমাধান-বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঐ দহরা-  
কাশ ভূতাকাশ নহে । শ্রুতি, প্রসিদ্ধ আকাশকে দৃষ্টান্তস্থানে গ্রহণ  
করাতেই দার্ষ্টান্তিক দহরাকাশের ভূতত্ব নিবারণিত হইয়াছে । আকাশ  
শব্দ আকাশ-ভূতে রূঢ় সত্য ; কিন্তু নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া  
অসম্ভব । নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া বৃক্তিবিকল্প । কাষেই  
বিশিতে হয়, দহরাকাশ আকাশ নহে, ব্রহ্ম । ( অর্থাৎ আপনি আপনার

নোপপদ্যত ইতি ভূতাকাশশব্দা নিবর্তিতা ভবতি । নব্বৈ-  
কস্তাপ্যাকাশস্য বাহ্যাত্মন্তরত্বকল্পিতেন ভেদেনোপমানোপ-  
মেয়ভাবঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্ । নৈবং সম্ভবতি । অগতিকা  
হীযং গতির্যং কাল্পনিকভেদাশ্রয়ণম্ । অপি চ কল্পয়িত্বা  
ভেদমুপমানোপমেয়ভাবং বর্ণয়তঃ পরিচ্ছিন্নত্বাদভ্যন্তরাকা-  
শস্য ন বাহ্যাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে । ননু পরমেশ্বরস্যাপি  
জ্যায়ানাকাশাদিতি শ্রুত্যন্তরান্নৈবাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে,  
নৈষ দোষঃ । পুণ্ডরীকবেষ্টনপ্রাপ্তদহরহ্ননিবৃতিপরত্বাদ্বাক্যস্য  
ন তাবদ্ব্যপ্রতিপাদনপরত্বম্ । উভয়প্রতিপাদনেহপি বাক্যং

দ্বাবা উপমিত বা তুলিত হহবাব সম্ভাবনা নাই । ভিন্ন বস্তুব দ্বারাই ভিন্ন  
বস্তুব তুলনা হইয়া থাকে, নিজের দ্বাবা নিজে তুলিত হয় না । অভিপ্রায়  
এই যে, আকাশতুল্য সর্বব্যাপী ও সর্বাব্যব একবস্তুই মহাবাকাশ-শব্দেব  
বোধ্য ) । [ নব্বৈকস্য...পদ্যতে ] বলিয়াছিলে, কাল্পনিক ভেদ ( ভিন্ন-  
ভাব ) অবলম্বন করিলে এক বা অভিন্ন বস্তুব উপমান-উপমেয়-ভাব  
বাধা যায়, অর্থাৎ আকাশ এক বটে ; কিন্তু বাহ্যাকাশ ও অন্তরাকাশ এই-  
রূপ দ্বৈবিধ্য করনা করিয়া পশ্চাৎ বাহ্যাকাশেব দ্বাবা অন্তরাকাশ তুলিত  
হহবাব সম্ভাবনা আছে, আমবা বলি, সে সম্ভাবনা এখানে নাই । যেহেতু  
গত্যন্তর না থাকে সেইখানেই কাল্পনিক ভেদ গ্রহণ করা যায়, অন্যত্র নহে ।  
এখানে গত্যন্তর আছে । ( গত্যন্তর=ব্রহ্ম-অর্থ-গ্রহণ ) । কাল্পনিক ভেদ  
গ্রহণ করিলেও অল্পপরিমাণ অন্তরাকাশে যৎপবোনাস্তি নৃহৎ ভূতাকাশের  
তুলনা কোনও প্রকারে উপপন্ন বা সংগত হইবে না । [ ননু বর্তীষতুন |  
বলিতে পার, অন্যত্র বলিয়াছেন “পবমেশ্বর আকাশ অপেক্ষা বড়,”  
কিন্তু এ শ্রুতি বলিলেন, “আকাশেব সমান,” এ বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য  
কি ? ইহাতে আমবা বলি, সামঞ্জস্য নাই । কেন-না, ঐ বাক্য পরিমাণ-  
প্রতিপাদক নহে । অর্থাৎ পরিমাণ প্রতিপাদনে উহাব তাৎপর্য নাই ।  
( এত বড় অত বড় বলা শ্রুতিব অভিপ্রেত নহে ) অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর  
স্বদপন্ন পবিচ্ছেদে স্বরূপাব বা সংকোচভাবপ্রাপ্ত হইতে ছিলেন, তাহা  
নিধারণ করাই শ্রোত্র দহর-বাক্যেব উদ্দেশ্য ( তাৎপর্য ) । ভেদার্থে  
তাৎপর্য আছে বলিতে গেলে বাক্যভেদ দোষ হইবে । ভূতাকাশের

ভিদ্যেত । ন চ কল্পিতভেদে পুণ্ডরীকবেষ্টিতে আকাশৈক-  
দেশে দ্যাৱাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাধানমুপপদ্যতে । এষ  
আত্মাপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিংশোকো হবিজ্জিঘৎসো-  
হপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি চাত্মত্বাপহতপাপাত্মা-  
দয়শ্চ গুণা ন ভূতাকাশে সম্ভবন্তি । যদ্যপ্যাশ্রমকো জীবে  
সম্ভবতি তথাপীতরেভ্যঃ কারণেভ্যোজীবাত্মকোহপি নিবর্তিতা  
ভবতি । ন হুপাধিপরিচ্ছিন্নস্যারোগোপমিতস্য পুণ্ডরীক-  
বেষ্টনকৃতং দহরত্বং শক্যং নিবর্তয়িতুম্ । ব্রহ্মভেদবিবক্ষয়া  
জীবস্য সর্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ যদাত্মতয়া জীবস্য  
সর্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতে তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সর্বগত-

ধন্তীত্যাহ ।—“ন চ কল্পিতভেদ” ইতি । নাপি দহরাকাশো জীব ইত্যাহ ।—  
“যদ্যপ্যাশ্রমক” ইতি ।

উপলব্ধেরিষ্ঠানং ব্রহ্মণোদেহ ইষ্যতে ।

ভেনাসাধারণত্বেন দেহোব্রহ্মপুরুষ ভবেৎ ॥

দেহে হি ব্রহ্মোপলভ্যত ইত্যসাধারণতয়া দেহো ব্রহ্মপুরুষমিতি ব্যপদি-  
শ্যন্তে ন তু ব্রহ্মবিকারতয়া । তথা চ একশব্দার্থো মুখ্যো ভবতি । অন্ত  
বা ব্রহ্মপুরুষ জীবপুরুষ, তথাপি যথা বৎসরাজন্ত পুরে উজ্জয়িত্বাং মৈত্রস্ত

সহিত তুলিত হইয়াছে বলিয়া দহরাকাশও ভূতাকাশ, এ কথা অবশ্যব্য ।  
কি প্রকারে তুমি হৃদপদ্মবেষ্টিত আকাশাংশে স্বর্ণ-মর্ত্ত-পাতালের সমাবেশ  
দেখাইবে? “ইনি আত্মা, নিম্পাপ, অজর, অমর, শোক-রহিত, ক্ষুধা তৃষ্ণা-  
বর্জিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প, এ সকল কথা—এ সকল বিশেষণ-ভূতাকা-  
শ পক্ষে সংগত হইবে না । জীবকে আত্মা বলা যায় সত্য; কিন্তু তিনি  
সত্যকাম সত্যসংকল্প নহেন । স্মরণ্য জীব দহরাকাশ কিনা এ আশঙ্কা  
হইতেই পারে না । জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তদনুসারে তিনি সূচীর অগ্র-  
ভাগের সহিত তুলিত বা উপমিত হন, তাঁহার হৃদপদ্মবেষ্টনকৃত অন্ততা  
অনিবার্য্য । [ ব্রহ্মা .. যুক্তম্ ] যদি বল, ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন স্মরণ্য  
ব্রহ্ম ও জীব এক, অভিন্ন, এ ভাবে জীবকে সর্বব্যাপী প্রভৃতি বলা  
কইতে পারে, ইহাতে আমরা বলি, ঐরূপ দূর সম্বন্ধ গ্রহণ পূর্বক দহরাকা-

হাদি বিবক্ষ্যামিতি যুক্তম্ । যদপ্যুক্তং ব্রহ্মপুরমিতি  
জীবেন পুরস্যোপলক্ষিতত্বাদ্রাজ ইব জীবস্যেবেদং পুর-  
স্বামিনঃ পুরৈকদেশবর্তিত্বমন্তীতি, অত্র ক্রমঃ । পরস্যেবেদং  
ব্রহ্মণঃ পুরং সচ্ছরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে ব্রহ্মশব্দস্য তস্মিন্  
মুখ্যত্বাৎ । তস্যাপ্যাস্তি পুরেণাহনেন সম্বন্ধ উপলক্ষ্যাধিক্কার-  
ত্বাৎ । স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষ-  
মীক্ষ্যতে, স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বস্ব পূৰ্ব্ব পুরিশয় ইত্যাদি-  
প্রতিভাঃ । অথ বা জীবপুর এবাস্মিন্ ব্রহ্ম সম্মিহিতমুপ-  
লভ্যতে । যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সম্মিহিত ইতি তদ্বৎ ।

সদ্য ভবতি এবং জীবস্ত পুরে হংপুণ্ডরীকং ব্রহ্মসদনং ভবিষ্যতি উত্তরেভ্যো  
ব্রহ্মলিঙ্গেভ্যো ব্রহ্মগোহবধারণাৎ । ব্রহ্মণো হি বাধকে প্রমাণে বলীয়সি  
জীবস্ত চ সাধকে প্রমাণে সতি ব্রহ্মলিঙ্গানি কথঞ্চিদভেদবিসংখ্যায় জীবে  
ব্যাখ্যায়ন্তে । ন চেহ ব্রহ্মগোবাধকং প্রমাণং সাধকং বাহন্তি জীবস্য ।  
ব্রহ্মপুরব্যাপদেশশোপপাদিতো ব্রহ্মোপলক্ষিতানতয়া । অৰ্ভকৌকষং চোক্তম্ ।  
তস্মাৎ সতি সম্ভবে ব্রহ্মণি তল্লিঙ্গানাং নাব্রহ্মণি ব্যাখ্যানমুচিতমিতি ব্রহ্মেব

কাশকে জীব বলা অপেক্ষা সাক্ষাৎসম্বন্ধ গ্রহণ পূর্বক ব্রহ্ম বলাই যুক্তিসিদ্ধ ।  
[যদপ্যুক্তং...তদ্বৎ] বলিয়াছিলে, জীবই দেহরূপ পুরের স্বামী, রাজা  
যেমন পুরীর একাংশে থাকেন, তেমন জীবও দেহের ক্ষদমাংশে বাস  
করেন, এতদনুসারে “ব্রহ্মপুর” শব্দই ব্রহ্মশব্দের অর্থ জীব, এশরীর তাহারই  
পুরী, এ সকল কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ইহা কেবল জীবের পুরী নহে, ইহা  
ব্রহ্মেরও পুরী, ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ পরব্রহ্ম; মুখ্যার্থ ত্যাগ করিবার কোনও  
কারণ নাই । এই-শরীর ব্রহ্মোপলক্ষিত স্থান, ইহাতেই ব্রহ্মদর্শন হয়,  
সুতরাং ইহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে । ঋতিও দেহ-পুরে ব্রহ্মের  
অস্তিত্ব বর্ণন করিয়াছেন । যথা—“উপাসকগণ দেহরূপ পুরে শরান পর-  
ব্রহ্মকে দেখিবার থাকেন ।” “ব্রহ্ম সমস্ত শরীররূপ পুরে শরান আছেন  
বলিয়া পুরুষ ও পুরিশয় নামে অভিহিত হন ।” অথবা, যেমন শালগ্রাময়ন্ত্রে  
বিষ্ণুর সম্যক্ সম্মিধান আছে, সেইরূপ, এই জীবপুরে ব্রহ্মের সম্যক্  
সম্মিধান ( অধিক প্রকাশ বা অধিক অভিব্যক্তি ) আছে । সুতরাং ইহারে



তদ্যথেহ কৰ্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবাহমুত্র পুণ্য-  
চিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি চ কৰ্ম্মণামন্তবৎকলত্বমুক্তা, অথ  
য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রহ্মন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং  
সৰ্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতীতি প্রকৃতদহরাকাশবিজ্ঞা-  
নস্যানন্তকলত্বং বদন্ পরাভ্রহ্মস্যা নৃচযতি । বদপ্যেতদুক্তং  
ন দহরস্যাকাশস্যাস্থেষ্ঠব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রুতং  
পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিতি, অত্র ক্রমঃ । যদ্যাকাশো  
নাস্থেষ্ঠব্যত্বেনোক্তঃ স্যাৎ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষো-  
হন্তুর্হৃদয় আকাশ ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুজ্যেত ।  
নস্বৈতদপ্যন্তর্বিভিবস্তসদ্বাদর্শনায়ৈব প্রদর্শ্যতে, তঞ্চৈদ্

দহরাকাশো ন জীবভূতাকাশাবিতি শ্রবণমননাত্ম্যমন্তর্বিদ্যা ব্রহ্মাহুভূষ চবণং  
চারঃ তেষাং কানেষু চবণং ভবতীত্যর্থঃ । স্যাদেতৎ । দহরাকাশস্যাস্থেষ্ঠ্যে  
সিদ্ধে তত্র বিচাবোসুজাতো ন তু তদশ্বেষ্ঠব্যং, অপি তু তদাধাবমন্তদেব কিঞ্চি-  
দিত্যুক্তমিত্যানুভবতে ।—“বদপ্যেত” দিতি । অনুভবিতং দৃষয়তি ।—“অত্র  
ক্রম” ইতি । যদ্যাকাশাধাবমনাদশ্বেষ্ঠব্যং ভবেত্তদেবোপবিবৃৎপাদনীয়-  
মাকাশবৃৎপাদস্ত কোপযুজ্যত ইত্যর্থঃ । চোদয়তি ।—“নস্বৈতদপী”তি ।

ব্রহ্মপূর্ব বলা হইয়াছে । [ তদ্যথে...নৃচযতি ] শ্রুতি “যেমন কৰ্ম্মজনিত  
ভোগ ও ভোগ্য নশ্বব, সেইকপ, পুণ্যজনিত ভোগ ও ভোগ্যও নশ্বব,”  
এইকপে কৰ্ম্মফলেব নশ্ববতা দেখাইয়া পশ্চাৎ “যে পুরুষ জীবদশায় আত্ম-  
সাক্ষাৎকাব কবিয়া শরীব ত্যাগ করে সে সত্যকাম হয় ও সকল লোকে  
শ্বেচ্ছাচব হয় ( অগ্নিমাди ঐশ্বৰ্য্য প্রাপ্ত হয় )” এইকপ এইকপ বাক্যে  
দহরাকাশ জানেব অনন্তকল বর্ণনপূর্বক দহ-<sup>র</sup>স্যা<sup>য়</sup> ই ব্রহ্মত্ব দেখাইয়া-  
ছেন । [ যদ যুজ্যেত ] বলিয়াছিলে, দহব-বাক্যে পব-শব্দ আছে, আর  
পর শ্রুতি জীবকে জানিতে বলিয়াছে, দহরাকাশ বিচার কবিতো বলে  
নাই, জানিতে বা ধ্যান কবিতো বলে নাই, ইহাব প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ  
বাক্যে আকাশ যদি অশ্বেষ্ঠ্যকপে কথিত না হইত, তাহা হইলে শ্রুতি “এই  
আকাশ যৎস্বরূপ, অন্তবাকাশও তৎস্বরূপ, এক্রপ উপমান বাক্যেব দ্বারা  
আকাশের স্বকপ প্রদর্শন কবিতেন না । [ নস্বৈতদ . পদ্যেত ] যদি বল,

ক্রয়ঃ, যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরো-  
হগ্নিমস্তুরাকাশঃ কিং তত্র বিদ্যাতে যদশ্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজি-  
জ্ঞাসিতব্যামিত্যাক্ষিপ্য পরিহারাবসরে আকাশোপম্যোপ-  
ক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাदीनामस्तुःसमाहितश्चदर्शनात्। नैतदेवम्।  
এবং হি সতি যদন্তুঃসমাহিতং দ্যাবাপৃথিব্যাদি তদশ্বেষ্টব্যং  
বিজিজ্ঞাসিতব্যাক্ষোক্তং স্যাৎ। তত্র বাক্যশেষো নোপ

আকাশকখনমপি তদন্তুর্কর্ত্তিবস্তসম্ভাবপ্রদর্শনায়ৈব। অথাকাশপরমেব কস্মিন্ন  
ভবতীত্যত আহ। “তং চেদ্ ক্রয়ু”বিতি। আচার্য্যেণ হি দহবোহগ্নির-  
স্তুরাকাশস্তগ্নিন্ যদন্তুস্তদশ্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যামিত্যুপদিষ্টে অস্তে-  
বাসিনা আক্ষিপ্তং, কিং তদত্র বিদ্যাতে যদশ্বেষ্টব্যম্? পুণ্ডরীকমেব তাবৎ সূক্ষ-  
তবং তদবরুদ্ধাকাশং সূক্ষতমম্। তগ্নিন্ সূক্ষতমে কিমপরমন্তি? নাস্ত্যে-  
বেত্যর্থঃ। তৎকিমশ্বেষ্টব্যমিতি তদগ্নিন্নাক্ষেপে পরিসমাপ্তে সমাধানাবসর  
আচার্য্যস্যাকাশোপমানোপক্রমঃ বচঃ,—উক্তে অগ্নিন্ দ্যাবাপৃথিবী সমা-  
হিত ইতি। তস্যাৎ পুণ্ডরীকাবরুদ্ধাকাশাশ্রয়ে দ্যাবাপৃথিব্যাবেবাস্বেষ্টব্যো  
উপদিষ্টে নাকাশ ইত্যর্থঃ। পরিহবতি।—“নৈতদেবম্”। “এবং হী”তি।  
স্যাদেতৎ। এবমেবৈতন্নো খন্ডরূপগম্য এব দোষত্বেন চোদ্যন্ত ইত্যত  
আহ।—“তত্র বাক্যশেষঃ” ইতি। বাক্যশেষো হি দহরাকাশাৎ বহনস্য  
ফলবৎ ক্রতে যচ্চ ফলবৎ তৎ কর্ত্তব্যতয়া চোদ্যতে যচ্চ কর্ত্তব্যং তদিচ্ছ-  
তীতি তদশ্বেষ্টব্যং তদ্বাব জিজ্ঞাসিতব্যমিতি দহরাকাশবিষয়মবতিষ্ঠতে।  
স্যাদেতৎ। দ্যাবাপৃথিব্যাবেবাস্থানৌ ভবিষ্যতঃ, তাভ্যামেবাস্থা লক্ষয়িষ্যতে,  
আকাশশব্দবৎ ততচ্চাকাশাধারৌ তাবেব পরামৃশ্তে, ইত্যত আহ।—

শ্রুতি তদন্তুর্গত ( আকাশান্তর্গত ) বস্তু বিশেষ দেখাইবার জন্য বা ধ্যান  
করাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন, কেননা, শ্রুতি “এই ব্রহ্মপুরে দহর পদ্ম,  
তন্মধ্যে দহরাকাশ, এই দহরাকাশে কি আছে—বাহা জানিতে হইবেক?  
ধ্যান করিতে হইবেক?” এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়া পশ্চাৎ তাহারই সিদ্ধান্ত  
স্থলে আকাশের তুলনা দিয়া বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্যাবা পৃথিবী ( জগৎ )  
আছে। এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও আমরা বলি, শ্রুতি ঐরূপ বলেন নাই।  
ঐরূপ বলিলে, তদন্তুর্গত দ্যাবাপৃথিবীরই অর্থাৎ জগতের অশ্বেষ্টব্যতা  
বলিতে হয়, এবং জগতের অশ্বেষ্টব্যতা ( ধ্যেয়ত্ব ) বলিতে গেলে শেষবাক্য

পদ্যেত। অগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ এষ আত্মাপহতপাপু  
ইত্যনেন প্রকৃতং তৎ দ্যাৱাপৃথিব্যাৱাদিসমাধানাধারমাকশ-  
মাকুষ্য, অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রহ্মস্তুতাংশ্চ সত্যান্  
কামানিতি সমুচ্চয়ার্থেন চ-শব্দেনাত্মানঞ্চ কামাধারমাশ্রি-  
তাংশ্চ কামান্ বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষোদর্শয়তি। তস্মা-  
দ্বাক্যোপক্রমেহপি দহর এবাকাশোহদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ  
সহাস্তঃশ্বেঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাৱাদিভিঃ সত্যৈঃ কামৈর্বিজ্ঞেয়  
উক্ত ইতি গম্যতে। স চোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর  
ইতি ॥ ১৪ ॥

“অগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” প্রতিষ্ঠিতা “এষ আত্মাপহতপাপু”তি।  
“অনেন প্রকৃতং দ্যাৱাপৃথিবীসমাধানাধারমাকশমাকুষ্য”। দ্যাৱাপৃথিব্যা-  
ৱাদিধানাব্যবহিতমপীতি শেষঃ। নহু সত্যকামজ্ঞানসৈত্যতৎকলং, তদনন্তরং  
নির্দেশাৎ, ন তু দহরাকাশবেদনস্যা, ইত্যত আহ—“সমুচ্চয়ার্থেন চ শব্দেন”  
ইতি। অগ্নিন্ কামা ইতি চ এষ ইতি চৈকবচনাস্তং ন যে দ্যাৱাপৃথিব্যো  
পরাত্মষ্টুমর্হতীতি দহরাকাশ এব পরাত্মষ্টব্য ইতি সমুদ্যার্থঃ। তদনেম  
ক্রমেণ তগ্নিন্ যদজরিতাত্ত তচ্ছবোহনস্তরমপ্যাকাশমতিলজ্য হৃৎপুণ্ডরীকং  
পরামৃশতীত্যুক্তং ভবতি। তগ্নিন্ হৃৎপুণ্ডরীকে যদন্তরাকাশং তদদেষ্টব্য-  
মিত্যর্থঃ।

সকল অসংগত হইয়া পড়ে। [ অগ্নিন্...রতি ] অতি স্বর্গমর্ত্যের আধার  
স্বরূপ আকাশকে “সকল কামনা ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইনি নিম্নাপ,” এইরূপ  
উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ “যে ইহাকে ধ্যান করে, জ্ঞানে, সে তদাশ্রিত  
সমুদায় কামনা প্রাপ্ত হয়।” এইরূপ বলিয়াছেন। এই শেষবাক্যে জানা  
যায়, অতি ঐ বাক্যে সর্বকামনার আশ্রয় পরমাত্মাকেই জানিতে ও  
উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। [ তস্মাদ্...ইতি ] ঐ সকল বাক্যের দ্বারা  
জানা বাইতেছে, অতি উপক্রম বাক্যেও হৃৎপুণ্ড্রাধিষ্ঠানে অন্তঃস্থ দ্যাৱা  
পৃথিবীর সহিত সত্যকামত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট দহরাকাশ জানিতে বলিয়াছেন  
এবং সেই বিজ্ঞের দহরাকাশ প্রদর্শিতকারণে পরমেশ্বর।

গতিশকাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥ \*

দহরঃ পরমেশ্বর উত্তরেভো হেতুভ্য ইত্যাঙ্কম্ । ত  
এবোত্তরে হেতব ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে । ইতশ্চ পরমেশ্বর  
এব দহরো বস্মাং দহরবাক্যশেষে পবমেশ্বরস্যৈব প্রতি-  
পাদকৌ গতিশকৌ ভবতঃ । ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহ-  
গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তীতি । তত্র প্রকৃতং দহরং

উত্তরেভো ইত্যস্য প্রপঞ্চঃ । এতমেব দহরাকাশং প্রক্ৰমা বভাহো  
কষ্টমিদং বর্ততে জন্তুনাং তত্ৰাববোধবিকলানাং যদেভিঃ স্বাধীনমপি ব্রহ্ম ন  
প্রাপ্যতে । তদ্বথা, চিবন্তননিকচনিবিড়মলপিহিতানাং কলধোতশকলানাং  
পথি পতিতানামুপযুপরি সঞ্চরন্তিবপি পাতৈর্হর্ধনারস্তিগ্র্যবধণনিবহবিভ্রমে-  
গৈতানি নোপাদীয়ন্ত ইত্যভিসন্ধিমতী সাত্ত্বতমিব সখ্যেদমিব শ্রুতিঃ প্রবর্ততে  
‘ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহগচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তী’তি । স্বাপ-  
কালে হি সৰ্ব্ব এবাহিং বিদ্বানবিদ্বাশ্চ জীবলোকো হংপুণ্ডরীকাক্রয়ং দহ-  
বাক্যশাখ্যং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তোহপ্যনাদ্যবিদ্যাভ্যুতমঃপটলপিহিতদৃষ্টিতম্ ব্রহ্ম-  
ভূষমাপরোহহমস্মীতি ন বেদ সোহং ব্রহ্মলোকশব্দস্তদগতিশ্চ প্রত্যাহঃ জীব-  
লোকস্য দহরাকাশস্যৈব ব্রহ্মকপলোকতামাহতুঃ । তদেতদাহ ভাষ্যকাব্যঃ।—  
“ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরো যস্মাক্হববাক্যশেষ” ইতি । তদনেন গতি-

১৪ সূত্রে বলা হইয়াছে, দহবাক্যশ পবমেশ্বর, এ তথ্য পশ্চাদ্ভুক্ত  
(বাক্যশেষে কথিত) হেতুসমূহেব দ্বাবা জানা যায় । এক্ষণে সেই হেতু-  
সমূহ এই ১৫ সূত্রে স্পষ্টীকৃত হইতেছে । [ইতশ্চ গময়তি] দহর পবমে-  
শ্বর, এক্ষণ বস্তিবাব কাব্যণ এই যে, ঐ প্রস্তাবের শেষে পবমেশ্বরপ্রতিপাদক  
গতি ও শব্দ আছে । বথা—“এ সমস্ত প্রজাই প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোক  
(দহরাকাশ) প্রাপ্ত হব অথচ জানে না ।” এই বাক্যে ‘দহর’কে ব্রহ্ম-

\* গতেঃ শব্দার্থোক্তি জেহং । দহবাক্যশেষে দহরস্য জীবগমাতাকথনাং দহরং  
এতি ব্রহ্মলোকশব্দস্য চ প্রয়োগাৎ দহরঃ পরমেশ্বর ইতি গম্যতে । তথাহি দৃষ্টং জীবানামহ-  
রহঃ ক্রমমণ্ডলং স্রষ্টব্যস্তরে চ দৃষ্টং জাতম্ । লিঙ্গমপি, তদেব দর্শনং দহরস্য ব্রহ্মে লিঙ্গং  
গময়তি সূত্রার্থঃ ।—দহরবাক্যে ব শেষে দহবকে ব্রহ্মলোক ও জীব প্রাপ্য বলা হইয়াছে ।  
অন্য শ্রুতিতেও দৈনন্দিন স্রষ্টব্যস্তরে জীবের ব্রহ্মগতি বর্ণিত হইয়াছে । এই সকল কারণে  
নিশ্চয় হব, শ্রোত দহব ব্রহ্ম ।

ব্রহ্মলোকশব্দেনাভিধায় তদ্বিষয়া গতিঃ প্রজ্ঞাশব্দবাচ্যানাং  
জীবানামভিধীয়মানা দহরস্য ব্রহ্মতাং গময়তি। তথা  
হহরহজীবানাং সুষুপ্তাবস্থায়াং ব্রহ্মবিষয়ং গমনং দৃষ্টং শ্রুত্যা-  
স্তুরে, সত্যো মোক্ষ্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি, ইত্যেবমাদৌ।  
লোকেহপি কিল গাঢ়-সুষুপ্তমাচক্ষতে ব্রহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং  
গত ইতি। তথা ব্রহ্মলোকশব্দোহপি প্রকৃতে দহরে প্রযুক্ত্য-  
মানো জীবভূতাকাশাশঙ্কাং নিবর্তয়ন্ ব্রহ্মতামস্য গময়তি।  
ননু কমলাসনলোকমপি ব্রহ্মলোকশব্দো গময়েৎ, গময়েদ্-  
যদি ব্রহ্মণোলোক ইতি যজীসমাসবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যতে।  
সামানাদিকরণবৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানো ব্রহ্মৈব লোকে

শব্দো ব্যাখ্যাতো। ‘তথাহি দৃষ্ট’মিত্যত্রাবয়বঃ ব্যাচষ্টে। “তথা  
হহরহজীবানাং”মিত্যত্র। বেদে চ লোকে চ “দৃষ্টম্”। যদ্যপি সুষুপ্তস্য  
ব্রহ্মভাবে লৌকিকং ন প্রমাণাস্তবমস্তি তথাপি তত্র বৈদিকীমেব প্রসিদ্ধিঃ  
স্থাপয়িতুমুচ্যতে—ঈদৃশী নামেবং বৈদিকী প্রসিদ্ধির্ষাল্লোকেহপি গীয়তে  
ইতি। যথা শ্রুতাস্তবে যথা চ লোকে তথেষ্ট ব্রহ্মলোকশব্দোহপি তি বোজন।  
‘লিঙ্গক’ ইতি সূত্রাবয়বব্যাখ্যানং চোদানুধেনাবতাবয়তি।—“ননু কমলা-  
সনলোকমপি”তি। পবিত্রবতি।—“গময়েদ্যদি ব্রহ্মণোলোক” ইতি। অত্র  
তাবগ্নিবাদস্তপত্তিন্যায়েন যজীসমাসাৎ কন্মধারমোবলীষানিতি স্থিতমেব

লোক বলা হইয়াছে এবং তাহাতে প্রজ্ঞাশব্দবাচ্য জীবের গতিও বলা  
হইয়াছে। (গতি—প্রাপ্তি, পাওয়া)। এই উক্তির দ্বারা প্রতীত হয়,  
দহরাকাশ ব্রহ্ম। [তথা...গময়তি] অন্য শ্রুতিতেও দৈনন্দিন সুষুপ্তিতে  
জীবের ব্রহ্মগতি (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি) কথিত হইয়াছে। যথা—“হে প্রিয-  
দর্শন ! শ্রুতকেতো। জীব সেই সময়ে (সুষুপ্তিকালে) সংস্পর্গ হয়।”  
(সং—ব্রহ্ম)। প্রগাঢ়-সুপ্ত পুরুষ দেখিলে “এ ব্রহ্ম হইয়াছে, ব্রহ্ম পাই-  
য়াছে” একপ বলিবার প্রথাও আছে। দহরকে ব্রহ্মলোক বলায় তাহাব  
জীবও ভূতাকাশও উভয়ই নিবাকৃত হইয়াছে, এবং তাহাব ব্রহ্মতাও  
প্রাপ্তপাদিত হইয়াছে। [ননু...কল্পয়িতুম্] ব্রহ্মলোক শব্দে পদ্যধোনি  
ব্রহ্মাব সত্য-লোক বুঝিতে পারিত, যদি ব্রহ্মাব লোক, একপ সমাস

ব্রহ্মলোক ইতি পরমেব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি । এতদেব চাহহ-  
রহব্রহ্মলোকগমনং ব্রহ্মলোকশব্দস্য সামান্যাদিকরণ্যবৃত্তি-  
পরিগ্রহে লিঙ্গম্ । ন হহরহরিমাঃ প্রজাঃ কার্য্যব্রহ্ম-  
লোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তীতি শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ১৫ ॥

**ধৃতেশ্চ মহিম্নোহস্যাম্মিনু পলঙ্কেঃ ॥ ১৬ ॥\***

ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবাহয়ং দহরঃ । কথং । দহরো-  
হস্মিন্মন্তরাকাশ ইতি হি প্রকৃত্যাকাশোপম্যপূর্ব্বকং তস্মিন্

তথাপিহ যজ্ঞীসমাসনিরাকরণেন কর্ম্মধারয়স্থাপনায় লিঙ্গমপ্যাদিকমন্তীতি তদ-  
পুঙ্ক্তং সূত্রকারেণ । তথাহি লোকবেদপ্রসিদ্ধাহরহব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যভিধান-  
মেব লিঙ্গং কমলাসনলোকপ্রাপ্তের্কিপক্ষাদসম্ভবাৎ ব্যাবর্ত্তমানং যজ্ঞীসমাস-  
শব্দাৎ ব্যাবর্ত্তয়ং দহরাকাশপ্রাপ্তাবেবাবতিষ্ঠতে । ন চ দহরাকাশোব্রহ্মলো-  
কোক্তঃ কিন্তু তদব্রহ্মলোকেতি ব্রহ্ম চ তল্লোকশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ সিদ্ধো ভবতি ।  
লোক্যত ইতি লোকঃ । হৃৎপুণ্ডরীকস্থঃ খলুয়ং লোক্যতে । যৎ খলু  
পুণ্ডরীকস্থমন্তঃকরণং তস্মিন্ বিগুণ্ডে প্রত্যাহতেতরকরণানাং যোগিনাং  
নির্ম্মল ইবোদকে চক্রমসোবিষ্মতিস্বচ্ছং চৈতন্যং জ্যোতিঃস্বরূপং ব্রহ্মাব-  
লোক্যত ইতি ।

ধূহীত হইত । তাহা হয় নাই । ব্রহ্মরূপ লোক, এইরূপ সমাসই গৃহীত  
হইয়াছে । প্রত্যহ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকে গমন, এই উক্তিই  
শেষোক্ত-সমাস-গ্রহণের হেতু এবং ঐ উক্তির দ্বারাই কমলাসনের সত্য-  
লোক ব্যাবৃত্ত হইয়াছে । জীব প্রতিদিনই সত্যলোকে গমন করে,  
সত্যলোক পার, এ কথা কল্পনারও অযোগ্য ।

ধৃতি অর্থাৎ জগৎ-ধারণ । জগৎ-ধারণরূপ হেতুর দ্বারাও দহর পরমেশ্বর ।  
কিরূপ ধৃতি ? বলিতেছি । ঋতি “এতন্মধ্যে দহরাকাশ” এইরূপে প্রস্তাবা-  
রম্ভ করিয়া, তাহারকৈ বাহ্যাকাশের সহিত তুলিত করিয়া, সে আকাশে

\* যুতিধারণং তন্মাৎ । জগৎধারণাৎ অপি কারণাৎ দহরস্য পরমেশ্বরত্বম্ । অস্যা  
যুতিরূপস্যা নিয়মস্য চ মহিঃ অস্মিন্ পরমেশ্বরে ঋত্যন্তর উপলক্ষেঃ । জগৎধারণং পার-  
মেশ্বরমেষ কর্ম্ম ইতি ঋত্যন্তরেংপি লভ্যত ইতি সূত্রপদানামর্থঃ ।—দহরকর্ত্ত্বক জগৎ ধৃত  
আছে, এ কথাতেও দহর ব্রহ্ম । অন্যঋতিও বলিয়াছেন, জগৎধারণ পরমেশ্বরই মহিমা,  
অন্যের নহে ।

সর্বসমাধানমুক্তা তন্নিম্নেব চাত্তশব্দং প্রযুক্ত্যাপহতপাপু-  
ত্বাদিগুণযোগকোপদিষ্ট্য তমেবানতিবৃত্তপ্রকরণং নির্দিশতি,  
অথ য আত্মা স সেতুর্বিধ্বতিরেষাং লোকানামসন্তোদা-  
য়েতি । তত্র বিধ্বতিরিত্যাত্তশব্দসামান্যাদিকরণ্যাদ্বিধার-  
য়িতোচ্যতে । ত্তিচঃ কৰ্ত্তরি স্মরণাৎ । যথোদকসন্তানস্য  
বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদামসন্তোদারৈবময়মাত্মা  
এষামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমাदीনাঞ্চ  
বিধারয়িতা সেতুরসন্তোদায়াহসঙ্করায়েতি । এবমিহ প্রকৃতে  
দহরে বিধরণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি । অয়ঞ্চ মহিমা পার-  
মেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরাছুপলভ্যতে, এতস্য বাহস্করস্য প্রশাসনে  
গার্গি ! সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠত ইত্যাদেঃ । তথা-  
হ্যাত্মাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রুয়তে, এষ সর্বেশ্বর এষ

সৌত্রো ধৃতিশব্দো ভাববচনঃ । ধৃতেশ্চ পরমেশ্বর এব দহরাকাশঃ ।

সর্বজগতের অবস্থান উপদেশ কবিয়া, তাহাকে আত্মা নাম প্রদান কবিয়া  
এবং পাপাস্পর্শিত প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম উপদেশ কবিয়া, অবশেষে প্রস্তাব  
সমাপ্তির পূর্বে বলিয়াছেন যে, “যিনি আত্মা তিনিই এই সমুদার  
লোকেব বিধারক—সাক্ষ্যানিদারক সেতু ।” [ তত্র... রায়েতি ] “সেই  
এই আত্মাই বিধ্বতি ।” একুণ অভেদ নির্দেশের সামর্থ্যে বিধ্বতি-শব্দের অর্থ  
বিধারক । যেমন লৌকিক সেতু ( ক্ষেত্রের আলি ) ক্ষেত্র সমূহের অসাক-  
্ষ্যার্থ অর্থাৎ মিশ্রণ-নিবাবণার্থ জলসমূহেব বিধারক ( এক খেতের জল অন্য  
খেতে হাইতে দেয় না, ধরিয়া বাধে ), তেমনি, এই আত্মা লোকসমূহের ও  
বর্ণাশ্রমাদির অসঙ্কবার্থ বিধারক । ( অসঙ্কর—অমিশ্রণ, বিশৃঙ্খল না হওয়া ।  
বিধারক—বাদৃচ্ছিক গতির নিরোধকর্ত্তা অর্থাৎ আত্মাই জগতের নিয়ম  
পরিপাটী রক্ষা করিতেছেন, বিশৃঙ্খল হইতে দিতেছেন না ) । [ এবমিহ...  
দহবঃ ] প্রদর্শিত শ্রুতিতে দহরাকাশের বিধরণরূপ মহিমা কথিত হইয়াছে,  
কিন্তু অন্য শ্রুতিতে দেখা যায়, ঐ মহিমা, ( বিধরণ ) পরমেশ্বরের । যথা—  
“হে গার্গি ! এই অক্ষরের ( পরমেশ্বরের ) শাসনে চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত আছে ।”  
এ কথা অন্য শ্রুতির পরমেশ্বর-প্রস্তাবেও আছে । যথা—“ইনিই সমুদার

ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এবাং লোকা-  
নামসম্ভেদায়েতি । এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবাহরণ  
দহরঃ ॥ ১৬ ॥

## প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥ \*

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরোহগ্নিমস্তুরাকাশ ইত্যাচ্যতে ।  
যৎকারণমাকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ ।—আকাশো বৈ  
নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বাহিতা, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্ধা-  
কাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাৎ । জীবে তু ন

অস্য ধাবণলক্ষণস্য মহিমোহগ্নিন্নিগ্বেষেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরেবুলক্ষেঃ । নিগদ-  
ব্যাখ্যানমস্য ভাষ্যম্ ।

ন চেয়মাকাশশব্দস্য ব্রহ্মণি লক্ষ্যমাণবিভূতাদিগুণযোগাদ্ভূতিঃ সাম্প্রতিকী  
যথা রথাজনামা চক্রবাক ইতি লক্ষণা কিন্তু অত্যন্তনিরুদেতি সূত্রার্থঃ । যে  
আকাশশব্দো ব্রহ্মণ্যপি মুখ্য এব নভোবদিভ্যাচক্লতে তৈরন্যায়শ্চানেকার্থক-  
মিতি চানন্যলভ্যঃ শব্দার্থ ইতি চ মীমাংসকানাং মুদ্রাভেদঃ কৃতঃ । লভ্যভে  
দাকাশশব্দাৎ বিভূতাদিগুণযোগেনাপি ব্রহ্ম । ন চ ব্রহ্মণ্যেব মুখ্যো নতসি তু  
তেনৈব গুণযোগেন বৎস্যতীতি বাচ্যম্ । লোকাধীনাবধারণশ্চেন শব্দার্থ-  
সম্বন্ধস্য বৈদিকপদার্থপ্রত্যয়স্য তৎপূর্ব্বকত্বাৎ । নহু ‘বাবান্ বা অয়মাকাশ-

লোকের ঈশ্বর, ভূতনিচয়ের অধিপতি, ভূতপরিপালক এবং সমুদয়  
লোকের সাক্ষর্যনিবারক বিধারক সেতুস্বরূপ ।” এইরূপ এইরূপ শ্রুতি  
যুক্তির দ্বারা স্থিৎ হইল, শ্রুত্যুক্ত দহরাকাশ পরমেশ্বর, অন্য কিছূ নহে ।

দহরাকাশ পরমেশ্বর, এ কথা বলিবার অন্য হেতু এই যে, আকাশ-শব্দ  
শাস্ত্রমধ্যে পরমেশ্বর অর্থেই প্রসিদ্ধ । সেই শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধির বলে দহরা-  
কাশকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে । যথা—“আকাশই নাম-রূপের নির্বাহক,  
নির্বাহকর্তা, এ সমস্ত ভূত (জন্তুবন্ত) আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।”  
(নামরূপাত্মক জগতের সৃষ্টি হিঁতি প্রলয় কর্তার নাম আকাশ, এ আকাশ

\* ব্রহ্মণ্যাকাশ শব্দস্য বিভূতগুণতঃ প্রসিদ্ধিরন্তি তন্মাদপি কারণাং দহরাকাশো  
ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ।—শাস্ত্রে আকাশ শব্দের পবনেশ্বর অর্থে প্রসিদ্ধি দেখা যায়, তদনুসারেও  
দহরাকাশ পরমেশ্বর ।



কচিদাকাশশব্দঃ প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে । ভূতাকাশস্ত সত্য্য-  
মপ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবায় গৃহী-  
তব্য ইত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥ \*

যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহেতা-  
হন্তীতরস্তাপি জীবস্ত বাক্যশেষে পরামর্শঃ । অর্থং য এষ  
সম্প্রসাদো হস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য

স্তাবানেষোস্তুহৃদয় আকাশ' ইতি ব্যতিরেকনির্দেশায় লক্ষণা যুক্তা । ন হি  
ভবতি গঙ্গায়াঃ কুলে বিবক্ষিতে গঙ্গায়া গঙ্গেতি প্রয়োগঃ । তৎ কিমিদানীং  
পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজ্ঞেতাহমাবাস্যামাবাস্যাম ইত্যসাধুরৈকিক্যঃ  
প্রয়োগঃ । ন চ পৌর্ণমাস্যামাবাস্যাশব্দাবাগ্বেয়াদিষু মুখৌ । যচ্চোক্তং যত্র  
শব্দার্থপ্রতীতিস্তত্র লক্ষণা যত্র পুনরুক্ত্যতোহর্থো নিশ্চিতো শব্দপ্রয়োগস্তত্র  
বাচকত্বমেবেতি তদযুক্তম্ । উভয়স্যাপি ব্যভিচারাত্ । সোমেন যজ্ঞেতেতি  
শব্দার্থঃ প্রতীয়তে । ন চাত্র কস্যচিন্নাক্ষণিকত্বমুতে বাক্যার্থাৎ । ন চ  
'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজ্ঞতে য এবং বিদ্বানমাবাস্যা'মিত্যত্র পৌর্ণ-  
মাস্যামাবাস্যাশব্দৌ ন লাক্ষণিকৌ । তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতদ্বিতি ।

পরমেশ্বর ব্যতীত ভূতাকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই ) কি লোকে, কি বেদে,  
কোথাও জীব-বিষয়ে আকাশ-শব্দের প্রয়োগ নাই । অর্থাৎ জীবকে কেহ  
আকাশ বলে না । ভূতাকাশ আকাশ-নামে প্রসিদ্ধ হইলেও উপমান  
উপমেয় ভাবের সংগতির জন্য ভূতাকাশ অর্থ অবশ্য পরিত্যাজ্য ।

[ পূর্বপক্ষ ] যদি বাক্যশেষ দৃষ্টে দহর-শব্দের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ কর,  
তবে, বাক্যশেষে জীবের বর্ণনাও আছে, তদৃষ্টে জীব-অর্থও গ্রহণ করিতে  
পার । জীবের বর্ণনা যথা—“যে এই সম্প্রসাদ ( স্রষ্টি অবস্থায়িত ), যিনি

\* ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ বাক্যশেষেহপ্যুক্তত্বাৎ সোহপি দহরোভবিতুমর্থতীতি চেৎ  
মন্যতে অসম্ভবাৎ হেতোঃ তন্ন যন্তবান্ । বাক্যশেষোক্তাঃ সর্ব্বৈ ধর্ম্মা জীবো ন সম্ভবন্তীতি  
জীবো ন দহর ইতি ভাবঃ ।—বাক্যশেষে যেমন পরমেশ্বরের কখন আছে, তেমনি, জীবেরও  
কখন আছে, তাহা যেখান দহর জীব, একরূপ ভাবিও না । কারণ এই যে, জীবো বাক্য-  
শেষোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না ।

শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচেতি । অত্র  
 হি সম্প্রসাদশব্দঃ ক্রত্যন্তরে স্মৃণ্যবস্থায়াং দৃষ্টদ্বাদবস্থাবস্তাং  
 জীবং শকোতু্যপস্থাপয়িতুং নার্থান্তরম্ । তথা শরীরব্যপা-  
 শ্রয়স্যৈব জীবস্য শরীরাত্ সমুত্থানং সম্ভবতি । যথাকাশ-  
 ব্যপাশ্রয়াণাং বায়াদীনামাকাশাৎ সমুত্থানং তদ্বৎ । যথা  
 চাদৃষ্টোইপি লোকে পরমেশ্বরবিষয় আকাশশব্দঃ পরমেশ্বর-  
 ধর্ম্মসমভিব্যাহারীাকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতে-  
 ত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়োইভ্যুপগতঃ, এবং জীববিষয়ো-  
 ইপি ভবিষ্যতি । তস্মাদিতরপরামর্শাৎ দহরোইশ্মিন্নন্তরা-

সম্যক্ প্রসীদত্যস্মিন্ জীবো বিবয়েন্নিয়সংযোগজনিতং কালুয্যং জহা-  
 তীতি স্মৃণ্তিঃ সম্প্রসাদৌ জীবস্যাবস্থান্তেনো ন ব্রহ্মণঃ । তথা শরীরাত্  
 সমুত্থানমপি শরীরাক্রমস্য জীবস্য ন ব্রহ্মাক্রমস্য ব্রহ্মণঃ । তস্মাৎ যথা  
 পূর্ব্বোক্তৈকীক্যশেষগতের্গির্দৈবদ্রব্জাবগম্যতে দহরাকাশ এবং বাক্যশেষ-  
 গতাত্ম্যমেব সম্প্রসাদসমুত্থানাত্ম্যং দহরাকাশো জীবঃ কস্মাদাবগম্যতে ?  
 তস্মাদ্ভিত্তিঃ বিনিগমনেনি শব্দার্থঃ । নাসম্ভবাৎ । সম্প্রসাদসমুত্থানাত্ম্যং

এ শরীর হইতে উঠিয়া, এ শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া, পরজ্যোতিঃ-  
 প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হন, তিনি এই আত্মা।” [ অত্র...তদ্বৎ ]  
 অন্য ক্রতিও স্মৃণ্তি অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলিয়াছেন । তদনুসারে এখানেও  
 অবস্থাবান্ জীব বৃত্তিতে হইবে । আরও দেখ, জীব শরীরাপ্রাপ্ত ; তদনু-  
 সারে জীবেরই শরীর হইতে উত্থান (উঠা) অর্থাৎ শরীরোপস্থান ত্যাগ  
 সম্ভব । আকাশাপ্রাপ্ত বায়ু প্রভৃতির আকাশ হইতে উঠা (আকাশ  
 পরিত্যাগ) যজ্ঞপ, শরীরাপ্রাপ্ত জীবের শরীর হইতে উঠাও তজ্ঞপ ।  
 [ যথা...ব্যতি ] লোক-মধ্যে আকাশ-শব্দের পরমেশ্বর অর্থে প্রয়োগ না  
 থাকিলেও “আকাশ নামরূপাত্মক জগতের নির্ব্বাহক ।” ইত্যাদি ইত্যাদি  
 শাস্ত্রমধ্যে আছে । ঐ সকল শাস্ত্রে কর্তৃদ্বাদি ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সঙ্গে আকাশ-  
 শব্দের পাঠ থাকার, কথিত হওয়ার, যেমন ঈশ্বর অর্থ পরিগৃহীত হয়, তেমনি,  
 জীবধর্ম্মের সহপাঠে জীব অর্থও গৃহীত হইতে পারে । [ তস্মা...সম্ভবাৎ ]  
 এ পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত অসম্ভব অর্থাৎ উক্ত কারণে দহরাকাশকে জীববোধক

কাশ ইত্যত্র স এব জীব উচ্যত ইতি চেৎ, নৈতদেবং শ্রাৎ, কস্মাৎ, সম্ভবাৎ । ন হি জীবোবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নাভি-  
মানী সন্মাকাশেনোপমীয়তে । ন চোপাধিধৰ্ম্মানভিমন্ত-  
মানস্যাহপহতপাপুহাদয়োধৰ্ম্মাঃ সম্ভবন্তি । প্রপঞ্চিতকৈতৎ  
প্রথমে সূত্রে, অতিরেকাশঙ্কা পরিহারায় তু পুনরুপন্যস্তম্ ।  
পঠিষ্যতি চোপরিচ্ছাদন্যার্থশ্চ পরামর্শ ইতি ॥ ১৮ ॥

**উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত ॥ ১৯ ॥ \***

ইতরপরামর্শাদ্যা জীবাশঙ্কা জাতা সা অসম্ভবাৎ নিরা-

হি জীবপরামর্শো ন জীবপরঃ—কিন্তু তদীরতাস্বিকরূপব্রহ্মতাবপরঃ । তথা  
চৈব পরামর্শো ব্রহ্মণ এবৈতি ন সন্ত্রাসাদসমুখানে জীবলিঙ্গমপি তু ব্রহ্মণ  
এব তাদর্শ্যামিত্যাগ্রে বক্ষ্যতে । আকাশোপমানাদয়ন্ত ব্রহ্মাব্যভিচারিণশ্চ  
ব্রহ্মপরাস্চেত্যস্তি বিনিগমনেত্যর্থঃ ।

বলা অসম্ভব । কারণ এই যে, জীবে তাদৃশ ধর্ম্মের সমাবেশ হয় না,  
অসম্ভব হইয়া পড়ে । [ ন হি...ইতি ] জীব বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন, বৃত্তাভিমानी,  
কিপ্রকারে সে আকাশের দ্বারা উপমিত হইতে পারে ? উপাধিধর্ম্মের  
( বুদ্ধিধর্ম্মের ) অভিমান পরিত্যাগ ব্যতীত কিরূপে তাহাতে নিম্পাপত্বাদি  
ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে ? এ সকল কথা প্রথম সূত্রে বলা হইলেও  
অধিকোক্তি শঙ্কা নিবারণার্থ পুনরুবার বলা হইল । এ কথা সূত্রকারও  
বলিবেন ।

\* তু শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ । উত্তরাৎ বাক্যশেষবহুপ্রাপ্যত্যাৎ বাক্যাৎ চেৎ যদি পার-  
মেধরথধর্ম্মাসম্ভবেন জীবাশঙ্কা স্যাৎ, তন্নিসন্নীয়ম্ । বভক্ততাপি আবিভূতস্বরূপো জীবো-  
বিবক্ষ্যতে । আবিভূতং স্বরূপমস্যা ইতি বিগ্রহঃ । অবহাত্তর বিলাপণেন আবিভূতং বহা-  
বাক্যজনিত বৃত্তান্তিভ্যাক্তং নস্য অব্যাপ্তিতং রূপং অতএব আবিভূত স্বরূপো জীবো ব্রহ্ম  
তদেব ভক্ত বিবক্ষিতমিতি বাবৎ । জ্ঞানেন জীবত্বস্য নিবৃত্তত্বাৎ ত্বংলিঙ্গনির্দেশ্যাসম্ভবেহপি  
জ্ঞানাৎ পূর্বাৎ অবিন্যাতং কর্ণ্যপ্রতিবিক্তস্বরূপং জীবত্বমভিহিত কৃত্বা জ্ঞানানন্তরঃ ব্রহ্মাহুপি  
জীবনান্নোচ্যত ইতি তাৎপর্য্যম্ ।—বাক্যশেষে দৃষ্টে বহরকে জীব বলাও বাইতে পারে, এ  
আশঙ্কা করিও না । কারণ এই যে, বাক্যশেষে প্রাপ্যত্বের বাক্য আছে । যে বাক্যে তুমি  
জীবাশঙ্কা করিতেছ, সে বাক্যের তাৎপর্য্য জীব নহে ; ব্রহ্ম । জীবের স্বরূপাবিভাব ও ব্রহ্ম  
অভিন্ন কথা ।

কৃত। অথেনানীং যতসৌবায়তসেকাং পুনঃ সমুখানং  
জীবাশঙ্কায়ঃ ক্রিয়তে, উত্তরশ্রাং প্রাজাপত্যাহা ক্যাং । তত্র  
হি, য আত্মাপহতপাপৌত্যপহতপাপুত্বাদিশুগকমাত্মান-  
মশ্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ প্রতিজ্ঞায়, য এবোহকণি

দহরাকালমেব প্রকৃত্যোপাধ্যায়তে ।—যমাত্মানমধিষ্য সর্কাস্ত লোকা-  
নাপ্রোতি সর্কাস্ত কামান্ তমাত্মানং বিবিদিষন্তৌ সুরাসুররাজাবিশ্ববিরো-  
চনৌ সমিৎগাণী প্রজাপতিং বরিবসিতুমান্বগতুঃ । আগত্য চ দ্বাত্রিংশতং  
বর্ষাণি তৎপরিচরণপরৌ ব্রহ্মচর্য্যমুযতুঃ । অথৈতৌ প্রজাপতিরূবাচ । কিং  
কামাবিহরৌ যুযামিতি । জাবুচতুঃ । য আত্মা হপহতপাপু তমাবাং  
বিবিদিষাব ইতি । ততঃ প্রজাপতিরূবাচ । য এবোহকণি পুরুষো দৃশ্যতে  
এব আত্মাহপহতপাপুত্বাদিশুগো বজিজ্ঞানং সর্কলোককামাবাপ্তিঃ । এতদ-  
যতমভয়ম্ । অথৈতচ্ছুদ্বৈতাবপ্রকীণকল্মষাবরণতরা ছায়াপুরুষং লগ্নহতুঃ ।  
প্রজাপতিঞ্চ পপ্রচ্ছতুঃ । অথ যোহয়ং ভগবোহপ্সু দৃশ্যতে যচ্চাদর্শে যচ্চ  
যজ্ঞাদৌ কতম এতেষসাবধ বৈক এব সর্কেষিতি । তমেতয়োঃ শ্রদ্ধা  
প্রভং প্রজাপতিরূবতাহো সুদূরমুদ্রাস্তাবেতৌ, অশ্মাভিরক্ষিহান আত্মোপ-  
দিষ্টঃ, এতৌ চ ছায়াপুরুষং প্রতিপন্নৌ, তদ্বদি যুবাং ব্রাতৌ হ ইতি ক্রমস্ততঃ  
স্বাত্মনি সমারোপিতপাণ্ডিত্যবহনানৌ বিমানিতৌ সন্তৌ দৌর্দ্বন্দ্বস্যেন  
যথাবহুপদেশং ন গৃহীয়াতাম্, ইত্যনয়োরশয়মহুক্য যথার্থং গ্রাহয়িষ্যাম  
ইত্যভিসন্ধিমান্ প্রতুবাচ । উদশরাব আত্মানমবেক্ষেথাহুমুনিং যৎ পশুখ-  
ন্তদ্রজতমিতি । তৌ চ দৃষ্ট্ । সন্তষ্টহৃদয়ৌ নাক্রতাম্ । অথ প্রজাপতিরেতৌ  
বিপরীতগ্রাহিণৌ যা ভূতামিত্যাশয়বান্ পপ্রচ্ছ । কিমত্রাপশ্যতমিতি । তৌ  
হোচতুঃ । যথৈবাবামতিচিরব্রহ্মচর্য্যচরণসমুপজাতারতনথলোমাদিমস্তাবেব-

নৃত্তকার পূর্বস্বজ্ঞে, জীবে বাক্যশেষোক্ত ধর্ম্মের অসম্ভব দেখাইয়া দহরা-  
কালের জীবত্ব নিবেদন করিয়াছেন ; এ স্বজ্ঞে পুনর্বার বাক্যশেষস্থ প্রজা-  
পতি-বাক্যের দ্বারা জীবাশঙ্কা উৎপাদন করতঃ প্রজাপতিবাক্যের তাৎপর্য্য  
নির্ণয় পূর্বক দহরাকালেক্ষে ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিতেছেন । (পূর্বপক্ষ) ।  
[ তত্র...ব্রহ্মত্বে ] প্রজাপতি ইহাকে “আত্মা নিশাপ নির্গপ, তিনিই  
অশেষবীজ, তিনিই বিজ্ঞাতব্য ।” এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ “চক্ষুতে এই যে,  
দ্রষ্ট-পুরুষ দেখা যাইতেছে, ইনিই তোমার আত্মা ।” এইরূপ বলিয়াছেন ।

পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি ক্রবক্ষিস্বং দ্রষ্টারং জীব-  
মাত্মানং নির্দিশতি। এতদ্ব্যব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্যামীতি চ  
তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য, য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেব  
আত্মেতি। তদ্যত্রেতৎ স্বপ্নঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন

সাব্যয়োঃ প্রতিকল্পকং নথলোমাদিমহুদশরাবেহপশ্যাবতি। পুনরেতয়ো-  
হ্মারাম্ববিভ্রমমপনির্নীরূপেব হি ছারাপুরুষ উপজনাপারদ্ব্যর্থভেদেনাব-  
গম্যমান আত্মলক্ষণবিরহান্নৈবৈবমেবেদং শরীরং নাত্মা, কিন্তু ততোভিন্ন-  
মিত্যবয়ব্যতিরেকাত্যামেতৌ জানীয়াতামিত্যাশয়বান্ প্রজাপতিরূবাচ।  
সাধ্বলকৃতৌ স্রবসনৌ পরিকৃতৌ ভূত্বা পুনরুদশরাবে পশ্যতমাত্মানম্, বচাঃ  
পশ্যন্তদ্রুতমিতি। তৌ চ সাধ্বলকৃতৌ স্রবসনৌ হিরনখলোমানৌ ভূত্বা  
তথৈব চকৃতুঃ। পুনশ্চ প্রজাপতিনা পৃষ্ঠৌ তমেব ছারামাত্মানমুচতুঃ।  
তদুপশ্রুত্যা প্রজাপতিরহোবতাহ্ম্যাপি ন প্রশান্ত এন্যোর্কিঁভ্রমঃ, তদ্ব্যখাতি-  
মতমেবাত্মত্বং কথয়ামি তাবৎ। কালেন কল্পবে কীপে অশ্বচনসন্দ-  
পোর্ক্যপর্ধ্যপর্ধ্যালোচনয়াহ্নত্বত্বং প্রতিপৎস্যোতে স্বয়মেবেতি মত্বোবাচ।  
এষ আত্মত্বমৃতমভ্রমেতদ্রুতমিতি। তয়োর্কিরোচনো দেহানুপাতিত্বা-  
চ্ছারায়্য দেহ এবাত্মত্বমিতি মত্বা নিজসদনমাগত্য তথৈবানুগ্রাহুপদিশে।  
দেবেজ্র্যপ্রাপ্তনিজসদনোহ্মন্যেব কিঞ্চিদ্বিরলকল্পবতয়া ছারাম্বনি শরীর-  
ভ্রগদোবাহুবিধায়িনি তং তং দোষং পরিভাবয়ন্ নাহমত্র ছারাম্বদর্শনে  
ভোগ্যং পশ্যামীতি প্রজাপতিসমীপং সমিৎপাণিঃ পুনরেবেয়ায়। আগতশ্চ  
প্রজাপতিনাহ্নগমনকারণং পৃষ্ঠে পথি পরিভাবিতং জগাদ। প্রজাপতিস্ত  
স্রব্যখ্যাতমপ্যাত্মত্বমক্ষীণকল্পবাবরণতয়া নাগ্রহীত্বংপুনরপি তৎপ্রকরায়  
চরাগমায়ি ষাট্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমথ প্রক্ষীণকল্পবায় তে অহমেতমেবা-  
ত্মানং ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্যামীত্যবোচৎ। স চ তথাচরিতব্রহ্মচর্য্যঃ সুরেজ্র্যঃ

এ কথা আগ্রদবস্থাপন্ন জীবের বোধক, জীবকেই চক্ষুহ দ্রষ্ট-পুরুষ বলা  
হইরাছে। (চক্ষুঃ=চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। তৎস্ব দ্রষ্টা=জীব। কেন-না,  
জীব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। যখন তিনি ইন্দ্রিয়ে  
অধিষ্ঠিত হইয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় দর্শন করেন তখন তাহার  
আগ্রদবস্থা।) অনন্তর, “এই আত্মা পুনর্বার বলিতেছি, বুঝাইয়া দিতেছি”  
বলিয়া পুনর্বার বলিলেন “ইনিই স্বপ্নকালে বাসনাময় বিষয়ে পূজিত হন,

বিজ্ঞানাত্যেয আত্মেতি চ জীবমেবাবস্থান্তরগতং ব্যাচক্ষে।  
তসৌব চাপহতপাপুহাদি দর্শয়তোতদমৃতমভয়মেতৎ ব্র-  
ক্ষেতি । নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি  
নো এবেমানি ভূতানীতি চ হুযুপ্তাবস্থায়্যাং দোষমূলভ্য,

প্রজাপতিমুপসাদ। উপসন্নায় চাষ্টে প্রজাপতির্য্যচাষ্টে, য আত্মাহপহত-  
পাপুহাদিলক্ষণোহক্ষণি দর্শিতঃ সোহয়ং য এব স্বপ্নে মহীয়মানো বনিতা-  
দিভিরনেকধা স্বপ্নোপভোগান্ ভুঞ্জানো বিহরতীতি । অগ্নিরপি দেবেস্ত্রো  
ভয়ং দদর্শ । যদ্যপ্যয়ং ছায়াপুরুষবয় শরীরধর্ম্মানমুপততি, তথাপি শোক-  
ভয়াদিবিবিধবাধাভূতবায় তত্রাপ্যস্তি স্বস্তিপ্রাপ্তিরিত্যুক্তবতি মঘবতি পুন-  
রপরাণি চর ছাত্রিংশতং বর্ষাণি স্বচ্ছং ব্রহ্মচর্য্যমিদানীমপ্যক্ষীগকল্পবোহসী-  
ত্যাচে প্রজাপতিঃ । অথাস্মিন্নেবকারমুপসঙ্গে মঘবতি প্রজাপতিরূবাচ । য  
এব আত্মাহপহতপাপুহাদিগুণোদর্শিতোহক্ষণি চ স্বপ্নে চ স এব যো বিষয়ে-  
ক্ষিয়সংযোগবিব্রহাৎ প্রসন্নঃ হুযুপ্তাবস্থায়ামিতি । অত্রাপি নেত্রো নির্ঝবার ।  
যথা হি জাগ্রদ্বা স্বপ্নগতোবা অয়মহমস্মীতি ইমানি ভূতানি চেতি বিজ্ঞানাতি  
নৈবং হুযুপ্তঃ কিঞ্চিদপি বেদয়তে তদা খল্বয়মচেতয়মানোহভাবং প্রাপ্ত ইব  
ভবতি । তদিহ কা নিবৃত্তিরিতি । এব মুক্তবতি মঘবতি ইত্যাদ্যপি ন তে  
কল্পমক্ষয়োহভূৎ । তৎ পুনরপরাণি চর পঞ্চ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমিত্যোচৎ  
প্রজাপতিঃ । তদেবমস্যা মবোনস্তিতিঃ পর্য্যায়ৈর্য্যতীযুঃ বধ্বতকির্ষাণি ।  
চতুর্থে চ পর্য্যয়ে পঞ্চ বর্ষাণীত্যেকোত্তরং শতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরতঃ  
সহস্রাক্সস্য সম্পদিরে । অথাস্মৈ ব্রহ্মচর্য্যসম্পদ্বন্দ্বিতকল্পবায় মঘবতে য  
এবোহক্ষণি যচ্চ স্বপ্নে যচ্চ হুযুপ্তাবস্থায়্যাৎ এব আত্মাহপহতপাপুহাদিগুণো  
দর্শিতঃ তমেব মঘবন্ মর্ত্য্যং বৈ শরীরমিত্যাदिনা বিম্পিঃ ব্যাচষ্টে প্রজা-

ইনিই আত্মা ।” (এ বাক্যে স্বপ্নাবস্থ জীব কথিত হইয়াছে) । আর বার  
বলিলেন, “যখন ঐ অশুপ পুরুষ সমস্ত হন অর্থাৎ সর্ব্বৈক্ষিয়-ব্যাপার-রহিত  
হন, তখন এই ইঞ্জিয়মালিন্যশূন্য আত্মা স্বপ্নকেও জানেন না ।” (এ  
বাক্যে হুযুপ্তাবস্থাপন্ন জীব কথিত হইয়াছে) । প্রজাপতি এতদ্রূপ অবস্থা-  
বান্ জীবের উপদেশ করিয়া জাগ্রতই পাণরাহিত্যাদি ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া-  
ছেন এবং বলিয়াছেন, “ইহাই অমর, অভয় ও ব্রহ্ম ।” [নাহ...দর্শয়তি]  
প্রজাপতির এই তৃতীয় উপদেশেও ইঞ্জের সংশয় হইয়াছিল, তিনি

এতদ্ব্যেব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্যামি ইতি নো এবাহন্যত্রৈ-  
তদস্মাদিতি চোপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিন্দাপূর্বকমেব, সম্প্র-  
সাদোহস্মাচ্ছরীরাং সমুথায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন  
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি জীবমেব শরীরাং

পতিঃ । অন্তরমস্যাভিসন্ধিঃ ।—যাবৎ কিঞ্চিৎ সুখং দুঃখমাগমাপ্যসি তৎ সর্বং  
শরীরেজ্জিয়াস্তঃকরণসম্বন্ধি ন ত্বান্বনঃ । স পুনরেতানেব শরীরাদীন্ অনাদ্য-  
বিদ্যাবাসনাবশাদাশ্চেন্নোভিপ্ৰতীতস্তদগতেন সুখদুঃখেন তদ্বস্তমান্বানমহু-  
মন্যমানোহনুতপ্যতে । যদা ত্বয়মপহতপাপ্যাদিলক্ষণমুদাসীনমাত্মানং দেহা-  
দিভ্যোবিবিক্তমহুভবতি অথাস্য শরীরবতোপ্যশরীরস্য ন দেহাদিধর্মসুখ-  
দুঃখগ্রসন্নোহস্তুীতি নানুতপ্যতে । কেবলময়ং নিজে চৈতন্যানন্দধনে রূপে  
ব্যবহিতঃ সমস্তলোককামান্ প্রাপ্তোভবতি । এতস্যৈব হি পরমানন্দস্য  
মাত্রাঃ সর্বের কামাঃ । দুঃখং ত্ববিদ্যানির্মাণমিতি ন বিদ্বানাপ্নোতি । অশী-  
পিতোপনিষদাং ব্যামোহ ইহ জায়তে তেষামহুগ্রহায়েদমুপাখ্যানমবর্তয়ৎ ।  
এবং ব্যবহিত উত্তরাহ্যক্যসম্ভভাৎ প্রাজাপত্যাদক্ষণি চ স্বপ্নে চ সুষুপ্তে চ  
চতুর্থো চ পর্যায়ে এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাহুথায়ৈতি জীবাঐবাপহত-  
পাপ্যাদিগুণঃ ক্রতো্যচ্যতে । নো থনু পরস্যাংক্ষস্থানং সম্ভবতি নাপি  
স্বপ্নাদ্যবস্থায়োগো নাপি শরীরাং সমুথানম্ । তস্মাৎ বসৈত্যতং সর্বং  
সোহপহতপাপ্যাদিগুণঃ ক্রতো্যজ্ঞঃ । জীবস্য চৈতৎ সর্বমিতি স এবাহপ-  
হতপাপ্যাদিগুণঃ ক্রতো্যজ্ঞ ইতি নাপহতপাপ্যাদিভিঃ পরং ব্রহ্ম গম্যতে ।  
নহু জীবস্যাপহতপাপ্যাদয়ো ন সজ্জবস্তীত্বাক্তম্ । বচনাভ্যবিস্তৃতি—  
কিমিব বচনং ন কুর্যাৎ, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ । ন চ মানান্তর

ভাবিতে ছিলেন, “সুপ্তিকালে কোন জ্ঞানই থাকে না । অতএব কিরূপে  
তাহা আমার আত্মা হইল ? অর্থাৎ তাহাই আমি, তাহাই আমার স্বরূপ,  
এ কথা কিরূপ হইল !” এদিকে প্রজাপতি দেখিলেন, সুষুপ্তি উপদেশেও  
সোৰ আছে, আত্মা বুঝিবার ব্যাঘাত আছে, স্ততরাং পুনর্বার তিনি বলি-  
লেন, “আমি তোমাকে প্রস্তাবিত আত্মা পুনর্বার বলি, বুঝাইয়া দি । এবার  
যাহা বলিব, তাহা আত্মাই, অন্য কিছু নহে । অর্থাৎ এবার আত্মাতিরক্ত  
বলিব না ।” এই বলিয়া তিনি শরীর-সম্বন্ধের নিন্দা করতঃ ( শরীর মাঞেই  
মিথ্যা, ইত্যাদিপ্রকার বলিয়া ) বলিলেন, “এই বে সম্প্রসাদ, সুষুপ্তি-অবস্থা,

সমুখিতমুত্তমং পুরুষং দর্শয়তি । তস্মাদন্তি সম্ভবো জীবে  
 পারমেশ্বরানাং ধর্মানাম্ । অতো দহরোহ্মিন্নিস্তরাকাশ ইতি  
 জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কশ্চিদক্রিয়াং তং প্রতিক্রিয়াদাবি-  
 ভূতস্বরূপস্থিতি । তুশব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । নোত্তর-  
 স্মাদপি বাক্যাদিহ জীবম্যাশঙ্কা সম্ভবতীত্যর্থঃ । কস্মাৎ যত-  
 স্তত্রাপি আবিভূতস্বরূপোজীবো বিবক্ষ্যতে । আবিভূতং  
 স্বরূপমস্মেত্যাবিভূতস্বরূপঃ । ভূতপূর্বগত্যা জীববচনম্ ।  
 এতদুক্তং ভবতি ।—য এমোহ্মক্ষিণীত্যক্ষিলক্ষিতং দ্রষ্টারং

বিরোধঃ । ন হি জীবঃ পাপাদিস্বভাবঃ কিন্তু বাগবৃদ্ধিশরীররক্তসম্ভবো-  
 ২স্য পাপাদি শরীরাদ্যভাবে ন ভবতি ধুম ইব ধূমধ্বজাতাব ইতি  
 শব্দার্থঃ । নিরাকরোতি ।—“তং প্রতিক্রিয়াং । আবিভূতস্বরূপস্ত ।” অয়-  
 মভিসন্ধিঃ ।—পৌর্বাপর্যাপর্য্যালোচনয়া তাবদুপনিষদাং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তমেক-  
 মপ্রপঞ্চঃ ব্রহ্ম তদতিরিক্তঞ্চ সর্বং তদ্বিবর্ত্তো রজ্জোরিব ভূজঃ ইত্যত্র তাৎ-  
 পর্যমবগম্যতে । তথা চ জীবোহপ্যবিদ্যাকল্পিতদেহেজ্জিরাহ্যপহিতং রূপং  
 ব্রহ্মণো ন তু স্বাভাবিকঃ । এবঞ্চ নাপহতপাপাত্মাদয়স্তদ্বিন্নবিদ্যোপাধৌ  
 সম্ভবিনঃ । আবিভূতব্রহ্মরূপে তু নিরূপাধৌ সম্ভবন্তো ব্রহ্মণ এব ন জীবস্ত ।  
 এবঞ্চ ব্রহ্মৈবাপহতপাপাদিগুণং ঐত্যানুমিতি তদেব দহরাকাশো ন জীব  
 ইতি । স্যাদেতৎ । স্বরূপাবির্ভাবে চেদ্বৈক্যে ন জীবত্বর্হি বিপ্রতিষিদ্ধ-  
 মিদমভিধীয়তে—জীব আবিভূতস্বরূপ ইত্যত্র আহ “ভূতপূর্বগতো”তি ।

ইনিই এ শরীর হইতে উখিত ও পরজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হন  
 এবং ইনিই উত্তমপুরুষ ।” প্রজাপতির এই চতুর্থ বা শেষ উপদেশে শরীর-  
 সমুখিত জীবকেই পরমপুরুষ বলা হইয়াছে । [ তস্মাৎ বচনম্ ] ঐ ঐ  
 কারণে জীবপক্ষেও পরমেশ্বরবোধক ধর্মের সমাবেশ হইতে পারে স্ততরাং  
 দহরাকাশ জীব, এ কথাও বলা হইতে পারে । ( উত্তর ) যদি কোন বাদী  
 ঐরূপ পূর্বপক্ষ করেন, শঙ্কা করেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ বলিবে, “আবি-  
 ভূতস্বরূপস্ত ।” তু-শব্দের অর্থ পূর্বপক্ষ নিষেধ । না—প্রজাপতি-বাক্যের  
 দ্বারাও দহরের প্রতি জীবাশঙ্কা সম্ভূত হয় না । কারণ এই যে, প্রদর্শিত  
 প্রজাপতি-বাক্যের অভিপ্রোক্তার্থ জীব নহে ; কিন্তু জীবের স্বরূপাবির্ভার  
 অর্থাৎ ব্রহ্ম । [ এতদুক্তং...কল্পিতম্ ] ঐ প্রজাপতিবাক্যের সার মঙ্গল



নির্দিষ্টোদশরাবত্রাক্ষণেনৈনং শরীরাত্মতয়া ব্যুৎপাদ্য, এতৎ  
 ত্বেব ত ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেনাকৃত্য স্বল্পমুপ্তো-  
 পন্যাসক্রমেণ পরং জ্যোতিরুপসম্পাদ্য স্মেন রূপেণাভি-  
 নিম্পাদ্যত ইতি যদস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম তদ্রূপ  
 তয়ৈনং জীবং ব্যচক্ষে ন জৈবেন রূপেণ। যত্ৱং পরং জ্যোতি-  
 রুপসম্পত্তব্যং শ্রুতং তৎ পরং ব্রহ্ম। তচ্চাপহতপাপুত্বাদি-  
 ধর্ম্যকং তদেব চ জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপং তত্বমসীত্যাদি-  
 শাস্ত্রেভ্যোনেতরদুপাধিকল্পিতম্। যাবদেব হি স্থাণাবিব-  
 পুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণামবিদ্যাং নিবর্তয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্-

“উদশরাবত্রাক্ষণেন” ইতি। যদেব হি মনোনঃ প্রতিবিম্বাত্মদশরাব উপ-  
 জনাপারমার্থকাণ্যাত্মলক্ষণবিরহান্নাত্মা এবং দেহেজ্জিহ্বাদ্যপ্যুপজনাপারমার্থকং  
 নাত্মেত্বাদশরাবদৃষ্টাস্তেন শরীরাত্মতয়া ব্যুৎপাদ্যং বাধ ইতি চোদয়তি।—

এই যে, শরীর ও ইঞ্জিহ্বাদি আত্মা নহে, এবং আত্মার অবস্থান্তর নাই।  
 প্রজাপতি উদশরাব নিদর্শনের দ্বারা \* শিষ্যের দেহাত্মজ্ঞান বিদূরিত করিয়া  
 পশ্চাৎ বিচার দ্বারা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-মুষ্টি নামক অবস্থাত্রিতর হইতে আত্মাকে  
 বিবিক্ত করতঃ জীবের বাহ্য পারমার্থিক রূপ ( অনারোপিত স্বরূপ বা  
 কূটস্থরূপ ) তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপাধিকল্পিত জীবভাব সর্ববিদিত ;  
 শাস্ত্র তদ্বোধনার্থ প্রবৃত্ত নহেন। উক্ত শ্রুতিতে যে উপসম্পত্তব্য ( প্রাপ্তব্য )  
 পরজ্যোতির কথা আছে, সেই পরজ্যোতিঃই ব্রহ্ম ও নির্লেপ। ব্রহ্মই যে  
 জীবের পারমার্থিক রূপ, তাহা তত্বমস্যাদি শাস্ত্রে প্রথিত আছে। অপিচ,  
 উপাধিকল্পিত জীবভাবে নিম্পাপত্বাদি ধর্ম্য নাই। [ যাবদেব...নিম্পাদ্যতে ]  
 স্থাপুতে মনুষ্যবোধ যজ্ঞপ, অদ্বয় আত্মতত্ত্বে দ্বৈতবোধও তদ্রূপ। যত  
 দিন না মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ দ্বৈতভ্রান্তি বিদূরিত হয়, আমিই নির্লিকার  
 নিজস্ব নিত্যচৈতন্য ব্রহ্ম, এতদ্রূপ অভ্রান্ত অমুভবের উদয় না হয়,

\* উদশরাব=জলপূর্ণ যুগপাত্রবিশেষ। ইজ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট আত্মা  
 জানিতে গিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি তাহাদের সম্মুখে এক শরা জল রাখিয়া বলিলেন,  
 দেখ, আত্মা দেখ। অনন্তর তাহারা তাহাতে আপন আপন দেহের প্রতিবিম্ব দেখিল,  
 দেখিণা বিবেচনা করিল, দেহই আত্মা। ইহারই পরে তিনি চক্ষু-তায়কার আত্মা দেখিতে  
 বলিলেন। এইরূপ অনেক কথা আছে।

স্বরূপমাত্মানমহং ব্রহ্মাস্মীতি ন প্রতিপদ্যতে তাবজ্জীবস্য  
জীবত্বম্ । যদা তু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসম্ভাতাভ্যুৎপাদ্য  
শ্রুত্যা প্রতিবোধ্যতে—নাসি হং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-  
সম্ভাতো নাসি হং সংসারী—কিং তর্হি—তৎ যৎ সত্যং স  
আত্মা চৈতন্যমাত্রস্বরূপস্তত্ত্বমসীতি তদা কূটস্থনিত্যদৃক্-  
স্বরূপমাত্মানং প্রতিবুধ্যাহস্মাচ্ছরীরাদ্যভিমানাৎ সমুত্তিষ্ঠন্ স  
এব কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মা ভবতি । স যো হ বৈতৎ-  
পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । তদেব  
চাস্য পারমার্থিকং স্বরূপং, যেন শরীরাত্ সমুৎপাদ্য সেন  
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে । কথং পুনঃ স্বক্ রূপং সেনৈব চ  
নিষ্পদ্যত ইতি সল্লবতি কূটস্থনিত্যস্য । স্রবর্ণাদীনাঙ্ক

“কথং পুনঃ স্বক্ রূপ”মিতি । দ্রব্যান্তরসংসৃষ্টং হি তেনাভিভূতং তস্মাদ্বিবিচা-  
মানং ব্যাক্যতে হেমভারকাদি, কূটস্থনিত্যস্য পুনরন্যোনাসংসৃষ্টস্য কুতো-  
বিবেচনাদভিব্যক্তিঃ । ন চ সংসারাবস্থারাত্ জীবোহনভিব্যক্তো দৃষ্টাদয়ো  
হস্ত স্বরূপং, তে চ সংসারাবস্থারাত্ ভাসন্ত ইতি কথং জীবরূপং ন ভাসত

তত দিনই জীবের জীবত্ব । পরন্তু যখন প্রতি তাহাকে দেহেন্দ্রিয়-  
মনোবুদ্ধি হইতে বিবিক্ত করিয়া “তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি নহ, সংসারী নহ,  
তুমি কেবল নিত্যচৈতন্য” এ তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়, তখন সেই শ্রোতা-জীব  
কূটস্থনিত্য-চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া জানে । তাহার অনাদিকালের  
অহমভিমান শরীরাদি হইতে উঠিয়া গিয়া কূটস্থচৈতন্যে প্রবেশ করে । সে  
তখন জীব থাকে না, নিত্যচৈতন্যরূপ আত্মাই হয় । এ কথা “যে পরব্রহ্ম  
জানে, আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকার করে, সে ব্রহ্ম হয় ।” ইত্যাদি শাস্ত্রেও  
আছে । উপদেশ শ্রবণেব পর জীব যে শরীরাদি হইতে উখিত হইয়া  
অর্থাৎ দেহাদি হইতে অহমভিমান উৎকর্ষণপূর্বক নির্কিংশেব চৈতন্য-  
রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই নিত্য নির্কিংশেব চৈতন্যই তাহার পারমার্থিক  
(অনারোপিত) রূপ । [কথং...বিরোধাত্] যদি বল, স্বরূপনিষ্পত্তি  
অসম্ভব অর্থাৎ নিত্য নির্কিংশকার ব্রহ্ম চৈতন্য স্বতঃসিদ্ধ সূতরাং তাহার  
নিষ্পত্তি অসম্ভব, দ্রব্যান্তরের দ্বারা স্রবর্ণাদি ধাতুর স্বরূপ অভিভূত বা প্রচ্ছন্ন

দ্রব্যান্তরসম্পর্কাদভিভূতস্বরূপাণামনভি ব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং  
 কারপ্রক্ষেপাদিভিঃ শোধ্যমানানাং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্তাৎ  
 তথা নক্ষত্রাদীনামহন্যভিভূতপ্রকাশানামভিভাবকবিয়োগে  
 রাত্রৌ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্তাৎ । ন তু তথা চৈতন্য-  
 জ্যোতিষো নিত্যস্য কেনচিদভিভবঃ সম্ভবত্যসংসর্গিহ্নাৎ  
 ব্যোম্ন ইব । দৃষ্টবিরোধাত্মক । দৃষ্টিশ্রুতিমতিবিজ্ঞাতয়ো হি  
 জীবস্য স্বরূপং, তচ্চ শরীরাদসমুখিতস্যাপি জীবস্য সদা  
 নিষ্পন্নমেব দৃশ্যতে । সর্বো হি জীবঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্মানো  
 বিজানন্ ব্যবহরত্যহং তথা ব্যবহারানুপপত্তিঃ । তচ্চেচ্ছরীরাৎ  
 সমুখিতস্য নিষ্পদ্যেত প্রাক্সমুখানাৎ দৃষ্টোব্যবহারো বিরু-  
 দ্ধ্যতে । অতঃ কিমাত্মকমিদং শরীরাত্ সমুখানং কিমাত্মিকা

থাকে, কারপ্রক্ষেপাদির দ্বারা তাহা শুদ্ধ হয়, তদগত মালিন্য নষ্ট হইয়া  
 যায়, সুতরাং তাহার (স্ববর্ণাদির) স্বরূপ পুনরাগমন করে বা নিষ্পন্ন হয় ।  
 দিবসে সৌরতেজে নক্ষত্রাদির স্বরূপ অভিভূত থাকে, অভিভাবক সৌর-  
 তেজ অপগত হইলে পুনর্বার রাত্রিকালে তাহাদের স্বরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু  
 এখানে ঐ কথা (স্বরূপনিষ্পত্তি) অসম্ভব । কারণ এই যে, নিত্যচৈতন্যের  
 অভিভব-সম্ভাবনা নাই এবং দ্রব্যান্তরসংযোগের সম্ভাবনাও নাই । আকাশ  
 যেমন মলিন ও অভিভূত হয় না, সেইরূপ, নিত্যচৈতন্য-জ্যোতিঃও মলিন  
 ও অভিভূত হন না । [ দৃষ্টি...অত্রোচ্যতে ] জীব কি ? দর্শন শ্রবণ মনন  
 বিজ্ঞান, ইহাই জীবের লক্ষণ এবং উহাই (ঐ শক্তিচতুষ্টয়) জীবের স্বরূপ ।  
 ঐ স্বরূপ নিষ্পন্নই আছে, শরীর হইতে অস্থিত দশাতেও উহা বিদ্যমান  
 আছে । হেতু এই যে, যেখানে জীব সেই স্থানেই দর্শন-শ্রবণ-মনন-  
 বিজ্ঞানের ব্যবহার দৃষ্ট হয় । সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, জীবের স্বরূপ  
 (ঐ সকল) সদাসিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পন্নই আছে । উহা না থাকিলে ঐ ঐ ব্যবহার  
 হইতে পারে না । দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান, এই চতুষ্টয় বা এতচ্চতুষ্কায়ক  
 জীব যদি শরীর হইতে উৎখত হইবার পূর্বে না থাকে এমন বল, তাহা  
 হইলে তৎকালে ব্যবহার বিলোপের আপত্তি হইবে । অতএব, পরিহার  
 করিয়া বল, জীবের শরীর হইতে উঠা কি, কিংস্বরূপ ও নিষ্পত্তিই

চ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিরিতি, অত্রোচ্যতে। প্রাক্ বিবেক-  
বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিসয়বেদনোপাধিভি-  
রবিবিক্তমিব জীবস্য দৃষ্টাদিজ্যোতিঃস্বরূপং ভবতি। যথা  
শুদ্ধস্য স্ফটিকস্য স্বাচ্ছ্যং শৌক্যঞ্চ স্বরূপং প্রাক্ বিবেক-  
গ্রহণাদন্তনীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি প্রমাণজনিত-  
বিবেকগ্রহণাত্ম পরাচীনস্ফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্যেন চ স্বেন  
রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুচ্যতে প্রাগপি তথৈব সন্ তথা

ইত্যর্থঃ। পবিত্রবতি।—“প্রাগবিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তে”বিত্তি। অর্থঃ—  
যদ্যপ্যস্য কুটস্থনিত্যস্যান্যাসংসর্গো ন বস্তুতো হস্তি, যদ্যপি চ সংসাবাবহার-  
নম্য দৃষ্টাদিকপং চকাস্তি, তথাপ্যনির্কীচানাদ্যবিদ্যাবশাদবিদ্যাকল্পিতেরেব  
দেহেন্দ্রিয়াদিভিবসংসৃষ্টমপি সংসৃষ্টমিব বিবিক্তমপ্যবিবিক্তমিব দৃষ্টাদিরূপমন্ত  
প্রথতে। তথা চ দেহেন্দ্রিয়াদিগতৈস্তাপাধিভিস্তাপাদিমদিব ভবতীতি।  
উপপাদিতকৈতদ্বিত্তবেণাধ্যাসভাষ্য ইতি নেহোপপাদ্যতে। যদ্যপি স্ফটিক-  
দয়ো অপাকুস্মাদিসন্নিহিতাঃ, সন্নিধানঞ্চ সংযুক্তসংযোগাত্মকম্, তথা চ  
সংযুক্তাঃ, তথাপি ন সাক্ষ্যজ্ঞপাদিকুস্মসংযোগিনি ইত্যেতাবতা দৃষ্টান্তিতা  
ইতি। “বেদনা” হর্ষভয়শোকাদয়ঃ। দাষ্টান্তিকে যোজয়তি। “তথা

কিকপ। এ প্রপ্নের প্রত্যুত্তবে যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি, শুন।  
[ প্রাক্ গতিঃ ] যতদিন না বিবেকজ্ঞান জন্মে, শুদ্ধবিজ্ঞান জন্মে, ততদিন  
শুদ্ধস্ফটিক যেমন নীলাদি উপাধির সহিত অবিবিক্ত থাকে, এক বা  
অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, (নীলস্ফটিক ইত্যাকার ভ্রম প্রতীতি হইতে  
থাকে), তেমনি, যতদিন না বিবেকজ্ঞান জন্মে ততদিন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন  
উপাধির সহিত অবিবিক্তপ্রায় থাকেন এবং জীবসম্বন্ধীয় দর্শন-শ্রবণ-মনন-  
বিজ্ঞানের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে থাকেন। প্রমাণের দ্বারা বিবেকজ্ঞান  
উৎপন্ন হইলে তখন যেমন “নীল-স্ফটিক” এ বিভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ার  
স্ফটিকের স্বরূপ (স্বাচ্ছ ও শৌক্য) নিষ্কর হইয়াছে বলা যায়, তেমনি,  
দেহাদি উপাধির সহিত অবিবিক্তভাবাপন্ন জীবের প্রতিজনিত বিবেক-  
বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে দর্শনাদিভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ার কেবল বা একক্লম  
নিত্যচৈতন্যরূপ নিষ্কর হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অতএব, আত্মভ্রান্তি  
বিনাশক শ্রোত বিজ্ঞান (বিবেক-জ্ঞান) উৎপন্ন হওয়ার নাম পরীর

দেহাদ্যুপাধ্যাবিবিক্তসৈব সতো জীবস্য ঐতিকৃতং বিবেক-  
বিজ্ঞানং শরীরং সমুখানং বিবেকবিজ্ঞান ফলস্বরূপেণাভি-  
নিষ্পত্তিঃ কেবলাত্মস্বরূপাবগতিঃ। তথা বিবেকাবিবেক-  
মাত্রেনৈবাত্মনোহশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মন্তব্যবর্ণাৎ।—অশরীরং  
শরীরেষ্বিতি। শরীরেষ্টোহপি কোন্তেয়! ন কৰোতি ন  
লিপ্যত ইতি চ সশরীরত্বাহশরীরত্ববিশেষাহভাবস্মরণাৎ।  
তস্মাদ্বিবেকবিজ্ঞানাভাবাদনাবিভূতস্বরূপঃ সন্ বিবেকজ্ঞানা-  
দাবিভূতস্বরূপ ইত্যাচ্যতে, ন ত্বনাদৃশাবাবিভাবানাবিভাবো

দেহাদী”তি। সম্প্রসাদো হ্যাত্মশরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পাদ্য  
শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যেতদ্বিভজতে—“ঐতিকৃতং বিবেকবিজ্ঞান”  
মিতি। তদনেন শ্রবণমননধ্যানাত্মাসাদ্বিবেকজ্ঞানমুক্তা তস্য বিবেক-  
বিজ্ঞানস্য ফলং কেবলাত্মরূপসাক্ষাৎকারঃ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ, স চ  
সাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপঃ প্রপঞ্চমাত্রং প্রবিলাপয়ন্ স্বয়মপি প্রপঞ্চরূপত্বাৎ  
কতকফলবৎ প্রবিলীয়তে। তথা চ নিমৃষ্টনিখিলপ্রপঞ্চজালমহুপসর্গমপ-  
রাধীনপ্রকাশমাত্মজ্যোতিঃ সিদ্ধং ভবতি। তদিদমুক্তং ‘পরং জ্যোতিরূপ-  
সম্পদ্য’ ইতি। অত্র চ উপসম্পত্তাবৃত্তরকালারামপি জ্ঞাপ্রয়োগো মুখং  
ব্যাদায় স্বপিতীতিবৎ মন্তব্যঃ। যদা চ বিবেকসাক্ষাৎকারঃ শরীরং সমু-  
খানং, ন তু শরীরাপাদানকং গমনম্, তদা তৎ সশরীরস্যপি সম্ভবতি  
প্রারম্ভকার্যাকর্ষকরস্য পুরস্তাদিত্যাহ—“তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেন” ইতি।

হইতে উঠা এবং তাহার অনন্তর-ভাবি ফলের (কেবলাত্মসাক্ষাৎকারের)  
নাম স্বরূপনিষ্পত্তি। [তথা...বিশেষাৎ] বেদমন্ত্রও বিবেক-অবিবেক অনু-  
সারে আত্মাকে সশরীর অশরীর উভয়ই বলিয়াছেন। যথা—“আত্মা  
শরীরে অশরীর।” এ কথা স্মৃতিও বলিয়াছেন। যথা—“হে কোন্তেয়!  
শরীরত্ব বা শরীরোপলব্ধিত আত্মা কিছুই করেন না এবং কর্মফলেও লিপ্ত  
হন না।” অতএব, বিবেকজ্ঞানের অভাবকালে আত্মা অনাবিভূতস্বরূপ  
 থাকিলেও (তাঁহার ব্রহ্মরূপ অন্তর্হিত থাকিলেও) জ্ঞানোত্তরকালে তাঁহাকে  
আবিভূতস্বরূপ বলা অসঙ্গত নহে। যাহা জীবের পারমার্থিক রূপ,  
তাঁহার কথিতপ্রকার আবির্ভাব তিরোভাব ব্যতীত অন্যপ্রকার আবির্ভাব

স্বরূপস্য সম্ভবতঃ স্বরূপত্বাদেব । এবং মিথ্যাজ্ঞানকৃত এব  
জীবপরমেশ্বরয়োৰ্ভেদো ন বস্তুকৃতোব্যোমবদসঙ্গত্বাবিশেষাৎ ।  
কৃতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্যম্ । বতো য এবোহক্ষণি  
পুরুষো দৃশ্যত ইত্যুপদিশ্য এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেত্যুপ-  
দিশতি । যোহক্ষণি প্রসিদ্ধো দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বেন বিভাব্যতে  
সোহমৃতভায়লক্ষণাদ্রুক্ষণোহন্যশ্চৈৎ স্যাৎ ততোহমৃতভয়-  
ব্রহ্মসামানাধিকরণ্যং ন স্যাৎ । নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মাহয়-  
মক্ষিলক্ষিতো নির্দিশ্যতে, প্রজাপতেমৃষাবাদিত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

ন কেবলং 'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতী'ত্যাदिप्रतिज्ञो  
জীবস্য পরমাশ্রনো হভেদঃ, প্রাজাপত্যাবাক্যসম্বৰ্ণপর্যালোচনয়াহপোবশেষ  
প্রতিপত্তবামিত্যাহ । "কৃতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্যম্"মিতি । স্যাদেতৎ ।  
প্রতিচ্ছায়াত্মবজ্জীবং পরমাশ্রনো বস্তুতো ভিন্নমপ্যমৃতভয়াশ্রয়েন গ্রাহয়িত্বা  
পশ্চাৎ পরমাশ্রানমমৃতভয়াদিমন্তং প্রজাপতির্গাহয়তি ন ত্বয়ং জীবস্য পর  
মাত্মভাবমাচটে ছায়াশ্রয় ইবেত্যত আহ—"নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মাহয়মক্ষি-  
লক্ষিতঃ" ইতি । অক্ষিলক্ষিতোহপ্যাত্মবোপদিশ্যতে ন ছায়াত্মা । তন্মাদ-  
সিদ্ধো দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ দ্বিতীয়াদিষপি পর্যায়েষু 'এতৎ হেব তে  
ভূয়োহমৃষাখ্যাস্যামি' ইত্যুপক্রমাৎ প্রথমপৰ্যায়নির্দিষ্টে ন ছায়াপুরুষাঃপি

তিরোভাব নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই । যেমন অসঙ্গস্বভাব আকা-  
শের বিশেষ বা ভেদ ঔপাধিক, উপাধিকল্পিত, তেমনি, অসঙ্গস্বভাব ব্রহ্মের  
জীবত্ব লক্ষণত্বও ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত । [ কৃতশ্চ...প্রসঙ্গাৎ ]  
জীবত্ব বাস্তব নহে, কল্পিত, ইহা প্রদর্শিত প্রজাপতিবাক্যের দ্বারাও  
সপ্রমাণ হয় । যথা—প্রজাপতি "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" এইরূপ  
বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন, "ইনিই অমৃত অভয় এবং  
ব্রহ্ম ।" এখন বিবেচনা কর, যে পুরুষ চক্ষুঃ প্রতীকে উপদিষ্ট, ইনি যদি  
পরবাক্যস্থ অমৃতভয়লক্ষণ ব্রহ্ম না হইবেন, তাহা হইলে প্রজাপতি  
"ইনিই অমৃতভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম" এরূপ বলিবেন কেন ? অভেদনির্দেশ  
করিবেন কেন ? প্রজাপতি চকুরিঙ্গিরস্ব কোন এক অনাস্বপদার্থের  
প্রতিচ্ছায়া (প্রতিবিম্ব) উপদেশ করিয়াছেন, এরূপ বলিলে তাঁহাকে মিথ্যা-

তথা দ্বিতীয়েহপি পর্যায়ে য এব স্বপ্নে মহীয়মানশ্চর্যতীতি  
ন প্রথমপর্যায়নির্দিষ্টাদক্ষিপুরুষাং দ্রষ্টুরন্যোনির্দিষ্টঃ ।  
এতদ্ব্যেব তে ভূয়োহনুব্যখ্যাদ্যামীভূতপক্রমাং । কিঞ্চাহমদ্য  
স্বপ্নে হস্তিনমদ্রাক্ষং নেদানীং তং পশ্যামীতি, দৃষ্টমেব প্রতি-  
বুদ্ধঃ প্রত্যাচক্ষে, দ্রষ্টারন্তু তমেব প্রত্যভিজানাতি, য এবাহং  
স্বপ্নমদ্রাক্ষং স এবাহং জাগরিতং পশ্যামীতি । তথা তৃতীয়ে-  
হপি পর্যায়ে; নাহং ঋষয়মেব সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহ-  
মস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি স্মৃণুণ্ডাবস্থায়াম্ বিশেষ-  
বিজ্ঞানাব্যবহায়মেব দর্শয়তি ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি । যত্তু

তু ততোহন্যোদ্রষ্টায়েতি দর্শয়তি, অন্যথা প্রজাপতে: প্রতাবকত্বপ্রসঙ্গাদি-  
ত্যত আহ ।—“তথা দ্বিতীয়েহপি”তি । অথ ছায়াপুরুষ এব জীবঃ কস্মায়  
ভবতি, তথা চ ছায়াপুরুষ এবৈবতমিতি পবামুশাত ইতত আহ ।—“কিঞ্চাহ-  
মদ্য স্বপ্নে হস্তিন”মিতি । “কিঞ্চ” ইতি—সমুচ্চযাতিধানং পূর্বোপপত্তি-  
সাহিত্যং ক্রতে তচ্চ শঙ্কানিবাক্ষণদ্বাৰেণ । ছায়াপুরুষোহস্থায়ী, স্থায়ী  
চায়মায়া চকাস্তি, প্রত্যভিজ্ঞানাদিতার্থঃ । “নাহং ঋষয়মেব” ইতি ।  
অয়ং স্মৃণুঃ । “সম্প্রতি” স্মৃণুণ্ডাবস্থায়াম্ । অহমায়ায়মহকারাপ্পদমায়া-  
নম্ । ন জানাতি । কেন প্রকাষেণ ন জানাতীত্যত আহ ।—“অয়মহ-  
মস্মীমানি ভূতানি চ” ইতি । যথা জাগ্রতি তথা স্বপ্নে চ ইতি । ন হি

বাদী বলা হইবে । \* [ তথা মীতি ] “পুনর্বার তোমাকে ইহাবই কথা  
বলিব, ইহাকেই বুঝাইব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি যে দ্বিতীয় উপদেশ  
দিয়াছিলেন, “যে ইনি স্বপ্নে বাসনাময় বিষয়ে বিচরণ কবেন।” সে  
উপদেশেও প্রথমোক্ত দ্রষ্টার অল্পবৃত্তি আছে । অর্থাৎ যে আত্মা জাগ্রদশায়  
ইন্দ্রিয়দর্শিত ভোগ্য ভোগ করিতেছিলেন, সেই আত্মাই এখন স্বাপ্ন বিষয়  
( জাগ্রদ্বাসনাপ্রভব দৃশ্য ) ভোগ করিতেছেন বা দেখিতেছেন । [ তথা  
প্রত্যস্তরাং ] পুনর্বার তিনি যে পূর্বোক্ত আত্মা বুঝাইবার জন্য তৃতীয় উপ-

\* ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট আত্মা জানিতে গিয়াছিলেন । এমনত অবস্থায়,  
তিনি যদি আত্মা না বলিয়া অন্যত্রা বলেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে প্রত্যয়ক ও মিথ্যা  
বাদী বলিতে হয় । পরন্তু প্রজাপতিব প্রতাবকত্ব অনন্তব্য, কেহই তাহা স্বীকার করিতে  
পারেন না ।

তত্র বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনা-  
শাভিপ্রায়মেব ন বিজ্ঞাত্ববিনাশাভিপ্রায়ম্। ন হি বিজ্ঞাত্ব-  
র্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যাতে অবিনাশিত্বাদিতি প্রত্য-  
স্তরাৎ। তথা চতুর্থোহপি পর্যায়ে, এতদ্ব্যবহৃত্ত্বয়োহনু-  
ব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্ত্রৈতন্মাদিত্যুপক্রম্য মঘবশ্রুত্যাং বা  
ইদং শরীরমিত্যাদিনা প্রপঞ্চেন শরীরাত্ম্যপাধিসম্বন্ধপ্রত্যা-

বিজ্ঞাত্বর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপোবিদ্যাতে, অবিনাশিত্বাৎ, ইত্যনেনাবিনাশিত্বং  
সিদ্ধবুদ্ধেতুকুর্কতা স্থপ্তোখিতস্যাত্মপ্রত্যভিজ্ঞানমুক্তম্। য এবাহং জাগ-

দেশ দেন, সুষুপ্তির স্বরূপ বর্ণন করেন, ( সুপ্তিকালে আমি আছি ও আমি  
অমুক, এ জ্ঞান কাহার থাকে না এবং এ সকল ভূত ভৌতিকও কেহ জানে  
না। ) সে উপদেশে তিনি তৎকালে ভেদজ্ঞান না থাকার কথাই বলিয়া  
ছেন, দ্রষ্টার বা বিজ্ঞাতার অভাব বলেন নাই। “এ সকল বিনাশ  
হয়” এ অংশ জ্ঞাত্ব-বিনাশ অভিপ্রায়ে কথিত হয় নাই; ভেদজ্ঞানবিনাশ  
অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে। ( অভিপ্রায় এই যে, সুষুপ্তিকালে কেব-  
লমাত্র এক অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান থাকে, প্রপঞ্চজ্ঞান থাকে না।  
তখন নিজেই নিজের অজ্ঞানকে জানিতে থাকেন, অন্য কিছু জানেন  
না জানিবার কারণ এই যে, বাহ্যদের দ্বারা প্রপঞ্চ জানিবেন,  
( ইঞ্জিরাদি ) তখন সুষুপ্ত অর্থাৎ নির্জ্ঞাপার। ইহার দ্বারা ই-  
মংই সুষুপ্ত হয়; অনুপ্তচেতন্য আত্মা সুষুপ্ত হয় না।  
জাগ্রৎ। নিত্যজাগ্রৎ আত্মা সুপ্তিকালে অজ্ঞানকে উজ্জ্বল  
বা প্রবাক্ত রাখেন, তাই সুপ্তিভঙ্গের পর প্রত্যেক জীব  
হইয়াছিল। এই অভিলাপ করিয়া থাকে। ) সুপ্তিকালে  
জাতা, সাকী, দ্রষ্টা বা প্রকাশক অনুপ্ত থাকে, নাশ প্রাপ্ত হইয়া, এক  
অন্য ক্রটিতেও আছে। যথা—“বিনি বিজ্ঞানের ( ব্রহ্ম ) জাত, বিনি  
জ্ঞানকেও জানেন, প্রকাশ করেন, কাহার বিলোপও কালে নাই  
কেবল তিনিই অবিনাশী। ” [ তথা...দর্শয়তি ] প্র চতুর্থ পর্যায়ে  
( চতুর্থ উপদেশে ) “পুনর্বার ইহাকে বলিব, বুঝাইয়া এইরূপ  
প্রথমতঃ বক্তব্য আত্মার সহিত শরীরাদির ও অবস্থার বাক্য  
সম্পর্ক নাই বলিয়াছেন, যেখানে নাই তাহা কে পক্ষাৎ সম্বাদ্য



ধ্যানেই সম্প্রসাদশব্দোদিতং জীবং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত  
ইতি ব্রহ্মস্বরূপাপন্নং দর্শয়ন্ ন পরম্যাং ব্রহ্মণোহমৃত্যুভয়-  
স্বরূপাদন্যং জীবং দর্শয়তি । কেচিত্তু পরমাত্মবিবক্ষায়াং,  
এতদ্ব্যবহৃত্যে ইতি জীবাকর্ষণমন্যায়াং মন্যমানা এতমেব  
বাক্যোপক্রমসূচিতমপহতপাপুত্বাদিগুণকমাত্মানং তে ভূয়ো-  
হমৃত্যুব্যাখ্যাস্যামীতি কল্পয়ন্তি, তেষামেতমিতি সন্নিহিতাব-  
লম্বিনী সর্বনামশ্রুতির্বিপ্রকৃষ্যেত, ভূয়ঃশ্রুতিশ্চোপকৃষ্যেত ।  
পর্যায়ান্তরাভিহিতস্য পর্যায়ান্তরেণানভিধীয়মানত্বাৎ । এত-

রিষা সুপ্তঃ স এবৈতর্হি জাগর্দ্দীতি । আচার্য্যাদেশীয়মতমাহ ।—“কেচিৎ”  
তি । যদি স্বেতমিত্যনেনানন্তরোক্তং চক্ষুরধিষ্ঠানং পুরুষং পরামৃশ্য ততাত্ম-  
দমুচ্যেত ততো ন ভবেচ্ছায়াপুরুষঃ । ন ত্বেতদস্তু । বাক্যোপক্রমসূচিতস্ত  
পরমাত্মনঃ পরামর্শাদ্ । ন থলু জীবাত্মনোহপহতপাপুত্বাদিগুণসম্ভব ইত্যর্থঃ ।  
তদন্তেকদূষয়তি ।—“তেষামেত”মিতি । সুবোধম্ । মতান্তরমাহ ।—“অপরে

শব্দ-বোধ্য জীবের তৎকালে স্বরূপনিষ্পত্তি ( ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ) হয় বলিয়াছেন ।  
এই স্থানে প্রণিহিত হও, দেখিতে পাইবে, জীব অমৃত্যুভয় ব্রহ্ম হইতে  
অত্যন্ত ভিন্ন নহে । যে জাগ্রদাত্মা, সেই স্বাপ্ন আত্মা, যে স্বাপ্ন আত্মা, সেই  
সুপ্ত আত্মা, এবং যে সুপ্ত আত্মা অমৃত্যুভয় ব্রহ্ম, এরূপ বলাতেই উহা  
সিদ্ধ হইয়াছে । [ কেচিত্তু...রজ্জাদীন্ ] কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন,  
পরমাত্মা বলিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য, “এতৎ—ইহাঁকে” এ কথার দ্বারা  
জীবের অমুকর্ষণ করা অযুক্ত । প্রস্তাবের প্রারম্ভে যে নিষ্পাপ ( শুদ্ধ বা  
পরমাত্মা ) আত্মা সূচিত হইয়াছেন, “এতৎ” শব্দে তাঁহাকেই আকর্ষণ করা  
উচিত । কিন্তু আমাদের বিবেচনায় “এতৎ” শব্দ দূরস্থ শুদ্ধ আত্মার অনা-  
কর্ষক । যে নিষ্কটে থাকে, এতৎ-শব্দ তাহাকেই গ্রহণ করে, তাহাকেই  
উপস্থাপিত করে । বাক্যোপক্রমস্থ শুদ্ধ আত্মা অনেক দূরে স্তত্রঃ “এতৎ”  
শব্দের দ্বারা তাঁহার গ্রহণ অসম্ভব । “এতৎ” শব্দে জীবের গ্রহণ না  
করিলে “ভূয়ঃ” শব্দও ব্যর্থ হইবে । যে বস্তু প্রথম কথিত হয়, সেই বস্তু  
যদি দ্বিতীয়বার বলিতে হয়, তবেই “ভূয়ঃ” “পুনঃ” এরূপ প্রয়োগ হইয়া  
থাকে । বিভিন্ন বস্তু হইলে ঐ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত ও অনর্থক হইয়া

দেব তে ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্ চতুর্থাৎ পর্য্যায়-  
নন্যমন্যঃ । গম্য প্রজাপতেঃ প্রতারকঃ প্রসজ্যেত ।  
তস্মাদবদবিদ্যা প্রত্যাশ্বাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্তৃ-  
ভোক্তৃরাগদ্বৈবাদিদোষকলুষিতমনেকানর্থযোগি তদ্বিলয়নে  
তদ্বিপরীতমপহতপাপুত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যায়া  
প্রতিপাদ্যতে । সর্পাদিবিলয়নেব রজ্জ্বাদীন্ । অপরে তু  
বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্যন্তে । অশ্ব-

তু বাদিনঃ” ইতি । যদি ন জীবঃ কর্তা ভোক্তা চ বস্তুতো ভবেৎ ততস্তদা-  
শ্রয়াঃ কৰ্মবিধয় উপরুধ্যেরন্ । হত্ৰকারবচনক নাসম্ভবাদিতি কুপ্যেত ।  
তৎ থলু ব্রহ্মণো গুণানাং জীবেঃসম্ভবমাহ । ন চাত্তেদে ব্রহ্মণো জীবানাং  
ব্রহ্মগুণানামসম্ভবো জীবেষিতি তেষামতিপ্রায়ঃ । তেষাং বাদিনাং শারী-  
রকেণৈবোত্তরং দত্তম্ । তথাহি ।—পৌর্ক্যপৰ্য্যাপর্যালোচনয়া বেদান্তানামেক-  
মধরমাত্মত্বং জীবাত্মবিদ্যোপধানকল্পিতা ইত্যত্র তাৎপর্য্যমবগম্যতে ।  
ন চ বস্তুসত্যো ব্রহ্মণো গুণাঃ সমারোপিতেষু জীবেষু সম্ভবন্তি । নো থলু  
বস্তুসত্যো রজ্জ্বা ধর্ম্মাঃ সেব্যত্বাদয়ঃ সমারোপিতে ভুজ্ঞে সম্ভবিনঃ । ন চ  
সমারোপিতো ভুজ্ঞো রজ্জ্বা ভিন্নঃ । তস্যার হত্ৰব্যাকোপঃ । অবিদ্যা-  
কল্পিতক কর্তৃত্বভোক্তৃত্বং যথা লোকসিদ্ধমুপাশ্রিত্য কৰ্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ

থাকে । প্রজাপতি “ইহাঁকেই বলিব, বুঝাইব,” এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া  
পশ্চাৎ যদি অন্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাতে প্রতারকত্ব দোষ  
আসিতে পারে । ( প্রজাপতি প্রতারক, এ কথা অগ্রাহ ) । সেই জন্যই  
বলিতেছি, এরূপ বলা উচিত যে, যাহা তাঁহার অবিদ্যাজনিত অপার-  
মার্থিক রূপ, অর্থাৎ জীবতাব, যাহা আভিমানিক কর্তৃত্বাদি দোষে কলুষিত,  
বিদ্যার ( তত্ত্বজ্ঞান ), সেই রূপের বিলয় করিয়া তদ্বিপরীত গুণরূপের  
( অনারোপিত বা অকল্পিত রূপের ) প্রতিপত্তি বা প্রাপ্তি করায় । যেমন  
রজ্জ্বতত্ত্বজ্ঞান কল্পিতসর্পের বিলয় করিয়া অকল্পিত রজ্জ্বরূপ প্রতীত  
করায়, তেমনি, আত্মতত্ত্বজ্ঞানও কল্পিত জীবরূপের বাধ করিয়া অকল্পিত  
কেবল চিত্তরূপের সাক্ষাৎকার করায় । [ অপরে...রত্নতীতি ] অন্যান্য  
বাদীদিগের এবং আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়, জীব  
অকল্পিত অর্থাৎ সত্য । এ সকল মত একান্তবিজ্ঞানের বা সম্যক জ্ঞানের

দীয়াশ্চ কেচিৎ তেষাং সর্কেষামাশ্চৈকত্বসম্যাগদর্শনপ্রতিপক্ষ-  
ভূতানাং প্রতিবেধায়েদং শারীরকমারক্কে এক পরমেশ্বরঃ  
কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যায়া মায়ায়া মায়াবিবদনেকধা  
বিভাব্যতে নান্যো বিজ্ঞানধাতুরন্তীতি । যদ্বিদং পরমেশ্বর-  
বাক্যে জীবমাশঙ্ক্য প্রতিবেধতি সূত্রকারঃ, নাসম্ভবাদিত্যা-  
দিদা, তদ্রায়মভিপ্রায়ঃ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবে কূটস্থ-  
নিত্য একস্মিন্নসঙ্গেহরূপে পরমাত্মনি তদ্বিপরীতং জৈবং  
রূপং ব্যোমীব তলমলাদিপরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্বপ্রতিপাদন-  
পরবাকৈরন্যায়োপেতৈতদ্বৈতবাদপ্রতিবেদৈশ্চাপনেষ্যামীতি

শ্যোনাদিবিধয় ইব নিবিদ্ধেহপি ‘ন হিংস্যাৎ সর্কো ভূতানী’তি সাধ্যাংশেহভি-  
চারে হিতিক্রান্তনিবেধঃ পুরুষমাপ্রিত্যাহবিদ্যাৎপুরুষাপ্রয়ত্বাচ্ছাস্ত্রস্যে-  
তুক্তম্ । তদিদমাহ ।—“তেষাং সর্কেষা”মিতি । নহু ব্রহ্ম চেদত্র বক্তব্যং  
কৃতং জীবপরামর্শেনেতুক্তমিত্যত আহ ।—

শব্দ, স্মৃতরাং ঐ সকল মত নিরাকরণার্থ এই শারীরক (জীববিচার)  
শাস্ত্রের আরম্ভ । ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর এক, তিনি কূটস্থ-নিত্য,  
চিদেকরস, ইহার অবিদ্যানামক শক্তি আছে, তদ্বারা ইনি মায়াবী,  
মায়ার দ্বারাই ইনি বহুরূপে অর্থাৎ নানা আকারে ভাসমান হইতেছেন,  
কিন্তু বস্তুরূপে তদতিরিক্ত পৃথক্ বিজ্ঞান (জীব ও জৈবরপ্রভৃতি) নাই ।  
[যদ্বিদং...ভেদম্] সূত্রকার (ব্যাস) পরমেশ্বর বোধক বাক্যের জীব-  
বোধকতা আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার-প্রয়াস স্বীকার করেন কেন ?  
তাহাও বলিতেছি । সূত্রকারের অভিপ্রায়ে পরমাত্মা এক, তিনি নিত্যবুদ্ধ-  
শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সংস্বরূপ, কূটস্থনিত্য, অজ্ঞানপ্রভাবে অসঙ্গ আকাশে যেমন  
মালিন্যাদি কল্পিত হয়, তেমনি, তদাপ্রিত অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাতে জীবত্ব  
ও প্রপঞ্চ কল্পিত হইতেছে, আমি সে কল্পনা বা সে জন্ম বুদ্ধিসহকৃত দ্বৈত-  
নিবেধক ও অবৈতপ্রতিপাদক প্রতিবাক্যের দ্বারা (বিচারপূর্বক) অপ-  
গত করাইব । সূত্রকারের এ অভিপ্রায় জীব-ব্রহ্মের অভেদ দৃঢ় রাখিতে  
সমর্থ । জীব বলিলেই তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন, এরূপ প্রতীতি হয় সত্য ; পরন্তু  
তাহা শাস্ত্রের অপ্রতিপাদ্য । অর্থাৎ জীবের জীবতাব প্রতিপাদ্য নহে ;

পরমাত্মনো জীবাদন্যত্বং দৃঢ়য়তি, জীবস্য তু ন পরমাদন্যত্বং  
প্রতিপাদয়িষতি কিন্তু্যনুবদত্যেবাবিদ্যাকল্পিতং লোক-  
প্রসিদ্ধং জীবভেদম্। এবং হি স্বাভাবিককর্তৃত্বভোক্তৃত্বানু-  
বাদেন প্রবৃত্তাঃ কৰ্ম্মবিধয়ো ন বিরুদ্ধাস্ত ইতি প্রতিপাদয়ি-  
ষ্যতি। প্রতিপাদ্যস্ত শাস্ত্রার্থমাত্মৈকত্বমেব দর্শয়তি শাস্ত্রদৃষ্ট্য।  
তুপদেশো বামদেববাদিত্যাदिना, वर्णितश्चात्माभिर्विषयविश्व-  
द्वेदेन कर्मविधिविरোধपरिहारः ॥ ১৯ ॥

### অন্যার্থঃ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥ \*

অথ যো দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শোদর্শিতঃ, অথ য  
এষ সম্প্রসাদ ইত্যাদিঃ, স দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন

জীবস্যোপাধিকল্পিতস্য ব্রহ্মভাব উপদেষ্টব্যঃ। ন চাসৌ জীবমপরামর্শ

কিন্তু তাহা অনুবাদ্য। জননীর ন্যায় হিতৈষিনী শ্রুতি প্রসিদ্ধ বা সর্ব-  
বিদিত জীব অনুবাদ করিয়া (জ্ঞাতজ্ঞাপনের নাম অনুবাদ) তাহার দ্বিধাত্ব  
প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব, জীবভাবের অনুবাদ করতঃ তাহার  
দ্বিধাত্ব নির্ণয়ের দ্বারা ব্রহ্মরূপ প্রতিপাদন করাই শ্রুতির ও সূত্রের আভি-  
প্রেত। [এবং...পরিহারঃ] ঐরূপ হইলেই স্বাভাবিক কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-  
যুক্ত জীবের অনুবাদকারী কৰ্ম্মবোধক বেদের সহিত জ্ঞানবোধক বেদের  
বিরোধভঞ্জন হয়। কলিতার্থ এই যে, এ প্রতিপাদ্য-শাস্ত্রার্থ একান্তবাদ।  
এ কথা পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছি এবং জ্ঞানী অজ্ঞানী ভেদে অর্থাৎ অধি-  
কার ভেদে কৰ্ম্মবিধির ও জ্ঞানবিধির ব্যবস্থা বা বিরোধপরিহারের প্রণালীও  
দেখাইয়াছি।

দহর-বাক্যের শেষে যে জীবের বর্ণনা আছে, (যে এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ  
সম্পূর্ণ জীব), দহর পরমেশ্বর হইলে সে বর্ণনার কোন সার্থক্য থাকে না।

\* পরামর্শোহনুসন্ধানঃ জীবস্যোতি বোদ্ধব্যঃ। জীবপরামর্শস্ত অন্যার্থঃ পরমেশ্বরবরূপশ্রুতি-  
পাদনার্থো ন তু জীববরূপপ্রতিপাদনার্থঃ।—দহরবাক্যে যে জীবভাবের বর্ণনা আছে,  
জীবের পরমেশ্বরত্বের প্রতিপাদন করাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য অর্থাৎ জীবভাব বুঝার উদ্দেশ্য  
নহে; কিন্তু তাহার অনারোপিত রূপ বুঝানই উদ্দেশ্য।

জীবোপাসনোপদেশো ন প্রকৃতবিশেষোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং  
প্রাপ্নোতীত্যত আহ, অন্যার্থঃ। অয়ং জীবপরামর্শঃ ম  
জীবস্বরূপপর্যাবসায়ী, কিন্তুহি, পরমেশ্বরস্বরূপপর্যাবসায়ী।  
কথং, সম্প্রসাদশব্দোদিতো জীবো জাগরিতে ব্যবহারে  
দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষো ভূত্বা তদ্বাসনানিশ্চিন্তিতাংশ্চ স্বপ্নান্নাভী-  
চরোহমুভূয় অন্তঃশরণং প্রেক্ষুরুতয়রূপাদপি শরীরাত্তি-  
মানাং সমুখায় স্মৃণুগ্ৰাবস্থায়াম্ পরং জ্যোতিরাকাশশব্দিতং  
পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য বিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বং পরিত্যজ্য স্নেহ  
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে যদস্যোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ,  
যেন স্নেহ রূপেণাহরমভিনিষ্পদ্যতে স এব আত্মাপহতপাপ্যু-

শক্য উপদেষ্টম্। ইতি তিস্ববস্থাস্থ জীবঃ পরামৃষ্টস্তাবপ্রবিলয়েন তস্য  
পারমার্থিকং ব্রহ্মভাবং দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ।

সুতরাং বিবেচনা করা উচিত, সে বর্ণনা অর্থাৎ সেরূপ জীব-পরামর্শ অন্য  
অর্থের জ্ঞাপক। [ অয়ং...পদ্যতে ] প্রজ্ঞাপতি অবস্থাবান্ জীবের বর্ণনা  
করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার তাৎপর্য জীবরূপ বুঝান পক্ষে পর্যাবসিত  
নহে; পরমেশ্বর রূপ প্রদর্শন পক্ষেই তাহার তাৎপর্য। অর্থাৎ প্রোক্ত  
প্রণালীক্রমে জীবের অনারোপিত রূপ বুঝানই তাহার অভিপ্রেত। তিনি  
যে-প্রকারে তাহা বুঝাইয়াছেন, উপদেশ করিয়াছেন, সে-প্রকার এই।—  
সম্প্রসাদ-শব্দ-বোধ্য জীব জাগ্রদবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাক্ষ হইয়া বহিষ্কর  
থাকেন। পরে বাসনানিশ্চিত স্বপ্ন অনুভব করিতে নাড়ীচর হন। অনন্তর  
প্রান্তিপ্রযুক্ত অন্তঃশরণ\* প্রার্থী হইয়া উক্ত দ্বিবিধ ( জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ) শরীর-  
ভিমান ত্যাগ করেন; করিলে স্মৃণুপ্তি হয়। এই কালে আকাশ-শব্দ-বোধ্য  
পরব্রহ্মরূপে সম্পন্ন ( একীভূত বা অভিন্নপ্রায় ) হইয়া ভেদজ্ঞানসবন্ধ

\* অন্তঃশরণ—অধ্যাত্মর গৃহ বা মূলস্থান। যেমন পক্ষী ইত্যন্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া  
অবশেষে পুনর্বার মূলস্থানে আইসে, যে স্থান হইতে গিয়াছিল সেই স্থানেই কিরিয়া  
আইসে, তেমনি জীবও জাগ্রৎ ও স্বপ্ন পরিভ্রমণ করিয়া স্মৃণুপ্ত হয় অর্থাৎ পুনর্বার অধর ব্রহ্ম  
কিরিয়া আইসে। বাহিরে জাগ্রৎ, অপেক্ষাকৃত অভ্যন্তরে স্বপ্ন, তদপেক্ষা বা তাহার অভ্য-  
ন্তরে স্মৃণুপ্ত।

ত্বাদিগুণ উপাস্য ইত্যেবমর্থোহয়ং জীবপরামর্শঃ পরমেশ্বর-  
বাদিনোহপ্যুপপদ্যতে ॥ ২০ ॥

### অপ্পশ্রুতেরিতি চেত্তদ্বক্তৃম্ ॥ ২১ ॥ \*

যদপ্যুক্তং দহরোহগ্নিম্নস্তরাকাশ ইত্যাকাশস্যান্নত্বং শ্রয়-  
মাণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যতে, জীবস্য হারাণোপমিতস্যা-  
ন্নত্বমবকল্পত ইতি, তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। উক্তো হ্যস্য  
পরিহারঃ পরমেশ্বরস্যাপেক্ষিকমল্পত্বমবকল্পত ইত্যর্ভকৌক-  
স্তান্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায়ত্বাদেবং ব্যোমবক্ষেত্যত্বে,  
স এব পরিহারোহনুসন্ধাতব্য ইতি সূচয়তি। শ্রুতৈব্য

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।

রহিত হন, হইয়া নিজের অনারোপিত রূপ প্রাপ্ত হন। যে পরজ্যোতিঃ  
ভাঁহার উপসম্পত্তব্য বা প্রাপ্তব্য—যাহার সহিত একীভূত হওয়ায় স্বরূপ  
(নিজের মুখ্য বা অনারোপিত রূপ) নিষ্পত্তি, সেই নিষ্পাপত্বাদিগুণবিশিষ্ট  
ব্রহ্মনামক পরজ্যোতিঃই উক্ত বাক্যের প্রকাশ্য এবং তিনিই উপাস্য।  
যাহারা পরমেশ্বরবাদী, উপাস্য দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলে, তাহাদের  
মতেও ঐ জীবপরামর্শ (জীবের বর্ণনা বা উপদেশ) উপরোক্ত প্রকারে  
সঙ্গত হইতে পারে।

বলিয়াছিলে, “হৃদগ্নয়ের মধ্যে দহর (পরিচ্ছিন্ন বা অন্ন), আকাশ”  
এ কথা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না, কিন্তু জীবপক্ষে সঙ্গত হয়।  
(জীব পরিচ্ছিন্ন বলিয়া শ্রুতি সূচ্যগ্নের সহিত জীবের তুলনা দিয়াছেন।)  
এ কথার বা আপত্তির খণ্ডন ১ অং, ২ পা, ৪ সূত্রে বলা হইয়াছে। শ্রুতিও  
“এই আকাশ যৎপরিমাণ, হৃদয়োপলক্ষিত দহরাকাশও সেই পরিমাণ”  
এইরূপ উক্তির দ্বারা উপাস্য আকাশের অন্ততায় বাস্তবত্বনিবারণ করিয়া-

\* অল্পশ্রুতে: দহর আকাশ ইত্যনেকাশস্যান্নত্ববর্ণনাং দহরব্রহ্মত্বং তচ্চ ন পরমেশ্বরে  
সঙ্গত ইতি চেৎ শব্দভেদে ভ্রান্ত্যপাত্তাৎ যতন্তস্যাপকারা: সমাধাসমুদযেতি সূত্রার্থঃ।  
শ্রুতি উপাস্য আকাশকে দহর বলিয়াছেন, দহর-শব্দের অর্থ অন্ন, পরিচ্ছিন্ন, পরমেশ্বর-অর্থে  
তাহা অসঙ্গত, এ আপত্তির প্রত্যাভার ১ অং, ২ পা, ৭ সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।



সর্ব্বং যস্য চ ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি স কিং তেজোধাতুঃ  
কচ্চিচ্ছৃত প্রাজ্ঞ আত্মেতি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতুরিতি  
তাবৎ প্রাপ্তং, কৃতঃ তেজোধাতুনায়েব সূর্যাদীনাং ভানপ্রতি-  
ষেধাৎ । তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতারকাদি তেজঃস্বভাবক  
এব সূর্যো ভাসমানহহনি ন ভাসত ইতি প্রসিদ্ধং । তথা, সহ  
সূর্য্যেণ সর্ব্বমিদং চন্দ্রতারকাদি যন্মিন্ন ভাসতে সোহপি

তং ভাস্যেতি চ সর্ব্বনামপদানি প্রদর্শনীয়মেবাবব্রক্যস্তি । ন চ তচ্ছব্দঃ  
পূর্ব্বোক্তপরামর্শীতি নিয়মঃ সমস্তি । ন হি ‘তেন রক্তং রাগাৎ’ ‘তস্যাপতাম্’  
ইত্যাদৌ পূর্ব্বোক্তং কিঞ্চিদস্তি । তস্যাং প্রশাংস্তরাপ্রতীতমপি তেজো-  
হস্তরমলৌকিকং শব্দাচ্ছপাস্যাৎচেন গম্যত ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

ব্রহ্মণ্যেব হি তল্লিঙ্গং ন তু তেজস্যালৌকিকে ।

তস্মান্ন তচ্ছপাস্যাৎ ব্রহ্ম জেয়ন্ত গম্যতে ॥

তমেব ভাস্তমিত্যত্র কিমলৌকিকং তেজঃ কল্পয়িত্বা সূর্যাদীনামহুভান-  
মুপপাদ্যতাম্, কিং বা ভারূপঃ সত্যসকল ইতি শ্রুতাস্তরসিদ্ধেন ব্রহ্মণোভানেন

অর্থাৎ এ সমস্ত তাহারই ভানে ভাত, তাহারই প্রকাশে প্রকাশিত ।  
( তাহারই সত্তার এ সকলের সত্তা, তাহারই অস্তিত্বে অস্তিত্ব, তাহারই  
প্রকাশে প্রকাশিত । এ সকলের পৃথক সত্তা নাই, পৃথক প্রকাশও নাই ।  
তিনিই পরম সৎ, তিনিই পরমপ্রকাশ বা স্বাধীন প্রকাশ, আর সমুদায়  
তাহার অধীন ; অর্থাৎ তিনিই এ সকলের সত্তা-কৃষ্টিপ্রদ ) ” । সুওক-  
শ্রুতি বাহ্যকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিলেন, তিনি কে ? তিনি  
কি কোন ভেদবিশেষ ? না প্রাজ্ঞ ( স্বপ্রকাশ ) আত্মা ? এরূপ সন্দেহ হইতে  
পারে । সন্দেহের পর প্রথমতঃ কোন এক অপরিচিত তেজঃপদার্থকেই  
পাওয়া যায় ; অর্থাৎ তিনি এক প্রকার তেজঃ, এইরূপ অর্থই লব্ধ হয় ।  
কারণ এই যে, ঐ বাক্যে সূর্যাদি-তেজঃপদার্থের ভাননিবৃত্তি হওয়ার কথা  
আছে । [ তেজঃ...গম্যতে ] তেজ তেজের অভিভাবক, ইহা সকলেই  
জানেন । তাহার দৃষ্টান্ত, তেজোময় সূর্য্যের প্রকাশে তেজোময় নক্ষত্রাদি  
অপ্রকাশ থাকে । অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশ প্রতিবন্ধ থাকে । সূর্য্য যেমন  
চন্দ্র তারকাদির অভিভাবক, তেমনি, এমন এক তেজ আছে—বাহ্য



তেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে । অনুভানমপি  
 তেজঃ স্বভাবক এবোপপদ্যতে সমানস্বভাবকেষু কান্দর্শ-  
 নাং, গচ্ছন্তমনুগচ্ছতীতি বৎ, তস্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চি-  
 দিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । প্রাজ্ঞ এবাহয়মাত্মা ভবিতুমর্হতি ।  
 কস্মাৎ । অনুকৃতেঃ । অনুকরণমনুকৃতিঃ । যদেতন্তমেব ভাস্ত-  
 মনুভাতি সর্বমিত্যানুভানং তৎ প্রাজ্ঞপরিগ্রহেহবকল্পতে ।  
 ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি, ন তু  
 তেজোধাতুঃ কক্ষিৎ সূর্যাদয়োহনুভাস্তীতি প্রসিদ্ধম্ । সম-  
 ত্বাচ্চ তেজোধাতুনাং সূর্যাদীনাং ন তেজোধাতুমন্ত্যং প্রত্য-

সূর্যাদীনাং ভানমুপপাদ্যতামিতি বিশয়ে, ন ঐতসম্ভবেঐতস্যা কল্পনা  
 যুক্ত্যত ইত্যপ্রসিদ্ধং নালৌকিকমুপাস্যং তেজো যুক্ত্যতে, অপি তু ঐতি-  
 প্রসিদ্ধং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়মিতি তদেতদাহ।—“প্রাজ্ঞ এবাহয়মাত্মা ভবিতুমর্হতি”।  
 বিরোধমাহ।—“সমত্বাচ্চ” ইতি । ননু স্বপ্রতিভানে সূর্যাদয়শ্চাক্ষুঃ তেজো-  
 হপেক্ষস্তে, ন হৃক্ষেনৈতে দৃশ্যস্তে, তথা তদেব চাক্ষুঃ তেজো বাহসৌর্যাদি-

সূর্যোরণ্ড অভিভাবক । অর্থাৎ সূর্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।  
 [ অনু...ক্রমঃ ] অনুভান কথাটি তেজঃপক্ষেই সঙ্গত হয় । কেন ? বিবে-  
 চনা কর । গন্তায় সঙ্গে বা পশ্চাৎ গমনের নাম অনুগমন । অনুগমন, অনু-  
 করণ, অনুভান, এ সকল একজাতীয় কথা । অনুকরণ সমভাবের মধ্যেই  
 দেখা যায় । প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা ইহাই পাওয়া যায়, স্থির হয়, ঐতি বাহার  
 ভানে এ সকলের ভান বলিয়াছেন তাহা এক প্রকার ভেজ । এ পূর্ব-  
 পক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, [ প্রাজ্ঞ...ভাতি ] তাহা তেজ নহে, তাহা  
 প্রাজ্ঞ ( স্বপ্রকাশ ও সর্বপ্রকাশক ) আত্মা । “যাহার” এই ঘৎ-পদের দ্বারা  
 প্রাজ্ঞ আত্মা গৃহীত হইলেই “যে ভানরূপের ভানে এ সকল ভাত হয়” এ  
 কথা সঙ্গত হইতে পারে । ঐতিও “আত্মা ভারূপ ( প্রকাশ স্বভাব ) ও  
 সত্যসংকল্প,” এইরূপ এইরূপ কথায় আত্মার প্রাজ্ঞরূপতা উপদেশ করি-  
 যাছেন । সূর্যাদি পদার্থ কোনরূপ তেজোধাতুর দ্বারা বিভাত হয়, এরূপ  
 প্রসিদ্ধি নাই । তেজ তেজস্বরূপে সমান, সকল তেজঃই স্বীয় স্বীয় ভেজে  
 প্রকাশিত, তাহার আপন আপন প্রকাশ সম্বন্ধে কেহ কাহার প্রতীক্ষা

পেক্ষাহস্তি যং ভাস্করমুভায়ুঃ । ন হি প্রদীপঃ প্রদীপান্তর-  
মুভাতি । যদপ্যুক্তং সমানস্বভাবকেষুকারোদৃশ্যত ইতি  
নায়মেকান্তো নিয়মোহস্তি । ভিন্নস্বভাবকেষুপি হুসুকারো  
দৃশ্যতে । যথা স্তূতপ্তোহয়ঃপিণ্ডোহয়ানুকৃতিরয়িং দহন্তমু-  
দহতি, ভৌমং বা রজ্জো বায়ুং বহন্তমুবহতীতি । অনু-  
কৃতেরিত্যানুভানমন্তসূচং । তস্মা চেতি চতুর্থপাদমস্মা শ্লোকস্মা  
সূচয়তি ।—তস্য ভাস্মা সৰ্ব্বমিদং বিভাতিতি চ তদ্বৈভুকং  
ভানং সূর্যাদেবরুচ্যমানং প্রাজ্ঞমাত্মানং গময়তি । তদেবা

তেজ আপ্যায়িতং রূপাদি প্রকাশয়তি নানাপ্যায়িতং, অঙ্ককারেহপি রূপ-  
দর্শনপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ ।—“যং ভাস্করমুভায়ু”রিতি । ন হি তেজোহস্তরস্য  
তেজোহস্তরাপেক্ষাং ব্যাসেধামঃ কিন্তু তত্ত্বানমুভানম্ । ন চ লোচনভান-  
মুভাতি সূর্যাদয়ঃ । তদিদমুক্তম্ ।—“ন হি প্রদীপঃ” ইতি । পূৰ্ব্বপক্ষ-  
মুভাভা ব্যভিচারমাহ ।—“যদপ্যুক্ত”মিতি । এতদুক্তং ভবতি ।—যদি  
স্বরূপসাম্যভাবমতিশ্রেষ্ঠানুকারণোনিরাক্রিয়তে, তদা ব্যভিচারঃ । অথ  
ক্রিয়াসাম্যভাবং, সোহসিদ্ধঃ । অস্তি হি বায়ুরজসোঃ স্বরূপবিসদৃশয়োরাপি  
নিয়তদিগ্দেশবহনক্রিয়াসাম্যম্ । বহ্যঃপিণ্ডয়োস্ত বদ্যপি দহনক্রিয়া ন  
ভিদ্ভ্যতে তথাপি দ্রব্যভেদেন ক্রিয়াভেদং করয়িত্বা ক্রিয়াসাদৃশ্যং ব্যাখ্যেয়ম্ ।  
তদেবমনুকৃতেরিতি বিভজ্য তস্য চেতি সূত্রাবয়বং বিভজ্যতে ।—“তস্য চ”

করে না ; ইহা সৰ্ব্ববিদিত । প্রদীপ কি প্রদীপান্তরের প্রতীক করে ?  
( প্রদীপ দিয়া প্রদীপ দেখিতে হয় না এবং বস্তুপ্রকাশের জন্য এক প্রদীপ  
অন্যপ্রদীপের প্রতীকও করে না । ) [ যদ...বহতীতি ] বলিয়াছিলে,  
সমস্বভাবের মধ্যেই অনুকরণপ্রথা দেখা যায়, তাহা নিয়মিত নহে । সম-  
স্বভাবাপন্ন বা তুল্যজাতীর বস্তুই অনুকরণ করে, বিষমস্বভাব বা বিজাতীর  
বস্তু করে না, এমন কোন নিয়ম নাই । অগ্নিরূপধারী প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডও  
দাহক অগ্নির অনুকরণ করে এবং বায়ুকণ্টক বহমন ধূলিসমূহও বাহক  
বায়ুর অনুকরণ করে । [ অনুকৃতে...যাতাং ] সূত্রস্থ “অনুকৃতি” শব্দ  
অনুভান অর্থের সূচক এবং “তস্য চ” অংশ বিচার্য শ্লোকের চতুর্থ পাদটির  
বোধক । “ভাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত ?” এই চতুর্থ পাদটির  
প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সৰ্ব্বাবভাসক আত্মার কথাই বলা হইয়াছে । “দেবগণ সেই

জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতমিতি হি প্রাজ্ঞমা-  
জ্ঞানমামনস্তি। তেজোহস্তরেণ তু সূর্যাদিতেজো বিভা-  
৩৮ প্রসিদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ তেজোহস্তরেণ তেজোহস্তরশ্চ প্রতি-  
ধাতাৎ। অথ বা ন সূর্যাদীনামেব শ্লোকপরিপঠিতানামিদং  
তদ্বৈতকং। বিভানবুচ্যতে, কিং তর্হি, সর্বমিদমিত্যবিশেষ-  
শ্রুতেঃ সর্বশ্চেৎ। ইহস্য নামরূপক্রিয়াকারকফলজাতশ্চ যাবি-  
ব্যক্তিঃ সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা। যথা সূর্য্যজ্যোতিঃ-  
সত্তানিমিত্তা সর্বশ্চ রূপজাতশ্চাবিব্যক্তিস্তদ্বৎ। ন তত্র  
সূর্য্যো ভাতীতি চ তত্র শব্দমাংসন প্রকৃতগ্রহণং দর্শয়তি।

ইতি। “চতুর্থ”মিতি। “জ্যোতিষাম্”, সূর্য্যাদীনাম্। “ব্রহ্মজ্যোতিঃ”  
প্রকাশকমিত্যর্থঃ। তেজোহস্তরেণানিঙ্গিয়ভাবমাপনেন সূর্য্যাদিতেজো  
বিভাতীতাপ্রাসিদ্ধম্। সর্বশব্দস্য হি স্বরসতো নিঃশেষাভিধানং বৃত্তিঃ। সা  
তেজোধাতবলোককে রূপমাত্রপ্রকাশকে সঙ্কচেৎ। ব্রহ্মণি নিঃশেষ-  
জগদবভাসকে ন সর্বশব্দস্য বৃত্তিঃ সঙ্কচতীতি। “তত্র শব্দমাংসন” ইতি।  
সর্বত্র খবয়ং তত্রশব্দঃ পূর্ব্বোক্তপরামর্শী। “তেন রজঃ রাগা”মিত্যাদ্যাবপি  
প্রকৃতে পরস্মিন্ প্রত্যয়েহর্থভেদে হ্রস্বাখ্যায়মানে প্রাতিপদিকপ্রকৃ  
তার্থস্য

জ্যোতির জ্যোতিকে \* আয়ু ও অমৃত জ্ঞানে উপাসনা করেন।” এ প্রকৃতিও  
প্রাজ্ঞ আত্মা বর্ণন করিয়াছেন। (অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশতা ও সর্ব-  
প্রকাশকতা বলিয়াছেন)। তেজঃপদার্থের দ্বারা সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থ  
অমৃতভূত হয়, এ কথা অপ্রসিদ্ধ ও বিরুদ্ধ। তেজ তেজের দ্বারা প্রভূত  
হয় না, প্রভূত প্রতিহত (অভিভূত)ই হয়। [অথবা...তদ্বৎ]। যাক্ষে  
যে সূর্য্য চন্দ্র বিহ্যভের কথা আছে, তাহা উপলব্ধি মাত্র। যে কিং ই নাম  
রূপ ক্রিয়া কারক ও ফল, সমস্তই ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ। এ তথা “সব ইহমিদং”  
অংশে ব্যক্ত আছে। সূর্য্যজ্যোতির সত্তাব রূপসমূহের অভিব্যক্ত্যর্থঃ; এই  
যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ব্রহ্মজ্যোতির সত্তাব সর্বাভিব্যক্তক। [ন...তত্র...  
ভাতীতি] অতি “ন তত্র সূর্য্যোভাতি” এই বাক্যে তত্রশব্দেই প্রয়োগ

\* জ্যোতিঃ—প্রকাশক বস্তু। জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ আয়ু প্রভৃতি প্রকাশক বস্তু  
প্রকাশক বা সত্তাকর্ত্তিপ্রয়। আত্মাই সর্বপ্রকাশক, অন্য সকল আত্মপ্রকাশে প্রকাশক।

প্রকৃতঞ্চ ব্রহ্ম, যস্মিন্ দ্যোঃ পৃথিবী চাস্তরিকমোতমিত্যা-  
 দিনা। অনন্তরঞ্চ, হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম  
 নিষ্কলম্ । তচ্ছূদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্বদাত্মবিদ্যো  
 বিদুরিতি । কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুখিতং  
 ন তত্র সূর্য্যো ভাতিতি । যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং  
 ভানপ্রতিষেধস্তেজোধাতাবেবান্তস্মিন্নবকল্পতে সূর্য্য ইবে-  
 তরেবাং জ্যোতিষাম্ ইতি, তত্রানুভানং স এব তেজোধাতু-  
 রন্তো ন সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্ । ব্রহ্মণ্যপি চৈবাং ভান-  
 প্রতিষেধোহবকল্পতে, যতো যদুপলভ্যতে তৎ সৰ্ব্বং ব্রহ্ম-

ত তেনেতি তৎপরামর্শায় ব্যাভিচারঃ । তথা চ সৰ্ব্বনাম-  
 ঞ্জতিরেব ব্রহ্মোপস্থাপয়তি । তেন ভবতু নাম প্রকরণান্নিকং বলীয়ঃ, ঞ্জতিস্ত  
 লিঙ্গাবলীয়সীতি—শ্রোতব্রহ্ম ব্রহ্মৈব গম্যত ইতি । অপি চাপেক্ষিতাহন-  
 পেক্ষিতাভিধানয়োরাপেক্ষিতাভিধানং যুক্তং দৃষ্টার্থবাদিত্যাহ ।—“অনন্তরঞ্চ  
 হিরণ্ময়ে পরে কোষে” ইতি । অস্মিন্ বাক্যে জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যুক্তং  
 তত্র কথং তদেব জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যপেক্ষায়ামিদমুপতিষ্ঠতে । “ন তত্র  
 সূর্য্যঃ” ইতি । স্বাতন্ত্র্যেণ তুচ্যমানেহনপেক্ষিতং স্যাদদৃষ্টার্থমিতি । “ব্রহ্ম-  
 ণ্যপি চৈবাং ভানপ্রতিষেধোহবকল্পত” ইতি । অয়মভিপ্রায়ঃ ।—ন তত্র

করিয়া পূর্বপ্রস্তাবিত পদার্থকেই বলিয়াছেন । “যাহাঁতে সূর্য পৃথিবী ও  
 অন্তরিক স্থাপিত আছে ।” এইরূপ এইরূপ কথায় প্রস্তাবারম্ভ হওয়ার  
 ব্রহ্মপদার্থই প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য । ইহারই পরে “উৎকৃষ্ট  
 হিরণ্ময় কোষে নিম্নাপ নিষ্কল ব্রহ্ম ( বিরাজিত ) ; তিনি শুদ্ধ, জ্যোতির  
 জ্যোতি, তিনি তাহাই—যিনি আশ্রয় পুরুষের বিদিত ।” ইত্যাদি ইত্যাদি  
 কথা আছে । অনন্তর, কিপ্রকারে বা কোন্ রূপে তিনি জ্যোতির  
 জ্যোতিঃ, এতরূপ আকাঙ্ক্ষাক্রমে “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি” এতৎ শ্লোক কথিত  
 হইয়াছে । [ যদপ্যুক্তং... ঞ্জতিভ্যঃ ] বলিয়াছিলে, সেখানে সূর্য্যজ্যোতির  
 প্রকাশ নাই বলিতেই সে পদার্থ তেজোবিশেষ, যেমন সূর্য্যে ইতর তেজের  
 প্রকাশ থাকে না, তেমনি সে পদার্থে সূর্য্যেরও প্রকাশ নাই । ইহার প্রকৃ-  
 তরে আমরা বলি, তিনি তেজ নহেন, তেজ হইতে তির ; ইহা ইতঃপূর্বে

নৈব জ্যোতিষোপলভ্যতে, ব্রহ্ম তু নাশ্চেন জ্যোতিষোপ-  
লভ্যতে, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপত্বাৎ, যেন সূর্যাদয়স্তস্মিন্  
ভাষুঃ। ব্রহ্ম হৃদ্যদ্ ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মাশ্চেন ব্যজ্যতে।  
আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাশ্চে অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ইত্যাদি-  
প্রতিভাঃ ॥ ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥ \*

অপি চেদং রূপং প্রাক্ত্তশ্চৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্বীতাস্থ।

“ন তদ্বাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদগাহা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম” ॥ ইতি ।

সূর্য্যোভাতীতি নেয়ং সতিসপ্তমী, যতঃ সূর্য্যাদীনাং তস্মিন্ সত্যভিভবঃ  
প্রতীয়েত, অপি তু বিবরসপ্তমী। তেন “ন তত্র ব্রহ্মণি প্রকাশয়িতব্যে  
সূর্য্যাদয়ঃ প্রকাশকতরা ভাস্তি কিন্তু ব্রহ্মৈব সূর্য্যাদিষু প্রকাশয়িতব্যে  
প্রকাশকত্বেন ভাস্তি তচ্চ স্বয়ংপ্রকাশম্। “অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ইত্যাদি-  
প্রতিভাঃ” ইতি।

প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বস্তুতে এ সকল জ্যোতির ভান (প্রকাশ)  
প্রতিবিদ্ধ হওয়াই সম্ভব। কারণ এই যে, যে-কিছু উপলব্ধি হয় সমস্তই  
ব্রহ্মজ্যোতির (চৈতন্যের) ভাসা বা প্রকাশ্য; কিন্তু ব্রহ্ম কাহার ভাসা বা  
প্রকাশ্য নহেন। তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। সেই জন্যই  
সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ তাঁহাকে প্রকাশ করে না, করিতে পারেও না।  
ব্রহ্মই সমস্ত ব্যক্ত করেন, প্রকাশ করেন, পরন্তু ব্রহ্মকে কেহ ব্যক্ত করে  
না, করিতে পারেও না। এ কথা “এ সকল আত্ম-জ্যোতির দ্বারা গৃহীত  
হয়, অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ অন্যের অগ্রাহ্য।” ইত্যাদিবিধ  
প্রতিভা আছে।

প্রাক্ত্ত আত্মার ঐক্য রূপ (সর্বভাসকতা) ভগবদ্বীতাস্থেও বর্ণিত আছে।  
যথা—“সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, কেহই সে বস্তু ভাসিত বা প্রকাশিত করে না।  
যেখানে গেলে পুনরাগমন নিবৃত্ত হয় তাহাই আমার পরম ধাম।”

\* অরমর্থঃ সূর্য্যোপগৃহ্যতে।—স্মৃতিও ঐ তথ্য অনুবাদ করিয়াছেন।

“যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাৰ্য্যো তন্ত্বেজোবিদ্ধি মামকম্ ॥” ইতি চ । ২৩

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥ \*

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রুয়তে ।  
তথা, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ, ঈশানোভূত-  
ভব্যস্ত স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতং ইতি চ । তত্র যোহয়-

“ন তত্তাসয়ত” ইতি ব্রহ্মণোহগ্রাহকমুক্তং, “যদাদিত্যগত”মিত্যনেন  
তস্যৈব গ্রাহকমুক্তমিতি ।

নাঙ্গসা মানভেদোহস্তি পরস্মিন্ মানবর্জিতে ।

ভূতভব্যোশিতা জীবে নাঙ্গসী তেন সংশয়ঃ ॥

কিমঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতানুগ্রহায় জীবোপাসনাপরমেন্তব্যাক্যমন্ত, তদনুরোধেন  
চেশানশ্রুতিঃ কথঞ্চিদ্যাখ্যায়তাম্, আহোষিদ্দীশানশ্রুতানুগ্রহায় ব্রহ্মণরমে-  
তদন্ত, তদনুরোধেনাঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ কথঞ্চিন্নীয়তাম্, তজ্ঞান্যতরন্যান্যতরানু-  
রোধবিশয়ে প্রথমানুরোধো ন্যায্য ইত্যঙ্গুষ্ঠশ্রুতানুরোধেনেশানশ্রুতির্নেতব্যা ।  
অপি চ, যুক্তং হংপুণ্ডরীকদহরস্থানত্বং পরমাত্মনঃ । স্থানভেদনির্দেশাৎ ।  
তদ্ধি তস্যোপলব্ধিস্থানং শালগ্রাম ইব কমলনাভস্য ভগবতঃ । ন চ তথেষা-

“স্বর্ঘ্যস্থ যে-তেজ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে, যে তেজ চন্দ্রে ও  
অগ্নিতে, সে তেজ আমারই তেজ, ইহা জানিবে ।” (কথা এই যে, তিনি  
কাহার ভাস্য নহেন, তিনিই সর্বভাসক) । ২৩

কঠ উপনিষদে কথিত আছে “দেহমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ আছেন ।”  
“অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ ধূমবর্জিত জ্যোতির ন্যায়, অগ্নির ন্যায় । ইনিই ভূত-  
ভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা । ইনি আজও আছেন, কালও আছেন ।  
(তুমি বাঁহাকে জানিতে ইচ্ছুক) তিনিই এই বা ইনি ।” এখানে সংশয়,  
ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ কে ? জীব ? না পরমাত্মা ? পরিমাণের উপদেশ

\* প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পুরুষঃ কঠবল্ল্যঃ বোহত্মিহিতঃ স পরমাত্মনঃ । হেতুমাহ—  
শব্দাদিত্যি । শব্দাৎ ঈশানাবিশকাৎ । এব-শব্দোহবধারণার্থো জীববাবচ্ছেদার্থো বা ।—  
কঠ উপনিষদে যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি জীব নহেন, পরমাত্মা ।  
কারণ এই যে, তাহাকে ভূত ভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা বলা হইয়াছে ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্ঞায়তে, স কিং বিজ্ঞানাত্মা কিং বা  
পরমাত্মেতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাধিভূতানাং স্ত্রেতি  
তাৎপৰ্য্যং প্রাপ্তম্। ন হনন্তায়ামবিস্তারশ্চ পরমাত্মনোহঙ্গুষ্ঠ-  
মাত্রপরিমাণমুপদিশ্যেত। বিজ্ঞানাত্মনস্তূপাধিমত্বাৎ সম্ভ-  
বতি কয়াচিৎ কল্পনয়াহঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্। স্মৃতেশ্চ—

অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশস্ততম্।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকৰ্ষ যমো বলাৎ ॥ ইতি।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্চত্বা স্থানভেদো নির্দিষ্টঃ, পরিমাণমাত্রনির্দেশাৎ। ন চ মধ্য  
আত্মনীত্যত্র স্থানভেদোহবগম্যতে। আত্মশব্দোহয়ং স্বভাববচনো বা ব্রহ্ম-  
বচনো বা স্যাৎ। তত্র স্বভাবস্য স্বভবিত্রয়ীনীরূপণতয়া স্বস্য চ ভবিতূ-  
রনির্দেশাৎ জ্ঞায়তে কস্য মধ্য ইতি। ন চ জীবপরায়োরস্তি মধ্যমজ্ঞসেতি  
নৈব স্থাননির্দেশো বিস্পষ্টঃ স্পষ্টস্ত পরিমাণনির্দেশঃ। পরিমাণভেদশ্চ পর-  
স্মিন্ন সম্ভবতীতি জীবাশ্চৈব অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ। স খলু স্তঃকরণাত্মাপাধিকল্পিতো ভাগঃ  
পরমাত্মনঃ। স্তঃকরণঞ্চ প্রায়েণ জংকমলকোশস্থানঃ জংকমলকোশশ্চ  
মল্লব্যাপ্যমঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি তদবচ্ছিন্নো জীবাশ্চৈব অঙ্গুষ্ঠমাত্রো নভ ইব বংশ-  
পৰ্কাবচ্ছিন্নমরত্তিমাত্রম্। অপি চ জীবাশ্চনঃ স্পষ্টমঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং স্বৰ্ঘ্যতে।—

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকৰ্ষ যমো বলাৎ।’ ইতি

ন হি সৰ্বেশস্য ব্রহ্মণো যমেন বলান্নিকৰ্ষঃ কল্পতে। যমো হি জগৌ,—

হরিগুরুবশগোহস্মি ন স্বতন্ত্রঃ

প্রভবতি সংযমেন যমাপি বিষ্ণুঃ ইতি।

ধাকায় প্রথমতঃ জীব-পক্ষই পাওয়া যায়। [ন...ভব্যস্যেতি] বাহ্যর  
দৈর্ঘ্যবিস্তার নাই, যিনি অসীম, ক্রতি তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিবেন কেন ?  
জীব সোপাধিক স্বতরাং জীবকেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা সম্ভব। স্মৃতিও জীবকে  
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তর যম, সত্যবানের শরীর হইতে  
পাশবদ্ধ ও কৰ্ষবশ্য অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে বলপূৰ্ব্বক নিষ্কাশিত করিলেন।”  
যম কি পরমেশ্বরকে বলপূৰ্ব্বক নিষ্কাশিত করিতে পারেন ? যেমন স্বভূক্ত  
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জীব, তেমনি, প্রভূক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষও জীব।  
স্বভূক্তার এবিধ পূৰ্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, প্রভূক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ  
পুরুষ জীব নহে ; পরমাত্মা। কারণ এই যে, ক্রতি ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে

ন হি পরমেশ্বরো বলাদ্যমেন নিষ্কৃৎ শক্যঃ। তেন তত্র  
সংসার্যজ্জুষ্ঠমাত্রো নিশ্চিতঃ। স এবাহীত্যাং প্রাপ্তে  
ক্রমঃ।—পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতু-  
মৰ্হতি। কস্মাৎ। শব্দাৎ—ঈশানোভূতভব্যস্যেতি। ন  
হন্যঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতভব্যস্য নিরঙ্কুশমীশিতা। এতদৈ-  
তদিতি চ প্রকৃতং পৃষ্ঠমিহাহনুসন্দধাতি। এতদৈতৎ যৎ-  
পৃষ্ঠং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ। পৃষ্ঠক্ষেহ ব্রহ্ম। অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাহধৰ্ম্মা-  
দন্যত্রাহস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাক ভব্যাক যন্তৎ

তেনাহঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য জীবে নিষ্করাৎ আপেক্ষিকং কিঞ্চিদ্ভূতভ্যাং প্রতি  
জীবসোশানত্বং ব্যাখ্যায়ম্। এতদৈ তদিতি চ প্রত্যক্ষজীবরূপং পরা-  
মুশতীতি। তস্মাজ্জীবাশ্চৈবাত্রোপাস্য ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে।—

প্রমোত্তরত্বাদীশানশ্রবণস্যা বিশেষতঃ।

জীবস্য ব্রহ্মরূপত্বপ্রত্যায়নপরং বচঃ॥

ইহ হি ভূতভব্যমাত্রং প্রতি নিরঙ্কুশমীশানত্বং প্রতীয়তে। প্রাক্ পৃষ্ঠং  
চাহত্র ব্রহ্ম, অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাহধৰ্ম্মাদিত্যাदिना। তদনন্তরস্য সন্দর্ভস্য তৎ-  
প্রতিবচনতোচিতেনি এতদৈতদিতি ব্রহ্মাভিধানং যুক্তম্। তথা চাহুষ্ঠমাত্র-  
তয়া যদ্যপি জীবোহিবগমাতে তথাপি ন তৎপরমেতদ্ব্যক্যং, কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ-  
মাত্রস্য জীবস্য ব্রহ্মরূপতাপ্রতিপাদনপরম্। এবং নিরঙ্কুশমীশানত্বং ন  
সঙ্কোচয়িতব্যম্। ন চ ব্রহ্মপ্রমোত্তরতা হাতব্যা। তেন যথা তত্ত্বমসীতি বিজ্ঞা-

ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশান (মিয়স্তা) বলিয়াছেন। পরমেশ্বর ব্যতীত  
আর কাহার নিরঙ্কুশ নিরন্তর নাই। “তিনি এই বা ইনি” এ অংশ  
পূর্বপ্রস্তাবিত পদার্থের বোধক। ব্রহ্মের প্রস্তাবে ব্রহ্মপ্রশ্নই হইয়াছিল,  
(জিজ্ঞাসু ব্রহ্ম জানিতে চাহিয়াছিলেন), তাই উপদেষ্টা বলিলেন, “তিনি  
(ব্রহ্ম) এই বা এতৎস্বরূপ।” ইত্যগ্রে “বাহা ধৰ্ম্মাতীত, অধৰ্ম্মাতীত,  
যাহাকে তুমি কৃত অকৃত ও ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া জান;  
তাহাই আমাকে বল,” এইরূপে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন হইয়া-  
ছিল; সুতরাং “ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশান” এ কথাটা (বিশেষণটা)  
পরমেশ্বরের বোধক। ইহারই দ্বারা স্থির হয়, জানা যায়, ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ



পশ্যসি তদ্বদ ইতি । শব্দাদেবেতি অভিধানশ্রুতেরেবেশান  
ইতি পরমেশ্বরোহবগম্যত ইত্যর্থঃ । কথং পুনঃ সৰ্ব্গতস্ত  
পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

**হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ \***

সৰ্ব্গতস্যাপি পরমাত্মনো হৃদয়েহবস্থানমপেক্ষ্যাস্মৃষ্ঠ-  
মাত্রত্বমিদমুচ্যতে, আকাশস্যেব বংশপৰ্ব্বাপেক্ষমরত্নিমাত্র-  
ত্বম্ । ন হুঙ্গসাহতিমাত্রশ্চৈব পরমাত্মনোহস্মৃষ্ঠমাত্রত্বমুপ-  
পদ্যতে । ন চান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমহীতীশানশব্দাদিত্য  
ইত্যুক্তম্ । ননু প্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানামনবস্থিতত্বাভিদ-

নাত্মনস্বম্পদার্থস্য তদ্বিত্তি পরমাত্মনৈকত্বং প্রতিপাদ্যতে, তথেষাপ্যস্মৃষ্ঠপরি-  
মিতস্য বিজ্ঞানাত্মন ঈশানশ্রুত্যা ব্রহ্মভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি যুক্তম্ ।

“সৰ্ব্গতস্যাপি পরব্রহ্মণো হৃদয়েহবস্থানমপেক্ষা” ইতি জীবাতিপ্রারম্ভঃ ।

পূৰ্ব্ব পরমেশ্বর ; জীব নহে । সৰ্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে অস্মৃষ্ঠপরিমাণ  
বলিবার উদ্দেশ্যে কি, তাহা বলিতেছি ।

পরমাত্মা সৰ্ব্বত্রাবস্থিত হইলেও তাঁহাকে উপাসকের হৃদয় অনুসারে  
তৎপরিমাণ বলা যায় । যেমন সৰ্ব্বত্রাবস্থিত আকাশকে বংশপৰ্ব্ব অনুসারে  
( বংশপৰ্ব্ব—বীশেষ পাব ) হস্তপ্রমাণ বলা যায়, তেমনি, সৰ্ব্বব্যাপী পর-  
মাত্মাকেও হৃদয়পেক্ষায় হৃদয়প্রমাণ ও অস্মৃষ্ঠপ্রমাণ উভয়ই বলা যায় ।  
কাল্পনিক বা উপাধিক পরিমাণ গ্রহণ ব্যতীত পরিমাণরহিত পরমাত্মাকে  
অস্মৃষ্ঠপ্রমাণ বলা সম্ভব হইবে না । ‘ঈশান’ প্রভৃতি শব্দ থাকায়, বিশেষণ  
থাকায়, পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা যায় না, এ কথা  
পূৰ্বেও বলা হইয়াছে । [ ননু...পরমাত্মনঃ ] বলিতে পার, প্রাণী ছোট

\* হৃদ্যপেক্ষয়া হৃদয়ে অবস্থানমপেক্ষা অস্মৃষ্ঠমাত্রত্বোক্তি ন ভ্রান্তস্যেন । শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধি-  
কারত্বং হৃদয়মপি মনুষ্যাণাং গ্রাহ্যং ন ত্বনোবাম্ ।—পরমেশ্বর সৰ্ব্বব্যাপী ( সৰ্ব্বত্রাবস্থিত )  
হইলেও মনুষ্যহৃদয়পেক্ষায় তাঁহাকে অস্মৃষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে । মনুষ্যের হৃদয় ( হৃদ-  
পদার্থ হিমভাগ ) অস্মৃষ্ঠ প্রমাণ, সেই হৃদয়েই তাঁহার বিশেষ অতিব্যক্তি, তদ্বারা তিনি পৰি-  
ষ্কৃত প্রায়, তদনুসারে তিনি অস্মৃষ্ঠ প্রমাণ । ( ভাষ্যানুবাদ দেখ ) ।

পেক্ষমপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ্যতে, মনু-  
 ব্যাধিকারত্বাদিতি । শাস্ত্রং হ্রবিশেষপ্রবৃত্তমপি মনুষ্যেনবা-  
 হধিকরোতি শক্তত্বাদর্থিত্বাদপয্যুদন্তত্বাদুপনয়নাदिशास्त्राच्च  
 ইতি । বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে । মনুষ্যাণাঞ্চ নিয়তপরি-  
 মাণঃ কায়ঃ, ঔচিত্যেন নিয়তপরিমাণমেব চৈবামঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ  
 হৃদয়ম্ । অতো মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য মনুষ্যহৃদয়াবস্থানা-  
 পেক্ষমঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপন্নং পরমাত্মনঃ । যদপ্যুক্তং পরি-  
 মাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ সংসার্যোব্যয়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ প্রত্যেতব্য

ন চান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমর্থীতি ন জীবপরমেতদ্বাক্যমিত্যর্থঃ । “মনু-  
 ব্যানেনব” ইতি । জৈবর্ণিকানেবেতি । “অর্থিত্বা”দিতি অন্তঃসংজ্ঞানাং মোক্ষ-  
 মাণাঞ্চ কাম্যোবু কৰ্ম্মবধিকারং নিবেধতি ।—“শক্তত্বা”দিতি । তিৰ্য্যগ্বেদবর্ষী-  
 ণামশক্তানামধিকারং নিবর্তয়তি । “উপনয়নাदिशास्त्राच्च” ইতি শূদ্রাণা-  
 মনধিকারিতাং দর্শয়তি । “যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ” ইতি ।  
 যদ্যেতৎ পরমাত্মপরং কিমিতি তর্হি জীব ইহোচ্যতে । নহু পরমাত্মৈবো-

বড় নানাপ্রকার, তদনুসারে তাহাদের হৃদয়ের পরিমাণ অনিয়ত বা অন্তির  
 (কাহার অতি ক্ষুদ্র, কাহার বা অত্যন্ত বৃহৎ, সকলের হৃদয় সমান  
 নহে, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও নহে), সুতরাং হৃদয়পেক্ষ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, এ কথাও  
 সঙ্গত নহে । এ আপত্তির নিরাসার্থ স্মৃতে ‘মনুষ্যাধিকারত্বাৎ’-অংশ যোজিত  
 হইয়াছে । শাস্ত্র মনুষ্যকেই অধিকার করে, মনুষ্যকেই বুঝায়, উপদেশ  
 দেয়, অন্য প্রাণিকে নহে । হেতু এই যে, মনুষ্যেরাই শাস্ত্রার্থের গ্রহণে,  
 ধারণে ও অনুষ্ঠানে সমর্থ এবং মনুষ্যেরাই প্রার্থী ও অপয্যুদন্ত ও উপ-  
 নয়নাदिशास्त्रের অধিকারী । জৈমিনি যিনি এ কথা অধিকারনির্ণয়প্রসঙ্গে  
 (পূর্বমীমাংসার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন । মনুষ্য-  
 শরীরের পরিমাণের স্থিরতা আছে (বীর হস্তের ৩৭ হস্ত), ইহাদের হৃদয়-  
 অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, সুতরাং মনুষ্য হৃদয়পেক্ষার তত্ত্বাবহিত পরমাত্মাও অঙ্গুষ্ঠ-  
 প্রমাণ, এ কথা অব্যক্ত বা অসঙ্গত নহে । [ যদ...দিগ্ভত ইতি ] পরিমাণেক  
 উপদেশ ও স্মৃতির বর্ণনা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, প্রত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণে  
 পূর্ব সংসারী আত্মা ; তাহার প্রত্যুক্তর এই যে, যেমন তত্ত্বমস্যাदि বাক্য

ইতি, তৎ প্রত্যাচ্যতে । স আত্মা তদ্ব্যবসীত্যাদিবৎ সংসারিণ  
এব সতোহঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য ব্রহ্মত্বমিদমুপদিশ্যত ইতি । দ্বিরূপা  
হি বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃতিঃ । কচিৎ পরমাত্মস্বরূপনিরূপণ-  
পর। কচিদ্ধিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকত্বোপদেশপর। তদত্র  
বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনৈকত্বমুপদিশ্যতে নাস্তুষ্ঠমাত্রত্বং কস্য-  
চিৎ । এতমেবার্থং পরেণ স্পষ্টীকরিস্যতি—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ  
পুরুষোহস্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ । তং  
স্বাচ্ছরীরাত্ প্রব্রহ্মেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ তং বিদ্যা-  
চ্ছ ক্রমমৃতমিতি ॥ ২৫ ॥

তত্ৰপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সন্তুবাৎ ॥ ২৬ ॥ \*

চ্যতাম্ । উচ্যতে চ জীবঃ । তস্মাজ্জীবপরমেবেতি ভাবঃ । পরিহরতি ।—  
“তৎপ্রত্যাচ্যত” ইতি । জীবস্য হি তৎ পরমাত্মভাবঃ, তদ্বক্তব্যম্, ন চ  
তজ্জীবমনতিধায় শক্যং বক্তুমিতি জীব উচ্যত ইত্যর্থঃ ।

সংসারী আত্মার ব্রহ্মত্ব বুঝার, তদ্রূপ, অঙ্গুষ্ঠশ্রুতিও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জীবের  
ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করে। [ দ্বিরূপা...মিতি ] বেদান্তবাক্যের প্রবৃতি  
দ্বিবিধ। কোথাও বা পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করে, কোথাও বা জীবাত্মা  
পরমাত্মার এক্য অর্থাৎ অভেদ উপদেশ করে। প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ-শ্রুতি  
জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ বা এক্য উপদেশ করিতেছে। বস্তুকল্পে উহার  
কেহই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নহে। এ তথা (এই অর্থ) পর বাক্যে ব্যক্ত আছে।  
যথা—“প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ  
অস্তরাত্মরূপে সর্বদা বিরাজিত; ধীর উপাসক ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক মুজ্  
হইতে ঈশিকা উদ্ধরণের ন্যায়, শরীর (পঞ্চ কোশ) হইতে তাহাকে উদ্ধৃত  
(পৃথক্) করিবেন; শুদ্ধ ও অমৃতরূপে জানিবেন।”

\* সন্তুবাৎতোস্তেবাং মনুষ্যাণামুপরি উপরিষ্ঠাৎ যে তেবাং দেবানীনাং অপি অধিকার  
ইতি বাদরায়ণোমনাতে ।—বাদরায়ণ যুনি হির করিয়াছেন, কেবল মনুষ্যেরই অধিকার,  
জানাধিকার, এমন নহে, মনুষ্যোপেকা শ্রেষ্ঠ জীব দেবতা—তাহাদিগেরও অধিকার। কারণ  
এই যে, অধিকারের কারণীভূত অর্থিৎ প্রভৃতি সমস্তই তাহাদের পক্ষে থাকা সম্ভব।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রাশ্রুতিশ্রুতমুখ্যহৃদয়াপেক্ষা মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাত্র-  
স্যেভ্যুক্তং, তৎপ্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে । বাঢ়, মনুষ্যানধি-  
করোতি শাস্ত্রং ন তু মনুষ্যানেবেতীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোহস্তি,  
তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্ঠাৎ যে দেবাদয়স্তানপ্যাধিকরোতি শাস্ত্র-  
মিতি বাদরাগণ আচার্যোমন্যতে । কস্মাৎ । সম্ভবাৎ । সম্ভ-  
বতি হি তেষামপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্ । তত্রার্থিত্বং তাব-  
শ্যোক্ষবিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি বিকারবিষয়বিভূত্যা-  
নিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্ । তথা সামর্থ্যমপি তেষাং  
সম্ভবতি মন্ত্যর্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যোবিগ্রহবদ্ধাদ্যব-

দেবযীণাং ব্রহ্মবিজ্ঞানাধিকারচিন্তা সমন্বয়লক্ষণেঃসঙ্গতেত্যস্তাঃ প্রাস-  
ঙ্গিকীং সঙ্গতিং দর্শয়িত্বং প্রসঙ্গমাহ ।—“অঙ্গুষ্ঠমাত্রাশ্রুতি”মিতি । স্যাদেতৎ ।  
দেবাদীনাম্ বিবিধবিচিত্রানন্দভোগভাগিনাং বৈরাগ্যাতাবান্নার্থিত্বং ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়ামিত্যত আহ ।—“তত্রার্থিত্বং তাবৎ মোক্ষবিষয়”মিতি । ক্ষমাহি-  
শয়যোগস্য স্বর্গাত্যপভোগেহপি ভাবাদস্তি বৈরাগ্যামিত্যর্থঃ । নহু দেবা-  
দীনাম্ বিগ্রহাদ্যভাবেনৈজ্জিয়ার্থসম্বন্ধকর্ষজারাঃ প্রমাণাদিবৃত্তেরনুপপত্তেরবি-  
দন্তয়া সামর্থ্যাভাবেন নাধিকার ইত্যত আহ ।—“তথা সামর্থ্যমপি ভেবা”

শাস্ত্রে মনুষ্যাগণেরই অধিকার, তদনুসারে প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মনুষ্য-  
হৃদয়ের অনুযায়ী, এতৎপ্রসঙ্গে বিদ্যাধিকার বিষয়ক বিচার প্রবৃত্ত হই-  
তেছে । [ বাঢ়...কারণম্ ] মানিলাম, শাস্ত্র মনুষ্যদিগকে অধিকার করে,  
কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার, অন্যের নহে, এমন  
কোন নিয়ম নাই । বাদরাগণ মুনি বিবেচনা করেন, দেবতারাও তত্ত্ব-  
জ্ঞানের অধিকারী । অধিকার-কারণ প্রার্থনাদি দেবতাদিগেরও থাকা  
সম্ভব । [ তত্রা...ত্যাদি ] মুক্তিপ্রার্থনা দেবতাদিগেরও আছে । ঐশ্বর্য  
( ক্ষমতা ) অনিত্য, এ পর্যালোচনা তাঁহাদিগেরও হইতে পারে, সুতরাং  
ঐশ্বর্যস্পৃহা পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষস্পৃহা হইতে পারে । কেবল ইচ্ছা বা  
কামনা থাকিলে তাহা অধিকার-কারণ হয় না, সামর্থ্য থাকাও চাই ।  
তাঁহাও তাঁহাদের আছে । মন্ত, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে শুন-  
বার, তাঁহাদের শরীর আছে, কামনাপূরক অঙ্গুষ্ঠানের সামর্থ্যও আছে ।

গমাৎ । ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিষেধোহস্তুি । ন চোপ-  
নয়নশাস্ত্রেণৈবামধিকারো নিবর্তিতঃ । উপনয়নস্য বেদা-  
ধ্যয়নার্থত্বাৎ তেষাঞ্চ স্বরূপপ্রতিভাতবেদত্বাৎ । অপি চৈষাং  
বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্যাদি দর্শয়তি—একশতং হ বৈ বর্ষাণি  
ষষবা প্রজাপতো ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তুণ্ডবৈ বারুণির্বরুণং  
পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেত্যাদি । যদপি কৰ্ম্ম-  
স্বনধিকারকারণমুক্তং ন দেবানাং দেবতাস্তুরাভাবাৎ ন  
ঋষীণামার্যেয়াস্তুরাভাবাদিতি, ন তদ্বিদ্যাস্বস্তুি । ন হীন্দ্রা-

মিতি । যথা চ মন্ত্রাদিভ্যাস্তদবঙ্গমস্তথোপরিষ্টাৎপাদয়িষ্যতে । নমু শূদ্র-  
বহুগনয়নাসম্ভবেনাধ্যয়নাত্বাত্তেবামনধিকার ইত্যাহ।—“ন চোপনয়ন-  
শাস্ত্রেণ” ইতি । ন খলু বিধিবদগুরুমুখাদগৃহ্যমাণো বেদঃ কলবৎকৰ্ম্ম-  
ব্রহ্মাববোধেহেতুঃ, অপি স্বধ্যয়নোত্তরকালং নিগমনিরুক্তব্যাকরণাদিবিদিত-  
পদতদর্থসঙ্গতেরধিগতশাক্ষন্যায়তনস্য পুংসঃ স্বধ্যমাণঃ । স চ মনুষ্যাণামিহ  
জন্মনীব দেবাদীনাং প্রাচি তবে বিধিবদধীত আয়াং ইহ জন্মনি স্বধ্যমাণঃ ।  
অত এব স্বয়ংপ্রতিভাতো বেদঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । ন চ কৰ্ম্মানধিকারে  
ব্রহ্মবিদ্যানধিকারো ভবতীত্যাহ।—“যদপি কৰ্ম্মস্বনধিকারকারণমুক্ত”মিতি ।

তীহাদের অধিকার থাকা পক্ষে নিষেধ শাস্ত্রও নাই । ( দেবতাদিগের অধি-  
কার নাই, এ কথা কোনও শাস্ত্রে নাই ) । যদি বল, উপনয়ন-শাস্ত্রের দ্বারা  
প্রকারান্তরে তীহাদের অধিকার নাই বলা হইয়াছে, \* আমরা বলি, তাহা  
হয় নাই । বিবেচনা কর, বেদাধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন, দেবতাদের  
তাহা স্বয়ংপ্রতিভাত । ( বিনা অধ্যয়নে তীহাদের তাহা জ্ঞানগম্য হয় ) ।  
সুতরাং উপনয়ন-শাস্ত্র তাহাদের অধিকার-নিবর্তক নহে । আরও দেখ,  
বিদ্যাগ্রহণের জন্য ( বিদ্যা = তত্ত্বজ্ঞান ) ইন্দ্রেদেবতা প্রজাপতির নিকট  
শতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন, বরুণের নিকট  
বরুণপুরে তুণ্ড জ্ঞানার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন, এরূপ শাস্ত্র ও ইতিবৃত্ত  
অনেক আছে । [ যদপি...বিরুদ্ধ্যতে ] কৰ্ম্মস্বীমাংসা মধ্যে যে দেবতার  
দেবতা নাই ও ঋষির ঋষি বা গোত্র নাই বলিয়া দেবতার ও ঋষির কৰ্ম্মা-

দেবতাদের উপনয়ন নাই, কাবেই শূদ্রের স্তায় তাহাদের বেদাধিকার ও জ্ঞানধিকার  
নাই ।

দীনাং বিদ্যাস্বধিক্রিয়মাণানামিজ্জাদ্যাদেশেন বিধিৎ কৃত্য-  
মন্তি । ন চ ভূতাদীনাং ভূতাদিসগোত্রতয়া । তস্মাদ্বেবাদী-  
নামপি বিদ্যাস্বধিকারঃ কেন বার্য্যতে । দেবাদ্যধিকারে-  
হপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ স্বাঙ্গুষ্ঠাপেক্ষয়া ন বিরূধ্যতে ॥ ২৬ ॥

বিরোধঃ কর্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তে-

দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥ \*

স্যাদেতৎ । যদি বিগ্রহবদ্ধাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং  
বিদ্যাস্বধিকারোবর্ণ্যেত বিগ্রহবদ্ধাদৃহিগাদিবদিজ্জাদীনামপি

বন্দাদীনাং হি ন বন্দ্যাস্তরমন্তি, নাপি ভূতাদীনাং ভূতাদ্যস্তরমন্তি । প্রাচ্যং  
বহুভুগুপ্রভৃতীনাং স্বীণাধিকারত্বেনেদানীং দেবর্ষিভাবাদিত্যর্থঃ ।

মজ্জাদিপদসমবয়ং প্রতীয়মানোহর্থঃ প্রমাণাস্তরাবিরোধে সত্বাপেক্ষো  
ন তু বিরোধে । প্রমাণাস্তরবিরুদ্ধক্ষেদং বিগ্রহবদ্ধাদি দেবতারাঃ । তস্মাৎ

ধিকার নিষেধ করা হইয়াছে, সে যুক্তি তাঁহাদের বিদ্যাস্বধিকারের নিবর্তক  
নহে । বিদ্যা বা জ্ঞান উপার্জনের জন্য ইজ্জাদিদেবতার উদ্দেশে ইজ্জাদি-  
দেবতার কোনরূপ ক্রিয়া বা অহুষ্ঠান নাই ।† ভূগু প্রভৃতি ঋষিদিগেরও  
ঋষি বা গোত্র থাকার প্রয়োজন নাই । অতএব, দেবতাদিগেরও বিদ্যা-  
ধিকার আছে এবং তাঁহাদিগের নিজ নিজ অঙ্গুলিপ্রমাণ অহুসারে প্রোক্ত  
অঙ্গুষ্ঠশ্রুতিও সঙ্গত হইতে পারে ।

[ আপত্তি ] যদি দেবতাদিগের শরীর স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের  
তত্ত্বজ্ঞানধিকার বর্ণনা কর, আছে বল, অর্থাৎ অধিকারিগের অহুরোধে

\* সাহস্বধিকারবিরোধঃ কর্মণি তু বিরোধোহন্ত্যোবেতি চেৎ ক্রমে, অনেকপ্রতিপত্তেঃ  
দর্শনাৎ সোহপি নাস্ত্যোবেতি বোজনা । দৃষ্টান্তে হি তেবাঃসম্বন্ধবলেনাহনেকদেহগ্রহণং  
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চেতি তেবাঃ বিগ্রহবদেহপি নান্তি কর্মস্ব বিরোধ ইতি সূত্রতাৎপৰ্য্যার্থঃ ।—  
দেবতার মূর্তি থাকা অধিকার বিরুদ্ধ না হইলেও কর্মস্বিরুদ্ধ, এরূপ বলিতে পারিবে না ।  
কারণ এই যে, তাঁহারা এক সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন । দেবতারা বহু শরীর  
ধারণ করিতে পারেন, এ তথা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, সর্বত্রই প্রতিহিত আছে ।

† বাগ করিতে গেলে দেবতার উদ্দেশে 'বাহা' বলিয়া অগ্নিতে যুতাদি নিক্ষেপ করিতে  
হয়, আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য সে সকল কিছুই করিতে হয় না । যখন জ্ঞানে কোনরূপ  
অহুষ্ঠান নাই তখন আর দেবতার দেবতা থাকা না থাকা আপত্তি বিফল ।

স্বরূপসম্বন্ধানেন কস্মাক্তভাবোহভ্যুপগম্যোত তদা চ বিরোধঃ  
কস্মাৎ । ন হীন্দ্রাদীনাং স্বরূপসম্বন্ধানেন যাগেহঙ্ক-  
ভাবো দৃশ্যতে । ন চ সম্ভবতি । বহুযু যাগেষু যুগপদেক-  
স্যেদ্রস্য স্বরূপসম্বন্ধানানুপপত্তেরিতি চেৎ, নায়মন্তি বিরোধঃ,  
কস্মাৎ, অনেকপ্রতিপত্তেঃ । একস্যাপি দেবতাত্বনোযুগপদ-  
নেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি । কথমেতদবগম্যতে । দর্শ-

যজ্ঞমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিবহুপচরিতার্থো মন্ত্রাদির্ক্যাথ্যেয়ঃ । তথা চ বিগ্রহা-  
দ্যভাবাচ্ছদোপহিতার্থোহর্থোপহিতো বা শব্দো দেবতেতাচেতনত্বাট্মব-  
হস্যঃ ক চিদপাধিকার ইতি শব্দার্থঃ । নিরাকরোতি।—“ন” “কস্মাদ-  
নেকরূপপ্রতিপত্তেঃ” । সৈব কৃত ইত্যত আহ।—“দর্শনাৎ” । ঐতিষু  
ঐতিষু চ । তথা হে কস্যানেককারণনির্মাণমদর্শনাৎ ন যুক্ত্যতে বাধদর্শনাৎ ।  
তত্রাদর্শনমসিদ্ধং ঐতিষুতিভ্যাং দর্শনাৎ । ন হি লৌকিকেন প্রমাণেনা-  
হদৃষ্টত্বাদাগমেন দৃষ্টমদৃষ্টং ভবতি । মা তুৎ যাগাদীনামপি স্বর্গাদিসাধনত্বম-  
দৃষ্টমিতি । মনুষ্যশবীরস্য মাতাপিতৃসংযোগজত্বনিয়মাৎ অসতি পিত্রোঃ  
সংযোগে কৃতঃ সম্ভবঃ, সম্ভবে বা অনয়িতোহপি ধূমঃ স্যাদিতি বাধদর্শন-  
মিতি চেৎ । হন্ত কিং শবীবত্বেন হেতুনা দেবাদিশবীরমপি মাতাপিতৃ-  
সংযোগজং সিদ্ধাধর্যমসি । তথা চাহনেকান্তো হেত্বাভাসঃ । যেদজ্ঞোস্তি-  
জ্ঞানাং শরীরাগামতচ্চেতুত্বাৎ । ইচ্ছামাত্রনির্মাণত্বং দেহাদীনামদৃষ্টচরমিতি

দেবতার মূর্ত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে, পুরোহিত যেমন যজ্ঞকার্য্যের  
অঙ্গ ( পুরোহিত ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, সেই কারণে তিনি অঙ্গ অর্থাৎ  
নির্কীর্ত্তক ), দেবতাও তেমনি যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ ( দেবতা ব্যতীত যজ্ঞ হয়  
না, সেই কারণে তিনি অঙ্গ অর্থাৎ ফলনির্কীর্ত্তক ); সুতরাং পুরোহিতেব  
ন্যায় দেবতাবও যজ্ঞকার্য্যে দর্শন ও সম্বন্ধান হওয়া উচিত ; কিন্তু তাহা  
হয় না । যদি বল দেখা না যাউক, যুক্তিব দ্বারা তাহাদের স্বরূপসম্বন্ধান  
সিদ্ধ হইবে, অসম্মিত হইবে, আমবা বলি, তাহা হইবে না । বিগ্রহবান্  
দেবতার স্বরূপসম্বন্ধান ( যজ্ঞে উপস্থিত হওয়া ) অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ ।  
[ বহু দর্শয়তি ] মনে কর, এক সময়ে বহু যজ্ঞমান যজ্ঞ করিতেছে, কিন্তু  
ইন্দ্র এক, কিরূপে তিনি একশরীরী হইয়া সেই এক সময়ে বহুযজ্ঞের অঙ্গ  
হইবেন ? উপস্থিত থাকিয়া পূজা গ্রহণ করিবেন ? অতএব, অসম্ভব

নাৎ । তথা হি—কতি দেবা ইতু্যপক্রম্য ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা  
ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি নিরুচ্য, কতমে তে ইত্যস্যাং  
পৃচ্ছায়াং, মহিমান এবৈবামেতে ত্রয়স্বিংশস্তেব দেবা ইতি  
ক্রবতী ঋতিরেকৈকস্যা দেবতাভ্রনো যুগপদনেকরূপতাং

চেৎ, ন। ভূতোপাদানত্বেনেচ্ছামাজনিষ্ठाংস্বাসিক্কেঃ। ভূতবশিনাং হি  
দেবাদীনাং নানাকায়িকচীৰ্যাবশাদ্ভূতক্রিয়োৎপত্তৌ ভূতানাং পরস্পরসংযো-  
গেন নানাকায়সমুৎপাদাৎ। দৃষ্টৌ চ বশিন ইচ্ছাবশাৎ বশ্রে ক্রিয়া যথা  
বিষবিদ্যাবিদ ইচ্ছামাজ্ঞেণ বিষশকলপ্তেরণম্। ন চ বিষবিদ্যাবিদৌ-  
দর্শনেনাধিষ্ঠানদর্শনাং ব্যবহিতাবপ্রকৃষ্টভূতাদর্শনাদেবাদীনাং কথমধিষ্ঠান-  
মিতি, বাচ্যম্। কাচাল্পটলপিহিতস্য বিপ্রকৃষ্টস্য ভোমশনৈশ্চরাদে-  
দর্শনেন ব্যভিচারাত্। অসক্তাশ্চ দৃষ্টয়ো দেবাদীনাং কাচাল্পটলাদিবৎ  
মহীমহীধরাদিত্বিন ব্যবধীয়ন্তে। ন চাহম্বাদিবস্তেবাঃ শবীরিভেন ব্যব-  
হিতবিপ্রকৃষ্টাদিদর্শনাসম্ভবোহনুমীয়ন্ত ইতি বাচ্যম্। আগমবিরোধিনো-  
হনুমানসোৎপাদাযোগাৎ। অন্তর্ধানকাজ্ঞানাদিনা মনুজাদীনাংমিব তেবাং  
প্রভবতামুপপদ্যতে তেন সন্নিহিতানামপি ন ক্রতুদেশে দর্শনং ভবিষ্যতি।  
তস্যাং স্কৃতমনেকপ্রতিপত্তেরিতি। “তথাহি কতি দেবা ইতু্যপক্রম্য” ইতি।  
বৈবশ্বেবশস্ত্রম্ হি নিবিদি কতি দেবা ইতু্যপক্রম্য নিবিদৈবোক্তব\* মন্তঃ  
শাকল্যায় যাজ্ঞবল্ক্যেন “ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রে”তি। নিবি-

বিধায় যজ্ঞদেবতার শরীর অঙ্গীকার্য ও যুক্তিবিরুদ্ধ। [ প্রত্যুত্তর ] এই  
আপত্তির প্রতি বলা যায়, যজ্ঞদেবতাব বিগ্রহ ( শরীর ) স্বীকার কবিলেও  
তাহা যজ্ঞকার্যে অসম্ভব হয় না, যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। ইন্দ্র\*এক হইলেও  
মহিমাবলে বহুশরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন। ঋতি, স্মৃতি, পুরাণ,  
সর্বত্রই দেবতাঙ্গার বহুরূপিত্ব কথিত আছে। “দেবতার সংখ্যা ( গণনা )  
কত ?” এই প্রক্রমের পর ঋতি বলিয়াছেন “তিন্, তিন্, তিন্ শত ও তিন্  
সহস্র ( ৩৬০৬ )।” এই উক্তির পর পুনর্বার দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন  
উত্থাপনপূর্বক তদন্তরে ঋতি বলিয়াছেন, “দেবতা তেত্রিশ। \* পূর্বোক্ত

\* অষ্ট বহু, একাদশ রত্ন, দ্বাদশ আদিভ্য, ইন্দ্র ও অজাপতি,—এই তেত্রিশটা যজ্ঞ  
দেবতা। এই সকল দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, হু০০০ হইয়া যজ্ঞের অঙ্গ।  
এই তেত্রিশ দেবতা অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিভ্য ও দিব, এই ছয় দেবতার মহিমা-  
স্বরূপ ও অন্তর্ভূত। এই ছয় আবার লোকত্রয়ের অন্তর্গত, লোকত্রয় অগ্নের ও প্রাণের



দর্শয়তি । তথা, ত্রয়স্ত্রিংশতোহপি ষড়াদ্যন্তর্ভাবক্রমেণ  
কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি প্রাণৈকরূপতাং দেবানাং  
দর্শয়ন্তী তস্যৈবৈকস্য প্রাণস্য যুগপদনৈকরূপতাং দর্শয়তি ।  
তথা স্মৃতিরপি—

“আত্মনো বৈ সহস্রাণি বহুনি ভরতর্ষভ !

কুর্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈশ্বর্যহীকরেৎ ॥

প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রস্তপশ্চরেৎ ।

সজ্জিপেচ পুনস্তানি সূর্যো রশ্মিগণানিব ॥”

স্বাম শস্ত্রমানদেবতাসংখ্যাবাচকানি মন্ত্রপদানি । এতচ্ছব্দং ভবতি—বৈশ্ব-  
দেবস্য নিবিদি কতি দেবাঃ শস্ত্রানাঃ প্রসংখ্যাতা ইতি শাকল্যেন পৃষ্টে  
যাজ্ঞবল্ক্যস্তোত্রং ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতেত্যাদি । যাবৎসংখ্যাকা বৈশ্বদেবনিবিদি  
সংখ্যাতা দেবাস্ত এতাবস্ত ইতি । পুনশ্চ শাকল্যেন কতমে ত ইতি সংখ্যে-  
নেষু পৃষ্টেষু যাজ্ঞবল্ক্যস্তোত্রবৎ মহিমান এবৈষ্যামেতে ত্রয়স্ত্রিংশদেব দেবা  
ইতি । অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা ইন্দ্রশ্চ প্রজাপতিশ্চেতি  
ত্রয়স্ত্রিংশদেবাঃ । তত্রায়শ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্কাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ  
চত্বর্মাশ্চ নক্ষত্রাণি চেতি বসবঃ । এতে হি প্রাণিনাং কর্মফলাশ্রয়েণ কার্য্য-  
কারণসজ্জাবতরূপেণ পরিণমন্তো অগদিদং সর্বং বাসয়ন্তি তস্মাদ্ভসবঃ । কতমে

৩৬০৬ দেবতা এই তেত্রিশ দেবতার মহিমা বা বিভূতি ।” শ্রুতি এইরূপে  
এক দেবতার অনেকপ্রকার রূপ থাকা বর্ণন করিয়াছেন । [ তথা...  
দর্শয়তি ] শ্রুতি আবও বলিয়াছেন, ঐ তেত্রিশ দেবতা ছয় দেবতার মহিমা,  
ছয় দেবতার অন্তর্গত । সেই ছয় দেবতা আবার তিনের অন্তর্গত, সেই  
তিন দেবতা এক দেবতার অন্তর্ভূত । সেই এক দেবতা প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্য-  
গর্ভ । [ তথা...পদ্যতে ] “হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগীর  
বহুশরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন । কোন কোন  
শরীরে উগ্রতর তপস্তা করেন, কোন কোন শরীরে বিষয়ভোগ করেন,  
আবাব সে সকল শরীর সূর্য্যের বশ্মিসংহারের ন্যায় সংহার ( আত্মসাৎ )

অন্তর্গত, অন্ন ও প্রাণ, এ দুইটী একমাত্র প্রাণের বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্গত । অর্থাৎ হিরণ্য-  
গর্ভই সখ্যাত্তা ও সর্বদেবতা ।

ইত্যেবজ্ঞাতীয়িকা প্রাপ্তাঃগ্নিমাট্যৈশ্বৰ্যাণাং যোগিনা-  
মপি যুগপদনেকশরীরযোগং দর্শয়তি কিমু বক্তব্যমাজ্ঞান-  
সিদ্ধানাং দেবানাম্। অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাক্টৈকৈকা  
দেবতা বহুভীরূপৈরাজ্ঞানং প্রবিভজ্য বহুযু যাগেষু যুগপদজ-

রুদ্রা ইতি দশমে পুরুষে প্রাণাঃ। বুদ্ধিকর্মেজ্জিগ্মাণি দশ। একাদশক মন  
ইতি। তদেতানি প্রাণাঃ তদবৃত্তিহাং। তে হি প্রায়ণকাল উৎক্রামন্তঃ  
পুরুষং যোদয়ন্তীতি রুদ্রাঃ। কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ মাসাঃ সৎসর-  
স্তাবয়বাঃ পুনঃপুনঃ পরিবর্তমানাঃ প্রাণভূতামাযুংষি চ কর্মকলোপভোগকা-  
দাপরন্তীত্যাদিত্যাঃ। অশনিরিত্তঃ সা হি বলং সা হীজন্ত পরমা ঈশতা তয়া  
হি সর্কান্ প্রাণিনঃ প্রমাপয়তি তেন স্তনয়িত্ব রশনিরিত্তঃ। যজ্ঞঃ প্রজাপতি-  
রিত্তি। যজ্ঞসাধনক যজ্ঞরূপক পশবঃ প্রজাপতিঃ। এত এব ত্রয়ত্রিংগদেবাঃ  
ষষ্ঠায্মিপৃথিবীবায়ুস্তরিকাাদিত্যাদিবাং মহিমামানো ন ততো ভিদ্যন্তে। বড়েব  
তু দেবাঃ। তে তু বড়মিঃ পৃথিবীকৈকীকৃত্যাক্তরিকং বায়ুকৈকীকৃত্য  
দিবকাদিত্যাকৈকীকৃত্য ত্রয়ো লোকান্তর এব দেবা ভবন্তি। ত্রয় এব চ  
ত্রয়ো হ্রস্বপ্রাণয়োঃস্তবস্তোহ্রস্বপ্রাণো ঘো দেবো ভবতঃ। তাবপ্যাধ্বো  
দেব একঃ। কতমো অধার্কঃ। যোহ্রয়ং বায়ুঃ পবতে। কথময়বেক এবা-  
হ্রদার্কঃ, যদগ্নিন্ সতি সর্কমিদমধ্যার্কাদবুদ্ধিং প্রাপ্নোতীতি তেনাধার্ক ইতি।  
কতম এক ইতি, স এবাধার্কঃ প্রাণ একো ব্রহ্ম। সর্কদেবান্মত্বেন বৃহৎবাদ-  
ব্রহ্ম। তদেব সদিতিরচকতে পরোক্ষাভিধায়কেন শব্দেন। তন্মাদেকস্যৈব  
দেবস্য মহিমবশাদযুগপদনেকদেবরূপতামাহ ক্রতিঃ। স্মৃতিচ নিগদ  
ব্যাখ্যাভা। অপি চ পৃথগ্জনানামগ্ন্যপ্যারাহুর্জানবশাং প্রাপ্তাঃগ্নিমাট্যৈশ্ব-  
ৰ্যাণাং যুগপন্নানাকারনির্মাণং শ্রয়তে, তত্র কৈব কথা দেবানাং স্বভাবসিদ্ধা-  
নামিত্যাহ।—“প্রাপ্তাঃগ্নিমাট্যৈশ্বৰ্যাণাং যোগিনা”মিতি। অগ্নিমা লঘিমা

করিয়াও থাকেন।” এই গীতা-স্মৃতি যখন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগীর যুগপৎ বহু  
শরীর ধারণের ক্ষমতা থাকার কথা বলিয়াছেন তখন আর জন্মসিদ্ধ দেবতার  
বহু শরীর ধারণের কথা কি বলিব। দেবতারা এক সময়ে অনেক শরীর  
ধারণ করিতে পারেন, সেই কারণে এক সময়ে বহুবাগ অনুষ্ঠিত হইলেও  
সে সকল বাগে দেবতাদেহের সরিধান থাকার বাধা হয় না। সেই অভিন্ন  
সময়েই তাঁহারা আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বাগে সন্নিহিত

ভাবং গচ্ছতি পরৈশ্চ ন দৃশ্যতেহস্তর্ধানাদিশক্তিবোগাদিত্যুপ-  
পদ্যতে। অনেকপ্রতিপত্তেদর্শনাং ইত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা—  
বিগ্রহবতামপি কস্মীদভাবচোদনাস্থেনেকা প্রতিপত্তিদৃশ্যতে।  
কচিদেকোহপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি।  
যথা বহুভির্ভোজয়ন্তিনৈকো ব্রাহ্মণো যুগপদ্বোজ্যতে। কচি-  
চ্চৈকোহপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি। যথা  
ন বহুভির্নমস্কুর্বাগৈরেকো ব্রাহ্মণো যুগপন্নমস্কিয়তে তদ্ব-  
দিহোদ্দেশপরিত্যাগাত্মকত্বাদ্ যাগস্য বিগ্রহবতীমপ্যেকাং

মহিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং যত্রকামাবসারিতৈতৈশ্চর্য্যাপি।  
“অপরা ব্যাখ্যা” ইতি। অনেকত্র কস্মিণ যুগপদঙ্গভাবপ্রতিপত্তিরঙ্গভাব-  
গমনং, তত্ত্ব দর্শনাং। তদেব পরিষ্কৃটং দর্শয়িতুং ব্যতিরেকং তাবদাহ।—  
“কচিদেক” ইতি। ন খলু বহু প্রাচ্ছদেবো ব্রাহ্মণো যুগপদঙ্গভাবং গন্ত-  
মর্হতি। একস্যাহনেকত্র যুগপদঙ্গভাবমাহ।—“কচিচ্চৈক” ইতি। যথৈকং  
ব্রাহ্মণমুদ্दिष्ट যুগপন্নমস্কারঃ ক্রিয়তে বহুভিস্তথা স্বস্থানস্থিতামেকাং দেবতা-  
মুদ্दिष्ट বহুভির্বজমানৈর্নানাদেশাবস্থিতৈর্যুগপদ্বিস্ত্যজ্যতে, তস্যাশ্চ তত্রা-  
সন্নিহিতায়া অপ্যঙ্গভাবো ভবতি। অস্তি হি তস্যা যুগপদ্বিপ্রকৃষ্টানেকার্থো-  
পলভ্যসামর্থ্যমিত্যুপপাদিতম্।

হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্তর্ধান-শক্তি আছে, তৎপ্রভাবে তাঁহারা  
অদৃশ্য থাকেন, তাই তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। [ অনেক...বিরুদ্ধ্যতে ]  
“অনেক প্রতিপত্তেদর্শনাং” এ অংশের অন্ত্রবিধ ব্যাখ্যাও হইতে পারে।  
যথা—এক শরীর বা এক শরীরী স্থলবিশেষে (কার্য্যবিশেষে) অনেক কর্মের  
বা অনেকের কর্মের অঙ্গভাব প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।  
বহুলোকে এক সময়ে এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে পারে না সত্য;  
কিন্তু নমস্কার করিতে পারে। দেবতার বিগ্রহ নমস্কার-দৃষ্টান্তে যজ্ঞকার্য্যের  
অবিরোধী। দেবতার উদ্দেশে অয়িতে আহুতি প্রদানের নাম যাগ;  
নমস্কারের দৃষ্টান্তে তাহা (এক সময়ে) অনেক অন্তর্ভুক্ত হইবার বাধা হয়  
না। যেমন এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে যুগপৎ বহুনমস্কার অবিকল্প, তেমনি,  
এক দেবতার উদ্দেশে যুগপৎ বহুবজমানের প্রব্যত্যাগরূপ যাগ অবিকল্প।

দেবতামুদ্दिष्ट बहवः स्वः स्वः द्रवां युगपंपरित्याक्यन्तीति  
विग्रहबद्धेऽपि देवानां न किञ्चिं कर्मणि विरुद्धाते ॥ २७ ॥

शक इति चेन्नातः प्रभवान् प्रत्यक्षान्-  
मानाभ्याम् ॥ २८ ॥ \*

মা নাম বিগ্রহবদ্ধে দেবাদীনামভ্যুপগম্যমানে কৰ্ম্মণি  
কচিদ্ধিরোধঃ প্রাসঞ্জি শব্দে তু বিরোধঃ প্রসজ্যেত । কথম্ ।  
ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাত্রিত্যানপেক্ষাদিতি

গোষ্ঠাদিবৎ পূর্বাদমর্শাত্তাবাদ্রূপাধেরপেক্ষাপ্রতীতে: পাচকাদিবদাকা-  
শাদিশব্দবহ্যাক্তিবচনা এব বহ্যাদিশব্দা: । তস্যাশ্চ নিত্যত্বাৎ তয়া সহ  
সম্বন্ধো নিত্যো ভবেৎ । বিগ্রহাদিযোগে তু সাবয়বভেদে বহ্যাদীনামনিত্য-

অতএব, দেবতার শরীর আছে, ইহা স্বীকার করিলে কৰ্ম্মবিধির সহিত  
কিছুমাত্র বিরোধ হয় না ।

(আপত্তি)—দেবতার শরীর আছে, এ সিদ্ধান্ত বক্তব্যবিরুদ্ধ না  
হইলেও (দেবতার অনেক শরীর করিতে পারেন, ইত্যাদিপ্রকারে কৰ্ম্ম-  
বিরোধের পরিহার হইলেও) তাহা শব্দবিরুদ্ধ, তৎপক্ষে সংশয় নাই! কি  
প্রকারে? তাহা বলিতেছি। [ঔৎপত্তিকং...ত্যাৎ] জৈমিনি মুনি পূর্ব  
মীমাংসায়, অর্থের সহিত বৈদিকশব্দের নিত্যসম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্বক বেদের  
ও বৈদিকশব্দের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন (যেহেতু শব্দ, তদ্বোধ্য  
অর্থ (বস্তু) ও তদ্রূপত্বের সম্বন্ধ নিত্য, অনাদি, সেই হেতু বৈদিকশব্দ সকলের  
অর্থপ্রত্যয় উৎপাদন বিষয়ে অস্ত্রের অপেক্ষা করে না। যেহেতু অনপেক্ষ,  
সেই হেতু প্রমাণ, স্বতঃপ্রমাণ) । কিন্তু ব্যাস এখানে (উত্তরমীমাংসায়)

\* বিরোধ ইত্যনুবর্ততে । ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মণি বিরোধঃ শব্দে তু বৈদিকে বিরোধোহন্তো-  
বেতি চেৎ, সোহপি নাস্তি । অতঃপ্রভবাৎ শব্দপ্রভবত্বাদেবাদীনাম্ । বৈদিকাদি শব্দাৎ  
দেবাদীনাম্ প্রভব উৎপত্তিরভিধীয়তে প্রত্যক্ষেণ শ্রুত্যা, অনুমানেন স্মৃত্যাচেতি বোজনাম্ ।—  
দেবতার শরীর কৰ্ম্মবিরুদ্ধ অর্থাৎ বক্তব্যবিরোধী না হয় না হউক, কিন্তু শব্দপ্রামাণ্যবিরুদ্ধ  
হইবেক, এ কথাও বক্তব্য নহে । যেহেতু এই যে, সমস্ত জগৎ সেই বৈদিক-শব্দ-মূলক  
অর্থাৎ শব্দপূর্বক সমুৎপন্ন । (অর্থাৎ প্রাথমিক নাম ব্যবহার বৈদিক-শব্দ সহনাই হইয়া-  
ছিল । বিস্তারিত ভাব্যানুবাদে দেখ) ।

বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্। ইদানীন্ত বিগ্রহবতী দেবতা-  
 ইভ্যুপগম্যমানা। যদ্যপ্যৈশ্বর্যযোগাদ্ভুগপদনেককৰ্ম্মসম্বন্ধীন  
 হবীংষি ভুঞ্জীত তথাপি বিগ্রহযোগাদস্মাদিবজ্জননমরণবতী  
 সেতি নিত্যস্য শব্দস্যানিত্যেনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রলীয়মানে  
 যদ্বৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যং স্থিতং তস্য বিরোধঃ স্যাদিতি  
 চেন্নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ। কস্মাৎ। অতঃ প্রভবাৎ। অতএব হি  
 বৈদিকাচ্ছন্দোদেবাদিকঞ্জগৎ প্রভবতি। ননু জন্মাদ্যস্য যত

ত্বাৎ ততঃ পূৰ্ণং বস্বাদিশব্দো ন স্বার্থেন সম্বন্ধ আসীৎ স্বার্থস্যৈবাত্বাৎ।  
 ততশ্চোৎপন্নং বস্বাদৌ বস্বাদিশব্দসম্বন্ধঃ প্রোহুৰ্ভবন্ দেবদত্তাদিশব্দসম্বন্ধবৎ  
 পুরুষবুদ্ধি প্রভব ইতি তৎপূৰ্ণকো বাক্যার্থপ্রত্যয়োরপি পুরুষবুদ্ধ্যধীনঃ স্যাৎ।  
 পুরুষবুদ্ধিচ্চ মানাস্তরাধীনজ্ঞেতি মানাস্তরাপেক্ষয়া প্রামাণ্যং বেদস্য ব্যা-  
 হ্তেতেতি শব্দার্থঃ। উত্তরম্। “ন” “অতঃ প্রভবাৎ” বস্বাদিভাতিবাচকা-  
 চ্ছন্দোজ্ঞাতীয়াং ব্যক্তিং চিকীৰ্ষিতাং বুদ্ধাবলিখ্য তস্যঃ প্রভবনম্। তদিদং  
 তৎপ্রভবত্বম্। এতদ্বাক্যং ভবতি।—যদ্যপি ন শব্দ উপাদানকারকঃ বস্বা-

শরীরী দেবতা অঙ্গীকার করিতেছেন। শরীর অঙ্গীকার করাই (পূৰ্ণ-  
 মীমাংসার) সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। দেবতার ক্রমতাবলে এক সময়ে অনেক শরীর  
 ধারণ করিয়া প্রত্যেক যজ্ঞে হবির্ভোজন করেন করুন, কিন্তু শরীর থাকায়  
 তাঁহারা জন্মমরণবান্। জন্মমরণ থাকাতেই শব্দার্থসম্বন্ধের অনাদিত্ব নষ্ট  
 অর্থাৎ সাদিত্বই হইল। পূৰ্ণমীমাংসার শব্দ অনাদি, অর্থ অনাদি, তদ্ব্যবহার  
 সম্বন্ধ বা সংকেতও অনাদি, এতদ্রূপে যে বৈদিকশব্দের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত  
 হইয়াছিল, দেবতার শরীর সে ব্যবস্থার বিরোধী। অভিপ্রায় এই যে, সে  
 সিদ্ধান্ত প্রবল, তাহার সহিত দেব-শরীর-সম্বন্ধের বিরোধ হইলে দুর্বল  
 শেষ সিদ্ধান্ত টিকিবে না, বুঝা হইবে। (উত্তর) —এরূপ বলিলে আমরা  
 বলিব, কিছুতেই এরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ শব্দ-বিরোধও নাই।  
 [ ইতিচর... প্রভবতি ) দেবতার শরীর শব্দবিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ তাহাতে  
 শব্দপ্রামাণ্যের ব্যাঘাত হয় না। কেন-না, দেবতা প্রভৃতি যে-কিছু—  
 সমস্তই বৈদিকশব্দপ্রভব অর্থাৎ বৈদিক-শব্দ হইতে উৎপন্ন। [ ননু...  
 চর ] বলিতে পারি, জন্মাদ্য-সূত্রে ( ১ অঃ, ১ পাঃ, ২ সূত্রে ) জগৎকে ব্রহ্ম

ইতি ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতোহবধারিতং কথমিহ শব্দপ্রভবত্ব-  
 মুচ্যতে । অপি চ যদি নাম বৈদিকাচ্ছন্দাদস্য প্রভবো-  
 হ্ভ্যুপগতঃ কথমেতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ । যাবতা,  
 বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বদেবা মরুত ইত্যেতেহৰ্থা  
 অনিত্যা এব, উৎপত্তিমত্যাং । তদনিত্যত্বে চ তদ্বাচিনাং  
 বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানামনিত্যত্বং কেন নিবার্যতে ।  
 প্রসিদ্ধং হি লোকে দেবদত্তস্য পুত্র উৎপন্নে যজ্ঞদত্ত ইতি  
 তস্য নাম ক্রিয়ত ইতি । তস্মাদ্বিরোধ এব শব্দ ইতি চেৎ,  
 ন, গবাদিশব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বদর্শনাৎ । ন হি গবাদিব্যক্তীনাং  
 উৎপত্তিমত্বে তদাকৃতী নামপ্যুৎপত্তিমত্বং স্যাৎ । দ্রব্যগুণ-  
 কৰ্ম্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যন্তে নাকৃতয়ঃ । আকৃতিভিঃ  
 শব্দানাং সম্বন্ধো ন ব্যক্তিভিঃ । ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সম্বন্ধ-

---

দীনাং ব্রহ্মোপাদানত্বাৎ তথাপি নিমিত্তকারণমুক্তেন ক্রমেণ । ন চৈতাবতা  
 শব্দার্থসম্বন্ধস্যনিত্যত্বং বস্বাদিজাতেক্ষা তদুপাধেক্ষা যদা করাচিৎ আকৃত্যা-  
 হবচ্ছিন্নস্য নিত্যত্বাদিতি । ইমমেবার্থমাক্ষেপসমাধানাত্যাং বিভজ্যতে ।—  
 “নহু জন্মান্যস্য যত” ইতি । তে নিগদব্যাখ্যাতো । তৎ কিমিদানীং

---

প্রভব বলা হইরাছে, এখানে আবার শব্দপ্রভব বলা হইল, শব্দপ্রভব হই-  
 লেই বা কিরূপে বিরোধপরিহার হয়, তাহা বুঝি না । বসু, আদিত্য, রুদ্র,  
 বিশ্বদেব, মরুৎ, ইহারা শরীরী স্তুতরাং জন্মবান্, জন্মবান্ বলিয়া অনাদি  
 নহেন, সাদি অর্থাৎ অনিত্য । উহারা যেমন অনিত্য, সাদি বা জন্মবান্,  
 তেমনি তাহাদের বোধক শব্দও অনিত্য অর্থাৎ সাদি বা জন্মবান্ । কে-না  
 জানে, দেবদত্তের পুত্র হইলে তাহার যজ্ঞদত্ত নাম প্রদত্ত হয় ? সেই অস্ত্রই  
 বলি, দেবতার শরীর জন্মমরণবান্ বিধায় শব্দবিরুদ্ধ । (উত্তর)—ইহা  
 বলিতে পার না । অর্থাৎ প্রোক্তপ্রকার শব্দবিরোধ হয় না । [গবাদি...  
 দ্রষ্টব্যম্] শব্দ অর্থ ও তদুত্তরের সম্বন্ধ (বোধ্যবোধকভাষ বা লঙ্ঘিত  
 বিশেষ), এ তিনই নিত্য অর্থাৎ অনাদি । কোনওটা উৎপত্তিমান্ নহে ।  
 ভাবিয়া দেখ, গো-ব্যক্তি (আকৃতিবিশিষ্ট একটি গোক) উৎপন্ন হইলেও

গ্রহণানুপপত্তেঃ। ব্যক্তিবৃৎপদ্যমানাস্বপ্যাকৃতীনাং নিত্যত্বান্ন  
গবাদিশব্দেষু কশ্চিদ্বিরোধো দৃশ্যতে। তথা দেবাদিব্যক্তি-  
প্রভবাভ্যুপগমেহপ্যাকৃতিনিত্যত্বাৎ ন কশ্চিদ্বাদিশব্দেষু  
বিরোধ ইতি দ্রষ্টব্যম্। আকৃতিবিশেষস্ত দেবাদীনাং মন্ত্যার্থ-  
বাদাদিভ্যো বিগ্রহবদ্ধাদ্যবগমাদবগন্তব্যঃ। স্থানবিশেষ-  
সম্বন্ধনিমিত্তাশ্চেন্দ্রাদিশব্দাঃ সেনাপত্যাদিশব্দবৎ। ততশ্চ  
যো যন্তঃ স্থানমধিতিষ্ঠতি স স ইন্দ্রাদিশব্দৈরভিধীয়ত ইতি

স্বযন্তুবা বাঙ্‌নির্মিতা কালিদাসাদিভিবিব কুমাবসন্তবাদি, তথাচ তদেবং

তাহাব আকৃতি অনুৎপন্ন। অর্থাৎ গোত্র বা গো-জাতি চিবকালই আছে ও  
থাকিবেক স্ততরাং গোত্র, গোজাতি বা গবাকৃতি অভিনব নহে। আকৃতি-  
বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষই জন্মে, আকৃতি জন্মে না। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, এ  
সকলেব এক একটা ব্যক্তিই উৎপন্ন হয়, আকৃতি বা জাতি উৎপন্ন হয়  
না। জাতি বা আকৃতি অনাদিকাল হইতেই আছে, তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি  
জন্মিলে সে তন্নামেই প্রখ্যাত হয়। অতএব, সেই চিরনিত্য বা  
অনাদি আকৃতির (জাতির) সহিতই তদ্বোধক অনাদি শব্দের অনাদি  
সম্বন্ধ (সঙ্কেত) আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে; স্ততবাং ব্যক্তির  
সহিত সম্বন্ধ নহে। ব্যক্তি অনন্ত, তৎকাবণে ব্যক্তিতে সম্বন্ধ বা সঙ্কেত  
গ্রহণ অসম্ভব। 'গো' এই শব্দ কোন্ গো-ব্যক্তিব ঐধিক এবং মূলে  
কোন্ গো-ব্যক্তিতে ঐ শব্দ সঙ্কেতিত হইয়াছিল তাহা জ্ঞানগম্য হইবাব  
নহে স্ততরাং ব্যক্তিশক্তিবাদ অপেক্ষা জাতিশক্তিবাদ স্বীকাব করা ভাল।  
অতএব, ব্যক্তি উৎপত্তিমান হইলেও আকৃতি অমুৎপন্ন অর্থাৎ অনাদি।  
তাহা আবহমান কাল বিদ্যমান আছে, কোনও কালে তাহাব বিচ্ছেদ  
বা অস্তাব দৃষ্ট হয় না। দেবতা-ব্যক্তি জন্মবান্ হইলেও দেবতাজাতির  
(আকৃতির) জন্ম নাই। তাহা অনাদি—তাহা চিবকালই আছে। এই  
কাবণে দেবতা বোধক ইন্দ্রাদি-শব্দে বিরোধ বা অনিত্যতা দোষ নাই।  
[ আকৃতি...ভবতি ] দেবতাদেব যে বিশেব বিশেব আকৃতি আছে, তাহা  
মন্ত্র ও অর্থবাদ (বেদভাগ বিশেষ) প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞান্য যায়। সেনাপতি  
প্রভৃতি শব্দ যেমন নির্দিষ্ট স্থানবাটী, অধিকার বিশেষেব বোধক, ইন্দ্র  
প্রভৃতি শব্দও সেইরূপ। যে যখন সে-স্থান পায়, অধিকাব করে, সে তখন

ন দোষো ভবতি । ন চেদং শব্দপ্রভবত্বং ব্রহ্মপ্রভবত্ববহুপা-  
দানকারণত্বাতিপ্রায়োগোচ্যতে । কথং তর্হি । স্থিতে বাচকা-  
জ্ঞানা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি শব্দব্যবহারযোগ্যার্থ-  
ব্যক্তি নিষ্পত্তিরতত্ত্বং প্রভব ইত্যাচ্যতে । কথং পুনরবগম্যতে  
শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি । প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ । প্রত্যক্ষং  
হি শ্রুতিঃ, প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ । অনুমানং স্মৃতিঃ,  
প্রামাণ্যং প্রতি সাপেক্ষত্বাৎ । তে হি শব্দপূর্বাং সৃষ্টিঃ  
দর্শয়তঃ—এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগুমিতি

ইন্দ্র । [ ন চেদং...ইত্যাচ্যতে ] জগতের প্রতি ব্রহ্ম যজ্ঞপ কারণ, শব্দ  
তজ্ঞপ কারণ নহে । ব্রহ্ম উপাদান-কারণ, শব্দ ব্যবহারব্যঞ্জক নিমিত্ত  
কারণ । শব্দের দ্বারাই শব্দ-ব্যবহার-যোগ্য পদার্থের ব্যক্তভাব জন্মে ।  
অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয় । যে-কিছু সৃষ্টবস্তু—সমস্তই শব্দপূর্বক সৃষ্ট ।  
[ কথং...প্রাব্যতে ] অগ্রে শব্দ, পশ্চাৎ তাহার সৃষ্টি, এ কথা কোথায়  
পাইলে ? কিসে জানিলে ? প্রত্যক্ষের ও অনুমানের দ্বারা জানিয়াছি ।  
( প্রত্যক্ষ = শ্রুতি, অনুমান = স্মৃতি ) । শ্রুতি নিরপেক্ষ প্রমাণ, প্রমিতি  
( সত্য জ্ঞান ) উৎপাদনে অন্যের প্রতীক্ষা করেন না, সেই কারণে শ্রুতি  
প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য । অনুমান যেমন প্রত্যক্ষমূলক, স্মৃতিও তেমনি শ্রুতি-  
মূলক, তৎকারণে স্মৃতির অগ্র নাম অনুমান । শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই  
শব্দপূর্বক সৃষ্টি বলিয়াছেন । শ্রুতি যথা—“প্রজাপতি ‘এতে’ এই শব্দ  
স্বরণ পূর্বক দেবতার ‘অসৃগ্রঃ’ শব্দ স্বরণ পূর্বক মনুষ্যের, ‘ইন্দ্রবঃ’ শব্দ  
উচ্চারণ পূর্বক পিতৃগণের, ‘তিরঃ পবিত্রঃ’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রহগণের  
‘আসবঃ’ শব্দ পূর্বক স্তোত্রের, ‘বিশ্বান্’ শব্দ পূর্বক শত্বেজের ও ‘অতিসৌভগ’  
শব্দ উল্লেখ পূর্বক অন্যান্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।” \* “প্রজাপতি

\* ‘এতে’ এটি সর্সনাম শব্দ । এ শব্দটী বেদমন্ত্রে আছে এবং ইহা দেবতা অর্থের  
স্মারক । ‘অসৃগ্রঃ’ অসৃক্ রুধির, রুধির প্রধান দেখে রমণ্য জীব অসৃগ্র । এটিও বেদমন্ত্রে  
আছে এবং এটি মনুষ্য জীবের স্মারক । ‘ইন্দ্রবঃ’ ইন্দ্র চন্দ্র, তৎস্ব জীব পিতৃ, স্তত্বাৎ বেদ-  
মন্ত্রোক্ত ইন্দ্র-শব্দ পিতৃলোকের স্মারক । ‘তিরঃ পবিত্রঃ’ পবিত্র সোম, তাহার তির্যকর্তা গ্রহ,  
এ বিধায় ইহা গ্রহের স্মারক । স্তোত্র = বৈদিক গানবিশেষ । ইহা বকের উপর আকৃত,  
একস্ত ইহার স্মারক বা বোধক শব্দ ‘আসবঃ’ । শত্বেজ = দেবগণের স্ততিসম্বন্ধ, ইহা অসৃজান  
এবং ইহাও, তৎকারণে তাহার স্মারক শব্দ ‘বিশ্বান্’ ।







প্রভবত্বমুচ্যতে। স্ফোটমিত্যাহ। বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপন্ন-  
প্রধ্বংসিত্বান্নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব

সদতিরর্থধীহেতুরিচ্ছিন্নবৎ। উচ্চরিতস্য বধিরেণাহগৃহীতস্য গৃহীতস্য বা  
হগৃহীতসঙ্গতেরপ্রত্যয়কত্বাৎ। তস্মাদ্বিতো বিদিতসঙ্গতির্কিদিতিসমস্ত-  
জ্ঞাপনাদ্ভ্যশক্যো ধূমাদিবৎ প্রত্যয়কোহভ্যাপেয়ঃ। তথাচাপূর্বাভিধানো-  
হস্ত সংস্কারঃ প্রত্যয়ানাঙ্গমিত্যর্থপ্রত্যয়াৎ প্রাগবগন্তব্যঃ। ন চ তদাত্মাব-  
গমোপারোহস্তি। অর্থপ্রত্যয়াস্তু তদবগমং সমর্থয়মানো দ্রুতন্তরমিতরে-  
তরাশ্রয়মাবিশতি, সংস্কারাবশ্যাদর্থপ্রত্যয়স্ততশ্চ তদবশ্য ইতি। ভাবনা-  
ভিধানন্ত সংস্কারঃ স্মৃতিপ্রসবসামর্থ্যমায়মানো ন চ তদেবার্থপ্রত্যয়প্রসব-  
সামর্থ্যমপি ভবিষ্যদ্বিত্যিতি। নাপি তদৈস্যব সামর্থ্যস্য সামর্থ্যাস্তরম্। ন হি  
বৈব বহুর্দেহনশক্তিঃ সৈব তস্য প্রকাশনশক্তিঃ। নাপি দহনশক্তেঃ প্রকা-  
শনশক্তিঃ। অপি চ ব্যুৎক্রমেণোচ্চরিতেভ্যো বর্ণেভ্যঃ সৈবাহস্তি স্মৃতিবীজং  
বাসনেত্যর্থপ্রত্যয়ঃ প্রসজ্যেত ন চাস্তি। তস্মাৎ কথঞ্চিদপি বর্ণা অর্থধী-  
হেতবো নাপি তদ্বিরক্তঃ স্ফোটায়া তস্যানুভবাহনারোহাৎ। অর্থধিয়ন্ত  
কাংগ্যাস্তদবগমে পরম্পরাশ্রয়প্রসঙ্গ ইত্যুক্তপ্রায়ম্। সত্ত্বাত্মজ্ঞেণ তু তস্য  
নিত্যস্য।<sup>১</sup>বতীহেতুভাবে সর্বদাহর্থপ্রত্যয়োৎপাদপ্রসঙ্গে নিরপেক্ষস্য হেতোঃ  
সদাতনত্বাৎ। তস্মাচ্চকাঙ্ক্ষাকাব্যচ্যোৎপাদ ইত্যনুপপন্নমিতি। অত্র-  
চার্য্যদেশীয় আহ।—“স্ফোটামিত্যাহ” ইতি।<sup>২</sup>প্ৰথমাহে ন বর্ণাঃ প্রত্যয়কা  
ইতি, ন স্ফোট ইতি তু ন ম্ভ্যামঃ। তদনুভবানন্তরং বিদিতসঙ্গতেরর্থধী-  
সমুৎপাদাৎ। ন চ বর্ণাতিরিক্তস্য তস্যানুভবো নাস্তি। গৌরিত্যেকং পদং  
গামানয় গুরামিত্যেকং বাক্যমিতি নানাবর্ণপদাতিরিক্তেকপদবাক্যাবগতেঃ  
সার্বজনীনত্বাৎ। ন চায়মসতি বাধকে একপদবাক্যানুভবঃ শক্যো মিথ্যেতি  
বক্তব্যম্। নাপ্যোপাধিকঃ। উপাধিঃ ঋষেকধীগ্রাহ্যতা বা গ্যাৎ, একার্থধী-

শব্দের অঙ্গপই বা কি? কিংরূপ শব্দ জগৎপ্রভবের কারণ? এ স্থলে  
কেহ কেহ বলেন, স্ফোটই শব্দ, স্ফোটাস্থক শব্দই নিত্য, স্মৃতরাং স্ফোট \*  
হইতেই জগতের প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি। বর্ণের উৎপত্তি-বিনাশ হয়, তাহা

\* আনুপূর্ব্যক্রমে বিস্তৃত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যক্ততাব্যাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার-শব্দ  
বিশেষের নাম স্ফোট। ‘গো’ এতরূপ ধ্বনি হইলে তাহা হইতে অজিকনির স্তায় অল্প একটী  
নিঃশব্দ শব্দ জন্মে। তাহা ‘গো’ ইত্যাকার জানে ব্যক্ত হয়। সেই জানময় ‘গো’ শব্দই  
স্ফোট। ইহাই নিত্য, ইহারই সামর্থ্যে গলকবলযুক্ত পদাবশেষের প্রভীতি হইয়া থাকে।

ইত্যনুপপন্নং স্মৃৎ । উৎপন্নপ্রধ্বংসিনশ্চ বর্ণাঃ প্রত্যাচ্চারণ-  
মন্থথা চান্থথা চ প্রতীয়মানহাৎ । তথা হৃদশ্চামানোহপি  
পুরুষবিশেষোহধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব বিশেষতো নির্ধার্যতে  
দেবদত্তোহয়মধীতে যজ্ঞদত্তোহয়মধীত ইতি । ন চায়ং  
বর্ণবিশয়োহন্থথাত্বপ্রত্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানং বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ ।  
ন চ বর্ণেভ্যোহর্থাবগতিযুক্তা । ন হে কৈকো বর্ণোহর্থং  
প্রত্যায়য়েৎ ব্যভিচারাৎ । ন চ বর্ণসমুদায়প্রত্যয়োহস্তি  
ক্রমবদ্ধাঙ্গণানাম্ । পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতো-

হেতুতা বা । ন তাবদেকধীগোচবাণঃ ধবধদিপলাশানামেকনির্ভাসঃ প্রত্যয়ঃ  
সমস্তি । তথা সতি ধবধদিপলাশা ইতি ন জাতু স্যাৎ । নাপ্যেকার্থী-  
হেতুতা । তদ্বৈতত্বস্য বর্ণেষু ব্যাসেধাৎ । তদ্বৈতত্বেন তু সাহিত্যকল্পনে-  
হত্মোক্তাশ্রয়প্রসঙ্গঃ, সাহিত্যাস্তদ্বৈতত্বং তদ্বৈতত্বাচ্চ সাহিত্যমিতি । তস্মাদয-  
মবাধিতোহনুপাধিচ্চ পদবাক্যগোচর একনির্ভাসো বর্ণাতিরিক্তং বাচকমেক-  
মবলম্বতে স স্ফোট ইতি তঞ্চ ধ্বনয়ঃ প্রত্যেকং ব্যঞ্জয়ান্তাহপি ন ত্রাগিত্যেব  
বিশদয়ন্তি যেন ত্রাগর্থধীঃ স্যাৎ । অপি তু বদন্তত্বজ্ঞানবদ্ বথাস্থং দ্বিজি-  
চতুঃ পঞ্চষড়্ দর্শনজনিতসংস্কারপরিপাকসচিবচেতোলকল্পন্যনি চরমে চতসি  
চকান্তি বিশদং পদবাক্যত্বমিতি প্রাপ্তং পন্নায়ান্তদনন্তরমর্থধির উদয় ইতি  
নোত্তরেবামানর্থক্যং ধ্বনীনাম্ । নাপি প্রাচাম । তদভাবে তজ্জনিত-  
সংস্কারতৎপরিপাকাভাবেনানুগ্রহাভাবাৎ । অন্ত্যাস্য চেতনঃ কেবলস্যাজনক-

হইতে দেবাদি ব্যক্তির শ্রব ( উৎপত্তি ) অসম্ভব । বর্ণ যতবার উচ্চারিত  
হয় ততবারই তাহা বিভিন্ন । বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারিত বর্ণ যে বিভিন্ন  
তাহা আর বলিবাব নহে । উচ্চারণকর্ত্তা দৃষ্ট না হইলেও ধ্বনির দ্বারা  
তাহার উচ্চারিত বর্ণের ভিন্নতা প্রতীত হইয়া থাকে । অমুক অমুক অধ্য-  
য়ন কবিত্তেছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় । [ নচাহয়ং বৎ ] বিভিন্ন সময়ের ও  
বিভিন্ন লোকের উচ্চারিত বর্ণ বিভিন্ন, এ জ্ঞান ভ্রম সূত্রায়ং বর্ণের অস্তিত্ব-  
তাই সত্য, এরূপ বলিতে পার না । কেন-না, ভ্রমনাশক বাধজ্ঞান ( ইহা  
স্পষ্ট নহে, বজ্জু, এতদ্রূপ বাধজ্ঞানের দ্বারা, ইহা বিভিন্ন নহে, অজ্ঞান,  
এরূপ বাধ-জ্ঞান ) হইতে দেখা যায় না । অপিচ, বর্ণ অর্থ-বোধের  
কাবণ, এ কথা যুক্তিবিহীন । কস্মিন্ কালেও এক একটা বর্ণকে অর্থ

হস্ত্যে। বর্ণোহর্থঃ প্রত্যায়মিষ্যতীতি বহ্ব্যচ্যোত, তন্ন, সম্বন্ধ-  
 গ্রহণাপেক্ষা হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোহর্থঃ প্রত্যায়য়েৎ  
 ধূমাদিবৎ। ন চ পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিত-  
 স্ত্যাস্ত্যবর্ণস্ত প্রতীতিরস্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কারাণাম্। কার্য্য-  
 প্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোহস্ত্যবর্ণোহর্থঃ প্রত্যায়মি-  
 ষ্যতীতি চেৎ, ন, সংস্কারকার্য্যস্ত্যপি স্মরণস্ত ক্রমবর্তিত্বাৎ।  
 তস্মাৎ ফোটি এব শব্দঃ। স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিত-  
 সংস্কারবীজেহস্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িশ্চেক-

ত্বাৎ। ন চ পদপ্রত্যয়বৎ প্রত্যেকমব্যক্তামর্থধিষমাধাস্যন্তি প্রাক্ষে বর্ণাঃ  
 চরমন্ত তৎসচিবঃ ক্ষুটতরামিতি যুক্তম্। ব্যক্তাব্যক্তাবভাসিতায়াঃ প্রত্যাক্ষ-  
 জ্ঞাননিয়মাৎ। ফোটিজ্ঞানস্ত চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অর্থধিরনুপ্রত্যক্ষায়া মানা-  
 স্তরজ্ঞানো ব্যক্ত এবোপজনো ন বা স্মার পুনরক্ষুট ইতি ন সমঃ সমাধিঃ।

বোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। সমুদিত বর্ণকেও (বর্ণসমষ্টিকেও)  
 অর্থবোধের কারণ বলিতে পার না। কারণ এই যে, তাহাতে ক্রমের  
 অপেক্ষা আছে। (যদি বলিলে মৃৎপাত্র বিশেষ প্রতীত হয়, কিন্তু ট-য  
 বলিলে হয় না)। যদি বল, পূর্ব পূর্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার শেষবর্ণে যুক্ত  
 হয়, হইরা সেই শেষ বর্ণ অর্থবোধের কারণ হয়, আমবা বলি, তাহাও নহে।  
 কারণ এই যে, জ্ঞানসংস্কারকেও সম্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা আছে। যে  
 ধূম-বহির সম্বন্ধ জানে, তাহারই ধূমজ্ঞান বহ্নিজ্ঞানের কারণ হয়, এই  
 যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বাহার বর্ণার্থের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহারই বর্ণজ্ঞান  
 অর্থজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। [ন চ... ভাসতে] শেষবর্ণে পূর্বপূর্ব  
 বর্ণের জ্ঞানসংস্কার (সম্বন্ধ) অনুভবগম্য নহে। সংস্কার অপ্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ  
 হয় না, সেই কারণে তদ্ব্যক্ত শেষবর্ণও অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হয় না। যদি  
 বল, স্মরণরূপ কার্যের দ্বারা কারণীভূত সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়,  
 সেই অনুমিতসংস্কারবৃত্ত শেষবর্ণ অর্থবোধ করার, ইহাতে আমরা বলি,  
 সংস্কার স্মরণ জন্মায় সত্য; স্মরণের দ্বারা সংস্কারের অনুমান হয় সত্য;  
 কিন্তু তাহা ক্রমিক, যুগপৎ নহে। যোগপদ্য না থাকাতেই তদ্বৃত্তের সহ-  
 জ্ঞান হয় না। অতএব, ফোটিই শব্দ, তাহা শব্দ শ্রবণের পর বর্ণানুভব

প্রত্যয়বিষয়তয়া ঋটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়নেক-  
প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ। বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়-  
বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্মৈ চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়-  
মানত্বান্নিত্যত্বং, ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ। তস্মান্নি-  
ত্যাচ্ছদাৎ ফোটারূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফল-  
লক্ষণং জগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি। বর্ণা এব তু শব্দ  
ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ননুৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুচ্চং,

তস্মান্নিত্যঃ ফোট এব বাচকো ন বর্ণা ইতি। তদেতদাচার্যদেখীমতং  
শ্রমতমুপপাদয়ন্নপাকরোতি—“বর্ণা এব তু শব্দ” ইতি। এবং হি বর্ণাতি-  
রিক্তঃ ফোটো বাচকত্বেনা হত্বাপেয়েত, যদি বর্ণানাং বাচকত্বং ন সম্ভবেৎ।  
স চানুভবপদ্ধতিমধ্যাসীত। দ্বিধা চাবাচকত্বং বর্ণানাং কণিকত্বেনাশক্য-  
সঙ্গতিগ্রহত্বাৎ ব্যস্তসমস্তপ্রকাবদ্বয়াভাবাৎ। ন তাবৎ প্রথমঃ ব্লগঃ।  
বর্ণানাং কণিকত্বং মানাভাবাৎ। ননু বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণন্যত্বং সর্বজন-  
প্রসিদ্ধম্। ন। প্রত্যভিজ্ঞানানুভববিসোধাৎ। ন চাসত্যপৌকত্বং আলাদি-  
বৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনমেতৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি সাম্প্রতম্। সাদৃশ্যনিবন্ধনত্বমত

জনিতসংস্কারযুক্ত চিন্তে ‘গৌ’ ইত্যাকাব একজ্ঞানের বিষয়রূপে ‘ফুটি’  
হয়। [নচাহয়ং প্রভবতীতি] প্রোক্ত ফোটনামক জ্ঞানকে বর্ণবিষয়ক  
স্মৃতি-জ্ঞান বলিতে পার না। শব্দে বর্ণ অনেক, অনেক বর্ণ সুগণ্য এক  
জ্ঞানের বিষয় হয় না। শব্দ বতবার ও বস্ত জন কর্তৃক উচ্চারিত হউক না  
কেন, শুনিবা মাত্র “সেই শব্দ” এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্বদৃষ্ট ও পূর্বশ্রুত  
বস্তুর সম্প্রতি দৃষ্ট ও সম্প্রতি শ্রুত হইলে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।)  
হইবেই হইবে। এই প্রত্যভিজ্ঞাই ফোট-শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ।  
(প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া গণ্য) এববিধ ফোট শব্দই নিত্য,  
অনাদি, অবিনাশী, ইহা আজও আছে, কালও আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে।  
এই অনাদি বাচক শব্দ (ফোট)ই বাচ্য (বাণ্য) জগতের প্রভব বা উৎ-  
পত্তিস্থান। ইহা হইতেই বাণ্যর জগৎ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

[বর্ণা-বিত্তি] ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনির ঙক) বলেন, বর্ণই শব্দ;  
ফোট অপ্রামাণিক। যে হেতু ‘সেই শব্দ এই’ ‘সেই বর্ণ এই’ এতদ্রূপ  
প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই হেতু বর্ণই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ নাই।

তন্ন, ত এবতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং  
কেশাদিষ্মিবেতি চেন্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্তরেণ বাধা-  
নুপপত্তেঃ । প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ, ন, ব্যক্তি-  
প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । যদি হি প্রত্যাচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্তা  
অন্তা বর্ণব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরংস্তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভি-  
জ্ঞানং স্যাৎ । ন ত্বেতদন্তি । বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যাচ্চারণং

বলবোধকোপনিপাতাধা২২হীয়েৎ, কচিচ্ছালাদৌ ব্যভিচারদর্শনাধা । তত্র  
কচিৎব্যভিচারদর্শনেন তত্ত্বংপ্রেক্ষায়ামুচ্যতে বৃদ্ধেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিতিঃ।—

উৎপ্রেক্ষেত হি যো যোহাদজাতমপি বাধনম্ ।

ন সর্বব্যবহারেষু সংশয়ায়া ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ইতি ।

প্রপঞ্চিতং চৈতদন্বাভিনিয়াকণিকারাম্ । ন চেদং প্রত্যভিজ্ঞানং গবাদি-  
জাতিবিষয়ং, ন গাদিব্যক্তিবিষয়ং, তাঙ্গাং জ্ঞতিনয়ং ভেদোপলব্ধ্যাৎ । অত  
এব শব্দভেদোপলব্ধ্যাৎ বক্তৃত্বেন উদীয়তে, সোমশব্দা ২ধীতে ন বিকৃশ্ময়েতি  
যুক্তম্ । যতো ব্হবু গকারমুচ্চারয়ৎশু নিপুণমহুভবঃ পরীক্ষাতাম্ । যথা  
কালাক্ষীক স্বস্তিমতীক্ষেপমাগস্য ব্যক্তিভেদপ্রধায়াং সত্যামেব তদনুগত-  
মেকং সামান্ত্রং প্রথতে, তথা কিং গকারাদিষু ভেদেন প্রথমানেষেব গদ-  
মেকং তদনুগতং চকাস্তি, কিং বা যথা গোত্বমাজ্ঞানত একং ভিন্নদেশপরি-  
মাণসংস্থানব্যক্ত্যুপধানভেদান্তিরদেশমিবানমিব মহদিব দীর্ঘমিব বামনমিব

বর্ণবিষয়িণী প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্জনিত, (সমানাকার-নিবন্ধন), এরূপ বলিতে  
পার না । কারণ, তাহার বাধক প্রমাণ নাই । মন্তকের কেশ কাটিয়া  
ফেলিলে তত্ত্বল্য কেশ জন্মে ; তাহাতে 'সেই কেশ' এতজ্ঞপ জ্ঞান জন্মিলে  
সে জ্ঞান ভ্রম বলিয়া গণ্য হয় । (সাদৃশ্জনিক ভ্রম) । কেননা তাহার  
বাধক প্রমাণ আছে । (সে কেশ ছিন্ন হইরাছিল, এ কেশ নূতন, সুতরাং  
'সে কেশ এই' এ জ্ঞান বাধিত) । উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা আকৃতি-নিমিত্তক  
অর্থাৎ জ্ঞাতিনিবন্ধন, ইহাও বলিতে পার না । কারণ, ব্যক্তিপ্রত্যা-  
ভিজ্ঞাও হইতে দেখা যায় । (ব্যক্তি—এক-একটা বর্ণ বা শব্দ) । যদি  
অন্ত্যেক উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেদ বা ভিন্নতা প্রতীত হইত তাহা  
হইলেই জ্ঞাতিনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞা বলিতে পারিতে ; পরন্তু তাহা হয় না ।  
অন্ত্যেক উচ্চারণে বর্ণব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় । কেহ 'গো'

প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে । দ্বিগোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিঃ, ন তু হৌ গোশব্দাবিতি । নমু বর্ণা অপ্যুচ্চারণভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োঃরধ্যয়নধ্বনিপ্রবণাদেব ভেদপ্রতীতেরিত্যুক্তম্ । অত্রাভিধীয়তে । সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিত প্রত্যভিজ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যঙ্গ্যস্বাধ্বর্ণানামভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যানিমিত্তোহয়ং বর্ণবিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ । অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদবাদিনাপি প্রত্যভি-

তথা গব্যক্তিরাজানত একাংপি ব্যঞ্জকভেদাত্তদ্বর্ণানুপাতিনীব প্রথত ইতি ভবন্ত এব বিদাহুর্নৃত্ত । তত্র গব্যক্তিভেদমঙ্গীকৃত্যপি যো গব্দৈস্যকস্য পরোপধানভেদকল্পনাপ্রয়াসঃ স বরং গব্যক্তাবেবাহন্ত কিমন্তর্গতানা গবে-  
নাত্যপেভেন । যথাহ :-

তেন যং প্রার্থ্যতে জাতেস্তবর্ণাদেব লপ্যতে ।

ব্যক্তিগভ্যন্ত নাদেভ্য ইতি গবাদিধীর্নৃথা ॥

ন চ স্বস্তিমত্যাদিবং গব্যক্তিভেদপ্রত্যয়ঃ ক্ষুটঃ প্রত্যুচ্চারণমন্তি । তথা সতি দশ গকারানুসাররক্ষিত্ব ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ । ন স্যাদশকৃৎ উদ-  
চারয়ঙ্গকারমিতি । ন চৈব জাত্যভিপ্রয়োহভ্যাসো যথা শতকৃৎস্বস্তিত্রী-  
নুপায়ুক্ত দেবদত্ত ইতি । অত্র হি সোরভাভং জন্মতোহপি গকারাদিব্যক্তৌ

‘গো’ এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিবা মাত্র বোধ হয়, এক গো-শব্দই হইবার উচ্চারিত হইয়াছে, দুই বিভিন্ন গো-শব্দ উচ্চারিত হয় নাই । [নমু বর্ণা...নিমিত্তঃ] যদি বল, বর্ণ উচ্চারণভেদে (বিভিন্ন উচ্চারণে) বিভিন্ন বোধ হয় কেন? দুই ব্যক্তির অধ্যয়ন পৃথক্ প্রতীত হয় কেন? এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি। যখন বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও নিশ্চিত, তখন এইরূপ অঙ্গীকার কর যে, উক্ত ভেদপ্রত্যয় স্বরূপনিমিত্তক নহে, (নূতন নূতন বর্ণ বলিয়া নহে), কিন্তু উপাধিনিমিত্তক । বর্ণমাত্রাই (ভাষ্যহি স্থানের বা বাক্যের জনিত বায়ুর) সংযোগ বিভাগ ব্যঙ্গ্য । সংযোগ বিভাগ বিচিত্র, (নানাঙ্গনের নানাপ্রকার) স্তত্রয়াং তদ্ব্যটিত বর্ণের অস্তি-  
ব্যক্তিও বিচিত্র (ভিন্ন ভিন্ন) । [অপিচ...জ্ঞানম্] বর্ণভেদবাদীকেও প্রত্যভিজ্ঞান-সিদ্ধির (রক্ষার) নিমিত্ত, বর্ণের আকৃতি (জাতি) কল্পনা



জ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যঃ। তান্ চ পরোপা-  
ধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। তদ্বয়ং বর্ণব্যক্তিশেষ  
পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞান-  
মিতি কল্পনা লাঘবম্। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্ত  
বাধকঃ প্রত্যয়ো যৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্হ্যেকস্মিন্  
কালে বহুনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদনেক-  
রূপঃ স্যাৎ উদাত্তচানুদাত্তচ স্বরিতচ সাতুনাসিকচ ।

লোকস্যোচ্চারণাত্ম্যসপ্রত্যয়স্যাবিনিবৃত্তেঃ। চোদকঃ প্রত্যভিজ্ঞানবাধক-  
মুখ্যপয়তি।—“কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহুনামুচ্চারয়তামিতি। যৎ যুগ-  
পদ্বিকল্পধর্মসংসর্গবৎ তন্না। যথা গবাখাদির্দ্বি শৈককশককেসরগলকম্বাদি-  
মান্। যুগপদুদাত্তানুদাত্তাদিবিদ্বিকল্পধর্মসংসর্গবাৎচায়াং বর্ণঃ। তন্মান্নান্য  
ভবিতুমর্হতি। ন চোদাত্তাদয়ো ব্যঞ্জকধর্ম্মা ন বর্ণধর্ম্মা ইতি সাম্প্রতম্।  
ব্যঞ্জকা হস্ত বায়বঃ। ভেদামশ্রাবণে কথং তদ্ব্যঙ্গ্যঃ শ্রাবণাঃ স্যুঃ। ইদং  
ভাবদত্ত বক্তব্যম্। ন হি গুণগোচরমিচ্ছিয়ং গুণিনমপি গোচরয়তি। মাতৃবন্  
ব্রাণরসনশ্রোত্রাণাং গন্ধরসশব্দগোচরাণাং তদ্বস্তঃ পৃথিব্যদকাকাশা গোচরাঃ।  
এবঞ্চ মাতৃ নাম ভূঃ বায়ুগোচরং শ্রোত্রম্। তদগুণাংস্তদুদাত্তাদীন গোচর-  
য়তি। তে চ শব্দাসংসর্গাগ্রহাৎ শব্দধর্ম্মভেদোদ্যবসীয়ন্তে। ন চ শব্দস্য  
প্রত্যভিজ্ঞানাবধুতৈকত্বস্য স্বরূপত উদাত্তাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরোধিনো-  
হপর্য্যায়ণে সম্ভবন্তি। তন্মাৎ যথা মুখস্যৈকস্য মণিকুপাণদর্পণাহুপধান-  
বশান্নানাদেশপরিমাণসংস্থানভেদবিভ্রম এবমেকস্তাপি বর্ণস্য ব্যঞ্জকধর্ম্ম-  
নি-

করিতে হয় এবং আকৃতির ব্যঞ্জকেব (বাক্যত্বের) বিচিহ্নতা অঙ্গীকার  
করিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রভেদপ্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। এতরূপ করনান্বয়  
অঙ্গীকার অপেক্ষা বর্ণব্যক্তি এক, তাহার প্রভেদ ঔপাধিক, তাহার  
প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ এক-কল্পনা অনেক ভাল এবং “সেই  
‘গ’ এই” এতরূপ প্রত্যভিজ্ঞানই বর্ণভেদপ্রতীতির বাধক। (তাৎপর্য্য এই  
যে, অভেদপ্রত্যভিজ্ঞানই ভেদপ্রতীতির ভ্রমের বা ঔপাধিকত্বের প্রমাণ)।  
[ কথং...ইত্যদোষঃ ] বহু ব্যক্তি এক সময়ে এক ‘গ’ উচ্চারণ করে, এক  
‘গ’ হইলে কি প্রকারে সেই এক ‘গ’ সেই এক সময়ে উদাত্ত অনুদাত্ত  
স্বরিত প্রভৃতি বহু আকারে প্রতীত হয়? এ প্রশ্নের সমাধান, ধ্বনির

নিরমুনাসিকশ্চেতি। অথবা ধ্বনিকৃতোহয়ং প্রত্যয়ভেদো  
ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ। কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম। যো দূরা-  
দাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি  
প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দহৃৎপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি তন্নির-  
নাশোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং  
প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সালম্বনা  
উদাত্তাদিপ্রত্যয়া ভবিষ্যন্তি, ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভি-

নিবন্ধনোহয়ং বিরুদ্ধনানাধর্মসংসর্গবিভ্রমো ন তু ভাবিকো নানাধর্মসংসর্গ  
ইতি স্থিতে অভ্যুপেত্য পরিহারমাহ ভাব্যকারঃ।—“অথ বা ধ্বনিকৃত”  
ইতি। অথবেতি পূর্বপক্ষং ব্যবর্তয়তি। তবেতাং নাম গুণগুণিনাবেকে-  
স্তিরগ্রাহ্যো তথাপ্যদোষঃ। ধ্বনীনামপি শব্দবচ্ছ্রাবণত্বাৎ। ধ্বনিবন্ধনং  
প্রত্নপূর্বকং বর্ণেভ্যো নিকর্ষয়তি।—“কঃ পুনরয়ং”মিতি। ন চারমনির্দ্ধারিত-  
বিশেষবর্ণসমাসাত্তমাত্রপ্রত্যয়ো ন তু বর্ণাতিরিক্ততদন্তিবাঞ্জকধ্বনিপ্রত্যয়  
ইতি সাম্প্রতম্। তস্যামুনাসিকত্বাদিভেদভিন্নস্য গাদিব্যক্তিবৎ প্রত্যভি-  
জ্ঞানাত্তাবাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য চৈকত্বাত্তাবেন সামাত্তত্বাত্তাপত্তেঃ।  
তস্মাদবর্ণাঙ্ককো বৈব শব্দঃ শব্দাতিরিক্তো বা ধ্বনিঃ শব্দব্যাঞ্জকঃ শ্রাবণো-  
হভ্যুপেয়ঃ। উভয়থাপি চাক্ষু ব্যঞ্জনেষু চ তত্ত্বধ্বনিভেদোপধানেনানামুনাসিক-  
ত্বাদয়োহিবগম্যমানাত্তদ্বর্ণা এব শব্দে প্রতীক্যন্তে ন তু স্বতঃ শব্দস্য ধর্ম্যাঃ।  
তথা চ যেষামুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্যাঃ পরস্পরবিরুদ্ধা ভাসন্তে তবতু তেষাং  
ধ্বনীনারমিত্যভা। ন হি তেষু প্রত্যভিজ্ঞানমন্তি। যেষু তু বর্ণেষু প্রত্যভি-  
জ্ঞানং ন তেষামুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্যা ইতি নানিত্যাঃ। “এবঞ্চ সতি  
সালম্বনা” ইতি। যদ্যেব পরস্যাগ্রহো ধর্ম্মিণ্যগৃহ্মাণে তদ্বর্ণা ন শক্যা

বিভিন্নতাই প্রোক্ত উদাত্তাদিভেদের কারণ। [কঃ...ন্যঃ] ধ্বনি কি?  
বাহ। দূরস্থ শ্রোতার বর্ণবিবেক (বর্ণবিষয়ক বিস্পষ্ট জ্ঞান) জন্মায় না  
অথচ কর্ণে প্রবিষ্ট হয় এবং নিকটস্থ শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া তদুপরি  
তাহার কহুই তীব্রত্বাদি দোষ গুণ অনুভব করায়—তাহাই ধ্বনি। প্রতি-  
উচ্চারণে সেই ‘ক’ সেই ‘গ’ একরূপ প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় বর্ণ উদাত্তাদিভেদের  
কারণ নহে, ধ্বনিই কারণ, এ নির্ণয়ে উদাত্তাদি-জ্ঞানের নিরালম্বতা আপত্তি  
হইতে পারে না। অন্তর্গত, প্রত্যভিজ্ঞাবলে বর্ণের একক নিশ্চয় হওয়ার

জায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃতা উদাত্তাদি-  
ভেদাঃ কল্পেরন । সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন তদা-  
জ্ঞয়া বিশেষাঃ বর্ণেষধ্যবসিতুং শক্যন্ত ইত্যতো নিরালম্বনা  
এবৈতে উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্ত্যঃ । অপিচ নৈবৈতদভিনিবে-  
ষ্ঠব্যমুদাত্তাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভিজায়মানানাং ভেদো  
ভবেদिति । ন হ্যন্যস্ত ভেদেনান্যস্যাভিধ্যমানস্য ভেদো  
ভবিতুমর্হতি । ন হি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে ।  
বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনান্ননর্ধিকা । ন  
কল্পয়াম্যহং স্ফোটং প্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি, একৈকবর্ণ-  
গ্রহণাহিতসংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঋটিতি প্রত্যবতাসনাদিতি  
চেৎ, ন, অস্যা অপি বুদ্ধের্বর্ণবিষয়ত্বাৎ । একৈকবর্ণগ্রহণো-

গ্রহীতুমিতি । এবং নামাহন্ত তথা তুষ্যতু পরন্তুখাপ্যদোষ ইত্যর্থঃ । তদনেন  
প্রবন্ধেন কণিক্ষেণ বর্ণানামশক্যসঙ্গতিগ্রহতয়া যদবাচকত্বমাপাদিতং  
বর্ণানাং তদপাকৃতম্ । ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়সম্ভবেন তু যদাসঙ্গিতং তন্নিরা-  
চিকীর্ষু রাহ।—“বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতে”রিতি । কল্পনামমুখ্যমাণ একদেস্তাহ।—  
“ন কল্পয়ামী”তি । নিরাকরোতি।—“ন অস্যা অপি বুদ্ধে”রিতি । নিরু-

উদাত্তাদিজ্ঞানের প্রতি ( তাগুপ্রভৃতি স্থানের অথবা বাক্যরূপভব বায়ু  
বিশেষের ) সংযোগ বিভাগের কারণতা কল্পনা করিতে হয় । কিন্তু, সংযোগ-  
বিভাগের অপ্রত্যক্ষতাহেতু বর্ণে তন্নিমিত্তক ভেদ প্রসঙ্গিত করা হুঃসাধ্য ।  
সুতরাং এ পক্ষে উদাত্তাদিজ্ঞান নিরালম্ব হয় । [ অপিচ...অনর্ধিকা ] আরও  
এক কথা এই যে, উদাত্তাদিভেদ দৃষ্টে বর্ণের ভেদ (বহ ‘ক’ বহ ‘গ’ ইত্যাদি)  
অস্বীকার অন্ত্যাব্য । একের ভেদে, নানাধে, অভিধ্যমান অপর একের  
( জাতির ) ভিন্নতা হইতেই পারে না । ব্যক্তি নানা, তাই বলিয়া কি  
জাতিও নানা ? তাহা নহে । যখন বর্ণের দ্বারা অর্থপ্রতীতির সম্ভাবনা  
আছে, তখন স্ফোট-কল্পনা নিশ্চিত নিরর্থক । [ ন...বিষয়া ] যদি বল,  
তাহা কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ ( অমুভবসিদ্ধ ), তাহা বর্ণজ্ঞানসংস্কারযুক্ত শেষ-  
বর্ণ-জ্ঞানের জের বা বিষয়রূপে প্রকাশ পায়, আমরা বলি, সে জ্ঞান বর্ণ-  
বিষয়ক, স্ফোটবিষয়ক নহে । ক্রমবিস্তৃতবর্ণজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই

স্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধিগৌরিত্তি সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থা-  
স্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে। যতোহস্যামপি বুদ্ধৌ  
গকারাদয়ো বর্ণা অনুবর্তন্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হস্য  
বুদ্ধেগকারাদিভ্যোহর্থাস্তরং স্ফোটো বিষয়ঃ স্যাৎ ততো

পরতু তাবদগৌরিত্যেকং পদমিতি ধিয়মায়ুমান্। কিমিয়ং পূর্বাভূতান্  
গকারাদীনেব সামন্ত্যোনাংগাহতে, কিং বা গকারাদ্যতিরিক্তং পদমিব  
বরাহাদিভ্যো বিলক্ষণম্। যদি গকারাদিবিলক্ষণমবভাসয়েৎ, গকারাদি-  
ক্লিষিতঃ প্রত্যয়ো ন স্যাৎ। ন হি বরাহদীর্ঘহিবক্লিষিতং বরাহমবগাহতে।  
পদতত্ত্বমেকং প্রত্যেকমভিভাজয়ন্তো ধ্বনয়ঃ প্রবৃত্তভেদভিন্নাস্তল্যাহ্বানকরণ-  
নিম্পাদ্যতরাহত্ৰোত্রবিসদৃশতত্ত্বংপদব্যঞ্জকধ্বনিসাদৃশ্চেন স্বব্যঞ্জনীয়সৈকস্য  
পদতত্ত্বস্য মিথো বিসদৃশানেকপদসাদৃশ্যাত্মাপাদয়ন্তঃ সাদৃশ্যোপধানভেদানেক-  
মণ্যভাগমপি নানেব ভাগবদিব ভাসয়ন্তি মুখমিবৈকং নিয়তবর্ণপরিমাণস্থান-  
সংস্থানভেদমপি যথিকৃপাণদর্পণাদয়ো অনেকমনেকবর্ণপরিমাণস্থানসংস্থান-  
ভেদম্। এবঞ্চ কল্পিতা এবাহস্য ভাগা বর্ণা ইতি চেৎ, তৎ কিমিদানীং বর্ণ-  
ভেদানসত্যপি বাধকে মিথ্যেতি বক্তৃমধ্যবসিতোহসি। একধীরেব নানা-  
দ্বয় বাধিকেতি চেৎ, হস্তাস্যাং নানা বর্ণাঃ প্রথন্ত ইতি নান্যদ্বাবভাস  
এবৈকত্বং কস্মিন্ন বাধতে। অথ বা বনসেনাদিবুদ্ধিবদেকত্বনানাত্বে ন  
বিকল্পে। নো থলু সেনাবনবুদ্ধিগজপদাতিতুরগাদীনাং চম্পকাশৌককিংতকা-

বে 'সৌ' ইত্যাকার নির্ভেদ-বুদ্ধি (বিশেষপরিপূক্ত এক জ্ঞান) জন্মে, ক্রমো-  
চ্চারিত বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু সে বুদ্ধির বা সে জ্ঞানের বিষয় (অবগাহন-  
স্থান) নহে। [কথ...স্মৃতিঃ:] যদি বল, কিসে জানিলে? সে-জ্ঞানে  
কেবল গকারাদি (গ=ঐ) বর্ণের অনুবর্তন দেখা যায়, অন্য কিছুই নহে,  
এই অবয়ব-ব্যতিরেক-প্রমাণে জানিয়াছি। যদি গ-কারাদি বর্ণ ব্যতীত অন্য  
কিছু (স্ফোট) উক্ত বুদ্ধির (সৌ ইত্যাকার জ্ঞানের) গোচর হইত, তাহা  
হইলে অবশ্যই দকারাদির ব্যাবৃতির দ্বারা গ-কারাদির ব্যাবৃতি হইত (সৌ  
ইত্যাকার জ্ঞান গ-ঐ এই হই বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ অবগাহন করে না  
কায়েই অন্য বর্ণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত থাকে। এইরূপ, ঐ জ্ঞান  
যদি স্ফোট অবগাহন করিত, বিষয় করিত, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহা  
অনবগাহ বা অবিষয় গ-ঐ বর্ণও ব্যাবৃত্ত (পরিত্যক্ত) হইত। অর্থাৎ

দকারাদয় ইব গকারাদয়োহপ্যস্যা বুদ্ধৈর্ব্যাবর্তেৱন । ন হু  
তথাহি । তস্মাদিয়মেকবুদ্ধির্বিষয়ৈব স্মৃতিঃ । নহনেক-  
স্মৃতির্গণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তং তং প্রতি  
ক্রমঃ । সম্ভবত্যানেকস্যাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্ । পণ্ডিত্বৈক্যং  
সেনা দশ শতং সহস্রমিত্যাদিদর্শনাৎ । যা তু গৌরিত্যে-  
কোহয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুশ্বেব বর্ণেষু একার্থীবচ্ছেদ-

ধীনাক ভেদমপবাধমানে উদীরেতে অপি তু তিন্নানামেব সত্যং কেব  
চিদেকেনোপাধিনা ২বচ্ছিন্নানামেকত্বমাপাদয়তঃ । ন চোপাধিকে নৈকত্বেন  
স্বাভাবিকং নানাত্বং বিরূধ্যতে ন হৌপচারিকমগ্নিত্বং মাণবকস্য স্বাভাবিক-  
নরত্ববিরোধি । তস্মাৎ প্রত্যেকবর্ণান্নভবজানিতভাবনানিচয়লক্ষণমনি নিখিল-  
বর্ণাণবগাহিনি স্মৃতিজ্ঞান একম্নি ভাসমানানাং বর্ণানাং ভেদেকবিজ্ঞানবিষয়-  
তয়া বৈকার্থধীহেতুতয়া বৈকত্বমোপচারিকমবগস্তব্যম্ । ন চৈকার্থধীহেতু-  
ত্বেনৈকত্বমেকত্বেন চৈকার্থধীহেতুভাব ইতি পরম্পপাশ্রয়ম্ । ন স্বার্থপ্রত্যয়াৎ  
পূর্বমভাবস্তো বর্ণা একস্মৃতিসমারোহিণোহন্ত প্রথন্তে । ন চ তৎপ্রধানস্তরং  
বুদ্ধস্যার্থধীনৌরীরতে তদ্বয়নাচ্চ তেবামেকার্থবিয়ং প্রতি কারকত্বমেকমব-  
গম্যৈকপদস্বাধ্যবসানিমিতি নাত্তোত্তাপ্রয়ম্ । ন চৈকস্মৃতিসমারোহিণাং ক্রমা-  
ক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামভেদো বর্ণানামিতি বধাকথঞ্চিৎ প্রযুক্তেভ্য এত্বে-  
ভ্যেহর্থপ্রত্যয়প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্ । উক্তং হি—

ন-ঐ এই দুই বর্ণ ঐ জ্ঞানের গোচর হইত না ) । কিন্তু তাহা হয় না । অর্থাৎ  
তাহাতে গ = ঐ এই দুই বর্ণের ব্যাবৃতি বা পরিবর্তন হয় না, অমূল্যবর্তনই  
হয় । এই জ্ঞানই বলি, সেই এক জ্ঞান—বাহাকে তোমরা ফোট বল—  
তাহা বর্ণবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞান, ফোট নহে । [ নরেক...দেব ] যদি বল  
বর্ণ অনেক, অনেক কখন একজ্ঞানের ( এক সময়ে ) বিবর হয় না, কিন্তু  
আমরা বলি, তাহা হয় । অনেকের একজ্ঞানগ্রাহতার দৃষ্টান্ত আছে স্মৃত্যায়  
তাহা অসম্ভব নহে ; হ্রস্বত্ব । যেমন পণ্ডিত, বন, সেনা, দশ, শত, সহস্র,  
ইত্যাদি । ( অনেক বৃক্ষ 'বন' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিবর ইত্যাদি । )  
অতএব, গ-ঐ এই দুই বর্ণ পণ্ডিত প্রভৃতির জ্ঞান একজ্ঞানের বিবর হওয়া  
অসম্ভব বা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে । শব্দে অনেক বর্ণ থাকে সত্য ; কিন্তু সে সকল  
বর্ণ মেলনের দ্বারা এক বস্তুকেই বুদ্ধিগম্য করায়, তদনুসারে সেই বহুবর্ণা-

নিবন্ধনোপচারিকী বনসেনাদিবুদ্ধিবদেব। অত্রাহ, যদি  
বর্ণা এব সামন্ত্যনৈকবুদ্ধিবিসয়তামাপদ্যমানাঃ পদং হ্যাং,  
ততো জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতি-  
পত্তি র্ন স্যাৎ । ত এব হি বর্ণা ইতরত্র চেতর এব প্রত্যব-  
ভাসন্ত ইতি । অত্র বদামঃ । সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে  
যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পঙ্ক্তি-বুদ্ধিমারোহ-  
ন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি । তত্র  
বর্ণানামবিশেষেহপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন

বা বস্তো বাদশ। যে চ পদার্থপ্রতিপাদনে ।

বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ ॥ ইতি ।

নহু পঙ্ক্তি-বুদ্ধাবেকস্যামক্রমায়ামপি বাস্তবী শালাদীনামন্তি পঙ্ক্তি-  
রিত্তি তথৈব প্রথা যুক্তা ন চ তথৈব বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চান্তি বাস্তবঃ  
ক্রমঃ প্রত্যয়োপাধিস্ত ভবেৎ স চৈক ইতি কুতন্ত্যঃ ক্রম এবামিতি চেৎ, ন ।  
একস্যামপি স্বতৌ বর্ণরূপবৎক্রমবৎপূর্জায়ুভূততাপরামর্শাৎ । তথাহি—  
জারা রাজ্যেতি পদয়োঃ প্রথয়ন্ত্যোঃ স্মৃতিধিয়োন্তুত্বৈহপি বর্ণানাং ক্রমভেদাৎ  
পদভেদঃ ক্ষুণ্ণতরং চকান্তি । তথা চ নাক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামবিশেষঃ  
স্মৃতিবুদ্ধাবেকস্যাং বর্ণানাং ক্রমপ্রযুক্তানাম্ । বথাহঃ,—

গাহী অচ্ছিন্ন জ্ঞানকে উপচারক্রমে এক বলা যায় । [ অত্রাহ...ইতি ]  
কেহ কেহ আপত্তি করেন, বর্ণই যদি একজ্ঞানগম্য হইয়া পদত্ব প্রাপ্ত হয়,  
বোধক হয়, তবে, জারা-রাজা, কপি-পিক, এ সকল শব্দ ভিন্ন প্রতীত হয়  
কেন ? যে সকল বর্ণ রাজা-শব্দে আছে, সেই সকল বর্ণই জারা-শব্দে আছে,  
তবে কি কারণে একার্থবোধক ও একপদ না হয় ? [ অত্র...কল্পনা ] উত্তর  
এই যে, প্রদর্শিত প্রয়োগে বর্ণসাম্য আছে বটে ; কিন্তু ক্রমসাম্য নাই ।  
যেমন পিপীলিকা সকল ক্রমাবস্থান অনুসারে পঙ্ক্তি-বুদ্ধির গোচর বা বিবর  
হয়, তেমনি, বর্ণসমূহও ক্রমানুরোধে পদবুদ্ধির গোচর হয় । প্রদর্শিত স্থলে  
বর্ণের ভেদ না থাকিলেও ক্রমের ভেদ ( ভিন্নতা ) আছে, তৎকারণে তাহার  
ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন । বর্ণ সকল নিত্য ও বিকৃত  
( সর্বসংযোগী ) হইলেও ব্যবহার কালে উচ্চারণ ক্রমের অনুগ্রহে ( সাহায্যে )  
বক্তবিশেষের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকা প্রতীত হয়, পরে এক বর্ণের

বিরুদ্ধাভে । বুদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদানুগৃহীতা  
 গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সমস্তঃ স্বব্যবহারেহপ্যেকৈকবর্ণগ্রহণা-  
 নন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যবভাস-  
 মানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো  
 লঘীয়সী কল্পনা । ফোটবাদিনস্ত দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ ।  
 বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি স ফোটো-  
 হর্থং ব্যনন্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ । অথাপি নাম  
 প্রত্যুচ্চারণমন্যেহন্যে চ বর্ণাঃ স্থাস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞানশ্বন-  
 ভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাদ্যুপগম্যত্বাৎ যা বর্ণেব্বর্থপ্রতি-  
 পাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্ত্রেষু সঞ্চারয়িতব্য । ততশ্চ  
 নিষ্ঠত্যাভ্যঃ শব্দেভ্যোদেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্ ॥২৮

পদাবধারণোপায়ান্ বহুনিচ্ছন্তি স্বয়ং ।

ক্রমুনানতিরিক্তস্বরবাক্যপ্রতিস্থতীঃ ॥ ইতি ।

শেষমতিরোহিতার্থম্ । দ্বিত্বাত্মকমত্র সূচিতং, বিস্তরস্ত তদ্বিন্দাববগন্তব্য  
 ইতি । অলং বা নৈয়ায়িকৈর্ষিবাদেন, সম্বনিত্যা এব বর্ণাস্তথাপি গম্যদ্যব-  
 ছেদেনৈব সঙ্গতিগ্রহো হ্নাদিষ্ট ব্যবহারঃ সেংস্ততীত্যাহ ।—“অথাপি  
 নামে”তি ।

পর অপর বর্ণ, তৎপরে অন্য বর্ণ, এবংক্রমে সমস্ত বর্ণ জ্ঞানগোচর  
 হয়, পশ্চাৎ তাহা অর্থপ্রতীতির কারণ হয় । বর্ণবাদীর এ কল্পনা  
 লাব্ধব-তর্কে অল্পগৃহীত । [ ফোট...বিরুদ্ধম্ ] ফোটবাদীর মতে দৃষ্টহানি  
 ও অদৃষ্টকল্পনা এই দুই দোষ আছে । বর্ণ সকল ক্রম-গৃহীত হয়, হইয়া  
 ফোট ব্যক্ত করে, অনন্তর সেই ফোট অর্থ প্রতীতি করায় । এ কল্পনা  
 ধৌরব-দোষাধিত । প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ব্যক্ত হয় বলিলেও  
 প্রত্যভিজ্ঞান আলম্বনের লব্ধ বর্ণের সামান্য ( জাতি ) অবশ্য স্বীকার্য্য ।  
 বর্ণবাদীর মতের অর্থবোধপ্রণালী সামান্ত্রবাদীর ( জাতিবাদীর ) মতে  
 যোজিত হইলে, স্বীকৃত হইলে, সামান্ত্রবাদীর মতও নির্দোষ হইতে পারে ।  
 অতএব, নিত্যশব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত  
 প্রকারে অবিরুদ্ধ ।

## অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২১ ॥ •

স্বতন্ত্রস্য কৰ্ত্তরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তিপুত্ৰবাত্ত্যপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য, অতঃ পুত্ৰবাদিতি পরিহৃত্য, ইদানীং তদেব বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং দ্ৰষ্টয়তি, অতএব চ নিত্যত্বমিতি । অতএব চ নিয়তাকৃতে-  
দেবাদৈর্জগতোবেদশব্দপ্রভবত্বাদেব বেদশব্দনিত্যত্বমপি  
প্ৰত্যোক্তব্যম্ । তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, যজ্ঞেন বাচঃ পদবীৰ্যমায়ং-  
স্তামম্ববিন্দম্ ষিষু পুৰিষ্ঠামিতি স্থিতামেব বাচমনুবিম্বাং দর্শ-  
য়তি । বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি,—

নহু প্রাচ্যামেব মীমাংসারাং বেদস্য নিত্যত্বং সিদ্ধং তৎ কিং শুনঃ  
সাধ্যত ইত্যত আহ।—“স্বতন্ত্রস্য কৰ্ত্তরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য  
নিত্যত্বে” ইতি । ন হনিত্যজ্জগৎপত্তমইতি তস্যাপ্যুৎপত্তিসম্বন্ধেন সাপেক্ষ-  
ত্বাৎ । তস্মান্নিত্যো বেদো জগৎপত্তিহেতুত্বাৎ ঈশ্বরবাদিতি সিদ্ধমেব নিত্যত্ব-  
মেনেদ দৃষ্টীকৃতম্ । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

পূৰ্ব্বমীমাংসার, বেদের কৰ্ত্তা (বুদ্ধিপূৰ্ব্বক বক্তা বা স্মরণিতা) নাই,—  
ইত্যাদিবিধ হেতুসমূহের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব সাধিত হইরাছে । দেবাদি  
ব্যক্তির শব্দপ্রভবত্ব সে সিদ্ধান্তের বিরোধী,—এতদ্রূপ আশঙ্কা করিয়া  
তাহার পরিহার করা হইল; এক্ষণে সেই পূৰ্ব্বমীমাংসোক্ত শব্দনিত্যত্ব  
দূঢ় (অবিচাল্য) করা কৰ্ত্তব্য বিধার হুত্ব বলিতেছেন । বেহেতু নির্দিষ্ট  
আকৃতিমান্ দেবতা প্রভৃতি জগৎ নিত্য, সেই হেতু বেদশব্দও নিত্য ।  
[তথাচ...স্বয়মুবা] এ অর্থ মন্ত্রমধ্যেও দৃষ্ট হয় । যথা—“যাজ্ঞিকেরা  
যজ্ঞের দ্বারা বেদলাভযোগ্য হইয়া অবস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়া-  
ছিলেন ।” মন্ত্র কি বলিল ? মন্ত্র বলিল, বেদশব্দ পূৰ্ব্ব হইতেই ছিল,  
যাজ্ঞিকগণ তাহা জানিয়াছিলেন মাত্র । এ অর্থ ব্যাসের স্মৃতিতেও আছে ।  
যথা—“ইতিহাসযুক্ত বেদ প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল, মহর্ষিগণ দে-সকল

\* অতএব নিয়তাকৃতেদেবাদিজগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব নিত্যত্বং বেদশব্দস্যোক্তি  
শেষঃ।—বেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদি বেদশব্দ হইতে উৎপন্ন, ব্যবহাররূপ জন্ম প্রাপ্ত  
হইরাছে, সেই হেতু বেদশব্দ সকল নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত ।



যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ  
লেভিরে পূর্বমশুজাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ইতি ॥২৯॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবস্তাবপ্যবিরোধো  
দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥ \*

অথাপি স্যাৎ যদি পঞ্চাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োহপি  
সন্ততৈবোৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংশ্চ ততোহভিধানাভিধেয়া-

শব্দাপদোত্তরত্বাৎ সূত্রস্য শব্দাপদানি পঠতি “অথাপি স্যাৎ”তি । অভি-  
ধানাভিধেয়াবিচ্ছেদে হি সম্বন্ধনিত্যত্বং ভবেৎ । এবমধ্যাপকাধ্যোতৃপন্নপরা-  
বিচ্ছেদে বেদস্য নিত্যত্বং শ্রুতং । নিরস্বয়স্য তু জগতঃ প্রবিলয়েহত্যস্তাসত্ত্বা-  
হপূর্বস্যোৎপাদেহভিধানাভিধেয়াবত্যস্তমুচ্ছিন্নাবিতি কিমাত্রয়ঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ ।  
অধ্যাপকাধ্যোতৃসম্বন্ধবিচ্ছেদে চ কিমাত্রয়ো বেদঃ স্যাৎ । ন চ জীবান্ত-  
হাসনাবাসিতাঃ সত্ত্বীতি বাচ্যম্ । অন্তঃকরণাদ্রূপাধিকল্পিতা হি তে তবি-  
চ্ছেদে ন হ্যভূমহঁতি । ন চ ব্রহ্মণস্তহাসনা তস্য বিদ্যাম্বনঃ শুদ্ধস্বভাবস্য  
তদযোগাৎ । ব্রহ্মণশ্চ সৃষ্টাদাবস্তঃকরণাদয়স্তদবচ্ছিন্নাশ্চ জীবাঃ প্রাহুর্ভবন্তে।

তপসার দ্বারা ও স্বয়ম্ভুর অজ্ঞায় (রূপার) লাভ করিয়াছিলেন (জ্ঞান-  
গোচর করিয়াছিলেন)” ।

এখন যেমন প্রবাহাকারে পণ্ডব্যক্তির জন্ম মরণ (এক পণ্ডর জন্ম,  
অপর পণ্ডর মরণ) দৃষ্ট হয়, দেবাদি ব্যক্তির জন্ম মরণ যদি তদ্রূপ হয়,  
কল্পিন্ কালেও যদি সর্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় না হয়, তাহা হইলেই নাম,  
নামী ও নার কর্তা,—এ সকল ব্যবহারের অলোপ বা অবচ্ছেদ হেতু শাক

\* আবৃত্তৌ কল্পাস্তস্বষ্টৌ সৃষ্টানাং সমাননামরূপত্বাৎ পূর্বকল্পীয়সমাননামরূপত্বদর্শনাৎ  
অবিরোধো বিরোধাত্যাবোজ্ঞেরঃ । প্রলয়েহপ্যাত্মিকবিনাশোনাশীতি যাবৎ । দর্শনাৎ  
স্মৃতেশ্চ । স্মৃতে হি বৈদ্যনিন্যষ্টৌ প্রবোধে পূর্বপ্রবোধসমসৃষ্টিঃ স্মরণে চ । বিবসন্যষ্টৌ  
নিরস্বয়রূপাঃ সত্ত্বাভ্যুত্রে ন তু সমসৃষ্টৌ । অতএব শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বাঃ সিদ্ধত্বাৎ ন কতিং  
বিরোধ ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ ।—এ কল্পের সৃষ্টি পূর্বকল্পের সমান হুতরাং কল্পকালে এ  
সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না । সংস্কার বা বীজ থাকে । বীজত্বাপন্ন হইয়া থাকে । সেই  
হেতু এ সকল আত্যন্তিক অনিত্য নহে । যেহেতু অনিত্য নহে সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা  
সিদ্ধান্ত অবিকল্প, বিতল্প নহে । শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, অমৃতত্ব, সর্বপ্রকারে আত্যন্তিক  
বিনাশাতাব সিদ্ধ হয় : ( ভাব্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখ ) ।

ভিধাতৃব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যাঙ্কেন বিরোধঃ শব্দে  
পরিহ্রিয়েত। বদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্ত-  
নামরূপং নির্লেপং পুলীয়তে প্রভবতি চাভিনবমিতি ঞ্জি-  
শ্রুতিবাদা বদন্তি তদা কথমবিরোধ ইতি। তত্রৈদমভি-  
ধীয়তে, সমাননামরূপত্বাদিতি। তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং  
তাবদভ্যবগম্যব্যম্। প্রতিপাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্যা-

ন পূর্বকর্মাবিদ্যাবাসনাবস্তো ভাবিতুমর্হসি, অপূর্বত্বাৎ। তস্মাদ্বিকল্পমিদং  
শকার্ধসম্বন্ধবেদনিত্যাং সৃষ্টিপ্রলয়ভূতাপগমেনেতি। অভিধাতৃগ্রহণেনাভ্যা-  
পকায্যোক্তারাবুক্তৌ। শকাঃ নিরাকর্ত্তং হৃদ্রমবতারয়তি। “তত্রৈদমভি-  
ধীয়তে সমাননামরূপত্বাদি”তি। বদ্যপি মহাপ্রলয়সময়ে নাস্ত্যঃকরণাদয়ঃ  
সমুদাচরদ্ভূতয়ঃ সন্তি তথাপি স্বকারণেহনির্কাচ্যারামবিদ্যারাম লীনাঃ  
হুত্মেণ শক্তিৰূপেণ কর্মবিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব। তথা  
চ স্মৃতিঃ,—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সৰ্গতঃ ॥ ইতি।

তে চাবধিঃ প্রাপ্য পরমেস্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা, যথা কুর্দ্দেহনিলীনাভাবানি  
ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপারে প্রাপ্তমৃতাভাবানি মণ্ডুকশরীরানি শ্বাস-  
নাবাসিততয়া। যনয়নাসারাসেকসুহিতানি পুনর্মণ্ডুকদেহভাবমুত্তবন্তি  
তথা পূর্ববাসনাবশাৎ পূর্বসমাননামরূপাণ্যুৎপদ্যন্তে। এতচ্ছকং ভবতি।—

বিরোধের পরিহার হইতে পারে। শকার্ধসম্বন্ধের নিত্যতাও প্রকৃত হইতে  
পারে। কিন্তু ঞ্জিতে ও স্মৃতিতে শুনা যায়, মহাপ্রলয়ে সর্বকলং হর,  
কিছুই থাকে না, পরে আবার নূতন সৃষ্টি হয়। ঞ্জি-স্মৃতি-সম্বাদিত মহা-  
প্রলয় যদি আত্যন্তিকধংসরূপী হয়, তাহা হইলে আর বিরোধ পরিহার  
হয় না। এ আশঙ্কা সংশোধনের নিমিত্ত এই “সমাননামরূপত্বাৎ” হুত্ম  
অবতারিত হইল। [অথাপি...ঐষ্টব্যম্] সংসার অনাদি, ইহা সকলেরই  
বীকার্য্য। আচার্য্যও বলিবেন, সংসারের অনাদিও স্মৃতি অমৃতত্ব উক্ত  
সিদ্ধ। দৈনন্দিন সৃষ্টি বা জাগ্রৎসৃষ্টি যেমন পূর্বজাগ্রতের সমান, অমৃতত্ব,  
তেমনি, এতৎকল্পীয় সৃষ্টিও পূর্বকল্পীয় সৃষ্টির সমান অর্থাৎ অমৃতত্ব।  
যেহেতু সৃষ্টির পূর্বসাম্যতা সিদ্ধ হয়, সেই হেতু শকার্ধনিত্যতা সিদ্ধান্ত

ইনাদিভূতপদ্যতে চাপ্যপলভ্যতে চেতি । অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেহপি পূর্ব-প্রবোধবহুত্তরপ্রবোধেহপি ব্যবহারান্ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ । এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরপীতি দ্রষ্টব্যম্ । স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রুয়েতে । যদা স্তপ্তঃ স্বপ্নং ন কল্পন পশ্য-ত্যথাহস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সৰ্বৈর্বর্নামভিঃ সহাপ্যোতি, চক্ষুঃ সৰ্বৈরূরূপৈঃ সহাপ্যোতি, শ্রোত্রং সৰ্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যোতি, মনঃ সৰ্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যোতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নেজ্জ্বলতঃ সৰ্বা দিশো বিক্ষুলিঙ্গা বিপ্র-

যদ্যপীশ্বরঃ প্রভবঃ সংসারমণ্ডলস্য, তথাপীশ্বরঃ প্রাণভূৎকৰ্ম্মাবিদ্যাসহকারী তদনুরূপমেব সৃজতি । ন চ সৰ্গপ্রলয়প্রবাহস্যানাদিতামন্তরেণৈতদ্রূপদ্যত ইতি সৰ্গপ্রলয়ভূতাপগমেহপি সংসারানাদিতা ন বিরূধ্যত ইতি । তদ্বিমুক্ত “মুপপদ্যতে, চাপ্যপলভ্যতে চ” আগমত ইতি । স্যাদেতৎ । ভবত্বনাদিতা সংসারস্য তথাপি মহাপ্রলয়ান্তরিতে কৃতঃ স্রবণং বেদানামিত্যত আহ— “অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ” ইতি । যদ্যপি প্রাণমাত্রাবশেষ-তাত্ত্বিশেষভেদে স্তপ্তপ্রলয়াবস্থয়োর্কিশেষবস্তথাপি কৰ্ম্মবিক্ষেপসংস্কারবহিত-লবলক্ষণাবিদ্যাবশেষভাসাম্যেন স্বাপপ্রলয়াবস্থয়োৰভেদ ইতি দ্রষ্টব্যম্ । নহু নাপর্য্যায়েন সৰ্ব্বৈবাং স্বাপাবস্থা, কেবাকিৎ তদা প্রবোধাৎ তেভ্যশ্চ স্তপ্তো-

অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে । ( স্তপ্ত-নামক দৈনন্দিন প্রলয়ে ও কল্প-নামক মহাপ্রলয়ে কোনও বস্তুর নিরসন-ধ্বংস বা অত্যন্তিক অভাব হয় না । সকল বস্তুই থাকে, বীজরূপে বা স্বপ্ন সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে । বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াই সেই সেই বীজ হইতে পূর্বসমান সৃষ্টি হয় ) । [ স্বাপ...ইতি ] স্মৃতিতে লয় ও আগ্রতে সৃষ্টি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ । যথা—“স্তপ্ত-পুরুষ যখন কোনও কিছু দেখে না, স্বপ্ন দেখে না, এ সকল তখন প্রাণে নিদ্রা একত্ব প্রাপ্ত হয় । বামিজিরের সহিত সমস্ত নাম, চক্ষুরিজিরের সহিত সমস্ত রূপ, শ্রোত্রের সহিত সমস্ত শব্দ, মনের সহিত সমস্ত ধ্যান, সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয় । সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন, যেমন আলিঙ্গাণি হইতে অগ্নিসম্মান স্কুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, নির্গত হই, তেমনি,

তিষ্ঠৈরন্থেবমেবৈতশ্চাদান্ননঃ সৰ্ব্বৈ প্রাণা যথায়তনং বিপ্র-  
তিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ ( কৈ० ব্রা०  
উ० অ० ৩। ৫০ ৩ ) ইতি । আদেতৎ । স্বাপে পুরুষাস্তর-  
ব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ং স্বপুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূৰ্ব্বপ্রবোধব্যব-  
হারানুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্ । মহাপ্রলয়ে তু সৰ্ব্বব্যবহারো-  
চ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্পান্তরব্যবহারস্যানুসন্ধাতু-  
মশক্যত্বাৎ বৈষম্যমিতি । নৈব দোষঃ । সত্যপি সৰ্ব্ব-  
ব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরাণাং  
হিরণ্যগৰ্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ । যদ্যপি

খিতানাং গ্রহণসম্ভবাৎ প্রায়ণকালবিপ্রকৰ্ষণোচ্চ বাসনোচ্ছেদকারণয়োঃ  
ভাবেন সত্যাং বাসনায়াং স্বরণোপপত্তেঃ শকার্থসম্বন্ধবেদব্যবহারানুচ্ছেদো  
যুক্ত্যতে । মহাপ্রলয়ত্বপর্য্যায়ণে প্রাণভৃশ্চাত্তবর্তী প্রায়ণকালবিপ্রকৰ্ষো চ  
তত্র সংকারমাত্মোচ্ছেদহেতু স্ত ইতি কৃতঃ স্বপুপ্তং পূৰ্ব্বপ্রবোধব্যবহার-  
বহুত্তরপ্রবোধব্যবহার ইতি চোদয়তি ।—“সাদেতৎ স্বাপ” ইতি । পরি-  
হবতি ।—“নৈব দোষঃ । সত্যপি ব্যবহারোচ্ছেদিনী”তি । অদ্বয়ভিত্তিকিঃ ।—ন  
তাৎ প্রায়ণকালবিপ্রকৰ্ষো সৰ্ব্বসংস্কারোচ্ছেদকো, পূৰ্ব্বাত্মত্বভূতানুসন্ধা-  
নাজ্জাতস্য হৰ্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ । যদুজ্জ্বল্যবাসনানাকাংক্ষেনেকজাত্য-  
ন্তবসহস্রব্যবহিতানাং পুনর্মুখ্যজ্ঞাতিসম্বৰ্ত্তকেন কৰ্ম্মণাহতিব্যাক্ত্যতাবগ্রস-  
জাৎ । তন্মাত্রিকৃষ্টিধিয়ামপি যত্র সত্যপি প্রায়ণকালবিপ্রকৰ্ষাদৌ পূৰ্ব্ববাস-

প্রাণ ( হিরণ্যগৰ্ভ ) হইতে দেবতা ও দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন  
হয় ।” [ সাদেতৎ . বদিতুন্ ] যদি বল, সুপ্তিতে স্বপুপ্তকালেরই ব্যবহার-  
লোপ হয়, অন্য পুরুষের ব্যবহার থাকে এবং স্বপুপ্তকালের পূৰ্ব্বপ্রবোধব্যব-  
হার স্বরণ হয় । অসম্ভব নহে, সম্ভব, সুতরাং সুপ্তি ও মহাপ্রলয় সমান  
নহে, অসমান । মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, সৰ্ব্ববিলোপ হয় । আরও  
দেখ, জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্বরণ বজ্রপ অশক্য, অসম্ভব, কল্পান্তরীয় ব্যবহার  
স্বরণ তজ্রপ অশক্য ও অসম্ভব । অতএব, সুপ্তি-দৃষ্টান্তটী বৈষম্যদোষাত্মক;  
বিশুদ্ধ নহে । ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, উহা দোষাবিত্ত নহে । মহা-  
প্রলয়ে সৰ্ব্বোচ্ছেদ হইলেও, সমস্ত ব্যবহার বিলোপ হইলেও, পরমেশ্বরানু-

প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহারমুসন্দধানা দৃশ্যন্তে  
ইতি, ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরানাং ভবিতব্যম্। যথা হি  
প্রাণিহাবিশেষেষুপি মনুষ্যাদিস্তদ্ব্যপার্যাস্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্যাদি-  
প্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যা-  
দিস্তেব হিরণ্যগর্ভপর্যাস্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ  
পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ ন শক্যং নাস্তীতি বদিভূম্।  
ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ষণামীশ্বরানাং হিরণ্য-  
গর্ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহী-  
তানাং সূপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।

নাহুযুক্তি স্তত্র কৈব কথা পরমেশ্বরানুগ্রহেণ স্বর্গজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যাদিশর-  
সম্পন্নানাং হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতীনাং মহাধিরাম্। যথা বা আ চ মনুষ্যোভ্য  
আ চ কুমিভ্যো জ্ঞানাদীনামহুভূয়তে নিকর্ষঃ, এবমামনুষ্যোভ্য এবা চ  
ভগবতো হিরণ্যগর্ভাৎ জ্ঞানাদীনাং প্রকর্ষোহপি সম্ভাব্যতে। তথা চ তদভি-  
ষদন্তো বেদস্তুতিবাধাঃ প্রামাণ্যমগ্রত্যাগমদ্রুততে এবকাহজ্জবতাং হিরণ্য-  
গর্ভাদীনাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানামুপপদ্যতে কল্পান্তরসম্বন্ধিনিখিলব্যবহারানু-  
সন্ধানমিতি। সুগমমন্তঃ। স্যাদেতৎ। অস্ত কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানং  
তেবামস্তান্ত সৃষ্টাবস্ত্র এব বেদা, অস্ত্র এব চৈবামর্থ্যঃ, অস্ত্র এব বর্ণাশ্রম্যঃ,

গৃহীত হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরের পূর্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব  
নহে। প্রাকৃত জীবের জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হয় না, মনে পড়ে না,  
তাই বলিয়া ঈশ্বরেরও পূর্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হইবে না, মনে হইবে না,  
একপাশ্বলিতে পার না। মনুষ্য হইতে তুণ পর্যন্ত জীবের জীবন অংশ  
সমান হইলেও তাহাদের জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের ( ক্রমতার ) তারতম্য আছে।  
এইরূপ, মনুষ্য জীবের নিম্নজীব সকল পর পর অল্পজ্ঞান ও অল্পক্রমতা  
বিশিষ্ট। আবার মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত পর পর উৎকৃষ্ট জীবের জ্ঞান  
ও ঐশ্বর্য পর পর উৎকৃষ্ট ও অধিক। [ ততশ্চ...মিতি ] এতদ্ব্যতীত হির হর,  
জানা বাহ, বাহীরা পূর্বকল্পে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম ( পুণ্য বা ওভাদৃষ্ট )  
উপার্জন করিয়াছিলেন, ইহ কল্পে তাহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বর অর্থাৎ  
হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন সুতরাং তাহাদের সূপ্তপ্রতি-

তথা চ ঞ্জতিঃ, যো ব্রহ্মাণঃ বিদধাতি পূৰ্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ । তং হ দেবমাস্তবুদ্ধিপ্রকাশং যম্মক্ষুর্কৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি । অরন্তি চ শৌনকাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঃ। বিতিদাশতযো দৃক্। ইতি । প্রতিবেদকৈবমেব কাণ্ডর্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে । ঞ্জতিরপ্যবিজ্ঞান-পূৰ্ব্বকমেব মন্ত্ৰেণানুষ্ঠানং দর্শয়তি—যো হ বা অবিদিতার্বেয়-চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্ৰেণ যাজয়তি বাহধ্যাপয়তি বা স্থাণুং চচ্ছতি গর্তং বা প্রপদ্যত ইতু্যপক্রম্য তস্মাদেতানি মন্ত্ৰে মন্ত্ৰে বিদ্যা দিতি । প্রাণিনাঞ্চ স্থথপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মে।

ব্রাহ্মজ্ঞানার্থোহর্থশ্চাবশ্যং অনর্থশ্চৈত্মিতোহর্থশ্চানীত্মিতোহপূৰ্ব্বত্বাৎ সর্গস্য, তস্মাৎ কৃতমত্র কল্মাস্তবব্যবহাবাস্তবজ্ঞানেনাভিকল্পিতকবত্বাৎ । তথা চ পূৰ্ব্ব-ব্যবহারোচ্ছেদাচ্ছন্দার্থসম্বন্ধে বেদশ্চানিত্যো প্রসজ্যোতামিত্যত আহ ।— ‘প্রাণিনাঞ্চ স্থথপ্রাপ্তব’ ইতি । যথাবস্ত্তবভাবসামধ্যং হি সর্গঃ প্রবর্ত্ততে ন তু স্বভাবসামর্থ্যমন্ত্ৰণম্ভূমর্ভতি । ন হি জাতু স্থথং তত্শ্চেন জিহাস্যতে তথাকোপাঙ্গিন্যতে । ন চ জাতু ধর্ম্মাধর্ম্মযোঃ সামর্থ্যবিপর্য্যয়ো ভবতি ।

বুদ্ধির পূৰ্ব্বপ্রবোধ ব্যবহার স্বৰ্ণেব । কল্মাস্তরীয় ব্যবহার অরণ হওয়া অসম্ভব নহে । প্রতিও বলিয়াছেন— যনি ব্রহ্মার জন্ম দান কবিয়াছেন, কবিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন, যুগ্ম আমি সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশকে (তত্ত্বমস্তাদিবা ক্যজনিত বুদ্ধিতে প্রকাশমান পবব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হই।’ শৌনকাদি ঋষিরাও অরণ কবিয়াছেন, স্মৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন, “মধুচ্ছন্দ-প্রভৃতি ঋষি দাশতযা (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলস্থ ঋচা) দর্শন করিয়াছিলেন, জ্ঞানপোচব কবিয়াছিলেন।” ঞ্জতিও মন্ত্ৰেব ঋষি জানিতে বলিয়াছেন, জানিয়া মন্ত্রসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন । যথা—“যিনি মন্ত্ৰের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যাভাগ বা বিনির্দেশ),—এ সকল না জানিয়া যজ্ঞ করেন ও করান, অধ্যয়ন করেন ও করান, তিনি স্থাণু প্রাপ্ত অথবা গর্তপতিত (নিরয়গামী) হন।” ইহার পরেই বলিয়াছেন— ‘নই হেতু প্রতি মন্ত্ৰে ঐ সকল জানিতে হয়।’ [ প্রাণিনাঞ্চ...নিষ্পন্ন্যাকৌশল্যাবন স্থথৈব জন্ম ধর্ম্মেব বিধান, দ্রুথ নিবারণের জন্য অধর্ম্মের নিষেধ।

বিধীয়তে দুঃখপরিহারায় চাধর্ম্যঃ প্রতিষিধ্যতে। দৃষ্টান্ত-  
ত্রিবিকস্বত্বে দুঃখবিষয়ো চ রাগদ্বৈষো ভবতো ন বিলক্ষণ-  
বিষয়াবিত্যতো ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরোত্তরাসৃষ্টির্নিষ্পদ্যমানা  
পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশেব নিষ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি,—

“তেষাং যে যানি কৰ্ম্মাণি প্রাক্সৃক্ত্যাং প্রতিপেদিরে।

তান্মেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুকূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবতানুতে।

তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্ত্বম্ রোচতে” ॥ ইতি ॥

প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে  
শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন  
চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। ততশ্চ বিচ্ছিদ্য

ন হি মৃৎপিণ্ডাৎ পটো ঘটশ্চ তদ্বভ্যো জায়তে। তথা সতি বস্তুরামর্থ্য  
নিয়মাতাবাৎ সর্বং সর্বস্মাদ্ভবেদিতি পিপাসুর্বপি দহনমাহুত্যা পিপাসামুপ-  
শময়েৎ, শীতান্তো বা তেজমাহুত্যা শীতাতিমিতি। তেন সৃষ্টান্তবেৎপি  
বন্ধহত্যাধিরনর্থহেতুবেবাহর্থহেতুশ্চ বাগাদিবিভ্যাহুপূর্বাং সিদ্ধম্।

দেখা যায়, ঐহিক হউক, পাবত্রিক হউক, সুখেব প্রতিই জীবের অমুবাগ,  
এবং দুঃখের প্রতিই দ্বেষ। এতদৃষ্টে জানা যায়, জীবের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের  
ফলেই পব পর সৃষ্টি এবং সেই কাবণেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ পর পর  
সৃষ্টি হইয়া থাকে। [ স্মৃতি ..বোচতে ] “পূর্ব্বো বা পূর্ব্বজন্মে যে জীব  
যে কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্জন কবিয়াছিল, সে জীব পুনঃসৃষ্টিতে বা পুন-  
র্জন্মে সেই কৰ্ম্ম অর্থাৎ তদনুরূপ কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয়। হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু,  
ক্রুর, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সত্য, মিথ্যা,—এ সকল পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবেই  
হয় এবং পূর্ব্বলংকাব-অনুসারেই রুচি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।” (প্রবৃত্তি  
বা রুচি দেখিলে তাহার মূল কারণের (বীজের) অনুমান হয়, সে মূল  
কারণ পূর্ব্বসংস্কার। ইহারই অন্য নাম গুণ্যাগুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বভাব, প্রকৃতি  
ও বাসনা)। [ প্রলীয় ..প্রেক্ষিতম্ ] জগৎ লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহাব  
শক্তির লয় হয় না, শক্তি থাকে। যে-কিছু জন্মে—সমস্তই শক্তিমূলক।  
শক্তিরূপ কারণ হইতেই জন্মে, আকস্মিক অর্থাৎ কাবণপরিশূন্ত উৎপত্তি

বিচ্ছিন্দ্যাপ্যন্তবতাং ভূবাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতির্ঘ্যানুঘ্য-  
লক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্মকলব্যবস্থা-  
নাঞ্চানাদৌ সংসারে নিয়তত্বমিন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধনিয়তত্ববৎ  
প্রত্যেতব্যম্ । ন হীন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদেক্যব্যবহারস্ত প্রতি  
সর্গমন্তথাৎ যত্বেন্দ্রিয়বিষয়কল্পং শাক্যমুৎপ্রেক্ষিতুম্ । অতশ্চ  
সর্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষম-  
ত্বাচ্ছেদ্যরাণাং সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাচ-  
র্ভবন্তি সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষ-

এবঞ্চ য এব বেদা অগ্নিন্ কল্পে ত এব কল্পান্তরে ত এব চৈবামর্থান্ত  
এব চ বর্ণাশ্রমাঃ । দৃষ্টসাধর্ম্যাসম্ভবে তদ্বৈধর্ম্যকল্পনমুমানাগমবিরুদ্ধম্ ।

আগমাশ্চেহ ভূয়াংসো ভাষাকারেণ দর্শিতাঃ ।

ঐতিহ্যতিপুরাণাখ্যাস্তত্বংকোপোহন্তথা ভবেৎ ॥

তন্নাং স্মৃষ্ট ক্তং “সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধ” ইতি । ‘অগ্নির্বা  
অকাময়ত’ ইতি ভাবিনীঃ বৃত্তিমাত্রিত্য বজমান এবাধিক্যাতে । ন  
হয়েদেবতাস্তরমগ্নিরাস্তি ।

নাই । শক্তি অসংখ্য ও অসংখ্যপ্রকার, এরূপ কল্পনা অন্যথা । পৃথিব্যানি  
লোকে, তদ্বর্তী দেব মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যানি, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, তত্ত্বজ্ঞের  
কল, সে সকলের ব্যবস্থা ( শৃঙ্খলা, পরিপাটী বা নিয়ম ), এ সকল মধ্যে মধ্যে  
আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিত হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম । এ নিয়ম  
বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধের সমান । বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিতে  
বা ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ উৎপ্রেক্ষা ( অনুমান ) করিতে পার না ।  
( অর্থাৎ পূর্বকল্পে চক্ষু শব্দ গ্রহণ করিত, এ কল্পে রূপগ্রহণ করিতেছে,  
এরূপ কল্পনা করিতে পার না । পূর্বকল্পের চক্ষু যজ্ঞশক্তিবিশিষ্ট, এ কল্পের  
চক্ষুও তজ্ঞশক্তিবিশিষ্ট ) । মনের নির্দিষ্ট বা অসাধারণ বিষয় নাই সত্য ;  
কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আছে । যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় নির্দিষ্ট—কন্সিন্ কালেও  
তাহার ব্যতিক্রম বা ব্যভিচার হয় না । [ অতশ্চ...বিরোধঃ ] যেহেতু সকল  
কল্পের ব্যবহার সমান—যেহেতু জৈমিণ্যগণ পূর্বকল্পীয়-ব্যবহার স্বরূপ করিতে  
ক্ষম—সেই হেতু প্রত্যেক কল্প পূর্বকল্পসদৃশ, ইহা সিদ্ধ হয় । যেহেতু  
পর-স্থিতি পূর্বস্থিতির সমান—সেই হেতু প্রথমকালেও অন্ততের আত্যাত্মিক



ণায়্যং জগতোহভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্দপ্রামাণ্যাদি-  
বিরোধঃ । সমাননামরূপতাঞ্চ ঐতিশ্যতী দর্শয়তঃ—

“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ ।

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরীক্ষমথো স্বঃ” ॥ ইতি ॥

যথা পূৰ্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যচন্দ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ কৃপ্তং  
তথাস্মিন্ধপি কল্পে পরমেশ্ববোহকল্পয়দিত্যর্থঃ । তথা অগ্নিৰ্বা  
অকাময়ত অন্নাদৌ দেবানাং শ্রামিতি, স এবমগ্নয়ে কৃন্তি-  
কাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপদিত, নক্ষত্রোষ্টিবিধৌ  
যোহগ্নিনিরবপৎ যস্মৈ বাগ্নয়ে নিরবপৎ তযোঃ সমাননাম-  
রূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়কা ঐতিরিহোদাহৰ্তব্য।  
স্মৃতিরপি,—

“ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টযঃ ।

শৰ্ব্বৰ্যাস্তে প্রসূতানাং তান্বেবৈভ্যো দদাত্যজঃ ॥

বিনাশ হয় না এবং আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায় শব্দপ্রামাণ্য সংরক্ষিত  
হয়, বিরোধ হয় না । সমান দ্রষ্টব্য। পূৰ্ব্ব-সমান-নামকপতা ঐতি  
শ্রুতি কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে । যথা ‘ধাতা ( পরমেশ্ব ) পূৰ্ব্বকল্পে যে  
প্রকার চন্দ্র সূর্য্য দিব্ পৃথিবী অষ্টবিক্র ও স্বৰ্গ ছিল এ কল্পে সেই প্রকার  
কল্পনা ( উৎপাদন ) করিলেন ।’ পূৰ্ব্বকল্পে যেপ্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি ছিল  
বিধাতা এ কল্পে ঐক্ সেই প্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন । “অগ্নি  
কামনা করিলেন, আমি দেবগণের অন্নাদি অগ্নি হইব । অনন্তর তিনি কৃত্তিকা  
নক্ষত্রোষ্টিমানিনী দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ ( অষ্টাকপাল =  
৮ মুৎপাত্রে সংস্কৃত । পুরোডাশ পিষ্টকাবশেষ । ) আহুতি প্রদান করি-  
লেন ।’ এ ঐতিও উদাহরণ যোগ্য । প্রদর্শিত নক্ষত্রাণ্য বিধিতে, যে  
অগ্নি যে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করার কথা বলা হইয়াছে, সেই  
উক্ত অগ্নি সন্ধান । ( পূৰ্ব্বকল্পেব বজ্রমান অগ্নি এ কল্পের দেবতা অগ্নি ) ।  
“পরমেশ্বর ঐশ্বর্যেব পব পুনঃসৃষ্টিকালে ঋষিদিগকে নাম ও বেদবিষয়ক  
জ্ঞান প্রদান করেন । যেমন ঋতুচিহ্ন সকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়, ঐক্ পূৰ্ব্ব  
সমস্তাদি ঋতুর চিহ্ন ( পত্রপুষ্পাদি উদাহরণ ) পব বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়,

যথার্থতুলিকানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে ।  
 দৃশ্যন্তে তানি তান্বেষ তথা ভাবা যুগাদিষু ॥  
 যথাভিমানিনোহতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ ।  
 দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ” ॥  
 ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্য। ॥ ৩০ ॥

মধ্বাদিষ্মসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামন্ত্যধিকার ইতি যৎ-  
 প্রতিজ্ঞাতং তৎপর্য্যাবর্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনি-  
 রাচার্য্যো মন্ত্যতে। কস্মাৎ মধ্বাদিষ্মসম্ভবাৎ। ব্রহ্মবিদ্যা-  
 ধিকারভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্ত্বাবিশেষায়মধ্বাদিবিদ্যাস্বপাধি-

ব্রহ্মবিদ্যাধিকারং দেবর্ষীগং ক্রবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিং সর্বাণ্য  
 ব্রহ্মবিদ্যাধিশেষেণ সর্বেধাং কিং বা কাস্থ চিদেব কেষাঙ্কিৎ। যদ্য-

ভেমনি, প্রলয়ের পব যুগারম্ভকালেও পূর্ব্বকল্পীয় পদার্থ সকল উদৃত হইয়া  
 থাকে। অতীত কল্পেব দেবতারা যদ্রূপ অভিমানী ও যদ্রূপ রূপবিশিষ্ট  
 ছিলেন, বর্ত্তমান কল্পের দেবতাবা সেইরূপ রূপ, সেই নাম ও সেই আত্মমান-  
 ধারী হইয়াছেন।” এ সকল স্মৃতি ও উদাহরণমধ্যে গণ্য।

দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে, এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে পুনর্বার  
 আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। জৈমিনি মুনি বলেন, দেবতাদের বিদ্যাধিকার  
 নাই। কেন-না, মধুবিদ্যা + প্রভৃতিতে তাহা অসম্ভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যাও  
 বিদ্যা, মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাব অধিকার থাকিলে মধুবিদ্যাতেও

\* জৈমিনিঃ তন্মাসক আচার্য্যঃ অনধিকারং ব্রহ্মবিদ্যার। দেবাদীনামধিকারান্ভাব  
 মন্যতে। হেতুমাহ—মধ্বাদীতি। বিদ্যাভাবশিষেণাং মধুবিদ্যাदिषু তেবাদিধিকারো ন সম্ভব  
 তীতি সূত্রার্থঃ।—জৈমিনি বলেন, মধুবিদ্যায় দেবতাদিগের অধিকার থাকা সম্ভব হু-  
 ত্বহাঃ অন্য বিদ্যাতেও অসম্ভব হয়। যেহেতু অসম্ভব হয়, সেই হেতু দেবতাব  
 উপাসনার অনধিকারী। অর্থাৎ দেবগণের উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান দুএর কিছুই নাই।

+ মধুবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। সূর্য্যের উপাসনা। ইহার অপর্য্যাপ্ত প্রাণোপ-  
 উপনিষদে বর্ণিত আছে।

কারোহুত্য়ুপগম্যেত । ন চৈবং সম্ভবতি । কথমসৌ বা  
আদিত্যো দেব মধ্বিত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনো-  
পাসীরন্ । দেবাদিষু হুত্য়ুপাসকেষুত্য়ুপগম্যামানেষু আদিত্যঃ  
কথমনুমানিত্যমুপাসীত । পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়ানি পঞ্চ  
রোহিতাদীনৃমৃতান্যুপক্রম্য, বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ  
সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীতুপদিশ্য,  
স য এতদেবমমৃতং বেদ বসুনামেবৈকো ভূত্বাঘ্নিনৈব মুখে-  
নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতীত্যাদিনা বস্বাহুত্য়ুপজীব্যানৃমৃতানি

বিশেষণ সঙ্কল্প, ততো মধ্বাদিবিদ্যারসম্ভবঃ । “কথমসৌ বাহুদিত্যো  
দেবমধু, ইত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্” । উপাস্ত্রো-  
পাসকভাবো হি ভেদাধিষ্টানো ন স্বাস্ত্রাদিত্যস্ত্র দেবতারাঃ সম্ভবতি । ন  
চাদিত্যাস্ত্রমস্তি । প্রাচ্যামাদিত্যানামগ্নিন্ কল্পে ক্ষীণাধিকারভাৎ । “পুন-  
শ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়ানি পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীতুপদিশ্য” ইতি । অয়মর্থঃ ।—অসৌ  
বা আদিত্যো দেবমধ্বিত্যত্র দেবানাং মোদনাং মধ্বিব মধু । ভ্রামরমধু-  
সাক্ষ্যমাহাংস্য শ্রুতিঃ । ‘তস্য মধুনো দ্যৌরেব তিরস্চীনবংশঃ । অন্তরিক্ষং  
মধ্বপূপঃ’ । আদিত্যস্য হি মধুনোপূপঃ পটলমন্তরিক্ষমাকাশং তত্রাবস্থানাং ।  
যানি চ সোমাত্যপয়ঃ প্রভৃতীতুগৌ হুয়ন্তে তাত্वादিত্যরশ্মিভিরগ্নিস্বলিতৈরু-  
পলপাকান্তমৃতীভাবমপরাভাদিত্যমণ্ডলমৃদ্রমধুপৈর্নীরন্তে । যথা হি ভ্রমরাঃ  
প্লাবিকিবেক, কিন্তু মধুবিদ্যার অধিকার থাকা অসম্ভব হয় । [ কথং...  
সম্পন্নতি ] কেন ? তাহা বলিতেছি । শ্রুতি “ঐ আদিত্য দেবমধু, দেবগণের  
আখ্যায়” ইত্যাদি ক্রমে-যে সূর্য্যের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন তাহা  
মনুষ্যানিগকেই বলিয়াছেন, দেবতাদিগকে নহে । দেবতারাও উপাসক,  
এ কথা বলিতে গেলে আদিত্য দেবতা আবার কোন্ আদিত্য দেবতার  
উপাসনা করিলে, তাহা বলিতে হইবেক । ( আদিত্য এক বৈ দুই নাই ) ।  
উক্ত উপাসনার আরও অঙ্গ আছে । যথা—আদিত্যাস্ত্রিত রূপপঞ্চক  
অমৃতস্বরূপ, তাহা বহু রুদ্র আদিত্য মরুৎ সাধ্যা—এই সকল দেবগণের  
উপজীবা । এই উপদেশের পরেই আছে, ফলশ্রুতি কথিত আছে, “যে  
উপাসক ঐ সকল অমৃতজীবী দেবগণকে জানে, উপাসনা করে, সে বহু  
প্রভৃতির অন্যতম হয়, হইয়া অগ্নিরূপ মুখের দ্বারা প্রোক্ত অমৃত দর্শনে

বিজানতাং বস্বাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি । বস্বাদয়স্তু কান-  
 ত্যান্ বস্বাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীযুঃ, কং চান্যাং  
 বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেযুঃ । তথা, অগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ

পুপেভ্য আহত্য মকবন্দং স্বস্থানমানরন্তোবমুদ্রাজ্ঞা ভ্রমরাঃ প্রয়োগসমবেতার্ধ-  
 শ্রবণাদিভির্থাং খেদবিহিতেভ্যঃ কৰ্মকুসুমৈভ্য আহত্য তন্নিপ্পন্নমকবন্দমাদিত্যা-  
 মণ্ডলং লোহিতাভিরস্যা প্রাচীভীরশ্মিনাডীভিরানরন্তি, তদমৃতং বসব উপ-  
 জীবন্তি । অথাস্যাদিত্যমধুনো দক্ষিণাভীরশ্মিনাডীভিঃ কৃষ্ণাভির্যজুর্কেদ-  
 বিহিতকৰ্মকুসুমৈভ্য আহত্যাগ্নৌ হতং সোমাদি পূৰ্ববদমৃতভাবমাগম্য  
 যজুর্শ্রব্ধভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানরন্তি, তদেতদমৃতং কৃষ্ণা উপজীবন্তি । অথা-  
 স্যাদিত্যমধুনঃ প্রাচীভীরশ্মিনাডীভিঃ কৃষ্ণাভিঃ সামবেদবিহিতকৰ্মকুসু-  
 মৈভ্য আহত্যাগ্নৌ হতং সোমাদি পূৰ্ববদমৃতভাবমাগম্য সামমন্ত্রতোজভ্রমরা  
 আদিত্যমণ্ডলমানরন্তি, তদমৃতমাদিত্যা উপজীবন্তি । অথাস্যাদিত্যমধুন  
 উদীচীভিরতিকৃষ্ণাভীরশ্মিনাডীভিরথর্কবেদবিহিতেভ্যঃ কৰ্মকুসুমৈভ্য আহ-  
 ত্যাগ্নৌ হতং সোমাদি পূৰ্ববদমৃতভাবমাগম্যমথর্কান্নিরসমভ্রমরাঃ তথা-  
 মেধবাচঃ স্তোমকৰ্মকুসুমাদিভিহাসপূরণমভ্রমরা অদিত্যমণ্ডলমানরন্তি ।  
 অশ্বমেধে বাচঃস্তোমে চ পারিপ্রবং শংসন্তীতি শ্রবণাদিভিহাসপূরণময়ানাম-  
 প্যন্তি প্রয়োগঃ । তদমৃতং মরুত উপজীবন্তি । অথাস্য বা আদিত্যমধুন  
 উজ্জ্বলী রশ্মিনাড্যো গোপ্যাস্তাভিরূপাসনভ্রমরাঃ প্রণবকুসুমাদিভ্যাদিত্য-  
 মণ্ডলমানরন্তি, তদমৃতমুপজীবন্তি সাধ্যাঃ । তা এতা আদিত্যব্যাপারায়  
 পঞ্চ রোহিতাদয়ো রশ্মিনাড্য ঋগাদিসম্বন্ধাঃ ক্রমেণোপদিশ্যেতি বোজনা ।  
 এতদেবামৃতং দৃষ্টোপলভ্য যথাস্বং সমন্তৈঃ করণৈর্ঘশন্তেজ ইন্দ্রিয়সাকল্য-  
 বীৰ্য্যান্নাদ্যাশ্রমৃতং তদুপলভ্যাদিত্যে তৃপ্যন্তি । তেন ধবমুতেন দেবানাং  
 বস্বাদীনাং মোদনং বিদধদাদিত্যো মধু । এতদুজ্জ্বলং ভবতি । ন কেবল-  
 মুপাসোপাসকভাবে একস্মিন্ বিকৃত্যতেহপি তু জাতুজ্ঞেরতাবশ্চ প্রাপ্য-  
 প্রাপকতাবশ্চেতি । “তথাগ্নিঃ পাদ” ইতি । অগ্নিদৈবতং যদাকাশে ব্রহ্ম-

পরিভূপ্ত হয়।” এ অংশে অমৃতজীবী বস্তুগণের জানে, উপাসনার  
 বস্তু-মহিমা প্রাপ্তির কথা আছে। [ বস্বা...সম্ভবতি ] বস্তু আবার কেমন  
 অমৃতোপজীবী বস্তুকে জানিবে? উপাসনা করিবে? এবং কোন্ বস্তু  
 মহিমা পাইবার প্রত্যাশা করিবে? এতদ্বিধ আরও কথা আছে। যথা—  
 “অগ্নিই তাহার পদ, বায়ুই তাহার পদ, বায়ুই সর্গ, আদিত্যই ব্রহ্ম।”

১. আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্বাণ সস্বর্গঃ আদিত্যো  
ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু দেবতাত্ত্বোপাসনেষু ন তেষামেব  
দেবতাত্ত্বনামধিকারঃ সম্ভবতি । তথা, ইমামেব গৌতমভর-  
দ্বাজাবয়মেব গৌতমোহয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিষু বিসম্বন্ধেযু  
উপাসনেষু ন তেষামেব মৌণ্যনামধিকারঃ সম্ভবতি । কূতশ্চন  
দেবাদীনামনধিকারঃ ॥ ৩১ ॥

### জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ \*

যদিদং জ্যোতির্গুণলং দ্ব্যস্থানমহোরাত্রাভ্যাং বস্তুমজ্জ-

দৃষ্টিবিধানার্থমুকম । আকাশস্য হি সঙ্গতত্বং রূপাদিহীনত্বক ব্রহ্মণা  
সাকপ্যং তস্য চৈতন্যাকাশস্য ব্রহ্মণশ্চাচারঃ পাদা অধ্যাদয়োহয়িঃ পাদ  
ইত্যাদিনা দণ্ডিতাঃ । যথা চি গোঃ পাদা ন গবা বিযুক্ত্যন্তে, এবমধ্যা-  
দয়োহপি নাকাশেন সঙ্গগতেনেত্যাকাশস্য পাদাঃ । তদেবমাকাশস্য  
চতুস্পদো বহুদৃষ্টিং বিধায় স্বকপেণ বায়ুং সস্বর্গগুণকমুপাস্যং বিধাতুং মহী  
করোতি—“বায়ুর্বাণ সস্বর্গঃ” । তথা ঋগপেঠৈবাদিত্যং ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যং  
বিধাতুং মহীকবোতি—“আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ” উপদেশঃ । অতি-  
য়োহিতার্থমজ্ঞং । যদ্ব্যচেত নাবিশেষেণ সর্বেষাং দেবর্বাণাং সর্বাশু ব্রহ্মবিদ্যা-  
স্বধিকারঃ কিন্তু যথাসম্ভবমিতি তত্রৈদমুপতিষ্ঠতে ।—

এ সকল উপাসনা দেবতারূপের উপাসনা, সুতরাং এ সকল উপাসনা  
দেবতাপক্ষে অসম্ভব । এতদ্ভিন্ন, ঋষি সস্বর্গীয় উপাসনাও আছে । সে  
সকল উপাসনা “দক্ষিণ কর্ণই গৌতম, বাম কর্ণই ভারদ্বাজ,” ইত্যাদি ক্রমে  
স্বাভিহিত আছে । এ সকল উপাসনা ঋষি-পক্ষে অসম্ভব হয় ।

দেবতা ঐর্ভূতব অনধিকার (বিদ্যায় বা উপাসনায়) পক্ষে অন্য  
হেতুও আছে ।

(পূর্বপক্ষ) যে সকল জ্যোতিঃ পিণ্ডাকাব, বাহাদের স্থান দিব্ (অন্ত-

\* আদিত্যাদিশ্রবণাং জ্যোতিষি জ্যোতিঃপিণ্ডে ভাবাং সত্বাং জ্যোতিঃপিণ্ডবাচিহাদি-  
ত্যাঃ । ন কশ্চিৎ প্রগ্রহবান চেতনো দেবোহন্তি বিগ্রহাতাবান্তেবাং ন কাপ্যধিকার  
ইতি প্রত্যাৰ্থঃ ।—হস্তগ্ৰহাতিবিশিষ্ট দেবতা আছে, এ বিষয়ে এমত নাই । আদিত্য, সূর্য,  
চন্দ্র, শুক্র, অশ্বারক, এ সকল শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক । জ্যোতিঃপিণ্ড  
সকল ক্ষণ জন্মের সর্বত্রই অনধিকার ।

গদবভাসয়তি তগ্নিমাতিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শকাঃ প্রযু-  
জ্যন্তে লোকপ্রসিদ্ধৈর্বাকাশেষপ্রসিদ্ধৈশ্চ । ন চ জ্যোতিঃ  
শ্ৰীশূলস্ত হৃদয়াদিনাং বিগ্রহেণ চেতনতয়াহর্বিজাদিনা কা  
যোগোহিবগন্তুং শক্যতে, মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ । এতৈঃ  
নাগ্নাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ । স্যাদেতৎ, মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-  
পুরাণলোকেভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ধাদ্যবগমাদয়মদোষ

লৌকিকৌ হাদিত্যাশিশদপ্রয়োগপ্রত্যয়ৌ জ্যোতিঃশূলাদিষু দৃষ্টৌ । চ  
চেতনামতি চেতন্তং ন হেতেষু দেবদত্তাদিবত্তদগুরুপা দৃষ্টান্তে চেষ্টাঃ  
‘স্যাদেতৎ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্য’ ইতি । তত্র জগৎভূতে দক্ষিণ  
মিস্ত্রহস্তমিতি চ, কাশিরিস্ত্র ইদ্রিতি চ । কাশিনুষ্টিঃ । তথা ‘হুবিগ্রীষে  
বয়োদয়ঃ সুবাহুরক্ষসো মদে । ইক্সো ব্রহ্মণি জিঘ্রতে’ ইতি বিগ্রহবদ্ধঃ  
দেবতয়া মন্ত্রার্থবাদো অভিবদন্তি । তথা হবির্ভোজনং দেবতয়া দর্শয়ন্তি—  
‘অক্সীজ পিব চ প্রস্থিতস্ত’ ইত্যাদয়ঃ । তথেশানাম্ । ‘ইক্সো দিব ইক্স দীপে  
পৃথিব্যা ইক্সো অপামিস্ত্র ইৎ পর্ততানাম্ । ইক্সো ব্রহ্মাম্ ইক্স ইমেধিরাণা-  
মিস্ত্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইক্স’ ইতি । তথা ‘ঈশানমন্ত্ৰ জগতঃ স্বর্দৃশমীশান-  
মিস্ত্র তক্ষুব’ ইতি । তথা বরিবসিতারং প্রতি দেবতয়াঃ প্রসাদং প্রদমায়াশ  
ফলদানং দর্শয়তি ‘আহতিভিরেব দেবান্ হতাদঃ প্রীণাতি তস্মৈ প্রীতঃ ইব  
মুর্জং চ যচ্ছন্তি’ ইতি । ‘তৃপ্ত এবৈনমিস্ত্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তপয়তি’ ইতি চ  
ধর্মশাস্ত্রকারা অপ্যাহঃ।—

রীক্ষা বা স্বর্গ), যাহারা দিবারাত্র ভ্রমণ করতঃ জগৎ প্রকাশ করিতেছে,  
তাহারাই আদিত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ । লোকে তাহাদের প্রতিই দেববাচী  
আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং শ্রুতি বাক্যের শ্রেয়ভাষণেও  
সেই সকল জ্যোতিঃপিণ্ডে আদিত্যাশিশব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয় ।  
সে সকল জ্যোতিঃপিণ্ডের হৃদয় নাই, অঙ্গ নাই, স্তবরাং তাহারা অচেতন,  
জড় । অড়ের ইচ্ছা নাই, কামনা নাই, অনুষ্ঠান সামর্থ্যও নাই । তাহারা  
মুখপিণ্ডের স্তায় অচেতন, ইহা স্পষ্ট প্রতিপাত হয় । অগ্নি-বায়ু-প্রভৃতিসকল  
ঐক্যপূর্ণ জানিবে । [ স্যাদেতৎ...তুচ্যতে ] যদি বল, মন্ত্র অর্থমাত্র ইতিহাস  
পুরাণ ও লোক এ সকলের দ্বারা দেবতার শরীর ও চেতন থাকি জানা

ইতি চেৎ, নেতুচ্যতে, ন তাবল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং  
প্রমাণমস্তি, প্রত্যক্ষাদিত্য এব হবিচারিতবিশেষেভ্যঃ প্রমা-  
ণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইতুচ্যতে। ন চাত্র  
প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তি। ইতিহাসপুরাণমপি  
পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতি। অর্থবাদা

তে তৃপ্তান্তর্পয়ন্ত্যনং সর্বকামকলৈঃ শুভৈঃ। ইতি।

পুরাণবচাংসি চ ভূয়াংসি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রপঞ্চমাচক্ষতে। লৌকিকা  
অপি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকং অরস্তি চোপচরস্তি চ। তথাহি।—যমং দণ্ড-  
হস্তমালিখন্তি, বরুণং পাশহস্তম্, ইন্দ্রং বজ্রহস্তম্। কথয়ন্তি চ দেবতা হবি-  
র্ভুক্ত ইতি। তথেশনামিমামাহঃ—দেবগ্রামো দেবক্ষেত্রমিতি। তথাস্যাঃ  
প্রসাদঞ্চ প্রসন্নায়াম্ ফলদানমাহঃ—প্রসন্নোহস্ত পতুপতিঃ পুত্রোহস্য জাতঃ।  
প্রসন্নোহস্ত ঘনদো ঘনমনেন লব্ধমিতি। তদেতৎ পূর্বপক্ষী দুষয়তি—  
“নেতুচ্যতে। ন হি তাবল্লোকো নাম” ইতি। ন খলু প্রত্যক্ষাদিব্যতি-  
রিক্তো লোকো নাম প্রমাণান্তরমস্তি, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিমূল্য লোকপ্রসিদ্ধিঃ  
সত্যতামম্নুতে তদভাবে ত্রুপসম্পরাবৎ মূল্যতাবাদ্বিপ্লবতে। ন চাত্রবিগ্র-  
হাদৌ প্রত্যক্ষাদীনামন্ততমমস্তি প্রমাণম্। ন চেতিহাসাদিমূলং ভবিতু-  
মর্হতি, তস্যাপি পৌরুষেয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদাপেক্ষণাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাজা-  
ভাবাৎ। ইত্যাহ—“ইতিহাসপুরাণমপী”তি। ননু কং মন্তার্থবাদেভ্যো

যায়, শুনা যায়, আমরা বলি তাহা অলৌক অর্থাৎ অপ্রমাণ। [ ন...মধি-  
কারস্য ] লোক কি প্রমাণ? পৃথক্ প্রমাণ? তাহা নহে। প্রত্যক্ষাদি  
প্রমাণই প্রমাণ, তদ্ব্যতীত অবিচারিত জ্ঞানকে লৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধি  
বলে। দেবতার শরীর অথবা চেতনা কোনও স্থলে কোনও লোকের  
প্রত্যক্ষ হয় নাই; সুতরাং তদ্বিবরে অহুমান প্রমাণও প্রসন্ন প্রাপ্ত হয় না।  
ইতিহাস ও পুরাণ পৌরুষেয় (পুরুষ রূত), তজ্জন্ত তাহা অন্তপ্রমাণ  
সাপেক্ষ। যাহা প্রমাণমূলক নহে তাহাও অপ্রমাণ। (অমূলক ইতিহাসের  
ও অমূলক পুরাণের প্রামাণ্য নাই। দেবতা সকল চেতন, তাঁহাদের শরীর  
আছে, এ সকল কথা প্রত্যক্ষমূলক নহে, অহুমানমূলকও নহে, সুতরাং  
নির্মূল, নির্মূল বলিয়া অপ্রমাণ।) অর্থবাদ-বাক্য বিধিবোধিত পদার্থের  
স্বব করে, প্রশংসা করে, অন্য কিছু প্রতিপাদন করে না। অন্তএব,

অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তূত্যৰ্থাঃ সন্তো। ন পার্ধগৰ্ণেন  
দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসম্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে ।  
মন্ত্রা অপি ক্রত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোহ্ভি-  
ধানার্থা ন কস্যাচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে । তস্মাদভাবো  
দেবাদীনামধিকারস্য ॥ ৩২ ॥

বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রসিক্কিরিত্যত আহ।—“অর্থবাদা অপী”তি । বিধ্যক্ষেপে-  
নৈকবাক্যতামাপাদ্যমানা অর্থবাদা বিধিবিষয়প্রাপ্ত্যলক্ষণাপরা ন স্বার্থে  
প্রমাণং ভবিতুমর্হসি । যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি হি শাক্তান্তায়বিদঃ ।  
প্রমাণান্তরেণ তু যত্র স্বার্থোহপি সমর্থ্যতে যথা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বম্, তত্র  
প্রমাণান্তরবশাৎ সৌহৃদ্যপেয়তে ন তু শব্দসামর্থ্যাৎ । যত্র তু ন প্রমাণান্তর-  
মস্তি যথা বিগ্রহাদিপঞ্চকে সৌহৃৎ শব্দাদেবাবগন্তব্যঃ । অতঃপরশ্চ শব্দো  
ন তদবগময়িতুমলমিতি তদবগময়াহস্ত তত্রাপি তাৎপর্যমভ্যুপেতব্যম্ । ন  
চৈকং বাক্যমুভয়পরং ভবতি । ভবতি চেৎ ইতি, বাক্যং ভিদ্যেত । ন চ  
সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদোন্মুজ্যতে । তস্মাৎ প্রমাণান্তরানধিগতবিগ্র-  
হাদিসম্ভাষ্যপরাচ্ছবদবগন্তব্যেতি মনোরথমাত্রমিত্যর্থঃ । মন্ত্রাশ্চ ব্রীহাদিবাৎ  
ক্রত্যানিভিস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যমানাঃ প্রমাণভাবানমুপ্রবেশিনঃ কথমুপ-  
যুজ্যস্তাং তেষু তেষু কস্মিন্স্থিত্যপেক্ষায়াং দৃষ্টে প্রকারে সম্ভবতি নাদৃষ্টকল্পনো-  
চিতা । দৃষ্টশ্চ প্রকারঃ প্রয়োগসমবেতার্থস্বরণং স্বত্বা চানুতিষ্ঠন্তানুষ্ঠাতারঃ  
পদার্থান্ । ঔৎসর্গিকী চার্ধপরতা পদানামিত্যপেক্ষিতপ্রয়োগসমবেতার্থ-  
স্বরণতাৎপর্যাণাং মন্ত্রাণাং নানধিগতে বিগ্রহাদাবপি তাৎপর্যম্ মুজ্যন্ত ইতি  
ন তেভ্যোহপি তৎসিদ্ধিঃ । তস্মাদেবতাবিগ্রহবতাদিত্যগ্রাহকপ্রমাণা-  
ভাবাৎ প্রাপ্তা বৰ্ধপ্রমাণগোচরতা স্যোতিপ্রাপ্তম্ ।

এবং প্রাপ্তেহ্ভিধীয়তে।—

অর্থবাদবাক্যে দেবতাদির শরীর বর্ণিত হইলেও তাহা তাহার অপ্রতি-  
পাদ্য । অপ্রতিপাদ্য বলিয়া সে অংশের ( দেবতার শরীর আছে, এই  
অংশের ) প্রামাণ্য নাই । মন্ত্রও প্রয়োগসমবেত পদার্থের ( অনুষ্ঠের  
বস্তুর ) আরক মাত্র, প্রমিতির ( বস্তুরবিষয়ক অভ্যাস বোধের ) জনক নহে ।  
এই সকল কারণে দেবতা প্রকৃতির শরীর অসিদ্ধ । শরীর অসিদ্ধ বলিয়াই  
বিদ্যাধিকার অসিদ্ধ ।



## ভাবন্তু বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ ৩৩ ॥\*

ভূশব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি । বাদরায়ণস্ত্রাচার্যো ভাব-  
মধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে । যদ্যপি মক্ষাদিবিদ্যাভূ-  
দেবতাদিব্যামিশ্রাস্থসম্ভবোহধিকারস্য তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং  
ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সম্ভবোহর্থিত্বসামর্থ্যাপ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধি-  
কারস্য । ন চ কচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র সম্ভবস্তত্রাপ্য-  
ধিকারোপোদ্যেত । মনুষ্যাণামপি ন সৰ্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং  
সৰ্ব্বেষু রাজসূয়াদিষধিকারঃ সম্ভবতি । তত্র যো ন্যায়ঃ  
সোহত্রাপি ভবিষ্যতি । ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গং

“ভূ শব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি” ইত্যাদি “ভূতধাতোরাদিত্যাদিষণ্য-  
চেতনত্বমভ্যুপগম্যত” ইত্যন্তমতিরোহিতার্থম্ । “মন্ত্রার্থবাদাদিব্যবহারাদি”-

( শিদ্ধান্ত ) আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, দেবতা প্রভৃতিরও বিদ্যাধিকার  
আছে। মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অধিকার অসম্ভব হইলেও ব্রহ্ম  
বিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয় না, প্রত্যুত সম্ভবই হয়। কারণ এই  
যে, কামনা প্রভৃতি যে-কিছু অধিকার-কারণ—সমস্তই দেবতাদি পক্ষে  
সম্ভব। [ ন চ...ভবিষ্যতি ] কোন এক স্থলে অসম্ভব দেখিয়া সৰ্ব্বত্রই  
অসম্ভব বলা অন্যথা। যেখানে সম্ভবে—সেখানেও অধিকার নাই বলা  
নিতান্ত অযুক্ত। সকল কার্য্যে সকলের অধিকার থাকে না। রাজসূয়  
যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নাই। ব্রাহ্মণের নাই  
বলিয়া কি ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকিবেক না? ক্ষত্রিয়ের রাজসূয়াদিকার  
পক্ষে যে যুক্তি—দেবতার বিদ্যাধিকারপক্ষেও সেই যুক্তি। [ ব্রহ্ম...  
সংবাদাদি ] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রস্তাবেও দেবতাপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার-সূচক কথা

\* ভূশব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষং নিষেধতি । প্রোক্তঃ পূৰ্ব্বপক্ষো ন এসম্ভবতীর্থঃ । ভাবঃ অধি-  
কারম্যাপ্তিঃ দেবাদীনাং বাদরায়ণোমন্ততে । হি যতঃ অন্ত্যধিকার-কারণম্ । বিগ্রহবস্তুরা  
ভেদানপার্থিত্ব সামর্থ্যাদিকমধিকার কারণঃ সম্ভবতীতি যাবৎ ।—আদিত্যাদি শব্দ জ্যোতিঃ-  
পিণ্ডের বাচক, তৎকারণে বিগ্রহবান্ ও চেতন আদিত্যাদি দেবতা নাই, এ পূৰ্ব্বপক্ষ হইতেই  
পারে না। বাদরায়ণ মুনি বলিয়াছেন, বিগ্রহবান্ চেতন দেবতাতেও আদিত্যাদিশব্দের  
অসিদ্ধি বা বাচকতা আছে সুতরাং তাঁহাদের অস্তিত্ব প্রভৃতিও আছে।

শ্রোতং দেবাদ্যধিকারস্য সূচকং,—তদ্ব্যো যো দেবানাং  
প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণামিতি । তে  
হোচুর্হস্ত তমাত্মানমস্বিচ্ছামো যমাত্মানমস্বিম্য সর্বাংশ্চ  
লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামানিতি । ইন্দ্রো হ বৈ দেবানা-  
মভিপ্রবত্রাজ বিরোচনোহসুরাণামিত্যাदि চ । স্মার্তমপি  
চ গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসম্বাদাদি । যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবা-  
চ্ছেতি, অত্র ক্রমঃ, জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদিত্যাদয়ো  
দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবস্তুমৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতং তং তং  
দেবাত্মানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ । অস্তি  
হৈশ্বর্য্যযোগাদেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিষ্চাবস্থাভূতং যথৈ-  
কৈক তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম্ । তথা হি শ্রুয়তে  
তত্রক্ষণ্যার্থবাদে মেধাতিথের্শ্বেষেতি । মেধাতিথিং হ কাণ্ণা-

তি । আদিগ্রহণেনেতিহাসপুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে । মন্ত্রাদীনাং ব্যবহারঃ  
প্রতিপত্তস্য দর্শনাদিতি । পূর্ব্বপক্ষমন্তুভাষতে—“যদপ্যুক্ত”মিতি । একদে  
শিমতেন তাবৎ পরিহরতি—“অত্র ক্রম” ইতি । তদেতৎপূর্ব্বপক্ষিণমুখাপ্য

আছে । যথা—“দেবগণের মধ্যে যে দেব ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হন, সে দেব ব্রহ্মই  
হন । ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও ঐরূপ ।” “দেবতার। বলিলেন,  
আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব—যাঁহার অন্বেষণ করিলে সকল লোক  
ও সকল কামনা পাওয়া যায় ।” “দেবতাদের ইন্দ্র ও অসুরদিগের বিরোচন  
প্রএজ্যা ( ব্রহ্মজ্ঞানার্থ সন্ন্যাস ) করিয়াছিলেন ।” এতদ্বিত্ত, স্মৃত্যুক্ত যাজ্ঞ-  
বল্ক্য গন্ধর্ব্ব সংবাদ প্রভৃতিও দেবতার জ্ঞানধিকারের সূচক ( অন্তঃসাপেক্ষ ) ।  
[ যদ...সামর্থ্যম্ ] বলিয়াছিলে, দেবতাবাচক আদিত্যাদিশব্দ জ্যোতিঃ-  
পিণ্ডেই প্রযুক্ত হয়, সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি । আদিত্যাদি-শব্দ  
ঐশ্বর্য্যবান্ চেতন-দেবতা বুঝাইতেও সমর্থ । মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও  
সেইরূপ ব্যবহার আছে । দেবগণ ঐশ্বর্য্যবলে জ্যোতিঃরূপে অবস্থান  
করিতে ও ইচ্ছাক্রমে দেহ ধারণ করিতে সমর্থ বা পারগ । [ তথাহি...  
দিত্যুক্তম্ ] এ কথা প্রতিপত্তেও আছে ।—“ইন্দ্র মেঘ হইয়া কাণায়ন

য়নং ইন্দ্রে। মেঘো ভূত্বা জ্বহাৱেতি । স্বৰ্ঘ্যতে চ, আদিত্যঃ  
পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগামেতি । যুদাদিষপি চেতনাধিষ্ঠা-  
তারোহ্ৰুপগম্যন্তে—যুদত্রবীদাপোহক্ৰবন্মিত্যাদিদর্শনাৎ ।  
জ্যোতিরাদেস্ত ভূতধাতোৱাদিত্যাদিষপ্যচেতনত্বম্ভুপগ-  
ম্যতে । চেতনাস্থিধিষ্ঠাতারো দেবতাত্মানো মন্ত্যর্থবাদাদিষু  
ব্যবহাৱাদিত্যুক্তম্ । যদপ্যুক্তং মন্ত্যর্থবাদয়োৱন্ত্যর্থত্বান্ন  
দেবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশনসামর্থ্যমিতি, অত্র ক্রমঃ । প্রত্যয়া-

গোত্রীয় মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন ।” মহাভারতেও লিখিত আছে,  
“সূৰ্য্য পুরুষরূপে কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন ।” শাস্ত্রে মৃত্তিকা প্রভৃতি  
জড়ে চেতনের অধিষ্ঠান থাকা স্বীকার আছে । যথা—“সেই মৃত্তিকা বলিল,  
সেই জল বলিল ইত্যাদি ।” এ সকল কথা চেতনাধিষ্ঠানের অনুমাপক ।  
জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্যংশ ভৌতিক ও অচেতন হইলেও তাহাতে চেতন  
দেবতার অধিষ্ঠান আছে । ( যেমন এই ভৌতিক দেহে চেতন আত্মার  
অধিষ্ঠান, সেইরূপ, ভৌতিক জ্যোতিঃপিণ্ডেও চেতন দেবতার অধিষ্ঠান ।  
দৃশ্য জ্যোতিঃপিণ্ডটী সূৰ্য্যদেবতার শরীর, উহাতে চেতন সূৰ্য্যদেবতা এত-  
দেহে আত্মার ভায় অধিষ্ঠিত আছেন । ) মন্ত্বে ও অর্থবাদ, শাস্ত্রে সেই সেই  
দেবতার ব্যবহার হয়, জড়াংশের ব্যবহার হয় না । [ যদপ্যুক্তং...পদ্যতে ]  
বলিয়াছিলে, মন্ত্ৰ কেবল অনুষ্ঠেয়-পদার্থের স্মরণ করায়, আর অর্থবাদ  
কেবল বৈধবিষয়ের স্তুতি (প্রশংসা) করে ; স্মরণ করান ও প্রশস্ত্য  
বুঝান, এই দুই অর্থ ব্যতীত ইন্দ্র বজ্রধর, এ সকল অবাস্তব অর্থ বুঝান  
মন্ত্বে ও অর্থবাদের তাৎপৰ্য্য নহে ; অর্থাৎ ঐ তাৎপৰ্য্যে ঐ অর্থবাদ  
প্রবৃত্ত হয় নাই ; বাহা বাহার তাৎপৰ্য্য নহে, তাহা তাহার অর্থও নহে ।  
অর্থবাদ বিধিপ্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত, তজ্জন্ত তাহা প্রশংসা মাত্র বুঝায় ।  
অর্থাৎ বৈধ বিষয়ের প্রশস্ত্য জ্ঞান জন্মায়, অজ্ঞ জ্ঞান জন্মায় না ।  
( অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদ ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, এরূপ কোন বিগ্রহ-  
বান্ দেবতা বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইবে না, জন্মাইলে তাহা ভ্রম হইবে । ) এ  
আপত্তির প্রত্যাপত্তি এইরূপ ।—বুঝা না বুঝা অর্থাৎ জ্ঞান হওয়া না হওয়া  
বস্তৃ থাকা না থাকার অধীন, অজ্ঞ কিছুর অধীন নহে । বস্তৃ থাকিলে  
জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, ইহাই নিয়ম । এক উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইলে

প্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্থত্বমন্যার্থত্বং  
বা । তথা হ্যন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি  
অস্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে । অত্রাহ, বিষম উপন্যাসঃ । তত্র  
হি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তমস্তি যেন তদস্তিত্বং  
প্রতিপদ্যতে । অত্র পুনর্বিধ্যাচ্ছেদৈক্যবাক্যভাবেন স্তব্যার্থে-  
হর্থবাদে ন পার্থগর্থেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃতিঃ শক্যাধ্যবসায়-  
য়িতুম্ । ন হি মহাবাক্যে প্রত্যয়কেহবাস্তুরবাক্যস্য পৃথক্

দৃশয়তি—“অত্রাহ”, পূর্বপক্ষী । শাক্তী ধর্মিয়ং গতিঃ, বৃত্তান্তপরিঘাধীনবৃত্তিত্বং  
নাম । ন হস্তপরঃ শব্দোহন্যত্র প্রমাণং ভবিতুমর্হতি । ন হি ত্রিভির্নির্গেজন-  
পরং যতো ধাবতীতি বাক্যং ইতঃ সারমেয়বেগবদামনং গময়িতুমর্হতি ।  
ন চ নঞবতি মহাবাক্যে হবাস্তুরবাক্যার্থো বিধিরূপঃ শক্যো হবগন্তম্ । ন চ  
প্রত্যয়মাত্রাং সৌহৃদ্যার্থেহস্ত ভবতি তৎপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তিত্বাৎ । ন পুনঃ  
প্রত্যক্ষাদীনামিয়ং গতিঃ । ন হৃদকাহরণার্থিনা ঘটদর্শনায়োগীলিতং চক্ষু-

অস্ত কিছু হইবে না, বুঝিবে না, এমন কোন নিয়ম নাই । পাটলীপুত্র-  
নগর দেখিবার উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষ কি পথিমধ্যে তৃণাদি দেখে না ? না  
তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে না ? মস্ত ও অর্থবাদ ঐরূপ জানিবে । মস্ত ও  
অর্থবাদ অনুষ্ঠেয় পদার্থ স্মরণ করাইতে ও বেধ-বিষয়ের প্রশংসা করিতে  
প্রবৃত্ত হইলেও তন্মধ্যস্থ অবাস্তুর বাক্য সকল অবশ্যই বিগ্রহবান্ দেবতা  
বুঝাইবে, তদ্বিসয়ক সত্য জ্ঞানও জন্মাইবে । [ অত্রাহ...রপীতি ] এই  
স্থানে কেহ কেহ বলিবেন, দৃষ্টান্তটী অসম হইল, সমদৃষ্টান্ত হইল না ।  
পাটলীপুত্র-প্রস্থিত পথিকের তৃণাদি জ্ঞান পৃথক্ প্রমাণ সমুদ্ভূত । পথে  
তৃণাদি থাকে, তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ হয়, তাই তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে ।  
সে জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত—তৎকারণে তাহা সত্য । অতএব, পথি-দৃষ্ট  
তৃণের দৃষ্টান্ত অর্থবাদপক্ষে খাটে না । অর্থবাদ বাক্যের মধ্যে যতই পদ  
থাকুক, যতই বাক্য থাকুক, সমস্তই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক  
বাক্য বা এক কথা হইয়া, একই অর্থ বোধ্য করায় । তৎকারণে তাহার  
পৃথগর্থ থাকে না । পৃথগর্থ না থাকাতাই তাহা বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞানের  
( ইন্দ্র বজ্র হস্ত, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানের ) জনক নহে । যেমন সূর্য্য, পান,  
করিবেক, না,—এই চারি কথা পৃথক চারিটী অর্থ বলে না, কিন্তু মিলিয়া,

প্রত্যায়কত্বম্ভি । যথা ন সুরাং পিবেদিতি নঞবতি বাক্যে  
পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানপ্রতিষেধ এবৈকোহর্থো গম্যতে ন  
পুনঃ সুরাং পিবেদিতি পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপীতি ।  
অত্রোচ্যতে । ন বিষম উপন্যাসঃ । যুক্তং যৎ সুরাপানপ্রতি-  
ষেধে পদান্বয়ৈশ্চ কত্বাদবাস্তুরবাক্যার্থস্তাগ্রহণম্ । বিধু-

ঘটপটৌ বা পটং বা কেবলং নোপলভতে । তদেবমেকদেশিনি পূৰ্ব্বপক্ষিণা  
দৃষিতে পরমসিদ্ধান্তবাদ্যাহ—“অত্রোচ্যতে । বিষম উপন্যাস” ইতি ।  
অয়মভিসন্ধিঃ—‘লোকে বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নার পদানি প্রযুক্তানি তদন্তরেন  
ন স্বার্থমাত্রস্বরূপে পর্য্যাবস্যাতি । ন হি স্বার্থস্বরূপমাত্রায় লোকে পদানাং  
প্রয়োগো দৃষ্টপূৰ্ব্বঃ । বাক্যার্থে তু দৃশ্যতে । ন চৈতান্যাস্মারিতস্বার্থানি  
সাক্ষাদবাক্যার্থং প্রত্যায়য়িতুমীশত ইতি স্বার্থস্বরূপং বাক্যার্থমিত্যেহবাস্তুর-  
ব্যাপারঃ কল্পিতঃ পদানাম্ । ন চ বদর্থং যৎ তৎ তেন বিনা পর্য্যাবস্যাভীতি  
ন স্বার্থমাত্রাভিধানেন পর্য্যাবসানং পদানাম্ । ন চ নঞবতি বাক্যে বিশদন  
পর্য্যাবসানম্ । তথা সতি নঞপদমনর্থকং স্যাৎ । যথাহঃ,—

সাক্ষাদযদ্যপি কুর্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্ ।

বর্ণান্তথাপি নৈতন্নিহ্ন পর্য্যাবস্যাতি নিক্ষলে ॥

বাক্যার্থমিত্যে তেষাং প্রবৃত্তৌ নাস্তস্বীয়কম্ ।

পাকৈ জালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্ ॥ ইতি ॥

সেয়মেকস্মিন্ বাক্যে গতিঃ । যত্র তু বাক্যসৌকস্যা বাক্যান্তরেন সম্বন্ধ-  
স্তত্র লোকান্তরাতো ভূতার্থব্যাংপত্তৌ চ সিদ্ধায়ামেকৈকস্যা বাক্যস্য তত্ত-  
এক হইয়া, সুরাপাননিষেধ রূপ একই অর্থের বোধ জন্মায় । অর্থবাদ  
বাক্যকে সেইরূপ জানিবে । অর্থবাদ-মধ্যে বতই অবাস্তুর বাক্য থাকুক,  
একটীরও পৃথগর্থ নাই । সমস্ত বাক্যই বিধির সহিত মিলিত হইয়া,  
এক কথা বা একবাক্য হইয়া, প্রাশস্ত্যরূপ একই অর্থের বোধ জন্মায় ;  
মধ্যগত বৃত্তান্ত জানবহিভূত হইয়া যায় । সুরাং অর্থবাদ সকল  
বৃত্তান্তমধ্যপাতী দেবতাবিগ্রহাদি বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ প্রমাণ নহে ।  
[ অত্রোচ্যতে...পদ্যান্তে ] এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত  
দৃষ্টান্ত অসম-দোষ-দৃষ্ট নহে ; প্রত্যুত বাদৌ ‘সুরাপান করিবেক না’ এই  
উদাহরণ অসম । সুরা পান করিবেক না, এ স্থলে অবাস্তুর বাক্যের

দেশার্থবাদয়োস্ত্বর্থাবাদস্থানি পদানি পৃথগন্থয়ং বৃত্তান্তবিষয়ঃ  
প্রতিপদ্যাহনন্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিধিতাবকত্বং প্রতি-  
পদ্যন্তে। যথা হি বায়বঃ শ্বেতমালভেত ভূতিকাং ইত্যত্র  
বিদ্যাদ্দেশবর্তিনাং বায়বাতিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ, নৈবং  
বায়ুরৈব ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব সেন ভাগধেয়েনোপ-

বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়নেন পর্য্যবসিতবৃত্তিঃ পক্ষাৎ কুতশ্চিক্কেতোঃ প্রয়োজনা  
স্তরাপেক্ষায়ামন্বয়ঃ কল্পতে। যথা ‘বায়ুরৈব ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব সেন  
ভাগধেয়েনোপধাবতি স এদৈবং ভূতং গময়তি বায়বঃ শ্বেতমালভেত’  
ইত্যত্র। ইহ হি যদি ন স্বাধ্যায়াব্যয়নবিধিঃ স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যঃ বেদরশিঃ  
পুরুষার্থতামনেব্যক্তো ভূতার্থমাত্রপদ্যবাদিতার্থবাদো বিদ্যাদ্দেশেন নৈক-  
বাক্যতামগমিষ্যন্। তৎ স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈনর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্তান্তাদি-  
গোচরাঃ সন্ততঃপ্রত্যয়নদ্বারেন বিধেয়প্রাপ্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পুনরবিব-  
ক্ষিতস্বার্থা এব তল্লক্ষণে প্রভবন্তি তথা সতি তল্লক্ষণেব ন ভবেৎ। অভিধেয়া-  
বিনাভাবসা তদীজস্যভাবাৎ। অতএব গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাশব্দঃ  
স্বার্থসম্বন্ধমেব তীবঃ লক্ষয়তি ন ভু সমুদ্রতীরম। তৎ কস্য হেতোঃ,  
স্বার্থপ্রত্যাসক্ত্যভাবাৎ। ন চৈতৎ সর্বং স্বার্থবিবক্ষায়াং কল্পতে। অত  
এব যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থা অর্থবাদো দৃশ্যন্তে, যথা দিক্জো বৈ পশো,  
যজমানঃ প্রস্তরঃ, ইত্যোনমাদয়ঃ, তত্র যথা প্রমাণান্তরবিবোধো যথাচ  
স্বত্যাথতা তচ্ছতরসিদ্ধার্থং গুণবাদাস্বতি চ তৎসিদ্ধির্নিতি চাস্মদ্রসৈজ্জমিনিঃ।

(পদের) পৃথগর্থ না থাকাহ উচিত। কারণ, ঐ স্থানে পদার্থই (পদসমূহের  
পরস্পর সম্বন্ধ) এক বৈ জুই হয় না। হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু  
অর্থবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থবাদ কি? অর্থবাদ বৃত্তান্তবোধক বচ-  
বাক্য-নির্মিত সন্দর্ভ। অর্থবাদ প্রথমতঃ বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মার,  
পরে কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত (ইহা বা এ বর্ণনা কি জন্ত? একরূপ আকাঙ্ক্ষা  
বশতঃ) বিধিতে মিলিত হয় অর্থাৎ বিধির সহিত এক কথা বা এক  
বাক্য হইয়া যায়। তখন তাহার স্বতি অর্থ অন্বেষিত হয়, তৎপূর্বে স্বতি-অর্থ  
অন্বেষিত হয় না। [যথা...ব্যাখ্যাতঃ:] “যে ঐশ্বর্য্যাকামী সে শ্বেতবর্ণ  
বায়ব-পণ্ড আলস্তন (স্পর্শ অথবা বধ) করিবেক।” এই বিধির অর্থবাদ—  
“বায়ু ক্ষিপ্তকারী দেবতা। যজমান স্বীয় ভাগে টকাব পরিহিত হয়, তিনিও

ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যোষামর্থবাদগতানাং  
পদানাম্ । ন হি ভবতি বায়ুর্বা আলভেত ক্লেপিষ্ঠা দেবতা বা  
আলভেতেত্যাদি । বায়ুস্ভাবসকীৰ্ত্তনেন হ্রবাস্তুরমদ্বয়ং প্রতি-

তস্যাং যত্র সৌহর্থোহর্থবাদানাং প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন প্রাপ্ত্য-  
লক্ষণেতি লক্ষিতলক্ষণা । যত্র তু প্রমাণান্তরসম্বাদস্তত্র প্রমাণান্তরা-  
বার্থবাদাদপি সৌহর্থঃ প্রসিধ্যতি । দ্বয়োঃ পরস্পরানপেক্ষয়োঃ প্রত্য-  
ক্ষানুমানমোরিতৈবকত্রার্থে প্রবৃত্তেঃ । প্রমাত্রপেক্ষয়া হ্রুবাদকত্বম্ । প্রমাত্রা  
হ্রবাৎপন্নঃ প্রথমং যথা প্রত্যক্ষাদিভৌহর্থমবগচ্ছতি ন তথান্নারতঃ । তত্র  
ব্যাৎপত্ত্যাদ্যপেক্ষয়াং । ন তু প্রমাণাপেক্ষয়া দ্বয়োঃ স্বার্থেহনপেক্ষাদি-  
ভুক্তম্ । নসেবং মানান্তরবিরোধেহপি কস্মাদ্গুণবাদো ভবতি বাবতা  
শব্দবিরোধে মানান্তরমেব কস্মান্ন বাধ্যতে । বেদান্তৈস্ত্রিবাঈদৈতবিষয়ৈঃ  
প্রত্যক্ষাদয়ঃ প্রপঞ্চগোচরাঃ কস্মাদাহর্থবাদবদেদান্তা অপি গুণবাদেন ন  
নীয়ন্তে । অত্রোচ্যতে । লোকানুসারতো দিধিধো হি বিবরঃ শব্দানাম্ ।  
দ্বারতশ্চ তাৎপর্যাতশ্চ । যটেকগিন্ বাক্যো পদানাং পদার্থা দ্বারতো  
বাক্যার্থশ্চ তাৎপর্যাতো বিষয়ঃ, এবং বাক্যবৈয়ক্যবাক্যাতায়ামপি । যথেষং  
দেবদত্তীয়া গোঃ ক্রেতবোভ্যেকং বাক্যমেবা বহুকীরেত্যপমম্ । তদস্য  
বহুকীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্ । তাৎপর্যাস্ত ক্রেতবোতি বাক্যাস্তরার্থে । তত্র  
যদ্বারতস্তৎপ্রমাণান্তরবিরোধেহত্ৰথা নীয়তে । যথা বিষয় ভক্ষয়েতি বাক্যং  
মাংস্য গৃহে ভঙ্ক্যেতি বাক্যাস্তরার্থপন্নং সৎ । যত্র তু তাৎপর্যং তত্র মানা-  
ন্তরবিরোধে পৌরুষেষ্মমপ্রমাণমেব ভবতি । বেদান্তাস্ত পৌরুষার্থপর্যায়-  
লোচনয়া নিরন্তরমসমস্তভেদপ্রপঞ্চত্রয়প্রতিপাদনপর্যাপ্তপৌরুষেষ্মতয়া স্বতঃ-  
সিদ্ধতাস্ত্বিকপ্রমাণভাবাঃ সমস্তাস্ত্বিকপ্রমাণভাবাঃ প্রত্যক্ষাদীন প্রচ্যাব্য  
সাংব্যবহারিকে তস্মিন্ ব্যবহাণয়ন্তি । ন চাদিত্যো বৈ যুপ ইতি বাক্য-  
মাদিত্যাস্ত যুপত্বপ্রতিপাদনপরমপি তু যুপস্ততিপরম্ । তস্যাং প্রমাণান্তর-  
বিরোধে দ্বারীভূতো বিষয়ো গুণবাদেন নীয়তে যত্র তু প্রমাণান্তরং বিরো-  
ধকং নান্তি, যথা দেবতাবিগ্রহাদো, তত্র দ্বারতোহপি বিষয়ঃ প্রতীয়মানো  
ন শক্যস্ত্যক্তুং, ন চ গুণবাদেন নেতুং, কো হি মুখ্যে সম্ভবতি গোণমাত্র-  
যজ্ঞমানের ঐখ্য্যাপ্রাপ্তি করান ।” প্রোক্ত বিধিবাক্যে যে বায়ব্যা-  
দিশব্দ আছে, তাহা বিধির জন্তু প্রযুক্ত (প্রযুক্ত), তৎকারণে তাহা যে-ভাবে বা  
বেদ্যে বিধির সহিত মিলিত হয়, অস্তিত্ব হয়, অর্থবাদ বাক্যস্থ বায়ু প্রভৃতি

পদ্য এবম্বিশিষ্টদৈবত্যািমদং কশ্মেতি বিধিং স্বরাস্তি ।  
তদ্বজ্র যোহবাস্তুরবাক্যার্থঃ প্রমাণাস্তুরগোচরো ভবতি তত্র  
তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ততে । যত্র প্রমাণাস্তুরবিরুদ্ধস্তত্র  
গুণবাদেন । যত্র তু তদুভয়ং নাস্তি তত্র কিং প্রমাণাস্তুরা-

দতিপ্রসঙ্গঃ । তথাসত্যানধিগতবিগ্রহাদি প্রতিপাদনং বাক্যং তিদোক্তেতি  
চেৎ । অক্সা । ভিন্নমেবৈতদ্বাক্যম্ । তথা সতি তাৎপর্যাভেদোহপীতি চেৎ ।  
ন । স্বারভোহপি তদবগতো তাৎপর্যাস্তুরকল্পনায়্য অযোগ্যঃ । ন চ যত্র  
বস্যা ন তাৎপর্যং তস্য তত্রাপ্রামাণ্যং, তথা সতি বিশিষ্টপদং বাক্যং বিশে-  
ষণেপ্রমাণমিতি বিশিষ্টপদমপি ন স্যাৎ, বিশেষণাবিষয়ত্বাৎ, বিশিষ্টবিষয়-  
ত্বেন তু তদাক্ষেপে পরস্পরাশ্রয়ত্বম্ । আক্ষেপাধিশেষণপ্রতিপত্তৌ সত্যং  
বিশিষ্টবিষয়ত্বং বিশিষ্টবিষয়বাক্যে তদাক্ষেপঃ । তস্মাদ্বিশিষ্টপ্রত্যয়পরেভ্যো-  
হপি পদেভ্যো বিশেষণানি প্রতীয়মানানি তস্যৈব বাক্যস্য বিষয়ত্বেনাহনি-  
চ্ছতাপাত্ত্বাপেক্ষানি যথা তথাহন্তপরেভ্যোহি পার্থক্যবাদবাক্যেভ্যো দেবতাবিগ্রহা-  
দয়ঃ প্রতীয়মানা অসতি প্রমাণাস্তুরবিরোধে ন যুক্তান্তাক্ষম্ । ন হি মুখ্যার্থ-  
সম্ভবে গুণবাদো যুক্ত্যতে । ন চ ভূতার্থমপ্যাপেক্ষয়েৎ বচো মানাস্তুরাপেক্ষ-  
স্বার্থে যেন মানাস্তুরাসম্ভবে ভবেদপ্রমাণমিত্যুক্তম্ । স্যাদেতৎ । তাৎ-  
পর্য্যেক্যোহপি যদি বাক্যভেদঃ কথং তর্হাথৈকত্বাদেকং বাক্যান্ । ন । তত্র  
তত্র যথাস্তং তত্ত্বং পদার্থবিশিষ্টকপদার্থ প্রতীতিপর্য্যবসানসম্ভবাৎ । স তু  
পদার্থাস্তুরবিশিষ্টঃ পদার্থ একঃ কচিদ্বারভূতঃ কচিদ্বারীভ্যোত্যাবান্ বিশেষঃ ।  
নহেবং সত্যোদনং ভুক্ত্য গ্রামং গচ্ছতীত্যত্রাপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ । অত্রো  
হি সংসর্গ উদনং ভুক্তি তি, অন্তস্ত গ্রামং গচ্ছতীতি । ন । একত্র প্রতীতে-

শব্দ সে-ভাবে বা সে-রূপে অধিত বা মিলিত হয় না । অর্থাৎ বায়ু আলভন  
করিবেক, ক্ষিপ্ততম দেবতা আলভন করিবেক, এরূপ অর্থ বা অর্থ হয় না ।  
ঐ সকল অবাস্তুর বাক্য প্রথমে বায়ুর স্বভাব ব্যক্ত করে, বুঝাইয়া দেয়,  
পরে বিদ্বির সহিত মিলিয়া, এক হইয়া, বৈধবিষয়ের প্রাপ্ত্য বোধ জন্মায় ।  
যে স্থলে অর্থবাদস্থ অবাস্তুর বাক্যের অর্থ অন্যপ্রমাণের বিষয় হয়, বুদ্ধিতে  
হইবে, সে স্থলে তাহা ( সে অর্থবাদ ) অনুবাদ উদ্দেশে প্রযুক্ত । ( জ্ঞান-  
জাপনের নাম অনুবাদ ) । যে স্থলে দেখিবে, অবাস্তুর বাক্যের অর্থ প্রমাণ-  
বিরুদ্ধ, বুদ্ধিতে হইবে, সে অর্থবাদ কেবল গুণ বলিতেই প্রযুক্ত । এই  
গুণবাদ-অর্থবাদে যে বৃত্তান্ত থাকে, সে বৃত্তান্ত প্রতিপাদ্য নহে, সেই



ভাবাদ্গুণবাদঃ শ্রাদাহোম্বিৎ প্রমাণাস্তরাবিরোধাদ্বিদ্য-  
মানবাদ ইতি প্রতীতিশরণৈর্বিদ্যমানবাদ আশ্রয়ণীয়ো  
ন গুণবাদঃ । এতেন মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ । অপি চ, বিধি-  
ভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংশি চোদয়দ্বিরপেক্ষিতমিস্রা-  
দীনাং স্বরূপম্ । ন হি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতশ্চারোপ-

রপর্যাবসানাৎ । ভুক্তেতি হি সমানকর্তৃকতা পূর্বকালতঃ চ প্রতীয়তে । ন  
চেৎ প্রতীতিরপরকালক্রিয়াস্তরপ্রত্যয়মন্তরেণ পর্যাবস্তাত । তস্মাৎ যাবতি  
পদসমূহে পদাহিতাঃ পদার্থস্বতয়ঃ পর্যাবস্তান্তি তাবদেকং বাক্যম্ । অর্থবাদ-  
বাক্যে চৈতাঃ পর্যাবস্তান্তি বিনৈব বিধিবাক্যং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেঃ । ন চ  
দ্ব্যভ্যাং দ্ব্যভ্যাং পদাভ্যাং বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়পর্যাবসানাৎ পঞ্চষট্‌পদবতি বাক্যে  
একস্মিন্নানাত্তপ্রসঙ্গঃ । নানাত্তেহপি বিশেষণানাং বিশেষ্যাস্যেকত্বাৎ, তত্ত্ব চ  
সকৃচ্ছ্রুতত্ত্ব প্রধানভূতত্ত্ব গুণভূতবিশেষণানুরোধেনাবর্তনাব্যোপগাৎ । প্রধান-  
ভেদে তু বাক্যভেদ এব । তস্মাদ্বিধিবাক্যানর্থবাদবাক্যমন্ত্যদিতি বাক্যয়ো-  
রেব স্বস্ববাক্যার্থপ্রত্যয়াবসিতব্যাপারয়োঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদপেক্ষায়াং পর-  
স্পরায়ম্ব ইতি সিদ্ধম্ । “অপি চ বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানী”তি । দেবত্যা-

জনা তাহা অসত্য বা অপ্রমাণ । সে স্থলে সেই বিরুদ্ধ পদার্থের অবিরুদ্ধ  
গুণগুলিই গ্রাহ্য, আর সকল অগ্রাহ্য । যাহার অবাস্তর বাক্যার্থ প্রমাণ-  
বিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সে অর্থবাদ অনুবাদ ও গুণবাদ  
এ দুয়ের অতিরিক্ত হওয়ার বিদ্যমানবিষয়ক বলিয়া গণ্য । ইহারই অস্ত  
নাম ভূতার্থবাদ । ভূত অর্থাৎ সিদ্ধ (যাহা আছে) । তাহা বুঝায় বলি-  
য়াই ভূতার্থবাদ । (ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, ইত্যাদি ইত্যাদি অবাস্তর  
বাক্যে যে বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতাবিশেষ প্রতীত হয়, সে প্রতীতি বা  
সে জ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অস্তপ্রমাণের গোচরও নহে, সুতরাং তৎ-  
প্রতিপাদক অর্থবাদ ভূতার্থবাদ । অর্থাৎ তাহা তদ্রূপ দেবতাবিশেষের  
অস্তিত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ ।) ইহাই অর্থবাদের ব্যাখ্যা, ইহার দ্বারা মন্ত্রও  
ব্যাখ্যাত হয় । অর্থাৎ মন্ত্রবিষয়েও ঐরূপ তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানিবে ।  
[ অপিচ...শব্দভেদে ] অন্য কথা এই যে, বিধি যে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে  
আহুতি দিতে বলেন, অবশ্যই তাহা সেই সেই দেবতার স্বরূপ সাপেক্ষ ।  
কোনরূপ রূপ না থাকিলে কিরূপে তদ্বদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ হইতে পারে ?

য়িতুং শক্যন্তে । ন চ চেতস্তনাক্রুচ্যৈ তন্ত্ৰৈ তন্ত্ৰৈ দেবতায়ৈ  
হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে । প্রাবয়তি চ, যন্ত্ৰৈ দেবতায়ৈ  
হবির্গৃহীতং স্রাত্তাং ধ্যায়ৈষট্‌করিষ্যমিতি । ন চ শব্দ-  
মাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ । তত্র যাদৃশং

মুক্তিশ্র হবিরবমুশ্র চ তদ্বিস্বস্বত্যাগ ইতি যাগশরীরম্ । ন চ চেতস্তনালি-  
খিতা দেবতোদেষ্টং শক্য । ন চ স্বরূপরহিতা চেতসি শক্যত আলি-  
খিতুং ইতি বাগবিধিনেব তজ্জপাপেক্ষিণা যাদৃশমন্তপরেভ্যোহপি মন্ত্রার্থ-  
বাদেভ্যস্তজ্জপমবগতং তদভ্যুপেয়তে । রূপান্তরকল্পনায়াঃ মানাতাবাৎ ।  
মন্ত্রার্থবাদয়োৱত্যন্তপরোক্ষবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ । যথা হি ‘ব্রাত্যো ব্রাত্যন্তোমেন  
যজ্ঞেত’ ইতি ব্রাত্যস্বরূপাপেক্ষায়াঃ যন্ত পিতা পিতামহো বা সোমঃ ন পিবেৎ  
স ব্রাত্য ইতি সিক্তবদব্রাত্যস্বরূপমবগতং ব্রাত্যন্তোমবিধ্যাপেক্ষিতং সর্ষিধি-  
প্রমাণকং ভবতি । যথা বা স্বর্গস্ত রূপমলৌকিকং স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি  
বিধিনাপেক্ষিতং সদর্থবাদতোহবগম্যমানং বিধিপ্রমাণকম্ । তথা দেবতারূপ-  
মপি । ননুদ্যেশো রূপজ্ঞানমপেক্ষতে ন পুনরূপসন্তানমপি, দেবতায়াঃ সমা-  
রোপেণাপি চ রূপজ্ঞানমুপপদ্যত ইতি সমারোপিতমেব রূপং দেবতায়া  
মন্ত্রার্থবাদৈকচ্যতে । সত্যং রূপজ্ঞানমপেক্ষতে । তচ্চাত্ততোহসম্ভবায়মন্ত্রার্থ-  
বাদেভ্য এব তন্ত তু রূপস্তাহসতি বাধকেহুভবাক্রুচং তথাভাবঃ পরিতাজ্জ্য-  
হন্তথাত্মননুভূয়মানমসাম্প্রতং কল্পয়িতুম্ । তস্মাদ্বিধ্যাপেক্ষিতমন্ত্রার্থবাদৈরন্ত-  
পত্নৈরপি দেবতারূপং বুদ্ধাবুপনিধীয়মানং বিধিপ্রমাণকমেবেতি যুক্তম্ ।  
স্রাদেতৎ । বিধ্যাপেক্ষারামন্তপরাদপি বাক্যাদবগতোহর্থঃ স্বীক্ৰিয়তে, তদ-  
পেক্ষৈব তু নাস্তি, শব্দরূপস্ত দেবতাভাবাৎ, তন্ত চ মানান্তরবেদ্যাদিত্যত  
আহ।—“ন চ শব্দমাত্র”মিতি । ন কেবলং মন্ত্রার্থবাদতো বিগ্রহাদিসিদ্ধিরপি

বাহার কোন রূপ নাই, মূর্তি নাই, কিরূপে তাহাকে ধ্যান করিবেক ?  
চিন্তা করিবেক ? দেবতা যদি চিত্তে আকৃষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহার  
উদ্দেশ সম্ভবও হয় না, উদ্দেশ সম্ভব না হইলে জ্ঞব্যত্যাগ সম্ভবও হয় না ।  
( উদ্দেশ কি ?—না চিন্তা করা, মনে করা ) । [ প্রাবয়তি...বুদ্ধম্ ] প্রতিজ্ঞ  
বলিয়াছেন, যখন যে-দেবতার উদ্দেশে আহুতি গ্রহণ করিবে তখন সেই  
দেবতাকে ধ্যান করিবে, চিন্তা করিবে, পরে “বষট্” মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ।  
( দেবতার রূপ না থাকিলে, মূর্তি না থাকিলে, কিরূপে ধ্যান করিবেক ?

মন্ত্রার্থবাদয়োরিন্দ্রাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্ত্বাদৃশং শব্দ-  
 প্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতং যুক্তম্। ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যা-  
 তেন মার্গেণ সম্ভবনমন্ত্রার্থবাদমূনয়াৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্র-  
 হাদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি  
 হুস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরস্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ বাসি-  
 দয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্বর্যতে। যন্ত  
 ক্রয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যব-  
 হৃতুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব  
 চ নান্দ্যপি সার্বভৌমঃ কত্রিযোহন্তীতি ক্রয়াৎ। ততশ্চ  
 রাজসূরাদিচোদনা উপরুদ্ধাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরে-  
 হ্যপ্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্যান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থা-

ইতিহাসপুরাণলোকস্ররণেভ্যো মন্ত্রার্থবাদমূলেভ্যো বা প্রত্যক্ষাদিমূলেভ্যো  
 বেত্যাহ।—“ইতিহাসে”তি। “শ্রিযাভে”। যুক্ত্যতে। নিগদক্যাখ্যানমন্তঃ।

চিন্তা করিবে?) “ইন্দ্র” এই শব্দটাই অর্থ, এ কথা অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ  
 এক নহে, ভিন্ন, ইহা সর্ববিদিত ও সকলেরই স্বীকার্য। যাঁরা শব্দকে  
 প্রমাণ বলেন, তাঁরা উহা কিছুতেই না বলিতে পারিবেন না।  
 [ ইতিহাস...স্বর্যতে ] ইতিহাসের ও পুরাণের মূল মন্ত্র ও অর্থবাদ, সেই  
 কারণে ইতিহাসাদির দ্বারাও দেবতাবিগ্রহাদি প্রমাণিত হইতে পারে।  
 দেবতার শরীর আছে, মূর্তি আছে, এ সকল তথ্যকে প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে  
 পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ না হউক, পুরাতন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ।  
 ঋষিগণ ঋষি দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ব্যবহার করিতেন,  
 তৎকালে স্বতন্ত্রবাদের দ্বারাও জানা যায়। [ যন্ত...শ্রিযাভে ] কেহ কেহ  
 বলিতে পারেন, এখন যেমন আমরা দেবতা দেখিতে পাই না, পূর্বেও এই-  
 রূপ ছিল। অর্থাৎ এখনকার ন্যায় পূর্বেও কেহ দেবতা দেখিতে পাইত না,  
 আলাপ ব্যবহার করিতেও পারিত না। যিনি একপং বলিবেন, সিদ্ধিও  
 তাঁহাকে কল্পিতে হইবে, জগৎ বিচিত্র নহে, একরূপ (একই প্রকার)।  
 আরও বলিতে হইবে, এখন যেমন সার্বভৌম কত্রিয রাক্ষস নাই, এইরূপ  
 তখনও ছিল না, কশ্মিন্ কালেও ছিল না। “রাক্ষা রাক্ষসেন বজ্রেত”

বিধায়িশাশ্রমনর্থকং কুর্যাৎ । তস্মাদ্ভ্রমোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনং  
দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজ্জহঁরিতি শ্লিষ্যতে । অপি চ স্বরূপি  
—স্বাধারাদির্দেবতাসম্প্রয়োগ ইত্যাদি । যোগোহপ্যনি-  
মাদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিকলকঃ স্রব্যমানো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ  
প্রত্যাখ্যাতুম্ । অতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি—

“পৃথ্যপ্তেজোহনিলধে সমুখিতে

পঙ্কাজ্জকে যোগগুণে প্রবৃতে ।

ন তস্ম রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ

প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্” ইতি ॥

তদেবং মন্ত্রার্থবাদাদিসিদ্ধে দেবতাবিগ্রহাদৌ গুরুাদিপূজাবদেবতাপূজাশ্রমো-  
বাগো দেবতাশ্রমাদিধারেণ সকলোৎকর্ষকরতে অচেতনস্ত তু পূজামপ্রতি-  
পদ্যমানস্ত তদনুগপত্তিঃ । ন চৈকং যজ্ঞকর্মণো দেবতাং প্রতি গুণভাব-  
দেবতাতঃ কলোৎপাদে বাগভাবনায়াঃ ক্রীতং কলবন্ধং বাগস্ত চ তাং প্রতি  
তৎকলাংশং বা প্রতি শ্রুতং করণত্বং হাতবাম্ । বাগভাবনায়া এব হি কল-  
বত্যা । বাগলক্ষণস্বরূপাবাস্তব্যাপারত্বাদেবতাভোজনপ্রসাদাদীনাং ক্রি-  
কর্মণ ইব ততদবাস্তব্যাপারস্ত সস্তাধিগনসাধনম্ । আগ্নেয়াদীনামিধৌ-

এ শব্দ বা এ বিধান অনর্থক প্রয়োগ । বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম ছিল না, তদ্বি-  
রাসক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিছুই ছিল না । ( যে, কিছুই ছিল না বলে,  
কে তাহার কথায় আস্থা করিবে? ) অতএব, বিশ্বাস করা উচিত, প্রাচী-  
নেরা উৎকৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাবণাদি করিতে  
সমর্থ ছিলেন । [ অগিচ...ইতি ] যোগ-স্বতিতেও আছে, “মন্ত্রজপের দ্বারা  
ইষ্টদেবতা দর্শন হয় ।”/যাহার কল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বারা অগ্নিমানি  
সিদ্ধি লাভ হয়, কেবলমাত্র সাহস অবলম্বনে তাহার প্রত্যাখ্যান করা  
অসম্ভব । প্রতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন । কথা—“পৃথিবী,  
জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এ সকল উদ্ভিত হইলে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে  
সিদ্ধি অন্বিলে তাহা হইতে যে পাঁচ প্রকার যোগগুণ ( পাঁচপ্রকার সিদ্ধি )  
অগ্নে, সেই গুণগুণের দ্বারা তাহার ( সেই বোগীর ) নৃতন এক দেহ  
যোগজ তেজোময় শরীর লব্ধ হয় । যে বোগী যোগজনিত তেজোময়

শুগন্য তদমাଦরশ্রবণানୁদ্রবণাৎ  
 সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥ \*

কিন্তু প্রাপ্ত হন, সে যোগীর জরা মৃত্যু থাকে না। [অর্থীশা—পদার্থে  
অসামর্থ্যের শক্তির সহিত অধিরিগের শক্তি তুলিত হইতে পারে না। সুতরাং  
যদি, ইতিহাস ও পুরাণ নির্মূল নহে, সমূল। (সমস্তই বেদমূলক, বেদমূলক  
মুসুরা প্রমাণ)। লোকপ্রাসঙ্গিকও সম্ভবহলে অমূলক নহে, সমূলক  
অমূলক দ্বারা যে দেবতার বিগ্রহাদি জানা যায়, প্রদর্শিত কারণে বা  
অপ্রদর্শিত মুক্তিভে তাহা সমস্ত বৈ অসঙ্গত নহে। অর্থীশ—সর্বত্রই সত্য  
সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত আছে। দেবতার শরীর থাকতে মুক্তিকামনা থাকা লিঙ্গম্বর  
সম্প্রদায় হন, মুক্তিকামনা থাকতেই বিদ্যাধিকার সিদ্ধ হয়। সাত্ত্বিক  
সম্প্রদায়ের কথা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের দ্বারা উপলব্ধি করা  
যায়। বিদ্যাধিকার বা জ্ঞানধিকার না থাকিলে ক্রমবৃত্তি হইতেই পারে না।

[illegible]

যথা মনুস্যাধিকারনিরমমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যা-  
অধিকার উক্তস্তথৈব দ্বিজাত্যাধিকারনিরমমপবাদেন শূদ্রস্যাপি  
প্যাধিকারঃ স্যাদিত্যেতামাশঙ্কাং নিবর্তয়িতুং ইদমধিকরণ-  
মারভ্যতে । তত্র শূদ্রস্যাপ্যাধিকারঃ স্যাদিতি তাবৎ প্রাপ্তং ।

অবাস্তবসদৃশং কুর্স্বমধিকরণতাং র্যামাহ ।—“যথা মনুস্যাধিকারে”তি ।  
যজ্ঞাবীজমাহ ।—“তত্বে”তি । নিমৃষ্টনিখিলতঃখানুযজে শাখতিক আনন্দে  
কস্য নাম চেতনস্বার্থিতা নাস্তি, যেনার্থিতায়া অভাবাজ্জ্যো নাধিক্রিয়ত ।  
নাপ্যত্র ব্রহ্মজ্ঞানে সামর্থ্যাভাবঃ । দ্বিবিধং হি সামর্থ্যং নিজকাগন্তকক ।  
তত্র দ্বিজাতীনামিব শূদ্রাণাং শ্রবণাদিসামর্থ্যং নিজম্প্রাপ্তহতম্ । অধ্যয়না-  
ধানাতাবাদাগন্তকসামর্থ্যাভাবে সতানধিকার ইতি চেৎ, হস্তাধানাতাবে  
সত্যমাতাবাদগ্নিসাধ্যো কশ্চিৎ না ভূদধিকারঃ । ন চ ব্রহ্মবিদ্যারামর্থিঃ সাধন-  
মিতি কিমিত্যনাহিতায়মোনাদিক্রিয়ন্তে । ন চাধ্যয়নাভাবাৎ তৎসাধনায়-  
মনধিকারো ব্রহ্মবিদ্যাবাসমিতি সাম্প্রতম্ । যতো যুক্তং যদাহবনীয়ে জুহোতী-  
ত্যাহবনীরস্ত হোমাদিকরণতয়া বিধানান্তরুপস্থানলৌকিকতয়ানারভ্যাধীত-  
ব্যাক্যবিহিতাদাধানান্ততোহনধিগমাদাধানস্ত চ বিজাতিসম্বন্ধিতয়া দ্বিধানাৎ,  
তৎসাধ্যোহগ্নিরলৌকিকো ন শূদ্রস্তাতীতি নাহবনীয়াদিসাধ্যো কশ্চিৎ শূদ্র-  
স্ত্যাধিকার ইতি । ন চ তথা ব্রহ্মবিদ্যারামলৌকিকমতি সাধনং যজ্ঞজ্ঞান্য ন  
স্যাৎ । অধ্যয়ননিরম ইতি চেৎ, ন, বিকলাসহত্যাৎ । তদধ্যয়নং পুরুষার্ধে  
বা নিরমোভ, যথা ধনার্জনে প্রতিগ্রহাদি, ক্রতুর্ধে বা, যথা ত্রীহীনবহনীত্যব-  
যাতঃ । ন তদ্বৎ ক্রতুর্ধে । ন হি স্বাধ্যায়োহধ্যোভব্য ইতি কাকিং ক্রতুং

মনুস্যাধিকার-নিরম তত্র করিয়া দেবতাদির বিদ্যাধিকার (জ্ঞান-  
ধিকার বা উপাসনাধিকার) স্থাপন করার ন্যায় বিজাতিধিকার নিরম  
(ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির অধিকার, অন্যের নহে, এই  
নিরম) তত্র করিয়া শূদ্রাধিকার স্থাপন করা যায় কি-না, এই প্রশ্ন বা  
এই প্রশ্নের নিরাকরণাত্মক বলা হইল । [তত্র...তাবৎ] পূর্বপক্ষে  
পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে । কেন-না, যোক্তকামেন

পূর্বজাতির বোধক নহে । জানকতি নামক কত্রিয় রাজার শোক হইয়াছিল, যেরূপ  
তাহা ঐ শব্দে (শূদ্র) ব্যক্ত কবিরাহিলেন । (জান্য ও জ্ঞান্যরূপে বিভক্ত ব্যক্তি  
সাহে) ।

অর্থ্যন্তে । তস্মাদধিক্রিয়তে শূদ্রো বিদ্যাশ্রিত্যেবং প্রাপ্তে  
ক্রমঃ । ন শূদ্রস্যাদিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ । অধীত-  
বেদো হি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে, ন চ শূদ্রস্য  
বেদাধ্যয়নমস্তু, উপনয়নপূর্ব্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য  
চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ । যদ্বর্থিৎস্বঃ ন তদসতি সামর্থ্যেহধি-  
কারকারণং ভবতি । সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধি-  
কারকারণং ভবতি । শাস্ত্রীয়েহর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যা-  
পেক্ষিতত্বাৎ । শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন  
নিরাকৃতত্বাৎ । যচ্ছেদং শূদ্রো যজ্ঞেহনবকৃপ্ত ইতি তৎ

ভাবতাদি এছোও শুনা যায়, শূদ্রবোনি প্রভব<sup>১</sup> বিধুব প্রভৃতি বিশিষ্ট  
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কাবণে বা যুক্তিতে পাওয়া যায়,  
শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে আমরা বলিব,  
শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই। হেতু এই যে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই।  
[ অধীত ত্বাৎ ] যে বেদ অধ্যয়ন করে সেই বেদার্থ জানে এবং যে  
বেদার্থ জানে সেই অল্পটানে অধিকারী হয়। শূদ্রেব বেদাধ্যয়ন নাই, নাই  
কেন ? তাহা বাল্যতেছি। পূর্ব্ব উপনয়ন, পবে বেদাধ্যয়ন। উপনয়ন  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিবই আছে, শূদ্রেব নাই। [ যদ্বর্থিৎস্বঃ...  
কৃতত্বাৎ ] তাহাদেরই অধিক অর্থ্যাৎ মোক্ষ কামনা আছে সত্য; কিন্তু  
সামর্থ্য না থাকায় তাহা অধিকারের কারণ নহে। লৌকিক সামর্থ্য  
( শক্তি বা ক্ষমতা ) অলৌকিকতত্ত্বে অধিকার জন্মাইতে পারে না।  
কেন-না, শাস্ত্রীয় বিষয়েব অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের সাপেক্ষ। শাস্ত্রীয়  
সামর্থ্য না থাকিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে অধিকার জন্মে না। অধ্যয়ন নিবেধ  
থাকায় শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিবারিত আছে। [ যচ্ছেদং সাধারণত্বাৎ ]

জান উপদেশ করুন। গুরু রৈক বিধুব ( গ্নী বিহীন ) ছিলেন, তাই তিনি সমাপ্ত জ্ঞান-  
ক্রান্তিকে শূদ্র-সম্বোধন পুষক বলিলেন, আমি গৃহস্থ নহি এ সকল ত্রযো আমার প্রয়োজন  
কি ? এক্ষণে বিবেচনা কর, বাক বধন জ্ঞানক্রান্তিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন ওখন  
তিনি অবগুই শূদ্র। জ্ঞানশ্রুতি বলি শূদ্রই হয়, আর শূদ্রের যদি অধিকার না থাকে, তাহা  
হইলে কি জ্ঞান জ্ঞানশ্রুতি রৈক ঋষিব নিকট জ্ঞানোপদেশ এতৎ করিতে বাইবেন ? এই  
জগৎ বলি বৈকোও শূদ্র শব্দ শূদ্রাধিকারের অধুমাগক ।

শ্রাব্যপূর্বকস্বাধিদ্যায়ামপানবকুপ্তং দ্যোতয়তি ন্যায়স  
সাধারণত্বাৎ । যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং শূদ্রশব্দপ্রবণং সিদ্ধ  
মন্যসে ন তল্লিঙ্গং, ন্যায়াভাবাৎ । ন্যায়োক্তে হি সিদ্ধদর্শন  
দ্যোতকং ভবতি । ন চাত্ৰ ন্যায়োহস্তুি । কামধায়ং শূদ্রশব্দ  
সম্বর্গবিদ্যায়ামেবৈকস্যাং শূদ্রমধিকুর্যাৎ তদ্বিষয়ত্বাৎ  
সর্বাস্থ বিদ্যাস্থ অর্থবাদস্বত্বাৎ ন তু কচিদপাহয়ং শূদ্রমধি

দ্বিতীয়ঃ পূৰ্বপক্ষমন্ত্ৰভাষতে ।—“যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়া”মিতি । দ্বয়মিতি ।  
“ন তল্লিঙ্গম্” । কুতঃ । “ন্যায়াভাবাৎ” । ন তাবচ্ছদঃ সম্বর্গবিদ্যায়া  
সাক্ষাচ্ছোদ্যতে, যথৈতরানিবাদস্থপতিং যাজ্ঞযদিতি, নিবাদস্থপতিঃ, বি  
অর্থবাদগতোহয়ং শূদ্রশব্দঃ । স চান্যতঃ সিদ্ধমর্থমবদ্যোতয়তি ন তু প্রাণ  
যতীত্যধাবসীমাংসকাঃ । অস্মাকং ইন্যাপবাদপি বাক্যাদসতি বাধকে ঐশ  
ণাস্তবেণার্থোহবগম্যমানো বিধিনা চাপেক্ষিতঃ স্বীকৃত্যত এব । ন্যায়শ্চ  
শ্লিষ্টার্থে উক্তো বাধকঃ । ন চ বিধ্যাপেক্ষাস্তি, দ্বিজাতিধিকাবপ্রতিপত্তে  
বিধেঃ পর্য্যবসানাৎ । বিধ্যাদ্দেশগতস্যে ইয়ং ন্যায়োপোদ্যতে বচনবল  
মিবাদস্থপতিবৎ ন ত্বেষ বিধ্যাদ্দেশগত হত্বাক্রম্ । তস্মান্নার্থবাদমাত্রাজুজ  
ধিকাবসিদ্ধিবিতি ভাবঃ । অপি চ কিমর্থবাদবলাদ্বিদ্যায়াম্বেদধিকারঃ শূদ্র  
কল্যাতাং সম্বর্গবিদ্যায়াং বা । ন তাবদ্বিদ্যানাশ ইত্যাহ । —“কামং চায়  
মিতি । ন হি সম্বর্গবিদ্যায়াগর্থবাদঃ প্রাতা বিদ্যামাত্রবেদধিকারিং যুগল  
ত্যাতিপ্রসঙ্গাৎ । অস্ত তর্হি সম্বর্গবিদ্যায়াণেব শূদ্রন্যাধিকাব হত্বাত আহ ।  
“অর্থবাদস্বত্বাদি”তি । তৎ কিমেতচ্ছূদ্রপদং প্রমত্তগাতং, ন চৈতদযুক্ত

শূদ্রেব যজ্ঞাধিকাব-নিষেধ যুক্তিপূর্বক নিষেধ । সে যুক্তি বিদ্যাপক্ষে  
আছে । যে যুক্তিতে যজ্ঞাধিকাব নিষেধ—সেই যুক্তিতেই বিদ্যাধিকা  
নিষেধ । [ যৎ ..যোজয়িতুম্ ] সম্বর্গ বিদ্যায় যে শূদ্র শব্দ আছে, তাই  
শূদ্রাধিকারবোধক নহে । যুক্তিযুক্ত হুচক কথাই বোধক হয়, অযুক্ত ক  
বোধক হয় না । সেখানে এমন কোন যুক্তি নাই যে, শূদ্র-শব্দে  
জাতিশূদ্র পর অর্থ করিয়া শূদ্রজাতির বিদ্যাধিকার স্থাপন করিবে  
যদিও শূদ্র-শব্দ শূদ্রেই সম্বর্গবিদ্যাধিকার বোধক হয়, হউক, কিন্তু  
বলিয়া সর্ববিদ্যাধিকার বোধক হইবে না । ঐ শূদ্র শব্দ বিধি-সম্ব  
ব্যাহত নহে, কেবল অর্থবাদ মধ্যে পঠিত, সুতরাং উহা অধিকারপক্ষ



শূদ্রাবয়বার্ধসম্ভবাং রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ । দৃশ্যতে চাহয়মর্থো-  
হস্যামাখ্যায়িকায়াম্ ॥ ৩৪ ॥

## কত্রিয়হুগতেশ্চাত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥ \*

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ, যৎকারণং প্রকরণ-

বান্ । তস্যাং তদাদ্রবণাদিতি তচ্ছব্দেন গুণা জানশ্রুতির্কো য়ৈকো বা  
পরায়ুগত ইত্যুক্তম্ ।

“ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ । যৎকারণং” প্রকরণনিরূপণে ক্রিয়-  
শ্রুতিকে জানাইয়াছিলেন, এ তথ্য শূদ্র-শব্দের বাৎপত্তি ও প্রয়োগ-তাৎ-  
পর্যের দ্বারা জানা যায় । শূদ্র + ক্র + অ = শোক হেতু গমন, শোক প্রাপ্ত  
হুগুয়র অথবা শোক ( খেদ )ই রাজাকে রৈক ঋষির সমীপগামী করিয়া-  
ছিল । যে স্থলে অবসারার্থে সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে রুচি-অর্থ পরিত্যাগ্য ।  
এ কথা বা এ তথ্য সেই আখ্যায়িকাতেই আছে । +

জানশ্রুতি শূদ্র-জাতি নহে । কারণ এই যে, প্রকরণ পর্যালোচন

\* উত্তরত্বে পরস্মিন্ বাক্যে অর্থবাদরূপে চৈত্ররথেন অতিপ্রতাপিনামকেন কত্রিয়েন  
লিঙ্গাৎ সমতিব্যাহাররূপাৎ জানশ্রুতিঃ কত্রিয়হুগতঃ কত্রিয়হুগমাৎ ন জাতিশূদ্রো  
জানশ্রুতিরিত্তি বোজনা ।—আখ্যায়িকার শেষভাগে ভোজনমসঙ্গে কত্রিয়বংশীর অতিপ্রতাপি  
নামক কত্রিয় ও জানশ্রুতি এক সঙ্গে কথিত হইয়াছেন । ইহাও জানশ্রুতির কত্রিয়ের অণু-  
শাপক অর্থাৎ বোধক ।

+ আখ্যায়িকাটি এইরূপ ।—জানশ্রুতি নামক রাজা গ্রীষ্মকালে একদা ছাদের উপর  
পড়ান ছিলেন । কতকগুলি ঋষি রাজার হিত কামনায় হংসরূপ ধারণ পূর্বক আকাশ  
পথে সেই স্থানে আগমন করিলেন । পরে পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে বলিল,  
ভ্রাতৃক ! তুমি কি দেখিতেছ না ? ইহার তেজ স্বর্গ পয্যন্ত গমন করিতেছে ? তুমি ইহাকে  
জব্বন করিও না, করিলে দণ্ড হইবে । সে বলিল, এ কি রৈক ? এর যখন বিদ্যা নাই,  
জান নাই, উপাসনা নাই, তখন এ তুচ্ছ । রাজা ঐ কথা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া উহার  
চিত্তে খেদ জন্মিল । অনন্তর তিনি বিদ্যার্থী বা জানার্থী হইয়া রৈকের অবেশবার্ধ লোক  
পাঠাইলেন । লোক ফিরিয়া আসিলে রাজা তৎসন্নিধানে শিষ্য হইতে গমন করিলেন ।  
গমন করিলে, রাজা যে খেদপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন রৈক তাহা জানবলে জানিলেন এবং  
আপনার অতিজ্ঞতা দেখাইবার জন্ত ঐ কথা ( শূদ্র ) বলিলেন । ইহার পরে অস্তান্ত কথা  
আছে, তাহাতেও রাজার কত্রিয়হু নিশ্চয় হয় ।

লিঙ্গপথেন কল্পিয়ত্বমস্যাভ্রতর চৈত্ররথেনাজিপ্রত্যা  
কল্পিয়েৎ সমভিব্যাহারাং লিঙ্গাং গম্যতে। উত্তর  
সমগবিদ্যাব্যাক্যশেষে চৈত্ররথিৰভিপ্রতারা কল্পিয়ঃ  
ভ্যতে। অথ হ শৌনকঃ কাপেয়রভিপ্রতারিণঃ ক  
সেনিং সূদেন পরিবিখ্যামানে ব্রহ্মচারী, বিভিক্ত ইতি। চৈ  
ত্ররথঃ চাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়যোগাদব্রগস্তবাম্। ক  
রমোদগ্গ, হি, চৈত্ররথস্যাবগতঃ। এতেন বৈ চৈত্র  
কাপেয়া অযাজয়মিতি। সমানায়যযাজিনাঞ্চ প্রায়শ সম

মাণে কল্পিয়ত্বমস্যা জ্ঞানশ্চ ত্রবগম্যতে। চৈত্ররথেন লিঙ্গাদিভি ব্যাচল  
প্রকরণং নিরূপয়তি। “উত্তর হি সমগবিদ্যা ব্যাক্যশেষে” চৈত্ররথেন  
অভিপ্রতাৰিণা নিশ্চিতকল্পিয়ত্বেন সমানারাং সমগবিদ্যায়াং সমভিব্যাহারাজি  
সমভিব্যাহারভাবো জ্ঞানশ্চতিঃ কল্পিবোনিষ্ঠীয়তে। অথ হ শৌনকঃ কা  
রভিপ্রতারিণঃ কার্সেনিং সূদেন পরিবিখ্যামাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ত  
এসিদ্ধবাজকত্বেন কাপেয়নাভিপ্রতাৰিণো যোগঃ প্রতীয়তে। ব্রহ্মচারিভি  
হাস্যান্ত্রব্রমবগম্যতে। নতি জাতু একচাবী শূদ্রাঃ ভিক্তে। বাক  
চ, কাপেয়েন যোগাং বাজ্যোভিপ্রতানী। কল্পিয়ত্বকাসা চৈত্ররথি  
ত্বাচৈত্ররথিনাভৈকঃ কল্পিপাণজারতেতি বচনাৎ। চৈত্ররথি  
কাপেয়েন বাজকেন যোগাৎ। “এতেন বৈ চৈত্ররথঃ কাপেয়া অযাজয়  
মিতিপাণিঃ বিব্রাজে শরতে। তেন চিত্ররথস্য বাজকাঃ কাপেয়া  
চাভিপ্রতারা চিত্রবধাদন্যঃ সগ্নেব কাপেয়ানাং বাজ্যোভবতিবসি চৈত্র

কল্পিয়ে ভামহী কল্পিয়ত্বই প্রতীত হয়। শূদ্রব প্রতীতি হয় না। বিশেষ  
চিত্ররথ-বংশীয় অভিপ্রতাবী নামক কল্পিয়েব সহিত পরিপাতিত হই  
কল্পিয়ত্ব কল্পিয়ত্ব নিশ্চয় হয়। [অথহ গন্তব্যম] বধা—স্বপ্ন (পরি  
ব্রাজ্য)। কপি-গোত্রীয শৌনক (পুৰোহিত) ও কক্সেন-পুত্র অভিপ্রতা  
রই প্রত্যেককে পরিবেশন করিতেছে, এমন সময়ে এক ব্রহ্মচারী  
লিঙ্গ প্রার্থনা “কল্পিয়” এই অভিপ্রতাবী চৈত্ররথি অর্থাৎ  
সূদ্রকে ইহা কপি-গোত্র সম্পর্কের দ্বারা জানা যায়। এ সময়ে  
অভিপ্রতা ইত্যদ্বই আছে। বধা—“কপি গোত্রীযেরা চিত্ররথ

নাশ্বয়া যাজকা ভবন্তি । তস্মাচ্চৈত্রথিনীমৈকঃ কত্রপতির-  
জায়ত ইতি চ কত্রজাতিস্বাবগমাং কত্রিয়ত্বমস্তাবগমন্তব্যম্ ।  
তেন কত্রিয়েণাভিপ্রতারণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কী-  
র্তনং জানশ্রুতেরপি কত্রিয়ত্বং সুচয়তি । সমানানামেব হি  
প্রায়েণ সমভিব্যাহারা ভবন্তি । কত্রপ্রেষণাদৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ  
জানশ্রুতেঃ কত্রিয়স্বাবগতিঃ । অতোন শূদ্রস্যাদিকারঃ ॥ ৩৫ ॥

**সংস্কারপরামর্শাং তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥\***

ইতচ্চ ন শূদ্রস্যাদিকারো যদ্বিদ্যাপ্রদেশেষুপনয়নাদয়ঃ

স্যাৎ, সমানাস্বায়ামাং হি প্রায়েণ সমানাস্বয়া যাজকা ভবন্তি । তস্মাচ্চৈত্র-  
থিনীমৈকমভিপ্রতারণী কাক্সেনিঃ কত্রিয়ঃ । তৎসমভিব্যাহারাচ্চ জানশ্রুতিঃ  
কত্রিয়ঃ সম্ভাব্যতে । ইতচ্চ কত্রিয়ো জানশ্রুতিরিত্যাহ—“কত্রপ্রেষণাদৈ-  
শ্বর্য্যযোগাচ্চ” । কত্রপ্রেষণে চার্ষসম্ভবে চ তাদৃশস্য বদান্যপ্রট্টসৌখর্য্যং  
প্রায়েণ কত্রিয়স্য দৃষ্টং যুধিষ্ঠিরাদিবদিতি ।

ন কেবলমুপনীতাদ্যনবিধিপরাশ্রমেন ন শূদ্রস্যাদিকারঃ কিন্তু তেহু

যাজক অর্থাৎ পুরোহিত ।” অতএব চৈত্রথি নামক কত্রপতি, তৎ-  
স্বক্কাযীন অভিপ্রতারণীও কত্রিয় । [ তেন...অধিকারঃ ] কত্রিয় অভি-  
প্রতারণীর সহিত জানশ্রুতির এক সঙ্গে ভোজনের ও ব্রহ্মচারিভিকার উল্লেখ  
থাকায় নিশ্চয় হয়, জানশ্রুতি কত্রিয় । সমান না হইলে এক সঙ্গে উল্লেখ ও  
ভোজন হয় না । ব্রহ্মচারী শূদ্রের ভিক্ষা করে না । অপিচ, জানশ্রুতি ত্রৈক  
খবির অবেষণার্থ স্ত ( সারথি ) প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রচুরভর  
অন্নদান ও গোদান করিতেন, এ সকল বর্ণনাও কত্রিয়ের বোধক ।  
অতএব, শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই, ইহা অবধারণ কর ।

যেখানে যেখানে বিদ্যার বিধান বা উপদেশ, সেই সেই স্থানেই তাহা

\* বিদ্যাগ্রহণাদোপনয়নসংস্কারস্য সর্বত্র পরামর্শাং অভিসংহিতত্বাৎ তদভাবাভি-  
লাপাচ্চ উপনয়নাতাবকথনাচ্চ নাতি শূদ্রস্য বিদ্যাধিকার ইতি স্তত্রার্থঃ ।—সর্বত্রই  
বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়ন সংস্কারের কথন আছে এবং শূদ্রের তাহা ( উপনয়ন ) নাই,  
একপ অভিব্যাহার আছে । এই দুই কাবণেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই ।

সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে । তং হোপনিশ্চে অধীহি ভগব ইতি  
 হোপসমাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মাশ্বেষমাণা এষ হ  
 বৈ তৎসৰ্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্প-  
 লাদমুপসম্মা ইতি চ তান্ হামুপনীয়েবেত্যপি প্রদর্শিতৈ-  
 বোপনয়নপ্রাপ্তির্ভবতি । শূদ্রস্ত চ সংস্কারাভাবোহভি-  
 লপ্যতে, শূদ্রচতুর্থোবর্ণ একজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্বরণেন,  
 ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমহীতীত্যাदिভিঃ ॥ ৩৬ ॥

তদভাবনিষ্কারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ \*

তেষু বিদ্যোপদেশপ্রদেশেবুপনয়নসংস্কারপরামর্শাৎ শূদ্রস্য তদভাবাভিধানাৎ  
 ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি । নমুপনীতস্যাপি ব্রহ্মোপদেশঃ ক্ষয়তে, তান্  
 হামুপনীয়েবেতি, তথা শূদ্রস্যামুপনীতস্যৈবাধিকারো ভবিষ্যতীত্যত আহ—  
 “তান্ হামুপনীয়েবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তিঃ” প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ  
 প্রতিষেধস্য যেষামুপনয়নং প্রাপ্তং তেষামেব তন্নিবিধাতে তচ্চ বিজ্ঞাতীনা-  
 মिति বিজ্ঞাতস্য এব নিষিদ্ধোপনয়না অধিক্রিয়ন্তে ন শূদ্র ইতি ।

উপনয়ন-সংস্কার অধ্যয়ন ও গুরুশ্রদ্ধাপূর্বক । যথা—“তাহাকে উপনয়ন-  
 সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন,” “হে ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান্ ।  
 এই বলিয়া বিদ্যার্থী নারদ সনৎকুমারের শিষ্য হইলেন ।” “হে বেদপারগ  
 সত্ত্বগ ব্রহ্মজ্ঞ ও নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মাশ্রমী ঋষিগণ ! এই পিপ্পলাদ ভোমাদিগকে  
 সে সমস্ত বলিবেন, উপদেশ করিবেন । অনন্তর তাহারা উপহার হস্তে  
 ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট বিধিবিধানক্রমে গমন করিলেন ।” এই  
 সকল শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু এ সংস্কার শূদ্রের  
 নাই ; ইহাও কথিত আছে । যথা—“শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, ইহারা এক জাতি,  
 বিজ্ঞাতি নহে । অর্থাৎ ইহাদের বৈদিক জন্ম (উপনয়ন সংস্কার) নাই ।  
 এ কথা স্মৃতিকারেয়াও বলিয়াছেন । যথা—“শূদ্রের অতক্য তক্ষণ জনিত  
 পাপ হয় না এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কারও নাই ।”

\* উপসম্মা সত্যাকামস্য পুত্রভাবানিচ্ছয়ে গৌতমস্য জ্ঞানো শুভ্রবয়নঃপ্রবৃত্তেঃ ।—  
 গৌতম স্বপ্নে বুলিলেন, সতীপাগত সত্যাকাম শূদ্র নহে, তখন তিনি সত্যাকামকে উপনীত  
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎপূর্বে হন নাই ।

ইতশ্চ ন শূদ্রম্যাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে  
নির্দ্ধারিতে জাবালঃ গৌতম উপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ প্রববৃতে,  
নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমহিতি সগিধঃ সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে  
ন সত্যাদগা ইতি শ্রুতিলিপ্তাৎ॥ ৩৭ ॥

সত্যকামো হ বৈ জাবালঃ প্রমীতপিতৃকঃ স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছৎ ।  
অহনাচার্য্যকূলে ব্রহ্মচর্য্যং চরিস্যামি, তদ্ব্রবীতু ভবতী কিং গোত্রোহহমিতি,  
সা হব্রবীৎ । স্বজনকপরিচরণপরতয়া নাহনজ্ঞাসিযঃ যদগোত্রং তবেতি । স  
ত্ৰাচার্য্যঃ গৌতমমুপাস। উপসদ্যোবাচ, হে ভবগন ব্রহ্মচর্য্যমুপেয়াং ত্বয়ীতি ।  
স হোবাচ, নাবিজ্ঞাতগোত্র উপনীয়ত ইতি কিং গোত্রোহসীতি । অথোবাচ  
সত্যকামো নাহং বেদ স্বং গোত্রং, স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছং, সাপি ন  
বেদেতি । তত্পশ্যত্যাভ্যাদ্যদ্যোতমঃ । নাদ্বিজ্ঞান আর্জ্জবঃ যুক্তমীদৃশং  
বচন্তেনাশ্মিন্ন শূদ্রত্বসত্তাবনাস্তীতি ত্বাং দ্বিজাতিজ্ঞানমুপনেষ্য ইত্যুপনেতু-  
মনুশাসিতুঞ্চ জাবালং গৌতমঃ প্রবৃন্তঃ । তেনাপি শূদ্রস্য নাধিকার ইতি  
বিজ্ঞায়তে । “ন সত্যাদগা” ইতি । ন সত্যমতিক্রান্তবানসীতি ।

শূদ্রের বেদাধিকার না থাকার অন্য কারণ এই যে, যখন সত্য বাক্যের  
দ্বারা অশূদ্র বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন গৌতম ঋষি জাবালকে উপনয়ন-  
সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । যথা—“যে  
ব্রাহ্মণ নহে সে একরূপ নির্মল সত্য বলিতে পারে না । হে সোম্য ! যেহেতু  
তুমি সত্য ভ্রাপ কর নাই, সেই হেতু আমি তোমাকে উপনীত করিব ;  
কুশাদি আহরণ কর ।” \* এই শ্রুতি শূদ্রের অনধিকার-দ্যোতক ।

\* সত্যকাম নামক এক ঋষি-বালককে তাহার জবাল নাম্নী জননী বলিল, বৎস !  
ওৎসর্গদ্বাণে পিয়া উপনীত হও । সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, মা ! আমার কোন্ গোত্র ?  
মাতা বলিল, বৎস ! আমি ভর্গুদেবায় ব্যগ্রা ছিলাম, তোমার পিতৃগোত্র আমিও জ্ঞাত নহি ।  
আমার নাম জবাল, তোমার নাম সত্যকাম, এই মাত্র জানি । অনন্তর সেই জবাল-পুত্র  
মগ্র্যকাম গৌতমঋষির নিকট গমন করিলে গৌতম তাহাকে গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করি-  
লেন । সত্যকাম নির্মলচিত্তে বলিল, আমি আমার গোত্র জানি না, আমার মাতাও জানেন  
না । আমার মা বলিয়া দিয়াছেন, তুমি বলিও, আমি জাবাল ( জবালার পুত্র ), আমার নাম  
সত্যকাম । এতৎ শ্রবণে ঋষি তাহার সেই সারল্যের দ্বারা তাহাকে শূদ্র নহে বলিয়া স্থির  
করিলেন এবং বলিলেন, শূদ্র একরূপ নির্মল সত্য বলিতে পারে না । তুমি শূদ্র নহ, ইহা  
আমি বুঝিলাম । হোম কাষ্ঠ আন, তোমাকে উপনীত করিব ।

## শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্ম ॥ ৩৮ ॥\*

ইতচ্চ ন শূদ্রস্তাধিকারো বদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-  
প্রতিষেধো ভবতি । বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধ-  
স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে । শ্রবণ-  
প্রতিষেধস্তাবদধাস্য বেদমূপশৃণুতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতি-  
পূরণমিতি, পদ্য হ বা এতৎ স্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্ম্যাং শূদ্র-  
সমীপে নাধ্যোতব্যমিতি চ । অতএবাহধ্যয়নপ্রতিষেধো  
বস্য হি সমীপেহপি নাধ্যোতব্যং ভবতি স কথং শ্রুতিমধী-  
য়ীত । ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ  
ইতি । অতএব চাহর্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো  
ভবতি । ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা  
দানমিতি চ । যেবাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাং বিদুর-

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ । অতিরোহিতার্থমত্ ৷

যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সেই হেতু শূদ্রের বেদার্থ-  
জ্ঞান ও বেদপ্রতিপাদ্য অনুষ্ঠান উভয়ই নিষিদ্ধ । এ কথা স্মৃতিতেও আছে ।  
[ শ্রবণ...মিতি চ ] শ্রবণ নিষেধ বথা—“বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কণ্ঠ ত্রপু  
( রাঙ্ক বা সীসে ) ও জতুর দ্বারা পূর্ণ করিবেক ।” “যেহেতু শূদ্র সঞ্চরিস্থ  
স্মশান, সেই হেতু তৎসমীপে অধ্যয়ন করিবেক না ।” “যাহার সমীপেও  
অধ্যয়ন নিষেধ, কি প্রকারে সে শ্রুতি ও শ্রোত জ্ঞান লাভ করিবেক ?  
বেদ উচ্চারণে ইহাদের জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর ভেদ ( ছিদ্র ) হইয়া  
থাকে ( রাজা কর্তৃক ) । কায়েই ইহাদের বেদার্থ জ্ঞান ও বেদার্থানুষ্ঠান  
নিষিদ্ধ অর্থাৎ হয় না । “শূদ্রকে জ্ঞান-দান করিবেক না, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ  
করাইবেক না ।” এ কথাও আছে । [ যেবাং...স্মিতম্ ] যাহারা জন্ম-  
স্তরে দ্বিজ ছিল, বেদসংস্কারসম্পন্ন ছিল, বিদুর ও বর্ণব্যাদ প্রভৃতি সেই

\* বেদ শ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষেধ থাকায় স্মৃতির বেদার্থের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ।  
এস শূদ্রস্য বেদশ্রবণাধ্যয়নয়োনিষেধাৎ নিষেধস্মৃতেঃ নাস্তাধিকার ইতি বোজনা ।—

ধর্মব্যাদ্ধপ্রভৃतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फल-  
प्राप्तिः प्रतिबद्ध्यते, ज्ञानसौकर्यास्तिकफलत्वात् । श्रावयेच्छ-  
तुरो वर्णानिति चेतिहासपुराणाधिगमे चातूर्क्यग्याधिकार-  
स्मरणात् । वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शृङ्गागमिति स्थितम्॥३७

## কম্পনাং ॥ ৩৯ ॥ \*

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোহধিকারবিচারঃ, প্রকৃতামেবেদানীং  
বাক্যার্থবিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ । যদিৎ কিঞ্চ জগৎ সর্বং  
প্রাণ একতি নিঃসৃতং মহদ্বয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিহুরমৃতা-  
স্তে ভবন্তীতি । এতদ্বাক্যং এজ্ কম্পন ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ

প্রাণবজ্রপ্রতিবলাদ্বাক্যং প্রকরণঞ্চ তৎকৃত্য বায়ুঃ পঞ্চবৃত্তিরাদ্যাগ্নিকো  
বাহুশ্চাত্ত প্রতিপাদ্যঃ । তথাহি, প্রাণশব্দো মুখ্যো বায়ব্যাধ্যাত্মিকে, বজ্র-  
শব্দশাসনো । অশনিশ্চ বায়ুগরিণামঃ । বায়ুরেব হি বাহো ধূমজ্যোতিঃ-  
সলিলসঞ্চিতঃ পর্জন্যভাবেন পরিণতো বিদ্যুৎস্তনয়িত্ববৃষ্টাশমিতাবেন বিব-  
র্ত্ততে । যদ্যপি চ সর্বং জগদতি সবায়ুকং প্রতীয়তে তথাপি সর্বশব্দ আপে-  
ক্ষিকোহপি ন স্বাভিধেয়ঃ জহাতি কিন্তু সঙ্কচিতবৃত্তির্ভবতি । প্রাণবজ্রশব্দো

সকল ব্যক্তিদেরই জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল । তাহাদের জ্ঞানফল অনিবার্য ;  
কেহই তাহা রুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে । ইতিহাস ও পুরাণ সকল বর্ণেরই  
শ্রাব্য, শ্রোতব্য, তাহারই দ্বারা শূদ্র জ্ঞেয়তত্ত্ব বা জ্ঞান ( উপাসনা )  
আয়ত্ত করিবেন, অধিকৃত করিবেন । কলিতার্থ এই যে, শূদ্রের বেদপূর্বক  
বিদ্যাধিকার নাই কিন্তু ইতিহাসপুরাণপূর্বক আছে ।

প্রাসঙ্গাগত অধিকার বিচার সমাপ্ত ; এক্ষণে পুনর্বার বাক্যার্থ-বিচার  
আরম্ভ করা গেল । কঠপ্রতিতে আছে “যে-কিছু জগৎ—এ সমস্তই প্রাণে  
এজিত ( কম্পিত বা বেষ্টিত ) হইতেছে । সেই প্রাণই মহৎ, ভয়হীন,  
যেমন উদ্যত বজ্র অর্থাৎ বজ্রের দ্বারা । বাহীরা ভয়ানক ইহাকে জানেন, )

\* কম্পনাং হেতোঃ কম্পনাত্মনঃ পরমেশ্বর এবোতি হৃদার্থ সংক্ষেপঃ ।—বাহার আজিত  
হইয়া এ সকল কম্পিত হয়, এরূপ এইরূপ বাক্য কঠ উপনিষদে আছে । সেই উপনিষদোক্ত  
কম্পনাত্মনঃ পরমেশ্বর, ইহা কম্পনরূপ হেতুর দ্বারা জানা যায় ।



লক্ষিতম্ । অগ্নিন্ বাক্যে সৰ্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং  
স্পন্দতে । মহচ্চ কিঞ্চিদ্রয়কারণং বজ্রশব্দিতং উদ্যতং,  
তদ্বিজ্ঞানানামৃতত্বপ্রাপ্তিরিতি শ্রুয়তে । তত্র কোহসৌ  
প্রাণঃ কিঞ্চ তদ্রয়ানকং বজ্রমিত্যপ্রতিপত্তেৰ্বিচারে ক্রিয়-  
মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তিৰ্বায়ুঃ প্রাণ ইতি ।  
প্রসিদ্ধেৰেব চাশনিৰ্বজ্রং স্যাদ্বায়োশ্চৈদং মাহাত্ম্যং সঙ্কী-  
ৰ্ত্যতে । কথং সৰ্ব্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতে  
প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বায়ুনিমিত্তমেব চ মহদ্রয়ানকং বজ্রমুৎ-  
পদ্যতে । বায়ৌ হি পর্য্যন্তভাবেন বিবর্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়ি-  
ত্ববৃত্ত্যশনয়ো বিবর্তন্ত ইत्याচক্ষতে । বায়ুবিজ্ঞানাদেব

তু ব্রহ্মবিষয়শ্চ স্বার্থমেব ত্যজতঃ । তস্মাৎ স্বার্থত্যাগাৎ বরং বৃত্তিসঙ্কোচঃ  
স্বার্থলেশাবস্থানাং । অমৃতশব্দোহপি মরণাভাববচনো ন সার্সকালিকং  
তদভাবং ক্রতে, জ্যোগজীবিতয়পি তদুপপত্তেঃ । যথা অমৃতং দেবা ইতি ।  
তস্মাৎ প্রাণবজ্রশ্রুতানুরোধাদায়ুরেবাত্র বিবক্ষিতো ন ব্রহ্মোতি প্রাপ্তম্ ।  
এবং প্রাপ্তে উচ্যতে । ‘কম্পনাৎ’, সবায়ুকস্ত জগতঃ কম্পনাৎ, পরমাত্মৈব  
শব্দাৎ প্রমিত ইতি মণ্ডুকপুত্যানুযজ্যতে । ব্রহ্মণো হি বিতাদেতৎ ১৭

[ তাহার অমর হন । ” এই বাক্যে যে “এজিত” শব্দ আছে, ধাতু অনুসারে  
তাহার অর্থ কল্পিত । সমুদয় বাক্যের অর্থ এই যে, এ সমস্ত জগৎ  
প্রাণাশ্রিত থাকিয়া চেষ্টমান হইতেছে, আর উদ্যত বজ্র যেমন ভয় কারণ,  
সেইরূপ ভয়কারণ কোন এক মহৎ (ব্রহ্ম) । তাহাঁকে জানিলে মোক্ষ হয় ।  
[ তত্র...কীর্ত্যন্তে ] এক্ষণে প্রশ্ন, প্রাণ কে ? কোন্ প্রাণ ? এবং ভয়প্রদ  
বজ্রই বা কি ? বিচার করিতে গেলে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণবায়ুকেই পাওয়া  
যায় । বায়ুই প্রাণ এবং অশনিই বজ্র । বায়ুই প্রাণ-নামে ও অশনিই  
বজ্র নামে প্রসিদ্ধ । শাস্ত্রেও বায়ুর ঐরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ।  
[ কিং...লোচনাৎ ] কি প্রকার ? তাহা বলিতেছি । এ জগৎ প্রাণ-নামক  
বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টমান এবং বায়ু হইতেই ভয়ানক বজ্র  
উৎপন্ন হয় । বায়ুই মেঘত্ব প্রাপ্ত হয়, হইলে বিদ্যুৎ, গর্জন, বৃষ্টি ও বজ্র  
প্রকাশপ্রাপ্ত হয় । শ্রুতি বলিয়াছেন, বায়ু-বিজ্ঞানে মোক্ষও হয় ।



চেদমমৃতত্বম্ । তথা হি শ্রুতাস্তরম্, বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ  
সমষ্টিরপ পুনর্মুহ্যঞ্জয়তি য এবং বেদেতি । তস্মাদ্বায়ুরয়মিহ  
প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । ব্রহ্মেবেদমিহ প্রতি-  
পত্তব্যং, কুতঃ পূর্বোত্তরালোচনাং । পূর্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থ-  
ভাগয়োত্র ব্রহ্মৈব নির্দিষ্টমানমুপলভ্যমহে, ইহৈব কথমক-  
স্মাদস্তুরালে বায়ুঃ নির্দিষ্টমানঃ প্রতিপদ্যমহি । পূর্বত্র  
তাবৎ—

তদেব শুক্রস্তুব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ন্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ ইতি  
ব্রহ্ম নির্দিষ্টং তদেবেহাপি সম্বিধানাং জগৎ সর্বং প্রাণ  
এজতীতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দিষ্টমিতি গম্যতে ।  
প্রাণশব্দোহপ্যয়ং পয়নাত্মনোব প্রযুক্তঃ, প্রাণস্য প্রাণমিতি  
কুংসং অব্যাপারে নিয়মেন প্রবর্ততে ন তু মধ্যাদামতিবর্ততে । এতদ্বক্তৃ-  
ভবতি ।—ন প্রতিসঙ্কোচমাংসং শ্রুতার্থপরিত্যাগে হেতুরপি তু পূর্বাপর  
বাক্যকবাক্যতাপ্রকরণাভ্যাং সম্বলিতঃ প্রতিসঙ্কোচঃ । তদিদমুক্তং “পূর্বো-  
ত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োত্র ব্রহ্মৈব নির্দিষ্টমানমুপলভ্যমহে, ইহৈব কথমস্তুরালে  
বায়ুঃ নির্দিষ্টমানঃ প্রতিপদ্যমহী”তি । তদনেন বাক্যকবাক্যতা দর্শিতা ।

মথা—“বায়ুই ব্যষ্টি ( পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ ), বায়ুই সমষ্টি ( সমুদয় পদার্থ ) ;  
এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে অপমৃতা হয় না, সেই কারণে বায়ুকেই জানি-  
বেক ।” এই পূর্বপক্ষের উপর বক্তব্য, প্রোক্ত বাক্যে ব্রহ্মই বুঝিতে  
হইবেক । কেন-না, পূর্বাপর মধ্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম-অর্থই লব্ধ হয় ।  
[ পূর্বো...মহি ] পূর্বে ও পরে ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে, মধ্যে কেন বায়ুর  
উপদেশ হইবে ? বায়ু উপদেশের কিছুমাত্র কারণ নাই । [ পূর্ব...উপা-  
শ্রিতাবিতি ] তাহাই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যমুক্ত, সমস্ত লোক  
তাহাঁতেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত, কেহই তাহাঁকে অতিক্রম করিতে পারে না ।  
এই পূর্ববাক্যে ব্রহ্মের উপদেশ হইয়াছে, সুতরাং ইহার সম্বিধানে পঠিত  
প্রোক্ত বাক্যেও ব্রহ্ম । পূর্ববাক্যে জগৎকে ব্রহ্মাশ্রিত বলা হইয়াছে,  
এ বাক্যেও জগৎকে প্রাণাশ্রিত বলা হইয়াছে ; সুতরাং এ বাক্যে ব্রহ্মকেই

দর্শনাৎ । এজয়িত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে ন বায়ু-  
মাত্রস্যা, তথাচোক্তম্,—

“ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নৈতাবুপাশ্রিতৌ ॥” ইতি ।

উত্তরত্রাপি,—

“ভয়াদন্যাগ্নিস্তপতি ভয়ান্তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥” ইতি ।

ত্রয়োব নির্দেক্ষ্যতে ন বায়ুঃ, সবাযুকশ্চ জগতো ভয়-  
হেতুত্বাভিধানাৎ তদেবেহাপি সর্গধানাৎ মহন্তরং বজ্রমুদ্যত-  
মিতি চ ভয়হেতুত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দিষ্টমিতি গম্যতে । বজ্র-  
শব্দোহপ্যয়ন্তয়হেতুত্বমান্যাত্ প্রযুক্তঃ । যথা হি বজ্রমুদ্যতং  
মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদ্যহমশ্চ শাসনং ন কুর্য্যামিত্যনেন

প্রকরণাদপীতি ভাষণে প্রকরণমুক্তম্ । যৎ যন্তু পৃষ্টং তদেব প্রধানং প্রতি-  
বক্তব্যমিতি তস্য প্রকরণম্ । পৃষ্টাদন্যাগ্নিস্তপ্যামানে শাস্ত্রমপ্রমাণং ভা. ১৮-  
সম্বন্ধপ্রলাপিহাৎ । যন্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ কচিৎমৃত্যুমভিহিতমাপেক্ষিকং

প্রাণ বলা হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয় । শাস্ত্রে পরমাত্মাকে প্রাণ বলিতেও  
দেখা যায় । যথা—“তিনি প্রাণের প্রাণ ।” এজন অর্থাৎ জীব-চেষ্টা ।  
তৎপ্রবর্তকতা পরমাত্মাতেই সম্ভব, কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে ।  
এ কথা প্রতিতেও আছে । যথা — জীব প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না,  
অপানের দ্বারাও নহে, কিন্তু ঐ প্রাণ ও অপান যদাশ্রিত, বাহার অধীন,  
তাহারই দ্বারা জীবিত থাকে । তিনি জীবের ও জীবনের কারণ ।  
[ উত্তর...ব্রহ্ম ] প্রতি উদাহৃত বাক্যের পরেও “অগ্নি তাহার ভয়ে তাপ  
প্রদান করেন, সূর্য্যও তাহার ভয়ে আতপ প্রদান করেন, ইন্দ্র ও বায়ু,  
ইহারাও আপন আপন কার্য্য করেন এবং মৃত্যুও জীবকে আক্রমণ করেন”  
এইরূপে ব্রহ্ম উপদেশ করিবেন । এই পরবাক্যে তিনি বায়ুর সহিত সর্ব্ব  
জগতের ভয়জনক, একরূপ উল্লেখ থাকায় অব্যবহিত পূর্ব্ববাক্যস্থ উদ্যত  
বজ্রের ন্যায় ভয়জনক, এ কথা ব্রহ্মপর এবং একই ভয়ের নিমিত্ত কার



ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ততে—এবমিদ-  
মগ্নিবায়ুসূর্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভ্রাম্মিয়মেন স্ব-  
ব্যাপারে প্রবর্ত্তত ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম । তথা  
চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যস্তরম্,—

“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥” ইতি ।

অমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে । ব্রহ্ম-  
জ্ঞানাদ্ভ্যুতত্বপ্রাপ্তিঃ, তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুর্মোহি নানুঃ  
পশু বিদ্যাতেহয়নাতি মন্তবর্ণাৎ । যত্নু বায়ুবিজ্ঞানাৎ  
কৃচিদমৃতত্বমভিহিতং তদাপেক্ষিকম্ । তত্রৈব প্রকরণান্তর-  
করণেন পরমাত্মানমভিধায় অতোহনুদার্তমিতি বায়ুদেৱো-  
দ্বাভিধানাৎ । প্রকরণাদপ্যত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ ।

তদिति । অপপুনর্মৃত্যুং জয়তীতি শ্রুত্যা হপনৃত্যোর্বিজয় উক্তো ন তু  
পরমমৃত্যুবিজয় ইত্যাপেক্ষিকত্বম্ । তচ্চ তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন হেতুনা ।

তন্নিমিত্ত তি নি বজ্র । ভয়জনক বজ্র বা রাজদণ্ড মমোপরি পড়িবেক, যদি  
আমি রাজশাসন প্রতিপালন না করি, ইহা ভাবিয়া, লোক যেমন ভয়-  
প্রযুক্ত নিয়মপূর্বক রাজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত থাকে, সেইরূপ অগ্নি, বায়ু, স্থ্যা  
প্রভৃতি সমুদয় অগ্নং ব্রহ্মের ভয়ে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছে । শ্রুতি এই  
ভাবেই ব্রহ্মে বজ্রের উপমা দিয়াছেন । [ তথাচ...পঞ্চমঃ ] ব্রহ্মবিষয়ে  
অন্ত শ্রুতি আছে, তাহাও ঐরূপ । যথা—“বায়ু তাঁহার ভয়ে পবমান ও  
স্থ্যা উদিত হইতেছেন । অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, ইহারাও আপন আপন  
কার্য করিতেছেন ।” [ অমৃতত্ব...বর্ণাৎ ] মোক্ষফলের উপদেশ থাকাতোও  
প্রাণের ব্রহ্ম-নিশ্চয় হয় । একজ্ঞানব্যাভীত অজ্ঞানে মুক্তি হয় না,  
ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—“জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম  
করে ; তাঁহাকে পাইবার ( জ্ঞান ব্যাভীত ) অস্ত উপায় নাই ।” [ যত্নু...  
পৃষ্টবাৎ ] কোন কোন স্থলে যে বায়ুজ্ঞানে মোক্ষ হয়, অতিহি হইয়াছে,  
তাহা আপেক্ষিক । সেখানেও অস্ত প্রস্তাব উত্থাপন পূর্বক পরমাত্মার  
কথা বলিয়া “পরমাত্মা তিন্ন সমস্তই আর্ন্ত অর্গাৎ নশ্বর,” এবংক্রমে বায়ুরও

“অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাশ্রাৎ কৃতাকৃতাত্ ।

অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাক্ষ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ ॥”

ইতি পরমাত্মনঃ পৃষ্ঠত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥

## জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ \*

এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপ-  
সম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রুয়তে । তত্র সংশ-  
যাতে কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্বিষয়ং তমোহপহং তেজঃ

ন কেবলমপশ্যত্যা তদাপেক্ষিকমপি তু পরমাত্মানমভিধারাতোক্তদার্ভমিতি  
বাষাদেদার্ত্ত্বাভিধানাৎ । ন হার্ত্তাভ্যাসাদনার্ত্তো ভবতীতি ভাবঃ ।

অত্র হি জ্যোতিঃশব্দস্য তেজসি মুখ্যত্বাদব্রহ্মণি জঘন্তত্বাৎ প্রকরণাক্ষ  
শ্রুতেক্ষলীয়ত্বাৎ পূর্ববচ্ছৃত্তিসঙ্কোচস্য চাত্রাত্ত্বাৎ, প্রত্যুত ব্রহ্মজ্যোতিঃ-  
পক্ষে ক্র্যাক্রতে: পূর্বকালার্থায়া: পীড়নপ্রসঙ্গাৎ সমুখানশ্রুতেশ্চ ‘তেজ  
এব জ্যোতিঃ’ । তথাহি, সমুখানমুদগমনমুচ্যতে ন তু বিবেকবিজ্ঞানম্ ।  
উদগমনঞ্চ তেজঃপক্ষেহির্জিরাদিমার্গেণোপপদ্যতে । আদিত্যশ্চাচ্চিরাদ্য-  
পেক্ষয়া পরং জ্যোতির্ভবতীতি তদুপসম্পদ্য তস্য সমীপে ভূত্বা স্মেন  
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, কার্যাব্রহ্মলোকপ্রাপ্তৌ ক্রমেণ মুচ্যতে । ব্রহ্মজ্যোতিঃ-

নশ্বরং কথন আছে । প্রকরণ বলে এখানে প্রাণশব্দের পরমাত্মা অর্থই  
লক্ষ হয় । এ প্রস্তাব যে পরমাত্মার প্রস্তাব এবং প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা “বাহা  
ধর্মাতীত, অধর্মাতীত, কার্যাকারণের অতীত, ভূতভবিষ্যন্তের অতীত,  
তাহাই আমাকে বলুন, উপদেশ করুন ।” এই পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা  
নিশ্চিত হয় ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, “এই অমৃষ্ট পুরুষ এ শরীর  
হইতে উন্মিত হন, হইয়া পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও আপন স্বরূপে পরিনিষ্ঠিত  
হন ।” এতদ্বাক্যস্থ পরজ্যোতিঃ কি ? চক্ষুর্গ্রাহ্য তমোনাশক তেজ ? না

\* ছান্দোগ্যশ্রুতাজ্যোতিঃ পরমাত্মব নান্তদ্বিতি প্রতিজ্ঞা । অত্র হেতুঃ দর্শনাদ্বিতি ।  
পরমাত্মানুভূতিদর্শনাদিত্যর্থঃ ।—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতিবাক্যে যে জ্যোতিঃশব্দের  
উপদেশ আছে—সে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মপর । হেতু এই যে, সেখানে একই অমৃষ্ট হইয়া-  
ছেন । অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুবর্তনে ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ।

কিং বা পরং ব্রহ্মেতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । প্রসিদ্ধমেব  
তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি । কুতঃ । তত্র জ্যোতিঃশব্দস্ত  
রূঢ়-  
ত্বাৎ । জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃ-  
শব্দঃ স্বার্থঃ পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ততে । ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ  
স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে । তথা চ নাড়ীখণ্ডে, অথ  
বট্রেতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরুদ্ধমাক্রমত  
ইতি মুমুক্শোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা । তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব  
তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পর-  
মেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্, কস্মাৎ, দর্শনাৎ । তস্য হীহ প্রক-  
রণে বক্তব্যত্বেনানুরূপিভির্দৃশ্যতে । য আত্মাপহতপাপোত্য-

পক্ষে তু ব্রহ্ম ভূত্বা কাংপর্য স্বরূপনিষ্পত্তিঃ । ন চ দেহাদিবিকৃতব্রহ্মস্বরূপ-  
সাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপোহভিনিষ্পত্তিঃ । সা হি ব্রহ্মভূত্যাং প্রাচীনী ন তু  
পর্যাকীনা সেরমূপসম্পদ্যোতি জ্ঞাপ্রকৃতে: পীড়া । তস্মাৎ তিস্তিভি: শ্রুতিভি:  
প্রকরণবোধনাত্তেজ এবাত্র জ্যোতিরিত্তি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ।  
পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্ । কস্মাৎ । দর্শনাৎ । “তস্য হীহ প্রকরণে”  
“অনুবৃত্তির্দৃশ্যতে” । যৎ ধনু প্রতিক্রায়তে যচ্চ মধ্যে পরামৃশ্যতে যচ্চোপ-  
সংস্থিত্যেত স এব প্রধানং প্রকরণার্থঃ । তদন্তঃপাতিনস্ত সর্কে তদনুগুণতয়া

পরব্রহ্ম ? তমোনাশক তেজ-বিশেষেই জ্যোতিঃশব্দ কঢ়, প্রসিদ্ধ, স্মৃতরাই”  
প্রথমত: তেজ-বিশেষই পাওয়া যায় । [ জ্যোতিঃ...দৃশ্যতে ] “জ্যোতি-  
শ্চরণাভিধানাৎ” সূত্রে প্রকরণ বলে জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা  
হইয়াছে সত্য ; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন কারণ নাই যে জ্যোতিঃশব্দের  
স্বার্থত্যাগ হইবে । নাড়ীখণ্ডেও ( শ্রুতির অংশবিশেষ ) “যখন মুমুকু এ  
শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, এ শরীর ত্যাগ করে, তখন নাড়ীসংশ্লিষ্ট সেই  
সকল রশ্মিকর্তৃক ( সৌর তেজ ) উন্নীত হয়, হইয়া ব্রহ্মলোকের দ্বার স্বরূপ  
আদিত্যমণ্ডলে গমন করে ।” এইরূপে আদিত্যপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে ।  
এই সকল কারণে বলি, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজবিশেষবাচী । এতরূপ  
প্রথম পক্ষ প্রাপ্তির পর বলা যায়, প্রোক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজ নহে, পরব্রহ্ম ।  
কেননা, ঐ প্রস্তাবে ব্রহ্মেরই অনুবর্তন দেখা যায় । [ ব...বিশেষণাৎ ]

পহতপাপুহাদিগুণকস্যাভূনঃ প্রকরণাদাবহেষ্ঠব্যত্থেন বি-  
জিজ্ঞাসিতব্যত্থেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতত্ত্বেন তে ভূয়োহনু-  
ব্যাখ্যাস্যামীতি চানুসন্ধানাং, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-

নেতব্যঃ । ন তু শ্রুতানুরোধমাত্রেন প্রকরণাদপক্ৰষ্টব্য ইতি হি লোক-  
স্থিতিঃ । অন্তথোপাংগুযাজবাক্যে জামিতাদোষোপক্ৰমে তৎপ্রতিসমাধানো-  
পসংহারে চ তদন্তঃপাতিনো বিক্লুপাংগু যষ্টব্য ইত্যাদয়ো বিধিশ্রুতানু-  
রোধেন পৃথগ্ধর্মঃ প্রসজ্যেয়ন্ । তৎ কিমিদানীং তিষ্যঃ সাক্ষ্যোপসদঃ  
কার্য্যাদাদশাহীনস্যোতি প্রকরণানুরোধাৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিবললক্ষমহর্গগাতি-  
ধানং পরিত্যজ্যাহীনশব্দঃ কথমপাবয়বব্যুৎপত্ত্যা সাক্ষ্য জ্যোতিষ্টোমমভিধায়  
তত্রৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধন্তাম্ । স হি কৃৎস্নবিধানায় কুতশ্চিদপি হীয়তে  
কুতোরিত্যাহীনঃ শক্যো বক্তুন্ । মৈবম্ । অবয়বপ্রাসিদ্ধেঃ সমুদায়-  
প্রসিদ্ধির্কলীয়সীতি শ্রুত্যা প্রকরণবাহনায় দ্বাদশোপসত্তামহীনগুণযুক্তে  
জ্যোতিষ্টোমে শক্যোতি বিধাতুন্ । নাপ্যতোহপক্ৰষ্টঃ সন্নহর্গস্য বিধন্তে ।  
পরপ্রকরণেহন্যধর্মবিধেরন্যায্যত্বাৎ । অসম্বন্ধপদব্যবহারবিচ্ছিন্নত্যা প্রকরণ-  
স্য পুনরনুসন্ধানক্ৰেপাৎ । তেনানপক্ৰষ্টেনৈব দ্বাদশাহীনস্যোতি বাক্যোন  
সাক্ষ্য তিষ্য উপসদঃ কার্য্য ইতি বিধিঃ স্তোভুং দ্বাদশাহবিহিতা দ্বাদশোপ-  
সত্তা তৎপ্রকৃতিত্বেন চ সর্কাহীনেবু প্রাপ্তা নিবীতাদিবদনুদ্যতে । তদ্বাদ-  
হীনশ্রুত্যা প্রকরণবাহেঃপি ন দ্বাদশাহীনস্যোতি বাক্যস্য প্রকরণাদপকর্ষো  
জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণাতস্য । পূর্বাদানুসঙ্গমস্তস্য বহ্নিস্রবলাং প্রকরণবাহে-  
নাপকর্ষস্তদগত্যা । পৌকাদৌ চ কণ্ঠপি তস্যার্থবত্বাদিহ তপক্ৰষ্টেস্যাক্ষিরাদি-  
মার্গোপদেশে ফলসোপায়মার্গপ্রতিপাদকেহতিবিশদ এব সুস্প্রসাদ ইতি  
বাক্যস্যাবিশদৈকদেশমাত্রপ্রতিপাদকস্য নিম্প্রয়োজনত্বাৎ । ন চ দ্বাদশ-  
হীনস্যোতিবৎ যথোক্তাধ্যয়নসাধনানুষ্ঠানং স্তোভুমেব স্প্রসাদ ইতি বচন-  
মর্কিরাদিমার্গমনুবদতীতি যুক্তম্ । স্তুতিলক্ষণায়াং স্বাভিধেয়সংসর্গতাংপর্য্য-  
পরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ । দ্বাদশাহীনস্যোতি তু বাক্যে স্বার্থসংসর্গতাংপর্য্যো প্রক-  
রণবিচ্ছেদস্য প্রাপ্তানুবাদমাত্রস্য চাপ্রয়োজনত্বমিতি স্তুত্যাখ্যো লক্ষ্যতে ।

“যিনি আত্মা তিনি নিম্পাপ” ইত্যাদিক্রমে আত্মার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া  
পরে আত্মাই অবেষ্টব্য, আত্মাই জিজ্ঞাস্ত, এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ।  
তৎপরে “এই আত্মার কথা বলিব, আত্মা বুঝাইব,” এইরূপে আত্মার অনু-  
কর্ষণ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে । অনন্তর “অশরীর সংকে প্রের অপ্রির



প্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীরতায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরস্যা-  
ভিধানাৎ ব্রহ্মভাবাচ্চাত্মাশরীরতানুপপত্তেঃ, পরং জ্যোতিঃ  
স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ । যত্ত্বং মুমুক্শো-  
রাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, ন চাসাবাত্যন্তিকৌ মোক্ষো

ন চৈতদ্ব্যবহাৰ্য্যং সমুদায়প্রসিদ্ধিমূলজ্যাবয়বপ্রসিদ্ধিমুখাপ্রিত্য সাহসৈব  
বাদশোপসত্তাং বিধাতুমর্হতি, ত্রিষ্বাদশত্বয়োর্কিকল্পপ্রসঙ্গাৎ । ন চ সত্যং  
গভৌ বিকরো ন্যায্যঃ । সাহাধীনপদয়োশ্চ প্রকৃতজ্যোতিষ্টোমাভিধায়িনো-  
রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ, প্রকরণাদেব তদবগতেঃ । ইহ তু স্বার্থসংসর্গতাৎপৰ্য্যে  
নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি পৌৰ্ণাপর্যাপর্যালোচনয়া প্রকরণানুরোধাক্রটিমপি  
পূৰ্বকালতামপি পরিত্যজ্য প্রকরণানুগুণেন জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে ।  
যত্ত্বং মুমুক্শোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, নাসাবাত্যন্তিকৌ মোক্ষঃ । কিন্তু  
কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । ন চ ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়ঃ সেন রূপেণাভিনিপাত্য  
ইতি বচনম্ । ন হেতুং প্রকরণোক্তং ব্রহ্ম তদ্বিহুযোগত্যাংক্রান্তী স্তঃ । তথা  
চ শ্রুতিঃ ।—‘ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্ত’ ইতি । ন চ  
তদ্ব্যবহাৰ্য্যং ক্রমমুক্তিঃ । অজিরাদিমার্গস্য হি কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপকত্বং ন তু  
ব্রহ্মভূতহেতুভাবো, জীবস্যা তু নিকপাধিনিত্যশুদ্ধব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকার-  
হেতুকে যোকে কৃতমর্জিরাদিমার্গেণ কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যা । অত্রাপি ব্রহ্ম-  
বিদন্তরূপপত্তেঃ তস্মাৎ জ্যোতিরাদিত্যমুপসম্পদ্য সম্প্রসাদস্য জীবস্য সেন  
রূপেণ পারমার্থিকেন ব্রহ্মগাহতিনিশ্চিতিরাক্সসীতি শ্রুতেরত্রাপি ক্লেষঃ ।  
অপি চ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমপুরুষ ইতীহিবোপরিষ্টাধিশেষণান্তেজসো  
ব্যবহৃত্য পুরুষবিবরণেনাবস্থাপনাজ্যোতিস্পৰ্শস্য পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতির্ন তু  
তেজ ইতি সিদ্ধম্ ।

( পুণ্য ও পাপ ) স্পর্শ করে না, ” এইরূপে আত্মার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্যই  
জ্যোতিঃস্পর্শ ইহবার কথা বলা হইয়াছে । ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য  
কোনরূপে অশরীর হওয়া সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না । “পর জ্যোতিঃই  
উত্তম পুরুষ” এতরূপ বিশেষণও আছে । [ যত্ত্বং...বক্ষ্যামঃ ] মুমুক্শু  
আদিত্য প্রাপ্তি হয় সত্য ; কিন্তু তাহা ( আদিত্যপ্রাপ্তি ) আত্যন্তিক মোক্ষ  
নহে । কারণ এই যে, সেরূপ মরণে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই আছে ।



গত্যাৎক্রান্তিসম্বন্ধাৎ । ন হি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যাৎ-  
ক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশোহর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥\*

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বাহিতা তে যদন্তরা  
তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি শ্রুয়তে । তৎ কিমাকাশ-  
শব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশমিতি বিচারে  
ভূতপরিগ্রহো যুক্তম্ । আকাশশব্দস্য তস্মিন্ রূঢ়ত্বাৎ । নাম-  
রূপনির্ব্বাহণস্য চাবকাশদানদ্বারেণ তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্য-

যদ্যপ্যাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যব ব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাধাকাশঃ পরমাত্মেতি ব্যুৎপা-  
দিতং তথাপি তদ্বদত্র পবমানলিঙ্গদর্শনাভাবান্নামরূপনির্ব্বাহণস্য ভূতাকাশে-  
ইপ্যবকাশদানেনোপপত্তেবকস্মাচ্চ রুচিপরিভ্যাগস্যাযোগাৎ । নামরূপে  
অন্তরা ব্রহ্মেতি চ নাকাশস্য নামরূপয়োর্নির্ব্বাহিতরূপবালত্বমাহ অপি তু  
ব্রহ্মণঃ । তেন ভূতাকাশো নামরূপয়োর্নির্ব্বাহিতা । ব্রহ্ম চৈতন্যোরন্তবালং মধ্যং  
সারমিতি বাবৎ । ন তু নির্ব্বোচৈব ব্রহ্ম অন্তরালং বা নির্ব্বোচ । তন্মাৎ  
আত্যন্তিক মুক্তিতে গতি ও উৎক্রান্তি নাই । এ কথা পক্ষাৎ ব্যক্ত  
হইবে ।

ছান্দোগ্যে অন্য এক বাক্য আছে । যথা—“আকাশই নাম-রূপের  
নির্ব্বাহক । যাহা ব্রহ্ম তাহা নাম ও রূপ ভিন্ন । যাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত ও  
আত্মা ।” এ আকাশ কে ? শ্রুতি কোন্ বস্তুকে আকাশ বলিগেন ?  
বিচার করিতে গেলে প্রথমে ভূতাকাশ গ্রহণ করাই ন্যায্য হয় । কারণ  
এই যে, আকাশ-শব্দ ভূতবিশেষেই রূঢ় । নামরূপনির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মটিকে  
অবকাশ ভাব লক্ষ্য কবিরূপ ভূতাকাশে বোঝনা করিতেও পার । অর্থাৎ  
আকাশ অবকাশ প্রদান কবে, তাই অস্ত্রাত্ত পদার্থের নাম রূপাদি নিশ্চয়  
হয় । এখানে পূর্ব্বের ন্যায় ( আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ সূত্রের দ্বারা ) বিস্পষ্ট ব্রহ্ম-

\* “আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বাহিতা” ইত্যত্র য আকাশোহতিহিতছান্দোগ্যে উৎ  
ব্রহ্ম । তত্র হেতুরর্থোক্তি । তস্য নামরূপয়োর্ভেদেনোক্তবাদিতার্থঃ ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে  
যে আকাশ শব্দ আছে তাহা ব্রহ্মবোধক । কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাকে নামরূপের  
নির্ব্বাহক অথচ নামরূপাদি হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন ।



৮

হাং । অষ্টকাদেশচ স্পষ্টস্তত্রাক্ষলিঙ্গশ্চাশ্রবণাং । ইত্যেবং  
প্রাপ্ত ইদমভিধীয়তে । পরমেব ত্রন্ধেহাকাশশব্দঃ ভবিষ্য-  
মহতি, কস্মাং, অর্থান্তরহাদিব্যাপদেশাং । তে যদন্তরা তদ-  
ত্রন্ধেতি হি নামরূপাত্ম্যমর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপদিশতি ।  
ন চ ত্রন্ধগোহন্যন্নামরূপাত্ম্যমর্থান্তরং সম্ভবতি, সর্বস্য  
বিকারজাতস্ত্র নামরূপাত্ম্যমেব ব্যাকৃতহাং । নামরূপয়ো-  
রপি নির্বহণং নিবন্ধশ্চ ন ত্রন্ধগোহনাত্ৰ সম্ভবতি । অনেন  
জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ত্রন্ধকর্তৃ-  
শ্রবণাং । ননু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং নির্বো-

প্ৰসিদ্ধেভূতাকাশমেবাকাশো ন তু বন্ধেতি প্রাপ্তম । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।  
পৰমেবাকাশং এক, “কস্মাদিথাস্তবহাদিব্যাপদেশাং” । নামরূপমাত্মনির্বাহক-  
মিহাকাশমুচ্যতে । ভূতাকাশকং বিকাবহেন নামরূপান্তঃপাতি সৎ কথ-  
মাশ্বানমুদ্বহেৎ । ন চ স্থানিকিতোহপি বিজ্ঞানী যেন স্বকেনাত্মানং বোতু  
মুৎসহতে । ন চ নামরূপশ্চিতিরবিশেষতঃ প্রবণা ভূতাকাশবর্জঃ নামরূপান্তবে  
লকোচয়িতুং সতি সম্ভবে যজ্যতে । ন চ নিকাঙ্ককঃ নিবন্ধশমবগতম্ । ত্রন্ধ  
লিঙ্গং কথঞ্চিৎ কেশেন পবতয়ে নেতুমুচিতম । অনেন জীবেনাত্মনাহু-  
প্রবিষ্টা নামরূপে ব্যাকববাণীতি চ তৎশষ্ট্ৰমতিস্পষ্টং ত্রন্ধলিঙ্গমত্র প্রতী-  
য়তে । একরূপতয়া চ জীবস্য ব্যাকর্তৃৎ একম্ এব ব্যাকর্তৃত্বমুক্তম্ । এবঞ্চ  
নির্বাহিতুবেবাণ্ডবালতোপপত্তেবাত্মো নির্বাহিতাহুচ্যন্তবালমিত্যর্থভেদকর

লিঙ্গ নাই, সুতবাং পোনক্কাশকাও নাই । এতদ্রূপ পূৰ্ণপক্ষেব বিরুদ্ধে  
বলা যায়, এখানেও আকাশ পবএক । হেতু এই যে, ঐ স্থানে অর্থাস্তবেব  
ব্যাপদেশ (উল্লেখ) আছে । প্রাতি “নাম ও রূপ বাহার অন্তরে, বাহা  
হইতে ভিন্ন, তাহা এক” এইকণে প্রোক্ত আকাশকে নামরূপাত্তিরিক্ত  
বলিয়াছেন । [ ন চ শ্রবণাং ] ত্রন্ধই নামরূপভিন্ন, অন্য কেহ নামরূপ  
ভিন্ন নহে । যে-কিছু বিকাব, সমস্তই নামেব ও রূপেব দাবা ব্যক্ত ।  
ত্রন্ধ ভিন্ন অন্য কেহ প্রোক্তবিধ নামরূপনির্বাহক নহে । স্মৃতিতেও  
“জীবাশ্বকপে অহুপ্রবিষ্ট হইবা নামরূপ বিস্পষ্ট করিব,” এতদ্রূপ ক্রমে  
বন্ধেবই নামরূপকর্তৃব কথিত আছে । [ ননু প্রপঞ্চঃ ] বলিতে পার,

দৃষ্টমস্তি। বাচমস্তি অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ। নামরূপ-  
নির্বাহণাভিধানাদেব চ শ্রুত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি।  
তং ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মোতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি।  
আকাশন্তল্লিঙ্গাদিত্যস্যাং প্রপঞ্চঃ ॥ ৪১ ॥

## সুষুপ্ত্যংক্রান্তোভেদেন ॥ ৪২ ॥ \*

ব্যাপদেশাদিত্যনুবর্ততে। রহদারণ্যকে মস্তে প্রপাঠকে,  
কতম আত্মোতি যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু হৃদ্যান্তর্জ্যোতিঃ

নাপি ন যুক্তা। তথা চ তে নামরূপে বদাকাশমন্তরেত্যমর্থান্তরব্যাপদেশ  
উপপন্নো ভবত্যাকাশসা। তস্মাদমর্থান্তরব্যাপদেশান্তথা। তৎ ব্রহ্ম তদমৃত-  
মিতি ব্যাপদেশাং ব্রহ্মবাকাশমিতি সিদ্ধম্।

আদিমধ্যাবসানেষু সংসারি প্রাণিপাদনাং।

তৎপরে গ্রহসন্দর্ভে সর্গঃ তত্রৈব যোজ্যতে ॥

সংসার্যেব তাবদাশ্বাহঙ্কারাস্পদং প্রাণাদিপরীতঃ সর্গজনসিদ্ধঃ। তমেব

জীবেরও নামরূপনির্বাহকই আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রৌঢ়। এ  
বিষয়ে আমরা বলি, তাহা মত্যা কিং অভেদ বিবক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মই  
জীব, এই ভাব লক্ষ্য করিয়া কথিত। আকাশ নামরূপের নির্বাহক, এই  
কথায় সৃষ্টিকর্তৃহ বলা হইয়াছে এবং সৃষ্টিকর্তৃহই আকাশের ব্রহ্মত্ব অনুমান  
করাই। “তাহাই ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মা,” একথাও ব্রহ্মবাদের (আকাশের  
ব্রহ্মত্বের) অনুমাপক। ইতি “আকাশন্তল্লিঙ্গাং” সূক্তের প্রপঞ্চ অর্থাৎ  
বিস্তার মাত্র।

আবণ্যক উপনিষদের যষ্ঠ-প্রপাঠকে (পরিচ্ছেদে) বাজর্ষি জনকের  
আত্মবিষয়ক প্রশ্ন আছে। জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যে কিছু অহং-  
জানগম্য, সে সকলের মধ্যে আত্মা কি?” বাজলব্য তাহার প্রত্যুত্তরে

\* সুষুপ্ত্যংক্রান্তোভেদেনোক্তম্। জীবস জাগ্রদবস্তি পরমেশ্বরস্য তু ভ্রান্তি  
যতএব কীবাচমন্তঃ পরমেশ্বর ইতি ত্রয়াকং পদানমবধারয়ান্নিকপদ্যবমিতি যোজনা।—  
আবণ্যক স্মৃতিতে যে জনক-ব্রাহ্মণের প্রশ্ন-উত্তর আছে, সে সমস্তই আত্মার অসংসারি-  
৭৫৭ প্র. উপাদেক

পুরুষ ইতু। পক্রমা ভূয়ানাত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ । তৎ কিং  
সংসারিস্বরূপমাত্মাত্মাখ্যানপরং বাক্যমুতাসংসারিস্বরূপপ্রতি-  
পাদনপরমিতি বিষয়ঃ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । সংসারিস্বরূপ-  
মাত্মবিষয়মেবেতি । কৃতঃ । উপক্রমোপসংহারাত্মান্ ।  
উপক্রমে, যোহয়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিত শারীরলিঙ্গাৎ ।  
উপসংহারে চ, স বা এম মহানজ আত্মা যোহয়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ  
প্রাণেশ্বিত তদপরিত্যাগান্মদোহপি বুদ্ধ্যাত্মাদ্যবস্থোপন্যা-  
সেন তস্মৈব প্রপঞ্চনাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ, পরমেশ্বরো-  
পদেশপরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্মাত্মাখ্যানপরম্ । কস্মাৎ ।

চ যোহয়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিতাদিশ্রুতিসন্দর্ভ আদিমধ্যাবসানেষামৃশতীতি  
তদমুবাদপরো ভবিতুমর্হতি । এবঞ্চ সংসার্যাট্মন কন্ধিদপেক্ষ্য মহান্  
সংসারস্য চানাদিহেনানাদিহাদত উচ্যতে ন তু তদতিরিক্তঃ কশ্চিদত্র নিত্য-  
শুদ্ধবুদ্ধমূকস্বভাবঃ প্রতিপাদ্যঃ । যত্ন সুস্পষ্ট্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা  
পরিষক্ত ইতি ভেদঃ মত্রে, নাসৌ ভেদঃ, কিন্তুয়মাশ্রয়ঃ স্বভাববচনঃ,  
তেন সুস্পষ্ট্যুৎক্রান্ত্যবহায়াং বিশেষবিষয়াভাবাৎ সম্প্রিণ্ডিতপ্রজ্ঞেন প্রাজ্ঞে-  
নাত্মনা স্বভাবেন পরিষক্তো ন কিকিদ্বেদেত্যভেদেহপি ভেদবদুপচায়েণ  
যোজনীয়ম্ । যথাহঃ ‘প্রাজ্ঞঃ সম্প্রিণ্ডিতপ্রজ্ঞ’ ইতি । পত্যাৱয়শ্চ শব্দাঃ  
কার্য্যকরণসংঘাতাৱ্যকস্যা জগতো জীবকর্ম্মার্জিততরা তত্ত্বোগ্যতয়া চ যোজ-

“ইঞ্জিয়গণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময় ( বুদ্ধিতম্ময় ) অথচ ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির  
অতিরিক্ত, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, হৃদয়েন মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ ( সর্ব্ব  
প্রকাশক ),” এইরূপ এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন । সে সকল প্রশ্ন  
প্রতিবচন জীবাত্মবিষয়ক বা পরমাত্মবিষয়ক, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে ।  
বিচার করিতে গেলে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে প্রথমতঃ জীবাত্মবিষয়ক  
বলিয়াই প্রতীত হয় । [ উপক্রমে...ব্যাপদেশাৎ ] উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে  
“বিজ্ঞানময়” কথা আছে, তাহা শারীরের বোধক । উপসংহারেও ( সমা-  
প্তিতেও ) “সেই এই মহান্ ও জগদ্রহিত আত্মা—যিনি এই বিজ্ঞানময় ।”  
এইরূপ কথা আছে । এ কথা পূর্ব্বোক্ত তথ্যের বিস্তার মাত্র । এতদ্রূপ  
পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর এইরূপ বলা যায় যে ঐ বাক্যে কেবল জীবের

স্বপ্নপ্ৰাপ্তবৃত্তান্তো চ শরীরাত্ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপ-  
দেশাৎ । স্বপ্নপ্ৰাপ্তো তাবৎ, অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরি-  
ষক্তো ন বাহ্যঃ কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি শরীরাদ্ভেদেন পর-  
মেশ্বরং ব্যপদিশতি । তত্র পুরুষঃ শরীরঃ স্যাৎ তস্য বেদি-  
ত্বাৎ বাহ্যাত্মন্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ  
প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সৰ্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যমবিযোগাৎ ।  
তথা, উৎক্রান্তাবপ্যয়ং শরীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বাকৃচ্ছ  
উৎসর্জন্ যাতিতি জীবাভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি ।  
তত্রাপি শরীরো জীবঃ স্যাৎ শরীরস্বাগিতাৎ । প্রাজ্ঞস্ত

নীয়াঃ । তস্যাং সংসার্যেবানুদ্যতে ন তু পরমাত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি  
প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।—‘স্বপ্নপ্ৰাপ্তবৃত্তান্তোভেদেন’ ব্যপদেশাদিতা-  
নুবর্ততে । অয়মভিধানিঃ —কিং সংসারিণোহন্যঃ পরমাত্মা নাস্তি, তস্যাং  
সংসার্যাত্মপরং যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেধিতি বাক্যম্, আহোষিদিহ  
সংসারিব্যতিরেকেণ পরমাত্মনোহসঙ্কীৰ্ত্তনাং সংসারিণশ্চাদিমধ্যাবসানেষব-  
মর্শাৎ সংসার্যাত্মপরং, ন তাবৎ সংসার্যতিরিক্তস্য তস্যাভাবঃ । তৎপ্রতি-  
পাদকা হি শতশ আগমা দ্বৈতভেদনাশকং গতিসামান্যাদিত্যাদিভিঃ স্বত্র-  
গন্ধৰ্ভৈরুপপাদিতাঃ । ন চাত্মাপি সংসার্যতিরিক্তপরমাত্মসঙ্কীৰ্ত্তনাভাবঃ,

অনুবাদ এমত নহে, পরমেশ্বরের উপদেশ হইয়াছে । কারণ এই যে, জীব  
স্বপ্নবিষয়ে ও উৎক্রান্তিবিষয়ে ( উৎক্রান্তি = মরণ ) পরমেশ্বর হইতে  
ভিন্ন, ইহা ঐ স্থানেই উপদিষ্ট আছে । [ স্বপ্নপ্ৰাপ্তো...গম্যতে ] ক্রতি স্বপ্নপ্তি  
বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মায় পরিষক্ত ( একত্র প্রাপ্ত )  
হওয়ায় বাহিরের ও অন্তরের বস্তু জানিতে পারে না ।” এ বাক্যে পরমে-  
শ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে । প্রদর্শিত বাক্যের পুরুষ-শব্দ  
জীববাচী । জীবই জ্ঞাতা ; তাহারই বাহ্যাত্মন্তর জ্ঞান আছে, এবং সেই  
জ্ঞানেরই নিষেধ সম্ভব । আবার প্রাজ্ঞশব্দ পরমেশ্বরের বোধক । সৰ্ব্বজ্ঞতা-  
রূপ প্রজ্ঞা পরমেশ্বরেই নিত্য অবস্থিত, জীবে তাহা নাই । ( জীবে আগন্তুক  
বা কাদাচিতক ) । অপিচ, উৎক্রান্তিকালেও জীব প্রাজ্ঞ আত্মায় ( পরমা-  
ত্মায় ) সম্মুখত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে । এই উৎক্রান্তিবাক্যও পর-



স এব পরমেশ্বরঃ । তস্মাৎ সৃষ্টিপুংক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন  
ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাহত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে ।  
যদুক্তমাদ্যন্তমধ্যে শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি,  
অত্র ক্রমঃ । উপক্রমে তাবৎ, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিতি  
ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্ । কিং তর্হি । অনূদ্য সংসারি-  
স্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাহসৌকতাং বিবক্ষতি । যতো ধ্যায়তীব  
লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যন্তরগ্রন্থপ্রতিঃ সংসারিধর্ম্মনিরাকরণ-  
পরা লক্ষ্যতে । তথোপসংহারেহপি যথোপক্রমমেবোপ-  
সংহরতি ।—স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ  
প্রাণেশ্বিতি । যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে

সৃষ্টিপুংক্রান্ত্যোত্তমসকীর্ণনাৎ । ন চ প্রাজ্ঞস্ত পরমাত্মনো জীবাভেদেন  
সকীর্ণনং সতি সম্ভবে রাহোঃ শির ইতিবদোপচারিকং যুক্তম্ । ন চ প্রাজ্ঞ-  
শব্দঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষণালিনি নিরুচ্যন্তিঃ কথঞ্চিদব্রহ্মবিষয়ো ব্যাখ্যাতুমুচিতঃ । ন  
চ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষণোহসকূচদ্ব্যভির্বিদিতসমস্তবেদিতব্যাং সর্ববিদোহন্তত্র সম্ভ-  
বতি । ন চেতদ্ভূতো জীবাত্মা । তস্মাৎ সৃষ্টিপুংক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন জীবাত্ম

মেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিতেছে । উৎক্রান্তিবাক্যের শারীর-শব্দ জীব-  
বাচী এবং প্রাজ্ঞশব্দও পরমেশ্বরের বোধক । অতএব, সৃষ্টি ও উৎক্রান্তি  
( মরণ ) এই দুই বিষয়ে ঐ দুই বাক্যে জীব হইতে পরমেশ্বরের ভিন্নতা  
প্রতিপাদিত হওয়ার পরমেশ্বরই বিচার্যবাক্যের বিবক্ষিত, ইহা  
প্রতীত হয় । [ যদুক্ত...ক্রমঃ ] বলিয়াছিলে, বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও  
অন্তে জীবসূচক কথা থাকায় প্রোক্ত বাক্য জীবপ্রতিপাদক, এ বিষয়ে  
কিছু বলিব । [ উপক্রমে...লক্ষ্যতে ] প্রথমে যে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ  
হইয়াছে, জীবের স্বরূপ সে-উল্লেখের বিবক্ষিত নহে । সর্ববিদিত জৈব রূপ  
অজ্ঞবাদ পূর্বক ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদ বলাই বিজ্ঞানময় বাক্যের  
উদ্দেশ্য । কারণ এই যে, তৎপরবর্তী যাবস্ত বাক্য—সমস্তই ধর্ম্মনিষেধক  
অর্থাৎ জীবের ধ্যানাদি যে-কিছু ধর্ম্ম সমস্তই অবাস্তব । [ তথা...ইত্যর্থঃ ]  
উপসংহার বাক্যও আবস্ত বাক্যের অঙ্গরূপ । অর্থাৎ যে বিজ্ঞানময় অতঃ-

স বা এষ মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ । যন্ত মধ্যে বুদ্ধ্যস্তাদ্যবস্থোপন্যাসাং সংসারিস্বরূপ-বিবক্ষাং মন্যতে স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত । যতো ন বুদ্ধ্যস্তাদ্যবস্থোপন্যাসেনাবস্থাবত্ত্বং সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতম্ । কিং তর্হি । অবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ বিবক্ষতি । কথমেতদবগম্যতে । যদত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি পদে পদে পৃচ্ছতি, যচ্চানন্থাগতস্তেন ভবতি, অসঙ্গে হ্রয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে প্রতিবক্ষতি । অনন্থাগতং পুণ্যো-নানন্থাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্বান শোকান্ হৃদয়স্য

প্রোক্তস্য পরমাত্মনো ব্যাপদেশাৎ যোহয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা জীবাশ্চানং লোকসিদ্ধমনু্য তস্য পরমাত্মভাবোহনধিগতঃ প্রতিপাদ্যতে । ন চ জীবা-শ্চাত্মবাদমাত্রপরাণ্যেতানি বচাংসি । অনধিগতার্থাববোধপরং হি শাকং প্রমাণং ন তত্ত্ববাদমাত্রনিষ্ঠং ভবিতুমর্হতি । অতএব চ সংসারিণঃ পরমাত্ম-ভাববিধানায়াদিমধ্যাবসানেষুবাদ্যতয়াহবমর্শ উপপদ্যতে । এবঞ্চ মহত্ত্বপা-জত্বঞ্চ সর্বগতস্য নিত্যস্যাত্মনঃ সম্ভবান্নাপেক্ষিকং কল্পয়িষ্যতে । যন্ত মধ্যে বুদ্ধ্যস্তাদ্যবস্থোপন্যাসাদিতি নানেনাবস্থাবত্ত্বং বিবক্ষ্যতে, অপি তদন্য-মুপপন্নাপারদ্বন্দ্বকত্বেন তদতিরিক্তমবস্থারহিতং পরমাত্মানং বিবক্ষতি, উপ-স্নিতনবাক্যসন্দর্ভালোচনাদিতি ।

বুদ্ধিগম্য—সেই বিজ্ঞানময়ই মহান, জন্মমরণবর্জিত, পরমাত্মা ও পরমে-  
শ্বর । [ বস্ত...বক্তি ] মধ্যের অবস্থা বর্ণন দেখিয়া জীববোধক মনে করিয়া-  
ছিলে, তাহা পূর্বদিকে প্রেরণ করিলে পশ্চিমদিকে যাইবে । অর্থাৎ তাহা  
কোনও প্রকারে জীবচিহ্ন হইবেক না । কারণ এই যে, সে বর্ণনা অবস্থা-  
বান জীব বুঝাইবার জন্ত নহে । জীবের অবস্থারহিত্য ও অসংসারিত্ব  
বুঝানই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য বা বিবক্ষিত । [ কথ...গতব্যম্ ] যদি বল,  
কিসে জানিলে ? তাহা বলিতেছি । ক্রতি পদে পদে প্রসঙ্গ করিয়াছেন,  
“যাহা অতঃপর, যাহা মুক্তির কারণ, তাহাই বল ।” পদে পদে প্রত্যুত্তর  
দিয়াছেন, এই পুরুষ অলঙ্ঘ্যভাব, পুণ্য-পাপের অধীন নহে, পুণ্য

ভবতীতি চ । তস্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্য-  
মিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

## পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥\*

ইতচ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যব-  
গন্তব্যম্ । যদস্মিন্ বাক্যে পত্যাাদিশব্দা অসংসারিস্বরূপ-  
প্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতিষেধনাশ্চ ভবন্তি । স  
সর্বশ্চ বশী সর্বসংশ্রয়শানঃ সর্বস্যাধিপতিরিত্যেবঞ্জাতীয়কা  
অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ । স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা  
ভূয়াম্মো এবাহসাধুনা কনীয়ানিত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ সংসারি-

“সর্বস্যা বশী” বশঃ সামর্থ্যং সর্বস্য জগতঃ প্রভবত্যয়ম্, বাহাবস্থানসমর্থ  
ইতি । অত এব সর্বসংশ্রয়শানঃ সামর্থ্যেন হ্রয়মুক্তেন সর্বসোষ্টে তদ্বিচ্ছা-  
বধানাজ্জগতঃ । অত এব সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বস্ত নিয়ন্তাহস্তধামীতি যাবৎ ।  
কিঞ্চ স এবভূতো হৃদ্যস্তর্জ্যোতিঃ পুরুষো বিজ্ঞানময়ো ন সাধুনা কৰ্ম্মণা  
ভূয়াম্মুক্তো ভবতীত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োহসংসারিণঃ পরমাত্মনমেব প্রতি-

পাপ উত্তীর্ণ হওয়ার ইনি সমুদয় শোক হইতে মুক্ত” এই সকল  
উল্লেখ দেখিয়া জ্ঞাত হও, নিদর্শিত বাক্য অসংসারী পরমাত্মার প্রতি-  
পাদক ।

অত্র কারণ এই যে, ঐ স্থানে পতি, অধিপতি ও ঈশান প্রভৃতি শব্দ  
আছে অর্থাৎ প্রতিপাদ্য আত্মার ঐ সকল বিশেষণ আছে এবং সংসারি  
রূপেরও নিষেধ আছে । যথা—“তিনিই সকলের বশকর্তা, সকলের ঈশান  
অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং সমুদয়ের অধিপতি ।” এ সকল বিশেষণ অসংসারী  
আত্মার বোধক । “তিনি সংকর্মে বড় হন না, অসংকর্মেও হীন হন না”  
এরূপ বাক্যও আছে । এ সকল কথা জীব-স্বভাবের নিষেধক । অতএব,

\* পতিপ্রভৃতিবিশেষণেভ্য ইতি যাবৎ । ঈশানোনিয়মনশক্তিমান্ । শব্দে: কাষামাধি  
পতামিতি ভেদঃ ।—ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য অংশে পতি প্রভৃতি বিশেষণ থাকতেও প্রাক্ত  
বাক্যের প্রতিপাদ্য প্রথব, জীব নহে । দ্বীব কাহার নিবতিশয়িত অধিপতি নহে ।

স্বভাবপ্রতিষেধনপরাস্তম্মাদসংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি  
গম্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ  
প্রথমস্তাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

পাদযশ্চি । তস্মাজ্জীবাস্থানং মানাস্তরসিদ্ধমনুদ্য তস্ত ঐক্যভাবপ্রতিপাদন-  
পরো যোহয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদির্কাক্যসন্দর্ভ ইতি সিদ্ধম্ ।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতো ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং  
প্রথমস্তাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

উক্ত বাক্যে যে পরমেশ্বরই কথিত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত শব্দসমূহের  
( বিশেষণের ) দ্বারা জানা যায় ।



## চতুর্থঃ পাদঃ ।



আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ, শরীররূপক-  
বিন্যস্তগৃহীতেদর্শয়তি চ ॥ ১ ॥ \*

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জ্ঞানাদ্যন্ত  
যত ইতি । তল্লক্ষণং প্রধানস্যপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশব্দ-

ত্বাদেতৎ । ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জ্ঞানাদ্যন্ত যত  
ইতি । তচ্চেদং লক্ষণং ন প্রধানাদৌগতং যেন ব্যাভিচারাদলক্ষণং স্যাৎ, কিন্তু  
ব্রহ্মণ্যেবেতীকৃতের্নান্দমিতি প্রতিপাদিতম্ । গতিসামান্যঞ্চ বেদান্ত-  
বাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যাতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতি প্রতি  
প্রপঞ্চিতমধস্তনেন সূত্রসন্দর্ভেণ । তৎ কিমবশিষ্যতে যদর্থমুত্তরঃ সন্দর্ভ  
আরভ্যতে । ন চ মহতঃ পরমব্যক্তিমিত্যাদীনাং প্রধানেন সমন্বয়েইপি  
ব্যাভিচারঃ । ন হ্যেতে প্রধানকারণত্বং জগত আহুঃ অপি তু প্রধানসত্তাব-  
মাত্রম্ । ন চ তৎসত্তাবমাত্রেন জ্ঞানাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণস্য কিঞ্চিদীয়তে ।  
তন্মাদনর্থক উত্তরঃ সন্দর্ভ ইত্যত আহ ।—“ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায়”

ব্রহ্মবিচার-প্রতিজ্ঞার পরেই ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে । সে লক্ষণ  
প্রধানের ( প্রকৃতির ) সহিত সমান, এ আশঙ্কা “ঐক্যেতের্নান্দম্” সূত্রে

\* আনুমানিকঃ অনুমাননিরূপিতঃ অপি প্রধানঃ একেষাং শাখিনাং কণ্ঠশাখিনামিতি  
বাবৎ শব্দবহুপলভ্যত ইতি শেবঃ । চেৎ যদি শব্দ্যতে তন্মা শব্দ্যতেত্যাঃ । হেতুমাঃ শরী-  
য়েতি । তত্র তৎ শরীররূপকবিন্যস্ততয়া গৃহাতে ন তু সাংখ্যপ্রসিদ্ধেন ত্রিগুণাদিবেদম্ ।  
সাংখ্যপ্রসিদ্ধঃ প্রধানঃ তত্র নোক্তঃ ততশ্চ তস্যাবৈদিকত্বম্বেব হিতমিতি ভাবঃ । বর্ণয়তি  
রূপকং সাংখ্যং এব বর্ণয়তি ঐতিহ্যমিতি যোজ্যম্ ।—প্রধান অনুমানগম্য সত্য ; কিন্তু কোন  
কোন শাখায় তাহার উল্লেখ দেখা যায় । তদনুসারে তাহা শব্দ অর্থাৎ বৈদিক, এরূপ  
বলিতে পারা না । কারণ এই যে, সেখানে তাহা শরীরসম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার দ্বিতীয়  
কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপত্তি হয়, সুতরাং তাহা সাংখ্যের প্রধান নহে । ঐতিহ্য রূপক  
বা সাংখ্য পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন ।

হেন নিরাকৃতমীক্ষতের্নাশকমিতি। গতিসামান্যঞ্চ  
বাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যাতে, ন প্রধানকারণবাদং  
প্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রহেন। ইদম্ভিদানীমবশিক্তে-  
মাশঙ্ক্যতে। বহুভুতং প্রধানস্যশব্দত্বং তদসিদ্ধম্। কাস্মিচি-  
চ্ছাখ্যে প্রধানকারণসমর্পণভাসানাং শব্দানাং শ্রয়মাণত্বাৎ।  
অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহন্তিঃ পরমর্ষিভিঃ  
কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে। তদ্বাবৎ  
তেমাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে, তাবৎ সর্বভুতং ব্রহ্ম  
জগতঃ কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুর্নাভবেৎ। অতস্তেমা-  
ন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ততে। আনুমানিক-

ইতি। ন প্রধানসম্ভাবমাংসং প্রতিপাদয়ন্তি মহতঃ পরমবাক্তমিত্যাদয়ঃ  
কিঞ্চ জগৎকারণং প্রধানমিতি মহতঃ পরমিত্যত্র হি পরশব্দোহবিপ্রকৃষ্ট-  
পূর্বকালভ্রমাহ। তথা চ কারণত্বম্। অত্রামেকামিত্যাदीনাস্ত্ব কারণত্বাতি-  
ধানমতিক্ষুটম। এবঞ্চ একগব্যভিচারাত্ তদব্যভিচারায় নুহ উত্তরত্বজ-

নিরাকৃত হইয়াছে। সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইহাও বলা হই-  
য়াছে। ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে, তাহাও বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।  
আর কি অবশিষ্ট আছে? কি আশঙ্কা আছে? বাহার জন্ত এই চতুর্থপাদের  
আরম্ভ? বলিতেছি। আশঙ্কা এই যে, পূর্বে যে প্রধানের (প্রকৃতির)  
অশব্দত্ব (বৈদিক শব্দের অবিষয়) নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ।  
কেন-না, কোন কোন শাখায় প্রধানবোধক শব্দের অবগণ আছে। সুতরাং  
প্রধান অশব্দ নহে, শব্দ। অর্থাৎ বেদসিদ্ধ। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ  
সেই বেদসিদ্ধ প্রধানকেই বলিয়াছেন। তাহা তাহাদের স্বোৎপ্রেক্ষিত  
নহে। অতএব, যাবৎ না সে সকল শব্দের অস্ত্যপদার্থগোধকতা প্রদর্শন  
করা যায় তাবৎ সর্বত্র ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না। ব-স্তির হয় না।  
কাণেই সে সকল শব্দের অস্ত্যর্থতা বা ভিন্নার্থতা দেখান আবশ্যক এবং  
আবশ্যক বলিয়াই এই চতুর্থপাদের আরম্ভ।

[ আত্ম...নেতদেবম। ] প্রধান অনুমান গম্য হইলেও কোন কোন শাখায়

মপি অনুমাননিরূপিতমপি প্রধানমেকেষাং শাখিনাং শব্দ-  
বহুপলভাতে । কাঠকে হি পঠ্যাতে, মহতঃ পরমব্যাক্তমব্য-  
ক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি । তত্র য এব যন্মামানো যৎক্রম-  
কাশ্চ মহদব্যাক্তপুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাস্ত এবেহ প্রত্যভিজ্ঞা-  
য়ন্তে । তত্রাব্যাক্তমিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন  
ব্যাক্তমব্যাক্তমিতি ব্যাৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ প্রধানমভি-  
ধীয়তে । অতস্তস্য শব্দবদ্বাদশব্দব্রহ্মরূপমন্ । তদেব চ  
জগতঃ কারণং, ঐতিহ্যস্মৃতিশ্রায়প্রসিদ্ধিত্য ইতি চেৎ

সন্দর্ভরস্তু ইতি । পূর্বপক্ষয়তি ।—“তত্র য এব” ইতি । সাংখ্যপ্রবাদকৃষ্টি-  
মাহ ।—“তত্রাব্যাক্ত”মিতি । সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধেৰ্ণ কেবলং কৃষ্টিবসব-  
প্রসিদ্ধ্যপায়মেবার্থোহবগম্যত ইত্যাহ । “ন ব্যাক্ত”মিতি । শাস্ত্রবোর-  
মুচশব্দাদিহীনত্বাচ্চেতি । ঐতিক্রুতা । স্মৃতিশ্চ সাংখ্যীয়া শ্রায়শ্চ,—

‘ভেদানাং পরিমাণাৎ সমবয়াক্ষাকৃতঃ প্রবৃত্তেঃচ ।

কারণকার্গাণিভাগাদবিভাগাদৈশ্বর্যরূপস্য ॥

কারণমন্তাবাক্তম,—

ইতি । ন চ মহতঃ পরমব্যাক্তমিতি প্রকরণপরিশেবাভ্যামব্যাক্তপদং  
শরীরগোচরম্ । শরীরস্য শাস্ত্রবোরমুচরূপশব্দাদ্যাক্তভেদাব্যাক্তত্বানুপ-

শাক্ষের শ্রায় ( বেদসিদ্ধের ন্যায় ) প্রতীত হয় । কঠপ্রতিতে পঠিত হইয়াছে,  
মহতের পর অব্যাক্ত, অব্যাক্তের পর পরম পুরুষ ( পরমাত্মা ) । সাংখ্যস্মৃতিতে  
যে-পদার্থ যে-নামে ও যে-ক্রমে ( মহৎ, অব্যাক্ত ও পুরুষ ) অভিহিত হইয়াছে,  
কঠপ্রতিতে ঠিক সেই পদার্থ, সেই নামে ও সেই ক্রমে কথিত হইয়াছে বলিয়া  
জ্ঞান হয় । অব্যাক্ত-শব্দ সাংখ্যের পরিচিত এবং তাহা শব্দাদিবর্জিত  
বলিয়া ব্যাক্ত নহে, অব্যাক্ত, একরূপ ব্যাৎপত্তিও সম্ভব হয় । সাংখ্যের  
তাদৃশ অব্যাক্তই নির্দেশিত প্রতিতে দৃষ্ট হয় । ঐত্বাক্ত অব্যাক্ত ও সাংখ্যের  
অব্যাক্ত যদি একই হয়, অভিন্ন হয়, তাহা হইলে আর তাহার অবৈদিকত্ব  
থাকিল না । পূর্বে যে অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলা হইয়াছে, তাহা বিবর্তিত  
হইয়া গেল । ঐতি, স্মৃতি, শ্রায় অর্থাৎ যুক্তি, সর্বত্রই তাহা জগৎকারণ  
বলিয়া খ্যাত আছে ।—একরূপ আপত্তি হইলে আমরা বলিব, তাহা

নৈতদেবম্ । ন হ্যত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্রং কারণং  
ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে । শব্দমাত্রং হ্যত্রা-  
ব্যক্তিমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে । স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্ত-  
মিতি যৌগিকত্বাদনুশ্রম্যপি নৃক্ষে দুর্লক্ষ্যে চ প্রযুক্ত্যতে ।  
ন চায়ং কস্মিংশ্চিচ্ছব্দঃ । বা তু প্রধানবাদিনাং ক্লৃষ্টিং, সা  
তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণ-  
ভাবং প্রতিপদ্যতে । ন চ ক্রমমাত্রসামান্যং সমানার্থপ্রতি-

পত্তেঃ । তস্মাৎ প্রধানমেবাব্যক্তমূঢ়াত ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে । “নৈতদেবম্ ।”  
ন হ্যেতৎ কঠকং বাক্যমিতি । লৌকিকী ইহ প্রসিদ্ধিঃ কঠিকৈদার্থনির্ণয়ে  
নিবৃত্তঃ তদুপায়ত্বাৎ । যথাচঃ, য এব লৌকিকাঃ শব্দান্ত এব বৈদিকান্ত  
এব চৈষামর্থী ইতি । ন তু পরীক্ষকাণাং পারিভাষিকী পৌরুষেয়ী হি সা ন  
বেদার্থনির্ণয়নিবন্ধনসিদ্ধৌষধাদিপ্রসিদ্ধিৰ্ভবৎ । তস্মাক্চিহ্নস্তাবয় প্রধানং  
প্রতীয়তে যোগস্বত্ত্বত্রাণি তুলাঃ । তদেবমব্যক্তপ্রত্যাবত্ত্বপাসিদ্ধায়াং প্রকরণ-  
পরিণেযাত্বাৎ শরীরগোচরোৎস্রমব্যক্তশব্দঃ । যথা চাস্য তদগোচরত্বমুপপদ্যতে  
তথাগ্রে দর্শয়িষ্যতে । তেষু শরীরাদিষু মধ্যে বিষয়াস্তদগোচরান্ বিদ্ধি ।  
যথাহ্মোহন্ধানমাণস্য চলত্যেবমিচ্ছিন্নহর্যঃ স্বগোচরমাণস্যোত্যাশ্মা ভোক্তে-  
ত্যাহ্মননীবিগঃ । কথমিচ্ছিন্নমনোবৃত্তং যোগো যথা ভবতি । ইদ্রমার্থ-

নহে । [ ন...প্রতিপদ্যতে ] কঠপ্রতি সাংখ্যের মহৎকে ও অব্যক্তকে বলে  
নাই । সাংখ্য যে স্বতন্ত্র ত্রিগুণ অব্যক্ত প্রতিপাদন করে, সেই অব্যক্তই যে  
কঠপ্রতিতে পঠিত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না । কঠপ্রতিতে কেবল  
সাংখ্যের “অব্যক্ত” শব্দটীই পঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে সত্য ;  
কিন্তু তাহার অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না । অর্থাৎ যে অব্যক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে  
ত্রিগুণ অচেতন পদার্থ বিশেষের বোধক, কঠপ্রতির অব্যক্তও সেই অব্যক্ত,  
এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান জন্মে না । যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই অব্যক্ত, এ অর্থ  
বা এরূপ যোগার্থ লইয়া দুর্লক্ষ্য স্বল্পতত্ত্বেও অব্যক্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে  
পারে । অব্যক্ত-নামে কোন ক্রু ( সর্ববিদিত ) পদার্থ নাই । যাহা কেবল-  
মাত্র সাংখ্যের ক্রুটি, সাংখ্যের পরিভাষা, তাহা লইয়া বেদার্থ নিরূপণ  
হয় না । [ ন চ...গৃহীতেঃ : ক্রম সমান হইলেই যে অর্থ সমান হয়, তাহা

১৮

পত্তিৰ্ভবত্যসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে । ন হৃদস্থানে গাং  
পশ্চন্নস্থোহর্যমিত্যনুচোহধ্যবস্তুতি । প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্ত  
ন পরপরিকল্পিতঃ প্রধানঃ প্রতীয়তে, শরীররূপকবিন্যস্ত-  
গৃহীতেঃ ।, শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যাক্তশব্দেন পরি-  
গৃহ্যতে । কুতঃ, প্রকরণাং পরিশেষাচ্চ । তথা হন-  
স্তরাতীতো এষ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপককুপ্তিঃ  
দর্শয়তি —

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাচ্চর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

। আত্মেন্দ্রিয়মনৌযুক্তং ভোক্তেত্যাহ্মনীমিণঃ ॥” ইতি

মনঃসম্বন্ধেণ হি আত্মা গন্ধাদীনাং ভোক্তা । প্রধানশ্রাক্ষাক্ষাবতো বচনং  
প্রকরণমিতি গম্যব্যং বিকোঃ পরমং পদং প্রধানমিতি তদাক্ষাক্ষামবতার-

য় না । (সাংখ্য মঃ ১১তম অধ্যায়ের অব্যাক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন,  
শ্রুতিও মহতের স্থানে মহৎ, অব্যাক্তের স্থানে অব্যাক্ত ও পুরুষের স্থানে পুরুষ  
বলিয়াছেন । কিন্তু শ্রুতির মহৎ ও অব্যাক্ত সাংখ্যের মহতের ও অব্যাক্তের  
সহিত সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই ) । কোন্ মূঢ় অর্থ স্থানে গো  
দেখিয়া গো’কে অর্থ বলিয়া নিশ্চয় করে ? প্রকরণ-পর্যালোচনা করিলেও  
সাংখ্যকল্পিত প্রধানের প্রতীতি হইবে না । কারণ এই যে, ঐ স্থলে শরীর-  
রূপ রূপক বর্ণনার জন্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্থাপিত  
হইয়াছে বলিয়াই অসুভূত হয় । [ শরীরং...দর্শয়তি ] দেখানে অব্যাক্ত  
শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের সাদৃশ্য কল্পনা হইয়াছে । এ অর্থ প্রকরণ ও  
বাক্য উভয়ের দ্বারাই জানা যায় । কঠশ্রুতি অব্যাক্ত-শব্দ উল্লেখ করিবার  
অব্যবহিত পূর্বে আত্মাকে রথীর সদৃশ, শরীর রথের সদৃশ, এইরূপ বলিয়া-  
ছেন । [ আত্মানং...ইতি ] যথা “আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে  
সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অর্থ এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়-  
সমূহকে তাহার গোচর (ভ্রমণ স্থান) বলিয়া জান” মনীষীগণ বলিয়াছেন।



তৈশ্চেन्द्रিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি । সংযতৈ-  
স্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষোঃ পরমং পদমাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা,  
কিন্তুদধ্বনঃ পারং বিষোঃ পরমং পদমিত্যাত্মাকাজ্জয়াং  
তেভ্য এবং প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মান-  
মধ্বনঃ পারং তং বিষোঃ পরমং পদং দর্শয়তি ।—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থী অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যাক্তমব্যাক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥” ইতি

তত্র য এবৈন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্বস্থাং রথরূপককল্পনায়ামশ্বাদি-  
ভাবেন প্রকৃতাশ্চ এবাহ পরিগৃহ্যন্তে, প্রকৃতহানাপ্রকৃত-  
প্রক্রিয়াপরিহারায় । তত্রৈন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্বত্রেহ

য়তি ।—“তৈশ্চেन्द्रিয়াদিভিরসংযতৈঃ” রিতি । অসংযমভিধানং ব্যতিরেক  
মুখেন সংযমাবদাতীকরণং, পরশব্দঃ শ্রেষ্ঠবচনঃ । অন্তর্যন্তরত্বেন যদি শ্রেষ্ঠত্বা

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, মিলিত এতদ্বিতয়ের নাম ভোক্তা ।” [ তৈ.. গতি  
রিত্তি ] ঐ সকল যদি অসংযত থাকে, দমিত না হয়, তাহা হইলে জীব  
সংসারে নিপতিত হয় । সংযত হইলে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত  
হয় । অনন্তর পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ কি ? একরূপ আকাজ্জা উখিত  
হওয়ায় পর পর ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করতঃ সকলের পর ও পথের পার  
( ভ্রমিতব্য পথের সমাপ্তি ) স্থলে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ করিয়াছেন  
যথা:—“ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ ( বিষয় ), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি,  
বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পরে (মহৎ=মূল বুদ্ধি বা সমষ্টি  
বুদ্ধি), অব্যাক্ত (কর্মবীজ=বা কার্যাসংস্কার), অব্যাক্তের পরে পরমপুরুষ  
( কেবল চিৎ ) । পুরুষের পরে বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই । পুরুষই  
চরম, পুরুষই গন্তব্য পথের সীমা—শেষ সীমা” [ তত্র... পরম্ ] পূর্বলোকে  
রথ-সাদৃশ্য কল্পনার্থ যেগুলি ( ইন্দ্রিয়াদি ) বর্ণিত হইয়াছিল—সেইগুলিই  
পরলোকে কথিত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । অত্থা, প্রকৃত পরিত্যাগ

।

চ সমানশব্দা এব । অর্থা যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়হয়-  
গোচরত্বেন নির্দিষ্টান্তেষাং চেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বম্ । ইন্দ্রিয়াণাং  
চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ । বিষয়ে-  
ভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং, মনোমূলত্বাদ্বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য । মন-  
সস্ত পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিঃ হ্যারূঢ়া ভোগ্যজাতং ভোক্তারমুপ-  
সর্পতি । বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং  
বিক্রীতি রথিত্বেনোপক্ষিপ্তঃ । কৃতঃ, আত্মশব্দাৎ । ভোক্তৃশ্চ

তদেন্দ্রিয়াণামেব বাহ্যেভ্যো গন্ধাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং স্যাদতাত আহ ।—“অথা  
যে শব্দাদয়ঃ” ইতি । নাস্তরত্বেন শ্রেষ্ঠত্বমপি তু প্রধানতয়া তচ্চ বিবক্ষ্যমীনাং  
গ্রহেভ্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যোহতিগ্রহতয়াহর্থানাং প্রাধাত্বং ব্রূত্বা বিবক্ষিতামতী-  
জিয়েভ্যোহর্থানাং প্রাধাত্বাৎ পরত্বং ভবতি । ভ্রাণজিহ্বাবাক্চক্ষুঃশ্রোত্র-  
মনোহস্তত্বচোহীন্দ্রিয়াণি শ্রুত্যাষ্টৌ গ্রহা উক্তাঃ । গুরুস্তি বশীকুরুস্তি ত্বেষতানি  
পুরুষপত্তমিতি । ন চৈতানি স্বরূপতো বশীকর্তৃমীশতে বাবদন্যৈ পুরুষপণবে  
গন্ধরসনামরূপশব্দকামতস্পর্শায়োপহরন্তি । অতএব গন্ধাদয়োহষ্টৌবতি-  
গ্রহাস্তদুপহারেণ গ্রহাণাং গ্রহত্বোপপত্তেঃ । তদিদমুক্তং “মিঞ্জিয়াণাঞ্চ গ্রহত্বং  
বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি” । “শ্রুতিপ্রসিদ্ধেরি”তি । গ্রহত্বেনেচ্ছিতৈঃ সামো-  
হপি মনসঃ স্বগতেন বিশেষণার্থেভ্যঃ পরত্বমাহ ।—“বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ  
পরত্বমিতি । কস্মাৎ পুনরথিত্বেনোপক্ষিপ্তৌ গৃহত ইত্যত আহ ।—  
“আত্মশব্দা”দिति । তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ । শ্রেষ্ঠত্বং হেতুমাহ ।—  
“ভোক্তৃশ্চ” ইতি । তদনেন জীবাত্মা স্বামিতয়া মহাহুক্তঃ । অথবা

ও অপ্রকৃত গ্রহণ, এই দুই দোষ হইবেক । তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এ  
তিনটি পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহিত সমান । অর্থাৎ পূর্বের যে-অর্থের ঐ  
সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরেও সেই অর্থের কথিত হইয়াছে । পূর্ব  
লোকোক্ত বিষয় ও অনন্তর লোকোক্ত অর্থ সমান । ইন্দ্রিয় সকল গ্রহ, বিষয়  
সকল অতিগ্রহ, এই শ্রোত উপদেশ অনুসারেই ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের  
পরত্ব । বিষয় অপেক্ষা মনের পরত্ব কোন্ রূপে ? তাহাও বলিতেছি ।  
বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারের মূল কারণ মন, সুতরাং মনঃ বিষয়্যাপেক্ষা পর ।  
মনের পরে বুদ্ধি, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মন বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়াই, বুদ্ধিরূপে  
পরিণত হইয়াই, ভোগ্যসমূহকে ভোক্তার নিকট অর্পণ করে । সুতরাং বুদ্ধি

ভোগোপকরণাং পরদ্বোপপত্তেঃ । মহত্বং চাস্য স্বামিত্বা-  
দুপপন্নম্ । অথ বা,—

“মনো মহান্ মতিব্রজ্ঞা পূর্ব্ববুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ ।

প্রজ্ঞা সম্বিচ্ছিত্তিশৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে ॥”

ইতি স্মৃতে,

“যো ব্রজ্ঞাণং বিদধাতি পূর্ব্বং

যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।” ইতি চ শ্রুতে,

যা প্রথমজস্য হিবণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বায়াং বুদ্ধীনাং  
পবমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাভ্যুত্যাচ্যতে । সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধি-  
গ্রহণেনৈব গৃহীতা সতী স্পষ্টায় হিরুক্ ইহোপদিশ্যতে ।  
তস্যা অপি অশ্বদীয়াভ্যোবুদ্ধিভ্যাং পরদ্বোপপত্তেঃ । এত-

শতিস্মৃতিভ্যাং হিবণ্যগর্ভী বুদ্ধিরাস্মদ্বেনোচ্যত ইত্যত আহ—“অথ  
নে”তি । “পূরি”তি । ভোগ্যজ্ঞাতস্য বুদ্ধিবধিকরণমিতি বুদ্ধিঃ পূঃ । তদেবং  
সর্ব্বায়াং বুদ্ধীনাং প্রথমজহিবণ্যগর্ভবুদ্ধ্যেকনীড়তয়া হিরণ্যগর্ভবুদ্ধেঃ স্বহৃৎ  
চাপনাদাস্মদ্বৎ । অত এব বুদ্ধিমাভ্যাং পৃথক্বণমুপপন্নম্ । নত্বেতস্মিন্  
ক হিবণ্যগর্ভবুদ্ধেবাস্মদ্বার যথিন আস্মদনো ভোকুরদ্বোপাদানমিত্যত ন

মন অপেক্ষা পব । বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আস্মা পর, বড়, এ কথার অতি-  
প্রায়, মহান্ আস্মাই ভোগেব দ্বারস্বরূপ, স্মৃত্যং পর অর্থাৎ বড় । অথ  
পূর্ব্বতঃ কিংবা যাহাব নাম মন, মহান্, মাত, ব্রজ্ঞা, পূর্ব্ব, বুদ্ধি, খ্যাতি, ইশ্বর,  
প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিতি, স্মৃতি এবং যিনি শ্রুতিতে “যিনি ব্রজ্ঞার বিধান করিয়া,  
সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বেদ প্রদান বা প্রেরণ (বেদজ্ঞান আবির্ভাবন)  
করিয়াছিলেন ।” এবং অকাবে উক্ত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রথম জানী ও  
হিরণ্যগর্ভ নামে বিখ্যাত, তিনি বা তাঁহার বুদ্ধি অস্মাদির বুদ্ধির ও সকল  
বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল ভূমি । এই হিরণ্যগর্ভ বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই এখানে  
“মহান্ আস্মা” নামে উক্ত হইয়াছে । যদিও বুদ্ধিশব্দের উল্লেখ হিরণ্যগর্ভের  
উল্লেখ সিদ্ধ হয়, হইলেও স্পষ্টতার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ দোষাবহ নহে এবং  
অস্মাদিব বুদ্ধি অপেক্ষা তদীয়বুদ্ধির পরম্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) সহজেই উপপন্ন হয় ।



স্বিংস্ত পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রখিন  
আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্ । পরমার্থতস্ত পরমাত্মবিজ্ঞানা-  
ত্মনোৰ্ভেদাভাবাৎ । তদেবং শরীরমৈবৈকং পরিশিষ্যতে ।  
তেষু ইতরাগীন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতান্যেব পরমপদদিদৰ্শয়িষয়া  
সমনুক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যাক্তশব্দেন পরিশিষ্য-  
মাণং প্রকৃতং শরীরং দৰ্শয়তীতি গম্যতে । শরীরেন্দ্রিয়-  
মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যাবতো ভোক্তুঃ শরী-  
রাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপণেন  
প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা । তথা চ,—

রথমাত্রং পরিশিষ্যতেহপি তু রথবানপীতাত আহ ।—“এতস্বিংস্ত পক্ষ” ইতি ।  
যথা হি সমারোপিতং প্রতিবিম্বং বিদ্বান বস্ততো ভিদ্যতে তথা ন পরমাত্মনো  
বিজ্ঞানাত্মা বস্ততো ভিদ্যত ইতি পরমাত্মৈব রথবানিহোপান্তস্তেন রথমাত্রং  
পরিশিষ্টমিতি । অথ রথাদিরূপককল্পনয়াঃ শরীরাদিষু কিং প্রয়োজন-  
মিত্যত আহ ।—“শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হী”তি । বেদনা,  
সুখাদ্যনুভবঃ । প্রত্যর্থমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মৈহ জীবো হভিনতস্তস্য ব্রহ্মত্বাব-  
গতিঃ । ন চ জীবস্য ব্রহ্মত্বং মানান্তরসিদ্ধং যেনোক্ত নাগমোহপেক্ষ্যতে-  
ত্যাহ ।—“তথা” চেতি । বাগিতিতু ছান্দসো দ্বিতীয়ালোপঃ । শেষমতি-  
রোহিতার্থম্ । পূৰ্ব্বপক্ষিণোহনুশয়বীজনিরাকরণপরং সূত্রম্ ।

[ এতস্বিংস্ত...ভাবাৎ ] এ পক্ষে বা এ অর্থে, পরমাত্মাই রথী আত্মা । পরন্তু  
জীব-পরমাত্মার বাস্তব ভেদ নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য । [ তদেবং...বিবক্ষিতা ]  
পূৰ্ব্ব শ্লোকের সমস্তই পর শ্লোকে আছে, কেবল শরীর নাই । ইহাতে বোধ  
হয়, নিশ্চিত হয়, অতি শরীর-শব্দ ত্যাগ করিয়া অব্যাক্ত-শব্দ উচ্চারণ করতঃ  
প্রস্তাবিত শরীরকেই ( যাহা আত্মার রথ তাহাকেই ) বলিয়াছেন । শরীর,  
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়, বেদনা ( সুখাদ্যানুভব ), এতৎসংযুক্ত অবিদ্যাবান  
জীবের শরীর প্রভৃতিকে রথাদিরূপকে বর্ণন করতঃ ভোক্তার সংসারগত  
ও মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন করার ব্রহ্মাষ্টক্যজ্ঞানের বর্ণন করাই হইয়াছে  
এবং তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করাই ওষিধ রূপক কল্পনার উদ্দেশ্য ।  
[ তপাচ...দৰ্শয়তি ] অতি “এই আত্মা সকল ভূতে গৃঢ় ; গৃঢ় বলিয়া বিস্পষ্ট

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োত্তা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে স্বপ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিতঃ ॥” ইতি ।

বৈষ্ণবস্যা পরমপদস্য চূরবগমহমুক্তা তদবগমার্থং যোগং  
দর্শয়তি—

“বচ্ছেদ্বাঞ্জনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥” ইতি ।

এতদুক্তং ভবতি । বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ—বাগাদিবাহ্যে-  
ন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেনাবতিষ্ঠেৎ । মনোহপি  
বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেन জ্ঞানশব্দোদিতায়াং  
বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ । তামপি বুদ্ধিং মহত্যা-  
ত্মনি ভোক্তব্যগ্রায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিযচ্ছেৎ ।  
মহান্তং ত্বাত্মানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে  
পরম্যাং কঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি । তদেবং পূর্বাপর-  
লোচনায়াং নাস্ত্যত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানস্যাবকাশঃ ॥১॥

নহেন ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যোগীরা নিশ্চয় সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা (সূক্ষ্মবুদ্ধি = যোগ)  
তাঁহাকে দর্শন করেন।” এইরূপে শ্রীতি বিষ্ণুসংস্কায় পরমগদের ত্বকৌধ্যতা  
প্রদর্শন পূর্বক তদ্বোধের নিমিত্ত যোগও বলিয়াছেন। [যচ্ছেৎ...কাশঃ]  
বুদ্ধিমান্ যোগী প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে নহে সংযত করিবেন (বহিরিন্দ্রিয়-  
ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন)। পরে মনকে জ্ঞানে  
ধারণ করিবেন অর্থাৎ বিকল্প দোষ দর্শন করতঃ বিষয়বিকল্পক মনকে  
নিশ্চরায়িত্বকা বুদ্ধিতে পর্য্যবসান করিবেন। অনন্তর বুদ্ধিকে মহদাত্মার  
নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া ভোক্তৃ-আত্মার (জীবাত্মার)  
প্রাংষ্ট করাইবেন। অবশেষে তাঁহাকে (জীবকে) শান্ত আত্মায় (পরমা-  
ত্মায়) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আত্মাই সর্ব পর, এই আত্মাই  
প্রকরণপতিপাদ্য পরম পুরুষ ও প্রাণাত্মার শেষ। এবম্প্রকারে প্রোক্ত  
প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গের পর্যালোচন করিলে সাংখ্যের প্রধান স্থান প্রাপ্ত  
হইবে না।

## সূক্ষ্মস্তু তদহঁত্বাং ॥ ২ ॥ \*

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাত্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতীদমিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দাহঁত্বং শরীরস্ত্র যাবতা স্থূলত্বাং স্পষ্টতরমিদং শরীরং ব্যক্তশব্দাহঁত্বং অস্পষ্ট-বচনস্ত্রব্যক্তশব্দ ইতি। অত উত্তরমুচ্যতে। সূক্ষ্মস্ত্রিহ কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে, সূক্ষ্মস্ত্র্যব্যক্তশব্দাহঁত্বাং। যদ্যপি স্থূলমিদং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমহঁতি তথাপি তস্ত্র স্বারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মমব্যক্তশব্দমহঁতি। প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ, যথা গোভিঃ ক্রীণীত মৎসরঃ ইতি। তথা চ ঋতিঃ

প্রকৃতের্জিহবারাণামনন্তত্বাং প্রকৃতের্ব্যক্তত্বং বিকার উপচর্য্যতে। যথা গোভিঃ ক্রীণীতেতি গোশব্দস্তদ্বিকারে পয়সি। অব্যক্তাং কারণাদ্ বিকা-রাণামনন্তত্বেনাব্যক্তশব্দাহঁত্বে প্রমাণমাহ—“তথা চ ঋতি”রিতি। অব্যা-

প্রকরণ ও বাক্য শেষ দেখিয়া ও পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া অব্যক্ত-শব্দের শরীর-অর্থ স্থির করিতেছ কর; কিন্তু আশঙ্কা, ঋতি কি প্রকারে ব্যক্ত শব্দের যোগ্য শরীরকে অব্যক্ত বলিলেন? শরীর স্থূল, অতি স্থূল, স্পষ্টই দেখা যায়, সুতরাং ইহা ব্যক্ত। বাহ্য ব্যক্ত, কি প্রকারে তাহা অস্পষ্টবাচী অব্যক্ত? এই কথার প্রত্যুত্তর হুত্ব “সূক্ষ্মত্ব” ইতি। ঐ অব্যক্ত শব্দ স্থূলশরীর অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় নাই, কারণ শরীরাত্তি-প্রায়েই কথিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারণ সমানার্থ। বাহ্য সূক্ষ্ম—তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। [যদ্যপি...দর্শয়তি] যদিও এই স্থূল শরীর স্বয়ং অব্যক্তশব্দযোগ্য নহে, না হইলেও ইহার আরম্ভক (প্রকৃতি বা উপা-দান) সূক্ষ্ম ভূতনিচয় অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। বিকার-পদার্থে প্রকৃতিবাচক

\* ভূ-শব্দঃ শব্দানিবেদার্থঃ। যজ্ঞস্ত্র শরীরমব্যক্তশব্দঃ তৎ সূক্ষ্মং কারণং কারণশরীর-বিবরণমিত্যর্থঃ। উক্তস্ত্র স্থূলত্বাং ব্যক্তশব্দাহঁত্বং শরীরং কথমব্যক্তশব্দেনোক্তমিতি শঙ্কা ন কার্যা। তদহঁত্বাং অব্যক্তস্যৈব সূক্ষ্মশব্দযোগ্যত্বাদিতি হুত্বার্থঃ।—শরীরই অব্যক্ত। যে শরীর রথ-রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর কারণশরীরাত্তিপ্রায়ে কথিত। কারণ শরীর সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অব্যক্ত। বাহ্য বাহ্য সূক্ষ্ম তাহা তাহাই অব্যক্তশব্দের যোগ্য। বিস্তৃত বর্ণনা ভাষ্যানুসারে আছে

তন্মুদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি, ইদমেব ব্যাকৃতং নাম-  
রূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবহ্মায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং  
বীজশক্ত্যবহ্মমব্যাক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

### তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥ \*

অত্রাহ, যদি জগদিদমনভিব্যাক্তনামরূপং বীজাক্তকং  
প্রাগবহ্মমব্যাক্তশব্দাইহমভ্যুপগম্যেত, তদাত্মনা চ শরীরস্থাপ্য-  
ব্যাক্তশব্দাইহং প্রতিজ্ঞায়েত, স এব তর্হি প্রধানকারণবাদ

কৃতমব্যাক্তমিতানর্থান্তরম্ । নহেবং সতি প্রধানমেবাত্মাপেভং ভবতি, সুখ-  
দুঃখমোহান্বকং হি জগদেবভূতাদেব কারণাত্ত্বিতুমর্হতি কারণান্বকত্বাৎ  
কার্যত্যা । যচ্চ তস্যা সুখান্বকত্বং তৎ সত্ত্বম্, যচ্চ তস্যা দুঃখান্বকত্বং তদ্রজঃ,  
যচ্চ তস্যা মোহান্বকত্বং তত্তমঃ । তথা চাব্যাক্তং প্রধানমেবাত্মাপেতমিতি  
শঙ্কানিরাকরণার্থং হ্রস্বম্ ।

প্রধানং হি সাংখ্যানাং সেশ্বরানামনীশ্বরানাং বেদ্বরাং ক্ষেত্রক্ষেত্রো বা  
বস্ততো ভিন্নং শক্যং নির্বাক্তম্ । একগণেশ্বরমবিদ্যা শক্তির্মানাদিশব্দবাচ্যা ন

শব্দের প্রয়োগ অনেক দেখা গিয়াছে । যথা—“সোম গাভির সহিত মিশ্রিত  
করিবেক ।” ছুঁয়ের প্রকৃতি গো, সেই গো ঐ প্রতিতে তদ্বিক্রাঃ ছুঁয়ে  
প্রযুক্ত হইরাছে । প্রতিও বলিয়াছেন, “তখন ( সৃষ্টির পূর্বে ) এ সকল  
অব্যাকৃত বা অব্যাক্ত ছিল ।” অব্যাকৃত=বীজ-শক্তি । এই বিভিন্ন নাম  
রূপান্বক জগৎ পূর্বে অব্যাকৃত অর্থাৎ নামরূপবর্জিত ছিল । এ সকল  
নাম রূপাদি বীজরূপ বা শক্তিরূপে ছিল, এজন্য সে অবস্থা অব্যাক্ত ।

কেহ কেহ বলিবেন, যদি অনভিব্যাক্ত নামরূপ বীজরূপে অবস্থিত পূর্বা-  
বস্থাপন্ন জগৎকে অব্যাক্তশব্দের যোগ্য বল, তদ্ব্যতীতে বীজীভূত শরীরকেও  
অর্থাৎ ( শরীরের কারণ বা মূলতত্ত্বকেও ) অব্যাক্ত শব্দের বোধ্য বল, তাহা  
হইলে প্রকারান্তরে প্রধানবাদ স্বীকার করা হইল । কারণ, সাংখ্য

\* যথেষ্টবিষয়পারসার্যধীনহাৎ পরতমেবঃ সূক্ষ্মশরীরধীনহাৎ, বক্রমোক্ষব্যবহারিয়া  
অথবা তস্যোপধারধীনহাৎ ন কন্দিদেহি ইতি হ্রস্বাক্ষরার্থঃ ।—সূক্ষ্ম শরীর বস্তুর বা ধারীর  
নহে, উপধারীন, হুতরাং সিদ্ধান্ত হানিদোষ হয় না । আমাদের মতে বক্রমোক্ষব্যবহারি  
শরীরের অধীন, সেই দন্ত তাহা পর ।

এবং সত্যাপদ্যেত, অসৌব জগতঃ প্রাগবস্থায়াঃ প্রধানত্বে-  
নাভ্যুপগমাদিতি । অত্রোচ্যতে । যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ  
প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঙ্গয়েম তদা  
প্রধানকারণবদম্ । পরমেশ্বরাদীনাং স্ৰিয়নস্মাভিঃ প্রাগবস্থা  
জগতোহভ্যুপগমাতে ন স্বতন্ত্রা । সা চাবশ্যমভ্যুপগমন্তব্য  
অর্থবর্তী হি সা । ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য অকৃৎস্নং  
সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্ররভ্যনুপপত্তেঃ । মুক্তানাঞ্চ  
পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যায়া তস্তা বীজশক্তেৰ্দ্দাহাৎ । অবিদ্যা-

শক্যা তত্বেনাশ্চেন বা নিকরকুম্ । ইদমেবাসাং অব্যক্তং বদনির্বাচ্যং  
নাম । সোভয়মব্যক্তবাদস্য প্রধানবাদোত্তেদঃ । অবিদ্যাশক্তেৰ্দ্দাহা-  
ধীনত্বং তদাশ্রয়হাৎ । ন চ দ্রব্যমায়নশক্তং কার্যায়াহলমিতি শক্তেরর্থবৎ,  
তদ্বদমুক্তনর্ণাদিতি । স্যাদেতৎ । যদি ব্রহ্মণোহবিদ্যাশক্ত্যা সংসারঃ  
প্রতীয়তে হস্ত মুক্তানামপি পুনরুৎপাদপ্রসঙ্গঃ, তস্যাঃ প্রধানবত্তাদবস্থাৎ,  
তদ্বিনাশে বা সমস্তসংসারোচ্ছেদস্তম্ । অবিদ্যাশক্তেঃ সমুচ্ছেদাদিত্যত আহ—

“মুক্তানাঞ্চ পুনঃ”সংসারঃ “অনুৎপত্তিঃ” । কুতঃ “বিদ্যায়া তস্য বীজশক্তে-  
ৰ্দ্দাহাৎ” । অয়মভিসন্ধিঃ—ন বয়ং প্রধানবদবিদ্যাং সর্বজীবেষ্বেকামা-  
চক্ষ্যহে যেনৈবমুপলভেমহি, কিং কিং প্রতিজীবং ভিদ্যতে । তেন বসৌব  
জীবস্য বিদ্যোৎপত্তা তসৌবা বিদ্যাগুণনীয়েত ন জীবান্তরস্য, ভিন্নাধিকর-

বাদীনাং জগতের পূর্বাবস্থাকেই প্রধান বলেন । বাদিগণের এ আপ-  
ত্তির প্রত্যুত্তর এই যে, যদি আমরা স্বতন্ত্র বা পৃথক পূর্বাবস্থাকে (জগতের)  
জগৎ কারণ বলিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের প্রধানবাদ অঙ্গীকৃত  
হইত । আমরা যে পূর্বাবস্থা অঙ্গীকার করি, তাহা পরমেশ্বরের অধীন,  
সাংখ্যের জ্ঞায় স্বাধীন নহে । [ সা...জীবাঃ ] তাহাই অবশ্য স্বীকাৰ্য্য; তাহাই  
প্রয়োজনীয় । সে অবস্থা বা সে পূর্বাবস্থা ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব  
সিদ্ধ হয় না । ব্রহ্ম নিঃশক্তি, সুতরাং সেই শক্তির যোগে তিনি পর-  
মেশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা । সে শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না ।  
তাহা মায়া, জ্ঞান তাহাকে নষ্ট করে, তৎকারণে মুক্তজীবের পুনঃসংসার হয়  
না । তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহা অবিদ্যা ভিন্ন  
অন্ত কিছু নহে । সেই অবিদ্যাশক্তির বীজ-শক্তিই অব্যক্তশক্তির নির্দেশ অর্থাৎ

জ্বিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্য। পরমেশ্বরশ্রয়া  
মায়াময়ী মহাস্বষ্টিপুণ্ড্রীয়াং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে  
সংসারিণো জীবাঃ । তদেতদব্যক্তং কচিদাকাশশব্দনির্দিষ্টং,  
এতন্নিম্ন খলুক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ ।  
কচিদক্ষরশব্দোদিতং, অক্ষরাং পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ ।

গ্যোক্তিদ্যাবিদ্যায়োরবিরোধঃ, তৎ কৃতঃ সমস্তসংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । প্রধান-  
বাদিনাং স্বেষ দোষঃ—প্রধানমৈকত্বেন তচ্ছেদে সৰ্ব্বোচ্ছেদোহুচ্ছেদে বা  
ন কস্য চিদিত্যনির্বোধ্যপ্রসঙ্গঃ । প্রধানভেদেহপি চেত্তদবিবেকধ্যাতি-  
লক্ষণাবিদ্যাসদস্বনিবন্ধনৌ বন্ধনোক্ষৌ তর্হি কৃতং প্রধানেনাবদ্যাসদস্বতা-  
বাত্যামেব তদুপপত্তেঃ । ন চাবিদ্যোপাধিভেদাধীনৌ জীবভেদৌ জীব-  
ভেদাধীনশ্চাবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয়াহতরাসিক্রিরিতি সাম্প্রতম্ ।  
অনাদিহাদ্বীজাকুরবভুভয়সিদ্ধেঃ । অবিদ্যাহনাত্রেণ চৈকত্বোপচারোহব্যাক্ত  
মিতি চাব্যাক্ততমিতিচেতি । নসেবমবিদ্যেব জগদ্বীজমিতি কৃতমীশ্বরেণেত্যাহ  
আহ—“পরমেশ্বরশ্রয়ে”তি । ন হচেতনং চেতনানিধিষ্ঠিতং কার্যায় পর্য্য-  
প্তমিতি স্বকায়াং কর্ত্ত্বং পরমেশ্বরঃ নিমিত্ততয়োপাদানতয়া চাপ্রযতে, প্রপঞ্চ-  
বিভ্রমস্যা হীশ্বরনিষ্ঠানহমহিবিভ্রমস্যেব রজ্জ্বনিষ্ঠানত্বং, তেন যথাহিবিভ্রমো  
রজ্জ্বপাদান এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ইশ্বরোপাদানঃ । তস্মাজ্জীবাবিকল্পণাবিদ্যা  
নিমিত্ততয়া বিষয়তয়া চেশ্বরশ্রয়াহত ইতীশ্বরশ্রয়েতু চাতে, ন স্বাধারতয়া,  
বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদুপপত্তোরিতি । অত এবাহ “বস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধ-  
রহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ” ইতি । যশ্যামবিদ্যায়ামন্ত্যাং শেরতে

তাহারই অন্য নাম অবাক্ত । তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত, তাহা মায়াময়ী,  
তাহার অজ্ঞ নাম মহাস্বষ্টি ও মহাপ্রলয় । প্রলয়কালে সংসারি জীব  
তাহাতেই স্বরূপপ্রতিবোধশূন্য হইয়া শয়ান থাকে । বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে,  
তেমনি, সেই অবিদ্যা বীজে জগৎ থাকে । [ তদেতৎ পরীরক্ত ] এতিভে  
এই অবাক্ত আকাশ, অক্ষর ও মায়ী নামে কথিত হয় । যথা—“হে ব্রাহ্মিণী!  
আকাশ কিসে ওতপ্রোত ?” “পর অক্ষর হইতেও পর” “মায়াকেই প্রকৃতি  
বলিয়া জানিবে ।” ইত্যাদি । মায়ী-শক্তি বস্তুসং, কি অসং, সত্য কি  
মিথ্যা, দ্বৈতের স্বরূপ হইল পূর্ণক্, কি অপূর্ণক্, তাহা নিরূপণ করা যায় না ।  
সেই জন্য তাহা অনির্জনীয় । জৈবশ অবাক্ত হইতে মহত্ব জন্মে

কচিন্মায়েতি সূচিতং, মায়াশ্চ প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনশ্চ মহে-  
শ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ । অব্যক্তা হি সা মায়া তদ্ব্যাক্তানিরূ-  
পণশ্চাশক্যত্বাৎ । তদিদং মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্ ।  
অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ । যদা হৈরণ্যগভী বুদ্ধির্মহান্, যদা তু  
জীবো মহাংস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবশ্চ মহতঃ পরম-  
ব্যক্তমিত্যুক্তম্ । অবিদ্যা হ্যব্যক্তম্ । অবিদ্যাবশ্বে চ জীবশ্চ  
সর্বঃ সংব্যবহারঃ সমুত্তো বর্ততে । তচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ  
পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্পাতে ।  
সত্যপি শরীরবদিত্তিয়াদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ । পরি-  
শিষ্টত্বাচ্চ শরীরস্য । অশ্বে তু বর্ণয়ন্তি, দ্বিবিধং হি শরীরং

---

জীবাঃ । জীবানাং স্বরূপং বাস্তবং ব্রহ্ম তদ্বোধরহিতাঃ শেরত ইতি লয় উক্তঃ ।  
সংসারিণ ইতি বিক্ষেপ উক্তঃ । “অব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য” ইতি । বদ্যাপি  
জীবাব্যক্তয়োঃ নানিভেদানিয়তং পৌরুষাণ্যং তথাপ্যব্যক্তস্য পূৰ্ব্বত্বং বিব-  
ক্ষিত্বৈতচ্ছব্দঃ “সত্যপি শরীরবদিত্তিয়াদীনাং”মিতি । গোবলীবদ্পদবদে-  
তৎ দ্রষ্টব্যম্ । আচার্যাদেশীয়মতমাহ ।—“অন্তে”মিতি । এতচ্চ বরতি —

---

বলিয়া ক্রটি “মহতঃ পরমব্যক্তম্” বলিয়াছেন । হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির  
নাম মহান্ (মহতত্ব), এ পক্ষেও ঐ অর্থ সঙ্গত হইবে । যদি জীবকে  
মহান্ বল, তাহা হইলে জীব অব্যক্তের অধীন ; সুতরাং সে পক্ষেও  
“মহতঃ পরমব্যক্তম্” কথা সঙ্গত হয় । বিবেচনা কর, অবিদ্যাই অব্যক্ত,  
জীবও তদ্বিশিষ্ট । তদ্বিশিষ্ট বলিয়াই জীবের জীবত্ব ও তাহার সমস্ত ব্যবহার  
অলুপ্ত বা অচ্ছিন্ন থাকে । জৈবিক ব্যবহার অবিদ্যার অধীন বলিয়াই  
ক্রটি উপচারক্রমে অব্যক্তকে পর বলিতেও পারেন । শরীর ও ইন্দ্রিয়  
উভয়ই অব্যক্তের বিকার সত্য ; পরত্ব অভেদ । শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে ;  
এক ।) অস্তিত্বপ্রায়ে শরীরকে অব্যক্ত বলা অসম্ভব নহে । ক্রটি “ইন্দ্রিয়  
অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ” এতদ্রূপে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিয়া বলাতেও পরিণেব  
প্রযুক্ত অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের গ্রহণ হইতে পারে । [ অন্তে...মিতি ]  
কহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, শরীর দ্বিবিধ, স্থল ও হুক্ষ । স্থল

স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ। স্থূলং যদিদমুপলভ্যতে। সূক্ষ্মং যদুত্তরত্রে  
বক্ষ্যতে, তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রজ্ঞানিরূপ-  
ণাভ্যামিতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূর্বং রথত্বেন  
সঙ্কীৰ্ত্তিতং, ইহ তু সূক্ষ্মমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে সূক্ষ্মম্যা-  
ব্যক্তশব্দার্থত্বাৎ। তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্যব্যবহারস্য জীবাত্মস্য  
পরত্বম্। বধা অর্থাধীনত্বাদিচ্ছিয়ব্যাপারস্যোচ্ছিয়েভ্যঃ পরত্ব-  
মর্থানািমিতি। তৈস্তেতদ্বক্তব্যম্। অবিশেষণ শরীরদ্বয়স্য  
পূর্বত্বে রথত্বেন সঙ্কীৰ্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্ট-  
ত্বয়োঃ কথং সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি।  
আত্মাতস্যাহর্ষণং প্রতিপত্তুং প্রভবামো নান্নাতং পর্য্যন্তু-  
যোক্তুম্। আত্মাত্কাব্যক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং

“তৈষি”তি। প্রকরণপারিশেষায়োকভয়ত্র তুল্যত্বান্নৈকগ্রহণনিয়মহেতুত্বম্।

শরীর এই—বাহ্য নিত্য উপলব্ধ হইতেছে। স্থূল শরীর পরে বর্ণিত  
হইবে। পূর্ব প্রতি স্থূল শরীরকেই রথ বলিয়াছেন এবং এ প্রতি অব্যক্ত  
শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই যে, স্থূল  
শরীরই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য এবং বন্ধ মোক্ষ ব্যবহারও স্থূল শরীর  
সিদ্ধি। কাষেই তাহা জীব অপেক্ষা বড়। যেমন ইচ্ছিয় ব্যাপার বিষয়ের  
অধীন (বিষয়ের অভাবে কোনও ইচ্ছিয় সব্যাপার হয় না বা থাকে না),  
বলিয়া ইচ্ছিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব, তেমনি, জৈবিক বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবহার  
স্থূল শরীরের অধীন বলিয়া জীব অপেক্ষা অব্যক্ত-নামক সূক্ষ্ম শরীরের  
পরত্ব। [তৈ...গ্রন্থকাৎ] ঐক্য বলিলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই বলিতে  
হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, যখন পূর্ব শ্লোকে স্থূল-স্থূল-বিভাগ না করিয়া  
সামান্যতঃ শরীরকে রথ বলা হইয়াছে এবং প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তির সাক্ষ্য  
আছে, তখন যে পরশ্লোকে সূক্ষ্ম শরীরেরই গ্রহণ, স্থূল শরীরের নহে, ইহা  
তুমি কিসে জানিলে? যদি বল, আমরা প্রত্যুত্তর কথার অর্থ করিতে পারি,  
কেন বলিলেন বলিয়া প্রতিবেদন অত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং প্রতিবেদিত  
অব্যক্ত-শব্দের সারসিক অর্থ স্থূল, তাহাই বলিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি,



শব্দোতি নেতরদ্ব্যক্তত্বাৎ তস্যোতি চেৎ, ন, একবাক্যতা-  
মনাপদ্য কঞ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়া-  
প্রসঙ্গাৎ । ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈকবাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি ।  
তত্রাবিশিষ্টায়াঃ শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াঃ যথাকাঙ্ক্ষং  
সম্বন্ধেহনভ্যুপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি, কৃত  
আম্নাতসার্থস্য প্রতিপত্তিঃ । ন চৈবং মন্তব্যং, দুঃশোধ-  
ত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং, স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎস-

শব্দতে ।—“আম্নাতসার্থ”মিতি । অব্যক্তপদমেব স্থূলশরীরবাবৃত্তিহেতু-  
ক্যাক্তত্বাস্যোতি শব্দার্থঃ । নিরাকরোতি ।—“নৈকবাক্যতাপীনত্বা”দिति ।  
প্রকৃতহান্তপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপসঙ্গেনৈকবাক্যত্বেন সম্ভবতি ন বাক্যভেদো  
যুজ্যতে । ন চাকাঙ্ক্ষাং বিনৈকবাক্যত্বমুত্তরঞ্চ প্রকৃতমিত্যভ্যন্তরং গ্রাহ্যেহনে-  
হাকাঙ্ক্ষিতমিত্যেকাভিধায়কমপি পদং শরীরদ্বয়পদম্ । ন চ মুখ্যায় বৃত্ত্য  
হতংপর্যমতোপচারিকং ন ভবতি । যথোপহন্তৃমাত্রনিরাকরণাকাঙ্ক্ষায়াঃ  
কাকপদং প্রযুক্তমানং স্বাদিসর্বহন্তৃপদং বিজ্ঞায়তে । যথাহঃ,—

কাকেভ্যো রক্ষাতামগ্নমিতি বালোহপি নোদিতঃ ।

উপঘাতপ্রধানহাঃ স্বাদিভ্যো ন রক্ষতি ॥ ইতি ।

নহু ন শরীরদ্বয়সাক্ষ্যাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্য ন তু  
ষাট্‌কৌশিকস্য স্থূলস্য, তন্নি দৃষ্টবীভৎসত্তয়া স্মকরণং বৈরাগ্যবিবর্জনে  
শোধয়িতবামিত্যত আহ ।—“ন চৈবং মন্তব্য”মিতি । বিধোঃ পরমং পদ-

অত্র কিছু বলিতে পারি না । এরূপ বলিলে উত্তরে বলিব, প্রতিবাক্যের  
অর্থ সংগ্রহ একবাক্যতা নিয়মের অধীন । পূর্বাপর বাক্য এক না হইলে  
কোনও অর্থ প্রতিপাদিত হয় না । হয় বলিলে প্রকৃত হানি ও অপ্রকৃত  
গমন দোষ হইবে । [ ন চ...প্রতিপত্তিঃ ] বিনা আকাঙ্ক্ষায় এক বাক্য  
(এই বাক্য মিলিত হইয়া একার্থবোধক) হয় না । সমানরূপে উভয়  
শরীর গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও যদি আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সম্বন্ধ  
(অর্থ) স্বীকার না কর, তাহা হইলে অর্থদোষ দূরে থাকুক, এক বাক্যই  
হইবে না । [ ন চৈবং...বিবক্ষ্যতে ] এমন মনে করিও না যে, শোধন  
(অর্থের দোষ পরিহার) করা যায় না বলিয়াই এখানে সূক্ষ্ম শরীরের

তয়া হুশোধনাদগ্রহণমিতি । যতো নৈবেহ শোধনং কস্য-  
চিৎপ্রযুক্ত্যে । ন হ্যত্র শোধনবিধায়ি কক্ষিদাখ্যাতমস্তি ।  
অনন্তরনির্দিষ্টত্বাতু কিং তদ্বিষেণঃ পরমং পদমিতি, ইদমিহ  
বিবক্ষ্যতে । তথা হি ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্তা  
পুরুষান্ন পরং কক্ষিদিত্যাহ । সৰ্ব্বথাপি হানুমানিকনিরা-  
করণোপপত্তেস্তথা নামাস্ত ন নঃ কক্ষিচ্ছিদ্যতে ॥ ৩ ॥

### জ্যেষ্ঠাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥ \*

জ্যেষ্ঠেন চ সাংখ্যঃ প্রধানং স্বৰ্য্যতে গুণপুরুষান্তর-  
জ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি বদন্তিঃ । ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ

মবগমন্তি তুং পরং পরমত্র প্রতিপাদ্যন্তেন প্রস্তুতং ন তু বৈরাগ্যায় শোধন-  
মিত্যর্থঃ । অলং বা বিবাদেন, ভবতু হুশ্রবশরীরং পরিশোধ্যং, তথাপি ন  
সাংখ্যাভিমতমত্র প্রধানং পরমিত্যুচ্যেত্যাহ । —“সৰ্ব্বথাপি হি”তি ।

ইতোহপি নায়মব্যাক্তশব্দঃ সাংখ্যাভিমতপ্রধানপরঃ । সাংখ্যেঃ খলু  
প্রধানাবিবেকেন পুরুষং নিঃশ্রেয়সায় জ্ঞাতুং বা বিভূতৌ বা প্রধানং জ্যেষ্ঠ-

গ্রহণ হইবে । কেন-না, ঐ বাক্যে শোধন-বিবক্ষা নাই, শোধক কথাও নাই ।  
ঐ বাক্যের পরেই বিষ্ণুর পরম পদ কথিত হইয়াছে । সে পরম পদ কি ?  
এখানে কেবল তাহাই বিবক্ষিত । তৎকালে ইহা অমুক অপেক্ষা পর, অমুক  
অমুক অপেক্ষা পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছু নাই, এই বলিয়া  
শেষ করা হইয়াছে । [ তথাহি...ছিদ্যতে ] যে পথেই যাও, যে রূপ ব্যাখ্যাই  
কর, অনুমানগম্য প্রধানের নিরাস হইলেই হইল, ব্যাখ্যা অন্তরূপ  
হইলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ।

সাংখ্যবাদীরা বলে, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ । প্রকৃতি-  
জ্ঞান না হইলে কি প্রকারে তত্ত্বদপূরকারে পুরুষজ্ঞান হইবে ? অতএব,

\* ব্যাক্তস্য জ্যেষ্ঠাবচনানঃ নাস্তীতি নাস্ত্রাব্যাক্তশব্দঃ প্রধানবাচীতি নৃত্যতাপ্যর্থম্ । —  
উদ্বুদ্ধত্ব প্রকৃতি অব্যাক্ত শব্দ বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহাকে জানিতে নগেন নাই । কাৰ্য্যেই  
বলিতে হয়, এ অব্যাক্ত সাংখ্যোক্ত অব্যাক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে । সাংখ্যের অব্যাক্ত  
শব্দ অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হয় ।

পুরুষস্যান্তরং শক্যং জ্ঞাতুমিতি । কচিচ্চ বিভূতিবিশেষ-  
প্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি । ন চেদমিহাব্যক্তং  
জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে, পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দো, নেহাব্যক্তং  
জ্ঞাতব্যমুপাসিতব্যঞ্চেতি বাক্যমস্তু । ন চানুপদিষ্টং  
পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থমিতি শক্যং প্রতিপত্ত্বম্ । তস্মাদপি  
নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে । অস্মাকন্তু রথরূপক-  
কুণ্ডলশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ণোরৈব পরমং পদং দর্শয়িতুময়-  
মুপন্যাস ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪ ॥

**বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ৷ ৫ ॥ \***

অত্রাহ সাংখ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্ । কথং, জ্ঞেয়তে  
হ্যন্তরত্রাব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্ ।

ত্বেনোপক্ষিপাতে, ন চেহ জানীয়াদিতি চোপাসীতেতি বা বিধিবিভক্তি-  
জ্ঞতিরস্তু, অপি ত্বব্যক্তপদমাত্রং, ন চৈতাবতা সাংখ্যস্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞানং ভব-  
তীতি ভাবঃ । জ্ঞেয়ত্বাবচনস্যাসিদ্ধিমাশঙ্ক্য তংসিদ্ধিপ্রদশনার্থং হৃত্বম্ ।

সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ কৈবল্য লাভের নিমিত্ত তাহাকে জানিতে  
হয় এবং অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্তও তাহাকে জানিতে হয় ।  
কিন্তু এখানে যে অব্যক্ত শব্দ আছে, এ অব্যক্ত জ্ঞেয় নহে, উপাসিতব্যও  
নহে । কেবল শব্দমাত্রে অব্যক্ত । এই জন্তই বলি, এখানে অব্যক্ত শব্দে  
প্রধানের অভিধান ( কথন ) হয় নাই । এখানে বিষ্ণুর পরম পদ প্রদর্শনের  
জন্তই কুণ্ডল রথরূপ শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক প্রোক্ত অব্যক্ত শব্দ বিস্তৃত  
হইয়াছে, পদার্থ বিশেষ প্রতিপাদনের জন্ত নহে ।

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, ঋতিতে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব কথন নাই,  
এ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ । কারণ এই যে, ঋতি উহারই পরে অব্যক্তশব্দ-কথিত

\* জ্ঞানকর্মিত্যাদি প্রভেদে চাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্ববচনমতীতি চেৎ মন্যতে তন্ন মন্তব্যম্ ।  
হি যতঃ, প্রকরণাৎ প্রকরণবলেন, তত্র প্রাজ্ঞ এবাঙ্গা প্রতীয়তে ন তু প্রধানমিতি সূত্রার্থঃ ।—  
ঋতিতে ও স্মৃতিতে যে অব্যক্ত জানিবার কথা আছে, প্রকরণ অনুসারে জানা যায়, তাহার  
অর্থ আত্মা, প্রধান নহে ।

“অশব্দম্পর্শমরূপমবায়ং

তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায়া তং মৃত্যুমুখাৎ প্রযুচ্যতে ॥” ইতি ।

অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃত্তো  
নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচায়াত্বেন নির্দিষ্টম্ । তস্মাৎ প্রধান-  
মেবেদং তদেবাব্যক্তশব্দনির্দিষ্টমিতি । অত্র ক্রমঃ । নেহ  
প্রধানং নিচায়াত্বেন নির্দিষ্টম্ । প্রাজ্ঞো হীহ পরমাত্মা নিচা-  
য়াত্বেন নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে । কুতঃ । প্রকরণাৎ । প্রাজ্ঞস্ত  
হি প্রকরণং বিততং বর্ততে,—

“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ।

ইত্যাদিনির্দেশাৎ ।

“এম সর্বেষু ভূতেষু গুণোন্মী ন প্রকাশতে” ।

ইতি চ ছুজ্ঞানিবচনেন তস্মৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ ।

প্রধানকে জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন । যথা—যাঃ শব্দ-  
বর্জিত, স্পর্শরহিত, রূপহীন, স্পর্শরহিত, রসবর্জিত, গন্ধশূন্য, নিত্য,  
অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব অর্থাৎ কুটবৎ নির্দিকার, উপাসকগণ  
তাহাকে জানিয়া মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হন” [ অত্র...গম্যতে ] সাংখ্য-  
স্বতিতে বৈরূপ মহতের পর শব্দাদিহীন প্রধান নিরূপিত হইয়াছে,  
এখানে ( শ্রুতিতে ) ঠিক সেইরূপ বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে । স্মৃত্তরাং এখানেও  
অব্যক্ত শব্দে প্রধানই কীর্ণিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । এই ব্যাখ্যার প্রতি  
আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত শ্রুতিতে প্রধান উপদিষ্ট হয় নাই, জ্ঞেয়  
আত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন । [ কুতঃ...কলবচ্চ ] হেতু এই যে, ঐ শব্দ  
বা ঐ উপদেশ আত্মার প্রকরণে ( প্রস্তাবে ) কথিত । “পুরুষের পর অর্থাৎ  
পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, পুরুষই শেষ-সীমা এবং পুরুষই পরমপ্রাণ্য”  
ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা জানা যায়, উহা আত্মারই প্রকরণ । “ইনি সকল  
ভূতে গুণভাবে বিদ্যমান আছেন, তাই ইনি ( আত্মা ) স্পষ্ট প্রতিভাত হন

“যচ্ছেদ্বাদ্বানসী প্রাজ্ঞঃ” ইতি চ তজ্জ্ঞানায়ৈব বাগাদি-  
সংযমস্ত বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষফলত্বাচ্চ । ন হি  
প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাত্বৈ-  
রিয্যাতে । চেতনাত্ত্ববিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি  
তেষামভ্যুপগমঃ । সর্বেষু চ বেদান্তেষু প্রাজ্ঞসৈবাত্মনো-  
হশব্দাদিধর্ম্মত্বমভিলপ্যতে । তস্মান্ন প্রধানস্যাহত্ব জ্ঞেয়ত্ব-  
নব্যক্তশব্দনির্দিষ্টত্বং বা ॥ ৫ ॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্লশ্চ ॥ ৬ ॥ \*

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা যস্মাৎ

নিগদব্যাখ্যাভমস্য ভাষাম্ ।

বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকेतঃসংবাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ  
কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে । মৃত্যুঃ কিং নচিকेतসে কুপিতেন পিত্রা প্রহিতায়  
ভুটজীন্ বরান্ প্রদদৌ । নচিকেতাস্ত প্রথমেণ বরেণ পিতুঃ সৌমেনস্যং বত্রে,  
দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং তৃতীয়েনাত্ত্ববিদ্যাম্ । বরাণামেব বরন্তুতীয় ইতি বচ-  
ন্যৎ । ন তু তত্র বরপ্রদানে প্রধানগোচরে স্তঃ প্রগ্নপ্রতিবচনে । তস্মাৎ  
কঠবল্লীধর্ম্মজীবপরমাত্মপটৈব বাক্যপ্রবৃত্তির্ন ত্তপ্রজ্ঞাত্ত্বপ্রধানপরা ভবিতুমর্হ-  
তীত্যাহ ।—“ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্ব”মিতি । হস্ত ত ইদং প্রব-

না ।” ইত্যাদি শাস্ত্রে আত্মাকেই দুজ্জৈয় বলা হইয়াছে স্তত্রাং আত্মাই  
জ্ঞেয়, ইহা আকাজ্জার দ্বারা আকৃষ্ট হয় । আত্মা দুজ্জৈয়, তাই তাঁহার  
জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্যসংঘমাদির বিধান । মৃত্যু অতিক্রম-ফল ও আত্মবিজ্ঞা-  
নের ফল । [ ন হি...বা ] কেবলমাত্র প্রধান-জ্ঞানে মৃত্যু অতিক্রম হয়,  
ইহা সাংখ্যেরাও বলেন না । তাঁহারা বলেন, চিদাত্মবিজ্ঞানেই মৃত্যু অতি-  
ক্রম হয় । অপিচ, প্রত্যেক বেদান্তে প্রাজ্ঞ-আত্মাকে অশব্দ অস্পর্শ প্রভৃতি  
বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখা যায় । এই সকল কারণে, প্রোক্ত অব্যক্ত  
সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে এবং জ্ঞেয়ও নহে ।

প্রতিকথিত অব্যক্ত প্রধান নহে, জ্ঞেয়ও নহে । কঠবল্লীতে দেখা

\* মৃত্যুনা নচিকेतসম্প্রতি জীন্ বরান্ বর্ণিষেভ্যুক্তেন্ত্রয়াণামেব প্রোহা নচিকेतসা কৃত্তঃ ।  
উপন্যাসঃ প্রত্যুত্তরোহপি মৃত্যুনা ত্রয়াণামেব দত্তো নাত্তস্যোতি নাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বং ন বা তস্য

ত্রয়াণামেব পদার্থানামগ্নি জীবপরমাত্মনামগ্নিঃ গ্রহে কঠ-  
বল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাদ্বক্তব্যতয়োপন্যাসোদৃশ্যতে; তদ্বিষয়  
এব চ প্রশ্নঃ, নাতোহন্তস্য প্রশ্ন উপন্যাসো বাহস্তি । তত্র  
তাবৎ—

“স ত্বমগ্নিঃ স্বর্গ্যামধ্যোষি যুতোয়া! প্রক্ৰহি তং শ্রদ্ধধানান্ন  
মহ্যং” ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ ।

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্তয়াহং

বরাণামেষ বরন্তু তীয়ঃ ॥”

ইতি জীববিষয়ঃ ।

ক্ষ্যামি শুভং ব্রহ্ম সনাতনমিত্যনেন ব্যবহিতং জীববিষয়ঃ, যথা তু মরণং  
প্রাপ্যাত্মা ভবতি গৌতমেত্যাদিপ্রতিবচনমিতি যোজন্য । অত্রাহ চোদকঃ  
কিং জীবপরমাত্মনোরেক এব প্রশ্নঃ কিং বাহ্যো জীবস্য, যেয়ং প্রেতে মনুষ্য  
ইতি প্রোক্তোহন্তশ্চ পরমাত্মনোহন্তজ ধর্মাদিত্যাদিঃ । একত্বে স্মৃতিবিরোধঃ ।  
“ত্রয়াণামি”তি । তেদে তু সৌমনস্যাবাণ্ড্যগ্ন্যজ্ঞানবিষয়বরপ্রদান-  
নস্তর্ভাবো হন্তজ ধর্মাদিত্যাদেঃ প্রশ্নস্ত । তুরীয়বরাস্তরকল্পনারাং বা তৃতীয়  
ইতি প্রতিবাদপ্রসঙ্গঃ । বরপ্রদানানস্তর্ভাবে প্রশ্নস্য তদ্বৎ প্রধানাধ্যান-

যায়, বরপ্রদান প্রসঙ্গে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিন পদার্থের উপদেশ  
আছে । অল্প কিছুর উপদেশ নাই । নচিকেতাও ঐ তিন পদার্থ জানিতে  
চাহিয়াছিলেন । অল্প কিছু চাহেন নাই । [ তত্র...তস্যোতি ] যথা—  
নচিকেতা বলিলেন, হে যম ! তুমি যদি স্বর্গসাধন অগ্নিতত্ত্ব জ্ঞাত থাক—  
তবে তুমি তাহা শ্রদ্ধাবিত আমাকে বল ।” ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন । পুনশ্চ  
বলিলেন, “নমুষ্য মরিলে যাকে যে সন্দেহ করে, থাকে ও থাকে না, সেই  
সন্দেহ আমার বিদূরিত হউক । তোমার উপদেশে আমি যেন উদ্ধার পাই

প্রধানার্থবিস্তি হৃত্যর্থো হনুসম্বয়ঃ ।—অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিন পদার্থেরই প্রশ্ন  
প্রত্যুত্তর থাকার প্রোক্ত অধ্যাক্ষ জেয়ও নহে, প্রধানও নহে ।

“অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাধৰ্ম্মাদন্যত্রান্মাৎ কৃতাকৃতাৎ ।

অন্যত্র ভূতাক ভব্যাক যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ” ॥

ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ । প্রতিবচনমপি—

“লোকাदिमग्निं तमुवाच तस्मै या ईक्षका यावतीर्वा  
यथा वा” ইত্যধিবিষয়ম্ ।

“হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি শুভং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গোতম ॥”

“যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্বাধূমন্যেহনুসংযন্তি যথাকল্প যথাক্রমতম্ ॥” ইতি

ব্যবহিতং জীববিষয়ম্ । ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চি-  
দিত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম্ । নৈবং প্রধানবিষয়ঃ  
প্রমোহন্তি অপৃষ্ঠত্বাদনুপন্যাসনীয়ত্বং তস্যোতি । অত্রাহ,  
যোহয়মাত্মবিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য  
ইতি, কিং স এবাহয়মন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাধৰ্ম্মাদিতি পুনরনু-

জ্ঞাত হই। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।” এটা জীববিষয়ক প্রশ্ন। পরে  
আছে, যাহাতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নাই, যাহা কার্য্য কারণের অতীত, যাহা ভূত  
ভবিষ্যতের অন্ত, তাহাই বল।” এটা পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন। যন্মের  
প্রত্যুত্তরও ঐ সকলেরই অনুরূপ। যথা—যম নচিকেতাকে লোক-কারণ  
অগ্নি ও যত ইষ্টকা সমস্তই বলিলেন। ইহা অধিবিষয়ক প্রত্যুত্তর। আমি  
তোমাকে লোকগুহ সনাতন ব্রহ্ম বলিব। হে গোতম! মরণপ্রাপ্ত  
আত্মা যাহা বা যে-প্রকার হয় তাহা বলিতেছি। যেমন কৰ্ম্ম ও যেমন  
জ্ঞান, মরণপ্রাপ্ত আত্মা তদনুরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগুহ পুনঃশরীর  
প্রাপ্তির অন্ত তির্য্য ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়।” এ প্রত্যুত্তর জীববিষয়ক ।  
নচিকেতা প্রধানের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, মৃত্যুও তাহার স্বরূপ বলেন  
নাই। [অত্রাহ...সামর্থ্যাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, জিজ্ঞাসা  
করেন, নচিকেতার “মনুষ্য মরণ প্রাপ্ত হইলে লোকে যে সন্দেহ করিয়া  
থাকে,—কেহ বলে থাকে, কেহ বলে থাকে না,—স্বতরাং সন্দেহ হয়, সেই

কৃত্যতে, কিং বা ততোহন্যোহয়মপূর্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত  
ইতি। কিঞ্চাতঃ। স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃত্যত ইতি  
যদ্যুচ্যেত তদা দ্বয়োরাশ্রয়বিষয়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্নি-  
বিষয় আশ্রয়বিষয়শ্চ দ্বাবেব প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং  
প্রশ্নোপন্যাসাবিতি। অথান্যোহয়মপূর্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত  
ইতি যদ্যুচ্যেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নকল্প-  
নায়ামদোষঃ, এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রদানোপন্যাস-  
কল্পনায়ামদোষঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ  
বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কঞ্চিং কল্পয়ামঃ, বাক্যোপক্রম-

মপানন্তত্বং বরপ্রদানে ইন্ত মহতঃ পরমব্যক্তিমিত্যাক্ষেপঃ। পরিহরতি—  
“অত্রোচ্যতে নৈবং বয়মিহে”তি। বস্ততো জীবপরমাশ্রয়নোরভেদাৎ প্রষ্টব্য-  
ভেদেনৈক এব প্রশ্নঃ। অত এব প্রতিবচনমপ্যেকং হৃত্বং দ্ব্যবাস্তবভেদাতি-  
প্রায়ম্। বাস্তবশ্চ জীবপরমাশ্রয়নোরভেদস্তত্র তত্র শ্রুতাপত্তাসেন ভগবতা  
ভাষাকারেণ দর্শিতঃ। তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্যোত্যাদি।  
যেয়ং প্রেত ইতি হি নচিকেতসঃ প্রশ্নমুপশ্রুত্যা তত্ত্বংকামবিষয়মলোভকাস্য

कारणे आपनि उहार तथा वलून,” ये-आश्वा এই প্রশ্নের জিজ্ঞাস্ত। সেই  
আশ্বাই কি “ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত,” ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছেন?  
অথবা অত্র কোন অভিনব আশ্বার স্বরূপ ঐ বাক্যে কথিত বা জিজ্ঞাসিত  
হইয়াছে? পূর্বোক্ত প্রষ্টব্য আশ্বাই যদি পরবাক্যে কথিত হইয়া থাকে,  
তাহা হইলে আশ্রয়বিষয়ক প্রশ্নদ্বয় এক হইয়া পড়ে। সুতরাং এক আশ্র-  
য়বিষয়ক প্রশ্ন এবং এক অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন, এই দুইটী মাত্র প্রশ্নের বিস্তার  
হওয়ার তিন প্রশ্নের বিস্তার, এ কথা সঙ্গত হয় না। আর যদি অভিনব  
প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বরপ্রদান ব্যতীরেকেও প্রশ্নের  
কল্পনা করিতে হয়। (অর্থাৎ যম বর দেন নাই, অথচ নচিকেতার প্রশ্ন  
ছিল, এইরূপ অনুমান করিতে হয়।) যদি বরপ্রদান ব্যতিরেকে প্রশ্ন-  
কল্পনা কর, তবে, প্রশ্নব্যতিরেকেও প্রদানের কল্পনা (বর্ণন) করিতে পার।  
এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত স্থলে আমরা বিনা  
বরপ্রদানে প্রশ্নের কল্পনা করি নাই। বাক্যের উপক্রমের অর্থাৎ প্রায়শ্চের



সামর্থ্যাৎ । বরপূদানোপক্রমা হি মৃত্যুচিকিত্তঃসম্বাদরূপা  
বাক্যপূরুষ্টিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে । মৃত্যুঃ কিল  
নচিকিত্তেসে পিত্রা পুহিতায় জীন্ বরান্ প্রদদৌ, নচিকিত্তাঃ  
কিল তেষাং পৃথমেন বরণে পিতুঃ সৌমনস্যাং বত্রে,  
দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং, তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাং, যেয়ং পুত ইতি,  
বরাণামেষ বরন্তৃতীয় ইতি লিঙ্গাৎ । তত্র যদ্যান্যত্র ধৰ্ম্মা-  
দিত্যান্যোহয়মপূৰ্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যতি-  
রেকেনাপি প্রশ্নকল্পনাবাক্যং বাধ্যত । ননু প্রকৃত্যভেদাদ-  
পূৰ্ব্বোহয়ং প্রশ্নো ভবিতুমর্হতি, পূৰ্ব্বো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ,  
যেয়ং প্রেতে বিচিকিত্তসা মনুষ্যোহস্তি নাস্তীতি বিচিকিত্তসা-  
ভিধানাৎ, জীবশ্চ ধৰ্ম্মাদিগোচরত্বান্মান্যত্র ধৰ্ম্মাদিতি প্রশ্ন-  
মর্হতি, প্রাক্কন্ত ধৰ্ম্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধৰ্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতি,

সামর্থ্যেই আমরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি । [ বর...লক্ষ্যতে ] ঐ যম-  
নচিকিত্তা-সংবাদটা বরপ্রদান উপলক্ষ্যে উপলক্ষিত দেখা যায় এবং উহার  
প্রারম্ভ অমুসারে উহাতে বরপূদানের অন্তিত্ব অন্বেষ্য হয় । [ মৃত্যুঃ...  
বাধ্যত ] নচিকিত্তার পিতা নচিকিত্তাকে মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিলে  
মৃত্যু নচিকিত্তাকে তিন বর গ্রহণ করিতে অমুরোধ করেন । নচিকিত্তা  
প্রথম বরে পিতার সৌমনস্যা অর্থাৎ প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন, দ্বিতীয়  
বরে অগ্নিবিদ্যা, তৃতীয় বরে আত্মবিদ্যা জানিবার প্রার্থনা করিলেন ।  
আত্মবিদ্যা বিদিত হওয়াই যে তৃতীয় বর, তাহা “বরাণামেষ বরন্তৃতীয়ঃ”  
এই কথাতেই ব্যক্ত আছে । এখন বিবেচনা কর, “বাহা ধৰ্ম্মাদির অতীত  
তাহা আমায় বল” এই বাক্যে যদি কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত  
তাহা হইলে অবশ্যই বিনা বরপ্রদানে ( অর্থাৎ বরপ্রদান বাক্য না  
ধাকিলেও ) অভিনব প্রশ্ন কল্পিত হওয়ার বাক্যভেদ ( ছই বাক্য বা এক  
বাক্যের ছই অর্থ হওয়া ) দোষ হইত । [ ননু...গমাং ] যদি বল, জিজ্ঞাস্ত  
বস্ত ভিন্ন, তৎকারণে “অন্তত্র ধৰ্ম্মাৎ” প্রশ্নটীও ভিন্ন, অর্থাৎ উহা একটী  
নূতন বা পৃথক প্রশ্ন । নূতন বা পৃথক প্রশ্ন বলিবার কারণ এই যে, মরণের  
পর মনুষ্য থাকে কি-না, এ প্রশ্ন জীববিষয়ক । জীবের ধৰ্ম্মাদি আছে,

তীতি, প্রসঙ্গাচ্চ। চ ন সমান। লক্ষ্যতে পূর্বন্যাস্তিহন্যস্তিহ-  
বিষয়ত্বাত্তরস্য ধর্মাদ্যতীতবস্তুবিষয়ত্ব, তস্মাৎ প্রত্যভি-  
জ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ, ন পূর্বসম্যোত্তরজাত্বিকর্ষণমিতি  
চেৎ, ন, জীবপ্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ। তবেৎ প্রকৃ-  
ভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্যো জীবঃ প্রাজ্ঞাঃ স্যাৎ। ন হন্য-  
স্তি তদ্বঙ্গীত্যাতিশ্রুত্যান্তরেভ্যঃ। ইহ চান্যত্র ধর্মাদি-  
ত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ন জায়তে ত্রিযতে বা বিপশ্চিদমিতি  
জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়ো-  
ভেদং দর্শয়তি। সতি হি প্রশ্নে প্রতিষেধো ভাগী ভবতি।

\*  
সুতরাং “যাহা ধর্মাদির অতীত তাহা বলুন” এ প্রশ্ন ও ধর্মাদিবিষিষ্ট  
জীবের প্রশ্ন এক নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা ধর্মাদির অতীত, সুতরাং প্রাজ্ঞ  
আত্মাই “অন্তঃ ধর্মাত্মা” প্রশ্নের বিষয়। অপিচ, উক্ত উত্তর বাক্যের  
সাদৃশ্যও নাই। পূর্ববাক্যের বিষয় “ধাকে কি না” এবং পর-বাক্যের  
বিষয় ধর্মাদিবর্জিত বস্তু। সুতরাং সাদৃশ্য নাই। এই সকল কারণে  
বলি, পূর্ববাক্যে যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে পরবাক্যে তাহাই জিজ্ঞাসিত  
হইয়াছে এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। প্রত্যভিজ্ঞার অভাবে উক্ত প্রশ্নের  
পরম্পর বিভিন্ন এবং পূর্ববাক্যের জিজ্ঞাত পরবাক্যে পুনরুক্ত বা পুন-  
র্জিজ্ঞাসিত হয় নাই, ইহা স্থির হয়। এই ব্যাখ্যার উপর আমাদের বক্তব্য  
এই যে, ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কারণ, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু।  
[ তবেৎ...পরমেশ্বরস্য ] প্রকৃভেদ ও প্রশ্নভেদ আছে, এরূপ বলিতে  
পার না। জীব যদি প্রাজ্ঞ আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইত তাহা  
হইলে অবশ্যই প্রকৃভেদ ও প্রশ্নভেদ হইত। প্রত্যুত্তর বাক্যে জন্ম  
মরণ নিষেধ করার দেখান হইয়াছে, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। যাহা  
“ধর্মাতীত তাহা বলুন” এ প্রশ্নের “বিপশ্চিদ জন্মমরণবর্জিত” এইরূপ প্রত্যু-  
ত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেই বলা হইয়াছে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন,  
ভিন্ন নহে। জীবের শরীরসম্পর্ক থাকায় জন্মমরণাদি আছে, কিন্তু  
পরমেশ্বরের তাহা নাই। (যাহার যাহা নাই তাহা তাহার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট  
হইতে পারে না। থাকিলে নিষেধ হয়, না থাকিলে নিষেধ হয় না)।

প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভবতি ন  
পরমেশ্বরস্ত । তথা—

“স্বপ্নীন্তুং জাগরিতান্তুঞ্চ উভৌ যেনানুপশ্চতি ।

মহাস্তং বিভুমান্জানং মদ্বা ধীরো ন শোচতি ॥”

ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশো জীবন্তেব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্ত  
মননেন শোকবিচ্ছেদঃ দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাদন্তো জীব ইতি  
দর্শয়তি । প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাক্ষি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্ত-  
সিদ্ধান্তঃ । তথা—

॥ “যদেবেহ তদমূত্র বদমূত্র তদগ্নিহ ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি ব ইহ নানৈব পশ্চতি ॥” ইতি

জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি । তথা জীববিষয়স্যান্তিহ-  
নাস্তি হপ্রপন্ন্যানস্তরং অন্তঃ বরং নচিকেতা বৃণীষেত্যারভ্য  
মৃত্যুনা তৈত্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা বদা  
ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সবিভাগপ্রদর্শনেন

নিষেধের দ্বারা শরীরসম্পর্ক রহিত হইলেই জীবের প্রাজ্ঞতা সিদ্ধ হয় ।  
[ তথা...সিদ্ধান্তঃ ] ক্রতি বলিতেছেন, “জীব যে-সাকীর ( চৈতন্যের ) দ্বারা  
স্বপ্ন জাগ্রৎ উভয় অবস্থা দেখে, অমৃত্যব করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ ও  
বিভু প্রাত্মার মনন করিয়া, মননের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার করিয়া,  
শোকমুক্ত হন ।” এই ক্রতি স্বপ্নজাগ্রদংশী জীবকেই মহৎ ও বিভু শব্দে  
বিশেষিত করিয়াছেন এবং মননের দ্বারা শোক-মুক্ত হওয়া উপদেশ  
করিয়া প্রাজ্ঞ প্রাত্মার সহিত জীবের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রাজ্ঞ  
বিজ্ঞানেই শোকের উচ্ছেদ হয়, অজ্ঞবিজ্ঞানে নহে । [ তথা...গম্যতে ]  
আরও কথা আছে । যথা—“বাহা ইহলোকে; তাহাই পরলোকে । বাহা  
পরলোকে, তাহাই ইহলোকে । ঈদৃশ প্রাত্মার যে নানাত দর্শন করে,  
ভেদ-বুদ্ধি-উৎপাদন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণ প্রাপ্ত হয় ।” এই ক্রতি  
ভেদ দর্শনের শিক্ষা করিয়াছেন । অপিচ, নচিকেতা জীববিষয়ক অন্তি-  
নাস্তি প্রশ্ন করিলে যম “তুমি অস্ত্র বর প্রার্থনা কর” এইরূপ বাক্যে নানা

বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনে চ বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং  
মন্তে ন হ্রী কামা বহবোহলোলুপন্তেতি প্রশস্য প্রগ্রমপি  
তদীয়ং প্রশংসন্ বদুবাচ,—

“তং হৃদর্শং গূঢ়মমুপ্রবিষ্টং

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবঃ

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥” ইতি ।

তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞায়োরভেদ এবাহ বিবক্ষিত ইতি  
গম্যতে । যৎপ্রশ্ননিমিত্তাৎ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্য-  
পদ্যত নচিকেতা যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরমন্যমেব প্রশ্ন-

প্রতীত্য মৃত্যুর্বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্ত ইত্যাদিনা নচিকেতসং প্রশস্ত  
প্রগ্রমপি তদীয়ং প্রশংসন্নস্মিন্ প্রপ্নে একৈবোত্তরমুবাচ ।—“তং হৃদর্শমি”তি ।  
যদি পুনর্জীবাং প্রাজ্ঞো ভিদ্যত জীবগোচরঃ প্রশ্নঃ প্রাজ্ঞগোচরকোত্তরমিতি  
কিং কেন সম্বন্ধেৎ । অপি চ বর্ষিয়ং প্রশ্নমুপগত্য বৃত্তানৈষ প্রশংসিতো  
নচিকেতা যদি তমেব ভূয়ঃ পৃচ্ছেত্তদন্তরে চাবদধ্যাৎ ততঃ প্রশংসা দৃষ্টার্থা  
ত্যাং প্রশান্তরে ত্বসাবস্থানে প্রসারিতা সত্যাদৃষ্টার্থা তাদিত্যাং ।—“যং  
প্রপ্নে”তি । যস্মিন্ প্রশ্নো যৎ প্রশ্নঃ । শেষনতিরোচিতার্থম্ ।

প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও নচিকেতা যখন কিছুতেই চলাচ্ছন্ত না  
হইলেন, তখন তিনি অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ ( স্বর্গ ও মোক্ষ ) এই দুই বিভাগ  
প্রদর্শন পূর্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা উপদেশ করিলেন এবং নচিকেতাকে  
বিদ্যার্থী জানিয়া তদীয় প্রশ্নের প্রশংসা করিলেন । পরে বলিলেন, “ধীর  
গণ সেই হৃদর্শ গূঢ় অমুপ্রবিষ্ট গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাতন দেবকে মনন  
করতঃ অধ্যাত্ম যোগে জ্ঞাত হইয়া শোকহর্ষবর্জিত হন ।” \* এই  
শ্রুতির বিবক্ষিত জীবেষয়ের অভেদ । [ যৎ... প্রশ্নাদিতি ] নচিকেতা  
যে-প্রশ্নের নিমিত্ত মৃত্যুর নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন সে প্রশ্ন পরিত্যাপ

\* হৃদর্শ = চক্ষে অর্থাৎ উপস্থার দ্বারা দৃশ্য হন । সত্যাবিক জ্ঞানের দৃশ্য নহেন । হৃদয়ঃ  
গূঢ় = অর্থাৎ দুর্লভ্য । অমুপ্রবিষ্ট = দেহে জীবরূপ অবস্থিত । গুহাহিত = বুদ্ধিতে নিহিত ।  
গহ্বরেষ্ঠ = বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত । পুরাতন = অমরবর্জিত ।

মুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা সৰ্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ ।  
তস্যাৎ, যেয়ং প্রেত ইত্যস্যৈব প্রশংসোতদুর্কষণমন্ত্র  
ধৰ্ম্মাদিতি । যত্নু প্রশংছায়াবৈলক্ষণ্যমুক্তং তদদূষণম্ । তদীয়-  
স্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ । পূৰ্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতি-  
রিক্তস্যাত্মনোহস্তিত্বং পৃক্টং উত্তরত্র তু তস্যৈবাসংসারিত্বং  
পৃচ্ছ্যত ইতি । যাবদ্ব্যবিদ্যা ন নিবৰ্ত্ততে তাবদ্ব্যাদিগোচ-  
রত্বং জীবস্য জীবত্বঞ্চ ন নিবৰ্ত্ততে । তন্নিবৰ্ত্তনেন তু প্রাজ্ঞ  
এব তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে । x. ন চাবিদ্যাবহ্নে  
তদপগমে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্ভিশেষোহস্তি । যথা কশ্চিৎ  
সন্তমসে পতিতাঃ কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং মন্যমানো ভীতো বেপ-  
মানঃ পলায়তে, তথাপরো ক্রয়াৎ মাঠৈষীঃ, নায়মহীরজ্জু-

করিয়া যদি প্রশান্তর করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই মৃত্যুকৃত সমস্ত  
প্রশংসা ব্যর্থ হইবে । কিন্তু তাহা সম্ভব নহে । অতএব, ইহা অবশ্য  
স্বীকার্য্য যে, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মমুযো” এই প্রশ্নের প্রট্যবাই “অন্তত্র  
ধৰ্ম্মাৎ” এই বাক্যে অমুকট হইয়াছে । [ যত্নু...প্রত্যায্যতে ] বলিয়া  
ছিলে, প্রশংসাবাক্যের বৈলক্ষণ্য আছে ; আমরা বলি, তাহা নাই । ঐ স্থলে  
বাক্যের আকার গত সাদৃশ্য না থাকা দোষ নহে । কারণ এই যে, “অন্তত্র  
ধৰ্ম্মাৎ” এই বাক্যে নটিকের্তা কর্তৃক পূৰ্ব্বজিজ্ঞাস্তের বিশেষ ভাবটী পুন-  
র্জিজ্ঞাসিত হইয়াছে মাত্র । পূৰ্ব্বে দেহাভীত আত্মার অস্তিত্ব, পরে তাহার  
অসংসারিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । যত কাল না অবিদ্যাবিনাশ হয়, ততকাল  
জীবত্ব এবং ততকাল ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের অধিকার । অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই  
“তত্ত্বমসি” বাক্য আত্মার প্রাজ্ঞতা ( বিগুহচিৎসপতা ) বোধ করায় ।  
[ ন চ...দ্রষ্টব্যম্ ] অবিদ্যাকালে ও তাহার অভাবকালে বস্তুর কোনরূপ  
বিশেষ ( তারতম্য ) ঘটনা হয় না । আত্মা অবিদ্যাকালে যদ্রূপ, অবিদ্যার  
অভাবকালেও তদ্রূপ । মন্দাক্ষকার-ময় রজ্জুতে সৰ্প ভ্রান্ত হইয়া ভীত ও  
পলায়নপর হইলে যদি কেহ বলে, ভয় নাই, উহা রজ্জু, সৰ্প নহে, তাহা  
হইলে তাহার সৰ্পভয় পরিত্যক্ত হয় । সুতরাং অজ্ঞকম্পাদিও নিবৃত্তি  
হয় । যৎকালে রজ্জুতে সৰ্পবৃদ্ধি ছিল তৎকালে ও সৰ্পবৃদ্ধির অপগম কালে

রেবেতি, স চ তদুপশ্রুত্যাহিকৃতং ভয়মুৎসৃজেৎ বেপথুং  
পলায়নঞ্চ, ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তুনঃ কশ্চি-  
দ্বিশেষঃ স্যাৎ, তথৈবৈতদপি দ্রষ্টব্যম্ । ততশ্চ ন জায়তে  
ত্রিয়তে বেতোবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্য পুতি-  
বচনম্ । সূত্রস্তুবিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাক্কভেদাপেক্ষয়া যোজয়ি-  
তব্যম্ । একত্বেইপি ছাত্ত্রবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রায়ণাবস্তায়াং  
ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাৎ কর্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবান-  
পোহনাচ্চ পূর্বস্য পর্যায়স্য জীববিষয়ত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে, উক্ত-  
রস্য তু ধর্মাদ্যত্যয়সঙ্কীর্ণনাৎ প্রাক্কবিষয়ত্বমিতি, ততশ্চ  
যুক্তাহ্মিজীবপরমাত্মকল্পনা । প্রধানকল্পনায়ান্ত ন বর-  
প্রদানং ন প্রশ্নো ন প্রতিবচনমিতি বৈষম্যং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

### মহদ্বচ ॥ ৭ ॥ •

রজ্জুর স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ ঘটনা হয় নাই । যাহা রজ্জুর স্বরূপ তাহা  
উভয়কালেই সমান । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমননি অবিদ্যাকালের ও  
তাহার স্তাবকালের আত্মা ইতর বিশেষ বর্জিত জানিবে । [ ৫৩৮...  
স্যাৎ ] “বিপশ্চিৎ জ্ঞয়েন না, ময়েন না,” এ সকল কথাও অস্তিনাস্তি  
প্রশ্নের প্রত্যুত্তর । জীব ও প্রাক্ক এক নহে, ভিন্ন, এ ভাব অবিদ্যাকল্পিত ।  
সেই কল্পিত ভাব বা ভেদ লইয়াই সূত্রের অর্থ সঙ্গত করা হয় । মৃত্যুকালীন  
আত্মসম্বন্ধীয় সংশয় উৎপাদন করায় এবং কর্তৃত্বাদি সংসারধর্মের নিষেধ  
করায় বুদ্ধিতে হইবে, পূর্ববাক্যের বিষয় জীবরূপ এবং পর বাক্যের  
বিষয় স্বরূপ । অতএব, উদাহৃত প্রকৃতিতে অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই  
তিনের কল্পনা করাই উচিত । যদি প্রধানের কল্পনা কর, তাহা হইলে  
বরপ্রদান ও প্রশ্ন সমান হইবে না । ( সমান না হইলেই প্রলাপতুল্য হইবে  
পরন্তু তাহা কাহার দ্রোপিত বা স্বীকার্য্য নহে ) ।

\* মহৎ মহদ্বচনং । শ্রোতাহ্মিবাক্যকো ন সাখ্যাসাধারণত্বগোচরো বৈদিকশব্দ-  
ভাৎ মহদ্বচনবহিঃ পুরাণার্থঃ ।—যেমন প্রত্যুত্তর মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিহিত তত্ত্বের বোধক নহে,  
তেমন, নৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিহিত তত্ত্বের ( প্রকৃতির ) বোধক নহে ।

যথা মহচ্ছব্দঃ সাংখ্যৈঃ সত্তামাত্রৈহপি প্রথমজে প্রযুক্তো  
ন তমেব বৈদিকেহপি প্রয়োগেহভিধত্তে । বুদ্ধেরাত্মা মহান্  
পরঃ, মহান্তঃ বিভূমাত্মানং, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,  
ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যো হেতুভ্যাঃ । তথা-  
ব্যাক্তশব্দোহপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি ।  
অতশ্চ নান্ত্যানুমানিকস্য স্মার্তস্য শব্দবহু ॥ ৭ ॥

### চমনবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥ \*

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধিমিত্যাহ ।  
কস্মাৎ । মন্ত্রবর্ণাৎ,—

অনেন সাংখ্যপ্রসিদ্ধৈকৈকিকপ্রসিদ্ধ্যা বিরোধায় সাংখ্যপ্রসিদ্ধির্বেদ  
আদর্ভব্যোক্ত্যুতম্ । সাংখ্যানাং মহত্ত্বং সত্তামাত্রং পুরুষার্থক্রিয়াক্রমম্ ।  
সত্তস্য ভাবঃ সত্তা তন্মাত্রং মহত্ত্বমিতি । যা যা পুরুষার্থক্রিয়া শব্দাচ্ছাপ-  
ভোগলক্ষণা চ সত্তাপুরুষাত্তাত্বাতিলক্ষণা চ সা সর্বা মহতি বুদ্ধৌ সমাপ্যত  
ইতি মহত্ত্বং সত্তামাত্রমুচ্যত ইতি ।

সাংখ্যকার যে-অর্থে মহৎ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বৈদিক মহৎ-শব্দ  
সে অর্থে প্রযুক্ত নহে । কারণ এই যে, “বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ”  
“আত্মা মহান্ ও বিভূ” “আমি মহান্ পুরুষকে জানি” ইত্যাদি ইত্যাদি  
প্রয়োগে মহৎশব্দের বিশেষণে আত্মা ও পুরুষ শব্দ আছে । ( আত্মাদি  
বিশেষণ থাকায় বৈদিক মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত দ্বিতীয় তত্ত্বের বোধক  
নহে ) । যেমন বৈদিক মহৎশব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে,  
তেমনি, বৈদিক অব্যাক্ত শব্দও সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের ( প্রকৃতির ) বোধক  
নহে । কাষেই বলিতে হয়, সাংখ্যান্যুক্ত অব্যাক্তাদি শব্দের বৈদিকত্ব  
নাই ।

প্রধানবাদী পুনর্বার বলিবেন, প্রধান অবৈদিক নহে । কারণ, বেদ-

\* ক্রতাবজ্ঞানশব্দঃ প্রধানভিপ্রায়েণোক্ত ইতি নিরত্বং ন শকাতে অবিশেষাৎ বিশেষাব-  
ধারণকারণাভাবাৎ চমনবৎ যথা চমন-শব্দ ইত্যাহ ১—ক্রতুশ্চ অজ্ঞান শব্দ প্রধানার্থেই প্রযুক্ত  
হইয়াছে, অত অর্থে নহে, ইহা নিয়ম পূর্বক বলিতে পার না । কারণ, সেরূপ নিষ্ঠুরার্থের  
পোষক অমান নাই ।

“অজামেকাং লোহিতশুক্কৃষ্ণাং  
বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ।  
অজো হ্যেকো জুষমাণোহমুশেতে  
জহাতোনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥” ইতি ।

অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুক্কৃষ্ণশব্দৈরজঃসদ্বতমাংসা-  
ভিধীয়ন্তে । লোহিতং রজঃ রঞ্জনাশ্লকত্বাৎ । শুক্কং সত্ত্বং  
প্রকাশাশ্লকত্বাৎ । কৃষ্ণং তমঃ আবরণাশ্লকত্বাৎ । তেমাং  
সাম্যাবস্থাবয়বধর্মৈক্যপাদিশ্চ তে লোহিতশুক্কৃষ্ণেতি । ন  
জায়ত ইতি চাজ্জ। স্যাৎ, মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাৎ ।

অজাশব্দো বদ্যপি ছাগায়াং রক্তস্থথাপ্যাখ্যাখ্যবিদ্যাধিকারায় তত্র বস্তুভূ-  
মহতি । তস্মাক্চৈত্রেয়সম্ভবাৎ যোগেন বস্তুয়িতব্যঃ । তত্র কিং স্বতন্ত্রঃ  
প্রধানমনেন মন্ত্রবর্ণনান্দ্যাত্মত পায়মেশ্বরী মায়াশক্তিস্তেজোবলব্যাক্রিয়া-  
কারণমুচ্যতাম্ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । প্রধানমেবেতি । তথাহি ।—বাদৃশং  
প্রধানং সাংগৈঃ স্রব্যতে তাদৃশমেবাস্মিন্নানানিতিরক্তং প্রতীয়তে । সা  
তি প্রধানলক্ষণা প্রকৃতির্ন জায়ত ইত্যজা চ একা চ লোহিতশুক্কৃষ্ণা চ ।  
বদ্যপি লোহিতত্বাদয়ো বর্ণা ন রজঃপ্রভৃতিবু সক্তি, তথাপি লোহিতং কৃষ্ণ-  
স্তাদি রঞ্জয়তি রজে ইপি রঞ্জয়তীতি লোহিতম্ । এবং প্রসন্নং পাথঃ শুক্কং  
সদ্বমপি প্রসন্নমিতি শুক্কম্ । এবমাবরকং মেঘাদি কৃষ্ণং তমোপ্যাবরকমিতি  
কৃষ্ণম্ । পরেণাপি নাব্যাকৃতস্য স্বরূপেণ লোহিতত্বাদিবোগ জ্ঞাহেয়ঃ কিন্তু

মন্ত্রে প্রধানার্থক অজা শব্দ আছে । যথা—“কোন কোন অজ ( আত্মা )  
লোহিত-শুক্ক-কৃষ্ণ-বর্ণা ও স্বসদৃশ বহু সম্ভব প্রসবিনী অজার প্রতি  
প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তাহারই অমূল্য হইয়া আছে । অন্য অজ তাহাকে ভোগ  
করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে ।” এই মন্ত্রে যে লোহিত শুক্ক কৃষ্ণ শব্দ আছে,  
তাহার অর্থ রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ । ইহান গুণ অনুসারে লোহিত-শব্দের অর্থ  
রজঃ, প্রকাশ গুণ সাম্যে শুক্কশব্দের অর্থ সত্ত্ব, আবরণস্বভাবহেতু কৃষ্ণ-  
শব্দের অর্থ তমঃ । যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অজা এক, তথাপি,  
অবরব ধর্ম অনুসারে তিন ( লোহিত, শুক্ক, কৃষ্ণ ) । [ ন জায়ত...ইত্যর্থঃ ]  
যেহেতু জন্মে নাই, সেই হেতু অজা । সাংখ্যও স্বীকার করেন, মূল-প্রকৃতি



নবজ্ঞানকঃ ছাগায়াং রূঢ়ঃ । বাচম্ । সা তু রূঢ়িরিহ নাশ্র-  
য়িতুং শক্যা বিদ্যা প্রকরণাৎ । সা চ বহ্বীঃ প্রজ্ঞাত্ৰৈগুণ্যা-  
ধিকা জনয়তি । তাং প্রকৃতিং অজো হেকঃ পুরুষঃ জুষ্মানঃ  
পূর্যমাণঃ সেবমানো বাহুশেতে—তামেবাবিদ্যায়া আশ্রিত্বৈ-  
নোপগম্য স্থখী হুঃখী মূঢ়োহহমিত্যবिवেকিতয়া সংসরতি ।

তৎকাধ্যস্য তেজোবরস্য যৌহিতবাদিকারণ উপচরণীয়ম্ । কার্যসারূপোণ  
বা কারণে বরনীয়ং তদস্মাকমপি তুল্যম্ । ‘অজো হেকো জুষ্মাণো হুশেতে  
অহাতোনাং ভুক্ততোগানজোহস্ত’ ইতি স্বায়ত্তেদশ্রবণাৎ সাংখ্যাত্তেজোবর-  
মজ্ঞবর্ণে প্রত্যভিজ্ঞানং ন অব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াঃ । তত্শাস্ত্রেকাধ্যাত্মাপগমৈ-  
নাস্বত্তেদাতাবাৎ । তস্মাৎ স্বতন্ত্রং প্রধানং নাসকমিতি প্রাপ্তম্ । তেযাং  
সাম্যাবস্থা অবরবধৈশ্চৈরিত্যি । অবরবধাঃ প্রধানসৌক্যস্য সদরজ্ঞস্তমাংসি  
তেযাং ধৰ্ম্মা লৌহিতবাদয়ন্তৈরিত্যি । “প্রজ্ঞাত্ৰৈগুণ্যাবিতা” ইতি । সুখ-  
দুঃখমোহাশ্মিকাস্ । তথাহি—‘মৈত্রদারৈব নর্শনয়াং মৈত্রস্য সুখং তৎ কস্য  
হেতোস্তং প্রতি সদসমুত্তবাৎ । তথা চ তৎসপন্নানং দুঃখং তৎ কস্য  
হেতোস্তাঃ প্রতি রজঃসমুত্তবাৎ । তথা চৈত্রস্য তামবিনতো মোহো বিবাদঃ  
স কস্য হেতোস্তং প্রতি তমঃসমুত্তবাৎ । নর্শনদয়া চ সর্ষে ভাবা ব্যাখ্যাভাঃ ।  
তদিদং ত্রৈগুণ্যাবিতং প্রজ্ঞানাম্ । অহুশেত ইতি বাচটে—“তামেবা-  
বিবাদয়ে”তি । বিবাদো হি শব্দাদয়ঃ প্রকৃতিবিকারাত্ৰৈগুণ্যেণ সুখদুঃখমোহা-  
শ্মান ইঞ্জিয়মনোহকারপ্রণালিকয়া বুদ্ধিসমুপসংক্রামন্তি । তেন তদবুদ্ধি-  
মতং প্রধানবিকারঃ সুখদুঃখমোহাশ্মকং শব্দাদিরূপেণ পরিণমতে । চিত্তি-  
শক্তিশ্বপরিণামিষ্ঠ প্রতিসংক্রমাপি বুদ্ধিসবাদাস্ত্রেনো বিবেকমবুধ্যমানা বুদ্ধি-  
বৃত্ত্যেব বিপর্যাসেনাবিদ্যায়া বুদ্ধিস্থান্ স্থখাদীন আশ্রিত্তিমন্তমানা স্থখাদি-  
মতীব ভবতি । তদিত্যুক্তং স্থখী হুঃখী মূঢ়োহহমিত্যবिवেকিতয়া সংসর-  
ন্যেকঃ । সুখপুরুষাত্তাধ্যাতিসমুদ্ভূততিনিখিলবাসনাবিদ্যাভুবদ্ধব্রহ্মণ্যো জহা-

বিকারবর্জিত । অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই । জন্ম নাই বলিয়া অজা ।  
স্বীকার করি, অজানক ছাগী অর্থে রূঢ়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, কিছু বিদ্যা প্রকরণে  
সে অর্থের গ্রহণ নাই । ত্রিগুণা অজা ত্রিগুণ্য বহুপ্রজ্ঞা প্রসব করিতেছে ।  
অজ অর্থাৎ জন্মবর্জিত পুরুষ সেই অজানায়ী প্রকৃতির সেবা (ভোগ)  
করতঃ অজুশ্রিত হইতেছে । অর্থাৎ অজ, ন-জ-শতঃ তাদৃশী অজাকে আপনায়

অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানো বিরক্তো  
জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরি-  
ত্যাগতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা  
কাপিলানামিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । নানেন মন্ত্ৰেণ শ্রুতি-  
মূলত্বং সাংখ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িত্বম্ । ন হয়ং মন্ত্ৰঃ স্বাত-  
ন্ত্ৰেণ কক্ষিদপি বাদং সমর্থয়িতুমুৎসহতে । সর্বত্রাপি যয়া  
কয়াচিৎ কল্পনয়াহজ্ঞাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাংখ্যবাদ এবো-  
হাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ ।  
যথাহি, অৰ্ব্বাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ ইত্যশ্মিন্মন্ত্ৰে স্বাতন্ত্ৰেণাহয়ং  
নামাসৌ চমসোহভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিরন্তঃ সর্বত্রাপি

তোনাং প্রকৃতিম্ । তদ্বদমুক্তং “অজঃ পুনঃ”রিত । ভুক্তভোগামিতি  
ব্যাচষ্টে।—কৃতভোগাপবর্গাম্ । শব্দাত্মপল্লিকভোগঃ । গুণপুরুষাত্তা-  
খ্যতিরপবর্গঃ । অপবৃজ্যতে হি তয়া পুরুষ ইতি।—এবং প্রাপ্তে হিভীযতে ।  
ন তাবৎ অজ্ঞো হেকো জ্ঞমাণোমুশেতে জহাতে্যনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহন্ত  
ইত্যেতদাশ্বেভেদপ্রতিপাদনপরমপি তু সিদ্ধনাশ্বেভেদগমুদ্য বন্ধনোক্ষৌ প্রতি-  
পাদয়তীতি স চানুদিতো ভেদঃ—

ভাবিয়া স্তূথ হুংথ মোহ অনুভব করতঃ সংসারী হইতেছে । আবার অজ্ঞ  
অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানরহিত পুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে ।  
অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত ও স্বস্থ হইতেছে । [ তস্মাৎ...  
শ্রয়িত্বম্ ] যেহেতু শ্রুতিতে ঐ সকল কথা আছে সেই হেতু স্বীকার করা  
উচিত, সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিমূলক । এই পূর্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আমরা  
বলি, উদাহৃত মন্ত্ৰের দ্বারা সাংখ্যমতের শ্রুতিমূলকতা নিশ্চয় হয় না ।  
[ ন হয়ং...নিরন্তম্ ] ঐ মন্ত্ৰ স্বাধীনভাবে কোনও মত সমর্থন করে না ।  
কারণ, অজ্ঞ অর্থের করণা করিলেও অজ্ঞাশব্দের ব্যুৎপত্তি বজায় থাকে ।  
প্রদর্শিত মন্ত্ৰের অজ্ঞা-শব্দ যে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, অজ্ঞ  
অর্থের নহে, এরূপ নিশ্চয় করিবার জন্য কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ নাই ।  
ঐ অজ্ঞা-শব্দ চমস-শব্দের সদৃশ জানিবে । বেদ মন্ত্ৰে আছে, চমস অর্থে  
গভীর ও উদ্ধে উচ্চ । এতদ্বারা নিশ্চয় হয় না যে অমুক বস্তুই চমস,

যথাকথঞ্চিদৰ্ব্বাখিলহাদিকল্পনোপপত্তেঃ । এবম্বিহাপ্যবিশে-  
ষোহজ্ঞানেকামিত্যস্য মজ্জস্য । নান্মিন্মন্ত্রে প্রধানমেবাদ্ভাতি-  
প্রৈতেতি শক্যতে নিয়ন্তুম্ । তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হৰ্ব্বা-  
খিলশ্চমস উৰ্দ্ধবুদ্ধ ইতি বাক্যশেষাচ্চমসবিশেষপ্রতিপত্তি-  
র্ভবতি, ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপত্তব্যেতি অত্র ক্রমঃ ॥৮॥

**জ্যোতিরূপক্রমা তু তথা হৃদীয়ত একে ॥ ৯ ॥\***

পরমেশ্বরাত্মংপন্ন জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোহবন্নলক্ষণা

‘একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গূঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতাস্তরাণ্য’ ইত্যাদিশ্রুতি-  
ভিরাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাতিৰ্কিরোধাৎ কাল্পনিকোহবতিষ্ঠতে । তথা চ  
ন সাংখ্যপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যজ্ঞাবাক্যং চমসবাক্যবৎ পরিপ্লবমানং  
ন স্বতন্ত্রপ্রধাননিশ্চয়ঃ পর্যাপ্তম্ । তদ্বিদমুক্তং সূত্রকৃতা চমসবদবিশেষাদিতি ।  
উত্তরসূত্রমবতারয়িতুং শক্যতে—তত্র ত্বিদং তচ্ছির ইতি । সূত্রমবতারয়তি ।—  
অত্র ক্রমঃ—

সৰ্বশাখাপ্রত্যয়মেকং ব্রহ্মেতি স্থিতে শাখান্তরোক্তরোহিতাদিশুণ-

অত্র কিছু চমস নহে । অধোগতীর যে কোন স্থান ( গিরিশৃঙ্গাদি )  
সমস্তই চমস হইতে পারবে । অজা-শব্দকেও ঐরূপ অনির্দিষ্টবাটী জানিবে ।  
উহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে সাংখ্যাভিমত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ।  
[ তত্র...ক্রমঃ ] অতএব, যেমন চমস-মন্ত্রের শেষে “ইহা তাহারই মন্তক ।  
বেহেতু ইহা অধঃখানিত ও উপরি উচ্চ, সেই হেতু ইহা চমস” এইরূপ বাক্য  
থাকায় তদ্বারা নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি, বাক্যা-  
ন্তরের দ্বারা অজা-শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হইবে । যে বাক্যের দ্বারা অজা-  
শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হয় তাহা বলা যাইতেছে ।

পরমেশ্বরোৎপন্ন জ্যোতিঃ প্রভৃতি অর্থাৎ তেজ, অপ, অন্ন ( পৃথিবী ),

\* জ্যোতিরূপক্রমা তু জ্যোতিরাদ্যা এব অজা প্রতিপত্তব্যা । হি বতঃ, একে শাধিনঃ,  
তথা অধীমতে আমনন্তি ।—পরমেশ্বরোৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি ( তেজঃ জল ও পৃথিবী )—বাহা  
বুল সৃষ্টির উপাদান—তাহাই অজা-মন্ত্রের অজা । কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা  
( ছানোগ্য ) তেজ অপ ও অন্নের উৎপত্তি বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতিকে বধাক্রমে  
লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ।

চতুর্বিধভূতগ্রামস্য, প্রকৃতিভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা । তু-  
শব্দোহবধারণার্থঃ । ভূতত্রয়লক্ষণেবেয়মজা বিজ্ঞেয়া ন  
গুণত্রয়লক্ষণা । কস্মাৎ । তথা হোকে শাখিনস্তেজো-  
হবমানাং পরমেশ্বরাদুৎপত্তিমাত্রায় তেষামেব রোহিতাদি-  
রূপতামামনন্তি, যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসন্তরূপং যচ্ছূক্লং  
তদপাং যৎকৃষ্ণং তদমস্য ইতি । তান্মেবেহ তেজোহব-  
মানি প্রত্যভিজায়ন্তে, রোহিতাদিশব্দসামান্যাত্, রোহি-  
তাদীনাং শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ, ভাক্ত্বাচ্চ গুণ-

যোগিনী তেজোবল্লক্ষণা জরায়ুজা গুজ্জবেদজোতিজ্জচতুর্বিধভূতগ্রামপ্রকৃতি-  
ভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা । রোহিতগুরুকৃষ্ণামিত রোহিতাদিরূপতয়া তস্যা  
এব প্রত্যভিজ্ঞানায় তু সাংখ্যপরিকল্পিতা প্রকৃতিঃ । তস্যা অপ্ৰামাণিকতয়া  
শ্রুতহাত্ত শ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ রঞ্জনাদিনা চ রোহিতাদ্যপচারস্য সতি মুখ্যার্থ-  
সম্ভবেহযোগাৎ । তদিদমুক্তং : “রোহিতাদীনাং শব্দনামি”তি । অজ্ঞাপনত  
চ সমুদায়প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেন ন জায়ত ইত্যবয়বপ্রসিদ্ধ্যশ্রয়ণে দোষ-  
প্রসঙ্গাৎ । অত্র তু রূপককল্পনয়া সমুদায়প্রসিদ্ধিরেবানপেক্ষায়াঃ স্বীকারাৎ ।

এতন্নামক ভূতস্থল—যাহা চতুঃপ্রকার জীবদেহের উপাদান, ক্ষতি তাহা-  
কেই অজা বলিয়াছেন । তু-শব্দে নিশ্চয় । নিশ্চিত স্থলভূতত্রয়ই অজা ।  
কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখায় ( ছান্দোগ্য উপনিষদে ), পরমেশ্বর  
হইতে তেজ, অপ ও অগ্নের উৎপত্তি এবং সে গুলির যথাক্রমে লোহিত,  
গুরু ও কৃষ্ণ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে । যথা—“অগ্নির যে রক্তরূপ—তাহা  
তেজের । অগ্নির যে গুরুরূপ,—তাহা জলের । অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ—তাহা  
অগ্নের অর্থাৎ পৃথিবীর ।” [ তান্যোবেহ...অবগমাৎ ] ছান্দোগ্যে যেগুলির  
( তেজঃ প্রভৃতির ) উপদেশ হইয়াছে, সেই গুলিই অজামত্রে লোহিত-গুরু-  
কৃষ্ণ নামে বর্ণিত ও অজা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত হয় ।  
লোহিত, গুরু, কৃষ্ণ, এই শব্দত্রয়ের সমানতাই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের কারণ ।  
( অজামত্রে লোহিত-গুরু-কৃষ্ণ-বর্ণ বিশিষ্ট অজা, ছান্দোগ্যেও লোহিত-গুরু-  
কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ভূতস্থল ) । অপিচ, তেজঃ প্রকৃতি শব্দ রূপবিশেষই রক্ত,  
তজ্জন্ত রূপ অর্থাৎ উহাদের মুখ্য অর্থ । গুণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা গৌণ অর্থ

বিষয়ত্বস্য অসন্ধিক্ষেণ চ সন্ধিক্ষস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে,  
তথেষাপি, ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিংকারণং ব্রহ্ম ইত্যুপ-  
ক্রম্য তে ধ্যানযোগানুগত। অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ-  
নির্গুণামিতি। পারমেশ্বর্য্যাস্তে শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা  
বাক্যোপক্রমেহবগমাৎ। বাক্যশেষেহপি—

‘মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাশ্রায়িনস্ত গহেশ্বরম্’। ইতি।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তস্যা এবাব-  
গমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণা-  
শ্রায়ত ইতি শক্যতে বক্তুন্ম। প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী  
শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রে-

অপি চায়মপি শ্রুতিকলাপোহস্বদর্শনানুগুণো ন সাংখ্যস্বতানুগুণ ইত্যাহ।—  
“তথেষাপি”তি। “কিংকারণং ব্রহ্মৈত্যুপক্রম্য”তি। ব্রহ্মস্বরূপং তাব-  
জগৎকারণং ন ভবতি বিশুদ্ধস্বাত্ম্য। যথাহঃ—

‘পুরুষস্য চ শুদ্ধস্য নাস্তি বিকৃতির্ভবেৎ।’

ইত্যায়বতীয্যঃ শ্রুতিঃ। পৃচ্ছতি।—কিংকারণং যন্ত ব্রহ্মণো জগৎ-  
পত্তিস্তৎ কিংকারণং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মবিদো ধ্যানযোগেনাশ্রায়নং গতঃ  
প্রাপ্তা অপশ্যন্তি যোজন। “যো যোনিং যোনিমি”তি। অবিদ্যাশক্তি-

হয়। যে অর্থে সন্দেহ নাই সেই অর্থের দ্বারাই সন্ধি অর্থের সন্দেহভঞ্জন  
করা উচিত। ছান্দোগ্যে “ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম কোন্ কারণ(শক্তি)-  
বিশিষ্ট?” এই বাক্যের পরে “তাহারা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন, জানিয়া-  
ছেন, আত্মদেবের শক্তি গুণের দ্বারা আবৃত।” এই বাক্য আছে। এই  
বাক্যে জগৎকর্ত্রী ঐশী শক্তির উপদেশ হইয়াছে। [বাক্য...বক্তুন্ম] ঐ  
প্রস্তাবের শেষ বাক্যও অবিদ্যার উপদেশ আছে। যথা—“মায়াই প্রকৃতি  
এবং তদবিশিষ্ট। পরমেশ্বর, ইহা জ্ঞাত হইবে।” “যিনি প্রত্যেক যোনিতে  
(প্রত্যেক প্রকৃতিতে) অধিষ্ঠিত।” এ সকল প্রমাণ সত্তে অজা-মন্ত্রে অজা  
শব্দে সাংখ্যসম্মত প্রধান-নামক স্বতন্ত্র পদার্থ অভিহিত হইয়াছে, এরূপ  
বলিতে পারিবে না। [প্রকরণাৎ...মুক্তম্] প্রকরণ অমুসারেও হির  
হয়, জানা যায়, যাহা অব্যাকৃতনামরূপিনী বীজশক্তি—যাহা ব্যক্ত জগতের

গান্মায়ত ইত্যাচ্যতে । তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ  
ত্রৈরূপ্যমুক্তম্ । কথং পুনস্তেজোহবমানাত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপা-  
হজ্ঞা প্রতিপত্তুং শক্যতে । যাবতা ন তাবত্তেজোহবম্নেহ-  
জ্ঞাকৃতিরস্তি । ন চ তেজোবমানাং জাতিশ্রবণাদজ্ঞাতি-  
নিমিত্তোহপ্যজ্ঞাশব্দঃ সম্ভবতীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ৯ ॥

কল্পনোপদেশোচ্চ মধ্যাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥ \*

নায়মজ্ঞাকৃতিনিমিত্তোহজ্ঞাশব্দো নাপি যৌগিকঃ কিং  
তর্হি কল্পনোপদেশোহয়ং অজারূপককুণ্ডিন্তেজোহবম্নলক্ষ-

ণোনিঃ সা চ প্রতিজীবং নানৈত্যুক্তং অতো বীক্ষ্যোপপন্ন। শেষমতি-  
রোহিতার্থম্ । স্বজ্ঞাস্তরমবতারয়িতুং শক্যতে ।—“কথং পুনরি”তি । অজ্ঞা-  
কৃতিজ্ঞাতিস্তেজোবম্নেহু নাস্তি । ন চ তেজোবমানাং জ্ঞানশ্রবণাদজ্ঞান-  
নিমিত্তোপ্যজ্ঞাশব্দঃ সম্ভবতীত্যাহ ।—“ন চ তেজোবমানামি”তি । স্বত্রমব-  
তারয়তি । “অত উত্তরং পঠতি” ।

পূর্কীবস্থা—যাহা আত্মদেবতার ( পরমেশ্বরের ) সৃষ্টিশক্তি—তাহাই অজ্ঞা-  
মন্ত্রের অজ্ঞা এবং তাহারই নিজবিকার ও অবয়ব অনুযায়ী ত্রৈরূপ্য।  
[ কথং...পঠতি ] বাদিগণ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, তেজ অগ্নি, অন্ন,  
এ তিনটি উৎপন্ন পদার্থ ( পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ) সুতরাং উক্ত ত্রিতয়ের  
অজ্ঞাহ নাই। যাহা জন্মবান্ তাহা অজ্ঞ নহে, জ। জ-কে অজ বলা  
বিরুদ্ধ। এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি নিমিত্ত স্বত্র বলিতেছেন—

অজ্ঞাশব্দ নিত্যজ্ঞাতি অথবা যোগ ( ব্যুৎপত্তি ) অনুসারে প্রযুক্ত হয়  
নাই। উহা এক প্রকার কল্পনা মাত্র। স্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির  
নিদানস্বরূপ তেজ, অগ্নি ও অন্নের সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়া-

\* কল্পনয়া তেজোহবমানামজ্ঞাশব্দকথনাং মধ্যাদিশব্দ ইব বিরোধাতাবোজ্ঞেয়ঃ । যথা  
অম্বুদানাদিত্যস্য কল্পনয়া মধ্যং তথা জাতান্যে অপি ভূতপ্রকৃতেঃ কল্পনয়া হজ্ঞাহমিতি ।—  
জন্মবান্ বস্তুকে কল্পনাক্রমে অজ্ঞ বলা বিরুদ্ধ নহে । স্বর্ধ্যাদেব মধ্যমহে, তথাপি তাহাকে  
মধ্য বলিয়া কল্পনা করা হয় । তেমনি, জায়মান ভূত স্পন্দকেও অজ বলিয়া কল্পনা করা হয় ।

ণীয়াশচরাচরযোনেরূপদিশ্যতে । যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজা লোহিতশুক্কৃষ্ণবর্ণা স্যাৎ বহুবর্করা স্বরূপবর্করা চ তাক্ষ কশ্চিদজো জমমাণোহনুশয়ীত কশ্চিচ্চৈনাং ভুক্ত-ভোগাং জহাদেবমিয়মপি তেজোহবয়লক্ষণা ভূতপ্রকৃতি-দ্বিবর্ণা বহু স্বরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি, অবিছুষা চ ক্ষেত্রজেনোপভূজ্যতে, বিছুষা চ পরিত্যজ্যতে ইতি । ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজোহনুশেতেহন্যো জহাতীতি । অতঃ ক্ষেত্রজভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিচ্ছঃ প্রাপ্নোতীতি । ন হীয়ং ক্ষেত্রজভেদপ্রতিপিপাদয়িষা কিন্তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপিপাদয়িষৈবৈষা । প্রসিদ্ধস্ত ভেদং অনুদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদ্যতে । ভেদস্ত উপাধি-নিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ,—

নমু কিং ছাগা লোহিতশুক্কৃষ্ণবান্দ্ভাদৃশীনামপি ছাগানামুপলভ্যমিত্যভ্যাহ ।—“যদৃচ্ছয়ে”তি । বহুবর্করা বহুশাবা । শেষং নিগদব্যাখ্যান্তম্ ।

ছেন । [ যথা...ইতি ] যেমন লোহিত-শুক্কৃষ্ণবর্ণা ছাগী বহু সন্তান প্রসবিনী, সে সকল সন্তান তাহারই অমুরূপ, কোন ছাগ যেমন তৎপ্রতি সমাসক্ত হইয়া তদীয় সুখ দুঃখে সুখ দুঃখভাগী হয়, আবার অন্য ছাগ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তেজ-অপ-অন্ন-লক্ষণা দ্বিবর্ণা ভূতপ্রকৃতিরূপা অজ্ঞাও নিজামুরূপ বহুসন্তান প্রসবিনী, অজ্ঞান জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিতেছে । [ ন চ...শ্রুতিভাঃ ] এমন আশঙ্কা করিও না যে, এক জীব ভোগ করিতেছে ও অন্য জীব ত্যাগ করিতেছে, এই বাক্যের দ্বারা উদাহৃত মত্রে নানা জীব প্রতিপাদিত হইতেছে । সাধ্যাদির ইষ্ট নানাজীববাদ ঐ মত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ এই যে, নানা জীব অর্থাৎ জীবভেদ সমর্থন করা ঐ মত্রে বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) নহে । জীবের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা প্রদর্শন করাই উক্ত মত্রে অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত । (অভিপ্রায় এই যে, জীব এক ; কিন্তু জীবজনক অজ্ঞান নানা । অজ্ঞান নানা বলিয়াই যে জীব নানা ; তাহা নহে । সুতরাং যে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তজ্জনিত জীবও অজ্ঞান

“একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গূঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতাস্তজ্জায়া”

ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । মধ্বাদিবৎ যথাদিত্যস্যামধুনো  
মধুত্বং বাচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং দ্যুলোকাদীনাং চানগ্রীনামগ্রিত্বং  
ইত্যেবং জাতীয়কং কল্পাতে, এবমিদমনজায়া অজাত্বং  
কল্পাত ইত্যর্থঃ । তস্মাদবিরোধন্তেজোহবল্লেশজাশব্দপ্রায়ো-  
গস্য ॥ ১০ ॥

## ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদ- তিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥ \*

বিনাশে মুক্ত হয়, অল্প জীব সংসারী থাকে ।) জীব নানা, ইহা প্রত্যেক  
সংসারী জীবের বিদিত আছে, শ্রুতি সেই সৰ্ববিদিত জীবভেদ অনুবাদ  
করতঃ তাহাদের বহু মোক্ষ ব্যবস্থার প্রকার বা প্রণালী বলিয়াছেন ।  
জীবের ভেদভাব অর্থাৎ জীব নানা, এ ভাব তাত্ত্বিক নহে । কিন্তু  
ঔপাধিক । বিভিন্ন উপাধি বলিয়াই উপহিত জীব বিভিন্ন । শ্রুতি  
বলিয়াছেন, “একই দেব (আত্মা) সমুদয় ভূতে গূঢ় (হুকৌধ্য) রূপে  
অবস্থিত এবং সেই একই দেব সৰ্বব্যাপী ও সৰ্ব ভূতের অন্তরাত্মা ।”  
[মধ্বাদি...প্রয়োগস্য] স্বর্ঘ্য মধু না হইলেও যেমন উপাসনার্থ মধুত্বপ্লে  
কল্পিত, বাক্য সকল ধেনু না হইলেও ধেনুরূপে কথিত, অনগ্র স্বর্গও অগ্র-  
রূপকে কথিত, এইরূপ, তেজ-অপ-অন্নরূপিনী ভূতপ্রকৃতি বাস্তব পক্ষে  
অজা না হইলেও অজাসাদৃশ্যে অজা নামে কল্পিত এবং সে কল্পনা নির্দোষ  
কল্পন) ।

\* পক্ষ পক্ষজনা ইত্যম্বিন্ মন্ত্রে সংখ্যোপসংগ্রহাৎ সংখ্যা তত্বানাং সকলনাং প্রধান-  
দীনাং বৈভিক্ত্বমিতি ন প্রতিপত্তব্যম্ । কৃতঃ ? নানাভাবাৎ অতিরেকাচ্চ । নানাভাবাঃ  
নানাত্বম্ । অতিরেক আধিক্যম্ । তেন সাংখ্যতত্ত্বসংকলনমসিদ্ধমিতি প্রতিপন্নম্ ।—পাঁচ পাঁচ  
জন এই মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের প্রয়োগ থাকায় পাঁচ পাঁচ পঁচিশ, এতরূপে সাংখ্যের পঁচিশ  
তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না । কারণ এই যে, সাংখ্যের তত্ত্ব বহু ; হুতরাং  
পাঁচ পাঁচ পঁচিশ, এরূপ অর্থ অসিদ্ধ । সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটী অতিরিক্ত হইয়া  
পড়ে । অর্থাৎ ২৫ সংখ্যা অতিক্রান্ত হইয়া ২৬ সংখ্যা লব্ধ হয় । ২৬ তত্ত্ব সাংখ্যের  
অনভিমতঃ কাবেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, উক্ত মন্ত্রে সাংখ্যাত্মক তত্ত্ব  
কথিত হয় নাই ।



এবং পরিহৃতেহপ্যজামস্তে পুনরপ্যান্যাস্মান্মজ্ঞাং সাংখ্যঃ  
প্রত্যবতিষ্ঠতে, যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ  
তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতমিতি । অস্মি-  
ন্মস্তে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিসয়াহপরা পঞ্চসংখ্যা  
শ্রুয়তে । পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ । ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চ-  
বিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে । তয়া চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া বাবন্তঃ  
সংখ্যয়া আকাঙ্ক্ষ্যন্তে তাবন্ত্যেব চ তত্ত্বানি সাংখ্যৈঃ  
সংখ্যায়ন্তে ।

অবাস্তরসঙ্গতিমাহ।—“এবং পরিহৃতেহপী”তি । পঞ্চজনা ইতি হি  
সমাসার্থঃ পঞ্চসংখ্যয়া সম্বধ্যতে । ন চ দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমাস-  
বিধানাস্থলভ্যেব নিরুক্তোহয়ং পঞ্চজনশব্দ ইতি বাচ্যম্ । তথাহি সতি পঞ্চ-  
মজ্জনা ইতি স্যাৎ । এবঞ্চাস্মিন পঞ্চমজ্জানামাকাশস্য চ প্রতিষ্ঠানমিতি  
নিষ্ঠাংপর্য্যং সৰ্ব্বস্তেব প্রতিষ্ঠানাৎ । তস্যাৎ ক্রুচেরসম্ভবান্তত্যাগেনাহত্ৰ যোগ  
আন্তেষ্যো জনশব্দশ্চ কথঞ্চিত্তেষু ব্যাখ্যেয়ঃ । তত্রাপি কিং পঞ্চ প্রাণাদয়ো  
বাক্যশেষগতা বিবক্ষ্যন্ত উত তদতিরিক্তা অন্য এব বা কেচিৎ । তত্র  
পৌৰ্ণাপর্য্যপৰ্য্যালোচনয়া কাণ্‌মাধ্যন্দিনবাক্যয়োৰ্কিরোধাৎ । একত্র হি  
জ্যোতিষা পঞ্চত্বময়ে নেতরত্র । ন চ ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবঃ ।  
অমুষ্ঠানং হি বিকল্পাতে ন বস্ত । বস্ততত্ত্বকথা চেয়ং নামুষ্ঠানকথা বিধ্য-  
ভাবাৎ । তস্যাৎ কানিচিদেব তত্ত্বানীহ পঞ্চ প্রত্যেকং পঞ্চসংখ্যাবোগীনি  
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি ভবন্তি । সাংখ্যৈশ্চ প্রকৃত্যাদীনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি  
স্বৰ্যাস্ত ইতি তাত্ত্ববানেন মন্ত্ৰেণোচ্যন্ত ইতি নাশব্দঃ প্রধানাদি । ন চাধারত্বে-  
নাস্থনো ব্যবস্থানাং স্বাস্থনি চাধারাধেয়ভাবস্য বিরোধাৎ আকাশস্য চ

অজা-মন্ত্রে সাংখ্যের যে আপত্তি ছিল তাহা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় খণ্ডিত  
হইলেও পুনর্বার অন্য মন্ত্রে সাংখ্যের অন্যরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় ।  
যথা—“দ্বাহীতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত—সেই অমৃত ব্রহ্মাস্বাকৈ  
জানিয়া অমৃত (মুক্ত) হও ।” [ অস্মিন্...প্রধানাদীনাম্ ] এই মন্ত্রে পঞ্চ  
শব্দের পর অপর পঞ্চশব্দ আছে । পঞ্চসংখ্যার প্রতি অপর পঞ্চ সংখ্যা  
প্রযুক্ত হইলেই পঁচিশ সংখ্যা সম্পন্ন হয় । ঐ পঁচিশ সংখ্যা বতগুলি সংখ্যের  
আকাজকা করে, সাংখ্যবক্তা ঠিক ততগুলি তত্ত্ব বলিয়াছেন । যথা—

“মূলপ্রকৃতির বিকৃতিস্বহাদায়াঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ” ॥ ইতি ।

তয়া প্রতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং সৃষ্টি-  
প্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ  
প্রতিমত্বমেব প্রধানাদীনাং, ততো ক্রমঃ । ন সংখ্যোপ-

বাতিরেচনাৎ ত্রয়োবিংশতির্জনা ইতি স্তায় পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বাচ্যম্ ।  
সত্যপাকাশায়নোর্য্যতিরেচনে মূলপ্রকৃতিভাগৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ পঞ্চ-  
বিংশতিসংখ্যোপপত্তেঃ । তথা চ সত্যাকাশায়নভ্যাং সপ্তবিংশতিসংখ্যয়া  
পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানীতি স্বসিদ্ধান্তব্যাকোপ ইতি চেৎ । ন । মূলপ্রকৃতিত্ব-  
নাহ্নেনৈকীকৃত্য সত্ত্বরজস্তমাংসি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বোপপত্তেঃ । হিঙ্গুভাবেন  
তু তেষাং সপ্তবিংশতিত্বাবিরোধঃ । তন্মানাশাকো সাংখ্যস্মৃতিরিত্তি প্রাপ্তে ।  
মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানম্ । নানাবত্তস্য বিকৃতিরপি তু প্রকৃতিরেব । তদিদ-  
মুক্তং “মূলে”তি । মহদহকারঃ পঞ্চতন্ত্রাণি প্রকৃতিশ্চ বিকৃতিশ্চ ।  
তথাহি ।—মহত্ত্বমহকারস্য তৎকালস্য চ প্রকৃতিমূলপ্রকৃতেস্ত বিকৃতিঃ ।  
এবমহকারতত্ত্বং মহতো বিকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চ ভদেব তামসং সৎ পঞ্চতন্ত্রা-  
ণাম্ । ভদেব সাত্ত্বিকং সৎ প্রকৃতিরেকাদশেন্দ্রিয়ার্ণাম্ । পঞ্চতন্ত্রাণি  
চাহকারস্য বিকৃতিরাকাশাদীনাং পঞ্চানাং প্রকৃতিঃ । তদিদমুক্তং মৎসাদ্যাঃ  
প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকারঃ ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্নোপগোবিকার  
এব । পঞ্চভূতানি তন্ত্রাত্রয়োপাদশেন্দ্রিয়ার্ণীতি ষোড়শকোপগঃ । যদ্যপি  
পৃথিব্যাদয়ো গোঘটাদীনাং প্রকৃতিস্তথাপি ন তে পৃথিব্যাদিত্যন্ত্বাত্ত্বমিতি  
ন প্রকৃতিঃ । তন্মান্তরোপাদানহকেহ প্রকৃতিত্বমভিমতং নোপাদানমাত্রত্ব-  
মিত্যবিরোধঃ । পুরুষস্ত কূটস্থনিত্যোপরিণামী ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্নাপি  
বিকৃতিরিত্তি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ।—“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধান-

“অবিকৃত মূল প্রকৃতি ১, প্রকৃতি বিকৃতি ভাবাপন্ন মহৎ প্রকৃতি ৭, কেবল  
বিকৃতি ১৩, প্রকৃতিও মহে বিকৃতিও মহে, এরূপ পুরুষ বা আত্মা ১।”  
অতি পঞ্চ পঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন,  
করিয়া সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন । অতিতে সাংখ্যের পঁচিশ  
তত্ত্ব কথিত হওয়াতে সাংখ্য স্মৃতির অতিমূলকতা আপকা হইতে পারে ।  
[ ততো...ভাবাৎ ] সেই কারণে স্বত্র বলা হইল, “ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধান-

সংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং ঐতিমত্বাশঙ্কা কৰ্তব্য। কন্যাং । নানাভাবাং । নানা হেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি । নৈবাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্মোহস্তি, যেন পঞ্চবিংশতে-  
রন্তরালেহপরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যা নিবিশেরন্ । ন হেতু-  
নিবন্ধনমন্তরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সংখ্যা নিবি-  
শন্তে । অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যেবেয়মবয়বদ্বারেনোপ-  
লক্ষ্যতে । যথা,—

“পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি নব বর্ষশতক্রতুঃ” । ইতি ।

দীনাং ঐতিমত্বাশঙ্কা কৰ্তব্য। কন্যাং । নানাভাবাং । নানা হেতানি পঞ্চ-  
বিংশতিতত্ত্বানি । নৈবাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্মোহস্তি” । ন খলু সর্বত্র-  
স্তমোমহদহঙ্কারাণামেকঃ ক্রিয়া বা গুণো বা ভব্যং বা জাতির্বা ধর্মঃ পঞ্চ-  
ভ্রাতাদিত্যো ব্যাবৃত্তঃ সবাদিবু চাতুগতঃ কশ্চিদস্তি । নাপি পৃথিব্যাশ্বেজো-  
বায়ুজ্ঞানানাং নাপি রসনচক্ষুশ্রোত্রবাচাং নাপি পানিপাদপায়ুপহ্মনসাং  
যেনৈকেনাসাধারণেনোপগৃহীতাঃ পঞ্চ পঞ্চকা ভবিতুমর্হতি । পূর্বপক্ষে  
দেপিনমুথাপয়তি ।—“অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যেবেয়মি”তি । যদ্যপি  
পরস্যাং সংখ্যায়ামবাস্তরসংখ্যা দ্বিত্বাদিকা নাস্তি তথাপি তৎপূর্বং তস্যাং  
সম্ভবাৎ পৌরুষপর্যায়লক্ষণা প্রত্যাসত্তা পরসংখ্যোপলক্ষণার্থং পূর্বসংখ্যোপ-

উদাহৃত মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের দ্বারা পঁচিশ তত্ত্বের সংগ্রহ হয় না । কারণ  
এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানা ধর্মাক্রান্ত । ( অর্থাৎ পঁচিশ পঁচিশ  
বা পঞ্চগুণিত পঞ্চ একরূপ অর্থ সম্পন্ন হয় না ) । হইবার পঞ্চশব্দ উচ্চরিভ  
হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্বারা সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব সংকলিত হইয়াছে, এরূপ  
কল্পিতে পার না এবং প্রধান প্রভৃতির বেদমূলকতাশঙ্কা করিতে পার  
না । [ নানা...শব্দে ] হেতু এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানাধর্মবিশিষ্ট ।  
সে সকলের মধ্যে এমন কোন পঞ্চক নাই, বাহা পরস্পরে ব্যাবর্ত্তক  
ধর্মবিশিষ্ট হয় । যে ধর্ম থাকিলে পঞ্চবিংশতির মধ্যে “পঁচিশ পঁচিশ” এইরূপ  
সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে—সে ধর্ম তাহাদের নাই । এক সংখ্যা হইতেই  
দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যার সংকলন হইয়া থাকে । [ অথো...নোপপাদ্যে ]  
যদি বল, অবয়ব গণনা করিলে বহুর মধ্যেও অল্প সংখ্যা গণিত হইতে পারে,

দ্বাদশবার্ষিকীমনাবৃষ্টিঃ কথয়ন্তি তদ্বদিত্তি, তদপি নোপ-  
পদ্যতে। ‘অয়মেবান্নিন্ পক্ষে দোষো যৎ লক্ষণাঃপ্রয়োগীয়া  
শ্রীৎ। পরশ্চাত্রে পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজন  
ইতি, ভাবিকেন স্বরেনৈকপদত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়োগান্তরে চ  
পঞ্চানাং দ্বাপঞ্চজনানামিত্যেকপদৈকস্বৰ্য্যেকবিভক্তিকল্পাব-  
গমাৎ। সমস্তদ্বাচ্চ ন বীজা পঞ্চ পঞ্চতি। তেন ন পঞ্চক-  
দ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চতি। ন চ পঞ্চসংখ্যায় একম্বাঃ পঞ্চ-  
সংখ্যায়াপরায় বিশেষণং পঞ্চপঞ্চকা ইতি, উপসর্জনম্য

ন্যাত ইতি। দ্বয়তি।—“অয়মেবান্নিন্ পক্ষে দোষ” ইতি। ন চ পঞ্চ-  
শব্দো জনশব্দেন সমস্তোঃসমস্তঃ শব্দোবক্তুমিত্যাহ।—“পরশ্চাত্রে পঞ্চশব্দ”  
ইতি। নহু ভবতু সমাসস্তথাপি কিমিত্যত আহ।—“সমস্তদ্বাচ্চে”তি।  
অপি চ বীজাভাঃ পঞ্চকদ্বয়গ্রহণে দশৈব তদ্বদিত্তি ন সাংখ্যবৃতিপ্রত্যভি-  
জ্ঞানমিত্যসমাসমত্বেত্যাহ।—“ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চ”তি। ন  
চৈকা পঞ্চসংখ্যা পঞ্চসংখ্যাস্তবেণ শক্যা বিশেষ্টম্। পঞ্চশব্দস্য সংখ্যোপ-  
সর্জনদ্রব্যাবচনভেন সংখ্যায় উপসর্জনতয়া বিশেষণেনাসংযোগাদিত্যাহ।—  
“একম্বাঃ পঞ্চসংখ্যায়” ইতি। তদেবঃ পূর্বপট্টকদেগিনি দ্বিভিতে পরম-

“ইদ্র পাঁচ সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই” এই বাক্যে যেমন দ্বাদশবার্ষিকী  
অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ কথিত হইবে বালিলে জাহাও উপপন্ন  
হইবেন। [ অয়মেব . সংযোগাৎ ] এ পক্ষে দোষ এই যে, ব্রূথার্থ তাগ ও  
লক্ষণা অঙ্গীকার কবিত্তে হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী পঞ্চশব্দ জন-শব্দের সহিত  
সমস্ত। অর্থাৎ পঞ্চ পঞ্চ এরূপ পদ নহে। পঞ্চশব্দ ও পঞ্চজন শব্দ এক  
পদ, এক স্বর ও এক বিভক্তিও নহে। পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের  
সমাস হওয়ার পঞ্চ পঞ্চ এরূপ বীজাঃপ্রয়োগ অসিদ্ধ। (বীজাঃ প্রয়োগ  
ব্যতীত পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হইবার সম্ভাবনা নাই)। যেহেতু বীজাঃ প্রয়োগ  
নহে—সেই হেতু পাঁচ পাঁচ ( অর্থাৎ পঞ্চপঞ্চিত পঞ্চক বা পঞ্চপঞ্চক ) এরূপ  
অর্থও নহে। এক পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ অপরা পঞ্চ সংখ্যা, এরূপ ব্যাখ্যা  
সম্ভব নহে। হেতু এই যে, উপসর্জনের সহিত অর্থাৎ অপ্রধানের অপ্রধানের

বিশেষণেনাসংযোগাৎ । নন্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব  
 পুনঃ পঞ্চসংখ্যায়া বিশেষ্যমাণা পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেক্যন্তে,  
 যথা পঞ্চপঞ্চপূন্য ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পূনা প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ,  
 নেতি ক্রমঃ । যুক্তং যৎ পঞ্চপুলীশবদন্ত সমাহারাভিপ্রায়হাৎ  
 কতীতি সত্যং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং পঞ্চপঞ্চপূন্য ইতি বিশে-  
 ষণং, ইহ তু পঞ্চজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদানাৎ  
 কতীতি অসত্যং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি  
 বিশেষণং ভবেৎ । ভবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসংখ্যায়া এব

পূৰ্ণপঞ্চিগমুখাপয়তি ।—“নন্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব”তি । অত্র তাৎ-  
 ক্রটৌ সত্যং ন বোগঃ সম্ভবতীতি বক্ষ্যতে তথাপি যৌগিকং পঞ্চজন-  
 শব্দমভ্যাপেত্য দৃশ্যতি ।—“যুক্তং যৎ পঞ্চপুলীশবদসো”তি । পঞ্চপুলীত্যত্র  
 যদ্যপি পৃথক্ কৰ্ম্মসমবায়িনী পঞ্চসংখ্যাবচ্ছেদিকাহস্তি তথাপি যঃ সমু-  
 দ্ভাগিনমবজ্ঞানন্তি ন সমদায়ং সমাসপদগম্যগতন্ত্বিন্ বতি তে সমুদায়  
 ইত্যপেক্ষায়াং পদান্তরাভিহিতা পঞ্চসংখ্যা সন্ধ্যাতে পঞ্চেতি । পঞ্চজনা  
 ইত্যত্র তু পঞ্চসংখ্যাব্যাপ্তিভাশটয়া জনানামবচ্ছিন্নত্বাৎ সমদায়স্য চ পঞ্চ-  
 পূন্যবদপ্রতীতেন পদান্তরাভিহিতা সংখ্যা সন্ধ্যাতে । সাদেতৎ ।  
 সংখ্যাবানঃ জনানাং মা ভৃচ্ছদান্তবচাসংখ্যাবচ্ছেদঃ পঞ্চসংখ্যাস্ত  
 তয়াবচ্ছেদো ভবিষ্যতি । ন হি সাপাবচ্ছিন্নন্ত্যত আহ ।—“ভবদপীদং

স্বন্ধ হ্র ন। ( বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের স্বন্ধ তইয়া থাকে । )  
 [ নন্বাপন্ন কয়ঃ ] পঞ্চ সংখ্যাস্থিত ( পাঁচ ) ব্যক্তি পুনর্বার পঞ্চ সংখ্যার  
 দ্বারা বিশেষিত হইলে পঁচিশ সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে, যেমন পঞ্চ পঞ্চ  
 পূন্য বলিলে পঁচিশ পূন্য ( সমষ্টিকৃত ত্বণবাণ ) প্রতীত হয়, এরূপ বলিতেও  
 পার না । [ যুক্তং দোষঃ ] পঞ্চ পঞ্চ পূন্য শব্দে পঁচিশ প্রতীত হওয়াই  
 উচিত । কারণ, পঞ্চ পূন্য শব্দ সমাহার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, তৎকারণে  
 সংখ্যা ভেদের আকাঙ্ক্ষা আছে, আকাঙ্ক্ষা থাকাতাই পঞ্চশব্দেব বিশেষণতা  
 সম্পন্ন হয় । কিন্তু “পঞ্চ জন” এ প্রযোগে প্রথম হইতেই সংখ্যা ভেদের  
 গ্রহণ আছে সুতরাং “কত ?” একপ ভেদাকাঙ্ক্ষা হয় না । তাহা না হই-  
 রা পঞ্চ শব্দ পঞ্চজন শব্দের বিশেষণ হয় না । ( ভেদক স্বর্গ না থাকিলে  
 তাহা বিশেষণ হয় না, যাহা ভেদক তাহাই বিশেষণ ) । উহা নিরসিত হইলেও

ভবেৎ, তত্র চোক্তো দোষঃ, তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি ন  
পঞ্চবিংশতিত্বাভিপ্রায়ঃ অতিরেকাচ্চ ন পঞ্চবিংশতিত্বা-  
ভিপ্রায়ম্। অতিরেকো হি ভবত্যাঙ্গাকাশাভ্যাং পঞ্চবিংশতি-  
সংখ্যায়াঃ। আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন  
নির্দিষ্টঃ। যন্নিম্নিতি সপ্তমীসূচিতস্ত “তমেবমন্য আত্মানং”  
ইত্যাত্মত্বেনামুকৰ্ণণাৎ। আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ, স চ  
পঞ্চবিংশতাবন্তর্গত এবৈতি ন তস্মৈবাধারত্বমাধেয়ত্বঞ্চ  
যুক্ত্যেত। অর্থাস্তরপরিগ্রহে বা তদ্ব্যসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্ত-  
বিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত। তথা “আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইত্যা-

বিশেষণমিতি। উক্তোহত্র দোষঃ। ন হ্যাপসর্জনং বিশেষণেন যুক্ত্যে  
পঞ্চজন এব তাবৎ সংখ্যারোপসর্জনসংখ্যামাহ বিশেষতস্ত পঞ্চজনা ইত্যত্র  
সমাসে। বিশেষণপেক্ষায়ান্ত ন সমাসঃ স্যাদসামর্থ্যাৎ। ন হি ভবতি  
ঋক্ষস্য রাজপুরুষ ইতি সমাসো হপি তু বৃষ্টিরেব। ঋক্ষস্য রাজঃ পুরুষ  
ইতি সাপেক্ষত্বেনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। “অতিবেকাচ্চে”তি। অভ্রাচ্চর-  
মাত্রম্। যদি সত্ত্বরজস্তমাংসি প্রধানেনৈকীকৃত্যাঙ্গাকাশৌ তদ্বৈভ্যোব্যতি-

তাহা পঞ্চশব্দের হইবে, পঞ্চজন-শব্দের হইবে না। তাহা না হইলেই  
পূর্বোক্ত দোষ হইবে। [তস্মাৎ দূষণম্] সেই জন্তই বলি, “পঞ্চ  
পঞ্চ জনা” এ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অপিচ, অতি-  
রেক হেতুতে ঐ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অর্থাৎ আকাশ  
ও আত্মা এই দুইটা অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। (২৭ হর)। ঐ লোকে  
আত্মা প্রতিষ্ঠার আধাররূপে কথিত হইয়াছেন। কারণ এই যে, “যন্নি-  
বাহাতে” এতৎ প্রয়োগই সপ্তমীবিভক্তি বাহাকে আধার বলিতেছে,  
ঋতি তাহাকেই “তাহাকে আত্মা বলিয়া মান” এইরূপে অহুকৰ্ণণ করি-  
য়াছেন। সুতরাং আত্মাই প্রতিষ্ঠার আধার। আত্মা চেতন এবং  
আত্মাই পুরুষ, তাহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। পুরুষ যদি পঞ্চবিংশতির  
অন্তর্গতই হইল, তাহা হইলে আর তাহাকে আধার ও আধেয় উভয়  
প্রকার বলিতে পার না। (যে আধার, সেই আধেয়, ইহা অব্যক্ত ও  
অসিদ্ধ)। আত্মাকে পৃথক্ তর বলিলে পঁচিশের অধিক হইবে; কিন্তু তাহা

কাশ্যাপি পঞ্চবিংশতাবস্তুর্গতস্য ন পৃথগুপাদানং ন্যায্যং,  
অর্থাস্তরপরিগ্রহে চোক্তং দৃশণম্। কথঞ্চ সংখ্যামাত্রশ্রবণে  
সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়তে,  
জনশব্দস্ত তত্ত্বেষ্বরূচহাং, অর্থাস্তরোপসংগ্রহেহপি সংখ্যোপ-  
পত্তেঃ। কথং তর্হি পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি, উচ্যতে, দিক্‌সংখ্যে

সিচ্যেতে তদা সিদ্ধান্তব্যাকোপঃ। অথ তু সত্ত্বজন্তমাংসি মিথো তেদেন  
বিবক্ষ্যন্তে তথাপি বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনে আধারত্বেনাস্মা নিরুপাতামাধেয়া-  
স্তরেভ্যাকশস্যাদেবস্যা ব্যতিরেকমনর্থকমিতি গময়িতব্যম্। “কথঞ্চ  
সংখ্যামাত্রশ্রবণে সত্যী”তি। দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সংজ্ঞায়াং সমাস-  
স্বরূপাং পঞ্চজনশব্দস্তাবদয়ং কচিরিচ্ছতঃ। ন চ রূঢ়ৌ সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধে-  
ঐহণং সাপেক্ষত্বাৎ নিবপেক্ষত্বাচ্চ কচেঃ। তদ্যপি রূঢ়ৌ যুখ্যোহর্থঃ  
প্রোপাতে ততঃ স এব প্রতীতব্যো হ্থ ত্বসৌ ন বাক্যে সম্বন্ধার্থঃ পূর্বাপর-  
বাক্যবিরোধী বা ততো রূঢ়্যপরিভ্যাগেনৈব বৃত্তান্তস্বরেণার্থাস্তরং কল্পয়িত্বা  
বাক্যমুপপাদনীয়ম্। যথা শ্রেনেনাভিচবন্ যজ্ঞেতেতি শ্রেনশব্দঃ শকুনি-  
বিশেষে নিরুচবৃত্তিস্তদপরিভ্যাগেনৈব নিপত্যাদানসাদৃশ্চেনার্থবাদিকেন  
ক্রতুবিশেষে বর্ত্ততে তথা পঞ্চজনশব্দো হবয়বার্থযোগানপেক্ষ একস্মিন্নপি  
বর্ত্ততে। যথা সপ্তর্ষিশব্দো বসিষ্ঠ একস্মিন্ সপ্তসু চ বর্ত্ততে। ন চৈব তত্ত্বেষু  
রূঢ়ঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যাহুরোধেন তত্ত্বেষু বর্ত্তয়িতব্যঃ। রূঢ়ৌ সত্যং পঞ্চ-  
বিংশতেরেব সংখ্যায়্য অভাবাৎ কথং তত্ত্বেষু বর্ত্ততে। এবঞ্চ কে তে পঞ্চ-  
জনা ইত্যপেক্ষায়াং কিং বাক্যশেষগতাঃ প্রোণাদরো গৃহজ্ঞানুত পঞ্চবিংশতি-

সাংখ্যের সিদ্ধান্ত নহে। ২৫ তত্বই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। আকাশও পঞ্চ-  
বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাকে পৃথক্ রূপে বলা ন্যায্য নহে।  
পৃথক্ তত্ত্ব অভিপ্রায়ে আকাশকে পৃথক্ বলা হইরাছে বলিলেও ঐ দোষ  
(আধিক্যদোষ বা সিদ্ধান্তহানিদোষ) হইবে। [কথঞ্চ-ইতি] জন-শব্দ  
তত্ত্ববাচী নহে, সুতরাং কেবল সংখ্যা শব্দের দ্বারাই বা কিরূপে পঞ্চবিংশতি  
তত্ত্বের সংগ্রহ হইতে পারে? প্রতীতি হইতে পারে? তব্ব অর্থের গ্রহণ না  
করিলেও অন্যার্থের দ্বারা সংখ্যা শব্দের প্রয়োগসামুদায় সিদ্ধ হইতে পারে।  
যদি বল, তবে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এরূপ প্রয়োগ কিরূপে সংগত হইবে?  
[উচ্যতে...উচ্যতে] তাহা বলিতেছি। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম অর্থে বিদ্

সংজ্ঞায়ামিতি বিশেষায়নাং সংজ্ঞায়ামেব পক্ষশব্দস্য জন-  
শব্দেন সমাসঃ। ততশ্চ রূঢ়ত্বাতিপ্রায়ৈণেব কেচিৎ পক্ষজন-  
নাম বিবক্ষ্যন্তে, ন সাংখ্যত্বাতিপ্রায়েন। তে কতীভ্যত্যা-  
মাকাজ্জয়াং পুনঃ পক্ষেতি প্রযুক্ত্যতে পক্ষজনা নাম কেচিৎ।  
তে চ পক্ষেত্যর্থঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি যথা। কে পুনন্তে পক্ষ-  
জনা নামেতি তদ্ব্যচ্যতে ॥ ১১ ॥

### প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥ \*

যস্মিন্ পক্ষ পক্ষজনা ইত্যত উত্তরশিষ্টশ্রে ব্রহ্মস্বরূপ-  
নিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পক্ষ নির্দিক্টাঃ, প্রাণস্য প্রাণমূত চক্ষু-

ত্বানীতি বিশরে তদ্বানামপ্রামাণিকত্বাৎ প্রাণাদীনাঞ্চ বাক্যশেষে অবগাৎ  
তৎপরিভাষণে ঐকত্বান্যঐকত্বকরুনাপ্রসঙ্গাৎ প্রাণাদয় এব পক্ষজনাঃ। ন চ  
কাণ্ঠমাধ্যমিনর্যোর্কিরোধায় প্রাণাদীনাং বাক্যশেষগতানামপি গ্রহণমিতি  
সাপ্ততম্। বিরোধেহপি তুল্যবলতয়া বোড়শিগ্রহণাগ্রহণবৃত্তিকল্পোপপত্তেঃ।  
ন চেয়ং বস্তুস্বরূপকথা হপিতৃপাসনামুত্থানবিধির্শনসেবায়ুগ্রহণমিতি বিধি-  
প্রবগাৎ।

বোধক ও সংখ্যাবোধক শব্দের সমাস বিধান থাকার পক্ষশব্দের সহিত  
জন-শব্দের সমাস হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পক্ষজনশব্দ রূঢ় অর্থে  
প্রযুক্ত, সাংখ্যভাবিত তত্ত্ব অর্থে নহে। পক্ষজননামক পদার্থ কি? কোন্  
অর্থে রূঢ়? এরূপ আকাজকা হইতে পারে। সেই আকাজকা পূরণার্থ পক্ষ-  
শব্দের প্রয়োগ। পক্ষজন নামে বিখ্যাত, এরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের  
সংখ্যা পাঁচ। যেমন মাত সপ্তর্ষি। কাহারো পক্ষজন? তাহা হইবার  
বলিয়া দিতেছেন।—

“বাহ্যতে পাঁচ পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত” এই শব্দের পরে ব্রহ্মস্বরূপ শি-  
বের উদ্দেশে প্রাণাদি পক্ষের উপদেশ আছে। যথা—“যে

\* বাক্যশেষাৎ পক্ষজন শব্দের প্রাণাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে।—পক্ষজনশব্দের পরে  
যে প্রাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সরিষাসিগম্বুক্ত সেই প্রাণ প্রভৃতিই পক্ষজন শব্দের যে  
অর্থ্য প্রাণাদি পক্ষকেই পক্ষজন শব্দে বলা হইয়াছে।



শব্দকুরুত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমন্নস্যাম্নং মনসো যে মনো বিদুঃ  
ইতি, তেহত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাঃ পঞ্চজনা বিবক্ষন্তে ।  
কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ, তেষু বা কথং জন-  
শব্দপ্রয়োগঃ, সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ  
প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবন্তি জনসম্বন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো জন-  
শব্দভাজো ভবন্তি । জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ ।  
তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ ইতি । অত্র, প্রাণো হ পিতা  
প্রাণো হ মাতা । ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণম্ । সমাসবলাচ্চ সমু-  
দায়স্য রূঢ়ত্বমবিরুদ্ধম্ । কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে

“কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দ প্রয়োগ” ইতি । জনবাচকঃ শব্দো জন-  
শব্দঃ পঞ্চজনশব্দ ইতি যাবৎ । তস্য কথং প্রাণাদিষু জনেষু প্রয়োগ ইতি  
ব্যাখ্যায়ম্ । অত্থথা তু প্রত্যাস্তমিতাবয়বার্থে সমুদায়শব্দার্থে জনশব্দার্থো  
নাস্তীত্যপর্যায়যোগ এব । রূঢ়্যপরিচয়গতেনৈব বৃত্তান্তরং দর্শয়তি ।—“জনসম্ব-  
ন্ধাচ্ছে”তি । জনশব্দভাজঃ পঞ্চজনশব্দভাজঃ । নমু সত্যামবয়বপ্রসিকৌ সমু-  
দায়শব্দকল্পনমতুপপন্নম্ । সম্ভবতি চ পঞ্চবিংশত্যাং তদ্ব্যবয়বপ্রসিক্টিঃ,  
ইত্যত আহ । “সমাসবলাচ্ছে”তি । স্যামেতৎ । সমাসবলাচ্ছেচ্ছিত্তিরাহী-  
রতে হস্ত ন কুটুস্তি তস্য প্রয়োগোহন্বকর্ণাদিবহুক্ষাদিষু । তথা চ লোক-  
প্রসিদ্ধাভাবান্ন কুটুরিত্যাক্ষিপতি ।—“কথং পুনরসতী”তি । জনেষু তাবৎ

প্রাণের প্রাণ, চকুর চকু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন’কে  
জানে—” ইত্যাদি । সন্নিধানপ্রযুক্ত এতদ্ব্যস্ত্য প্রাণপ্রভৃতিই পঞ্চজন  
শব্দের বিবক্ষিত । [ কথং...বিরুদ্ধম্ ] বলিতে পারি, কিপ্রকারে প্রাণাদি  
পঞ্চকে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ ? তবেই বা কি প্রকারে প্রয়োগ ? উত্তর  
প্রয়োগেই প্রসিদ্ধি পরিচয়্য হয় সত্য ; তথাপি, বাক্যশেষ বলে প্রাণাদির  
পরিগ্রহ হইয়াই ন্যাব্য । জন-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রাণাদি জনশব্দ  
প্রয়োগের যোগ্য । জনবাচী পুরুষ-শব্দও প্রাণাদিতে প্রযুক্ত হইতে দেখা  
যায় । যথা—“এই পাঁচ ব্রহ্মপুরুষ ।” এ বিষয়ে “প্রাণই পিতা, প্রাণই  
মাতা,” এই ব্রহ্মণ বাক্য নিদর্শন । ( ব্রাহ্মণ = বেদভাগবিশেষ ) । সমা-  
সের প্রভাবেও সমুদায় শব্দের রূঢ় হয় এবং তাহা অবিরুদ্ধ । [ কথং  
বহিষ্যতে ] যদি বল, প্রথম প্রয়োগ ব্যতীত কিপ্রকারে কুটু-বীকার হইতে

রুচিঃ শক্যাপ্রিয়ত্বম্ ? শক্য উদ্ভিদাদিবিদিত্যাহ। প্রসিদ্ধার্থ-  
সম্মিধানেন হুপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুক্ত্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ  
তদ্বিষয়ো নিয়ম্যতে যথোদ্ভিদা যজ্ঞেত, যুপং ছিনত্তি, বেদীং  
করোতীতি, তথাহয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসাধ্যাখ্যানাদব-  
গতসংজ্ঞাভাবঃ সংজ্ঞাকাজ্ঞী বাক্যশেষসমভিব্যাহাতেষু  
প্রাণাদিষু বর্ত্তিষ্যতে। কৈশ্চিত্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধৰ্ব্বা  
অহুরা রক্ষাংসি চ পঞ্চজনা ব্যাখ্যাতাঃ। অষ্টৈশ্চত্বারো  
বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। কচিচ্চ যৎ পাঞ্চজন্তয়া  
বিশেতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্ত দৃশ্যতে, তৎ  
পরিগ্রহেহপীহ ন কশ্চিদিবোধঃ। আচার্য্যাস্ত ন পঞ্চবিংশতে-

পঞ্চজনশব্দস্য প্রথমঃ প্রয়োগো লোকেষু দৃষ্ট ইত্যসিতি প্রথমপ্রয়োগ ইত্য-  
নিজমিতি স্ববীরন্তরানভিধারাত্ম্যপেত্যা প্রথমপ্রয়োগাভাবঃ সমাধস্তে।—  
“শক্য উদ্ভিদাদিবিৎ” ইতি। আচার্য্যদেশীয়ানাং মতভেদেষাপি ন পঞ্চবিংশতি-  
ত্বানি সিধ্যন্তি পরমার্থতস্ত পঞ্চজনা বাক্যশেষগতা এবত্যোশ্রবানাহ—  
“কৈশ্চিত্তু” ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

পারে ? এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, তাহা উদ্ভিদ প্রভৃতির ন্যায় এইজ-  
পারে। প্রসিদ্ধ পদার্থের নিকটে অপ্রসিদ্ধ (অজ্ঞাতার্থ) শব্দের প্রয়োগ  
থাকিলে সমভিব্যাহার (এক সঙ্গে উচ্চারণ) বলে সেই বিষয়েই সে শব্দের  
অর্থ সংগ্রহ হয়। যেমন উদ্ভিদ ঘাগ কবিরেক, যুপ ছেদন করিবেক, বেদী  
করিবেক, ইত্যাদি স্থলে সমভিব্যাহার বলে বেদী প্রভৃতি শব্দের অর্থনির্ণয়  
হয়, সেইরূপ, পঞ্চজন শব্দও বাক্যশেষ বলে প্রাণাদি-অর্থে গৃহীত হয়। প্রথমে  
সমাসানুকখন দ্বারা বুঝা যায়, উহা একটা সংজ্ঞা, পশ্চাৎ সংজ্ঞী আকাঙ্ক্ষা  
হওয়ার সন্নিধিপ্রাপ্ত প্রাণাদিতে গিয়া তাহা পর্য্যবসন্ন হয়। [কৈশ্চিত্তু...  
বিবোধঃ] কেহ কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধৰ্ব্ব, অহুরা, রক্ষা, ইহারাই  
পঞ্চজন। অস্তে ব্যাখ্যা করেন, ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণ ও নিষাদ, ইহার পঞ্চজন।  
অপরে বলেন, প্রজা-অর্থে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সে অর্থ গ্রহণ  
করিলেও দোষ হয় না। [আচার্য্যাস্ত পঠতি] আচার্য্য ব্যাস বলেন,  
এখানে পঞ্চবিংশতি তথ্যের প্রতীতি হয় না, সুতরাং বাক্যশেষ বলা হইবে

স্তদ্বানামিহ প্রতীতিরন্তীত্যোবম্পরতয়া প্রাণাদয়ো বাক্য-  
শেষাদিতি জগাদ । ভবেয়ুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্য-  
ন্দিনানাং গেহম্নং প্রাণাদিষামনন্তি, কাণুনাস্ত কথং প্রাণাদয়ঃ  
পঞ্চজনা ভবেয়ুঃ, বেহম্নং প্রাণাদিষু নামনন্তীতি অত উত্তরং  
পঠতি ॥ ১২ ॥

### জ্যোতিবৈকেবামসত্যেন্নে ॥ ১৩ ॥ \*

অসত্যপি কাণুনামন্নে জ্যোতিষা তেমাং পঞ্চসংখ্যা  
পূর্য্যতে । তেহপি হি বস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূর্ব্ব-  
স্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায়ৈব জ্যোতিরধীয়তে, তদেবা  
জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইতি । কথং পুনরুভয়েষামপি তুল্য

জ্যোতিষাং স্বরূপাদীনাং জ্যোতিস্তত্ত্বব্রহ্ম দেবা উপাসত ইত্যর্থঃ । নমিদং  
বর্ত্তান্তজ্যোতিঃপদোক্তং স্বরূপাদিকং জ্যোতিঃ শাখাদ্বয়েৎপ্যস্তি তৎ কাণুনাস্ত  
পঞ্চপূরণায় গৃহ্যতে নাভ্যেবামিতি বিকল্পো ন যুক্ত ইতি শব্দতে ।—কথং  
পুনরিতি । আকাজ্জাবিশেষাৎ বিকল্পো যুক্ত ইত্যাহ সিদ্ধান্তী । অপেক্ষেতি ।

হয়, প্রাণাদি অর্থেই ঐ পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ । যদি কেহ বলেন,  
মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীদিগের মতে পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি পঞ্চক গৃহীত  
হইতে পারে বটে, কিন্তু কাণুশাখীদিগের তাহা কিরূপে লাভ হইবে ?  
কাণুগণ ত প্রাণাদির\* মধ্যে অল্পকে পাঠ করেন না ? ইহার প্রত্যুত্তর  
স্বত্র এই যে—

অল্প-শব্দের পাঠ নাই সত্য ; না থাকিলেও ‘জ্যোতিঃ’ শব্দ আছে ।  
তদ্বারা কাণু-শাখীদিগের মতে পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হইবে । তাহারা “পাঁচ  
পাঁচজন” ইতার পূর্বে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণার্থ জ্যোতিঃশব্দের পাঠ করেন ।  
যথা—“দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন ।” [ কথং...  
দিত্যাহ ] সমানরূপে উভয় শাখায় জ্যোতিঃশব্দ পঠিত হইয়াছে, অথচ

\* একেবারে কাণুশাখিনাং অন্ত্রে অসতি অল্পশব্দে অভিধানান্নেহপি জ্যোতিষা জ্যোতিঃ-  
শব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যত ইতি শেবঃ ।—যদিও কাণুশাখার অল্পশব্দের পাঠ নাই, না থাকিলেও  
তাহাদের পাঠে যে জ্যোতিঃশব্দ আছে, সেই জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা তাহাদের পঞ্চ সংখ্যার  
পূরণ হয় ।

বন্দিং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যয়া  
 কেবাঞ্চিদৃগৃহতে কেবাঞ্চিমেতি, অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ।  
 মাধ্যন্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ  
 নাস্মিন্মন্ত্রান্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি তদলাভাত্তু  
 কাণুনানাং ভবত্যাপেক্ষা। অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেহপি মন্ত্রে  
 জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে। যথা সমানেহপ্যতিরাত্রে বচন-  
 ভেদাৎ ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণে তদ্বৎ। তদেবং ন তাবৎ

যথা অতিরাত্রের ষোড়শিনঃ গৃহীতি ন গৃহীতি ইতি বাক্যভেদাৎ বিকল্পঃ  
 তদ্বৎ শাখাভেদেন অন্নপাঠাপাঠাভ্যাং জ্যোতিশো বিকল্প ইত্যর্থঃ। নহু  
 ক্রিয়ায়াং বিকল্পো যুক্তান বস্তুনীতি চেষ্টা; সত্যম। অত্রাপি শাখাভেদেন  
 নাম্না জ্যোতিঃসংহিতা বা পঞ্চ প্রাণাদয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতা স্তন্মনসাহিত্যপ্রভেদ-  
 য়ামিত ধ্যানাক্রিয়ায়াং বিকল্পোপপত্তিরিত্যনবদ্যম্। উক্তং প্রধানত্বাশঙ্ক্য  
 মুপসংহবাত তদেবামতি। তথাপি স্মৃতিযুক্তিভ্যাং প্রধানমেব জগৎকারণ-  
 মিত্যত আহ—স্মৃতিতি। [ বহুপ্রভা। ]

৩২। এক শাখায় পঞ্চ সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত গৃহীত হয়, মন্ত্র শাখা? নহে,  
 ২২র কারণ কি? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ কেহ কেহ বলেন, অপেক্ষার ভিন্নতা  
 আছে। [ মাধ্য ৩৮২ ] মাধ্যানন্দনাগীরা (মাধ্যন্দিন - বজ্রকোন্দের শাখা  
 বিশেষ) প্রোক্ত মন্ত্রের অমুরূপ মন্ত্র পাঠ কবেন, তাহাতে তাঁহারা পঞ্চ-  
 জন স্থানীয় প্রাণাদিপঞ্চক প্রাপ্ত হন। স্তত্রাং অস্ত্র মন্ত্রের জ্যোতিঃ শব্দ  
 তাঁহাদের নিরাকাজ্ঞ থাকে। কাণুশাখীদিগের পাঠে উহার উল্লেখ নাহ,  
 স্তত্রাং তাহাদের পাঠে উহার (জ্যোতিঃ শব্দের) অপেক্ষা আছে। মন্ত্র  
 সমান হইলেও অপেক্ষার ভেদ থাকার এক শাখায় জ্যোতিঃশব্দের গ্রহণ  
 এবং অস্ত্র শাখায় তাহার অগ্রহণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অতিরাত্র (যজ্ঞবিশেষ)।  
 অতিরাত্র বাগ সকল শাখায় সমান; পরন্তু উপদেশ বাক্যের ভিন্নতা থাকায়  
 ষোড়শি-পাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণ উভয়ই হইয়া থাকে। [ তদেবং  
 হরিষ্যোতে ]\* প্রশংসিত কারণে প্রধান (সাংখ্যের প্রকৃতি) স্মৃতি প্রসিদ্ধ  
 নহে অর্থাৎ স্মৃতিতে প্রধানের প্রতিপাদন নাই। স্মৃতিতে ও

অতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি, স্মৃতিত্য়ায়প্রসিদ্ধী তু  
পরিহরিষ্যেতে ॥ ১৩ ॥

## কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ- দিস্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ \*

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং, প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং  
গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাম্, প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানশ্রু-  
তি

অথ সমন্বয়লক্ষণে কেয়মকাণ্ডে বিবোধাবিবোধচিন্তা ভবিতা হি তন্তাঃ  
স্থানমবিরোধলক্ষণমিত্যত আহ ।—“প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণ” ইতি । অয়মর্থঃ—  
নানৈকশাখাগততত্ত্বাক্যালোচনবা বাক্যার্থাবগমে পর্য্যবসিতে সতি প্রমা-  
ণাস্তরবিরোধেন বাক্যার্থাবগতেরপ্রামাণ্যমশঙ্ক্যাবিরোধব্যাংপাদনেন প্রা-  
মাণ্যব্যবস্থাপনমবিবোধলক্ষণার্থঃ । প্রাসঙ্গিকত্ব তত্র সৃষ্টিবিষয়াণাং বা-  
ক্যানাং পরস্পরমবিরোধপ্রতিপাদনং ন তু লক্ষণার্থঃ । তৎপ্রয়োজনঞ্চ  
তজ্জৈব প্রতিপাদয়িষ্যতে ইহ তু বাক্যানাং সৃষ্টিপ্রতিপাদকানাং পরস্পর-  
বিবোধে ব্রহ্মণি অগদ্যোনৌ ন সমন্বয়ঃ সেক্ষুমহতি । তথা চ ন অগৎকারণ-  
ত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণং ন চ তত্র গতিসামান্যং ন চ তৎসিদ্ধয়ে প্রধানস্যাগদ্য-  
প্রতিপাদনং তদ্বাক্যানাং বিবোধাবিবোধাত্ম্যমুক্তার্থক্ষেপসমাধানাত্ম্যং  
সমন্বয় এবোপপাদ্যত ইতি সমন্বয়লক্ষণে সঙ্গতমিদমধিকবণম্ ।

বাক্যানাং কাৰণে কার্যো পবস্পরবিবোধতঃ ।

সমন্বয়োঅগদ্যোনৌ ন সিধ্যতি পরাস্তানি ॥

যে প্রধানের উল্লেখ আছে—সে উল্লেখের তাৎপর্য পশ্চাৎ প্রদর্শিত  
হইবে ।

ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তেব প্রতিপাদ্য, এ  
কথাও বলা হইয়াছে । প্রধান অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি যে বৈদিক নহে,  
বেদপ্রতিপাদ্য নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে । পুনর্বার এই আশঙ্কা

\* দ্বিগীতেষপি আকাশাদিষু স্বজ্যমানেষু স্রষ্টরি বিধানং নাতীতি পূরণম্ । যেতুমাহ—  
কারণত্বেনেতি । বিস্তরয় তাবো, —সৃষ্টিবিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও প্রভা বিষয়ে  
যিকোনো বা বিভিন্ন নত নাই ।

শব্দত্বম্ । তত্ত্বৈদমপরমাশঙ্ক্যতে । ন জন্মাদিকারণত্বং  
ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতি-  
পাদয়িতুং শক্যম্ । কস্মাৎ । বিগানদর্শনাৎ । প্রতিবেদান্তং  
হুত্বান্ধা সৃষ্টিরূপলভ্যতে ক্রমাদিবৈচিত্র্যং । তথা হি, কচি-  
দাত্মন আকাশঃ সন্তুতঃ ইত্যাকাশাদিকা সৃষ্টিরান্মায়তে,  
কচিতেজ আদিকা—তত্ত্বৈজোহসৃজতেতি, কচিৎ প্রাণাদিকা  
—স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছদ্ধামিতি । কেচিৎ অক্রমৈব লোকা-  
নাং পত্তিরান্মায়তে—“স ইমাল্লোকানসৃজতাস্তোমরীচিশ্র-  
মাপ” ইতি । তথা কচিদসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—“অসদা

। সধেব সোম্যেদমগ্রাসীদিত্যাঙ্গীনাং কারণবিষয়ানামসদা ইদমগ্র আনী-  
দিত্যাদিতিক্কাট্যৈঃ কারণবিষয়ৈর্কিরোধঃ কার্যবিষয়ানামপি বিভিন্নক্রমা-  
ক্রমেণপাত্তপ্রতিপাদকানাং বিরোধঃ । তথা কানিচিদন্তকর্তৃকাং জগদুৎ-  
পত্তিমাচক্ষতে বাক্যানি কানিচিৎ স্বয়ংকর্তৃকাম্ । সৃষ্ট্যা চ তৎকার্যেণ  
তৎকারণতয়া ব্রহ্ম লক্ষিতম্ । সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তৌ তৎকারণতয়াং ব্রহ্ম-  
লক্ষণে বিপ্রতিপত্তৌ সত্যং ভবতি তদ্ব্যক্যে ব্রহ্মণ্যপি বিপ্রতিপত্তিঃ ।  
তন্মাদব্রহ্মণি সমস্বরাভাবায় সমস্বয়গম্যং ব্রহ্ম । বেদান্তান্ত কৰ্ম্মাদিপ্রতি-  
পাদনে কৰ্ম্মবিধিপরতরোপচরিতার্থা অবিবক্ষিতার্থা বা অপোপযোগিনঃ  
ইতি প্রাপ্তম্ । জন্মানীত্যাঙ্গিগ্রহণেনাক্রমোগৃহ্যতে । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

সৰ্গক্রমবিবাদেহপি ন স স্তম্ভায় বিদ্যতে ।

সতত্বসম্বচোভক্ত্যা নিরাকার্যতয়া কচিৎ ॥

উৎপাদিত হইতেছে যে, ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদা-  
ন্তের প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্য্য, এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই নহে । কারণ এই যে,  
বিরুদ্ধবাদ দেখা যায় । [ প্রতি...ক্রিয়ত ইতি ] অত্যেক বেদান্তে ভিন্ন  
ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে । কোন কোন বেদান্তে  
“আত্মা হইতে আকাশ” এবংপ্রকারে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি হওয়ার কথা  
আছে । কোন কোন বেদান্তে “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন” ইত্যাদি ক্রমে  
তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে । “তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, পরে প্রাণ  
হইতে শ্রদ্ধা” ইত্যাদি ক্ষতিতে প্রাণপূর্ব্বিকা সৃষ্টি অভিহিত হইয়াছে ।

ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজ্জায়তেতি,” “অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসর্বমভবৎ” ইতি চ। কচিদসদ্বাদ-  
নিরাকরণেন সংপূৰ্ণকী প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে—“তদ্বৈক  
আহরসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যুপক্রম্য, “কুতস্ত খলু  
সোমৈব্যং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়তে” ইতি,  
“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিতি” । কচিৎ স্বয়ংকর্তৃকৈব

ন ভাবদান্তি সৃষ্টিক্রমে বিধানং শ্রুতীনাং বিরোধোৎ। তথাহি—অনেক-  
শিল্পপৰ্য্যবদাতোদেবদত্তঃ প্রথমং চক্রদণ্ডাদি কারণমুৎপাদ্যাহু তদুপকরণঃ  
কুন্তং কুন্তোপকরণস্বাহরত্বাদকং উদকোপকরণঞ্চ সংঘবনেন গোধূমকণি-  
কানাং কয়োতি পিণ্ডং পিণ্ডোপকরণস্ত পচাত ঘৃতপূর্ণং তদস্ত দেবদত্তস্ত সর্ব-  
ত্রৈত্বান্ন কৰ্ত্তব্যং শক্যং বক্তুং দেবদত্তাচ্চক্রাদি সত্ত্বতং তস্মাচ্চক্রাদেঃ কুন্ত-  
দীতি। শক্যঞ্চ দেবদত্তাৎ কুন্তঃ সমুদ্ভূতস্তস্মাদ্ভদ্রকাহরণাদীত্যাदि। ন  
হস্ত্যসম্ভবঃ সর্বত্রান্নি কার্য্যজ্ঞাতে ক্রমবতাপি দেবদত্তস্য সাক্ষাৎ কৰ্ত্তৃরনু-  
স্মৃতত্বাৎ তথেষাপি যদ্যপ্যাকাশাদিক্রমেণৈব সৃষ্টিস্থতাপ্যাকাশানলানিলাদৌ  
তত্র তত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্য কৰ্ত্তব্যং শক্যং বক্তুং পরমেশ্বরাদীকাশঃ সমুদ্ভূত  
ইতি শক্যঞ্চ বক্তুং পরমেশ্বরাদনলঃ সমুদ্ভূত ইত্যাदि। যদি ত্বাকাশাষ্ম-  
কায়োত্তেজ ইত্যুক্তা তেজসো বায়ুরায়োরাকাশ ইতি ত্রয়াৎ ভবেদ্বিরোধো  
ন চৈতদসিদ্ধি। তস্মাদম্ভাসবিবাদঃ শ্রুতীনাম্। এবং ‘স ইমান্ লোকান-  
সৃজত’ ইত্যক্রমাভিধায়িত্বাপি প্রতিবিরুদ্ধা। এষা হি স্বব্যাপারমভিধান-

কোন কোন প্রতিতে যুগপৎ সর্বসৃষ্টির কথাও আছে। যথা—“তিনি এই  
সমস্ত লোক সৃজন করিলেন।” আবার অত্র প্রতিতে অভাবপূৰ্ণিকা সৃষ্টি  
কথিত হইয়াছে। যথা—“এই জগৎ পূৰ্বে অসৎ বা অভাবাত্মক ছিল, গচ্চাৎ  
ইহা সং অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়াছে।” কোন কোন প্রতি অভাববাদ  
নিষেধ করুতঃ সত্যদের প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন। যথা—“কেহ কেহ  
বলেন, এ/সকল অসৎ ছিল অর্থাৎ কিছুই ছিল না।” প্রতি এই কথা  
বলিয়াই বলিয়াছেন, “হে সোম্য। তাহা কি প্রকারে হইবে? কি প্রকারে  
অসৎ (অভাব) হইতে সত্তের (ভাবের) জন্ম হইবে? অতএব হে সোম্য।  
এ সকল সং-ই ছিল।” এতদ্বিন্ন অন্য একটা প্রতি আছে, তাহাতে কথিত  
হইয়াছে, তাহা এ সকল আপনা আপনি হইয়াছে অর্থাৎ ইহার কৰ্ত্তা

ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে—“তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ  
তন্মামরূপাত্ম্যমেব ব্যাক্রিয়ত” ইতি । এবমনেকধা বিপ্রতি-  
পত্তেৰ্ভস্তুনি চ বিকল্পস্যানুপপত্তেৰ্ণ বেদান্তবাক্যানাং জগৎ-  
কারণাবধারণপরতা শ্রীয়া । স্মৃতিশ্রায়প্রসিদ্ধিভ্যাস্তু কার-  
ণান্তরপরিগৃহো ন্যায্য ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । সত্যপি  
প্রতিবেদান্তং সৃজ্যमानেন্দ্ৰাকাশাদিষু ক্রমাदिद्वारके विगाने

मक्रमेण कूर्कटी नाभिधेरानां क्रमं निरुणक्ति । ते तु यथाकृमावाहता  
एवाक्रमेणोच्यन्ते । यथा क्रमवाङ्म ज्ञानान् ज्ञातानीति । तदेवमवि-  
गानम् । अत्रापेते तु विगानमुच्यते अष्टौ षष्ठेऽविगानां न तु अष्टवि ।  
अष्टौ तु सर्ववेदान्तवाक्यसमुदायः परमेश्वरः प्रतीयते नात्र प्रतिविगानं  
मात्रमाप्यति । न च सृष्टिविगानं अष्टवि तदधीननिरूपणे विगानमावहतीति  
वाच्यम् । न ह्येव अष्ट्विमात्रेणोच्यतेऽपि तु सत्यां ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादिना  
रूपेणोच्यते अष्टौ । तच्चास्य रूपं सर्ववेदान्तवाक्यानुगतम् । तज्ज्ञानं  
फलवत् । ‘ब्रह्मविद्याप्रोति परं त्वरति शोकमाश्रयिन्’ इति श्रुतेः । सृष्टि-  
ज्ञानं तु न फलं श्रयते तेन फलवत्समिधावफलं तदङ्गमिति सृष्टिविज्ञानं  
अष्ट्विमात्रविज्ञानं तदङ्गं न सद्ब्रह्मज्ञानावतावोपायतया व्याख्येयम् । तथा  
च श्रुतिः ।—‘अग्नेन सोम्य शुक्लेनापोमूलमरिच्छ’ इत्यादिका । उपनिषेण  
कार्येणेति वाच्यं । तन्माम् सृष्टिविप्रतिपत्तिः अष्टौ विप्रतिपत्तिमावहति ।  
अपि तु षष्ठे षष्ठ्यावकल्पनेति तदङ्गं तत्रा व्याख्येयम् । यच्च कारणे

नाह । यथा—“पूर्वे ए जगत् अव्याकृत ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎ-  
নামের ও জগৎরূপের দ্বারা তাহা ব্যাকৃত ( বিষ্টি ) হইয়াছে ।” [এব  
দিষ্টোক্তেঃ] এইরূপ এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি ( বিরুদ্ধ মত ) আছে ।  
যাহা বস্তু তাহা একরূপ বা একপ্রকার হওয়াই উচিত বিধায় সমস্ত  
বেদান্তকে জগৎকারণনিষ্ঠারক বলিতে পার না । অর্থাৎ বেদান্তের দ্বারা  
এককারণবাদ সিদ্ধ হয় নী । সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ও শ্রায়প্রসিদ্ধ অস্ত  
কাবণের গ্রহণ বা স্বীকার করাই উচিত । ব্যাস এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত  
হইয়া বলিতেছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে সৃজ্যমান আকাশাদি  
উৎপত্তির ক্রমের ভিন্নতা দেখা যায়, তথাপি উৎপাদকের বা অষ্টার সম্বন্ধে  
কোনরূপ বিরুদ্ধবাদ নাই । কেননা, এক বেদান্তে যে অষ্টার বা বেদজগৎ-



ন অর্করি কিঞ্চিদ্ভিগানমস্তু । কৃতঃ । যথাব্যাপদিকৌক্তেঃ ।  
 যথাভূতো হ্যেকস্মিন্ বেদান্তে সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরঃ সর্বাত্মকো-  
 হিত্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যাপদিক্তেঃ, তথাভূত এব বেদান্তান্তরে-  
 যপি ব্যাপদিশ্রুতে । তদ্ব্যথা, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মে”তি ।  
 অত্র তাবজ্জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্বিষয়েণ কাময়িতৃষ্বচনেন  
 চেতনং ব্রহ্ম ন্যরূপয়দপরপ্রযোজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমব্রবীৎ ।  
 তদ্বিষয়েণৈব পরেণাত্মশব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চান্ত-  
 রনুপ্রবেশনেন সর্বেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ । বহু  
 সাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ বহুভবনাশংসনেন স্বজ্য

বিগানমসদ্বা ইদমগ্রআসীদিত্তি তদপি, তদপ্যেব মোকোভবতীতি পূৰ্ণ-  
 প্রকৃতং সদ্ব্রহ্মাকৃত্যাহসদেবেদমগ্রআসীদিত্ত্যচ্যমানং ত্বসতোহভিধানেন্হস-  
 স্বকং জ্ঞাৎ । প্রত্যস্তরেণ চ মানান্তবেণ চ বিরোধঃ । তস্মাদোপচারিকং  
 ব্যাখ্যায়ম্ । তদ্বৈক আত্মবসদেবেদমগ্র আসীদিত্তি তু নিরাকার্যাত্যোপ-  
 স্তম্বমিতি ন কাৰণে বিবাদ ইতি । হুত্রে চ-শব্দার্থঃ । পূৰ্ণগন্ধঃ নিবৰ্ত্ত-  
 যতি।—আকাশাদিষু স্বজ্যমানেষু ক্রমবিগানেহপি ন অষ্টরি বিগানম্ । কৃতঃ ।  
 যথৈকজ্ঞাং প্রত্যৌ ব্যাপদিক্তেঃ পবমেশ্ববঃ সর্বস্ত কৰ্ত্তা তথৈব প্রত্যস্তরেবৃক্কেঃ ।  
 কেন রূপেণ, কাবগত্বেন । অপবঃ কল্পো যথা ব্যাপদিক্তেঃ ক্রম আকাশাদিষু,  
 আত্মন আকাশঃ সমুত আকাশাদিষু ক্রমোরগিরগিরগেরাপোহস্তাঃ পৃথিবীতি,  
 তথৈব ক্রমস্যানপবাধনেন তত্ত্বজ্ঞেহস্বজতেত্যাদিকার্যা অপি সৃষ্টেক্তেন

কারণের উপদেশ, অত্র বেদান্তেও সেই অষ্টার বা সেই জগৎকারণের  
 উপদেশ দেখা যায় । [ যথাভূতো...দিশ্রুতে ] এক বেদান্তে বজ্রপ সর্বজ্ঞ  
 সর্বেশ্বর সর্বাত্মক অবিতীয় কারণ কথিত হইয়াছে, সমস্ত বেদান্তে  
 তজ্জপ কারণই কথিত হইয়াছে । [ তদ্ব্যথা . ইতি চ ] যথা—“ব্রহ্ম  
 সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ।” এ প্রতি জ্ঞানশব্দ বিশেষণ দিয়া এবং “তিনি  
 কামনা ( ইচ্ছা ) কারণেন,” এইরূপ বলিয়া বুঝাইয়াছেন, “ব্রহ্ম চেতন  
 পদার্থ ।” “তিনি পরপ্রযোজ্য নহেন,” এ কথাই দ্বারাও স্বরূপকারণবাদ  
 প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহারই পরে আত্মশব্দ আছে, সেই আত্মশব্দের  
 দ্বারা দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মই আমাদের অন্তরাত্মা । তিনি শরীরাদি কোশ

মানানাং বিকারাণাং স্ফুটরভেদমভাসত । তথা "ইদং সর্ব-  
মসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দেশেন প্রাক্  
স্ফুটরদ্বিতীয়ং স্ফুটারমাচক্ষে । তদত্র যল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণ-  
ত্বেন বিজ্ঞাতং তল্লক্ষণমেবান্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে । সদেক  
সৌম্যোদমগ্নু আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাৎ  
প্রজায়েয়েতি, তন্ত্বেছোহসৃজতেতি । তথা, আত্মা বা  
ইদমেক এবাহগ্নু আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিমং, স একত  
লোকান্মসৃজা ইতি চ । এবজ্ঞাতীয়কস্য কারণস্বরূপানিরূপণ-  
পরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থহাৎ । কার্য্য-  
বিষয়ন্তু বিগানং দৃশ্যতে । কচিদাকাশাদিকা সৃষ্টিঃ কচিভ্বেজ

সৃষ্টাবপি বিগানম্ । নব্বেকত্রায়ান আকাশকাবগয়েনোক্তিবন্যত্র চ তেজ-  
কাবগয়েন তৎকণমবিগানমত আহ ।—“কারণয়েন” ইতি । হেতৌ তৃতীয়া ।  
সর্বত্রাকাশানলানিলাদৌ সাক্ষাৎকাবগয়েনোদ্বয়ঃ । প্রপাক্ততৎকৃতদধস্তাৎ ।  
পরম্পরার দ্বাবা অন্তঃপ্রবিষ্টেব জ্ঞায় আছেন । “আমি বহু হইব” এ  
অংশের দ্বারা বলা হইয়াছে, বুঝান হইয়াছে, যে-কিছু সৃজ্যমান পদার্থ—  
সমস্তই সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টা হইতে অভিন্ন । অর্থাৎ তিনিই জগদাকাশের  
ভাসমান হইতেছেন । অপিচ, “এ যে কিছু—এ সমস্তই তিনি সৃষ্টি  
করিয়াছেন ।” এই বাক্যের দ্বাবা বলা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র  
স্রষ্টা ছিলেন । এই সকল প্রতিতে যে কাবগরূপী ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইতেছেন  
অন্ত প্রতিতেও সেই ব্রহ্ম বা তল্লক্ষণ ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হইয়াছেন । যথা—“হে  
সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এ সকল একমাত্র সৎ-ই ছিল ।” (অদ্বয় কারণই  
ছিল) । “এক অদ্বিতীয় পদার্থই ছিল ।” “সেই সৎ আলোচনা করিলেন,  
আনি বহু হইব ও প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব ।” “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন ।”  
“সৃষ্টির পূর্বে এ সকল আত্মা ছিল, আত্মাতেই পর্য্যবসর ছিল, আত্মা ভিন্ন  
অন্ত কিছু ছিল না ।” “সেই আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক  
সমূহ সৃজন করিব ।” [ এবং. প্রসঙ্গাৎ ] প্রত্যেক বেদান্তে জগৎকারণের  
স্বরূপ নির্ণায়ক এইরূপ এইরূপ বাক্য আছে পরন্তু সে সকলের অর্থ আক-  
র্ষিত অর্থাৎ পরম্পর অবিরুদ্ধ । অপিচ, কারণ প্রতিপাদন পক্ষে সমস্ত

আদিকেত্যেবঞ্জাতীয়কম্ । ন চ কার্য্যবিষয়েণ বিগানেন কারণমিতি সর্ববেদান্তেষু বিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতীতি শক্যতে বক্তুং, অতিপ্রসঙ্গাৎ । সমাধাস্যতি চাচার্য্যঃ কার্য্যবিষয়ং বিগানং ‘ন বিয়দশ্রুতে’রিত্যারভ্য । ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতব্যমপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ । ন হ্যয়ং সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপাদয়িষিতঃ । ন হি তৎপ্রতিবন্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রুতে বা । ন চ কল্পয়িতুং শক্যতে । উপক্রমোপসংহারাত্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ে-  
র্বাচ্যৈঃ সাক্ষৈকবাক্যতয়া গম্যমানত্বাৎ । দর্শয়তি চ সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থতাম্ ‘অন্মেন সৌম্য !

বেদান্তের ঐকমত্য দেখা যায় । তবে যে কার্য্যপ্রতিপাদন ( সৃজ্যমান বস্তুর সৃষ্টি বিঘ্নক ক্রমের উপদেশ ) বিষয়ে বিগান ( ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ ) দেখা যায়, যথা—কোন বেদান্তে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি, কোন বেদান্তে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি । এ সকল ব্রহ্মকারণবাদের ক্ষতিকারক নহে । কার্য্যের বিগান আছে, ভিন্ন ভিন্ন ঐগালীতে সৃষ্টির উপদেশ আছে, তাই বলিয়া কারণ ব্রহ্মও বিগীত, এরূপ বলিতে পার না । কার্য্য বিভিন্ন প্রকার সূতরাং কারণও বিভিন্ন, এ অতিপ্রায় অধুক্ত । ( অর্থাৎ তাহা ঐতির অভিপ্রেত নহে ) । ঐরূপ বলিতে গেলে অতিপ্রসঙ্গ \* দোষ হইবে । [ সমা...গম্যমানত্বাৎ ] আচার্য্য ব্যাস “ন বিয়দশ্রুতেঃ” ইত্যাদি শ্রুতে কার্য্যবিঘ্নক বিরুদ্ধ মতের সমাধান করিবেন । সৃষ্টিপ্রতিপাদন ইষ্ট নহে; সূতরাং তদ্বিঘ্নক বিরোধ বিরোধ বলিয়া গণ্য নহে । সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উপদেশ করা ঐতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে । কারণ, সৃষ্টিজ্ঞানে কোনরূপ পুরুষার্থ দৃষ্ট হয় না । ঐতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ জ্ঞানের পুরুষার্থতা ( ফল ) বলেন নাই, কল্পনাতেও তাহা লক্ষ হয় না । উপক্রমের ও উপসংহারের দ্বারা জানা যায়, সৃষ্টিবাক্য সকল ব্রহ্মবাক্যের সহিত মিলিয়া ব্রহ্ম-অর্থই প্রকাশ করে । [ দর্শয়তি...ইতি ] ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টি বর্ণনা, এ কথা ঐতিও বলিয়াছেন । যথা—“হে সৌম্য ! পৃথিবীরূপ শূন্যের ( কার্য্যের )

\* অতিপ্রসঙ্গ—অভিযাতি । অর্থাৎ বাহ্য ব্রহ্ম নহে তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণ থাকায় ।

শুঙ্গেনাপোমূলমবিশ্চাহ্ৰিঃ সৌম্য ! শুঙ্গেন তেজোমূল-  
মবিশ্চ তেজসা সৌম্য ! শুঙ্গেন সমূলমবিশ্চেতি ।” যুদাদি-  
দৃষ্টান্তেষ্চ কার্যস্য কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চঃ  
জ্ঞাব্যত ইতি গম্যতে । তথা চ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি,—

“মূলৌহবিশ্ফুলিঙ্গাদ্যোঃ সৃষ্টিৰ্থা চোদিতাহন্থথা ।

উপায়ঃ সৌহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥” ইতি ।

ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বন্ধস্ত ফলং শ্রুয়তে “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি  
পরং” “তরতি শোকমাত্মবিং” “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যু-  
নেতি” ইতি চ । প্রত্যক্ষাবগমক্ষেদং ফলং “তত্ত্বমসি” ইত্য-  
সংসারীয়াত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যং সংসারীয়াত্বব্যাবৃত্তেঃ । ৫৭

ব্যাক্রিয়ত ইতি চ কর্মকর্তরি কর্মণি বা রূপম্ । ন চেতনমতিরিক্তং কর্তারং  
প্রতিক্রিপতি কিন্তুপস্থাপয়তি । ন হি লুপ্তে কেদারঃ স্বপ্নমেবেতি বা  
লুপ্তে কেদার ইতি বা লবিতারং দেবদত্তাদিঃ প্রতিক্রিপতি । অপি  
ইপস্থাপয়তোব । তন্মাং সর্বমবদাতম্ ।

দ্বারা জলের অল্পমান কর, জলের দ্বারা তেজের, তেজের দ্বারা তেজো-  
মূল সত্তের অল্পমান কর ।” ইহাও প্রতীত হয় যে, প্রতি মৃত্তিকা-শুঙ্গের  
দৃষ্টান্তে কারণের সহিত কার্যের অভেদ দেখাইবার জন্য সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বলি-  
য়াছেন । ( কুস্তের কারণ মৃত্তিকা, তাহা কুস্ত হইতে ভিন্ন নহে । তাহা  
মৃত্তিকাই ) । এ তব্ব অধ্যাপক পরম্পরাতেও প্রথাযত । যথা—“শাস্ত্রে যে  
মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি  
বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল ব্রহ্মতব্ব বুঝাইবার উপায়-মাত্র । ফলকরে  
কোনরূপ ভেদ নাই ।” [ ব্রহ্ম...বৃত্তেঃ ] শাস্ত্রে যে ফলপ্রতি আছে,  
সে সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞান সম্বলিত । অর্থাৎ মুক্তি প্রভৃতি ফল ব্রহ্মজ্ঞানবশিষ্ট ;  
ব্রহ্মজ্ঞানবশিষ্ট নহে । যথা—“ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ।” “আত্মজ  
পূর্ববই শোক হইতে উত্তীর্ণ হন ।” “ঈব ওঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতি-  
ক্রম করে ।” ইত্যাদি । ঐ ফল (মোক্ষ) প্রত্যক্ষ-গম্য (প্রত্যক্ষ-প্রতি-  
পদ্যমান) । “তিনিই তুমি” এই মহাবাক্যের দ্বারা আত্মার (আগনার)  
সংসারিত্ব নিশ্চয় হইলে তখন আর সংসারিত্ব থাকে না, বিনিময় হয় ।

পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতং “অসদ্ধা ইদমগ্রু আসীৎ” ইত্যাদি তৎ পরিহর্তব্যম্ । অত্রোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

### সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥ \*

অসদ্ধা ইদমগ্রু আসীদিতি নাত্রাসম্মিরাত্মকং কারণত্বেন  
 প্রাব্যতে । যতঃ, অসম্মেব স ভবত্যসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।  
 অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ সন্তমেনং ততো বিদ্বঃ, ইত্যসদ্ধাদাপ-  
 বাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্মান্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগা-  
 'জ্ঞানং নির্ধার্য “সোহকাময়ত” ইতি তমেব প্রকৃতং সমা-  
 কৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ প্রাবয়িত্বা “তৎ সত্যমিত্যা-

সদাশ্চসমাকর্ষাদতীজ্রযার্থকাসংপদেন এক লক্ষ্যত ইত্যাহ— তস্মাদিতি ।  
 ন চ প্রধানমেব লক্ষ্যতামিতি বাচ্যম্ । চেতনার্থকব্রহ্মাদিশব্দানামনেকেষাং  
 লক্ষণাগৌরবাদিতি ভাবঃ । তিস্তিবিশ্বতো সূত্রং যোজ্যম্ । ছান্দোগ্যাদৌ  
 যোজ্যম্—এইবেতি । সদেকার্থকতৎপদেন পূর্বোক্তাসতঃ সমাকর্ষাৎ  
 শূন্যত্বমিত্যর্থঃ । নবসংপদলক্ষণা ন যুক্তা স্মৃতিভেদে চ স্বমতভেদেনোদিতা-  
 [যৎ...অত্রোচ্যতে] বাদৌ যে কাবণবিষয়ক মতদ্বৈধ প্রদর্শন করিয়া-  
 ছিলেন, তাহাও পরিহার্য্য । পরিহার্য্য বলিয়া সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত  
 হইতেছে ।

সৃষ্টির পূর্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এ বাক্যে নিরাস্বক অভাব পদার্থকে  
 কারণ বলা হয় নাই । কারণ, এই স্থানে “যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে  
 তবে সে নিজেও অসৎ এবং যে অস্তি বলিয়া জানে লোকে তাহাকে সৎ  
 বলিয়া জানিবে ।” এইরূপ বাক্যে অসত্বেব (অভাবের বা অব্রহ্মভাবেব)  
 নিন্দা অভিহিত হইয়াছে । অনন্তব অসদ্বিপরীত সৎ ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে  
 নির্ণয় করিয়া, উপদেশ করিয়া, তাদৃশ সৎ ব্রহ্মকে “তিনি কামনা করিলেন”  
 এই বাক্যের দ্বারা আকর্ষণ ও তাহা হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ

\* সমাকর্ষাৎ তৎসদ্বাসীদিত্যাধিনা সত.সমাকর্ষণাৎ নাশিকাবণবিষয়কং বিগানমিতি  
 (শব্দ) —যাহা জগৎকারণ—তাহাতেও প্রোক্তমতভেদ নাই । কাবণ, সেই সেই স্থলে সত্তের  
 সাক্ষ্যমাত্র আছে । অর্থাৎ অসদ্ধা ইদমগ্রু আসীৎ” ইত্যাদি স্মৃতিতে অসৎ শব্দে নিবাস্তক  
 অভাব পদার্থ কথিত হয় নাই । এই সকল স্থলে অসৎ শব্দের অর্থ আবিদ্য ।

চক্ৰত” ইতি চোপসংহত্য “তদপ্যেব শ্লোকো ভবতি” ইতি তন্নিম্নেব প্রকৃতেহর্থে শ্লোকমিমমুদাহরতি “অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি । যদি হুসম্মিরাভ্রকমন্নিন্ শ্লোকে-  
 হতিপ্রয়েত ততোহন্যসমাকর্ষণেহুস্যোদাহরণাদসম্বন্ধং  
 বাক্যাপদ্যেত । তস্মান্নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ  
 সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাণ্ড-  
 পন্তেঃ সদেব ব্রহ্মা হুসদিবাসীদিভ্যুপচর্য্যতে । ঐযেবা-  
 হুসদেবেদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজনা । “তৎ সদাসী-  
 দিতি” সমাকর্ষণাৎ । অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ

হুদিতহোমবধিকল্পস্য দর্শিতবাদিত্যত আহ—তদ্বৈক ইতি । একে শাখিম  
 ইত্যর্থো ন ভবতি, কিন্তু অনাদিসংসারচক্রহা বেদবাহা ইত্যর্থঃ । শূন্য-  
 নিরাসেন ঋতিভিঃ সদ্ভাদস্যেবেষ্টদ্বাত্তালাং বিরোধক্ষুণ্টিনিরাসার লক্ষণা  
 যুক্তেতি ভাবঃ । যত্বেকং কচিদকর্ষকা সৃষ্টিঃ কথিতেতি তদ্বৈতাহ—তদ্বৈদ-  
 মিত্তি । অধ্যক্ষঃ কর্তা । নহু কর্তৃত্বাব এব পরামুত্তত ইত্যত আহ—  
 চেতনস্য চায়মিতি । চক্ষুর্দৃষ্টী শ্রোত্রং শ্রোতা মনো মন্তেভ্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ।  
 আদ্যাকার্য্যং সাকর্ষকং কার্য্যভাৎ ঘটবদিত্যাহ—অপি চেতি । অন্যদে

উক্তি করিয়া “সেই জ্ঞাত তাহাঁকে সত্য আখ্যা (নাম) দেওয়া হয়”  
 এবশ্রুকার কথার প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়া “এ সম্বন্ধে শ্লোক এই” এই বলিয়া  
 সেই প্রস্তাবিত সংপদার্থ বিবরক শ্লোকটিকে উদাহরণ দেখান হইয়াছে ।  
 [ যদি...ঐষ্টব্যম্ ] নিঃস্বরূপ অভাবাত্মক অসৎ উক্ত শ্লোকের বিবক্ষিত  
 হইলে, এক পদার্থ আকর্ষণ করিয়া অপর পদার্থ উদাহরণ দেওয়ার  
 বাক্যটী প্রলাপতুল্য হয় । বিশেষতঃ ব্যাকৃত ( বিকাশপ্রাপ্ত ) বস্তুই সং-শব্দে  
 অভিহিত হয় । ( বাহা বিস্পষ্ট হইয়াছে তাহাকেই সং বলে, আছে  
 বলে ) । সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে, ব্যাকৃত বা বিকাশপ্রাপ্ত জগৎপদার্থের  
 পূর্বাবস্থা অর্থাৎ অব্যাকৃত অবস্থা গ্রহণ করিলে অবশ্যই “পূর্বে সং ব্রহ্ম  
 ছিলেন” এ কথা সঙ্গত হইবে । “সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল” এ  
 ঋতিকেও ঐ অর্থে সংবোধন করিতে হইবে । কারণ, “সেই সং ছিলেন”  
 এইরূপে ঐ স্থানে সতেরই অনুবর্তন হইয়াছে । অসৎ-শব্দের অত্যন্তাভাব

সদাসীদিতি কিং সমাকৃষ্যেত । “তদ্বৈক আছরসদেবেদমগু আসীৎ” ইত্যত্রাপি ন ত্রুতাস্তরাতিপ্রায়োণায়মেকীয়মতো-  
পন্যাসঃ ক্রিয়ান্নামিব বস্তুনি বিকল্পস্যাসম্ভবাৎ । তস্মাচ্ছ্রুতি-  
পরিগৃহীতসংপক্ষদার্য্যায়ৈবাহয়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্যাহ-  
সংপক্ষসোপন্যস্য নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্ । “তদ্বৈদং তদ্য-  
ব্যাকৃতমাসী”দিত্যত্রাপি ন নিরধ্যক্ষস্য জগতো ব্যাকরণং  
কথ্যতে । “স এষ ইহ প্রবিষ্টে-আনখাগ্রেভ্যঃ” ইত্যধ্যক্ষস্য  
ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ । নিরধ্যক্ষে ব্যাক-  
রণাভ্যুপগমে হনস্তুরেণ প্রকৃতাবলম্বিনা স ইত্যনেন সর্ব-  
নান্না কঃ কার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যেত । চেতনস্য  
চায়মাত্মনঃ শরীরেহ্নুপ্রবেশঃ শ্রুয়তে, অনুপ্রবিষ্টস্য চেত-

---

ইদানীম্ । নহু কৰ্ম্মকারকাদন্যস্য কৰ্ত্ত্বুঃ সম্বন্ধে কৰ্ম্মণ এব কৰ্ত্ত্ববাচিলকারো  
বিকল্প ইত্যত আহ— ব্যাক্রিয়ত ইতি । অনায়াসেন সিদ্ধিমপেক্য কৰ্ম্মণঃ

---

অর্থ গ্রহণ করিলে “সেই সং” এ কথার কাহার আকর্ষণ হইবে ? ( বাহার  
স্বরূপ নাই, বাহা নিঃস্বরূপ, তাহার আকর্ষণ অসম্ভব ) । কেহ কেহ বলেন,  
“এই জগৎ পূর্বে অসং ছিল” এই বাক্যে মত-বিশেষ কথিত হইরাছে ।  
বস্তুতঃ তাহা হয় নাই । যেমন জ্ঞানের বিকল্প অসম্ভব, তেমনি, বস্তুবিকল্পও  
অসম্ভব । ( ঘট ঘটই, কাহার জ্ঞানে ঘট, কাহার জ্ঞানে পট, এমন হয় না ) ।  
এই কারণে বুঝিতে হইবে, সূচকল্পিত অসম্বাদ নিরাসের জন্ত ও সদাদের  
দৃঢ়তার জন্ত অতি ঐক্লব বাক্য বলিরাছেন । [ তদ্বৈদং...কৃষ্যেত ] তখন  
অর্থাৎ স্বপ্নের পূর্বে অব্যাকৃত ছিল, পশ্চাৎ ব্যাকৃত হইরাছে, এ বাক্যে  
নিরধ্যাক্ষ ব্যাক্রিয়া ( জগতের বিকাশ ) কথিত হয় নাই । কারণ, “তিনি  
স্বপ্নে জগতের নখাগ্রপর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট” এই অতি বলিতেছেন, যিনি  
এই জগতের প্রভী, অধ্যাক্ষ, তিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন । নিরধ্যাক্ষ  
বিকাশ স্বীকার করিতে গেলে “স” “শব্দের দ্বারা অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ  
অসম্ভব হইয়া পড়ে । ( জগৎ কর্ত্ত্বুশূন্য হইলে কে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট  
হইবে ? )” [ চেতনস্য...গ্রাহ ইতি ] দেখা যায়, অতিতেও তদা যায়,

নব্বিশ্রবণাং, “পশ্যাৎশচক্ষুঃ শৃণুন্ শ্রোত্রং মন্যানো মনঃ” ইতি । অপি চ যাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভাং ব্যাক্রিয়-মাণং জগৎ সাধ্যাক্ষং ব্যাক্রিয়তে, এবমাদিসর্গেহণীতি গম্যতে, দৃষ্টবিপরীতকল্পনানুপপত্তেঃ । শ্রুতাস্তুরমপ্যানেন জীবেনাঙ্গনানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাক্রিয়বাণীতি সাধ্যাক্ষমেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি । ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কৰ্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কৰ্ত্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ । যথালুপ্তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি । যদ্বা কৰ্ম্মণ্যেবেষ লকারো অর্থাক্ষিপ্তং কৰ্ত্তাস্তুরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ । যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥ ১৫ ॥

### জগদ্বাচিহ্নাং ॥ ১৬ ॥ \*

কৰ্ত্তৃমুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ । ব্যাক্রিয়তে জগৎ স্বয়মেব নিম্পন্নমিতি ব্যাখ্যায় কেনচিৎকৃতমিতি ব্যাট্টে—যদ্বোত । অতঃ পতীনাংবিরোধাৎ কারণ-দ্বারা সম্বয় ইতি সিদ্ধম । ( বহুপ্রভা ) ।

যিনি শরীরে অহুপ্রবিষ্ট হইলেন চৈতন । চৈতন আত্মাই শরীরে অহুপ্রবিষ্ট আছেন । এ কথা প্রতিতেও আছে । যথা—“দর্শনেব অন্য চক্ষুঃ দৃষ্টয়াছেন বা চক্ষুতে আছেন, শ্রবণেব অন্য শ্রবণ বা শ্রবণে—” ইত্যাদি । অ পচ, এখন যেমন জগৎ নামেব ও রূপেরদ্বারা ও অধ্যাক্ষের অধীনে হইয়া বিকাশিত হইতেছে—ও মনি প্রথম সৃষ্টিতেও ইহা অধ্যাক্ষের অধীনে বিকশিত (পব পর বিকাশ বা ক্রমসৃষ্টি) হইয়াছিল । দৃষ্টবিপরীত কল্পনা অহুত্ব বালয়ই এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য । এই কথা অন্য প্রতিতেও আছে । যথা—“সেই সং আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে অহুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ কবিব ।” বিকাশকর্ত্তা পরমেশ্বর সন্তেও আপন আপনি ব্যাকৃত হইয়াছে, একপ প্রয়োগ হইতে পারে । যেমন ছেল্লনকর্ত্তা শত্বেজ লোকে বলে, কেনার (কেনের আ'ল্) ছিল হইয়াছে, এই শ্রোত প্রয়োগও তজ্জপ জানিবে ।

\* কোষিতিক প্রাক্ষণে ব. পুংমাণা কৰ্ত্তা যেদিতব্যতঃরাতঃ স পরমেশ্বর এব । জগদ্বা



কৌষাটিকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশক্রসম্বাদে শ্রুয়তে,  
যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যস্ত বৈতৎ  
কৰ্ম্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি (কৌঃ ব্রাঃ অঃ ৪। কং ১৯)।  
তত্র কিং জীবো বেদিতব্যন্তেনোপদিশ্যতে, উত মুখ্যঃ প্রাণঃ,  
উত পরমাত্মেতি বিষয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তং। প্রাণ ইতি।  
কুতঃ। যস্য বৈতৎ কৰ্ম্মেতি শ্রবণাৎ। পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ  
কৰ্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ। বাক্যশেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈ-

নমু ব্রহ্ম তে ক্রবাণীতি ব্রহ্মাভিধানপ্রকরণাদুপসংহারে চ সৰ্বান্ পাপানো-  
হপহত্যা সৰ্কেবাঞ্চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাক্ষ্যং পর্যোতি য এবং বেদেতি  
নিরতিশয়কলশ্রবণাদব্রহ্মবেদনাদভ্যস্ত তদসম্ভবাৎ আদিভ্যচব্রাহ্মিগতপুরুষ-  
কৰ্ত্তৃত্বস্ত চ যস্ত বৈতৎকৰ্ম্মেতি চাত্তাসত্যবচ্ছেদে সৰ্বনাম্না প্রত্যক্ষসিদ্ধস্ত  
জগতঃ পরামর্শেন জগৎকৰ্ত্তৃত্বস্ত চ ব্রহ্মণোহন্তত্বাসম্ভবাৎ কণং জীবমুখ্যপ্রাণা-  
শ্রয়ত্বাৎ। উচ্যতে। ব্রহ্ম তে ক্রবাণীতি বালাকিনা গার্গ্যেণ ব্রহ্মাভিধানং  
প্রতিজ্ঞায় তত্তদাদিত্যাদিগতাব্রহ্মপুরুষাভিধানেন ন তাবদব্রহ্মোক্তম্। যস্ত  
চাজাতশক্রোৰ্যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা যস্য বৈতৎ কৰ্ম্মেতি  
বাক্যং ন তেন ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চাত্তদীয়েনোপক্রমেণাত্মস্য

কৌষাটিক-ব্রাহ্মণের বালাকি-অজাতশক্র-সংবাদ নামক সন্দর্ভে এইরূপ  
তথ্য দায়—“হে বালাকে! † যিনি এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা এবং এ সকল  
যাহার কৰ্ম্ম (কৰ্ত্ত্বকের ফল), তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে বিদিত হও।”  
এই কৌষাটিক-শ্রুতি যাহাকে জানিতে বলিভেছেন তিনি জীব? না প্রাণ?  
না প্রাণ? না পরমাত্মা? “এ সকল যাহার কৰ্ম্ম” এ অংশের দ্বারা পাওয়া  
যায়, প্রাণই জ্ঞেয়। পরিস্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কৰ্ম্ম বলে, সুতরাং তাহা  
প্রাণের আশ্রিত (অধীন)। ঐ প্রস্তাবের শেষ ভাগেও প্রাণের উল্লেখ  
আছে। যথা—“সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণে আসিয়া একত্র প্রাপ্ত হয়,

চিৎসং তাৎপর্যবশাৎ তত্র পুরুষশব্দস্য জগদ্ব্যবহাতিার্থঃ।—কৌষাটিক-ব্রাহ্মণে কথিত  
আছে, “যিনি পুরুষসমূহের কৰ্ত্তা, তিনিই জ্ঞেয়।” এখানে যে পুরুষ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ  
জগৎ। যিনি জগতের কৰ্ত্তা, জগৎ যাহার কৃতি বা কৰ্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাস্য। সুতরাং  
কৌষাটিক-ব্রাহ্মণোক্ত জ্ঞেয় পুরুষ পরমেশ্বর, অন্য নহে।

† বালাকি = উত্তরমক ব্রাহ্মণ। বালাক্য পুত্র।

কথা ভবতীতি প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণশব্দস্য চ সুখো প্রাণে  
প্রসিদ্ধত্বাৎ। যে চৈতে পুরস্তাহালাকিনাদিত্যে পুরুষশ্চন্দ্র-  
মসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দিষ্টান্তেষামপি ভবতি  
প্রাণঃ কৰ্ত্তা প্রাণাবস্থা বিশেষত্বাদাদিত্যাাদিদেবতান্নানাম্।  
কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মোক্ত্যাচকতে ইতি  
শ্রুতান্তরপ্রসিদ্ধেঃ। জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপ-  
দিষ্টতে তস্যাপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলক্ষণং কৰ্ম্ম শক্যতে আবিস্কৃতুং

বাক্যং শক্যং নিরুক্তম্। তন্মাদভ্যাতশ্চত্রোৰ্কাব্যাসন্ধপৌৰ্কাপৰ্য্যাপয়ালোচনয়া  
যোহস্যার্থঃ প্রতিভাতি স এব প্রাণঃ। অথ চ কৰ্ম্মশব্দস্তাবস্থাপ্যায়ৈ নিরুক্ত-  
রীতিঃ কার্যেণ ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তেত। ন চ রূঢ়ো সত্যং ব্যুৎপত্তি-  
যুক্তপ্রিয়তুম্। ন চ ব্রহ্মণ উদাসীনস্যাপরিণামিনোব্যাপারবত্তা। বাক্য-  
শেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকথা ভবতীতি শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ  
কল্পণো যত্রোপপত্তিঃ স এব বেদিতব্যতয়োপদিষ্টতে। আদিত্যাদিগত-  
পুরুষকর্তৃত্বক প্রাণস্যোপপত্ত্যাতে হিরণ্যগৰ্ভরূপপ্রাণাবস্থা বিশেষত্বাদাদিত্যাাদি-  
দেবতানাং কতম একো দেবঃ প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। উপক্রমাতুরোধেন  
চোপসংহারে সৰ্ব্বশব্দঃ সৰ্ব্বান্ পাপান ইতি চ সৰ্ব্বেষাং ভূতানামিতি আপে-  
ক্ষকবৃত্তির্কহ্ন পাপানো বহুনাং ভূতানামিত্যেবম্পরো দ্রষ্টব্যঃ। একস্মিন্  
বাক্যে উপক্রমাতুরোধোদ্রপসংহারোবর্ণনীয়ঃ। যদি তু দৃষ্টবালাকিমব্রহ্মণি  
এক্কাতিধায়িনমপোদ্যাজাতশ্চত্রোৰ্কাচনঃ একবিবরমেবান্যাথা তু তদ্ব্যক্তি বিশেষং  
বিবকোরব্রহ্মাতিধানমসম্বন্ধঃ স্যাदिति মন্ততে তথাপি নৈতদব্রহ্মাতিধানং  
তবিতুমিহিতি অপি তু জীবাতিধানমেব বৎ কারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য  
নিশিত হয়। [বে...প্রসিদ্ধেঃ] বালাকী যে আদিত্য পুরুষের ও চন্দ্র-  
পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণ সে সকল পুরুষেরও কৰ্ত্তা। কারণ,  
আদিত্যাদি দেবতা প্রাণেরই অবস্থা বিশেষ। এ কথা অন্য প্রতিতে আছে।  
যথা—“সে সকলের মধ্যে কোন্ দেব প্রধান? (উত্তর) প্রাণই প্রধান।  
(সমস্তই প্রাণের বিভূতি) প্রাণ ব্রহ্মনামে কথিত হন।” [জীবো...  
বোধরতি] অথবা কোষিতকি-প্রতি জীবকে জানিতে বলিয়াছেন।  
জীবেরও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্ম বিদ্যমান আছে। “এ সকল ব্যক্তির কৰ্ম্ম”  
এ কথাও জীবলঙ্গে সঙ্গত হয়। জীব ভোক্তা, ভোগ করেন, ঐ সকল

যস্য বৈ তৎ কশ্মেতি সোহপি ভোক্তৃহ্যন্তোগোপকরণভূতানা-  
মেতেবাং পুরুষাণাং কর্ত্তোপপদ্যতে । বাক্যশেষে চ জীব-  
লিঙ্গমবগম্যতে । যৎকারণং, বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্ত পুরু-  
ষাণাং কর্ত্তুর্বৈদনায়োপেতং বালাকিং প্রতিবোধয়িবুর-  
জাতশব্দঃ সূপ্তং পুরুষমামন্ত্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাং প্রাণাদী-  
নামভোক্তৃং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোৎথাপনাং প্রাণাদিব্যতি-

পুরুষাণাং কর্ত্তুর্বৈদনায়োপেতং বালাকিং প্রতি বোধয়িবুরজাতশব্দঃ সূপ্তং  
পুরুষমামন্ত্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাং প্রাণাদীনামভোক্তৃমশ্রমিত্বং প্রতিবোধ্য  
যষ্টিঘাতোৎথাপনাং প্রাণাদিব্যতিবিক্তং জীবং ভোক্তাবং শ্রমিনং প্রতিবোধ-  
য়তি । পরস্তাদপি—ভদযথা শ্রেষ্ঠী শ্বৈরুৎক্রে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি  
এবমেবৈব প্রজ্ঞাতৈরান্যভিভূক্তে এবমেতে আত্মান এতমাত্মানং  
ভুঞ্জন্তীতি শ্রবণাং । যথা শ্রেষ্ঠী প্রধানঃ পুরুষঃ শ্বৈরুৎক্রে কবণভূতৈর্কিষ-  
য়ান্ রুৎক্রে যথা বা স্বা ভৃত্যঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, তে হি শ্রেষ্ঠিনমশনান্নাদ-  
নাদিগ্রহণেন ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈব প্রজ্ঞাত্মা জীব এতৈরাদিত্যাদিগতৈরান্যভি-  
র্কিষয়ান্ ভুৎক্রে । তে হাদিত্যাদয় আলোকবৃষ্টিাদিনা সাচিব্যমাচরন্তো  
জীবাত্মানং ভোক্তব্যন্তি, জীবাত্মানমপি বজমানং তদ্বৎসৃষ্টহবিবাদানাদাদিত্যা-  
দয়োভুঞ্জন্তি তস্মাজ্জীবাত্মৈব ব্রহ্মণোহভেদাদব্রহ্মেহ বেদিতব্যতয়োপনিশ্চতে ।  
যস্য বৈতৎকশ্মেতি জীবপ্রযুক্তানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং কর্ম্ম জীবস্য ভবতি ।  
কর্ম্মজন্তুত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ম্মশব্দবাচ্যত্বং ক্রুতানুসারাৎ । তৌ চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ

পুরুষ তাঁহাব ভোগের উপকরণ, সূতবাং সে ভাবে তাঁহাকে ঐ  
সকলের কঠা বলা অসঙ্গত নহে । প্রস্তাবের শেষেও জীববোধক বাক্য  
আছে । বাজা অজাতশব্দ “পুরুষের কঠাই জেয়—তাঁহাকে জানি-  
বেক” এইরূপ বলিলে বালাকি পুরুষকর্ত্তাকে বুঝিবার জন্য, জানিবার  
জন্য, ব্যগ্র হইলেন । অনন্তর বাজা তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবার ইচ্ছায়  
প্রাণেব অভোক্তৃৎ দেখাইবাব জন্য ( সপ্রমাণ করিবার জন্য ) এক সূপ্ত-  
পুরুষকে ( নিদ্রিত পুরুষকে ) আহ্বান করিলেন । সে তাহা শুনিল না ।  
তখন তিনি তাহাকে প্রহার করিলেন । প্রহারের পর তাহার চেতনা  
আসিল, তখন সে আহ্বান-শব্দ উপলব্ধি কবিতে সক্ষম হইল । রাজা ঐ  
কার্য্য কবিয়া বুঝাইলেন, দেখাইলেন যে, প্রাণ ভোক্তা নহে । অন্য

রিত্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গমবগম্যতে। তদ্ব্যথা—শ্রেষ্ঠী শ্বেভুঙ্ক্তে যথাবা-স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যয়মেবৈষ প্রজ্ঞাত্বৈতৈরাভিভুঙ্ক্তে এবমে- বৈতে আত্মান এতমাত্মনং ভুঞ্জন্তি ইতি [ কো. ব্রা. অ. ৪৭ ক. ২০। ] প্রাণভূত্বাচ্চ জীবস্যোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্। তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রহণীয়ো ন পরমেশ্বরঃ।

জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাক্ষিপ্তস্বাচ্ছাদিতাদীনাং ভোগোপকরণানাং তেষু জীবস্য কর্তৃত্বমুপপন্নম্। উপপন্নক প্রাণভূত্বাজীবস্য প্রাণশব্দত্বম্। যে চ প্রস্তুপ্রতি- বচনে কেব এতৎকালকে পুরুষোহশ্রয়িষ্ঠ যদা স্থপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কখন পশ্চতীতিণ অনয়োঃপি ন স্পষ্টং ব্রহ্মাভিধানমুপলভ্যতে। জীবব্যতিরেকক প্রাণাত্মনো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যুপদাতে তস্মাজ্জীবপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রাহ্যো ন পরমেশ্বর ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—

মুখ্যবাদিনমাপোহ্য বালাকিং ব্রহ্মবাদিনম্।

রাজা কণমসম্বন্ধং মিথ্যা বা বক্তু মর্হতি ॥

যথা হি কেনচিৎপ্রলিঙ্গকজ্ঞমানিনা কাচে মণিরেব বেদিতব্য ইত্যাক্তে পরস্য কাচোহসং মণির্ন তল্লক্ষণাযোগাদিত্যাভিধায় আত্মনোবিশেষং জিজ্ঞা- পয়িবোরতস্বাভিধানমসম্বন্ধম্। অমণৌ মণ্যভিধানং ন পূর্ববাদিনো বিশেষ- মাপাদয়তি স্বয়মপি মুখ্যভিধানাৎ। তস্মাদনেনোত্তরবাদিনা পূর্ববাদিনো- বিশেষমাপাদয়তা মণিতত্ত্বমেব বক্তব্যম্। এবমজাতশত্রুণা দৃষ্টবালকে- রব্রহ্মবাদিনো বিশেষমাত্মনো দর্শয়তা জীবপ্রাণাভিধানে অসম্বন্ধমুক্তং স্যাৎ।

এক অতিরিক্ত পদার্থই ভোক্তা (উপলব্ধি কর্তা)। [ তথা...শব্দত্বম্ ] ইহারই পরে জীববোধক অন্য কথা আছে। যথা—“যেমন প্রধান পুরুষ ভূত্যের বা জ্ঞাতিগণের আহৃত ধন ভোগ করে, জ্ঞাতিগণ বা ভূত্যাগণ যেমন ভদ্রাশ্রিত থাকিয়া উপজীবিত হন, সেইরূপ, প্রজ্ঞাত্বা (জীব) এই সকল আত্মার (ইঞ্জিরগণের) আদৃত (শব্দাদি গুণ) ভোগ করেন, অদৃত্য করেন, এ সকল আত্মাও সেই প্রজ্ঞাত্বার আশ্রিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোগ করেন।” অপিচ, জীব প্রাণভূৎ বা প্রাণধারী সূতরাং তাঁহাকে প্রাণ বলা আবৃত্ত নহে। [ তস্মাৎ...ক্রমঃ ] এতদ্ব্যসারে বলি, ঐ স্থানে হয় জীবের না হয় মুখ্যপ্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত। পরমেশ্বর গ্রহণ অসম্বন্ধ।

তল্লিঙ্গানবগম্যাদিতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমেশ্বর এবায়-  
মেতেবাং পুরুষাণাং কর্তা স্যাৎ । কস্মাৎ । উপক্রমসামর্থ্যাৎ ।  
ইহ হি বালাকিরজাতশক্রণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি  
সম্বদিতুমুপচক্রে । স চ কতিচিদাদিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরু-  
ষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্তা ভুক্ষীং বভূব । তমজাতশক্রম্ বা  
বৈ খসু মা সম্বদিষ্ঠা, ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীত্যমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়া-

তবোর্কাঃ ব্রহ্মণো ব্রহ্মাভিধানে মিথ্যাভিহিতং স্যাৎ । তথা চ ন কশ্চি-  
শেষো বালাকের্গাণ্যাদজাতশত্রোর্ভবেৎ । তস্মাদনেন ব্রহ্মভবমভিধাতব্যাং  
তথা সত্যস্য ন মিথ্যাবদ্যম্ । তস্মাৎ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীতি ব্রহ্মণৈব উপক্রমাৎ  
সর্বান্ পাণ্যনোপহত্য সর্কেবাঞ্চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাধ্যাং পর্যোতি য এবং  
বেদেতি চ সতি সম্ভবে সর্কশ্রুতেরসকোচান্নিরতিশয়েন কলেনোপসংহারাদ-  
ব্রহ্মবেদনাদন্যতশ্চ তদমুপপত্তেরাদিত্যাদিপুরুষকর্তৃত্বস্য চ স্বাতন্ত্র্যালক্ষণস্য  
মুখ্যস্য ব্রহ্মণ্যেব সম্ভবাদন্যোবাং হিবগ্যগর্ভাদীনাং তৎপারতন্ত্র্যাং কৈব  
এতৎকালকে ইত্যাদের্জীবাদিকবণভবনাপাদনপ্রশ্নস্য যদা স্তম্ভঃ স্বপ্নঃ ন  
ককন পশুত্যাখ্যান্নি প্রাণ এবৈকথা ভবতি ইত্যাদেকন্তরস্য চ ব্রহ্মণ্যেবোপ-  
পত্তে ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চীয়তে । অথ কস্মাৎ ভবতো হিরণ্যগর্ভগোচর এব  
প্রলোভয়ে তথা চ নৈতাভ্যাং ব্রহ্মবিষয়সিদ্ধিরিত্যেতদ্বিরোধীকীৰ্ত্তিঃ পঠতি ।  
“এতস্মাদাস্মদঃ সর্কে প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্ত” ইতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি ।—  
আত্মৈব জীবপ্রাণাদীনামধিকরণং নান্যাদিতি । যদ্যপি চ জীবো নান্যনো  
ভিদ্ভাতে তথাপ্যুপাধ্যাবচ্ছিন্নস্য পরমাত্মনো জীবত্বেনোপাধিতেদাত্ত্বদমারো-

কারণ, ঐ স্থানে কোনরূপ পবমেশ্বর-বোধক চিহ্ন বা বাক্য থাকা প্রতীত  
হয় না । [ পবমেশ্বর মর্হতি ] এইরূপ পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি,  
উপক্রমেব অর্থাৎ আরম্ভ বাক্যেব দ্বারা জানা যায়, পরমেশ্বরই ঐ সকল  
পুরুষের কর্তা । [ ইহ...জগৎকন্ম ] বালাকি অজাতশক্রর নিকট “ব্রহ্ম  
বলিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাদামুবাদ আরম্ভ কবিলেন । অনন্তর  
আদিত্যস্ব পুরুষের ও চন্দ্রাদিনিষ্ঠ পুরুষের উল্লেখ পূর্বক যৌন হইলেন ।  
তৎপ্রবণে বাক্য অজাতশক্র “মিথ্যা বলিও না, ব্রহ্ম বলিব বলিয়া অত্র  
বলিও না” এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অত্রক্ষত বিবেচনায় তদ্ব্যক্ত বাক্যের

হপোদ্য তৎকর্তারন্যং বেদিতব্যতয়োপচিক্বেপ। যদি  
সৌহৃদ্যমুখ্যত্রকদৃষ্টিভাক্ স্যাছুপক্রমো বাধ্যত। তন্মাৎ  
পরমেশ্বর এবাং ভবিতুমহঁতি। কর্তৃত্বকৈতেবাং পুরুষাণাং  
ন পরমেশ্বরাদন্যস্য স্নাতস্ত্রোণাবকল্পতে। যস্য বৈ তৎ  
কর্মেত্যপি নাইয়ং পরিম্পন্দলক্ষণস্য ধর্মাদধর্মলক্ষণস্য বা  
কর্মণো নির্দেশঃ, তয়োৱন্যতরস্যাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশয়িত-  
ত্বাচ্চ। নাপি পুরুষাণাং অয়ং নির্দেশঃ, এতেবাং পুরুষাণাং

প্যাধারাদেশ্যভাবোদ্রষ্টব্যঃ। এবক্ জীবভবনাদারম্ভমপাদানত্বক্ পরমাত্মন  
উপপন্নম্। তদেষং বালাক্যভাতশক্রমবাদবাক্যসকর্ডস্য ব্রহ্মপরম্ হিত্তে  
যস্য বৈতৎকর্থেতি ব্যাপারান্তিধানেন ন সম্ভবত্ব ইতি কর্মশব্দঃ কার্য্যান্তিধারী  
ভবতি এতদ্বিতি সর্বনামপরামৃষ্টক্ তৎকার্য্যং সর্বনাম চেদং সন্নিহিতপরাৱর্ষি  
ন চ কিকিদিহ শব্দোক্তমন্তি সন্নিহিতম্। ন চান্দিত্যাদিপুরুষাঃ সন্নিহিতা  
অপি পরামর্শার্থী বহুবাং পুন্নিদ্ব্যচ্চ। এতদ্বিতি চৈকস্য নপুংসকস্যাভি-  
ধানাদেতেবাং পুরুষাণাং কর্তৃত্বানেনৈব গতার্থত্বাচ্চ। তন্মাদশব্দোক্তমপি  
প্রত্যকসিদ্ধং সম্বন্ধার্থঃ অগমেব পরাদ্রষ্টব্যম্। এতদ্ব্যক্ং ভবতি।—অত্যর-  
মিদমুচ্যতে এতেৱামাদিত্যাদিগতানাং অগদেকবশত্বতানাং কর্তৃত্বিতি কিন্তু  
কৃত্বমেব অগদ্বস্য কার্য্যমিতি বা-শব্দেন সূচ্যতে। জীবপ্রাণশব্দৌ চ ব্রহ্ম-  
পরৌ জীবশব্দস্য ব্রহ্মোপলক্ষণপরত্বাৎ ন পুনব্রহ্মশব্দো জীবোপলক্ষণপরঃ।  
তথা সতি হি বহুৱমগ্গসং স্যাদিত্যুক্তম্। ন চানধিগতার্থাববোধনপরস্য  
শব্দস্যাদিগতবোধনং হুক্তম্। নাপ্যনধিগতেৱাধিগতোপলক্ষণমুপপন্নম্। ন  
চ সম্ভবত্যেকবাক্যস্বৈ বাক্যতেদোক্তায়াঃ। বাক্যশেষবাহুরোধেন চ জীব-  
প্রাণপরমাত্মোপসিদ্ধাৱবিধানেন বাক্যত্রয়ং তবেৎ পৌর্ৱাপর্য্যাপর্য্যালোচনয়া  
তু ব্রহ্মোপাসনপরম্ একবাক্যটৌব। তন্মার জীবপ্রাণপরমমপি তু ব্রহ্ম-

নিদ্ধা করতঃ সে সকলের কর্তা ও সে সকলের অতিরিক্ত তত্ত্বকে জ্ঞেয়  
বলিয়া নির্দেশ করিলেন। এখন বিবেচনা কর, তিনি যদি মুখ্য ব্রহ্মজ-  
না হন, তাহা হইলে উপক্রম বাক্য বাধিত হইয়া যায়। তাহা  
অসম্ভব। সুতরাং প্রোক্ত বাক্যই কর্তৃ-পুরুষকে পরমেশ্বর বলিয়া  
উচিত। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও ঐ সকল পুরুষের কর্তা  
হওয়া অসম্ভব। তাহা কল্পনা করিতেও পার না। "এ সকল কাহার কর্তৃ"

কর্তৃত্বোৎপত্তেবাং নির্দিষ্টত্বাৎ, লিঙ্গবচনবিগানাক্ষ । নাপি  
পুরুষবিষয়স্য করোত্যর্থস্য ক্রিয়াকলস্য বাহ্যং নির্দেশঃ ।  
কর্তৃশব্দেনৈব তয়োরূপান্তত্বাৎ । পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসম্মিহিতং  
জগৎ সর্বনাম্নৈতচ্ছব্দেন নির্দিষ্টতে । ক্রিয়ত ইতি চ তদেব  
জগৎকর্ম । ননু জগদপ্যপ্রকৃতমসংশদিতঞ্চ । সত্যেষেতৎ,  
তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধারণেনার্থেন, সম্মিধানেন  
সম্মিহিতবস্ত্রমাত্রস্যায়ং নির্দেশ ইতি গম্যতে ন বিশিষ্টস্য  
কস্যচিৎ, বিশেষসম্মিধানাভাবাৎ । পূর্ব্বত্র চ জগদেকদেশ-  
ভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবে-

পরস্মৈবেতি সিদ্ধম্ । স্যাত্তেতৎ । নির্দিষ্টত্বাৎ পুরুষাঃ কার্য্যান্তবিষয়া কু  
কৃতিরনির্দিষ্টা তৎকলং বা কার্য্যসোৎপত্তিতে যস্যোদং কর্ম্মোতি নির্দেহ্যেতে  
ততঃ কুতঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যত আহ—“নাপি পুরুষবিষয়স্য” ইতি । কর্তৃ-  
শব্দেনৈব কর্তারমতিদ্ব্যতীত তয়োরূপান্তত্বাদাক্ষিপ্তবাহ্যি কৃতিং বিনা কর্তা  
ভবতি নাপি কৃতিভাবনাপরাভিধানা ভূতিযুৎপত্তিং বিনেত্যর্থঃ । ননু ধর্মাধর্ম

এ কথায় পরিস্পন্দনাত্মক কর্ম্ম অণবা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্ম প্রকাশ  
পায় না। হুএর কোনটাই প্রকৃত নহে এবং শব্দোপান্তও নহে। স্মৃতরাং ঐ  
উল্লেখ পুরুষসম্বন্ধ বহন করিতেছে না। কারণ, সে অর্থে লিঙ্গ ও বচন  
উভয়ই বিরুদ্ধ হয়। উহা পুরুষবিষয়ক ক্রিয়াকলের নির্দেশও নহে। কারণ,  
তাহা “কর্তা” এই শব্দের দ্বারা লাভ হয়, স্মৃতরাং পৃথক বলা বিকল।  
কাহ্নেই বলিতে হয়, অবশেষক্রমে প্রত্যক্ষসম্মিহিত জগৎই সর্বনাম  
“জগৎ” শব্দের নির্দেশ্য। বস্তুতঃ জগৎও তাহার কৃতির বিষয়;  
স্মৃতরাং জগৎও তাহার কর্ম্ম। [ননু...গম্যতে] বলিতে পার, জগৎও  
অপ্রোক্তাবিত এবং তদ্বোধক শব্দও ঐ স্থলে নাই, কি প্রকারে জগতের  
গ্রহণ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা বলি, যে স্থলে বিশেষের  
উল্লেখ থাকে, সে স্থলে সম্মিধানবলে তৎসম্মিহিত অবিশেষ পদার্থও  
বুদ্ধিগম্য হয়। পূর্বে জগদন্তঃপাতী পুরুষের উপদেশ হইয়াছে, পুরুষ  
একটি বিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বস্তু, স্মৃতরাং তদ্বারা জগৎসাধারণের

হোপাদীয়ত ইতি গম্যতে । এতদুক্তং ভবতি, য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কৰ্ত্তা, কিমনেন বিশেষণ, যস্য বা কুৎস্নমেব জগদবিশেষিতং কৰ্ম্মেতি । বাশব্ধ একদেশাবচ্ছিন্নকৰ্ত্তৃত্বব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্তিতান্তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানম্ ॥ এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়ৈন সামান্যবিশেষাভ্যাম্ জগতঃ কৰ্ত্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে । পরমেশ্বরশ্চ সৰ্ব্বজগতঃ কৰ্ত্তা সৰ্ব্ববেদান্তেষুবধারিতঃ ॥ ১৬ ॥

**জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১৭॥\***

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাং জীবলিঙ্গাং মুখ্যপ্রাণলি-

জগৎ পরমুত্তমং তত্তত্তজ্ঞাতভূতাঃ পুরুষা অগীত য এতেষাম্পুরুষাণামিতি পুনরুক্তমত আহ ।—“এতদুক্তং ভবতি । য এতেষাম্পুরুষাণা”মিতি ।

গ্রহণ হইতে পারে । [এতদুক্তং ধারিতঃ] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলি হইরাছে যে, যিনি এই জগতের একাংশভূত ঐ সকল পুরুষের কৰ্ত্তা, অধিক কি, নির্দিষ্ট উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কি ? সমুদয় জগৎ বাহ্যিক বাহ্যিক কার্য্য, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাসিতব্য । শ্রুতি বা-শব্দ দিয়া আংশিক কৰ্ত্তৃত্ব নিবারণ করিয়াছেন । (সমুদয়ের কৰ্ত্তৃত্বই বলিয়াছেন ।) বালাকী যে-সকল পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—সে সকল যে ব্রহ্ম নহে—তাহা বলিবার জন্যই, জানাইবার জন্যই, ঐরূপ বিশেষের (নির্দিষ্ট নামের) গ্রহণ হইরাছে । উদাহৃত শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকের দৃষ্টান্তে † সামান্য বিশেষের গ্রহণ দ্বারা জগৎকৰ্ত্তা জানিবার উপদেশ হইরাছে । জগৎকৰ্ত্তা পরমেশ্বর, অন্য নহে, ইহা সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত ।

বাদী যে বলিয়া ছিলেন, উদাহৃত বাক্যের পেষে জীববোধক ও প্রাণ-

\* বাক্যপেষে জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গাং বোধকশব্দস্যাভিবাৎ ন পরমেশ্বরগ্রহণমিতি চেৎ যদি মন্যসে তদ বস্তব্যম্ । বততৎ ব্যাখ্যাতঃ তদন্তস্য দিগাকরণপ্রকারবৃত্ত্যং পূৰ্ব্বত্র ।—বাক্যপেষে জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা আছে বলিয়া পরমেশ্বরের অর্থের গ্রহণ হইবে না, এ কথার প্রত্যুত্তর পূৰ্বে প্রদত্ত হইরাছে ।

† পরিব্রাজকে ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজিকের উভয় ধৰ্ম্মই আছে ।



ক্লান্ত তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ন্যায্যং ন পরমেশ্বর-  
 স্ত্রোতি তৎপরিহর্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। পরিহৃতং তন্মোপা-  
 সাত্ৰৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদযোগাদিত্যত্র। ত্রিবিধং হ্যত্রো-  
 পাসনমেবং সতি প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং  
 ত্র্যক্ষোপাসনঞ্চোতি। ন চৈতৎ ন্যায্যম্। উপক্রমোপসং-  
 হারান্ত্যাং হি ত্র্যক্ষবিষয়ত্বমস্য বাক্যস্যাবগম্যতে। তত্রোপ-  
 ক্রমস্য তাবৎ ত্র্যক্ষবিষয়ত্বং দর্শিতম্। উপসংহারস্যাপি  
 নিরতিশয়কলশ্রবণাৎ ত্র্যক্ষবিষয়ত্বং দৃশ্যতে, সৰ্ব্বান্ পাপানু-  
 হপহত্য সৰ্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধিপত্যং  
 পৰ্য্যোতি য এবং বেদ ইতি। নম্বেবং সতি প্রতর্দনবাক্য-  
 নির্ণয়েণৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত। ন নির্ণীয়েতে यस্য বৈতৎ

সিদ্ধান্তমুক্তা। পূৰ্ণপক্ষবীজমনুদ্য দুষয়তি—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাদিতি।  
 উক্তমেব আরয়তি—ত্রিবিধমিতি। শ্রেষ্ঠাঃ ঔপাধিক্যম্। আধিপত্যং নিয়ন্তৃ-  
 ত্বম্। স্বারাজ্যনিরম্যত্বমিতি ভেদঃ। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো  
 ন চেব্যত ইত্যুক্তং চেৎ পুনরুক্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—নম্বেবমিতি। কর্ণ-

বোধক কথা থাকার হয় জীবের না হয় প্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত,  
 পরমেশ্বরের গ্রহণ অনুচিত, ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক। পরন্তু  
 প্রত্যুত্তর ইতিপূর্বে “নোপাসাত্ৰৈবিধ্যাং” হুত্রে দেওয়া হইয়াছে। বাদীর  
 ব্যাখ্যায় উপাসনাত্রয়ের প্রসক্তি হয়। জীবের, প্রাণের ও পরমেশ্বরের।  
 এক বাক্যে উপাসনাত্রয়ের বিধান অন্যায্য। অপিচ, উপক্রম ও উপসংহার  
 দুটো জানা যায়, ঐ বাক্য ত্র্যক্ষোপাসনার বিধায়ক। [তত্র...ইতি]  
 উপক্রম-বাক্যের ত্র্যক্ষপরতা বলা হইয়াছে। নিরতিশয় কলের শ্রবণ থাকার  
 উপসংহার বাক্যও ত্র্যক্ষপর। উপসংহারে এইরূপ কল শ্রুতি আছে। “যে  
 উপাসক ইহা জানেন, তিনি সকল পাপ নষ্ট করিয়া সকল ভূতের শ্রেষ্ঠতা ও  
 স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন।” [নম্বেবং...বোদ্ধয়িতব্যম্] বলিতে  
 পার যে, তবে প্রতর্দন-বাক্যের দ্বারাই এতবাক্যের অর্থনির্ণয় হইবে,  
 আমরা বলি, তাহা নহে। এখানে “এ সকল বাহার কর্ণ (কৃতি)” এইরূপ

কস্য ইত্যস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্রানির্ধারিতত্বাৎ । তস্মাদত্র  
জীবমুখ্যপ্রাণশক্তি পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ত্যতে । প্রাণশক্তো-  
হপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টেঃ—প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইত্যত্রো-  
জীবনিষ্কমপ্যুপক্রমোপসংহারয়োব্রহ্মবিষয়ত্বাদভেদাভিপ্রা-  
যেণ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থস্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাগপি  
চৈবমেকৈ ॥ ১৮. ॥ \*

অপি চ নৈবাত্র বিবাদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং  
স্যাৎ ব্রহ্মপ্রধানং বেতি । যতোহন্যার্থং জীবপরামর্শং  
ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমগ্নিন্ বাক্যে জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে ।

শব্দস্য ব্রহ্মা পূর্বপক্ষপ্রাপ্তৌ ভাষ্যাসাধনস্যারম্ভোবৃত্ত ইত্যাহ নেত্যা-  
দিনা । প্রাণশক্তি জীবমুখ্যার্থোক্তিমাহ—প্রাণশক্তোপপাদিত । ( বহুপ্রভা । )

নমু প্রাণ এবৈকধা ভবতীত্যাদিকাদপি বাক্যাজ্জাবাতিবন্ধঃ কৃতঃ  
কথা আছে, এ কথা ব্রহ্মবিষয়ক কথা, এই কথাতেই এতবাক্যের বন্ধ-  
পবতা নিশ্চয় হয় । এই কথাতেই উপর জীবশক্তি ও মুখ্যপ্রাণের আলোচনা  
বিনিবৃত্ত হয় । অপিচ, ব্রহ্ম অর্থে প্রাণশক্তির প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—  
“হে সৌম্য ! যেতকেতো ! মন প্রাণে ( ব্রহ্ম ) বান্ধা আছে ।” বাক্যে  
যে জীববোধক কথা আছে, উপক্রমের ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তা থাকায়  
সে সকল কথা অভেদাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, এইরূপে যোগ  
করিবে ।

কৌশিকি-বাক্য জীবপ্রতিপাদক অথবা ব্রহ্মপ্রতিপাদক, এ সংশয়  
হটেই পারে না । কারণ, প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর দেখিয়া জৈমিনি মূনি বলেন,  
ই জীববোধক কথা জীবাদিকরণ এককে জানাইবাম্ ভগ্নত প্রযুক্ত ।

\* জৈমিনি স্তম্ভিক আচার্য্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাঃ প্রশ্নমুত্তর দুই জীবপরামর্শঃ ।  
অন্যার্থঃ জীবাদিকরণব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থঃ আত্ম । একে শাখিনো রাজসনৈরিবোহপি এবং তথা  
কথ্যস্তীতি ব্রহ্মপদানামর্থঃ—জৈমিনি মূনি বলেন, প্রশ্ন প্রত্যুত্তর দেখিলে জানা যায়, যিনি  
হয়, প্রতি ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্যই, ব্রহ্ম বুঝাইবাম্ জন্যই, এই জীবতাব উপদেশ করিয়াছেন ।  
অপিচ, রাজসনৈরী শাখাও ইকপ বলিয়াছেন ।

কগাৎ। প্রশ্নব্যাখ্যানাত্যাম্। প্রশ্নস্তাবৎ স্মৃপ্তপুরুষবোধেন  
 প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবব্যতিরিক্ত-  
 বিষয়ো দৃশ্যতে, কৈব এতদ্বালাকে পুরুষোহশয়িক্ত ক বা  
 এতদভূৎ কৃত এতদাগাৎ, ইতি। [কৌ० ব্রা० অ० ৪।  
 ক० ১৯] প্রতিবচনমপি—যদা স্মৃপ্তঃ স্মৃপ্তং ন কখন পশ্যত্য-  
 ধাশ্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদি। এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বৈ  
 প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো  
 লোকা ইতি চ [কৌ० ব্রা० অ० ৪ ক० ১৯। ২০] স্মৃপ্তি-  
 কালে চ পরেণ ব্রহ্মণা জীব একতাং গচ্ছতি। পরস্মাচ্চ  
 ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্যাদা। তস্মাদ্  
 যত্রাস্য জীবস্য নিঃসম্বোধস্বচ্ছতারূপঃ স্বাপ উপাধিজনিত-

প্রভীয়ত ইত্যতো বাক্যাস্তরং পঠতি—“এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা” ইতি। অপি  
 চ সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধমেতদিত্যাহ।—“স্মৃপ্তিকালে চ” ইতি। বেদান্তপ্রক্রিয়া-  
 যামেবোপপত্তিমুপসংহারব্যাঞ্জেনাহ।—“তস্মাদ্ যত্রাস্য” আত্মনো যতো নিঃ-  
 সম্বোধোহতঃ স্বচ্ছতারূপমিব রূপমস্যেতি স্বচ্ছতারূপো ন তু স্বচ্ছতৈব লয়-  
 বিন্দুপসংস্কারয়োস্তত্র ভাবাৎ। সম্বদাচরদ্বৃতিবিশেষাভাবমাত্রোপমানম্।  
 এতদেব কিত্ততে।—“উপাধিভিঃ” অণ্ডঃকরণাভিভিঃ “জনিতং” যদ্বিশেষ-

[প্রশ্ন...দ্বিতি] প্রশ্নবাক্যে দেখা যায়, রাজা স্মৃপ্ত পুরুষকে প্রশ্নের দ্বারা  
 প্রতিবোধিত করতঃ জীবের প্রাণভিন্নতা বুঝাইয়া দিয়া পশ্চাৎ জীবতি-  
 রিক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। যথা—“ওহে বালাকি! এই পুরুষ কিসে অর্থাৎ  
 কোন্ আশ্রয়ে স্মৃপ্ত ছিল? এ কোথায় ছিল? কোথা হইতেই বা পুনর্বার  
 আসিল?” [এতি...লোকা ইতি] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইরূপ—“স্মৃপ্ত  
 পুরুষ যখন কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণে গিয়া একস্থ  
 প্রাপ্ত হয়। প্রাণ-প্রলয়ের আধার আত্মা, সেই আত্মা হইতে প্রাণ সকল  
 (হাস্ত্রম প্রভৃতি) যথাস্থানে পুনরাগমন করে। প্রাণ হইতে দেব, দেব  
 হইতে লোক।” [স্মৃপ্তি...গমাতে] জীব স্বাপকালে পরব্রহ্মে লীন হয়,  
 এক হইয়া যায়, পুনর্বার সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ প্রভৃতি জগৎ জন্মগ্রহণ  
 করে। অতএব, বাহ্যতে জীবের সম্বোধন্য স্বচ্ছতাপ্রাপ্তিরূপ স্রুপ্তি হয়,

বিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং যতস্তদব্রংশরূপমাগমনং সৌহত্র  
পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া প্রাবিত ইতি গম্যতে । অপি চৈব-  
মেকে শাখিনো বাজসনেরিনোহস্মিন্নেব বালাক্যজ্ঞাতশক্ত-  
সম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমাত্মায় তদ্ব্যতিরিক্তং  
পরমাত্মানমামনন্তি, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈব তদভূৎ  
কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেহপি য এবোহস্তর্জদয়  
আকাশস্তস্মিন্ শেত ইতি । আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি  
প্রযুক্তোদহরোহস্মিন্মন্তরাকাশ ইতি, অত্র সর্ব্ব এত আত্মানো

বিজ্ঞানং ঘটপটাদিজন্যং তদ্রহিতং স্বরূপমায়নঃ । যদি বিজ্ঞানমিত্যেবো-  
চ্যেত ততস্তদবিশিষ্টমনবচ্ছিন্নং সদব্রহ্মৈব স্যাৎ তচ্চ নিত্যমিতি নোপাধি-  
জনিতং নাপি তদ্রহিতং স্বরূপং ব্রহ্মস্বভাবস্যা প্রহাণাৎ অত উক্তং বিশে-  
ষেতি । যদা তু লয়লক্ষণাবিদ্যোপবৃংহিতোবিক্ষেপসংস্কারঃ সমুদাচরতি তদা  
বিশেষবিজ্ঞানোৎপাদাৎ স্বপ্রজাগরাবস্থাতঃ পরমাত্মানোরূপাদব্রংশরূপমাগমন-  
মিতি । ন কেবলং কোষীতকিত্রাক্ষণে বাজসনেরেহপ্যেবমেব প্রোক্তরয়ো-  
জীবব্যতিরিক্তমামনন্তি পরমাত্মানমিত্যাহ ।—“অপি চৈবমেক” ইতি ।  
নবত্রাকাশঃ শরনস্থানং তৎ কুতঃ পরমাত্মপ্রত্যয় ইত্যত আহ ।—“আকাশ-  
শব্দশ্চ” ইতি । ন তাবদ্ব্যুৎসাহ্যাকাশস্যাত্মাধারত্বসম্ভবঃ । যদি চ বাসন্তীতি-  
সহস্রহিতাভিধাননাড়ীসংকারেণ সুবৃষ্টাবস্থারঃ পুরীতদবস্থানমুক্তং তদপাস্ত্য-  
করণস্য । তন্মাদহরোহস্মিন্মন্তরাকাশ ইতি বদাকাশশব্দঃ পরমাত্মনি মন্তব্য  
ইতি । প্রথমং ভাষ্যকৃতা জীবনিরাকরণায় সূত্রমিদমবতারিত্বং তত্র মন্-

উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানবর্জিত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, পুনর্বার সে অবস্থা  
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বদবিশ্রবণে জীবরূপে আগমন করে, কোষীতকি-প্রতি  
সেই পরমাত্মাকেই জানিতে বলিয়াছেন । [ অপিচ...শেত ইতি ] অপিচ,  
বাজসনেরি-শাখাও বিজ্ঞানময় শব্দে জীবের উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তদ-  
ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা উপদেশ করিয়াছেন । যথা—“এই বিজ্ঞানময় পুরুষ ।  
ইনি তথম ( স্বাপকালে ) কিসে বা কোথায় ছিলেন ? কোথা হইতেই বা  
আসিলেন ?” ইহার প্রত্যুত্তর—“এই বেদনের অন্তরে আকাশ ( ব্রহ্ম ),  
ইহাতেই তিনি সুষ্পষ্ট ছিলেন ।” [ আকাশ...ভূচ্চরঃ ] পরমাত্মা-অর্থেও  
আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—“এই জন্মের অন্তরে অল্প আকাশ ।”

ব্যাচরন্তীতি চোপাধিমতামাত্মনামন্যাতো ব্যাচরণমামনস্তঃ  
পরমাত্মানমেব কাবগচ্ছেনামনস্তীতি গম্যতে। প্রাণনিরা-  
করণস্যাপি স্তম্বপুপুরুষোথাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপ-  
দেশোহভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

### বাক্যানুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ \*

রহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীত্রাঙ্গণেহধীয়তে—ন বা অরে  
পত্যাঃ কামায় ইতু্যপক্রম্য ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বঃ  
প্রিয়স্ববত্যাগ্ননস্ত কামায় সর্বঃ প্রিয়ঃ ভবতি। আত্মা বা অরে  
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যোমৈত্রেয়্যাত্তনো

বিধাঃ নেদং প্রাণনিবাকরণায়ৈতি বুদ্ধির্ন। হৃদিভাশয়বানাহ—“প্রাণনিরা-  
করণস্যাপি” ইতি। হৌ হ বালাকাজাতশত্রু স্তম্বং পুরুষমাত্মত্বতুস্তমজাত-  
শত্রুর্নামিত্যমস্বয়াক্ষরে বহুংপাণ্ডবাসঃ সোমরাজগ্নিতি। স চ আমন্যামাণো  
নোত্তমো। ৩° পাণিনাপ্য° বোধয়াক্কাব। স হোত্তমো স হোবাচাজাত-  
শত্রুর্নৈব এতৎস্তম্বোহৃদিভাশাদি সোহম° স্তম্বপুরুষোথাপনেন প্রাণাদি-  
ব্যতিরিক্তোপদেশ ইতি।

নহু মৈত্রেয়ীত্রাঙ্গণোপক্রমে বাজবধোন গার্হস্থ্যাশ্রমাচ্ছ্রমাশ্রমং বিধাসতা  
মৈত্রেয়ীত্রাঙ্গণাং কাত্যায়ন্য সহার্থসম্বিভাগকবণ উক্তে মৈত্রেয়ী বাজবধ্যং  
পতিগন্যত্বাৎ ১° ৭° প্রচ্ছ। যন্ন ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথী বিত্তেন পূর্ণা

“এ সকল আত্মা তাঁহা চটতে আবর্তিত হয়।” এ সকল শ্রুতি সোপাধিক  
আত্মার আবির্ভাব বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরমাত্মাকে সে সকলের মুখ্য কারণ  
বলিয়াছেন। স্তম্ব পুরুষের উপাধি বর্ণন করাতেও প্রাণ-অর্থের নিরাস ও  
প্রাণাতিরিক্ত ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে।

১৮

আরণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ত্রাঙ্গণে “অহে মৈত্রেয়ি! ত্রী পতির ইচ্ছার,  
পতির সুখার্থ, পতিপ্রিবা হয় না (পতিকে ভাল বাসে না।)” এইরূপ  
উপক্রমের পব কথিত হইয়াছে “কেহ কাহার কামনায় প্রিয় হয় না,

\* বাক্যানুয়াৎ মহাবাক্যতাৎপৰ্য্যনিষ্করণ উদাহৃতবাক্য\* ব্রহ্ম পরং ন হু জীবগ-  
নিত মোক্ষন। —মহাবাক্যের তাৎপৰ্য্য নিষ্কর কালে প্রোক্ত বাক্যের ব্রহ্মপরতাই নিষ্ক  
হয়

বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতং  
ইতি । তত্রৈতদ্বিচিকিৎসাতে—কিং বিজ্ঞানাত্মৈবায়ং দ্রষ্টব্য-  
ত্বাদিরূপেণোপদিশ্যতে আহোম্বিৎ পরমাত্মৈতি । কৃত্তঃ  
পুনরেষা বিচিকিৎসা । প্রিয়সংসূচিতেনাত্মনা ভোক্ত্রোপক্রমা-  
দ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি প্রতিভাতি তথাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব-  
বিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি । কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ ।

স্যাৎ কিমহং তেনামৃতস্য স্যামৃত নেতি । তত্র নেতি হোবাচ যান্ত্রবক্ষ্যঃ  
যথৈবোপকরণবতঃ জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাতি  
বিস্তেন । এবং বিস্তেনামৃতত্বাশা ভবেদ্যদি বিস্তসাধ্যানি কৰ্ম্মণ্যমৃতত্বায়  
যুক্তোরন্ । তদেব তু নান্তি জ্ঞানসাধ্যত্বাদমৃতত্বস্য । কৰ্ম্মণাঞ্চ জ্ঞানবিরো-  
ধিনাং তৎসহভাবিত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ । সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং  
নামৃতস্য স্যাৎ কিমহং তেন কুর্য্যাৎ যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রহ্মি । অমু-  
তত্বসাধনমিতি শেবঃ । তত্রামৃতত্বসাধনজ্ঞানোপন্যাসায় বৈরাগ্যপূৰ্ব্বকত্বাস্তস্য  
রাগবিষয়েষু তেষু তেষু পতিজ্ঞাদিষু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুং যাজ্ঞবল্ক্যো ন ব  
অরে পত্ন্যঃ কামায়েত্যাদিবা কাসন্দৰ্ভমুবাচ । আত্মোপাধিকং হি প্রিয়ত-  
মেবাং ন তু সাক্ষাৎ প্রিয়ার্ণ্যেতানি । তস্মাদেতেভ্যঃ পতিজ্ঞাদিভ্যো বিরম্য  
যত্র সাক্ষাৎপ্রেম স এব আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদি-  
ধ্যাসিতব্যঃ । বা-শব্দেহিবধারণে । আত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ । এতৎ

সকলেই বা সমস্তই আত্মকামনায় বা আত্মসুখার্থ প্রিয় ( ভালবাসার পাত্র )  
হয় । অতএব, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ  
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্তব্য । যে  
মৈত্রেয়ি! আত্মদর্শন হইলে, আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মবিজ্ঞান হইলে  
সমস্তই শ্রুত মন্ত ও বিজ্ঞাত ( জানা ) হয়, কিছুই অবশেষ থাকে না ।"  
[ তত্রৈ...সামর্থ্যাৎ ] এই বাক্যে সন্দেহ হয়, ক্রটি জীবাত্মার দর্শনাদি করিতে  
বলিতেছেন? অথবা পরমাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন? ক্রটি  
প্রথমে প্রিয়-শব্দের দ্বারা ভোক্তৃ-আত্মার ( জীবাত্মার ) বৃত্তি করিরাছেন,  
পরে পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া তাঁহার দর্শনাদি করিতে বলিরাছেন ।  
সুতরাং তাহা সন্দেহের কারণ । সন্দেহের পর উপক্রম দৃষ্টে পাওয়া যায়

বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি । কস্মাৎ । উপক্রমসামর্থ্যাৎ ।  
পতিজ্ঞাপুত্রবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সৰ্বং জগদাত্মার্থ-  
তয়া প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপ-  
ক্রম্যানন্তরমিদমাত্মনো দর্শনাভ্যুপদিষ্টমানং কস্মাত্মস্যাঙ্গনঃ  
স্মাৎ । মধ্যেত্বপীদং মহদুতমনস্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈ-  
তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় স্তান্নোবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য  
সংজ্ঞাস্তীতি প্রকৃতসৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্ত ভূতেভ্যঃ

সাধনানি চ শ্রবণাদীনি বিহিতানি শ্রোতব্য ইত্যাদিনা । “কস্মাৎ” । আত্মনো  
বা অরে দর্শনেন শ্রবণাদিসাধনেনৈদং জগৎ সৰ্বং বিদিতং ভবতীতি বাক্য-  
শেষঃ । যতো নামরূপাত্মকস্য জগতন্ত্বং পারমার্থিকং রূপমাত্মৈব ভূজ-  
ন্তেব সমারোপিতস্য ত্বং রজ্জুত্মাদাত্মনি বিদিতে সৰ্বমিদং জগত্বং  
বিদিতং ভবতি রজ্জ্বামিব বিদিতায়াঃ সমারোপিতভূজগন্ত ত্বং বিদিতং  
ভবতি যতন্ত্মাদাত্মৈব দ্রষ্টব্যো ন তু তদতিরিক্তং জগৎস্বরূপেণ দ্রষ্টব্যম্ ।  
কুতঃ । যতো, ব্রহ্ম তং পরাদাৎ ব্রাহ্মণজাতিব্রাহ্মণোহহমিত্যাভিমান ইতি  
যাবৎ । পরাদাৎ পরাকুর্যাৎ অমৃতত্বপদাৎ । কং যোন্ত্রাত্মনো ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ-  
জাতিং বেদ । এবং কত্রাদিষপি দ্রষ্টব্যম্ । আত্মৈব জগতন্ত্বং ন তু তদতি-  
রিক্তং তদিত্যত্রৈব ভগবতী প্রতিরূপপত্তিঃ দৃষ্টান্তপ্রবন্ধেনাহ । যৎ খলু  
যদগ্রহং বিনা ন শক্যতে গ্রহীতুং তন্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে । যথা রজতং  
তক্তিকার্য ভূজলো বা রজ্জোঃ হুলুভ্যাদিশব্দসামান্যাদা তন্তচ্ছবভেদাঃ, ন

জীবাঙ্গাই ঐ বাক্যের উপদেশ । [ পতি...মিতি ] পতি, পত্নী, পুত্র ও ধন  
প্রভৃতি জগৎ সমস্তই আত্মভোগ্য—আত্মার ভোগোপকরণ—সুতরাং  
আত্মার্থ—আত্মপ্রয়োজনীয়—তৎ প্রযুক্ত সে সকল প্রিয় । ক্রটি এবম্বাক্যে  
প্রস্তাবারম্ভ করিয়া ভোক্তৃ-আত্মার সূচনা করিয়াছেন, তদ্বিধ সূচনার পর  
আত্মদর্শনাদির উপদেশ করাতে তাহা জীববিবরক বলিয়া প্রতীত হয় ।  
প্রস্তাববশ্যে “এই মহত্ত্ব অনন্ত, অগার, বিজ্ঞানঘন, ইনি প্রত্যাবিত ভূত-  
সমূহ হইতে উখিত (উৎপন্ন) হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন ।  
বিনাশের পর আর সংজ্ঞা থাকে না ।” এইরূপ কথা আছে । এ কথাও  
জীবাঙ্গার কথা ( কেননা জীবই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় ) এবং ঐ কথাতে  
বুঝা যায়, ক্রটি জীবাঙ্গার দর্শনাদি বিধান করিয়াছেন । অপিচ, ক্রটি

সমুখানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন ক্রবন্ বিজ্ঞানাত্মন এবৈদং দ্রষ্ট-  
 ব্যাহং দর্শয়তি । তথা বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ  
 ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানমেবেহোপ-  
 দিষ্টে দর্শয়তি । তস্মাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্ত্র-  
 র্হাৎ ভোগ্যজ্ঞাতসৌপচারিকং দ্রষ্টব্যমিতি । এবং প্রাপ্তে  
 ক্রমঃ—পরমাত্মোপদেশ এবায়ম্ । কস্মাৎ । বাক্যাহ্বয়াৎ ।  
 বাক্যং হীদং পৌরীপার্থোণাবেক্ষ্যমাণং পরমাত্মানং প্রত্য-  
 স্থিতাবয়বং লক্ষ্যতে । কথমিতি তদুপপাদ্যতে । অমৃতত্বস্য  
 গুহ্যন্তে চ চিহ্নগ্রহণং বিনা ঐতিকালে নামরূপাণি, তস্মিন্ন চিদাত্মনো  
 ভিন্যস্তে । তদ্বিনমুক্তং “স যথা হৃদভেইচ্ছমানস্ত” ইতি । হৃদভিগ্রহণেন  
 তদ্পাতং শব্দমান্যমুপলক্ষয়তি । ন কেবলং স্থিতিকালে নামরূপপ্রপঞ্চ-  
 দাঘাতিরেকেণাগ্রহণাচ্চিদাত্মনো ন ব্যতিরচ্যতেওপি তু নামরূপোৎপত্তেঃ  
 প্রাগপি চিহ্নপাবস্থানাং তদুপাদানত্বাচ্চ নামরূপপ্রপঞ্চস্য তদনতিরেকো  
 বজ্জুপাদানস্যেব ভূজঙ্গস্য রজ্জোরনতিরেক ইত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি  
 ৬গবতী শ্রুতিঃ—স যথার্দ্ৰৈধোহধৈরভ্যাহিতস্ত পৃথগ্ধৃমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা  
 ‘অরে হস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্বদৃশেদ ইত্যাদিনা চতুর্ধিকো ময়  
 উক্ত ইতিহাস ইত্যাদিনাঃইবিধং ব্রাহ্মণমুক্তম্ । এতচ্চুক্তং ভবতি।- যথামি-  
 নাত্রং প্রথমমবগম্যতে ক্ষুদ্রাণাং বিক্ষুলিঙ্গানামুপাদানম্ । অথ ততো  
 বিক্ষুলিঙ্গা ব্যাচরন্তি ন চৈতেহযেস্তদ্ব্যক্তব্যক্তাং শব্দান্তে নিকৃষ্টম্ । এব-  
 নুযেদাদয়োপারপ্রযত্নাদব্রহ্মণোব্যাচরন্তো ন ততস্তদ্ব্যক্তব্যক্তাং নিকৃষ্টান্তে  
 অপাদিভিন্যামোপলক্ষ্যতে যদা চ নামধেয়সেয়ং গতিস্তদা তৎপূর্বকস্ত রূপ-  
 ধেয়স্য কৈব কথংতি ভাবঃ । ন কেবলং তদুপাদানত্বাত্তো ন ব্যতিরচ্যতে  
 প্রত্যাব শেবে “বিনি বিজ্ঞাতা—তাহাকে কি দিয়া জানিবে ?” এরূপ কথাও  
 বলিয়াছেন । ঐ কথার দ্বারাও জীবাত্মার প্রতীতি হয় । ( কেমন-না জীবা-  
 ত্মাই কর্তা, পরমাত্মা অকর্তা ) । অতএব, শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান  
 হওয়ার কথা বলিয়াছেন তাহা ঔপচারিক বা আরোপিত স্মরণ্য তাহা  
 জীবাত্মাতেই পর্যাবসন্ন । [ এবং...বদন্তি ] এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া  
 আমরা বলিতেছি, সিদ্ধান্ত কথা বলিতেছি, ঐ উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক ।  
 কারণ এই যে, মহাবাক্যের পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে পরমাত্মাতেই



তু নাশান্তি বিত্তেন ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাদুপশ্রুত্যা, যেনাহ্ন  
 নান্নতা স্যাৎ কিমহস্তেন কুর্ব্যাৎ, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব  
 মে ক্রহীতান্নতত্ত্বমাশংসমানায়ৈ মৈত্রেয়্য যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-  
 বিজ্ঞানমুপদিশতি। ন চান্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদম্মতত্ত্বমন্তীতি  
 শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি। তথা আত্মবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-  
 মুচ্যমানং নান্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানাম্মুখ্যমবকল্পতে। ন  
 চৈতদৌপচারিকমাশ্রয়িতুং শক্যম্। নং কারণমাত্মবিজ্ঞানেন

নামকপ প্রথমঃ প্রথমসময়ে চ তদন্তু প্রবেশান্ততো ন বাতিবিচ্যতে। যথা  
 সামুদয়মেবান্তঃ পৃথিবীতেজঃসম্পকাতং কাঠিন্যমুপগতং সৈন্ধবং খিল্যঃ স হি  
 স্বাকরে সমুদ্র ক্ষিপ্তোহস্ত এব ভবত্যেবং চিদন্তোযে নীনং জগচ্চিদেব  
 ভবতি ন তু ততোহর্গরিচ্যত ইতি। এতদন্তো প্রবন্ধেনাহ।—“স যথা সর্বা-  
 সামপামি”ত্যাदि। দৃষ্টান্তপ্রবন্ধমুক্তা। দাষ্টান্তিকে যোজয়তি।—“এবং বা  
 অনে হদং মহাদি”ত। বহুধেন বক্ষোক্তন। ইদং ব্রহ্মত্যাঃ। ভূতং সত্যম্।  
 অনন্তং নিতাম। অপাৎ সঙ্গগতম। বিজ্ঞানযনো বিজ্ঞানৈকরস ইতি যাবৎ।  
 এতেভ্যঃ কার্যাকরণভাবেন ব্যবস্থিতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় সামোনোখাৎ  
 কার্যাকরণসম্ভাব্যস্য অবচ্ছেদকঃখিত্তশো কিত্তদয়ন্তদবচ্ছিন্নে চিদান্মনি ত্বি-  
 পরীতেহপি প্রতীযন্তে যথোদকপ্রতিবিম্বিতে চক্ৰমসি তোয়গতাঃ কল্পাদয়ঃ।  
 তদিদং সামোনোখানং যদা আগমাচার্যোপদেশপূর্বকমনননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষ  
 পর্যন্তজোহসা ব্রহ্মস্বকপসাক্ষাৎকাব উপাধর্ভতে তদা নিমৃষ্টনিখিলসবাসনা  
 বিদ্যামলস্য কার্যাকরণসম্ভাব্যত্বস্য বিনাশে তান্যেব ভূতানি নশান্ত্যন্ত

তাহার তাৎপর্যানিচ্ছয় হয়। যে-প্রকারে তাহা প্রতিপাদিত হয় তাহা  
 দেখাইতেছি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে নিকট “ধনেব দ্বারা মুক্তির আশা  
 নাই” এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, “ভগবন্! তবে আমি ধন  
 লইয়া কি করিব? বাহাতে মুক্ত হইতে পারি তাহাই আমাকে বলুন।”  
 যাজ্ঞবল্ক্যও মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অনুসারে ঐ আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করেন।  
 বস্তুতঃ আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান ব্যতীত  
 মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই আছে। [ তথা - দ্রষ্টব্যতি ]  
 শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহাও  
 পরমকারণজ্ঞানসাপেক্ষ। আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ কথা

সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রহেন তদেকোপপাদয়তি,  
ব্রহ্ম তং পরাদাদমোহন্যত্রায়নো ব্রহ্ম বেদ ইত্যাদিনা । যো  
হি ব্রহ্মকত্রাদিকং জগদায়ানোহন্তত্র স্মাতস্ত্রোণ লক্ষসদৃশং  
পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মকত্রাদিকং  
জগৎ পরাকরোতি ইতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্য, ইদং সর্বং যদয়-  
ম্যেতি সর্বস্য বস্তুজাতসামান্যব্যাতিরেকমবতাবয়তি । হুন্স-

তদুপাধিচ্চিদান্ননঃ খিল্যভাবো বিনশ্য ৩। ততো ন প্রেত্যকার্যকলণকৃত-  
নিরুক্তো রূপগন্ধাদিসংজ্ঞাস্তীতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি সংজ্ঞাসামান্যবেদাদান্না  
নাস্তীতি মন্তমানা সা মৈত্রৈয়ী হোবাচ, অত্রৈব মা ভগবান্ভুমুহম্মোহিতবান্  
ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি । স গোবচ বাস্তবত্বাঃ স্মাতপ্রায়ং দ্বৈতে ১২ রূপাদি-  
বিশেষসংজ্ঞানিবন্ধনো চঃপিত্বাদ্যাভিমানঃ । আনন্দজ্ঞানেকরসএকাদয়ানুভবে  
তু তৎ কেন কং পশ্যেৎ ব্রহ্ম বা কেন বিজানীয়াৎ ন হি তদস্য কৰ্ম্মভাবো-  
প্যন্ত স্বপ্রকাশত্বাৎ । এতচ্ছবঃ ভবতি ।—ন সংজ্ঞামাত্রং ময়া ব্যাসেধি কিঞ্চ  
বিশেষসংজ্ঞেতি । তদেবমমৃতত্বকলেনোপক্রমায়ম্বে চান্নবিজ্ঞানেন সর্ব-  
বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তদুপপাদনাৎ উপসংহারে চ মহত্বত্বমনস্তমিত্যাदिना চ  
ব্রহ্মরূপাধিধানাৎ দ্বৈতনিব্ধয়া চাষ্টৈতত্ত্বগকীৰ্ত্তনাৎ ঐষ্টক্বে মৈত্রৈয়ীত্রাঙ্কণে  
প্রতিপাদ্যং ন জীবায়ৈতি নাস্তি পূৰ্ব্বপক্ষ ইত্যানারম্ভ্যমেবেদমধিকং যম্ ।  
অত্রোচ্যতে । ভোক্তৃজ্ঞাতৃস্বজীবরূপোখানসমাধয়ে মৈত্রৈয়ীত্রাঙ্কণে পূৰ্ব্ব-  
পক্ষেণোপক্রমঃ কৃতঃ । পতিজ্ঞাদিভোগ্যসম্বন্ধো নাতোক্ত, একেণো বুজ্যতে

আবোপিত নহে । কারণ, প্রতি আনুবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইরূপ  
প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ঐ সকল কথা বলিয়াছেন । ( আনোপিত হইলে  
তাহা প্রতিজ্ঞাত হইবে কেন ? ) আরও বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম তাঁহা হইতে  
দূরগত হন—যিনি আপনাকে ব্রহ্ম ভিন্ন দেখেন ।” “যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও  
বৈশ্য প্রভৃতি জগতে আত্মদর্শন করেন না—সে সকলকে আত্মাতিরিক্ত ও  
স্বতন্ত্র স্বং বিবেচনা করেন—মিথ্যা ব্রাহ্মণাদি জগৎ তাঁহাকে প্রাস করিয়া  
রাখে ।” প্রতি এবম্বাকারে ভেদজ্ঞানের নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ “এ সমস্তই  
আত্মা ( আমি )” এইরূপ বাক্যে জগতের আত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এ  
পবে আবার হুন্সুতি প্রকৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া সে কথাকে দৃঢ় ( অবিচল্য )

ভাদিদ্ভূতান্তঃশচ তমেবাব্যতিরেকঃ ত্রৈয়তি । অস্য মহতো  
 ভূতস্য নিঃস্মিতমেতদ্যদ্বৈদ ইত্যাদিনা চ প্রকৃত্যস্মান্নো  
 নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং  
 গময়তি । তথৈবৈকায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য  
 সাস্তুঃকরণস্য প্রপঞ্চসৌকায়নমনস্তরমবাহুং কৃত্বাং প্রজ্ঞান-  
 ঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি । তস্মাৎ পরমা-  
 ত্মন এবায়ং দর্শনাত্ম্যপদেশ ইতি গম্যতে । যৎপুনরুক্তং  
 প্রিয়সংসূচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়ং দর্শনাত্ম্যপদেশ  
 ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

নাপি জ্ঞানকর্তৃত্বমকর্তৃঃ সাক্ষাচ্চ মহতো ভূতস্য বিজ্ঞানাত্ম্যভাবেন সমুখানা-  
 ত্তিধানং বিজ্ঞানাত্মন এব ত্রৈব্যবহাঃ । অন্যথা ব্রহ্মণো ত্রৈব্যবহপরেঃস্মিন্  
 ব্রাহ্মণে তস্য বিজ্ঞানাত্ম্যেণ সমুখানাত্তিধানমমুপবৃকং স্যাৎ তস্য তু ত্রৈব্যা-  
 বমুপবৃজাতে ইত্যুপক্রমমাত্রং পূর্ব্বপক্ষঃ কৃতঃ । ভোক্তৃর্ধ্বাচ্চ ভোগ্যজাতভেতি  
 তদ্ব্যপোষলনমাত্রম্ । সিদ্ধান্তস্ত নিগদব্যাখ্যাতেন ভাব্যোগোক্তঃ । তদেবং  
 পৌরুষাপৌর্য্যপৰ্য্যালোচনয়া মৈত্রেয়ীত্রাহণস্য ব্রহ্মদর্শনপরেঃ স্থিতে ভোক্তৃ  
 জীবাত্মনোপক্রমমাচার্য্যদেশীরমভেন তাবৎ সমাধস্তে স্বত্কারঃ ।

করিরাহেন । [ অস্য গম্যতে ] অপিচ, “ঋগ্বেদ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ  
 এই মহত্বতের নিবাস” এ প্রতিও প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরমাত্মকে নাম-  
 রূপ কর্ম্মাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া বর্ণন করিরাহেন । একায়ন-  
 প্রক্রিয়ার \* পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম বিষয়েজ্জিহাস্তঃকরণের একমাত্র আশ্রয়  
 ও গতি, এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়ার উদ্বুদ্ধত বাক্যে পরমাত্মারই প্রতীতি হয় ।  
 এই সকল কারণে বলিরাহি, নির্দর্শিত প্রতিভে পরমাত্মার দর্শনাদি উপদিষ্ট  
 হইরাছে । [ যৎ...ক্রমঃ ] বলিরাহিলে, উপক্রমে ( আরম্ভ বাক্যে ) প্রিয়-  
 পক্ষ থাকার ঐ উপদেশ জীবাত্মার, একে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত  
 হইতেছে ।

\* একায়ন প্রক্রিয়া—উপনিষদের অংশবিশেষ । তাহাতে দেখান হইরাছে, সমস্ত  
 বেদমুখিদিগের পরমগতি, আশ্রয়, সমাহার বা লব্ধি, যেমনি, ব্রহ্মও এই নিখিল  
 প্রপঞ্চের একায়ন স্বর্গ বা আশ্রয় বা লব্ধি ।

## প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥ ●

অন্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা—আত্মনি বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং  
তবতীদং সৰ্ব্বং যদয়মাত্মা ইতি চ । তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং  
সূচয়তোতল্লিঙ্গং যৎপ্রিয়সংসূচিতস্যাত্মনো ব্রহ্মব্যবাদিসঙ্কী-  
ৰ্ত্তনম্ । যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোহন্যঃ স্যাৎ ততঃ  
পরমাত্মবিজ্ঞানেহপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞা-  
নেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়েত । তস্মাৎ প্রতিজ্ঞা-

যথা হি বহুৈর্কিঁকারা বৃক্ষরন্তো বিক্ষুলিঙ্গা ন বহুৈরভ্যন্তং ভিন্যন্তে  
তদ্রূপনিরূপণদ্বাং নাপি ভতোত্যন্তমভিরা বহুৈরিব পরস্পরব্যাবৃত্ত্যভাব-  
প্রসঙ্গাৎ তথা জীবাভ্যানেহপি ব্রহ্মবিকারা ন ব্রহ্মণোহিত্যন্তং ভিন্যন্তে  
চিহ্নপদ্ব্যভাবপ্রসঙ্গাৎ নাশাত্যন্তং ন ভিন্যন্তে পরস্পরং ব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ  
সৰ্ব্বজ্ঞং প্রতাপদেশবৈবৰ্থ্যাক্ত । তস্মাৎ কথঞ্চিভেদোজীবাভ্যনামভেদশ্চ ।  
ভত্র তদ্বিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধয়ে বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদমুপা-

শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “আত্মা বিজ্ঞাত হইলে—আত্মা জানিলে—  
এ সমস্তই জানা হয়।” “আত্মাই এ সকল (দৃশ্য বস্তু)” ইহাও একটী  
প্রতিজ্ঞা + । উপক্রমে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাভ্যার সূচনা ( ইঙ্গিত ) পূর্বক  
বর্ণনাদি বিধান করার ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ বা সাধিত হইরাছে, ইহা বুঝিতে  
হইবে। বিজ্ঞানাত্মা ( জীব ) যদি পরমাত্মা হইতে অন্তঃস্থ ভিন্ন হয়,  
তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাভ্যার জ্ঞান অসম্ভব হয়। সুতরাং  
শ্রুতির এক বিজ্ঞানে সৰ্ব্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা বাহত হইরা যায়। অতএব

\* যৎ প্রিয়শব্দসূচিতস্য জীবাভ্যনোব্রহ্মব্যবাদি কীর্ত্তনং তৎপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গং পদক-  
শিভ্যাপ্রবৃত্ত্যন্তরামক আচার্য্য আহ । জীব ব্রহ্মণোভেদাভেদসদ্ব্যং ভেদনাংশোনেব জীবো-  
পক্রমণমিতি নির্ণয়িতার্থঃ । অরমেব বিশিষ্টাভেদবাদ ইতি ব্রহ্মবান্ ।—আশ্রয়ধা সুনি-বলি-  
তাহেন, শ্রুতি বে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাভ্যার সূচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির  
বোধক । আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, জানা হয়, এ প্রতিজ্ঞা জীবতাব  
উপদেশের দ্বারা সিদ্ধ হইরাছে । অতিপ্রার এই বে, জীব ও ব্রহ্ম এক, সুতরাং জীবতাব জ্ঞানে  
ব্রহ্মত্বের জ্ঞান সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মত্ব জ্ঞানে জীবতাব জ্ঞান হয় ।

+ প্রতিজ্ঞা—সাধ্যনির্দেশ । বাহা যেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ, কথিত হয়,  
এরূপ বাক্যোপদেশের নাম প্রতিজ্ঞা ।

সিদ্ধার্থঃ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যা-  
শ্রয়ত্যা আচার্যো মন্ততে ॥ ২০ ॥

**উৎক্রমিষ্যত এবস্তাবাদিতৌড়লোমিঃ ॥ ২১ ॥\***

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতোপাধিসম্প-  
র্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্ত  
দেহাদিসজ্জাতাভূৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদ-

দায় পরমাত্মনি দর্শয়িতব্যো বিজ্ঞানাত্মনোপক্রম ইত্যশ্রয়ত্যা আচার্যো  
মেনে । আচার্যদেনীয়াস্তরমতেন সমাধতে ।

জীবো হি পরমাত্মনোহিত্যন্তঃ ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপধান-  
সম্পর্কাৎ সর্বদা কলুষস্তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহে-  
ন্দ্রিয়াদিসজ্জাতাভূৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণম্ ।  
এতদ্বক্তা ভবতি ।—ভবিষ্যন্তমভেদমুপাদায় ভেদকালেহ্যভেদ উক্তঃ ।  
যথাহঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ—

আমুক্তেভেদ এব সাজ্জীবস্য চ পরমা চ ।

মুক্তস্য তু ন ভেদোহস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ ॥ ইতি ।

শ্রোতপ্রতিজ্ঞা সিদ্ধার্থ জীব পরমাত্মার অভেদ অবজ্ঞা স্বীকার্য্য এবং  
তাহারই জন্ত জ্ঞাপ্তি ঐক্যে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন । ইহা আশ্রয়ত্যা  
মুনির মত ।

ব্রহ্মই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,—এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষ  
প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন । জীব যখন ধ্যান জ্ঞানাদি সাধন অনু-  
ষ্ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষশূন্য হন, তখন তিনি উপাধি সমূহ হইতে  
উৎক্রান্ত অর্থাৎ উৎখিত (মুক্ত) হন । অর্থাৎ তখন আর জীবভাব  
থাকে না । জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয় ; সুতরাং তখন  
জীব-পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি হয় । সেই ঐক্য বা অভেদ লক্ষ্য করিয়াই

\* উৎক্রমিষ্যতঃ দেহাদিসংঘাতাৎ সমুৎপাতাৎ এবস্তাবাৎ অভেদভাবাৎ অভেদো-  
পক্রমণমিতি পূরণীয়ম্ । সংসার দশায়াঃ ভেদ এব ব্রহ্মোক্তভেদ ইত্যৌড়লোমিমতমিতি  
স্বত্বাকরণার্থঃ ।—ওড়লোমি মুনি বলেন, জীব মুক্তিকালে ব্রহ্ম হয় সুতরাং সে কালে  
জীব ও ব্রহ্ম এক, সেই একত্ব বা অভেদ উপদেশ করিবার জন্তই ক্রিতি ঐক্য অভেদোক্তি  
করিয়াছেন ।

মভেদেনোপক্রমণমিত্যোড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে । ঞ্জতি-  
শ্চৈবং ভবতি, এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং  
জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিম্পদ্যত ইতি । কচিচ্চ  
জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জায়তে,—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে

হস্তঃ গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাঙ্গিমুক্তঃ

পর্যাপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ইতি ॥

যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় সমুদ্র-  
মুপযন্তি এবং জীবোহপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পর  
পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টান্তদাক্ষিণ্য-  
কয়োস্তল্যাতায়ৈ ॥ ২১ ॥

অত্রৈব প্রতিমুণ্যস্যাতি । “ঞতিশ্চৈব”মিত । পূর্বং দেহোজ্জমাধ্যাপা-  
দিকৃতং কলুষভ্রাম্মন উক্তং, সম্প্রতি স্বাভাবিকমেব জীবস্য নামরূপপ্রপঞ্চ-  
শ্রয়বলকণং কালুযাং পার্থিবানামণুনামিব ভ্রাম্মনং কেবলং পাকেনৈব জান-  
খ্যানাদিনা তদগমীয় জীবঃ পর্যাপরভরং পুরুষমুপৈতীত্যাহ । “কচিচ্চ জীবা-  
শ্রয়মপী”তি । নদী নিদর্শনং, যথা সোমোমা নদা ইতি । তদেবমাচার্য-  
দেবীমততদ্বয়মুক্তাভ্যাপরিতুব্যারাচার্যমতমাহ স্বত্রকারঃ ।

ঞতি ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা ওড়ুলোমি যুনির অতিপ্রায় । এ অতি-  
প্রায়ের বা এই ব্যাখ্যার অল্পকূলে ঞ্জতি প্রমাণ আছে । যথা—“এই  
সম্প্রসাদ (স্বচ্ছতা প্রাপ্ত জীব) শরীর হইতে উৎখিত (শরীরান্তিমান  
বর্জিত) হইয়া পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন (ব্রহ্ম সম্পন্ন) হওয়ার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা  
হন ।” নাম ও রূপ জীবের, ব্রহ্মের নহে, এতি ইহা নদীর নৃষ্টান্তে বুঝাইয়া-  
ছেন । যথা—“যেমন বহমানা নদী নামরূপ ভাগপূর্বক সমুদ্রে লীন হয়,  
তদ্রূপ, জীবও নামরূপ ভাগ করিয়া পর্যাপর পুরুষ প্রাপ্ত হন ।” সবুজ  
প্রাপ্ত নদী যেমন স্বপ্রিত নামরূপ ভাগ করিয়া সবুজতা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রই  
হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বপ্রিত নামরূপ ভাগ করিয়া পরম পুরুষ  
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমহ প্রাপ্ত হন, ইহাই উক্ত ঞ্জতির অর্থ ।

## অবস্থিতে রিতি কাশকুৎস্নঃ ॥ ২২ ॥ \*

অসৌব পরমাত্মনোহ্মেনোপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাত্মপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকুৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। তথা চ ব্রাহ্মণম্, অনেন জীবেনাত্মনামুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবজ্ঞাতীয়কং পরসৌবাত্মনো জীবভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মস্ত্রবর্ণশ্চ, সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিচিতিয়ীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্ত ইত্যেবজ্ঞাতীয়কঃ। ন চ তেজঃপ্রভৃतीনাং সৃষ্টৌ জীবস্যা পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতাত্ম যেন

এতদ্ব্যাচষ্টে—“অসৌব পবমাত্মন” ইতি। ন জীব আত্মনোহ্মেনো নাপি ভবিকারঃ কিং স্বাত্মৈবাবিদ্যোপাধানকৰিতাবচ্ছেদ আকাশ ইব ঘটমণিকা-  
বিকল্পিতাবচ্ছেদোষটাকাশো মণিকাকাশো ন তু পরমাকাশাদন্যন্তবিকারো-  
বা। ততশ্চ জীবাত্মনোপক্রমঃ পরমাত্মনৈবোপক্রমন্তস্য ততোহুত্বেদাৎ  
মূলদর্শিলোকপ্রতীতিসৌকৰ্য্যারোপাধিকেনাত্মরূপেণোপক্রমঃ কৃতঃ। অত্রৈব  
শ্রুতিং প্রমাণয়তি।—“তথা চ” ইতি। অথ বিকারঃ পবমাত্মনো জীবঃ  
কশ্মল ভবত্যাকাশাদিবদিত্যাহ—“ন চ তেজঃপ্রভৃতীনামি”তি। ন হি বধা

কাশকুৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত স্ততরাং ঐ  
অভেদোক্তি অযুক্ত নহে। ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগও “ব্রহ্ম আলোচনা  
করিলেন, আমি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।”  
এবশ্যকারে পরমাত্মাই জীবরূপতা ব্যক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রাত্মক বেদেও  
ঐ কথা আছে। বধা—“ধীর সৰ্ব্বপ্রকার রূপের (কার্য্যের বা লভ্যপদ-  
ার্থের) সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নাম প্রদান পূৰ্ব্বক সে সকলে আবিষ্ট  
হইয়া অবস্থান করিয়াছেন।” [নচ . শ্রুতিভাঃ] তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টির পরে  
অথবা সময়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি কথিত হয় নাই যে জীব পরমাত্মা হইতে  
পৃথক্ বস্তু হইবেন। কাশকুৎস্নের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব।  
আশ্বরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিলেও প্রতীক্ষা সিদ্ধির

\* অবস্থিতে: জীবভাবেনাবস্থানাত্মভাবেনোপক্রমণমিতি কাশকুৎস্নীয়ং বক্তব্যং।  
অত্যাভ্যন্তরঙ্গাপনার্থমেব জীবনুপক্রম্য ত্রৈব্যাবায়রো ব্রহ্মবর্ণা উক্তা ইতি সিদ্ধান্তঃ।—  
কাশকুৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা দেখাইবার কল্প  
কতি ঐ অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন।

পরশ্রাদান্ননো হন্তস্তবিকারো জীবঃ স্যাৎ । কাশকুংসস্তা-  
 চার্ধ্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্ ।  
 আশ্রয়স্য তু যদ্যপি জীবস্য পরশ্রাদনন্যত্বমতিপ্রৈতং  
 তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিতি স্বাপেক্ষাভিধানাৎ কার্যাকারণ-  
 ভাবঃ কিয়ানপ্যতিপ্রৈত ইতি গম্যতে । ঔড়ুলোমিপক্ষে  
 পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থাস্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যতে । তত্র  
 কাশকুংসীরং মতং শ্রুতানুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়ি-  
 যিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । এবঞ্চ সতি তজ্-  
 ভেদঃপ্রভৃতীনাশ্রাবিকারঃ প্রযতে এবং জীবসোতি । আচার্য্যজরমতং  
 বিতজ্ঞে—“কাশকুংসস্যার্ধ্যস্য” ইতি । আত্যন্তিকে সত্যভেদে কার্য-  
 কারণভাবাভাবাৎ অনাত্যন্তিকোহন্তেহ আহেরতথা চ কথঞ্চিদ্বোদগীতি  
 তদান্যায় কার্যাকারণভাব ইতি । মতত্রয়মুক্ত্য কাশকুংসীরমতং সাধুত্বেন  
 নির্দ্ধারয়তি—“তত্র” তেষু মধ্যে “কাশকুংসীরং মতং”মিতি । আত্যন্তিকে হি  
 জীবপরশ্রাদানোরভেদে তাত্ত্বিকে হনাদ্যবিষয়োপাধিকল্পিতো ভেদস্তত্ত্বমসীতি  
 জীবান্ননো ব্রহ্মতাবতষোপদেশপ্রবণমননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষণার্থতত্ত্বজ্ঞানা সা-  
 কাংকারেণ বিদ্যয়া শকাঃ সমূলকাং কবিতুং রজ্জ্বামহিবিল্লম ইব রজ্জতথ-  
 সাকাংকারেণ রাজপুস্ত্রস্যেব চ রেজ্জকূলে বর্দ্ধমানস্যাত্মনি সমারোপিতো-  
 রেজ্জভাবো রাজপুস্ত্রোহসীত্যাশ্রোপদেশেন । ন তু সুবিকারঃ শরাবাদিঃ  
 শরশোহপি সূক্ষ্মমিতি চিন্ত্যমানস্তজ্জনা সুতাবসাকাংকারেণ শক্যোনিবর্ত-  
 রিতুম্ । তৎকস্য হেতোঃ । তস্যাপি নৃনো তির্য্যাকরস্য তাত্ত্বিকত্বাৎ । বহনন্ত  
 জেনেনোচ্ছেদু মশকাত্বাৎ । সোহং প্রতিপিপাদয়িযিতার্থানুসারঃ । অপি চ  
 জীবশ্রাবিকারেষে তস্য জানাধ্যানাদিসাধনামুষ্ঠানাৎ ব্রহ্মতাবপ্যয়ে সতি  
 নানুতত্ত্বশ্রাব্যশ্রীত্যপুঙ্খবার্থত্বমত্বপ্রাপ্তিক্রতিবিরোধচ্চ কাশকুংসমতে যে-  
 তদ্বদং নাসীত্যাহ—“এবঞ্চ সত্যী”তি । নহু বদি জীবো ন বিকারঃ

অপেক্ষা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে জীবপরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্য-  
 কারণভাব থাকা প্রতীত হয় । ঔড়ুলোমি বাহা বলিয়াছেন তাহাতে  
 বুঝা যায়, জীব-পরমেশ্বরের ভিন্নতা অবহাণুটিত । অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরই  
 অন্তবিধ অবস্থা । এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকুংসের মতই প্রতিপাদিত  
 গম্যী । [ এবঞ্চ.. তব্যা ] ব্রহ্মই জীব, এই পক্ষেই আশ্রয়সে সূচি



জ্ঞানাদমুতত্বমবকল্পতে। বিকারাত্মকহে হি জীবস্যাভ্যুপগম্য-  
 মানো বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গান্ন তজ্জ্ঞানাদ-  
 মুতত্বমবকল্পেত, অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্যাসম্ভবাৎ উপা-  
 ধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে, অত এবোৎপত্তিরপি  
 জীবস্য কচিদগ্নিবিস্কুলিন্দোদাহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যা-  
 শ্রয়ৈব বেদিতব্য।। যদপ্যুক্তং প্রকৃতসৌব মহতো ভূতস্য  
 দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানান্নভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞা-  
 নাত্মন এবোদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তীতি, তত্রাপীয়মেব ত্রিসূত্রী  
 যোজয়িতব্য।। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্রয়ঃ। ইদমত্র প্রতি-

কিত্ত ব্রহ্মৈব কথং তর্হি তান্নামরূপাশ্রয়ত্বপ্রাপ্তঃ কথঞ্চ যথাহংগে: সূত্রা  
 বিস্কুলিঙ্গা ইতি ব্রহ্মবিকারশ্রুতিরিত্যাপসংহারব্যাঞ্জনো নিরাকরোতি।  
 “অতশ্চ স্বাশ্রয়স্যো”তি। যতঃ প্রতিপিপাদয়িতাধাতুসারশ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিশ্চ  
 বিকারপক্ষে ন সম্ভবতঃ, অতশ্চেতি যোজন।। দ্বিতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজমনসৈব  
 ত্রিসূত্র্যাপ্যাকরোতি। “যদপ্যুক্ত”মিতি। শেষমতিবোহিতার্থং ব্যাখ্যাতার্থক  
 তৃতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজনিরাসে কাশকৃত্বংসীয়েনৈবেত্যবধারণং তদ্ব্যত্যাশ্রয়েনৈব  
 তস্য শক্যান্নাসম্ভবাৎ। ঐকান্তিকে দ্রষ্টেতে আত্মনোহন্যকণ্ডকরণে কেন  
 কং পশ্চেন্নিতি আত্মনশ্চ কল্পত্বং বিজ্ঞতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াদিতি শক্যো  
 নিবেদ্যুঃ। ভেদাভেদপক্ষে বৈকান্তিকে বা ভেদে সর্ব্বমেতদ্রষ্টেতাশ্রয়মশক্য-  
 মিত্যবধাবগম্যার্থঃ। ন কেবলং কাশকৃত্বংসীয়দশনাশ্রয়েন ভূতপূর্ব্বগত্যা

হওয়া সম্ভব। জীব ব্রহ্মের বিকারবিশেষ, এ মতে বিকার পদার্থের  
 বিনাশ নিশ্চিত থাকার মুক্তি কথটি ও নামরূপের জীবাপ্রতিভা অসম্ভব  
 বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং উপাধির আশ্রিত নামরূপ উপচারক্রমে  
 জীবে কথিত হইয়াছে, এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। ঐ কথার দ্বারা বুঝা  
 যায়, প্রতি যে স্কুলিঙ্গাদিব দৃষ্টান্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন কবিয়াছেন—  
 তাহাও ঔপচারিক। [যদপ্যুক্তং যোজয়িতব্য।] জীবরূপে অবস্থিত দ্রষ্টব্য  
 মহত্বের নামরূপ উত্থান (পরিচ্যায়) বর্ণিত হওয়ার জীবাত্মার  
 দর্শনাদিই বিধেয়, ইহা প্রতীত হয়। তাহা হইলে উক্ত সূত্রের অঙ্গিমোক্ত  
 প্রকারে বোঝিত হইবে। [প্রতিজ্ঞা. মন্ত্রতে] যথা—২০ সূত্রে প্রতিজ্ঞা

জ্ঞাতম্, আত্মনি বিদিত্তে সৰ্ব্বমিদং বিদিতং ভবতীদং সৰ্ব্বং  
 যদয়মাত্মা ইতি চ। উপপাদিতঞ্চ সৰ্ব্বস্য নামরূপকৰ্ম্মপ্রপঞ্চ-  
 সৌকপ্রসবদ্বাদেকপ্রলয়ত্বাচ্চ। চন্দ্রভাদ্রাদিদ্ৰষ্টান্তৈশ্চ কার্য-  
 কারণয়োৰব্যতিরেকপ্রতিপাদনাং তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ  
 সিদ্ধিং সূচয়তোতল্লিঙ্গং বস্মহতো ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং  
 বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাম্মরথ্য আচার্যো মন্যতে।  
 অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমব-  
 কল্পত ইতি। উৎক্রমিষ্যত এবস্ত্ববাদিত্যোড়ুলোমিঃ।  
 উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞানাত্মনো জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাং সম্প্র-  
 সন্নস্য পরেণাত্মনৈক্যসম্ভবাদিদমভেদাভিধানমিত্যোড়ুলোমি-  
 রাচার্যো মন্যতে। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ। অসৌম্য-  
 পরমাত্মনোহ্নেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদ-  
 মভেদাভিধানমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্যো মন্যতে। ননু-  
 চেদাভিধানমেতৎ—এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু-

\* এই—“আত্মা বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়।” এবং “এই যে আত্মা,  
 ত্বনিই এই সমস্ত।” এ আত্মাই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-প্রলয়-স্থান এবং  
 চন্দ্রভাদ্র দৃষ্টান্তে কার্য ও কারণ অতির, এক, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ার  
 ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহন্ততের  
 উত্থান বর্ণনার দ্বারা সূচিত হয়, ইহা আম্মরথ্য মূনির মত। জীব-  
 পরমাত্মা এক, অতির, এই পক্ষেই একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা  
 রক্ষিত হয়। পরে ২১ সূত্র। ২১ সূত্রের বোঝনা এইরূপ—জীব উৎক্রান্তি  
 কালে (মৌক্যকালে) ধ্যানজ্ঞানাদির দ্বারা বদ্ধ হয়, নিকৃপাধি হয়, সে  
 ভাবে ও সে কালে অভেদ। এই অভেদই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,  
 ইহা ঔড়ুলোমি মূনির মত। ২২ সূত্রের বোঝনা এই যে, পরমাত্মাই  
 জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদমৌক্য বৃত্তিযুক্ত। এ অর্থ কাশ-  
 কৃৎস্ন মূনির অভিপ্রেত। [ননু...ইতি] যদি বল, মহন্ত ভূতসমূহ হইতে  
 উত্থিত হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন, বিনষ্ট হন বলিয়া

বিনশ্চতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি কথমেতদভেদাভিধানম্ ।  
 নৈষ দোষঃ । বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেতদ্দিনাশাভিধানং  
 নাহ্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ম্ । অত্রৈব গা ভগবানগুমুহম্, প্রেত্য  
 সংজ্ঞাস্তীতি পর্যানুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যাথাস্তরস্য দর্শিতত্বাৎ ।  
 ন বা অরেহং মোহং ত্রবীম্যবিনাশী বা অরেহয়মাত্মানু-  
 চ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতীতি । এতদ্বক্তং ভবতি—  
 কূটস্থনিত্য এবাহয়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা, নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গো-  
 হস্তি, মাত্রাভিস্তস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃত্যভিরসং-  
 সর্গো বিদ্যায়া ভবতি, সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষ-  
 বিজ্ঞানস্যাভাবাম প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতুক্তমিতি । যদপ্যুক্তং  
 বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদिति কর্তৃবচনেন শব্দেনো-

সংজ্ঞা (জ্ঞান) থাকে না, এ কথার জীবপরমার্থ্য্য অভেদ বলা হয় নাই,  
 প্রেত্য জীবের উচ্ছেদ বলাই হইয়াছে । ইহাতে আমরা বলি, তাহা নহে ।  
 ঐ প্রকার বলার দোষ হয় নাই । কেন-না, ঐ বিনাশোক্তি আত্মবিনাশ  
 অভিপ্রায়ে উচ্চারিত নহে, বিশেষবিজ্ঞানের ( ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন  
 প্রকার জ্ঞানের ) অভাব অভিপ্রায়েই উচ্চারিত । কারণ, উহারই পরে  
 “ভগবন্ ! এই স্থানেই আমার মোহ জন্মিল । বিনাশ হয় ও সংজ্ঞা থাকে  
 না, এই কথাটিই মোহ-কথা ।” এইরূপ কথা আছে । শ্রুতি ঐ কথার  
 প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, “আমি মোহ বলি নাই, না বুঝিবার কথা বলি  
 নাই । আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মার উচ্ছেদ হয় না, তাঁহার সহিত  
 ভূতেন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয় ।” [ এতদ্বক্তং...মিতি ] এ বাক্যে ইহাই বলা  
 হইয়াছে যে, আত্মা কূটস্থ নিত্য, বিজ্ঞানঘন, ( কেবল বা ঘনচৈতন্য )  
 সূতরাং তাঁহার বিনাশ সম্ভাবনা নাই, তবে অবিদ্যার দ্বারা তাঁহার সহিত  
 আবিদ্যক ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয়, তাই তৎকালে ভ্রান্ত বিশেষবিজ্ঞান প্রাদু-  
 র্ভূত হয়, আবার সম্পর্কের অভাবে সে সকল বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হয় ।  
 শ্রুতি ঈদৃশ বিশেষবিজ্ঞানাত্মক “সংজ্ঞা থাকে না” এই কথার দ্বারা ব্যক্ত  
 করিয়াছেন । [ যদপ্যুক্তম্...গম্যতে ] উপসংহারে “যিনি সকলের জ্ঞাতা—  
 তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে ?” এইরূপ কর্তৃবোধক বাক্য থাকার জীবাত্মারই

পসংহারাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবাদং দ্রষ্টব্যম্ভূমিতি, তদপি কাশ-  
কুংস্রীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্। অপি চ, যত্র হি দ্বৈত-  
মিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে  
তসৈব দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রাপ্য, যত্র ত্বস্য  
সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদিনাবিদ্যা  
বিষয়ে তসৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবমভি-  
দধাতি। পুনশ্চ বিষয়াভাবেহপ্যাত্মানং বিজ্ঞানীয়াদিত্যা-  
শঙ্ক্য বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ইত্যাহ। ততশ্চ  
বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব  
কেবলং সন্ ভূতপূর্বগত্যা কর্তৃবচনেন ত্ভূচা নির্দিষ্ট ইতি  
গম্যতে। দর্শিতস্ত পুরস্তাৎ কাশকুংস্রীয়স্য মতস্য প্রতি-

বিজ্ঞাত্বদনপি তু প্রতিপৌরীপর্ধ্যপর্ধ্যালোচনমাপোবমেবেত্যাহ—“অপি চ  
যত্র হি” ইতি। কস্মাৎ পুনঃ কাশকুংস্রীয়স্য মতমাহীযতে নেতরেযামাচার্যা-  
ণামিত্যত আহ—“দর্শিতস্ত পুরস্তাদি”তি। কাশকুংস্রীয়স্য মতস্য প্রতি-

দর্শনাদি বিধান হইয়াছে, এ মত বা এ আপত্তি কাশকুংস্রীয় মতের দ্বারা  
খণ্ডিত হইয়াছে। আরও দেখ, প্রতি “যখন দ্বৈতের ভাব হয়, দ্বৈতবিনশ  
থাকে, তখনই ভেদদৃষ্টি হয় বা থাকে” এইরূপ এইরূপ বাক্যে অবিদ্যা-  
কালে দ্বৈত দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞান থাকা বর্ণন করিয়াছেন—  
বিদ্যাকালে তাহারই “যখন এ সমস্ত তাহার আশ্রিত হয়—তখন কে কি  
দিয়া কি দেখিবে?” এবং প্রকার বাক্যে সেই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞা-  
নের অভাব উপদেশ করিয়াছেন। পুনর্বার “বিষয় না থাকুক, আপনাকেই  
দেখিবেক।” এইরূপ প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক বলিয়াছেন—  
সর্ববিজ্ঞাতাকে আবার কে কি দিয়া বিজ্ঞাত হইবেক।” এই সকল  
বাক্যের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ঐ বিনাশ-বাক্য-  
বিশেষবিজ্ঞানের অভাববোধক। বিজ্ঞান-ধাতু অর্থাৎ কেবল ঘনচৈতন্য  
আত্মা বস্তুতঃ অকর্তা হইলেও প্রতি তাহার পূর্ক্যবস্থা (অবিদ্যাবস্থা)  
লক্ষ্য করতঃ কর্তৃবাচী ত্ভূ-প্রত্যয়ের প্রয়োগ (বি+জ্ঞা+কর্তৃবাচ্যে) ত্ভূ-  
বিজ্ঞাতা এই প্রয়োগ) করিয়াছেন। [দর্শিতস্ত...রূপাভ্যঃ] কাশকুংস্রী

মদ্বম্ । অতঃচ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যাপন্যাপিত-  
নামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন. পারমার্থিক  
ইত্যেযোহর্থঃ সৰ্বৈকৈকদাস্তবাদিভিন্নভূতপগন্তব্যঃ । সদেব  
সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং আতৌবেদং সৰ্বং  
ত্রৈকৈবেদং সৰ্বং ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা, নাত্যোহতোহস্তি  
দ্রষ্টা নাত্যোহতোহস্তি দ্রষ্টৃ ইত্যেবং রূপাত্ম্যঃ শ্রুতিভ্যঃ ।  
শ্রুতিভ্যশ্চ—বাস্তদেবঃ সৰ্বমিদম্, ক্ষেত্রজ্ঞোহপি মাং বিদ্ধি  
সৰ্বক্ষেত্রেণ ভারত ! সমং সৰ্বৈব ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমে-  
শ্বরম্, ইত্যেবং রূপাত্ম্যঃ । ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ । অনো-

প্রবক্ষ্যেপন্যাসেন পুনঃপ্রতিমদ্বং স্মৃতিমবলোক্যপসংহারোপক্রমমাহ —“অতঃচ”  
ইতি । বিচিংপাঠ আশ্চেতি । তস্যাবশ্যকোক্তার্থঃ । জননজগদগরণভীতয়ো-  
বিক্রান্তাসাং সন্ধ্যাসাং মহানন্দ ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ পবিত্রামপক্ষেহস্ত  
চান্যভাবশ্চ লোকাস্তকাবেতপ্রতিপাদনপৰা একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদয়ো  
দ্বৈতদর্শননিষ্ঠাপন্যাসান্যোঃসাবন্যোহতমস্মীত্যাদয়ো কল্পজরাদিবিক্রিয়া-  
প্রতিষেধপৰ্য্যন্তম মহানন্দ ইত্যাদিঃ প্রত্যয় উপকধোরন্ । অপি চ যদি জীব-  
গণমাত্মনোভেদাভেদাব্যতীবেয়াতাং ততস্তয়োন্নিখোবিবোধোঃ সমুচ্চয়াভাবা  
দেকস্য বলীয়স্বে নাত্মান নিরাপবাদং বিজ্ঞানং জায়েত বলীয়সৈকেন দুষ্কল-  
পকাবলম্বনোজ্ঞানস্য বাধনাৎ । অথ স্বগৃহ্মাণবিশেষতয়া ন বলাবলাব-

শূন্যির মত শ্রুতিমূলক—তাহা দেখান হইয়াছে এবং তদ্বারা ইহাও সিদ্ধ  
হইয়াছে, জীব-পলমাত্মান ভেদ উপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত দেহাদি  
উপাধি নিমিত্তক । এ অর্থ সমস্ত বেদান্তবাদীর অবশ্য স্বীকাৰ্য্য । এই  
সিদ্ধান্তেই অতীতপূর্বে শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণ বিদ্যমান আছে । প্রতি বথা—  
“এ সমস্তই আত্মা ।” “এ সমুদায়ই ব্রহ্ম ।” “এই যে আত্মা—ইনিই এ  
সকল ।” “কীট হঠতে পৃথক্ দ্রষ্টা নাই ।” ইত্যাদি । শ্রুতি বথা—“এ  
সমস্তই বাস্তদেব ” “এ ভাবত ! আমাকেই তুমি সমুদয় ক্ষেত্রের  
( দেহের ) ক্ষেত্রজ ( জীব ) বলিয়া জান । আমিই পরমেশ্বর, আমিই  
বর্ণপং সমুদয় ভূতে বাস করিতেছি ।” ইত্যাদি । [ ভেদ...স্মৃতেষু ] “যে  
বাস্তব ব্রহ্ম এক বস্তু, আমি অন্ত বস্তু, এতকণ জানে,—সে এক জানে না ।

হসাবনোহমস্মীতি ন স বেদ, যুতোঃ স যুত্বামাধোতি য  
ইহ নানেন পশ্চতি ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাৎ । স বা এষ  
মহানজ আত্মাহঙ্করোহমরোহমুতোহভয়ো ব্রহ্মেতি চাত্মনি  
সৰ্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ । অন্যথা চ মুমুক্শুণাং নিরপবাদবিজ্ঞা-  
নানুপপত্তেঃ স্থনিশ্চিতার্থানুপপত্তেঃ চ । নিরপবাদং হি  
বিজ্ঞানং সৰ্ব্বাকাজ্ঞানিবর্তকমাত্মবিষয়ং ইধ্যতে, বেদান্ত-  
বিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থা ইতি চ শ্রুতেঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ  
শোক একত্বমুপশ্যাতঃ ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্থিতে চ ।  
স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্বৈকত্ববিষয়ে সম্যগদর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ

ধারণং ততঃ সংশয়ে সতি ন স্থনিশ্চিতার্থমাত্মনি জ্ঞানং ভবেৎ স্থনিশ্চিতার্থক  
জ্ঞানং মোক্ষোপায়ঃ ক্রমতে ‘বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থা’ ইতি । তদে-  
তদাহ—“অন্থথা মুমুক্শুণা”মিতি । একত্বমুপশ্যত ইতি শ্রুতির্ন পুনরেকত্বা-  
নেকত্বে অমুপশ্যাত ইতি । নমু যদি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মনোরভেদোক্তাবিকঃ  
কথং তর্হি ব্যাপদেশবুদ্ধিভেদৌ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি কথঞ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-  
স্বভাবস্য ভগবতঃ সংসারিতা । অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিবশাদিতি চেৎ,  
কস্যোন্নবিদ্যা, ন তাবজ্জীবস্য, তস্য পরমাত্মনোব্যতিরেকাত্বাৎ, নাপি  
পরমাত্মনন্তস্য বিদ্যাকরনস্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ, তদত্র সংসারিত্বাসং-  
সারিত্ববিদ্যাবিদ্যাবস্তুরূপবিরুদ্ধধর্মসংসর্গাদবুদ্ধিব্যাপদেশভেদাচ্ছান্তি জীবেশ্বর-  
য়োর্ভেদোহপি ভাবিক ইত্যত আহ—“স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্বৈকত্ব”

যে পুরুষ আপনাতে মিথ্যা ভেদ-দর্শন করে—সে যুত্বা প্রাপ্ত হয় ।” শ্রুতি  
এইরূপে ভেদ-জ্ঞানের নিন্দা করিয়াছেন এবং “এই আত্মা মহান, জগৎ  
রহিত, জরামরণবর্জিত, নিত্যমুক্ত, অভয় ও ব্রহ্ম” এইরূপে-তাহাতে ক্রিয়া  
প্রতিষেধও করিয়াছেন । উহা অনঙ্গীকার করিলে মুমুক্শু পুরুষের সম্যক  
জ্ঞান ও স্থনিশ্চিতার্থ-শ্রুতি অনুপপন্ন হইবে । কারণ, আত্মবিষয়ক নিরপ-  
বাদ (অবাধিত) জ্ঞানই সকল আকাজ্ঞার নিবর্তক । “বেদান্তস্থানিত  
জ্ঞান-বিশেষের দ্বারা স্থনিশ্চিতার্থ অর্থাৎ অবৈততত্ত্বজ্ঞ বত্তিপূর্ণ” ইত্যাদি  
ইত্যাদি শ্রুতিতে ও “তখন সেই অবয়বদর্শীর শোকই বা কি ! মোহই বা  
কি !” ইত্যাদি ইত্যাদি বৃত্তিতে আত্মাবৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।  
[স্থিতে...সদ্বচ্ছ ইতি] যদি জীবাত্মা পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই জ্ঞানই

পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্যোহয়ং পরমাত্মনো  
ভিন্নঃ পরমাত্মাহয়ং ক্ষেত্রজ্যোহিত্বম্ ইত্যেবপ্ৰাণীয়ক আত্ম-  
ভেদবিষয়োহয়ং নির্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হয়মাত্মা  
নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি। ন হি সত্যং জ্ঞান-

ইতি। ন তাবদ্ভেদাভেদাবেকত্র ভাবিকৌ ভবিতুমর্হত ইতি বিপক্ষিতং প্রথমে  
পাদে। বৈতদর্শননিন্দয়া চৈকান্তিকান্দৈতপ্রতিপাদনপরাঃ পৌর্কোপর্ধ্য-  
লোচনয়া সর্কে বেদান্তাঃ প্রতীয়ন্তে। তত্র যথা বিদ্যাদবদাতাত্ত্বিক  
প্রতিবিদ্যানামভেদেহপি নীলমণিরূপাণকাচাহাপধানভেদাৎ কাল্লনিকো-  
জীবানাং ভেদো বুদ্ধিব্যাপদেশভেদো বর্তয়তি ইদং বিষয়বদাতমিনানি চ  
প্রতিবিদ্যানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্তদীর্ঘাদিভেদভাজি বহুনীক্যেবং  
পরমাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবাজীবানামভেদ ঐকান্তিকেহপ্যনির্কচনীয়ানাধ্যবিদ্যো-  
পধানভেদাৎ কাল্লনিকোজীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যাপদেশভেদাবয়বঃ পরমাত্মা  
শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমে চ জীবা অবিদ্যাপ্রেক্ষঃখাদ্যপত্রবভাজ ইতি  
বর্তয়তি। অবিদ্যোপধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদস্তি  
তথাপি তৎপ্রতিবিষয়কজীবদ্বারেণ পরস্মিন্নুচ্যতে। ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ো-  
জীববিভাগাশ্রয়াবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রয়চ জীববিভাগ ইতি বীজাকুরবদনাদি-  
ত্বাৎ। অতএব কাসুদ্বিষ্টেয ঈশ্বরোমায়ামায়চয়তানর্থিকামুদেষ্টানাং সর্গাদৌ  
জীবানামভাবাৎ কথঞ্চাচ্ছানঃ সংসারিণং বিবিধবেদনাত্ত্বাৎ কুর্যাদিত্যাদ্যু-  
ষোগোনিরবকাশঃ। ন খবাদিমান্ সংসারোনাগ্যাদিমানবিদ্যা জীববিভাগো-  
যেনানুযুজ্যেতেতি। অত্র চ নামগ্রহণেনাবিদ্যামূলকয়তি। স্যাদেতৎ।  
যদি ন জীবাদ্রেক্স ভিদ্যতে হস্ত জীবঃ ক্ষুট ইতি ব্রহ্মাপি তথা স্যাৎ।  
তথা চ নিহিতং গুহ্যমিতি নোপপদ্যত ইত্যত আহ—“ন হি সত্যমি”তি।  
যথা হি বিষয়া মণিরূপাণদয়োগুহা এবং ব্রহ্মণেহপি প্রতিজীবং ভিন্না  
অবিদ্যা গুহা ইতি। যথা প্রতিবিষেযু ভাসমানেষু বিষং তদভিন্নমপি গুহ-  
মেবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপি ব্রহ্ম গুহম্। অস্ত তর্হি ব্রহ্মণোহস্তম্-

সম্যক্ জ্ঞান হইল, তাহা হইলে মাত্র জীব ও পরম এই দুইটা নামেরই  
প্রভেদ, বস্তুর প্রভেদ হইল না। অতএব, পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে  
ভিন্ন, এই পক্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা বা আগ্রহ নিরর্থক। ঐ আগ্রহে  
কোনও সুফল ফলিবে না। এক আত্মাই নামভেদে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই

মনস্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহ্যমিতি কাকিদৈবকাং  
 গুহ্যমধিকৃত্যেতদুক্তম্ । ন চ ব্রহ্মণোহন্তো গুহ্যাং নিহি-  
 তোহস্তি, তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিতি অকুরেব প্রবেশ-  
 শ্রবণাৎ । যে তু নির্বন্ধং কুর্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ  
 শ্রেয়োদ্বারং সম্যগদর্শনমেব বাধন্তে কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং  
 কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

গুহ্যমিত্যত আহ—“ন চ ব্রহ্মণোহন্ত” ইতি । যে স্বাম্বরথ্যপ্রভৃতঃ, “নিবন্ধং  
 কুর্বন্তি তে বেদান্তার্থমি”তি । ব্রহ্মণঃ সর্কাত্মনা ভাগশো বা পরিণামাত্ম-  
 পগমে তস্য কার্যত্বাদনিত্যত্বাচ্চ তদাপ্রিতো মোক্ষোহপি তথা স্যাৎ । যদি  
 ত্বেবমপি মোক্ষং নিত্যমকৃতকং ব্রহ্মত্বাহ—“জ্ঞানেন” ইতি । এবং যে নদী-  
 সমুদ্রনিদর্শনেনানুকৃত্তেভেদং যুক্তস্য চাভেদং জীবস্যাস্থিষত তেষামপি জ্ঞানেনা-  
 সঙ্গতিঃ । নো জাতু ঘটঃ পটোভবতি । ননু ক্তং যথা নদী সমুদ্রোভবতীতি ।  
 কা পুনর্নদাভিমতাৎহয়ুতঃ । কিং পাথঃ পরমাণব উত্তৈবাং সংস্থানভেদ  
 আহোবিত্তদারকোহবয়বী । তত্র সংস্থানভেদস্য বাহবয়বিনো বা সমুদ্র-  
 নিবেশে বিনাশাৎ কস্য সমুদ্রেণৈকতা । নদীপাথঃ পরমাণুনাঙ্ক সমুদ্রপাথঃ পর-  
 মাণুভ্যাঃ পূর্বাবস্থিতেভ্যোভেদ এব নাভেদঃ । এবং সমুদ্রাদপি তেষাৎ  
 ভেদ এব । যে তু কাশকুংসীয়মেব মতমাহ্বায় জীবঃ পরমাত্মনোহংশমা-  
 চখ্যাস্তেবাং কথং ‘নিবন্ধং নিগ্রহং শাস্ত’মিতি ন প্রতিবিরোধঃ । নিবন্ধ-

স্বীকার্য । অপিচ, “যে উপাসক গুহ্যানিহিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মকে  
 জ্ঞানেন” এ প্রতি জীবস্থানান্তিরিক্ত অন্য কোন স্থান ( ব্রহ্মের স্থান ) বলেন  
 নাই । ব্রহ্মই গুহ্যানিহিত, অন্য কেহ গুহ্যানিহিত নহে । ( গুহ্য—বুদ্ধি ।  
 অথবা বেদান্তসংস্কৃত জ্ঞান ) । হেতু এই যে, প্রতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম এ সকল  
 সৃষ্টি করিয়া এ সকলে অনুপ্রবিষ্ট আছেন । বিনি-করিয়াছেন, তিনিই  
 জীবরূপে দেহপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই কনিতার্থ । ঐ অর্ধের দ্বারা সিদ্ধ  
 হয়, ব্রহ্মই জীব । দ্বাভারা জীবকে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিবার অস্ত্র ব্যাধ-  
 ত্তাহার বেদান্তার্থের বাধা প্রদান করেন, করিয়া সৃষ্টির দ্বার বন্ধপ-  
 সম্যক্ জ্ঞানকে নষ্ট করেন । ঐ সকল লোক মোক্ষকে অস্ত্র অর্থাৎ  
 উৎপাদ্য বিবেচনা করেন অন্তরাং অনিত্য বলেন । তাহাদের রক্ত স্ত্রাব-  
 বাধিত অর্থাৎ যুক্তিসহ নহে ।



## প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধঃ ॥ ২৩ ॥ \*

মথাভ্যাদয়হেতুত্বাৎ ধর্মো জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশ্রেয়সহেতু-  
 মিতি সাবয়বত্বং ব্যাসেধি ন তু সাংশত্বম্ । অংশশ্চ জীবঃ পরমাখ্যানো  
 নভস ইব কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নঃ নভঃ শব্দশ্রবণযোগ্যঃ বায়োরবিব চ শবীরা-  
 বচ্ছিন্নঃ পঞ্চবৃন্তিঃ প্রাণ ইতি চেৎ । ন তাবন্নভো নভসোহংশস্তস্য তত্বাৎ ।  
 কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নমংশ ইতি চেৎ, ইত্ব তস্মি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবাবেকেন কর্ণ-  
 নেমিমণ্ডলঃ বা তৎসংযোগো বেত্বাক্তং ভবতি । ন চ কর্ণনেমিমণ্ডলং  
 তস্যানংশস্তস্য ততোভেদাৎ । তৎসংযোগেনভোধর্ম্মহাত্তস্যানংশ ইতি চেৎ ।  
 ন । অহুপপত্তেঃ । নভোধর্ম্মত্বে হি তদনবয়বং সর্ব্বত্রাভিন্নমিতি তৎসংযোগঃ  
 সর্ব্বত্র প্রথিতঃ । ন হুন্তি সম্ভবোহনবয়বমব্যাপ্য বর্হত হতি । তদ্বাত্তত্রাভি  
 চেদ্যাপ্যৈব । ন চেদ্যাপ্যোতি তত্র নাস্ত্যেব । ব্যাপ্যোবাতি কেবলং প্রতি-  
 সম্বন্ধাধীননিরূপণতয়া ন সর্ব্বত্র নিরূপ্যত ইতি চেৎ, ন নাম নিরূপ্যতাম ।  
 তৎসংযুক্তস্ত নভঃ শ্রবণযোগ্যং সর্ব্বত্রাত্তীতি সর্ব্বত্র শ্রবণপ্রসঙ্গঃ । ন চ ভেদা-  
 ভেদয়োঃসত্ত্বত্রেণাংশঃ শব্দো নিকটত্বম্ । ন চোভাভ্যাম্ । বিরুদ্ধবোরেক-  
 ত্রাসমবায়াদিত্যুক্তম্ । তদ্বাদনিকটচনীয়ানাধ্যবিদ্যাপরিকল্পিত এবাংশো  
 নভসো ন ভাবিক ইতি যুক্তম্ । ন চ কালনিকো জ্ঞানমাত্রায়ত্তজীবিতঃ  
 বখমবিজ্ঞায়মানোহস্তি । অসংশ্চাংশঃ কথং শব্দশ্রবণলক্ষণায় কার্য্যায়  
 কল্পতে । ন জাতু রজ্জ্বামজ্জায়মান উরগো ভয়কল্পাদিকার্য্যায় পর্য্যাপ্ত ইতি  
 বাচ্যম্ । অজাতত্বাসিদ্ধেঃ । কার্য্যব্যঙ্গ্যবাদস্য । কার্য্যোৎপাদাৎ পূর্ক-  
 মজ্ঞাতং কথং কার্য্যোৎপাদাক্রমিতি চেৎ । ন । পূর্কপূর্ককার্য্যোৎপাদ-  
 ব্যঙ্গ্যবাদস্যতাপি জ্ঞানে তৎসংস্কাবাহুবৃত্তেবনাদিত্যচ্চ করুনা তৎসংস্কার-  
 প্রবাহিয়া । অন্ত বাহুপপত্তিরেব কায্যকাবগয়োর্ম্মায়াক্তত্বাৎ । অহুপপত্তির্হি  
 মায়ামুপোদয়তি । অহুপপদ্যমানার্থত্বান্নায়ায়াঃ । অপি চ ভাবিকাংশ-  
 বাদিনাং মতে ভাবিকাংশস্য জ্ঞানেনোচ্চেষ্টমশক্যত্বাৎ জ্ঞানধ্যানসাধনো  
 বোদ্ধঃ স্যাৎ । তদেবমাকাশাংশ ইব শ্রোত্রমনির্কটচনীয়ম্ । এবং জীবো  
 ব্রহ্মণোহংশ ইতি কাশকুণ্ডলীয়ং মতমিতি সিদ্ধম্ ।

\* চ শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ । প্রকৃতিরূপাধারম্ । শ্রোতপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধঃ হেতোঃ  
 নিবৃত্তিগুণাধারমপি ত্রকৈত্যাক্তবার্থঃ ।—ত্রকই জগতের নিবৃত্তি কারণ ও উপাদান কারণ,  
 ইহা প্রতিজ্ঞাব ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধিত হয় । ইহা অধীকার কবিল প্রতিজ্ঞার দ্বারা ও  
 দৃষ্টান্তের দ্বারা হইবেক ।

তাদ্ভ্রক্যপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। ব্রহ্ম চ জন্মাদ্যস্য মত ইতি  
লক্ষিতম্। তচ্চ লক্ষণং ঘটরূচকাদীনাং স্তব্ধস্বর্ণাদিবৎ  
প্রকৃতিত্বে কুলালস্তব্ধকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানমিত্যুক্তো  
ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনত্র লক্ষণং কারণত্বং স্যাদিতি।  
তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদিতি প্রতিভাতি।  
কস্মাৎ। ঐক্যপূর্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঐক্যপূর্বকং হি ব্রহ্মণঃ  
কর্তৃত্বমবগম্যতে, স ঐক্যাক্তে, স প্রাথমস্বভূত ইত্যাদি

স্যাদেতৎ। বেদান্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ে দর্শিতে সমাপ্তং সমন্বয়লক্ষণ-  
মিতি কিমপনুবশিষ্যতে বদার্থমিদমারভ্যত ইতি শব্দাঃ নিরাকর্তৃঃ সঙ্গতিঃ  
দর্শয়ন্ অবশেষমাহ—“বখাভূদয়ে”তি। অত্র চ লক্ষণস্য সঙ্গতিনুত্বে লক্ষণে-  
নাস্যাধিকরণস্য সঙ্গতিরূপা। এতদ্ব্যক্তং ভবতি। সত্যং জগৎকারণে  
ব্রহ্মণি বেদান্তানামুক্তঃ সমন্বয়স্তত্র কারণতাবসোত্তরথা দর্শনাৎ জগৎকারণত্বং  
ব্রহ্মণঃ কিং নিমিত্তত্বেনৈব, উতোপাদানত্বেনাপি। তত্র যদি প্রথমঃ পক্ষস্তত  
উপাদানকারণানুসরণে সাংখ্যস্বতীতিসিদ্ধং প্রধানমত্বাপেয়ম্। তথা চ জন্মাদ্যস্ত  
মত ইতি ব্রহ্মলক্ষণমসাধু, অতিব্যাপ্তেঃ, প্রধানেন্ধপি গতত্বাৎ। অসম্ভবাদ্বা।  
নদি তুত্তরঃ পক্ষস্ততো নাতিব্যাপ্তির্নাপ্যব্যাপ্তিরিতি সাধু লক্ষণম্। সৌহর-  
দবশেষঃ। তত্র—

ঐক্যপূর্বককর্তৃত্বং প্রভৃৎসমরূপতা।

নিমিত্তকারণেষেব নোপাদানেষু কৰ্হি চিৎ ॥

তদিদমাহ—“তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ” ইতি। আগমস্য কারণ-

অভ্যাসর (স্বর্গাদি) মূল ধর্ম যেমন বিচারণীয়, তেমননি, যোক্তের উপায়  
ব্রহ্মও বিচারণীয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণ প্রথমের দ্বিতীয়  
সূত্রে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগৎকারণ। কিন্তু  
কিরূপ কারণ? তাহা তাহাতে বলা হয় নাই। নিমিত্ত কারণও কারণ,  
উপাদান কারণও কারণ, সুতরাং সংশয় হয়, ব্রহ্ম কিরূপ কারণ। ব্রহ্ম কি  
বটাদি কার্যের প্রতি সৃষ্টিকাদি কারণের ন্যায় উপাদান কারণ? না কুলা-  
ণাদি কারণের ত্রায় নিমিত্ত কারণ? [ তত্র...মেব ] প্রতি দেখিলে আপাত-  
প্রতীতি হয়, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। প্রতি বলিয়া-  
ছেন, ব্রহ্ম আলোচনাপূর্বক সৃষ্টি কবিরাছেন। বখা—“তিনি আলোচনা”

শ্রুতিভ্যঃ । ঈক্ষাপূর্বকঞ্চ কৰ্ত্ত্বং নিমিত্তকারণেষেব কুলা-  
লাদিষু দৃষ্টম্ । অনেককারকপূর্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধিলোকে  
দৃষ্টা । স চ ত্রায় আদিকৰ্ত্তব্যাপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্ ।  
ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধে চ । ঈশ্বরানাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্ত-  
কারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে । তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি  
নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্ । কার্য্যক্ষেপং জগৎ-  
সাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে । কারণেনাপি তস্য তাদৃশে-  
নৈব ভবিতব্যম্ । কার্য্যকারণয়োঃ সাক্ষ্যাদর্শনাৎ । ব্রহ্ম চ  
নৈব লক্ষণমবগম্যতে । নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং  
নিরঞ্জনম্ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ । পারিশেষ্যাদব্রহ্মণোহন্য-

মায়ে পর্য্যবসানাদহুমানস্য তদ্বিশেষনিয়মমাগমো ন প্রতিক্ষিপতাপি স্বহু-  
মনাত এবোক্তাহ—“পারিশেষ্যাদব্রহ্মণোহন্যং” ইতি । ব্রহ্মোপাদানস্য  
প্রসক্তস্য প্রতিবেদে হত্বাপ্রসঙ্গাৎ সাংখ্যাস্মৃতিপ্রসিদ্ধমহুমানিকং প্রধানং  
শিষ্যত ইতি । একাবজ্ঞানেন চ সৰ্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানমুত তমাদেশমিত্যা-  
দিনা, যথা সোমৈক্যেন মৃৎপিণ্ডেনেতি চ দৃষ্টান্তঃ, পরমাশ্রয়ঃ প্রাধান্যং সূচ-  
য়তঃ । যথা সোমশরীরেণৈকেন জ্ঞাতেন সৰ্ব্বৈ কঠা জ্ঞাতা ভবন্তি । এবং প্রাপ্ত

করিলেন । পরে প্রাণ-সৃষ্টি করিলেন ।” যে কৰ্ত্ত্ব আলোচনাপূর্বক—  
সে কৰ্ত্ত্ব নিমিত্ত কাবণের অন্তর্গত, ইহা ঘটকতা কুন্তকাবাদিতে দৃষ্ট হই-  
তেছে । অপিচ, প্রত্যেক কঠাকেই বহুকাবক ব্যাপারের অনন্তব কার্য্য  
নিব্বাহ করিতে দেখা যায় । এই যুক্ত (নিয়ম) আদিকৰ্ত্তাতেও গ্রাহ্য ।  
(তাৎপর্য্য এই যে, যাহা উপাদান—তাহা কার্য্য হইতে সৰ্ব্বতোভাবে  
ভিন্ন) । তিনি ঈশ্বর, সূতরাং তিনি নিমিত্ত কাবণ, উপাদান কাবণ নহেন ।  
মহুঘোর রাজা ও দেবতাব বাজা, ইহারে ক্ষুদ্র ঈশ্বর, ইহারে যেমন  
লৌকিক কাযের প্রতি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, তেমনি,  
পরমেশ্বরও জগৎকাযেব নিমিত্ত কাবণ, উপাদান কারণ নহেন । আরও  
দেখ, এই জগৎকায সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ (বিকারী) । দেখা  
যায়, প্রত্যেক কায উপাদানের অমুকণ, সূতরাং ইহার উপাদানও ইহার  
অমুকণ (সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ), ইহা যুক্তি সিদ্ধ । কিন্তু শাস্ত্রে দেখা

দুপাদানকারণমন্তুদ্ব্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগম্যব্যম্।  
ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতেন্নিমিত্তব্রহ্মাত্রে পর্য্যবসানাদিতি। এবং  
প্রাপ্তে ক্রমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণকং ব্রহ্মাভ্যুপগম্যব্যং  
নিমিত্তকারণকং। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব। কস্মাৎ।  
প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাত্। এবং হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তো  
শ্রোতৌ নোপরুধ্যোতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ, উত তমাদেশ-  
মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতামতং মতমবিজ্ঞাতং  
বিজ্ঞাতম্ ইতি। তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্বমন্যদবিজ্ঞাত-

উচ্যতে। প্রকৃতিশ্চ। ন কেবলং ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং কৃতঃ। প্রতিজ্ঞা-  
দৃষ্টান্তয়োরাহুপরোধাত্। নিমিত্তকারণত্বমাত্রে তু তাবুপরুধ্যোতাম্। তথাহি—

ন মুখ্যে সম্ভবতার্থে জঘন্তা বৃদ্ধিরিষ্যতে।

ন চামুমানিকং যুক্তমাগমেনাপবাধিতম্॥

সর্বো হি তাবদ্বাদান্তাঃ পৌরুষাপর্যোগ বীক্ষিতাঃ।

ঐকান্তিকাত্বৈতপরা দ্বৈতমাত্রনিষেধতঃ ॥

যায়, ব্রহ্ম ইহার অত্মরূপ নহেন। অর্থাৎ সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ নহেন।  
(স্মৃতরাং ব্রহ্ম ইহার উপাদানও নহেন)। যথা—“ব্রহ্ম নিরবয়ব, নিষ্কিন্ন,  
শাস্ত, (পূর্ণ), অনিন্দিত ও নিরঞ্জন (শুদ্ধ)।” অতএব, ব্রহ্ম ১৭র অন্ত  
কোন বস্তুকে, যাহা অশুদ্ধ, অচেতন ও সাবয়ব,—যাহা সাংখ্যদ্বিতে  
প্রসিদ্ধ,—তাহাকেই ইহার উপাদান বলা উচিত। শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে  
কারণ বলিয়াছেন তাহা নিমিত্তকারণে পর্য্যবসান করা উচিত। এইরূপ  
পূর্বপক্ষের উপর আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত  
উভয়বিধ কারণ বলাই উচিত। তিনি যে কেবল নিমিত্তকারণ, তাহা  
নহে। [কস্মাৎ...রুধ্যোতে] ঐরূপ বলিবার হেতু এই যে, প্রতিজ্ঞার ও  
দৃষ্টান্তের অহুপরোধ। অর্থাৎ ঐরূপ হইলেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত  
রক্ষিত হয়, বজায় থাকে, উপরুদ্ধ বা বাধিত হয় না। [প্রতিজ্ঞা...দর্শনাৎ]  
প্রতিজ্ঞা যথা—“তুমি সে উপদেশ পাইয়াছ? জিজ্ঞাসা করিয়াছ? বন্ধারা  
অশ্রুত ও শ্রুত হয়, অমত ও মত হয়, অজ্ঞাত ও জ্ঞাত হয়?” \* এই

\* অশ্রুত—যাহা কর্ণপোচর হয় নাই। শ্রুত—কর্ণ পোচর বা কর্ণপোচর হওয়ার সহিত  
সমান। অমত—যাহা মনন-বহিত। মত—মননের সহিত সমান বা সমকক্ষ। ইত্যাদি।

যপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে । তচ্চোপাদানকারণ-  
বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ  
কার্যস্য, নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্ত কার্যশ্চ নাস্তি, লোকে  
তন্মুখঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ । দৃষ্টান্তোহপি, যথা সোম্যৈ-  
কেন মুৎপিণ্ডেন সৰ্বং মুগ্ধয়ং বিজ্ঞাতং স্যাচ্ছাচারন্তণং  
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্, ইত্যুপাদানকারণ-  
গোচর এবান্মায়তে । তথা, একেন লৌহমণিনা সৰ্বং লৌহ-  
ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদেকেন নথনিকৃন্তনেন সৰ্বং কার্যায়সং  
বিজ্ঞাতং শ্রাদিতি চ । তথান্যত্রাপি, কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে

তদিহাপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ মুখ্যার্থবেব যুক্তৌ ন তু বজ্রমানঃ প্রস্তর  
ইতিবৎ গুণকল্পনয়া নেতব্যৌ তত্ত্বার্থবাদশ্রুতংপরত্বাৎ । প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত-  
বাক্যয়োস্তদৈতপরাহুপাদানকারণাত্মকত্বাচ্চোপাদেয়স্য কার্যজাতসোপা-  
দানজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানোপপত্তেঃ । নিমিত্তকারণস্ত কার্যাদভ্যন্তভিন্নমিতি ন  
বাচ্যেই প্রতীত হইতেছে, এমন এক বস্তু আছে বাহা জানিলে সমস্তই  
জানা হয় এবং সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ বা প্রতিজ্ঞার বিষয় । এক  
বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান হওয়া উপাদানকারণজ্ঞানেই হইয়া থাকে । তৎপ্রতি  
হেতু এই যে, কার্যমাত্রেই উপাদানে অধিত ( অর্থাৎ উপাদান হইতে  
অপৃথক ) সূত্রায় উপাদান জানিলে তদ্ব্যবহৃত সমস্তই জানা হয় । নিমিত্ত  
কারণ সকল জড়দ্রব্য হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বা ভিন্ন, সূত্রায় নিমিত্তের  
জ্ঞানে নিমিত্তাতিরিক্তের জ্ঞান হয় না । অট্টালিকার নিমিত্তকারণ শিল্পী,  
তাহাকে জানিলে অট্টালিকা ও অট্টালিকার উপকরণাদি জানা হয় না ।  
[ দৃষ্টান্তো... দিতি চ ] আরও দেখ, শ্রুতি “হে সোম্য! যেমন মৃত্তিকা  
জানিলে সমস্ত মুগ্ধ ( মৃদিকার বা মৃত্তিকা নির্মিত দ্রব্য ) জানা হয়, বিকার  
সকল মাত্র নাম, নাম সকল কেবল বাক্যস্বষ্ট, সূত্রায় মৃত্তিকাই  
সত্য, নাম সকল ( ঘটাদি ) মিথ্যা । ” উপাদানভাব উদ্দেশ্য করিয়াই এই  
সকল দৃষ্টান্ত কথা বলিয়াছেন । অন্য শ্রুতিতেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখান  
আছে । যথা—“লৌহ জানা হইলে সমুদায় লৌহজ দ্রব্য জানা হয়,  
একটী নথনিকৃন্তন ( নকন ) জানিলে সমস্ত কার্যায়স ( কার্যায়স=ইঙ্গাজ )  
জানা হয় ” ইত্যাদি । [ তথা... তব্যৌ ] অন্যান্য বেদান্তেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা

সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, ইতি প্রতিজ্ঞা । যথা পৃথিব্যামোষ-  
ধয়ঃ সম্ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ । তথা, আগ্নি খন্ডে দৃষ্টে ক্ষেত্রে  
মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্, ইতি প্রতিজ্ঞা । স যথা  
দুন্দুভেইন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শরুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দু-  
ভেষু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত ইতি  
দৃষ্টান্তঃ । এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তঃ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ  
প্রকৃতিস্থসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ । ‘যতঃ’ ইতীয়মপি পঞ্চমী ।  
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যত্র জনিকর্তুঃ প্রকৃতি-  
রिति বিশেষায়রণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্যম্ ।  
নিমিত্তত্বস্বধিষ্ঠাত্রস্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্ । যথা হি লোকে

তজ্জ্ঞানে কার্যজ্ঞানং ভবতি । অতোব্রহ্মোপাদানকারণং জগতঃ । ন চ  
ব্রহ্মণোহন্তরিনিমিত্তকারণং জগত ইত্যপি যুক্তম্ । প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌপরোধাদেন ।

ও দৃষ্টান্ত আছে । যথা—“ভগবন্ ! কি জানিলে সমস্ত জানা হয় ?” এই  
একটা প্রতিজ্ঞা । ইহার সাধক দৃষ্টান্ত এই—“যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি  
সকল উদ্ধৃত হয়, সেইরূপ, অক্ষব (ব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয় ।”  
“হে মৈত্রেয়ি ! আত্মা দৃষ্ট, ঐশ্বর্য, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্ত জানা  
হয় ।” ইহাও একটা প্রতিজ্ঞা । ইহার দৃষ্টান্ত এই—“প্রোতা যেমন দুন্দুভি-  
বাদ্যকালে তদন্তর্গত ও তদর্হিগত অন্যান্য শব্দবিশেষ বুঝিতে অক্ষম হন,  
কেবল দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়াই তদন্তর্গত আঘাতোৎপাদনবিশেষ গ্রহণ করেন,  
বুঝিয়া লব্ধেন, আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সেইরূপ জানিবে ।” অভিপ্রায়  
এই যে, বিশেষ জ্ঞান সামান্যজ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট ; তজ্জ্ঞান  
সামান্তের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে । প্রত্যেক বেদান্তে  
উপাদান কারণ বোধক ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে । [ যতঃ...  
ধারণাৎ ] “যতো বা ইমানি ভূতানি” প্রতিস্থ ‘যতঃ’ শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি  
আছে । তাহার অর্থ উৎপত্তিকর্ত্রী প্রকৃতি । বাহ্য অপাদান বা উপাদান  
তাহাই প্রকৃতি । এতদনুসারে ঐ শ্রুতির অর্থ—যিনি জগৎ কার্যের উপা-  
দান তিনিই ব্রহ্ম । অতএব, ব্যাকরণপ্রমাণেও ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব  
নিশ্চয় হইতেছে । যদি বল, তবে ইহার নিমিত্তকারণ কি ? সে পক্ষে আত্মা

মুৎস্বর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালমুস্বর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতুন-  
পেক্ষা প্রবর্ততে, নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য স্বতোহন্যো-  
হধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যাহস্তি, প্রাণ্ডংপন্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যব-  
ধারণাৎ । অধিষ্ঠাত্তস্তুরাভাবোহপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরো-  
ধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ । অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্য-  
শ্লিষ্মভ্যুপগম্যামানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানস্যা-  
সম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ এব স্যাৎ । তস্মাদধিষ্ঠাত্ত-  
স্তুরাভাবাদাত্মনঃ কর্তৃত্বমুপাদানানস্তুরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্ ।  
কূতশ্চাত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিহে— ॥ ২৩ ॥

ন হি তদানীং ব্রহ্মণ জ্ঞাতে সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভবতি । জগন্নিমিত্তকারণস্য  
ব্রহ্মণোহন্তস্ত সৰ্বমধ্যপাতিনস্তজ্ঞানেনাবিজ্ঞানাৎ । যত ইতি চ পঞ্চমী ন  
কারণমাত্রে স্বর্যাতে হপি তু প্রকৃভৌ জনিকৰ্ত্তুঃ প্রকৃতিরिति । ততোহপি  
প্রকৃতিত্বমবগচ্চামঃ । হৃদভিগ্রহণং হৃদুভাষাতগ্রহণঞ্চ তদগতশব্দহসামান্যো-  
পলক্ষণার্থম্ ।

বলি, যখন অন্য অধিষ্ঠাতা ( কর্মী ) নাই, তখন তিনিই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ  
নিমিত্ত বা কর্তা । ঘটকুণ্ডলাদির উপাদান মুৎস্বর্ণাদি, সে সকলের অধি-  
ষ্ঠাতা কুলাল ও স্বর্ণকার, তাহাদেরই কর্তৃত্বে ঐ সকল উপাদান হইতে  
ঘটাদি কার্য্য জন্মে, ইহা দৃষ্ট হইলেও জগদুপাদান ব্রহ্মে সে নিয়মের অভাব  
আছে । তিনি উপাদান হইলেও তাহার পৃথক্ অধিষ্ঠাতা নাই । এ  
কথা এই জন্ত স্বীকার্য্য যে, শ্রুতি সারধারণ বাক্যে বলিয়াছেন, উৎপত্তির  
পূর্বে এক পদার্থই ছিল, দ্বিতীয় ছিল না । ( সূত্রায়ং তিনিই নিমিত্ত ও  
তিনিই উপাদান ) । [ অধি...স্যাৎ ] অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব ( না থাকা )  
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের অব্যাঘাত দৃষ্টে নির্ণীত হয় । উপাদানান্তিরিক্ত  
অধিষ্ঠাতা ( পৃথক্ নিমিত্ত কারণ ) স্বীকার করিতে গেলে এক-বিজ্ঞানে সৰ্ব-  
বিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইবে এবং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ই বাধিত হইবে ।  
[ তস্মাৎ...প্রকৃতিহে ] প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হই-  
তেছে যে, পৃথক্ অধিষ্ঠাতা না থাকায় আত্মাই ইহার অধিষ্ঠাতা ( নিমিত্ত  
কারণ বা কর্তা ) এবং অস্ত উপাদান না থাকায় তিনিই ইহার উপাদান ।  
আত্মাই কর্তা, আত্মাই উপাদান, এতৎপ্রতি অন্ত হেতুও আছে ।

## অভিধোপদেশোচ্চ ॥ ২৪ ॥ \*

অভিধোপদেশশ্চাত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিষু গময়তি । সো-  
হকাময়ত বহু স্যাৎ প্রজ্ঞায়েয় ইতি তদৈক্ষত বহু স্যাৎ প্রজ্ঞা-  
য়েয় ইতি চ । তত্রাভিধানপূর্বিকায়াঃ স্নাতস্ত্যপ্রবৃত্তেঃ  
কর্ত্তেতি গম্যতে । বহু স্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহু-  
ভবনাবিধানস্য, প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ ॥

## সাক্ষাচ্ছোভয়াম্মানং ॥ ২৫ ॥ †

প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ । ইতশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম, যৎকারণং  
সাক্ষাদব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভবাবাম্মান্যেতে

---

অনাগতেচ্ছাসক্সোহভিধা । এতয়া থলু স্নাতস্ত্যালক্ষণেন কর্ত্ত্বেন নিমি-  
ত্বঃ দর্শিতম্ । বহু স্যামিতি চ স্ববিষয়তয়োপাদানবস্তুকম্ ।

আকাশাদেব ব্রহ্মণ এবৈতার্থঃ । সাক্ষাদিতি চেতি স্বত্রাবয়বমন্দা

---

প্রতিতে যে সৃষ্টি সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রহ্মের উপা-  
দানকারণতার বোধক । “ব্রহ্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি  
বহু হইব ও জন্মিব ।” “তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব  
ও জন্মিব ।” এই দুই প্রতিতে ব্রহ্মের কর্ত্তব্য ও প্রকৃতিত্ব উভয়ই কথিত  
হইয়াছে ।

ব্রহ্মই অগৎপ্রকৃতি, অগতের উপাদান, এতৎপ্রতি অত্র হেতু এই যে,  
প্রতি ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রলয়ের সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন । যথা—“এই  
সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয়-

---

\* অভিধা সৃষ্টিসংকল্পস্যোপদেশাৎ অপি ব্রহ্মণঃ কর্ত্ত্ব প্রকৃতিষু ইতি শেধঃ ।—  
প্রতিতে সৃষ্টিসংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশের বলে আত্মার অভিন্ননিমিত্তোপা-  
দানতা সিদ্ধ হয় ।

† চলদোহেবস্তরমুক্তিনোতি । অরমপি ব্রহ্মণ উপাদানত্ব হেতুর্ধ্বং সাক্ষাৎ উপাদান-  
স্তরমুপাদায় উভয়োঃ প্রলয়প্রভবয়োঃ আয়ানঃ কখনঃ দৃষ্টতে প্রতীতি শেধঃ ।—প্রতি যে  
সাক্ষাৎ সংকল্পে অর্থাৎ অত্র উপাদানের উল্লেখ বা করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে কারণ রূপে  
গ্রহণ করতঃ অগৎপ্রকৃতির ও প্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন তাহাও ব্রহ্মের উপাদানকারণতার  
প্রতি পুঙ্খল হেতু ।



সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে  
আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি ইতি। যন্ধি যন্ত্যাং প্রভবতি যন্তিংশ্চ  
প্রলীযতে তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ত্রীহিবাদীনাং  
পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়ত্যা-  
কাশাদেবেতি। প্রত্যস্তয়শ্চ নোপাদানাদন্যত্র কার্যাস্য  
দৃষ্টং ॥ ২৫ ॥

### আত্মকুতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥ \*

ইতশ্চ প্রকৃতিত্রয়ং, যৎকাবণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং,  
তদাশ্রয়ানং স্বয়মকুকৃত ইত্যাত্মনং কৰ্ম্মভং কৰ্ত্তৃভূতং দর্শয়তি।  
তস্যাখং ব্যাচষ্টে ‘আকাশাদেব’ ইতি প্রতিএ ক্ষণে। জগৎপাদানত্বমবধারণস্বী-  
উপাদানান্তবাতাবং সাক্ষাদেব দর্শয়তীতি সাক্ষাদিতি স্বত্রাবয়বেন দর্শিত-  
মিতি যোজন্য।

প্রকৃতাৎগ্রহণশূন্যলক্ষণং নির্মিতমিতাপি দ্রষ্টব্যং কস্মহেনোপাদানত্বাৎ  
প্রাপ্ত হয়।” যে বাহ্য হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অন্তর্গত হয়, সে  
তাহার উপাদান। এ তত্ত্ব বা এ নিয়ম সর্ববিদিত। যেমন ধাত্বাদি উদ্ভি-  
জ্জৈব উপাদান পৃথিবী। ব্রহ্ম যে জগৎসৃষ্টির জন্ত অত্র উপাদান গ্রহণ  
করেন নাই—প্রতি তাহা “আকাশং এব—কেবলমাত্র আকাশ হইতে”  
এইরূপ সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন। অপিচ, জন্ত্রদ্রব্যেব বিনাশ উপা-  
দান দ্রব্যেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে।

ব্রহ্মই জগতেব প্রকৃতি, উপাদান, এতৎপ্রতি অন্তহেতু এই যে, প্রতি  
ব্রহ্মপ্রকরণে “এক আপনিই আপনাকে কবিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন  
কবিলেন।” এবংপ্রকাব বাক্যে একেব কৰ্ত্তৃব কৰ্ম্মভ উভয়রূপতা উপদেশ  
করিয়াছেন। ‘আপনাকে’ এতদ্বারা কৰ্ম্মভ (ক্রিয়ামানস্ব বা কৃতির বিষয়)  
এবং ‘আপনিই কবিলেন’ এতদ্বারা কৰ্ত্তৃব বলা হইয়াছে। [ কথং... প্রতী-

\* পরিণামাৎ পরিণামঘটকাৎ আত্মকুতেঃ আত্মাশক্তিনী কৃতিঃ সৰ্ব্বকোহপায়নঃ কৃতিঃ  
প্রতি বিবৰ্ত্তমানায়তনক ৩ন্যং অপি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিভূমিতি যোজন্য।—ব্রহ্ম আপনাকেই  
আপনি পরিণামিত কবিয়াছেন, এই স্রোত অর্থও ব্রহ্মেব উপাদানকাবণতা ব্যাপ্ত করি  
য়াছে।

আত্মানমিতি কৰ্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কৰ্ত্ত্বত্বম্। কথং পুনঃ  
পূৰ্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কৰ্ত্ত্বত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং  
সম্পাদয়িতুং, পরিণামাদিতি ক্রমঃ। পূৰ্ব্বসিদ্ধোহপি হি  
সম্মাত্মা বিশেষণেণ বিকারাত্মনা পরিণাময়ামাসাত্মানমিতি।  
বিকারাত্মনা চ পরিণামো যুদাদ্যাহ প্রকৃতিবৃপলকম্। স্বয়-  
মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে।  
পরিণামাদিতি চেৎ পৃথক্সূত্রম্—তস্যৈবোহর্থঃ। ইতশ্চ  
প্রকৃতিব্রহ্ম বৎকারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনাহয়ং পরিণামঃ

কৰ্ত্ত্বত্বেন চ তৎপ্রতি নিমিত্তত্বাৎ। “কথং পুনরি”তি। সিদ্ধসাধ্যায়োরেকত্বা-  
সমবায়োবিরোধাদিতি। “পরিণামাদিতি ক্রমঃ” ইতি। পূৰ্ব্বসিদ্ধস্যাপ্য-  
নিৰ্ৰচনীয়বিকাৰাত্মনা পরিণামোহনিৰ্ৰচনীয়ত্বাৎ ভেদেনাভিন্ন ইবেতি সিদ্ধ-  
স্যাপি সাধ্যত্বমিত্যর্থঃ। একবাক্যত্বেন ব্যাখ্যায় পরিণামাদিত্যবচ্ছিন্ন ব্যাচষ্টে  
“পরিণামাদিতি চেৎ” ইতি। সচ্চ ত্যচ্চেতি য়ে ব্রহ্মণোরূপে। সচ্চ সামান্ত-  
বিশেষণাপরোক্ষতয়া নিৰ্ৰীচ্যাং পৃথিব্যাণ্ডোলকণম্। ত্যচ্চ পরোক্ষমত  
এবানিৰ্ৰীচ্যামিদন্তয়া বায়ুকাশলকণম্। কথঞ্চ তদ্ব্রহ্মণো ব্রহ্মণ যদি তস্য  
ব্রহ্মোপাদানম্। তন্নাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্ম ভূতানাং প্রকৃতিরিতি।

যতে] যদি বল, যাহা পূৰ্ব্বসিদ্ধ সৎ—যাহা আছে—কৰ্ত্ত্বরূপে ব্যবস্থিত  
আছে—কিরূপে তাহার ক্রিয়মানতা ঘটনা হয়? সম্ভব হয়? (যাহা থাকে  
না তাহাই কৃতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয়, এ নিয়ম সৰ্ববিদিত)। ইহার  
প্রত্যুত্ত্বার্থ বলিতে হইবে, করিলেন অর্থাৎ পরিণত করিলেন। সেই  
পূৰ্ব্বসিদ্ধ সৎ (ব্রহ্ম) আপনাকে অগতাকারে পরিণত করিলেন। বিকার-  
রূপ পরিণাম সূতিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। বিশ্বস্থটির অন্য পৃথক্ নিমিত্ত  
জব্যের অপেক্ষা ছিল না, তিনি নিজেই নিমিত্ত। এ সিদ্ধান্ত ‘স্বয়ং’ শব্দের  
দ্বারাও লক্ষ হইতেছে। [পরি...দিনেতি] অথবা ‘পরিণামাৎ’ এই একটি  
পৃথক্ সূত্র। ইহার অর্থ—যেহেতু প্রতি “ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ, অপ্ৰত্যক্ষ, বাক্য-  
গোচর ও বাক্যের অগোচর সমস্তই হইয়াছেন।” এবশ্রকারে ব্রহ্মাদি-

সামানাধিকরণ্যেনান্নায়তে, সচ্চ ত্যচ্চাভবম্বিক্তক্ৰুৎকানিক্ত-  
ক্ৰুৎক, ইত্যাদিনেতি ॥ ২৬ ॥

## যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥ \*

ইতশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম যৎ কারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি  
পঠ্যতে বেদান্তেষু,—কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ইতি,  
যদ্ব্যুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ  
প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে। পৃথিবী যোনিরোষধিবন-  
স্পতীনাংমিতি। জীবোনেরপ্যন্ত্যোবাবয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রভূ-  
পাদানকারণত্বম্। কচিৎ স্থানবচনোহপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ,  
যোনিশ্চে ইন্দ্রনিষদে অকারি ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র  
প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহ্যতে, যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্যতে চ  
ইত্যেবঞ্চাভীয়াৎ। তদেবং প্রকৃতিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্।

করণে বিকার ( পরিণাম ) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন—সে হেতুতেও তিনি  
বিশ্বোপাদান।

যে হেতু বহুবেদান্তে ‘ব্রহ্মই প্রকৃতি’ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে সেই  
হেতু তিনি প্রকৃতি-কারণ। যথা—“তিনি কর্তা, নিয়ন্তা, পুরুষ অর্থাৎ  
আত্মা, ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি।” “ধীরগণ সেই ভূতপ্রকৃতি  
ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।” [ যোনি...প্রসিদ্ধম্ ] যোনি-শব্দের  
অর্থ প্রকৃতি, ইহা সর্ববিদিত। “পৃথিবী ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতির যোনি  
অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান” এ কথা লোকপ্রখ্যাত। জীবোনিও অবশ্যব দ্বারা  
গর্ভের উপাদান কারণ। কোন কোন বেদে যোনি শব্দের স্থান-অর্থ দৃষ্ট  
হয় সত্য; যথা—“হে ইন্দ্র! আমি তোমার উপবেশনের স্থান প্রস্তুত করি-  
য়াছি।” তথাপি প্রদর্শিত স্থলে বাক্যশেষ ও তাহার তাৎপর্য অনুসারে  
প্রকৃতি অর্থই গ্রহীত হইবে। এইরূপে লোক ও বেদ উভয়ই ব্রহ্মের

\* হি ব্রহ্মাং ব্রহ্মৈব যোনিঃ প্রকৃতিরিত্যিতি কৃতিষু পঠ্যতে তন্মাদ্যপি কারণাৎ ব্রহ্মণঃ  
প্রকৃতিবচনমিতি বোজনা।—যে হেতু কৃতি ব্রহ্মকে বিশ্বযোনি ( বিশ্বের উৎপত্তি স্থান ) বলি-  
য়াছেন সে হেতুতেও তাহার উপাদানকারণতা নির্দ্বন্দ্বিত হয়।

যৎপুনরিতমুক্তমীক্ষাপূর্বককর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষেব কুলা-  
লাদিষু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষিত্যাदि, তৎপ্রত্যাচ্যতে। ন  
লোকবদিহ ভবিতব্যম্। ন হ্রয়মনুমানগম্যোহর্থঃ শব্দগম্যত্বা-  
ত্তস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যম্। শব্দশ্চৈক্ৰিভুরীশ্বরস্য  
প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবোচাম। পুনশ্চৈতৎসর্বং বিস্ত-  
রেণ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্বপক্ষিণোহনুমানমন্তব্যাগমাবিরোধেন দৃষ্যতি “যৎপুনরি”তি।  
এতদ্ব্যক্তং ভবতি। ঈশ্বরোজগতোনিমিত্তকারণমেবেক্ষাপূর্বকজগৎকর্তৃত্বাৎ  
কুস্তকর্তৃকুলাবৎ। অত্রেশ্বরস্যাসিদ্ধেরাপ্রায়সিদ্ধোহেতুঃ পক্ষস্তাপ্রসিদ্ধ-  
বিশেষ্যঃ। যথাহঃ—নানুপলব্ধে জ্ঞায়ঃ প্রবর্ত্তত ইতি। আগমাত্তৎসিদ্ধিরিতি  
চেদ, ইত্ত তর্হি যাদৃশমীশ্বরমাগমোগময়তি তাদৃশো হত্ব্যপগন্তব্যঃ। স চ  
নিমিত্তকারণং চোপাদানকারণঞ্চেশ্বরমবগময়তীতি। বিশেষ্যাপ্রয়গ্রাহাগম-  
বিরোধান্নানুমানমুদেভুমর্হতীতি, ইতি কুতন্তেন নিমিত্তস্বাবধারণতার্থঃ। ইদ-  
ঞ্চোপাদানপরিণামাদিভাষা ন বিকারাতিপ্রায়েণাপি তু যথা সর্পস্যোপাদানং  
রজ্জুরেবং ব্রহ্ম জগদুপাদানং দ্রষ্টব্যম্। ন খলুনিত্যাত্মা নিকলস্য ব্রহ্মণঃ সর্পা-  
শ্বনৈকদেশেন বা পরিণামঃ সম্ভবতি নিত্যত্বাদনেকদেশত্বাদিত্যুক্তম্। ন চ  
মৃদঃ শরাবাদয়োভিদ্ভ্যস্তে ন চাভিন্না ন বা ভিন্নাভিন্নাঃ কিমনির্গতনীয়া  
এব। যথাহ ঋতির্মুক্তিকেতোব সত্যমি”তি। তন্মাদবৈতোপক্রমাত্তপ-  
সংহারাত্ত সর্বং এব বেদান্তা ঐকান্তিকাদৈতপরাঃ সম্ভবঃ সাক্ষাদেব কচিদ-  
দ্বৈতমাহঃ, কচিদ্বৈতনিবেধেন, কচিদব্রহ্মোপাদানম্বেন জগতঃ। এতাব-  
তাপি তাবত্তেদোনিবিদ্ধোভবতি ন ত্বোপাদানস্বাভিধানমাত্রেণ বিকারগ্রহ  
আন্তর্যঃ। ন হি বার্টেক্যদেশস্যার্থোহন্তীতি।

প্রকৃতিত্বং দেখা যায়। [যৎ...পাদয়িষ্যামঃ] বলিয়াছিলে, সংকল্পপূর্বক বা  
ইচ্ছাপূর্বক কর্তৃত্ব নিমিত্তকারণেই দৃষ্ট হয়, উপাদানে নহে, এক্ষণে তাহার  
প্রত্যুত্তর দিতেছি। শাস্ত্রীয় অর্থ দৃষ্টান্তসারী নহে। অনুমানগম্যও  
নহে। তাহা কেবল শাস্ত্রগম্য; স্মৃতরাং শাস্ত্রের শাস্ত্রানুরূপ অর্থই গ্রাহ্য।  
শাস্ত্র সেই ঈক্ষিতা পুরুষকে প্রকৃতিকারণ বলিয়াছেন, স্মৃতরাং তিনি  
প্রকৃতি কারণ। এ কথা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে এবং পরেও  
বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

## এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥ \*

ঐক্যতেনাশকমিত্যরভ্য প্রধানকারণবাদঃ সূত্রেণৈব  
পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ, তস্য হি পক্ষসম্যোপোদ্বলকানি  
কানিচিল্লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেষ্ট্রাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতি-  
ভাস্তীতি। স চ কার্যাকারণান্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসম্মো  
বেদান্তবাদস্য দেবলপ্রভৃতিভিষ্ট কৈশ্চিদ্ধর্মসূত্রকারৈঃ স্ব-  
গ্রহেষ্ট্রাপিতঃ। তেন তৎপ্রতিষেধ এব যত্নোহতীব কৃতো  
নাগাদিকারণবাদপ্রতিষেধে। তেহপি তু ব্রহ্মকারণবাদ-  
পক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যঃ, তেষামপ্যুপোদ্বলকং  
বৈদিকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভাসাদিতি।

সাদেতৎ। মাতৃং প্রধানং জগত্পাদানং তথাপি ন ব্রাহ্মপাদানং  
সিদ্ধাতি, পবমাণাদীনামপি তত্পাদানানামুপলব্ধমানত্বাত্তেষামপি হি কিঞ্চি-  
তুপোদ্বলকমস্তি বৈদিকং লিঙ্গমিত্যাশঙ্ক্যমপনেনতুমাহ সূত্রকারঃ।

সূত্রকাব্য ব্যাস প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রের পব হইতে এ পর্যন্ত পুনঃ-  
পুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন পুঙ্ক সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ কবিয়াছেন।  
প্রতিষেধ (খণ্ডন) করিবার কাৰণ এই যে, বেদান্ত মধ্যে এমন অনেক  
শ্রামক কথা আছে—যাহা দেখিলে অসংস্কৃতবুদ্ধি লোকের আপাত-জ্ঞানে  
(বিচার বর্জিত জ্ঞানে) সে সকল কথা সাংখ্যীয় প্রধানবাদের পোষক  
বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। সাংখ্যবাদেও কার্যাকারণেব অভেদ স্বীকৃত  
হয়, তজ্জগৎ তাহা বেদান্তবাদেব অতি সন্নিহিত। অর্থাৎ সন্নিহিত বলিয়াই  
হউক, আর অল্প কোন কাৰণেই হউক, দেবলাদিকৃত ধর্মগ্রন্থে অবৈদিক  
সাংখ্যবাদের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। সেই কারণে সূত্রকার  
ব্যাস সাংখ্যীয় প্রধানবাদ নিষেধার্থ অত্যন্ত যত্ন করিয়াছেন। প্রধানবাদ

\* এতেন প্রধানকাৰণবাদনিষেধন্যায়কলাপেন সর্বে অবাদিকারণবাদা প্রতিবিন্ধিতরা  
ব্যাখ্যাতা বৈদিকত্বাৎ বীজাধ্বাযসমাপ্তিদোতনার্থা।—এ পঞ্চাঙ্ক যে সকল যুক্তির দ্বারা  
প্রধানকাৰণবাদ নিবাকৃত করা হইল—সেই সকল যুক্তিতে পবমাণুকাৰণবাদ প্রভৃতিও  
নিবাকৃত করা হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে

অতঃ প্রধানমন্ত্রনিবৰ্হণন্যায়েনাতিদিশতি, এতেন প্রধান-  
 কারণবাদপ্রতিবেদন্যায়কলাপেন সৰ্বেহুগাদিকারণবাদ। অপি  
 প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যঃ। তেষামপি প্রধান-  
 বদশব্দদ্ব্যচ্ছব্দবিরোধিত্বাচ্ছেতি । ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা  
 ইতি পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিঃ দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতাব্যো শক্তরত্নগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ

প্রথমস্তাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

নিগমব্যাখ্যাতেন ভাষণ ব্যাখ্যাতং হৃতম্ ।

প্রতিজ্ঞালক্ষণং লক্ষ্যমাণে পদসময়ঃ ।

বৈদিকঃ স চ তত্রৈব নান্তত্রৈত্যত্র সাধিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং

প্রথমস্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ।

সম্পূর্ণশ্চ প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নিবেদার্থ যত যত্ন করিয়াছেন, পরমাণুবাদ প্রভৃতির নিবেদার্থ তত যত্ন  
 করেন নাই। কিন্তু তাহাও নিরাকার্য্য। সে সকল পক্ষও ব্রহ্মকারণবাদের  
 (বেদান্তবাদের) শত্রু সত্ত্বরাং নিরাকার্য্য অর্থাৎ খণ্ডনীয়। সে সকল মত  
 মনমতি পুরুষের ভ্রম গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকায় সে সকল মত অবশ্য  
 খণ্ডনীয়। এই অভিপ্রায়ে হৃতকার ব্যাস প্রধান মন্ত্র-নিগাত দৃষ্টান্তে  
 অতিদেশ বাক্যে বলিতেছেন—যে সকল যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রধানবাদ  
 নিরাকৃত হইল—সেই সকলের দ্বারাই অস্তান্ত সমুদায় বাদ (পরমাণুবাদ  
 প্রভৃতি) নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরমাণু প্রভৃতিও  
 প্রধানের ন্যায় অবৈদিক ও বেদবিরুদ্ধ। ‘ব্যাখ্যাতা’ শব্দের বিরুদ্ধি  
 অধ্যায় সমাপ্তির বোধক।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।





# বেদান্তদর্শনম্ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যমৃত্যনব-  
কাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥ \*

প্রথমেহধ্যায়ে সর্বজ্ঞঃ সর্বৈশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং  
মুৎস্বর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতোনিয়ন্তৃ-

বৃত্তবত্তিষ্ঠামাগ্রয়োঃ সমন্বয়বিরোধপরিহারলক্ষণয়োঃ সজ্জতিপ্রদর্শনায়  
মুৎস্বর্ণগ্রহণায় চৈতরয়োঃ সংক্ষেপতন্তাৎপর্য্যার্থমাহ—“প্রথমেহধ্যায়ঃ” ইতি ।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, প্রতিপাদিত হইয়াছে, সর্বজ্ঞ সর্বৈশ্বর  
ত্রক্ষ জগৎকারণ । মৃত্তিকাদি, ঘটাদি উৎপত্তির যেরূপ কারণ, ত্রক্ষ জগৎ-

\* ব্রহ্মৈব জগতঃ কারণমিতি পূর্বত্রপ্রতিপাদিতম্ । তত্র মৃত্যনবকাশদোষঃ মৃত্যুতীনাং  
কপিনাদিকৃতানাং অনবকাশঃ নির্দিষ্টরতয়া আনগকাঃ তস্যা প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তিভবতীতি নাপদ্বি-  
তগাম্ । হেতুমাং—অন্যেতি । অজমৃত্যুতীনাং মতাদিপ্রণীতানাং অনবকাশদোষঃ স ১৭ । ইদমজ  
তাপধাম্—সাংখ্যমুত্তিবু প্রধানঃ প্রতিপাদ্যতে ন ধর্মঃ, মতাদিমুত্তিবু তু ধর্মঃ প্রতিপাদ্যতে ন  
প্রধানম্ । তত্রাহন্ততরপ্রাধান্যাকীকারেনাতরাহপ্রাধান্যং সাদ্যতি । যথা সাংখ্যমুত্তি-  
বিরোধে ব্রহ্মবাদস্ত্যাজ্য ইতি স্মরোচ্যতে তথা মৃত্যুভববিরোধে প্রধানবাদস্ত্যাজ্য ইতি স্মরো-  
চ্যতে । অতএব ‘ব্রহ্মোত্তরোঃ সমোদোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ । নৈকঃ পরামুদোষোঃ সাংখ্য-  
তাদৃগর্থবিচারণে ।’ ইতি নাত্যাং ন পূর্বপক্ষাবসরঃ । বস্তুতস্ত প্রতিমুত্তিবিরোধে তু  
মুত্তিরেব পরীক্ষাসীতানুশাসনাৎ শ্রোত্রে বিরোধে মৃত্যুপ্রাধান্যমোষ্টব্যং যোক্তবলপক্ষো  
ন যুক্ত ইতি ভাবঃ ।



ত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীৰ মায়ায়াঃ প্রসারিতস্য জগতঃ  
 পুনঃ স্বাত্মশ্চেবোপসংহারকারণমবনিরিব চতুর্কিধস্য ভূত-  
 প্রাণস্য, স এব চ সর্কেষাং ন আত্মেত্যেতদ্বেদাস্তবাক্যসম-  
 ম্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্, প্রাধানাদিবাদাশাশব্দত্বেন  
 নিরাকৃতাঃ, ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিশ্রুতিবিরোধপরিহারঃ  
 প্রাধানাদিবাদানাঞ্চ শ্রুতিভাসোপবৃংহিতত্বং প্রতিবেদাস্তঞ্চ  
 সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতহমিতাস্যার্থজাতস্য প্রতিপাদ-  
 নায় দ্বিতীয়েহধ্যায় আরভ্যতে । তত্র প্রথমং তাবৎ স্মৃতি-  
 বিরোধমুপশাস্য পরিহরতি । যদুক্তং ব্রহ্মৈব সর্বজ্ঞং জগতঃ  
 কারণমিতি তদযুক্তম্ । কুতঃ, স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।

অনপেক্ষবেদাস্তবাক্যস্বরসসিদ্ধসমবয়লক্ষণশ্চ বিরোধতৎপরিহারাভ্যামাপেক্ষ-  
 সমাধানকরণাদনেন লক্ষণেনাহতি বিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ । পূর্বলক্ষ-  
 ণার্থো হি বিষয়স্তদোচরত্বাদাপেক্ষসমাধানয়োরেব চ বিষয়ীতি । তদেব-  
 মধ্যায়মবত্যা তদবয়বমধিকরণমবতারয়তি—“তত্র প্রথমং তাবদিতি ।  
 তদ্ব্যভ্যে ব্যুৎপাদাতে মোক্ষসাধনমেনেতি তদ্বৎ তদেবাখ্যা যসাঃ সা স্মৃতিঃ  
 তদ্বাখ্যা পরমর্ষণা কপিলেনাদিবিভৃষা প্রণীতা । অন্যান্যাস্মৃতিপঞ্চশিখাদি-  
 প্রণীতাঃ স্মৃত্যস্তদনুসারিণাঃ । ন খবম্বাং স্মৃতীনাং মবাদিস্মৃতিবদন্যো-  
 হবকাশঃ শক্যো বদিতুমুতে মোক্ষসাধনপ্রকাশমাৎ । তদপি চেম্মাতিদধুর-

পত্তির সেইরূপ কারণ । অপিচ, তিনি চতুর্কিধ জীবের নিয়ন্ত্ৰরূপে স্থিতি-  
 কারণ এবং তাহাঁতেই এ সকল লয় হয় বলিয়া তিনি লায়েরও কারণ ।  
 (আধার বা আশ্রয়) । অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিপ্রতিপ্রলয়ের কারণ । ব্রহ্মই আমা-  
 দেব আত্মা এবং সাংখ্যোক্ত প্রধান অবৈদিক, ইহাও ঐ অধ্যায়ে দেখান  
 হইয়াছে । সস্পৃতি এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে ‘ব্রহ্ম-কারণবাদ স্মৃতি-যুক্তি বিরুদ্ধ নহে’  
 ‘প্রধানবাদীর যুক্তি প্রকৃত যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাঙ্গ’ ‘বেদান্তোক্ত স্মৃতি-  
 প্রক্রিয়া পরস্পর অবিরোধী অর্থাৎ একরূপ’ এই সকল কথা বলা হইবে ।  
 [ তত্র...প্রসঙ্গাৎ ] তদ্ব্যপ্যে প্রথমে স্মৃতিবিরোধ উল্লেখ পূর্বক তাহার  
 পরিহার বলা যাইতেছে । সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ কথা অযুক্ত । কারণ,  
 এককারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে স্মৃত্যনবকাশ (স্মৃতির অপ্রামাণ্য) দোষ

স্মৃতিশ্চ তদ্বাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা, অন্ত্যশ্চ  
তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ, এবং সত্যানবকাশাঃ প্রসজ্যেয়ন্।  
তাহু হুচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে,  
মহাদিস্মৃতয়স্তাবচ্চোদনালক্ষণেনাগ্নিহোত্রাদিনা ধর্মজ্ঞাতে-  
নাপোক্ষিতমর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশা ভবন্তি। অস্যা বর্ণস্যা-  
শ্মিন্ কালেহেনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশশ্চাচার ইখং  
বেদাধ্যয়নমিখং সমাবর্তনমিখং সহধর্মচারিণীসংযোগ ইতি।  
তথা পুরুষার্থাংশ্চতুর্বিধাশ্রমধর্ম্যান্ নানাবিধান্ বিদধতি।  
নৈবং কাপিলাদিস্মৃত্তানামনুষ্ঠেয়ে বিষয়েহবকাশোহস্তি।

উপস্থিত হয়। [ স্মৃতিশ্চ...বাখ্যাতব্য। ] কপিলের তত্ত্বনাম্নী \* স্মৃতি শিষ্ট-  
গণের মান্য স্মৃতরাং তাহা প্রমাণ। পক্ষশিখ প্রভৃতি কতিপয় ঋষির স্মৃতিও  
কপিলস্মৃতির অঙ্গমস্তি। ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে ঐ সকল স্মৃতির  
স্থল থাকে না, স্মৃতরাং সে সকলের অনবকাশ বা আনর্থক্য হয়। মহু  
প্রভৃতির স্মৃতির প্রতিপাদ্য ভিন্ন; স্মৃতরাং সে সকল স্মৃতির অনবকাশ  
নাই। অর্থাৎ সে সকলের আনর্থক্য হয় না। সাংখ্যস্মৃতি স্বতন্ত্র অচেতন  
প্রধানকে জগৎকারণ বলেন, অচেতন প্রধানই সাংখ্যস্মৃতির প্রতিপাদ্য,  
কিঙ্ক-মহাদিস্মৃতির প্রতিপাদ্য ধর্ম। মহু প্রভৃতি ঋষি প্রবর্তকবাক্যানুসারে  
( বিধিবাক্যবোধিত বা বেদবাক্যানুসারে ) ধর্মসমূহের, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি  
যাগের এবং তদপেক্ষিত অন্ত্য অগ্ন্যুষ্ঠেয়ের উপদেশ করিয়াছেন। অমুক  
বর্ণ অমুক সময়ে অমুক প্রকারে উপনীত হইবেন, অমুক বর্ণের অমুক  
আচার, অমুক প্রকারে বেদাধ্যয়ন ও অমুক প্রকারে সমাবর্তন ( অধ্যয়ন  
কালের ব্রহ্মচর্যব্রতের উদ্ভাপন পদ্ধতি ) করিবেন ও অমুক বিধানে  
দারা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ এইরূপ বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন।  
চতুর্বিধ আশ্রম, সে সকল আশ্রমের বিবিধ ধর্ম ও পুরুষার্থ, সমস্তই উপদেশ  
করিয়াছেন। কপিলাদির স্মৃতিতে ঐ সকল কথা নাই। কপিলাদি ঋষি  
মৌল্যসাধন তত্ত্বজ্ঞান উদ্দেশে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতাদৃশী

\* তত্ত্ব = যুক্তিতত্ত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রের অপর নাম যুক্তিতত্ত্ব। শিষ্ট = ঋষি। অনেক ঋষি  
কপিলমতাবলম্বী ছিলেন বা কপিলের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মোক্শসাধনম্বেব হি সম্যগদর্শনমধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ । যদি তত্রাপ্যনবকাশাঃ স্মারানর্থক্যমেবাসাং প্রসজ্যেত । তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ । কথং পুনঃ ঈক্ষ-  
ত্যাদিভ্যো হেতুভ্যো ব্রহ্মৈব সর্বজ্ঞঃ জগতঃ কারণমিত্যবধা-  
রিতঃ শ্রুতার্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনরাক্ষিপাতে ।  
ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাং পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ  
জনাঃ স্মাতজ্ঞোণ শ্রুতার্থমবধারণিতুমশকুবন্তঃ প্রখ্যাত-  
প্রণেতৃকাস্থ স্মৃতিস্ববলশ্চেরন্, তদ্বলেন চ শ্রুতার্থং প্রতি-

নবকাশাঃ সত্যোহপ্রমাণং প্রসজ্যেয়ন্ । তস্মাত্তদবিরোধেন কথঞ্চিদেদান্তা  
ব্যাখ্যাতব্যাঃ । পূর্বপক্ষমাক্ষিপতি “কথং পুনরীক্ষত্যাদিভ্য” ইতি । প্রসা-  
ধিতং খলু ধর্ম্মমীমাংসারাং, “বিরোধে জনপেক্ষং স্যাদসতি হনুমান”মিত্যত্র ।  
যথা প্রতিবিকল্পানাং স্বতীনাং দুর্কলতয়াহনপেক্ষণীয়ত্বং তস্মান্ন দুর্কলানু-  
রোধেন বলীয়সীনাং শ্রুতীনাং যুক্তমূপবর্গনমপি তু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবাঃ  
শ্রুতয়ো দুর্কলাঃ স্বতীর্ক্যাস্ত এবেতি যুক্তম্ । পূর্বপক্ষী সমাধত্তে “ভবে-  
দয়”মিতি । প্রসাধিতোপ্যর্থঃ শ্রদ্ধাজড়ান্ প্রতি পুনঃ প্রসাধ্যত ইত্যর্থঃ ।

স্মৃতি যদি বিষয়শূন্য বা স্থলশূন্য হয়—তাহা হইলে অবশ্যই সে সকল স্মৃতি  
নিরর্থক ও অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে । (অদ্রাস্ত কপিল ঋষির স্মৃতি  
অর্থশূন্য, অপ্রমাণ, এ কথা কাহার স্বীকার্য্য নহে) । অতএব, স্মৃতি-  
প্রামাণ্য, রক্ষার্থ [স্মৃতি-অনুসারে বেদান্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত ।  
[কথং...প্রণেতৃষু] স্মৃতির স্থল থাকে না, এতৎপ্রসঙ্গে অন্য পূর্বপক্ষও  
করিতে পারি । “তিনি ঈক্ষণ করিলেন—আলোচনা করিলেন” ইত্যাদি  
কথায় তুমি কি প্রকারে জানিলে যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ ? ঐ কথায়  
ঐ অর্থ, ইহা তুমি কিসে নিশ্চয় করিবে ? বাইরা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ অর্থাৎ  
বাইদের জ্ঞান অনারিত বা অব্যাহত—বাইরা স্বয়ং শ্রুতার্থ জানেন,—  
বাইদের নিকট কোনও পূর্বপক্ষ হান প্রাপ্ত হয় না । কিন্তু বাইরা,  
পরতন্ত্র—বাইরা নিজজ্ঞানে শ্রুতার্থ জানিতে অক্ষম—বাইদের জ্ঞান  
শূন্য-শাস্ত-সাপেক্ষ—বাইরা বিখ্যাত বিখ্যাত ঋষির গ্রন্থ অবলম্বন করেন,  
করিয়া শ্রুতার্থ নির্ণয় করেন । স্মৃতিকার কপিল প্রভৃতির সম্মান অধিক,

পিংসেরন্। অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বহ্যর্কহুমানা  
স্বতীনাং প্রণেতৃষু। কপিলপ্রভৃতীনাংকার্ষঃ জ্ঞানমপ্রতিহতং  
স্বর্ঘ্যাতে, প্রতীশ্চ ভবতি, ঋষিঃ প্রসূতং কপিলং যন্তমগ্রে  
জ্ঞানৈর্কির্ভার্ভি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ইতি। তস্মান্নৈবাং মতম-  
যথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুং, তর্কাবক্টেভেন চ তেহর্থং প্রতিষ্ঠা-  
পয়ন্তি, তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি  
পুনরাক্ষেপঃ। তস্য সমাধিনীশ্চস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গা-  
দিতি। যদি স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেনেশ্বরকারণবাদ

আপাততঃ সমাধানযুক্ত। পরমসমাধানমাহ পূর্বপক্ষী “কপিলপ্রভৃতীনাং  
চার্ষ”মিতি। অরমস্যাভিসন্ধিঃ।—ব্রহ্ম হি শাস্ত্রস্য কারণযুক্তং ‘শাস্ত্রযো-  
নিহা’দিত তেনৈব বেদরাশিব্রহ্মপ্রভবঃ সন্নাজানসিদ্ধানাবরণভূতার্থমাত্র-  
গোচরতদ্বুদ্ধিপূর্বকো যথা তথা কপিলাদীনাংপি প্রতিস্থিতিপ্রতিপাদন-  
সিদ্ধভাবানাং স্বতয়োহ্নাবরণসর্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা ইতি ন প্রতিভ্যোহ্মুখ-  
মন্তি কশ্চিৎপ্রশেষঃ। ন চেতাঃ ক্ষুটতরং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরাঃ শক্যন্তে-  
হুতথয়িতুম্। তস্মান্তদনুরোধেন কথাক্ষুতর এব নেতব্যাঃ। অপি চ  
তর্কোহপি কপিলাদিস্মৃতীরহুমজ্ঞতে। তস্মাদপোতদেব প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত-  
আহ।—“তস্য সমাধি”মিতি। যথা হি প্রতীনাংবিগানং ব্রহ্মাণঃ গতি-  
সানান্যাং, নৈবং স্বতীনাংবিগানমন্তি, প্রধানে তাঙ্গাং ভূয়সীনাং ব্রহ্মোপা-

স্মৃতরাং স্মৃতিকারণণের কথা বিশ্বাসযোগ্য। আমাদের কথায় বিশ্বাস  
কি? কে আমাদের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে? [কপিল...  
দিতি] কপিলাদি ঋষি অপ্রতিহত জ্ঞানী ছিলেন, এ কথা স্মৃতিকারণ-  
বলিয়াছেন, প্রতিও বলিয়াছেন। যথা—“যে দেব প্রথম প্রসূত কপিল”কে  
অগ্নিবামাত্র ঋষি (মন্ত্যর্থ দ্রষ্টা) ও জ্ঞানী করিয়াছেন সেই পরমদেব ঈশ্বরকে  
জ্ঞানগোচর করিবে।” অতএব, তাদৃশ ঋষির মত যে অব্যর্থ, ইহা  
সম্ভাব্যই নহে। অপিচ, তাঁহাদের বাক্য আজ্ঞা বাক্য নহে। তাহাদের  
সমস্ত মত তর্কপরিহৃত। এই সকল হেতুতে, স্মৃতি-অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা  
করা উচিত, পুনর্বার এতদ্রূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত দেখিয়া তৎসমাধানার্থ  
বলিতেছেন—স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ। [যদি...ইতি] অর্থাৎ এক স্মৃতির

আক্ষিপ্যেতৈবমপ্যন্যা ঈশ্বরকারণবাদিণ্যঃ স্মৃতয়োহনব-  
কাশাঃ প্রসজ্যেয়ন্। তা উদাহরিষ্যামঃ। যৎ তৎ সূক্ষ্ম-  
মবিজ্ঞেয়ম্ ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃতা স হস্তরাষ্ট্রা ভূতানাং  
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যত ইতি চোক্ত্বা তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং  
ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ইত্যাহ। তথান্যত্রাপি অব্যক্তং পুরুষে  
ব্রহ্মন্ নিগুণে সম্প্রলীয়ত ইত্যাহ।—

অতশ্চ সজ্জৈপমিমং শৃণুধ্বং

নারায়ণঃ সৰ্ব্বমিদং পুরাণঃ।

স সর্গকালে চ করোতি সর্গং

সংহারকালে চ তদন্তি ভূয়ঃ ॥ ইতি

পুরাণে। ভগবদগীতাসু চ, অহং কৃৎসন্য জগতঃ প্রভবঃ  
প্রলয়স্তথা ইতি। পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্যাপস্তম্বঃ পঠতি,

দানত্বেপ্রতিপাদনপরাণাং তত্র তত্র দর্শনাং। তস্মাদবিগানাজ্জ্যোত এবাৰ্থ  
আহেরো ন তু স্মার্তো বিগানাদিতি। তৎ কিমিদানীং পরম্পরবিগানাং

অনবকাশ (স্থলাভাব বা বিষয়াভাব) দেখিয়া ঈশ্বরকারণবাদ অনঙ্গী-  
কার করিতে গেলে ঈশ্বরকারণবাদিনী অন্য স্মৃতির অনবকাশ (বিষয়-  
ভাবপ্রযুক্ত অপ্রামাণ্য) হইবেক। যে সকল স্মৃতি ঈশ্বরকারণবাদিনী—  
সে সকল স্মৃতি প্রদর্শিত হইতেছে। “সেই যে হৃক্ষিজের স্থল বস্ত্র”  
স্মৃতি এইরূপে পরব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া পশ্চাৎ “তিনি প্রাণিনিচয়ের  
অন্তরাষ্ট্রা স্মৃতরাং তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব,” এইরূপ উক্তি বা  
উপদেশ করতঃ বলিয়াছেন “দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাঁহা হইতে ত্রিগুণ অব্যক্ত  
(প্রধান) উৎপন্ন হইয়াছে।” অন্যত্রও ঐরূপ কথা আছে। যথা—  
“হে ব্রহ্মন্! সেই অব্যক্ত গুণাভীত পুরুষে (পরমেশ্বরে) লয় প্রাপ্ত হয়।”  
“ঋষিগণ! এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটী শুন—পুরাতন নারায়ণই এ সমুদয়  
এবং তিনিই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন, সংহারকালে এ সকল আত্মসাৎ  
করেন।” পুরাণ এইরূপে ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলিয়াছেন। এ কথা  
ভগবদগীতাতেও আছে। যথা—“আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির ও

তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্বের স মূলঃ শাস্ততিকঃ স নিত্য ইতি । এরমনেকশঃ স্মৃতিস্বপীশ্বরঃ কারণত্বেনোপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে । স্মৃতিবলে প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলে নৈবোত্তরঃ প্রবক্ষ্যামি, ইত্যতোহয়মন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষোপন্যাসঃ । দর্শিতস্তু ঐশ্বর্যমীশ্বরকারণবাদং প্রতি-তাৎপর্যম্ । বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনামবশ্যকর্তব্যেহন্যতর-পরিগ্রহেহন্যতরস্যাপরিত্যাগে চ ঐশ্বর্যানুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমনপেক্ষ্যা ইতরাঃ । তদ্বক্তং প্রমাণলক্ষণে, বিরোধে ত্বনপেক্ষঃ স্যাদসতি হ্যনুমানম্ ইতি । ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ ঐশ্বর্যমস্তরেণ কশ্চিচ্চুপলভত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং

সক্সা এব স্মৃত্যোহিবহেরা ইত্যত আহ—“বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাম”মিতি । ‘ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্’মিতি । অক্সাঙ্গগতিপ্রায়ম্ । শব্দতে—“শক্যং কপিলা-

প্রলয়ের কারণ ।” আপস্তম্ব মুনি পবমান্ব্যার প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, “তাহা হইতে চতুর্বিধ জীবদেহ জন্মে, তিনি এ সমস্তের মূল, তিনিই শাস্ত ও নিত্য ।” [এবং ভাব্যং] ঐশ্বর্যই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—তাহা ঐক্লপ ঐক্লপ বহু স্মৃতিতে প্রকাশিত আছে । বাহারা কেবল স্মৃতিবল অবলম্বন করিয়া প্রত্যবস্থান করেন—পূর্বপক্ষ করেন—তাহা-দিগকে স্মৃতিবল দেখাইয়া প্রত্যুত্তর দেওয়াই উচিত,—এই অভিপ্রায়েই স্বরূপ স্মৃত্যন্তরের অনবকাশ দোষ দেখাইয়াছেন । কল, ঐশ্বর্য-কারণতা পক্ষই-যে ঐতির তাৎপর্য—তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । যে স্থলে স্মৃতির মধ্যে বিরোধ—সে স্থলে অবশ্যই একতর ত্যাগ্য ও অন্যতব গ্রাহ্য । কোনটা ত্যাগ্য, কোনটা গ্রাহ্য, ইহার মীমাংসা এই যে, যাহা ঐতির অনুগামিনী তাহাই গ্রাহ্য, অন্য সকল অগ্রাহ্য । এ কথা কৈম্বিনি মুনিও মীমাংসাদর্শনের প্রমাণবিচারে বলিয়াছেন । বথা—“যে স্থলে ঐতির সহিত স্মৃতির বিরোধ—সে স্থলে স্মৃতিপ্রামাণ্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য । হেতু এই যে, বিরোধের অভাব স্থলেই অর্থাৎ ঐতিবিকল্প না হইলেই, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি পরিগৃহীত হইতে পারে ।” ঐতি পরিভাগ কবিয়া কস্মিন্ কালেও কেহ অতীন্দ্রিয়ার্ঘ্য (বাহ্য চক্ষুরান্বিত

নিমিত্তাভাবাৎ । শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানামপ্রতিহতজ্ঞান-  
ত্বাদিতি চেৎ, ন, সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ । ধর্ম্মানুষ্ঠানা-  
পেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্ম্মশ্চেদনালক্ষণঃ, ততশ্চ পূর্ব্ব-  
সিদ্ধায়াশ্চেদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেনাতি-  
শক্তিভূৎ শক্যতে । সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি বহুত্বাৎ  
সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং  
ন ঋতিব্যপাশ্রয়াদন্যৎ নির্ণয়কারণমস্মি । পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ-  
স্যাপি নাকস্ম্যৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ ।

দীনা”মিতি । নিরাকরোতি “ন, সিদ্ধেরপী”তি । ন তাবৎ কপিলাদয়  
ঈশ্বরবদাজ্ঞানসিদ্ধাঃ কিন্তু বিনিশ্চিতত্বেদপ্রমাণানাং তেবাং তদর্থানুষ্ঠান-  
বতাং প্রাচি তবেহস্মিন্ জ্ঞাননি সিদ্ধিরত এবাজ্ঞানসিদ্ধা উচ্যন্তে । যদ-  
স্মিন্ জ্ঞাননি ন তৈঃ সিদ্ধ্যুপায়ো হুষ্টিতঃ প্রাগ্ভবীরবেদার্থানুষ্ঠান-  
লক্ষণত্বাৎ তৎসিদ্ধীনাম্ । তথা চাদয়তবেদপ্রমাণানাং তদ্বিকল্পার্থা-  
ভিধানং তদপবাধিতমপ্রমাণমেব । অপ্রমাণেন চ ন বেদার্থোহ’ত-  
শক্তিভূৎ যুক্তঃ প্রমাণসিদ্ধত্বাস্য । তদেবং বেদবিরোধে সিদ্ধবচনমপ্রমাণ-  
যুক্তা সিদ্ধানামপি পরস্পরবিরোধে তবচনাদনাশ ইতি পূর্ব্বোক্তং স্মার-  
য়তি—“সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপী”তি । প্রকাজ্ঞান্ বোধয়তি—“পরতন্ত্র-  
প্রজ্ঞসাপী”তি । নহু ঋতিশ্চেৎ কপিলাদীনামনাবরণভূতার্থগোচরজ্ঞান-  
অগোচর তাহা ) জানিতে পারেন নাই । একমাত্র ঋতিই অতীন্দ্রিয়ার্থ-  
জ্ঞানের কারণ । তদভাবে অতীন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান হইতেই পারে না । [ শক্যং...  
মস্মি ] কপিলাদি ঋষি সিদ্ধ, তাঁহাদের জ্ঞান অনাবৃত অর্থাৎ অপ্রতিহত,  
তখনে তাঁহারা বেদনিরপেক্ষ হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানেন, এ কথাও  
বলিতে পার না । কারণ, সিদ্ধিও ধর্ম্মসাপেক্ষ । ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি  
হয় না । ধর্ম্ম বেদমূলক । প্রথমে বেদজ্ঞান, পরে তদর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে  
সিদ্ধি, সুতরাং পরতত্ত্বিক সিদ্ধপুরুষের কথায় পূর্ব্বসিদ্ধ বেদার্থের অন্যথা  
করা অন্যথা । সিদ্ধপুরুষ অনেক, তাঁহাদের স্মৃতিও অনেক, সুতরাং  
সিদ্ধপুরুষগণের ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদিনী হইলে ঋতির  
আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের বিরোধভঞ্জন বা অর্থনির্ণয় হইবে-না । [ পর...  
গ্রহণীয়া ] যাঁহাদের জ্ঞান পরায়ত্ত অর্থাৎ শুক্লর ও শাস্ত্রের অধীন—তাঁহারা

কস্যচিৎ কচিৎ পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈষম্যপোষণ  
তদ্ব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাত্তস্যাপি স্মৃতিবিশ্রুতিপত্ন্যুপ-  
ন্যাসেন ঋত্যানুসারানুসারবাবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা  
সংগ্রহীয়া । যা তু ঋতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ঃ প্রদর্শয়ন্তী  
প্রদর্শিতা ন তয়া ঋতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং প্রকৃতং  
শক্যং, কপিলমিতি ঋতিসামান্যাত্রেহাৎ । অন্যস্য চ  
কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বানুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ ।  
অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তিরহিতস্যাসাধকত্বাৎ । ভবতি চান্যা  
মনোম্মাহাত্ম্যং প্রথাপয়ন্তী ঋতিঃ, যদৈ কিল মনুরবদৎ  
তদ্রৈষজমিতি । মনুনা চ—

তিশয়ং বোধয়তি, কথং তেবাং বচনমপ্রমাণং, তদপ্রমাণে ঋতেরপ্যপ্রা-  
মাণ্যপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ—“যা তু ঋতিঃ” ইতি । ন তাবৎ সিদ্ধানাং পত্ন-  
্যববিরুদ্ধানি বচাসি প্রমাণং ভবিতুমর্হতি । ন চ বিরুদ্ধো নস্তনি, সিদ্ধে  
এদুপপত্তেঃ । অলুষ্ঠানমনাগতোৎপাদাৎ বিরুদ্ধাভে, ন সিদ্ধম । তস্য  
পাবস্থানাৎ । তস্মাৎ ঋতিসামান্যাত্রেণ ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রোত  
হতি । সাদেতৎ । কপিল এব শ্রোতো নাস্তে মবাদয়ঃ । ততশ তেবাং  
ঋতিঃ কপিলস্মৃতিবিরুদ্ধা ইবহেয়েত্যত আহ—“ভবতি চান্যা মনো” ইতি ।

১. সহসা ( বলপূর্বক ) স্মৃতি-বিশেষের লিখিত পদার্থে পক্ষপাতী হন—  
তহা অত্যন্ত অজ্ঞাতা । কোনও বিষয়ে পক্ষপাতী হওয়া ভাল নহে ।  
পক্ষপাতী হইলে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না । যেহেতু মানব-বুদ্ধি বিচিহ্ন, সকলে  
সমান বুঝে না, সেই হেতু স্মৃতিবিরোধস্থলে কোন স্মৃতি প্রত্যাহ্বসারিণী—  
কান্ স্মৃতি ঋতিবিরোধিনী—তাহা পরিদর্শন ( আলোচনা ) পূর্বক বুদ্ধিকে  
সংপণগামিনী করা উচিত । [ বাহু - পন্যতে ] যে ঋতি কপিলমাহাত্ম্য  
বর্ণন করিয়াছেন—যাত্র সেই ঋতিটী দেখিয়া কপিল-মতে প্রকটোপন করা  
অসম্ভব । কারণ, কপিল শব্দটী সামান্যবাচী । ( কপিল অনেক, ভিন্নভাবে  
কোন কপিল সাংখ্য বলিয়াছেন এবং কোন কপিল ঋতিকর্তৃক প্রণয়িত  
হইয়াছেন তাহার স্থিরতা কি ? ) ঋতি কপিলেব অপ্রতিহত জ্ঞান বর্ণনা  
পরিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঋতি সাংখ্যসম্মাননাথক বাহুসম্বন্ধ-নামক অল্প কপিলের



সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

সমং পশ্চন্নাত্মাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ ইতি

সর্বাত্মদ্বন্দ্বদর্শনং প্রশংসতা কপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি  
গম্যতে । কপিলো হি ন সর্বাত্মদ্বন্দ্বদর্শনমনুমম্যতে, আত্ম-  
ভেদাভ্যুপগমাৎ । মহাভারতেহপি চ. বহুবঃ পুরুষা ব্রহ্ম-  
তাহো এক এব তু, ইতি বিচার্য্য, বহবঃ পুরুষা রাজন্ !  
সাধ্যাযোগবিচারিণাম্ ইতি পরপক্ষমুপন্যস্ত তদ্ব্যুদাসেন—

বহুনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে ।

তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যান্তামি গুণাধিকম্ ॥

ইতু্যপক্রম্য—

মমাস্তুরাত্মা তব চ যে চাত্তে দেহিসংজিতাঃ ।

সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥

ভগ্যাপ্তাপমাত্রসম্বাদমাহ—“মহাভারতেহপি চ” ইতি । ন কেবলং মনোঃ  
স্বরূপ করিয়াছেন । সাংখ্যবক্তা কপিল ভেদজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন  
পরন্তু তাহা অবৈধ । অর্থাৎ বেদান্তমোদিত নহে । সে জন্য তাহা অপ্র-  
মাণ বা অগ্রাহ্য । এক ক্রটি যেমন কপিলকে অতিশয়জ্ঞানী বলিয়াছেন,  
তেমনি, অন্য ক্রটি নহু-মহাত্মা বিস্তার করিয়াছেন । যথা—“মহু বাহ্য  
বলিয়াছেন তাহাই ভেদজ্ঞ অর্থাৎ সংসারব্যাপির মহৌষধ ।” এই মনু  
সাক্ষ্যাত্ম-জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন । তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে,  
মহু সাক্ষ্যাত্মজ্ঞানের প্রশংসা উপলক্ষ্যে কপিল মতের নিন্দা করিয়াছেন ।  
যথা—“যে উপাসক সমানরূপে আপনাকে সমস্ত ভূতে ও সমস্ত ভূত  
আপনাতে সম্বন্দন করে সেই আত্মজ্ঞানী উপাসক বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন ।”  
[ কপিলো নিরুদ্বিগতা ] কপিল আত্মভেদ অর্থাৎ নানা আত্মা স্বীকার  
করেন । কিন্তু একাত্মবাদ মহাভারতে নির্ণীত হইয়াছে । মহাভারত “হে  
লোকেশ ! পুরুষ (আত্মা) এক কি বহু ?” এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন পুরুষ  
“সাংখ্যের ও যোগের মতে পুরুষ বহু” এইরূপে পরকীর পক্ষের উল্লেখ  
করিয়া পশ্চাৎ তাহার বণ্ডনার্থ “বহু পুরুষের (পুরুষাকার শরীরের)  
উৎপত্তি হান বন্ধন, তজ্জন, আমি সেই গুণাতীত বিরটপুরুষের কণা

বিশ্বমুক্তা বিশ্বভুক্তো বিশ্বপাদাঙ্গিনাসিকঃ ।

একশরতি ভূতেশ্ব শৈরচারী যথাস্বপ্নম্ ॥ ইতি

সর্বাস্মতৈব নির্দ্ধারিতা। প্রতিশ্চ সর্বাস্মত্যাঃ ভবতি—

যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাত্মবিজ্ঞানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমুপশ্রুতঃ ॥

ইত্যেবম্বিধা । অতশ্চাত্মভেদকল্পনয়াপি কাপিলস্ত তদ্বস্ত  
বেদবিরুদ্ধত্বং বেদানুসারিমমুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ ন কেবলং স্বতন্ত্র  
প্রকৃতিপরিকল্পনয়ৈবোতি সিদ্ধম্ । বেদস্ত হি নিরপেক্ষঃ  
স্বতিঃ স্বত্যন্তরসম্বাদিনী প্রতিসম্বাদিত্বপীত্যাহ—“জ্ঞাতম্” ততি । উপ-  
সংহরতি “অত” ইতি । যাদেতৎ । ভবতু যেষবিরুদ্ধং কাপিলং বচনস্থাপি  
ষয়োরপি পুরুষবুদ্ধিপ্রবত্তয়া কো বিনিগমনায়াং হেতুর্ভেদো বেদবিরোধ  
কাপিলং বচো নাদবর্ণায়মিতি তাত্ আহ “বেদস্য হি নিরপেক্ষ”মিতি । অত-  
যতিসন্ধিঃ ।—সত্যং শাস্ত্রবোদনরীশ্বরজ্ঞাপ্যস্য ন শাস্ত্রক্রিয়ামান্তি স্বাতন্ত্র্য  
কপিলাদীনামিব । স হি ভগবান্ যদুশং পূর্ক্স্মিন্ সর্গে চকাব শাস্ত্রং তদন্ত-  
সারেণান্নিগ্রপি সর্গে প্রণীতবান্ । এবং পূর্ক্সতত্ত্বজ্ঞানাবেণ পূর্ক্স্মিন্, পূর্ক্স-  
তমাত্মসারেণ চ পূর্ক্সদেব ইত্যাদিরমং শাস্ত্রেন্দ্রবয়োঃ কার্যাকারণতাবঃ ।

তোমাকে বলিতেছি।” এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করতঃ বলিগ ছেন—  
“তিনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্তের আত্মা। তাঁর  
সমস্ত আত্মাব (সমস্ত দেহের অথবা সমস্ত জীবের) সাক্ষী অর্থাৎ  
সাক্ষাৎ স্রষ্টা। ইনি কুয়পি কাতার আপাতজ্ঞানের গোচর হন না।  
হিনিই বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাত, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক।\* ইনি  
এক (অদ্বিতীয়), স্বাধীনপ্রকাশ, স্বেচ্ছাবিচাৰী ও সকল ভূতে বিরাজ-  
মান।” এই ভাবতীর বাক্যে একাত্মবাদই নিশ্চিত ও মানাত্মবাদ নির্বিক  
হইরাছে। [ প্রতিশ্চ ..বিধা ] প্রতিতেও স্পষ্ট একাত্মবাদ কথিত আছে।  
যথা—“বে-কালে সমস্ত ভূত জ্ঞানীৰ আত্মা চইয় বায় সে কালে সেই  
একত্বমণীয় শোকই বা কি। মোহই বা কি।” ইত্যাদি। [ অতঃ মোহঃ ]  
কেবল প্রধান বলিরাছেন বলিবা নহে, নানা জীব বলাতেও কপিলের

\* বিশ্বমস্তক = সমস্ত মস্তক তাহারই মস্তক। অর্থাৎ বা—  
যই দেহ। এইরূপে বিশ্ববাত পদ্বাং পদ্বাৎ বর্ণনা করিবেন।

স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচসাক্ত মূলান্তরা-  
পেক্ষা\* । বক্তৃশ্রুতিব্যবহিতক্ষেতি বিপ্রকর্ষঃ । তস্মাদ্বেদ-  
বিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ । কুতশ্চ  
স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ? ॥ ১ ॥

## ইতরেবাঞ্চানুপলক্ষেঃ ॥ ২ ॥ \*

প্রধানাদিহরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্লি-

তেনৈবাস্য ন শাস্তার্থজ্ঞানপূৰ্ব্বা শাস্ত্রক্রিয়া বেনাস্য কপিলাদিবৎ স্বাতন্ত্র্যং  
ভবেৎ । শাস্তার্থজ্ঞানং চাস্য স্বয়মাবির্ভবদপি ন শাস্ত্রকাবেণতামুপৈতি,  
দয়োরপ্যপৰ্য্যায়যোগাবির্ভাবাৎ । শাস্ত্রক স্বতো বোধকতয়া পুরুষস্বাতন্ত্র্যা  
ভাবেন নিরন্তরমস্তদোষণক\* সদনপেক্ষং সাক্ষাদেব স্বার্থ প্রমাণম । কপি-  
লাদিবচাংস তু স্তত্ত্বকপিলাদিপ্রণেতৃকাণি তদর্থশ্রুতিপূৰ্ব্বকাণি তদর্থস্বতবশ্চ  
তদর্থাত্তত্ত্ববপূৰ্ব্বাঃ তস্মাস্তাসামর্থপ্রত্যয়াকপ্রামাণ্যবি-  
শ্চরায় বাবৎ স্মৃতামু-  
ভবৌ কল্পোক্তে তাবৎ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবয়ান্নপেক্ষ্যেবৈব প্রত্য। স্বার্থো  
বিনিশ্চারিত ইতি শব্দভেদপ্রসূতয়া প্রত্য। স্মৃত্যর্থো বাধ্যত ইতি যুক্তম ।

প্রধানস্য তাবৎ কাচাদ্বেদপ্রদেশে বাকাশাসানি দৃশ্যন্তে, তদ্বিকারগাভ

শ্রুতি বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুযায় স্বাতি বিরুদ্ধ । অপিচ, বেদের প্রামাণ্য  
নিবপেক্ষ, অর্থাৎ বেদ স্বতঃপ্রমাণ, কিন্তু পুরুষবাক্য মূলমাপেক্ষ অর্থাৎ  
পবতঃপ্রমাণ । পবতঃ প্রমাণ বলিয়া তাহার (শ্রুতি) স্বার্থসোধ বা  
প্রামাণ্য বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূর্বাস্তিত । দূর্বাস্তিত কথাব অতিসন্ধি এই যে,  
(শ্রুতি প্রথমে প্রতির অনুমান কবার, পবে অর্থ ও প্রামাণ্যবোধ জন্মায়) ।  
যেহেতু শ্রুতি দূর্বাস্তিত—প্রতিব দ্বাবা জানেব ও প্রামাণ্যেব জনক—  
সেই হেতু বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গ দোষ নহে । বেদবিরুদ্ধ  
বিষয় স্মৃত্যনবকাশ প্রসঙ্গ (শ্রুতির আনর্থক্য) যে দোষ নহে তৎপ্রতি  
অন্যহেতুও আছে।—

\* ইতরেবাঃ মহাদানীনাংপি অনুপলক্ষেঃ লোকে বেদে চাহদর্শনাৎ সাংখ্যশ্রুত্যানবকাশ-  
প্রসঙ্গো দোষায়তি পুনরীযম্ । মহাদানীবৎ প্রধানৈঃপি প্রামাণ্য\* নাস্তীতি ভাবঃ ।—  
সাংখ্যে বে পরিণামী মহত্ত্বব ও অহংকার ভাবব স্মরণ করিবারে, তাহা অস্ত্র কোথাও ছুট  
হয় না । তাহা লোক ও বেদ সর্বত্রই অগ্রসিদ্ধ । প্রধান বচন অগ্রসিদ্ধ মহত্ত্বের সঙ্গে  
পাৰপট্টিত—তখন অবশ্যই তাহার অপ্রামাণ্য, ইহা বিবস্তর সিদ্ধান্ত ।

তানি মহাদানীনি, ন তানি বেদে লোকে চোপলভ্যন্তে ।  
 ভূতেজ্জিয়াণি তাবৎ লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মৃতুম্ ।  
 অলোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাত্তু মহাদানীনাং বৰ্ত্তন্যেবেজ্জিয়ার্থস্য  
 ন স্মৃতিরবকল্পতে । যদপি কচিৎ তৎপরমিব প্রবণমব-  
 ভাসতে তদপ্যতৎপরং ব্যাখ্যাতং ‘আত্মমানিকমপ্যেকেষাম্’  
 ইত্যত্র । কার্য্যস্মৃতেরপ্রামাণ্যত্বং কারণস্মৃতেরপ্যপ্রামাণ্য-  
 যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ । তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো  
 দোষঃ । তর্কবচ্তন্তু, ‘ন বিলক্ষণত্বাৎ’ ইত্যারভ্যোন্মখি-  
 য়তি ॥ ২ ॥

মহাদানীনাং তান্যপি ন সন্তি । ন চ ভূতেজ্জিয়াদিবামহাদানীলোকসিদ্ধাঃ ।  
 তস্মাদাতাত্ত্বিকং প্রমাণান্তরাসম্বাদাৎ প্রমাণমূলত্বাচ্চ স্মৃতেমূলতাব্য-  
 ভাবো বক্ষ্যমা ইব দৌহিত্যস্মৃতেঃ । ন চার্ব্জ্ঞানমত্র মূলমুপপদ্যত ইতি  
 যুক্তম্ । তস্মিন্ন কাশিলস্মৃতেঃ প্রথানোপাদানত্বং জগত ইতি সিদ্ধম্ ।

সাংখ্যস্মৃতিতে যে প্রথানের পর পরিণামী মহত্ত্বের ও অহংত্বের  
 উল্লেখ আছে, সেগুলি কি লোক কি বেদ কুত্রাপি উপলব্ধ হয় না । ভূত  
 ও ইন্দ্রিয় লোক ও বেদ উভয়প্রসিদ্ধ ; স্মৃতরাং সেগুলির স্মরণ অসম্ভব  
 নহে । কিন্তু পরিণামী মহৎ অহংকার—বাহ্য সাংখ্যস্মৃতির কর্ত্তিত—তাহা  
 লোক ও বেদ উভয়মই অপ্রসিদ্ধ । বেহেতু অপ্রসিদ্ধ—সেই হেতু তাহা  
 স্মরণের অসম্ভব । যেমন বৰ্ত্ত ইন্দ্রিয় ও বৰ্ত্ত অর্থ অপ্রসিদ্ধ তেমনি সাংখ্য  
 পরিভাষিত মহত্ত্ব ও অহংত্বও অপ্রসিদ্ধ । ( অভিপ্রায় এই যে, মহাদানির  
 দ্বারা প্রথানের অপ্রামাণ্য সর্কবিবর্ত্তিত ) । [ যদপি...ব্যক্তি ] যদিও কোন  
 কোন ক্রটিতে মহৎ-শব্দের প্রবণ আছে, থাকিলেও তাহা সাংখ্যোক্ত মহ-  
 ত্বের বোধক নহে । সে সকলের তাৎপর্য্য ও অর্থ “আত্মমানিকং” শব্দে  
 প্রদর্শিত হইয়াছে । যখন কার্য্যস্মৃতি ( কার্য্য—মহত্ত্ব ও অহংকারত্ব )  
 অপ্রমাণ তখন কারণস্মৃতিও ( কারণ—প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ) অপ্রমাণ—  
 ইহাই এতৎস্মৃতির অভিপ্রেত অর্থ । সাংখ্যস্মৃতির কুট তর্ক ( প্রধান-  
 ব্যবস্থাপিকা বৃত্তি ) “ন বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি স্মৃতে আদোষিত হইবেক ।

## এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥ \*

এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যা-  
খ্যাতা দ্রষ্টব্যোত্যতিদিশতি। তত্রাপি প্রতিবিরোধেন

নানেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতক্ৰমাদেঃ সৰ্ব্বথা প্রামাণ্যং নিবা-  
ক্রিতে, কিন্তু অগত্ৰপাদানস্বতন্ত্রপ্রধানত্বিকারমহদহঙ্কারবগ্গতস্মাত্ত্রগোচরং  
প্রামাণ্যং নাস্তীত্বাচ্যতে। ন চৈতাবতৈষামপ্রামাণ্যং ভবিষ্যদ্বিতী। যৎ-  
পর্যাপি হি তানি তত্রাপ্রামাণ্যেহপ্রামাণ্যমগ্নুবাবন্। ন চৈতানি প্রধানাদি-  
সম্ভাবপর্যাপি কিন্তু যোগস্বরূপতৎসামনতদবাস্তবকলবিভূতিতৎপরফলকৈ-  
বল্যব্যুৎপাদনপর্যাপি। তচ্চ কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যমিতি প্রধানং  
সবিকার\* নিমিত্তীকৃতং পুরাণেধিব সৰ্গপ্র'তসর্গবংশমহত্ত্ববংশশাশ্বতরিতং তৎ-  
প্রতিপাদনপরেণ ন তু তথৈবগিতম্। অতঃপরাদপি চান্যানিমিত্তত্ব\* প্রতীয়-  
মানমভ্যপেয়েত, যদি ন মানাস্তুরেণ বিরূধ্যত। অস্তি তু বেদান্তপ্রতি-  
ভিবস্যা বিরোধ ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রমাণভূতাদপি যোগশাস্ত্রান প্রধানাদি-  
সিদ্ধিঃ। অতএব যোগশাস্ত্রং ব্যুৎপাদয়িতাঃ স্তভগবান্ বার্ষগণ্যঃ—

‘গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি।

যতু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তস্মৈব স্তুত্বকম্ ॥’ ইতি।

যোগঃ ব্যুৎপাদয়িতব্যতা নিমিত্তমাত্রেণেহ গুণা উক্তা ন তু তাবত  
স্তেবামতাবিকবাদিতার্থঃ। অলোকসিদ্ধানামপি প্রধানাদীনামনাদিপূৰ্ব-  
পক্কায়াভাসোৎপ্রেক্ষিতানামমুবাদ্যমুপপন্নম্। তদনেনাভিসন্ধিনাঃ—  
“এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি” প্রধানাদিবিষয়ত্বা  
“প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্য” ইতি। অধিকরণান্তরাবস্তমান্ধিপতি “নদেবং সতি

সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানে যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে। যোগ-  
স্মৃতি-প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন এই যে, যোগস্মৃতিতেও লোক বেদ উত্তর

\* এতেন সন্নিসিদ্ধোক্তেন সাংখ্যস্মৃতিনিরাসনারকলাপেন যোগঃ যোগস্মৃতিঃ প্রকৃত্তঃ  
ঐতিবিদ্যো ভবতীতি বোধনা। বস্ততস্ত পাতক্ৰমাদে ব সৰ্ব্বথাঃপ্রামাণ্যং কিন্তু অগত্ৰপাদান  
স্বতন্ত্রপ্রধান ত্বিকারমহদাদীনাম্। তচ্চ যোগস্বরূপতৎসামনতদবাস্তবকলাপি ব্যুৎপাদ্যম্  
তচ্চ কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্যেতি প্রধানাদি নিমিত্তীকৃতং পুরাণেধিব বংশমহত্ত্ববংশীতি তাৎপৰ্য-  
মুদ্রেরম্।—যে সকল বৃত্তিতে সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দারিত হইল—সেই সকল বৃত্তিতেই  
যোগ স্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দারিত হইবেক। যোগ যে অগৎকারণ প্রধান ও প্রাদৌৰ্গণ্য  
মহত্ত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা কেবল উপলক্ষ মাত্র, সে অংশে তাহার তাৎপৰ্য্য নাই।

প্রধানং স্বতন্ত্রমেষ কারণং মহাদানীনি চ কার্যানি অলোক-  
বেদপ্রসিদ্ধানি কল্পান্তে । নন্থেবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ  
পূর্বেণৈবৈতদন্তং কিমর্থং পুনরতিদিশ্যতে । অস্ত্যাত্মাভ্য-  
ধিকা শঙ্কা । সম্যগ্গদর্শনাত্ম্যপায়ে হি যোগো বেদে বিহিতঃ,  
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নির্দিধ্যাসিতব্য ইতি । ত্রিরূপতং স্থাপ্য  
সমং শরীরম্ ইত্যাদিনা চাসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং  
যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে । লিঙ্গানি চ  
বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশ উপলভ্যন্তে । তাং যোগ-

সমানন্তায়ত্বা”মিতি । সমাধিতে “অস্ত্যাত্মাভ্যধিকা শঙ্কা” । না নাম সাংখ্য  
শাস্ত্রাৎ প্রধানসত্তা বিজ্ঞাপি । যোগশাস্ত্রাত্ প্রধানাদসত্তা বিজ্ঞাপয়িত্বাৎ ।  
এহলং হি যোগশাস্ত্রাণাং বেদেন সহ সম্বাদোদ্বৃত্ততে । উপনিষদপারস্য চ  
তত্ত্বজ্ঞানস্য যোগোপেক্ষাত্ত । ন আত্ম যোগশাস্ত্রবিহিতং যমনিয়মাদিবিহীনজ-  
মুপারমপহাবাস্তবলক ধারণাদিকমন্তরেণোপানবদাস্তত্বসাক্ষাৎকার উদেতু-  
মর্হাত । তস্মাদোপনিষদেন তত্ত্বজ্ঞানেনোপেক্ষণাৎ সম্বাদবাহল্যাচ্চ বেদে-  
নাটিকাদিস্বভিবদ্যোগস্বৃতিঃ প্রমাণম্ । ততশ্চ প্রমাণাৎ প্রধানাদিপ্রতীতে-  
র্নাশকত্বম্ । ন চ তদপ্রমাণং প্রধানান্দো প্রমাণক যমানাবিক্তি বৃদ্ধম্ । তত্র-  
প্রামাণ্যেহস্তত্রাপ্যনাশাসাৎ । যথাহঃ—

‘প্রসরং ন লভতে হি যাবৎ কচন মকটাঃ ।

ন্যতিক্রবান্তি তে তাবৎ পিলাচা বা অগোচ’ম্ ।’ ইতি ।

বিরুদ্ধ প্রধানের ও প্রধানোৎপন্ন মহত্ত্বপ্রভৃতির উপদেশ আছে ।  
[ নন্থেবং ·সাদানীনি ] যদি বল, বুদ্ধিসাম্যপ্রযুক্ত যোগস্বৃতি বৃত্তঃই নিরুক্ত  
হইবে, তজ্জন্ত অতিদেশ সত্ত্ব কেন ? ( অতিবেশ—অনুক’কে অনুকের মত  
করিবে একরূপ বলা ) । আমরা বলি, অতিদেশের প্রয়োজন আছে ।  
প্রয়োজন এই যে, বেদ যোগ’কে আশ্রিততত্ত্বজ্ঞানের উপায় বলিয়াছেন ।  
বলা—“সাধক আত্মদর্শনার্থ এবম্ যমন নির্দিধ্যাসন করিবেন ।” ( নির্দি-  
ধ্যাসন—যোগ ) । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও “শরীরকে ত্র্যয়ন্ত অর্থাৎ  
বক্ষঃ, গ্রীবা, মস্তক, এই ত্রিহান উচ্চ ও লম্বান রাখিরা—” ইত্যাদি আবেশ  
যোগাসনের ও অন্ত্যাত্ম যোগানের উপদেশ করিয়াছেন । এতদ্বিধ, বেদ-

মিতি মন্যন্তে স্থিরামিन्द्रিয়ধারণাম্ ইতি, বিদ্যামেতাং যোগবিধিকং কৃত্বম্ ইতি চৈবমাদীনি । যোগশাস্ত্রেহপি, অথ তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়ো যোগ ইতি সম্যগদর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগোহঙ্গীক্রিয়তে । অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাদষ্টকাদি-স্মৃতিবদযোগস্মৃতিরপ্যনপবদনীয়া ভবিষ্যতীতীয়মভ্যধিকা-শঙ্কাহৃতিদেশেন নিবর্ত্যতে । অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপ্য-র্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্বোক্তায়া দর্শনাৎ । সতীষপ্য-

সেয়ং লক্ষ্যপ্রসঙ্গা প্রধানাদৌ যোগাপ্রমাণভাপিণাচী সৰ্বত্রৈব হুর্কারা ভবেদিত্যপ্যাঃ প্রসঙ্গং নিষেধতা প্রধানাদভ্যুপায়েরমিতি নাশকং প্রধানমিতি শঙ্কার্থঃ । সা “ইয়মভ্যধিকাশঙ্কাহৃতিদেশেন নিবর্ত্যতে” । নিবৃত্তিহেতুর্নাম “অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপী”তি । যদি প্রধানাদিসম্ভাপয়ং যোগশাস্ত্রং ভবেৎ ভবেৎ প্রত্যক্ষবেদান্তপ্রতিবিরোধেনাপ্রমাণম্ । তথা চ তদ্বিহিতেষু যমাদিষপ্যনাশাং স্যাৎ । তন্মাত্র প্রধানাদিপয়ং তৎ কিন্তু তদ্বিমিত্তীকৃত্য যোগব্যুৎপাদনপরমিত্যুক্তম্ । ন চাবিবয়েহপ্রমাণং বিবয়েহপি প্রামাণ্য-মুপহন্তি । ন হি চক্ষুরসাদাবপ্রমাণং রূপেহপ্যপ্রমাণং ভবিকুমহঁতি । তন্মাত্রবেদান্তপ্রতিবিরোধাৎ প্রধানাদিরন্যাবিবরো ন হ্যপ্রামাণ্যমিতি পর-মার্থঃ । স্যাৎনৈতৎ । অব্যাক্তবিবরঃ সন্তি সহস্রং স্মৃতয়ো বোদ্ধাহঁতকা-পালিকাাদীনাং, তা অপি কন্মায় নিরাক্রিয়ন্ত ইত্যত আহ—“সতী-ষপী”তি । তান্ন খলু বহুলং বেদার্থবিসম্বাদিনীষু শিষ্টানাদৃত্যাহু কৈন্দি-মধ্যে “মুনীরা নিশ্চলা ইन्द्रিয়ধারণাকে যোগ বলেন।” “এই বিদ্যা ও সমু-দয় যোগবিধান” এইরূপ এইরূপ অনেক যোগবোধক কথা আছে । [ যোগ...গমাত ইতি ] যোগ তত্ত্বজ্ঞানের উপায়, এ কথা যোগশাস্ত্রেও আছে । যেহেতু যোগ স্মৃতির একাংশ প্রামাণিক, বাদিপ্রতিবাদী উভয়ের সম্বন্ধ, সেই হেতু অষ্টকাদি-স্মৃতির \* জায় যোগস্মৃতিও অত্যন্ত অর্থাৎ অনিচ্ছনীয় । সাংখ্য অপেক্ষা যোগস্মৃতিতে এই অধিক আশঙ্কা — এ আশঙ্কা উক্ত অভিশেষ বাক্যের দ্বারা নিবৃত্ত হইবে । কারণ, উহার

\* অষ্টক=শ্রাবণশেষ । অষ্টকাস্মৃতি=ভাষ্যধিকা স্মৃতি । অষ্টকাবাক্য বেদে দুই হয় না । না হইলেও বেদে উহার বিরুদ্ধ কথা নাই । বিরুদ্ধ কথা নাই বলিয়া ঐ অষ্টক-স্মৃতির মূল (প্রতি) অমূল্য হয় । সুতরাং তাহা প্রামাণিক বলিয়া গণ্যও হয় ।

ধ্যাত্ত্ববিবরণী বস্তুত্ব স্বৃতিষু সাংখ্যযোগস্বৃত্ত্যোরেব নিরা-  
করণায় যত্নঃ কৃতঃ । সাংখ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থ-  
সাধনদ্বেন লোকে প্রথ্যাতৌ শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ ।  
নিগ্ধেন চ জ্যোতেনোপবৃংহিতৌ—তৎ কারণং সাংখ্যযোগা-  
ভিপন্নং জ্ঞাত্বা দেবং ব্রূচ্যতে সর্বপাশৈবিত্তি । নিরা-  
করণস্ত ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষং যোগমার্গেণ  
বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি । ঋতির্হি বৈদিকাদ্যৈক-  
বিজ্ঞানাদন্যমিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি—তমেব বিদিত্বা-  
হতিম্ভুত্বমেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যতেহ্যনায় ইতি ।  
দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ ন্যট্টককল্পদর্শিনঃ । যত্নু

দেব তু পুরুষাসদৈঃ পণ্ডিতৈরৈচ্ছাদিত্তিঃ পরিগৃহীতাস্থ বেদবুল্লম্বা-  
শ্চৈব নাতীতি ন নিবাকৃত্যঃ । ভবিষ্যতীত্য সাংখ্যযোগস্বতয় ইতি  
ভাঃ প্রধানাদিপরতয়া বৃন্দস্যহ ইত্যর্থঃ । “ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনির-  
পেক্ষং” ইতি । প্রধানাদিবিষয়েণেত্যর্থঃ । “দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা

একাংশে বেদেব লক্ষ্যতি থাকিলেও অপরাংশ বেদবিকল্প । (কলিতার্থ এই  
যে, প্রধান বেদবিকল্প বলিয়া অগ্রামানিক ) । ৪৪ অধ্যাত্ত্ববিদ্যাধিবাধী স্বৃতি  
পাকিলেও স্বত্বকাব যে কেবল সাংখ্যস্বৃতির ও যোগস্বৃতির নিরাসার্থ হয়  
করিয়াছেন তাহার কারণ এইঃ—সাংখ্য ও যোগ এত দুই স্বৃতি পরমপুরু-  
ষার্থ সাধক বলিয়া বিখ্যাত, শিষ্টগৃহীত ও বেদবাক্যের দ্বারা পরিপুষ্ট ।  
(পরিপুষ্ট—বেদমধ্যে উক্ত উভয়ের প্রতিপাদ্য বস্তুব পৌরুষ কণা থাকা) ।  
অভিপ্রেতার্থ এই যে, ঐ দুই স্বৃতি প্রেষ্ঠ; স্বতরাং তরিবাকরণে অজ্ঞাত  
স্বৃতি মিস্ত হইতে পারে । নিবাক্যবণেব প্রয়োজন এই যে, বেদনিরপেক্ষ  
(অবৈদিক) সাংখ্যজ্ঞানে ও অবৈদিক যোগে মোক্ষলাভ হয় না ।  
[ঋতির্হি—দর্শিনঃ] ঋতি বলিয়াছেন, বৈদিক একাত্ত্ববিজ্ঞান ব্যতীত  
অত্র কোন জ্ঞান ও অত্র কোন পণে মোক্ষ হয় না । যথা—“লোক  
ঠাতাকেই জানিবা মুক্তা অতিক্রম কবে, মুক্ত হয়, মোক্ষের অন্য পণ নাই ।”  
সাংখ্যেরা ও বোগীবা বৈতদর্শী, একাত্ত্বদর্শী নহে । বৈতদর্শীর মোক্ষ  
হয় না; স্বতরাং সাংখ্যজ্ঞানে মোক্ষ হয় না । [স্বতঃ পণ্যাক্ত] বাক্য



দর্শনমুক্তং—তৎ কারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নমিতি, বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যামভিলপ্যোতে প্রত্যা-  
সত্তেরিত্যবগম্যাম্ । যেন স্বংশেন ন বিরুদ্ধ্যতে তেনৈকমেব সাংখ্যযোগশ্চ্যুত্যাঃ সাবকাশকম্ । তদ্ব্যখ্যা—অসম্মোহয়ং পুরুষ ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নিষ্ঠূর্ণপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈরভ্যুপগম্যতে । তথা চ যোগৈরপি, অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মৃগোহপরিগ্রহ ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাত্যুপ-  
দেশেনানুগম্যতে । এতেন সৰ্ব্বাণি তর্কস্মরণানি প্রতিবর্ত-  
ব্যানি । তান্যপি তর্কোপপত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায়োপকূর্ব-

যোগাশ্চ" যে প্রধানাদিপরতরা তচ্ছব্দঃ ব্যাচক্ষত ইত্যর্থঃ । সাংখ্য-  
সম্যখুদ্ভির্কৈদিকী তরা বর্তন্ত ইতি সাংখ্যাঃ । এবং যোগোধ্যানম্ ।  
উপায়োপেয়রোরভেদবিবক্ষয়া । চিত্তবৃত্তিনিরোধো হি যোগঃ তস্যোগায়ো  
ধ্যানং প্রত্যারেকতানতা । এতচ্চোপলক্ষণম্ । অন্তঃস্পি বসনিয়বাদয়ো  
বাহ্য আন্তরাশ্চ ধারণাদয়ো যোগোপায়া দ্রষ্টব্যঃ । এতেনাভ্যুপগত

যে দর্শনের কথা বলেন—“জীব সাংখ্য ও যোগ এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্বারা অগৎ-  
কারণ দেবকে জানিলে পার্শ্ববিস্কৃত হয় ।” তাহা বেদান্তের অনতিমত  
নহে । কেননা, সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান ও যোগ-শব্দের অর্থ ধ্যান ।  
( ব্রহ্ম জ্ঞান-ধ্যান-লভ্য এ দর্শন বেদান্তবহির্ভূত নহে ) । অতএব, যে  
অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে, সাংখ্যের ও যোগের সেই সেই অংশ অদ্বৈতদর্শনের  
ইষ্ট স্তবক সাবকাশ অর্থাৎ প্রামাণিক । এ স্থলে হই একটি অবিরুদ্ধ  
অংশ দেখান যাইতেছে ।—সাংখ্যেব নিরূপণে পুরুষ নিষ্ঠূর্ণ । এ নিরূপণ  
“এই পুরুষ অসঙ্গ” ইত্যাদি শ্রুতির অনুরূপ । যোগশ্রুতি শমদমাদি  
প্রসঙ্গে নিবৃত্তিনিষ্ঠতাব উপদেশ কবিরাজেন, সে উপদেশ “অনন্তর কাহার  
পরিধারী বৃত্তিতত্ত্বও পরিগ্রহত্যাগী পরিব্রাট্ ( সন্ন্যাসী ) হইবেক ।” ইত্যাদি  
শ্রুতির অনুরূপী । [ এতেন...শ্রুতিভ্যাঃ ] প্রদর্শিত প্রণালীতে অন্যান্য  
তর্কশ্রুতির প্রতিবাদ ( খণ্ডন ) করিবে । যদি বল, তর্ক ও উপপত্তি \*

\* তর্ক = অনুমান । উপপত্তি = অনুমানের অনুকূল দৃষ্টি ।

স্তীতি চেৎ, উপকূর্বন্ত নাম, তত্ত্বজ্ঞানন্ত বেদান্তবাক্যোক্ত্য  
এব ভবতি। নাবেদবিশ্বমুতে তং বৃহন্তঃ, তং হৌপনিষদং  
পুরুষং পৃচ্ছামি, ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্মক শকাৎ ॥ ৪ ॥\*

ব্রহ্মাহ্ম জগতো নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ<sup>১</sup> ইত্যন্ত  
পক্ষস্যাচ্ছেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ, তর্কনিমিত্ত ইদানীমা-  
চ্ছেপঃ পরিত্যজ্যতে। কূতঃ পুনরশ্বিন্মবধারিতে আগমার্থে

বেদপ্রামাণ্যনাং কণতক্ষাকচবণাদীনাং সর্বাণি তর্কস্বরণানীতি বোজনম।  
স্বগমন্তঃ।

অবাস্তবসঙ্গতিসাহ—“ব্রহ্মাহ্ম জগতোনিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চেত্যাস্য  
পক্ষস্য” ইতি। চোদয়তি—“কূতঃ পুন”রিত্তি। সমানবিষয়ত্বে হি  
বিরোধোক্তবেৎ। ন চেহান্তি সমানবিষয়তা। ঋগ্বদব্রহ্মণোহপি স্মানা-  
তত্ত্বজ্ঞানের সহায়, সুতরাং তর্কের প্রত্যাখ্যান অন্যায়া; সে সম্বন্ধে আমরা  
বলি, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয় হউক, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বেদান্ত-  
বাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে, অন্য কিছুতে নহে। শ্রুতিও ঐ কথা  
বলিয়াছেন। যথা—“যে বেদজ্ঞ নহে সে সেই বৃহৎ বস্তুকে (ব্রহ্মকে)  
জানিতে পারে না।” “আমি সেই কেবল উপনিষদের দ্বারা পুরুষকে জানিতে  
চক্ষুঃ।” ইত্যাদি।

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ, এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে  
যে স্মৃতিখণ্ডিত আপত্তি হইয়াছিল তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এক্ষণে তর্ক-  
খণ্ডিত আপত্তি পরিহৃত হইবে। যথা—যদি বল, শাস্ত্রার্থ নির্দিষ্ট হইলে  
তাহাতে তর্কের প্রসঙ্গ (গতি বা প্রয়োজন) থাকে না, না থাকিবার কারণ

\* একত্বা সহ সারপাৎ বিকারাণামবহিতম্। জগদবল্লভরূপক বেতি নো তস্য  
বিক্রিয়া। বিত্ত্বং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়বত্ত্বিতাক্। তেন প্রধানসারপাৎ প্রধানসৌম  
বিক্রিয়া ইতি সাংখ্যপক্ষবলদ্বা পূর্বপকরতি। অস্যা কার্ধাতৃত্বস্য জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ ব্রহ্ম-  
বৈলক্ষণ্যং ন প্রকৃতিব্রহ্মেতি শেবঃ। তথাহি ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যং শকাৎ শাস্ত্রাৎ সিদ্ধাভীতি ন,  
হেতুশক্তিঃ।—ব্রহ্ম চেতনং ও শুদ্ধ, কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ। সুতরাং সম্বন্ধক নহে।  
তাপস করিরাচ, ব্রহ্মই জগৎকাব্যের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ, কিন্তু তাহা অসঙ্গত।

তর্কনিমিত্তস্যাৎপেক্ষ্যাবকাশঃ । ননু ধর্ম ইব ত্রক্ষণ্যাপ্যন-  
পেক্ষ আগমো ভবিতুমর্হতি, ভবেদয়মবক্টো যদি প্রমাণা-  
স্তরানবগাহ্য আগমমাত্র প্রমেয়োহয়মর্থঃ স্যাদনুষ্ঠেয়রূপ ইব  
ধর্মঃ পরিনিম্পন্নরূপস্ত ত্রক্ষাবগম্যতে । পরিনিম্পন্নে চ  
বস্তুনি প্রমাণাস্তরাণামন্ত্যাবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু । যথা  
চ শ্রুতীনাং পরম্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা নীয়ন্তে,

স্তবাবিবর্তয়াহতর্কাসেনানপেক্ষ্যাত্মৈকগোচরত্বাদিত্যর্থঃ । সমাধত্তে—  
“ওবেদয়”মিতি ।

মানাস্তরস্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্তুবগাহিনঃ ।

ধর্মোহন্ত কার্যরূপত্বাদত্র সিদ্ধত্ব গোচরঃ ॥

তন্মাৎ সমানবিষয়বাদস্ত্যত্র তর্কস্যাবকাশঃ । ননু বিরোধস্তথাপি  
তর্কাদরে কো হেতুবিভ্যত আহ—“যথা চ শ্রুতীনা”মিতি । সাবকাশা  
বহস্যোহপি ঐক্যেহনবকটৈকশ্রুতিবিরোধে তদনুগুণতয়া যথা নীয়ন্তে  
এবমনবকটৈকতর্কবিবোধে তদনুগুণতয়া বহস্যোহপি ঐক্যেহ গুণকল্পনা-  
দিভিক্ষ্যাখ্যানমর্হস্তীত্যর্থঃ । অপি চ ত্রক্ষসাক্ষ্যাকারো বিরোধিতয়া  
হনাদিমবিদ্যাং নিবর্তয়ন্ দৃষ্টেইব রূপেণ মোক্ষসাধনমিষ্যতে । তত্র ত্রক্ষ-

এই যে, ত্রক্ষ ধর্মের ন্যায় অনন্যাপেক্ষ অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্রাপেক্ষ ।  
যাহা বাহ্য শাস্ত্রমাত্রাপেক্ষ তাহা তাহাই শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণীত হয়, অমু-  
মানাদির দ্বারা নহে, সুতরাং শাস্ত্রনিশ্চিত পদার্থ অমুমানের অবিষয় । ইহার  
প্রত্যুত্তর—ত্রক্ষ যদি ধর্মের ন্যায় কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের বিষয় হইতেন  
তাহা হইলে অবশ্যই ঐ অবষ্ট (পূর্বপক্ষ) হইতে পারিত । ধর্ম পদার্থ  
অমুস্তেয় অর্থাৎ অমুস্তান-স্রাধ্য কিন্তু ত্রক্ষ অমুস্তানস্রাধ্য নহেন । ত্রক্ষ সিদ্ধ  
বস্তু । যাহা সিদ্ধ—যাহা পরিনিম্পন্ন—অবশ্যই তাহাতে অন্য প্রমাণের  
প্রসঙ্গ জাছে । পৃথিবী পদার্থ পরিনিম্পন্ন—তাহা যেমন বহুপ্রমাণের  
বিষয়—সেইরূপ পরিনিম্পন্ন ত্রক্ষও অনেক প্রমাণের বিষয় । অর্থাৎ  
তর্ক জাহাতে অবশ্যই ইনি প্রাপ্ত হইবেক । [যথা চ প্রকৃত্যঃ]

বিষয় এই যে, যে বাহ্য প্রকৃতি, উপাদান, সে গ্রাহ্য সমলক্ষণ । কখন কখন ত্রক্ষ  
লক্ষণাক্রান্ত হইবে, অতীত একবিলক্ষণ, তখন ত্রক্ষ ইহার প্রকৃতি, ইহা কদাচ নহে । কখন  
যে ত্রক্ষ বিলক্ষণ তাহা শাস্ত্রের দ্বারাও জ্ঞানীয় ।

এবং প্রমাণান্তরবিরোধেপি তদ্বশেনৈব অতির্নীরতে ।  
দৃষ্টসাধন্যেণ চাদৃষ্টমর্থঃ সমর্পয়ন্তী যুক্তিরনুভবস্য সন্নি-  
কৃত্যতে, বিপ্রকৃত্যতে তু অতিরৈতিহ্যমাত্রেন স্বার্থাতি-  
থানাৎ । অনুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্তকং  
মোক্শসাধনঞ্চ দৃষ্টকলতয়েব্যতে । অতিরপি, শ্রোতবো।  
মন্তব্য ইতি প্রবণ্যতিরেকেন মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রা-  
দর্তব্যং দর্শয়তি । অতন্তর্কনিমিত্তঃ পুনরাংকপঃ ক্রিয়তে, ন  
বিলক্ষণত্বাদস্যোতি । বহুত্বং চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ প্রকৃতি-

সাক্ষ্যকারস্য মোক্শসাধনতবা প্রধানস্যাহুমানং দৃষ্টসাধন্যেণাদৃষ্টবিষয়ং  
বিষয়তোহন্তরকং বহিরকং ততাস্তপরোক্তগোচরং শাকং জ্ঞানম্ । তেন  
প্রধানপ্রত্যাপিত্যাপ্যাহুমানমেব বলীয় ইত্যাহ—“দৃষ্টসাধন্যেণ চ” ইতি ।  
অপি চ প্রত্যাপি ব্রহ্মণি তর্ক আদৃত ইত্যাহ—“প্রতিরপী”তি । মোহঃ  
ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাক্ষেপঃ পুনস্তর্কেণ প্রত্যয়তে।—

প্রকৃত্যা সহ সাক্ষ্যং বিকারাগামবাহিতম্ ।

জগদব্রহ্মসরূপঞ্চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া ॥

বিভক্তং চেতনং ব্রহ্ম অগজ্জড়মত্বিত্বাচ্ ।

তেন প্রধানসাক্ষ্যপ্যাং প্রধানত্বাব বিক্রিয়া ॥

তথাহি—এক এব জীকারঃ সূত্রঃখমোহান্তকতরা পত্যাচ্চ সপত্নীনাঞ্চ  
চৈত্রস্য চ স্নেহস্য জ্ঞানবিন্ধতোহপ্যারঃ সূত্রঃখবিবাদানাথক্ । স্মিরা  
চ সর্কে তাবা ব্যাধাতাঃ । তস্যাং সূত্রঃখমোহান্তকত্বা চ বর্গনরকো-  
ষেমন অতির সহিত অতির বিরোধ দেখিলে বিপ্রোভজন্যার্থ সমস্তপ্রতিকে  
এক অতির অগ্ররূপ করিয়া লওয়া হয়, তেমনি, প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ  
হইলেও প্রতিসমূহকে প্রমাণান্তরের অগ্রগামী করিতে পার। দৃষ্টাহুসারিণী  
যুক্তি দৃষ্টসাধন্য অর্থাৎ দৃষ্টত অবলম্বন করিয়া অদৃষ্ট বস্তু সমর্পণ করে,  
অদৃষ্ট পদার্থের বোধ জন্মায়, সুতরাং তাহা অদৃষ্টবের যত সন্নিকট, প্রতি  
তত সন্নিকট নহে। প্রতি ঐতিহ্য ( ইতিহাস ) অবলম্বনে স্বার্থ সমর্পণ কল্পের  
বলিয়া যুক্তি অপেক্ষা দূর উপায়। ব্রহ্মবিজ্ঞানের চরম প্রাপ্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান  
এবং তাহা অজ্ঞানবিনাশরূপ যুক্তির কারণ। একবিজ্ঞানের কল ব্রহ্মবিজ্ঞান  
সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ বা সাক্ষ্যকাররূপী। সেই জন্যই । প্রবণের

রিতি তন্মোপপদ্যতে । কস্মাবিলক্ষণত্বাদস্য বিকারস্য  
প্রকৃত্যা । ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাতিপ্রেরমাণং জগদ্ব্রহ্ম-  
বিলক্ষণমচেতনমশুদ্ধক দৃশ্যতে । ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং  
চেতনং শুদ্ধক প্রযতে । ন চ বিলক্ষণত্বৈ প্রকৃতিবিকার-  
ভাবো দৃষ্টঃ । ন হি রূচকাদয়োবিকারা যুৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি,  
শরাবাদয়ো বা স্ববর্ণপ্রকৃতিকাঃ । যদৈব তু যদবিতা  
বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে, স্ববর্ণেন স্ববর্ণাবিতাঃ, তথেনমপি জগ-  
দচেতনং সুখদুঃখমোহাবিতং সদচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহা-  
ত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ ।  
ব্রহ্মবিলক্ষণত্বকাস্য জগতোহশুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যম্ ।

---

চ্যাবচপ্রপঞ্চতয়া চ জগদ্ব্রহ্মমচেতনক । ব্রহ্ম তু চেতনং বিশুদ্ধক নিরতি-  
শয়াৎ । তন্মাৎ প্রধানস্যাশুদ্ধস্যচেতনস্য বিকারো জগৎ ন তু ব্রহ্মণ  
ইতি যুক্তম্ । যে তু চেতনব্রহ্মবিকারতয়া জগচ্চেতনমাহস্তান্ প্রত্যাহ—

---

পত্র মননের বিধান করিয়া তর্কের আদর্শবাতা দেখাইয়াছেন । (মনন  
--তর্ক সহকৃত অনুমান) । তর্কের প্রতি প্রতির আদর দেখিয়া পুত্রকার  
বাস্য তর্কবটিত অবষ্টে (পূর্বপক্ষ) দেখাইতেছেন।—হির করিয়াছ বা  
বলিয়াছ, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি (উপাদান কারণ)—কিন্তু তাহা  
অনুপপন্ন (যুক্তিসহ নহে) । কারণ, জগৎকার্য্যের প্রকৃতি-কারণ ব্রহ্ম ইহার  
অনুরূপ অর্থাৎ ইহার সদৃশ নহে, প্রকৃত্য বিন্দৃশ । [ ইদং...গন্তব্যম্ ]  
বেদান্ত জগৎকে ব্রহ্মজন্য মনে করেন, বলেন, কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মবিলক্ষণ্য  
দৃষ্ট হইতেছে । জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ ।  
সালক্ষণ্য ব্যতীত (সমানে অনুমানে) প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় না । যেমন  
বলর ও মৃত্তিকা, শরাব ও স্ববর্ণ, এ সকলের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব  
নাই, তেমন, অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের সহিত চেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্মের  
প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই । অতএব সুখ দুঃখ মোহাবিত অচেতন জগৎ  
জগদ্বিলক্ষণবর্জিত চেতন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, এইরূপ অবধারণ করাই  
উচিত । জগৎ যে ব্রহ্মলক্ষণবর্জিত তাহা জাতি ও অবিশুদ্ধি দৃষ্টে জানা

অতঃকং হীমং জগৎ স্বপ্নঃখমোহান্নকতয়া প্রীতিপরিতাপ-  
 বিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাচ্ছাচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ । অচেতনং  
 চেদং জগৎ চেতনং প্রতি কার্য্যকরণভাবেনোপকরণভাবো-  
 পগমাৎ । ন হি সাম্যে সত্ব্যপকার্য্যোপকারকভাবো ভবতি ।  
 ন হি স্বাক্ষর পা পরস্পরস্যোপকরুতঃ । নমু চেতনমপি  
 মিহৃত্যান্যেন্নৈন ভোক্তুরূপকরিষ্যতি, ন, স্বামি-  
 ত্বানাংশস্যৈব চেতনং প্রত্ব্যপকারকত্বাৎ ।  
স্বাক্ষর চেতনস্য পরিগ্রহে বুধ্যাদিরচেতনভাগঃ স  
 নস্যোপকরোতি ন তু স্বয়মেব চেতনশ্চেত-  
 রোত্যপকরোতি বা । নিরতিশয়া হকর্তার-  
 ১/২ সাধ্যা মন্বন্তে । তস্মাদচেতনং কার্য্যকরণম্ ।

এদং জগদি"তি । ব্যভিচারং চোদয়তি—“নমু চেতনমপী”তি ।

—“ন স্বামিত্বায়োরপী”তি । নমু স্বা নাম সাক্ষাচ্চেতনশ্চেতনা-

পকারীৎ, তৎকার্য্যকরণবুধ্যাদিনিয়োগদ্বারেণ ত্বপকরিষ্যতীত্যত

—“নিরতিশয়া হকর্তারশ্চেতনাঃ” ইতি । উপকরণায়াবদ্বর্ণনযোগে-

তশঃ তদভাবো নিরতিশয়ম্ । অতএব নির্ক্যাপারবাদকর্তারঃ ।

যায় । [ অতঃকং...করুতঃ ] জগৎ স্বপ্ন হঃখ মোহের ও প্রীতিপরিতাপ  
 প্রভৃতির নিদান এবং স্বর্গ নরকাদি উচ্চ নীচ গতির আশ্রয় জ্ঞত্বাৎ ইহা  
 অতঃক । দেখা যায়, চেতনে অচেতনে পরস্পর উপকার্য্য-উপকারক হয়,  
 কিন্তু চেতনে চেতনে ও অচেতনে অচেতনে নহে । সমান অথচ পরস্পর  
 উপকার্য্য-উপকারক, ইহা কুতাপি দৃষ্ট হয় না । [ নমু...করণম্ ] বলি  
 বল, প্রভুর ও ভূত্যের দৃষ্টান্তে চেতনে চেতনে উপকার্য্য-উপকারকভাব  
 থাকা স্বীকার করিব, ( প্রভুও চেতন, ভূত্বাও চেতন, অথচ পরস্পর পর-  
 স্পরের উপকার্য্য ও উপকারক ), বলিলে আমরা বলিব, ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত  
 নহে । উক্ত স্থলেও অচেতনাংশ উপকারক । প্রভু ও ভূত্বা এ দুয়ের বুজি  
 প্রভৃতি অচেতনাংশই অন্যতর চেতনের উপকার করে । স্বয়ং চেতন  
 উপকার অপকার কিছুই করে না । সাংখ্যও মাবিয়া থাকেন, চেতনের  
 ( পুরুষের ) অতিশয় ( ভারতম্য ) নাই । অতএব, কার্য্য ও করণ সমস্তই

ন চ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনাং চেতনত্বেকিকিংপ্রমাণমসি। প্রসিদ্ধ-  
শচায়ং চেতনাচেতনবিভাগো লোকে। তস্মাদব্রহ্মবিনক্ষ-  
ন্থান্নেদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্। যোহপি কশ্চিদাচকীত  
শ্রুত্বা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগদ্চে-  
তনমবগমিষ্যামি প্রকৃতিরূপস্য বিকারেহম্বরদর্শনাৎ অবি-  
ভাবনন্তু চেতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ভবিষ্যতি, যথা স্পষ্ট-  
চেতন্যানামপ্যাজ্ঞানাং স্বাপনুচ্ছাদ্যবস্থাস্থ চৈতন্যং ন বিভা-  
ব্যাতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।  
এতস্মাদেব চ বিভাবিতত্বাবিভাবিতত্বকৃতাং বিশেষাজ্ঞাপাদি-  
ভাবাভাবাত্যাঞ্চ কার্য্যকরণানামাজ্ঞানাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষে-

তস্মাত্তেবাং বুদ্ধ্যাদিপ্রয়োক্তৃষ্মপি নাতীত্যর্থঃ। চোদকো বহুশরযোজ-  
নুল্পাটয়তি “বোহপী”তি। অভ্যাপেত্যাপাততঃ সমাধানমাহ—“তেনাপি  
অচেতন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। [নচ ..প্রকৃতিকম্] অপিচ, কাষ্ঠলোষ্ট্রা-  
দিতে চৈতন্য থাকার প্রমাণ নাই এবং চেতন অচেতন এই দুই বিভাগ  
সর্ববিদিত। সমস্ত চেতন হইলে সর্ববিদিত বিভাগেব উচ্ছেদ হইবে। প্র-  
দীপ্ত কারণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মলক্ষণ না থাকাতে জগৎ ব্রহ্ম-  
প্রকৃতিক (ব্রহ্মপ্রভব) নহে। [যোহপি ভবিষ্যতি] এ স্থলে কেহ কেহ  
ঋতিতে জগতের চেতনপ্রকৃতিকতা প্রবণ করিয়া সমস্ত জগৎকে চেতন  
বলিয়া থাকেন। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতির রূপ বিকৃতিতে  
অনুগত থাকা নিরম। আমরা যে কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতিকে অচেতন বলি,  
চৈতন্ত্বের অব্যক্ততাই তাহার কারণ। অভিযাজ্ঞক বিকারের বা পরিণামের  
ভারতম্য থাকাতাই চৈতন্যক্ষতির অনাধিক্য হয়, সেই অনাধিক্য নইবাই  
চেতন অচেতন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ চৈতন্ত্বের অভিযাজ্ঞিক বা বিকাশ  
দেখিলে আমরা চেতন বলি, তাহা না দেখিলে অচেতন বলি। আমরা  
বিস্পষ্টচেতন হইলেও বুজাঁদি কালে তাহার চৈতন্ত্বাভিত্য হয়, সেই কারণে  
লোকে বলে ‘অচেতন হইরাছে।’ অতএব, চেতন অচেতন ব্যবহা  
অভিযাজ্ঞিক ও অঅভিযাজ্ঞিক ঘটত। (অভিযাজ্ঞকচেতনাকে চেতন বলা হয়  
এবং অব্যক্তচেতনাকে অচেতন বলা হয়। কাষ্ঠাদি পদার্থ চেতন হইলেও

হপি শুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎস্যতে । যথা চ  
 দ্বাবিশেষেহপি আংসুসূশৌদনাदीनां प्रत्यास्त्ववर्तिनो विशेष-  
 हां परस्पररूपकारिणः भवति, एवमिहापि ভবিষ্যতি ।  
 প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপ্যন্ত এব ন বিরোৎস্যত ইতি তেনাপি  
 কথঞ্চিচ্ছেতনহাচেতনবিলক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রিয়েত ।  
 শুক্যশুদ্ধিহলক্ষণস্ত বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রিয়েত । ন চৈত-  
 দপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্তুং শক্যত ইত্যাহ—তথাহু-  
 শব্দাদিতি । অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্য বস্তু-  
 শ্চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকল্পপ্রবণাচ্ছন্দশরণতয়া কেবলমোৎ-  
 প্রেক্ষতে, তচ্চ শব্দেনৈব বিরুদ্ধ্যতে, যতঃ শব্দাদপি তথাহ-  
 মবগম্যতে । তথাহুমিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি শব্দ  
 এব, বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানং চেতি কস্যাচিহ্নিভাগস্যাচেতনতাং

কথঞ্চি”মিতি । পরমসমাধানস্ত সূত্রাবয়বেন বস্তুং তমেবাবতারয়তি—  
 “ন চৈতদপি বিলক্ষণত্ব”মিতি । সূত্রাবয়ববাতিসঙ্ঘিমাৎ—“অনবগম্যমান-  
 মেব হীদ”মিতি । শব্দার্থাৎ খলু চেতনপ্রকৃতিব্যাচ্যেতনত্বং পৃথিব্যা-  
 নামবগম্যমানমুপাধিতং মানান্তরেন সাক্ষাচ্ছন্দমাগম্যপ্যচেতনমন্তপয়েৎ ।

তাহা অব্যক্ত, সূত্রায় তাহা লোকব্যবহারে অচেতন )। সমস্ত বিকার চেতন  
 হইলেও ব্যক্তাব্যক্তরূপ প্রভেদ থাকায় উপকার্য উপকারক ভাবের  
 বাধা হয় না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । যেমন মাংস, স্থল ও অন্ন প্রভৃতি  
 দ্রব্য মৃতপ্রকৃতিক হইলেও প্রত্যেকনিষ্ঠ বিশেষ বা ভেদক দ্বর্ষ থাকতে  
 পরস্পর পরস্পরের উপকার্য ও উপকারক হইতে দেখা যায়, প্রদর্শিত  
 হলেও সেইরূপে উপকার্য-উপকারক-ভাব গৃহীত হইবেক । [ প্রবিভাগ...  
 বয়তি ] চেতনাচেতন বিভাগও ঐ প্রণালীতে অবিকৃত সূত্রায় ঐরূপ  
 ব্যবহার চেতনাচেতনদ্বিভাব বৈলক্ষণ্যের পরিহার হইতে পারে । কিন্তু  
 ভগ্নং অণুত্ব, ব্রহ্ম ওহ, এ বৈলক্ষণ্য ঐ ব্যবহার নিবারণিত হয় না  
 কাহেই স্তম্ভিবারণার্থ ‘তথাহুশ শব্দাঃ’ ভগ্নে বলা হইরাছে । তাহার  
 অর্থ এই যে, সমস্ত বস্তুই চেতন, এ তত্ত্ব প্রতিপাদিত । অর্থাৎ কোন



প্রাবয়ন্ চেতনাদব্রক্ষণো বিলক্ষণমচেতনং জগচ্ছ্রাবয়তি ।  
নমু চেতনমপি কচিদচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং  
শ্রয়তে, যথা, মৃদব্রবীদাপোহব্রবন্নিতি, তন্তেজ একত, তা  
আপ একন্ত ইতি চৈবমাদ্য। ভূতবিষয়া চেতনমব্রক্ষণঃ,  
ইন্দ্রিয়বিষয়াপি, তে হেমে প্রাণা অহংশ্রয়সে বিবদমানা  
ব্রক্ষ জগ্মুঃ ইতি, তে হ বাচমুচুস্তম উদগায় ইতি চৈব-  
মাদ্যেতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ৪ ॥

**অভিনিবান্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫॥ \***

মানান্তবাতাবে অর্থোহর্থঃ প্রত্যর্থেনাপবাদনীয়ো, ন তু তদ্বলেন প্রত্যর্থো-  
হত্য়গ্নিতবা ইত্যর্থঃ । হত্রাস্তবমবতারয়িতুং চোদয়তি—“নমু চেতনম-  
পি কচি”দিত্তি । ন পৃথিব্যাদীনাং চৈতন্যমর্থমেব, কিন্তু ভূয়সীনাং  
ঐতীনাং সাক্ষাদেবার্থ ইত্যর্থঃ । হত্রমবতারয়ন্তি । “অত উত্তরং  
পঠতি” ।

কোন বিভাগেব অচেতনতা উপদেশ করিয়া জগৎকে ব্রক্ষবিলক্ষণ ও  
অচেতন বলিয়াছেন । [ নমু পঠতি ] যদি বল, শ্রুতি কোন কোন  
স্থলে অচেতন অর্থাৎ জড় বলিয়া বিখ্যাত এক্রপ ভূতানিচলকে ও ইন্দ্রিয়-  
সমূহকে চেতন বলিয়াছেন, যথা—সেই “মৃত্তিকা বলিয়াছিল।” “জল  
বলিয়াছিল” “তেজ আলোচনা কবিল” সেই সকল “জল আলোচনা  
করিল” ইত্যাদি । এই সকল শ্রুতি ভূতসমূহকে চেতন বলিয়াছেন,  
এইরূপ, ইন্দ্রিয়চেতনাবাদিনী শ্রুতিও আছে । যথা—“সেই সকল প্রাণ  
( ইন্দ্রিয় ) আপন আপন শ্রেষ্ঠতাবন্ধার্থে বিবাদ কবিল, পরে ব্রক্ষার নিকট  
গমন কবিল ।” “তাহাবা বাক্যকে বলিল, তুমি আনাদের নিমিত্ত সামগান  
কব ।” ইত্যাদি । ( ইহাতে স্যালক্ষণাই সিদ্ধ হয়, বৈলক্ষণ্য হয় না, )  
হত্রকার সাংখ্যবাদীও পক্ষ হইয়া এতদ্বিধের সমাধানার্থ বলিতেছেন ।—

\* তু শব্দঃ অভিনিবান্যার্থঃ । মৃদব্রবীৎ ইত্যাদৌ তদভিনিবানী দেবতা এব ব্যপদিষাতে  
ন ভূতমাত্রেন্দ্রিয়মাত্র বা । যতঃ প্রত্যঃ এষ তত্র তত্র চেতনত্বাদিশব্দেন তান্ বিশি-বন্তি ।  
অনু ত, অতঃ সকল বস্তুবর্ণনাদেতি হাসপূরণার্থে ।—মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল, এই সকল

তু-শব্দ আশঙ্কামপনুদতি । ন খলু যুদ্ধবীর্যবিত্তো-  
জ্জাতীয়করা শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনভ্রমশঙ্কনীরং যতো-  
হভিমানিব্যপদেশঃ এষঃ । যুদ্ধাদ্যভিমানিন্যো বাগাদ্য-  
বিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতা বদনসম্বদনাদিষু চেতনো-  
চিতেষু ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্ । কস্মাৎ ।  
বিশেষানুগতিভ্যাম্ । বিশেষো হি ভোক্তৃণাং ভূতেন্দ্রিয়া-  
ণাঞ্চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগতিহিতঃ । সর্বচেতন-

বিভজ্যে "তু-শব্দ" ইতি । নৈতাঃ প্রত্যয়ঃ সাক্ষান্ যুদ্ধাদীনাং বাগা-  
দীনাঞ্চ চেতনমাহুপি তু তদধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং চিহ্নানাম্ । তেন-  
তচ্ছৃতিবলেন ন যুদ্ধাদীনাং বাগাদীনাঞ্চ চেতন্যামপনুদীয়মিতি । কস্মাৎ  
পুনরুতদেবমিত্যত আহ—“বিশেষানুগতিভ্যাম্” । তত্র বিশেষঃ ব্যাচষ্টে  
“বিশেষো হী”তি । ভোক্তৃণামুপকার্যত্বাৎ ভূতেন্দ্রিয়াণাকোপকারকত্বাৎ  
সাম্যে চ তদনুপপত্তেঃ সর্বজনপ্রসিদ্ধে “বিজ্ঞানতাত্ত্ব্য”দিতি প্রত্যেক  
বিশেষচেতনাচেতনলক্ষণঃ প্রাপ্তকঃ স নোপপদ্যতে । দেবতাপক্ষকতো

স্বত্রস্থ ‘তু’ শব্দ পূর্বোক্ত আশঙ্কার নিবর্তক । অর্থাৎ ‘যুদ্ধবীর্যবিত্তো-  
জ্জাতীয়করা’ ইত্যাদিবিধ প্রতি দেখিয়া ভূতের ও ইন্দ্রিয়ের চেতনহ শঙ্কা  
করিও না । কারণ, ঐ ব্যপদেশ (উল্লেখ) দেবতাপর । যুদ্ধাদির ও  
বাক্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চেতন, সেই জন্য তাহাঁরাই সেই সেই প্রতিভে  
‘বলিয়াছিল’ ‘বিবাদ করিল’ ইত্যাদিবিধ চেতনযোগ্য ব্যবহার বিধরে  
কথিত হইয়াছেন । কেবল ভূত ও কেবল ইন্দ্রিয় ঐ সকল ব্যবহার করে  
নাই, তত্তদধিষ্ঠানিনী দেবতারা ঐ সকল করিয়াছিলেন । এ সিদ্ধান্ত  
বিশেষ ও অনুগতি এতদ্ব্যতয়ের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় । [ বিশেষোহি...  
ইতি চ ] ভোক্তা (জীব) চেতন-বিভাগ-ভুক্ত, ভূত ও ইন্দ্রিয় অচেতন-  
বিভাগ-ভুক্ত, এ বিশেষ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এ বিশেষ (নির্দিষ্ট  
ব্যবস্থা) সর্বচেতনতাপক্ষে অনুপপন্ন হয় । অপিচ, কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোক্ত

দেখিয়া ভূতাদির চেতনহ নিশ্চয় করিতে পার না । কারণ, ঐ সকল বাক্য অধিষ্ঠাত্রী  
দেবতার কথন হইয়াছে । কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ (বেদভাগ বিশেষ) দেবতা শব্দের দ্বারা  
ঐ সকল ভূতকে বিশেষিত করিয়াছেন এবং ঐ সকল দেবতা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ ।

তারাং চামৌ নোপদ্যতে । অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণ-  
সম্বাদে করণমাত্রাংশকাবিনিবৃত্তয়েহ্বিষ্ঠাতৃচেতনপরিগ্রহাৎ  
দেবতাশব্দেন বিশিঃযন্তি—এতা হ বৈ দেবতা অহং-  
শ্রেয়সে বিবদমানা ইতি (কৌ০ ২। ১৪), তা বা এতাঃ  
সৰ্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা ইতি চ। অনু-  
গতাশ্চ সৰ্ব্বত্রাভিমানিন্যশ্চেতনা দেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-  
পুরাণাদিভ্যোহবগম্যন্তে । অগ্নির্বাগ্ভূহা মুখং প্রাবিশৎ,  
ইত্যেবমাদিকা চ ঋতিঃ করণেন্নুগ্রাহিকাং দেবতা-  
মনুগতাং দর্শয়তি । প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে চ, তে হ প্রাণাঃ

বাহ্য বিশেষো বিশেষশাক্ষনোচ্যত ইত্যাহ । “অপি চ কৌষীতকিনঃ  
প্রাণসম্বাদ” ইতি । অনুগতিং ব্যাচষ্টে—“অনুগতাশ্চ” ইতি । সৰ্বত্র ভূত-  
জিহ্বাদিভগতা দেবতা অভিমানিনীকপদিশক্তি মন্ত্রাদয়ঃ । অপি চ ভূয়সাঃ  
ঋতরঃ—অগ্নির্বাগ্ভূহা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূহা নাসিকে প্রাবিশৎ,  
আদিত্যশ্চক্ৰভূহাংক্ষিতী প্রাবিশৎ’ ইত্যাদয় ইন্দ্রিয়বিশেষগতা দেবতা  
দর্শয়তি । দেবতাশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞভেদাশ্চেতনাঃ । তন্মাত্রোজ্জ্বলীনাং চৈতন্ত্বং  
রূপত ইতি । অপি চ প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে প্রাণানামসম্বাদিশরীরগণা  
নিব ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতানাং ব্যবহারং দর্শয়ন্ প্রাণানাং ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানেন  
চেতন্যং ব্রহ্মতীত্যাহ—“প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে চ” ইতি । “তত্ত্বেনৈক-

দেবতা বিশেষণ সৰ্ব্বেচেতনতাপেক্ষে নিবারণক । বিবদমান প্রাণসমূহ মে  
কেবল ইন্দ্রিয় নহে ; সে বিবাদ যে চেতন-ঘটিত, তাহাই দেখাইবার জন্য  
কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ দেবতা বিশেষণ দিয়াছেন । (দেবতাবিশেষণে বিশে-  
ষিত করাতেই বুঝা গিয়াছে, ইন্দ্রিয়গণেব অদিষ্টাষ্টী চেতন দেবতারাই  
ঐক্য বিবাদ করিয়াছিল) । বিবাদ কথা—‘আপন আপন প্রেষ্ঠতা সমর্থনের  
জন্য বিবদমান এই সকল দেবতাঃ—’ “পূর্বোক্ত দেবতা সকল প্রাণের  
প্রেষ্ঠতা জানিয়া” ইত্যাদি । [ অনুগতাশ্চ · জ্ঞয়তি ] মত্, অর্থবাদ, পুরাণ,  
ভক্তিহাস, সৰ্ব্বত্রই অভিমানিনী চেতন-দেবতার অনুগতি দেখা যায় ।  
অর্থাৎ সৰ্ব্বত্রই চেতন-ব্যবহার দৃষ্ট হয় । সে সকল কথা ভেদের কথা নহে,  
সমস্তই চেতনব্যবহার । কথাঃ—“অগ্নির্বাগ্ভূহা মুখং প্রাবিশৎ

প্রজাপতিং পিতরমতোচুঃ, ইতি শ্রেষ্ঠনির্ভারণায় প্রজা-  
পতিগমনং তদ্বচনাক্ষৈকৈকোংক্রমণেনাশ্রয়ব্যতিরেকাত্যাং  
প্রাণশ্রেষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ, তস্মৈ বলিহরণ ইতি চৈবভাতীরকো-  
হস্রাদিষ্মিব ব্যবহারোহনুগম্যমানোহভিমানিব্যপদেশঃ দ্রষ্ট-  
য়তি । তন্তেজ ঐক্যত ইত্যপি পরস্যা এব দেবতায় অধি-  
ষ্ঠাত্র্যাঃ অবিকারেহনুগতায়। ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্রুত ইতি  
দ্রষ্টব্যম্ । তস্মাদ্বিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগৎ, বিলক্ষণস্বাক্ষ-  
ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধতে ॥ ৫ ॥

### দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥ \*

তেতাপীতি । যদ্যপি প্রথমে ২৮তম ভাঙ্কণে বর্ণিতং তথাপি মুখ্য-  
তরাপি বথকিমেতং শ্যামিতি দ্রষ্টব্যম্ । পূর্বপক্ষসুসংহারতি—“তস্মা-  
মিতি । সিদ্ধান্তঃ ।

আছেন ।” ইত্যাদি । এদর্শিত ঐতিসমূহ ঐক্য ঐক্য বাক্যে টাই  
দেখাইরাছেন যে, প্রত্যেক ইঞ্জিরের এক একটি অঙ্গুত ( অঙ্গুগ্রাহিকা )  
দেবতা আছে । প্রাণসমূহের সেবেও দেখা যায়, প্রাণ সকলের  
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার জন্য সমুদায় প্রাণ প্রজাপতির নিকট গমন  
করিয়াছিল, প্রজাপতির উপদেশে একে একে উৎক্রান্ত হইয়াছিল,  
পরে মুখ্য-প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জানিয়া অস্তান্ত প্রাণ তাহার ( জীবন নির্বাহক  
প্রাণের ) পূজা করিয়াছিল । যেমন আমাদের ব্যবহার, টিক্ সেইকণ  
ব্যবহার বর্ণিত হওয়ার স্থির হইতেছে, ঐ ব্যপদেশ ( উল্লেখ ) অভিমানিনী  
দেবতার, কেবল ইঞ্জিরের নহে । [ তন্তেজ...বিধতে ] “সেই তেজ ঐক্য  
অর্থাৎ আলোচনা করিল” ইত্যাদি স্থলেও তেজঃপ্রকৃতিতে পরমাত্মার  
অধিষ্ঠান এবং সে ঐক্য পরমাত্মারই ঐক্য, এইকণ বুঝিতে হইবেক ।  
এদর্শিত যুক্তিতে পাওয়া যায়, জানা যায়, জগতে ব্রহ্মলক্ষণ নাই এক  
তাহা না থাকতেই ইহা ব্রহ্মপ্রভব নহে । বাদীর এখনি আক্ষেপ  
( পূর্বপক্ষের ) সমাধান এইকণ—

তু শব্দঃ পূর্বপক্ষং ব্যাবর্তয়তি । যদুক্তং বিলক্ষণস্বাভেদঃ  
জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি নায়মেকান্তঃ । দৃশ্যতে হি লোকে  
চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশ-  
নখাদীনামুৎপত্তিরচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো  
বৃশ্চিকাদীনাম্ । নন্বচেতনাত্মেন পুরুষাদিশরীরান্যচেত-  
নানাং কেশনখাদীনাং কারণানি, অচেতনাত্মেন বৃশ্চিকাদি-  
শরীরান্যচেতনানাং গোময়াদীনাম্ কার্য্যণীত্বাচ্যতে, এব-  
মপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনস্যায়তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চি-  
দ্নেত্যন্ত্যেব বৈলক্ষণ্যম্ । মহাংশচায়াং পারিণামিকঃ স্বভাব-  
বিপ্রকৰ্ণঃ পুরুষাদীনাম্ কেশনখাদীনাম্ রূপাদিভেদাৎ,

হৃদকর্তা উক্ত পূর্বপক্ষের ষণ্ডনর্থ তু-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ।  
জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, এ কথা বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বলিতে পার না । যে  
তাহা হইতে কয়ে অবশ্যই সে তাহার সলক্ষণ হইবে, এমন কোন নিয়ম  
নাই । আমরা তাহার ব্যাতিচার ( ব্যতিক্রম ) দেখাইতে পারি । [ দৃশ্যতে...  
দীনাম্ ] মনুষ্য চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তৎপ্রভব কেশ নখাদি  
অচেতন । গোময় সৰ্ব্ববিদিত অচেতন কিন্তু তৎপ্রভব বৃশ্চিকাদি চেতন ।  
[ নন্বচেতনাত্মেন...প্রসীয়েত ] অচেতন দেখি অচেতন কেশ নখাদির ও  
অচেতন গোময়ই অচেতন বৃশ্চিকাদিশরীরের উৎপত্তির কারণ, একরূপ  
বলিলেও স্বীকার করিতে হইতেছে, কিঞ্চিৎ অচেতন চেতনের আশ্রয় হয়  
এবং কিঞ্চিৎ অচেতন তাহা হয় না । সুতরাং প্রদর্শিত প্রকারেও বৈলক্ষণ্য  
থাকে ; বৈলক্ষণ্যের নিবারণ হয় না । যদি একান্তির সহিত বিকৃতির  
সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিত তাহা হইলে নিশ্চিত প্রকৃতিবিকৃতিভাবে উচ্ছেদ  
হইত । যদ্ব্যোৎপন্ন কেশাদির ও গোময়োৎপন্ন বৃশ্চিকাদির পারিণামিক

ন কাৰ্য্যম্ । যতো দৃশ্যতে চেতনাং পুরুষাৎ কেশনখাদীনাম্ অচেতনাদপি গোময়াং বৃশ্চি-  
কাদীনামুৎপত্তিরিতি শেবঃ । বিলক্ষণস্বাভিতাসা হেতোরনৈকান্তিকভেতি বাবৎ ।—ব্রহ্ম  
চেতন, জগৎ অচেতন, এই বৈলক্ষণ্য অনুসারে জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, এ আপত্তি হইতেই  
পারে না । কেননা চেতন চেতনেরই উৎপাদক, অচেতন অচেতনেরই জনক, ইহা  
ঐকান্তিক অর্থাৎ নিরসিত নহে । ( ভাব্য যোগঃ ১ )

তথা গোময়াদীনাং বৃষ্টিকাদীনাঞ্চ । অত্যন্তসাক্ষ্যো চ  
 প্রকৃতিবিকারতাব এব প্রসীয়েন্ত । অথোচ্যোত, অস্তি  
 কশ্চিৎপার্শ্ববদ্ভাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষ্মনুবর্ত-  
 মানো গোময়াদীনাঞ্চ বৃষ্টিকাদিষ্মতি, ব্রহ্মণোহপি তর্হি  
 সত্তালক্ষণঃ স্বভাব আকাশাদিষ্মনুবর্তমানো দৃশ্যতে । বিলক্ষণ-  
 য়েন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দুষয়তা কিম-  
 শেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্যানুবর্তনং বিলক্ষণত্বমতিশ্রেয়তে, উত  
 যস্য কস্যচিৎ, অথ চৈতন্যস্যোতি বক্তব্যম্ । প্রথমে বিকল্পে  
 সমস্ত প্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । ন হ্যসত্যতিশয়ে প্রকৃতি-  
 বিকারতাব ইতি ভবতি । দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বম্ । দৃশ্যতে  
 হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিষ্মনুবর্তমান ইত্যুক্তম্ ।

প্রকৃতিবিকারতাবহেতুং সাক্ষ্যং বিকল্পা দুষয়তি।—“অত্যন্তসাক্ষ্যো  
 চ” ইতি । প্রকৃতিবিকারভাবাতাবহেতুং বৈলক্ষণ্যং বিকল্পা দুষয়তি—  
 “বিলক্ষণয়েন চ কারণেন” ইতি । সর্বস্বভাবানুবর্তনং প্রকৃতি-  
 বিকাবভাবাবিরোধি । তদনুবর্তনে তাদাশ্রয়ান প্রকৃতিবিকারভাবা-  
 ভাবাঃ । মধ্যমবসিদ্ধঃ । তৃতীয়স্ত নিদর্শনাতাবাদসাধারণ ইত্যর্থঃ ।

স্বভাব এতদূর বিলক্ষণ যে কেশাদি মনুষ্যোৎপন্ন ও বৃষ্টিকাদি গোময়োৎপন্ন  
 হইলেও মনুষ্যের সহিত ও গোময়ের সহিত উহাদের অন্তর্ভুক্ত ও সাক্ষ্য  
 সংঘটন হয় না। [অথোচ্যোত] যদি বল, পুরুষের ও গোময়ের যে  
 পার্শ্ববদ্ভাব আছে সেই স্বভাব কেশনখাদিতে ও বৃষ্টিক প্রকৃতিতে  
 দৃষ্ট হয় (সুতরাং তদনুসারে প্রকৃতিবিকৃতিতাবের অভাব হয় না), ইহার  
 প্রত্যুত্তবে আমবা বলি,—ব্রহ্মে যে সত্তা নামক স্বভাব আছে সেই স্বভাব  
 তদনুসারে আকাশাদি পদার্থেও আছে । তদনুসারে ব্রহ্মের সহিত আকাশ-  
 দির প্রকৃতিবিকৃতিতাব সংরক্ষিত হইবেক । [বিলক্ষণ ৫৭] বাহ্যে  
 বৈলক্ষণ্য দেখিয়া জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকতা অস্বীকার করেন, তাহাঁকে  
 বলুন, তাহাঁদের অভিপ্রায় কি ? জগতে সমস্ত ব্রহ্মস্বভাবের অনুবর্তন নাই  
 বলিয়াই কি জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ ? যে হেতু ব্রহ্মবিলক্ষণ—সেই হেতু জগৎ

তৃতীয়ে চ দৃষ্টান্তাভাবঃ । কিং হি যক্চেতন্যোনান্বিতং তদ-  
ব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনং প্রত্যাদাহিয়েত ।  
সমস্তস্যাস্য বস্তুজ্ঞাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ । আগম-  
বিরোধস্ত্ব প্রসিদ্ধ এব । চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতি-  
শ্চেত্যাগমতাৎপর্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ । যন্তু ক্তং পরিনিশ্পন্ন-  
ত্বাৎ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সন্তবেয়ুরিতি তদপি মনো-  
রথমাত্রম্ । রূপাদ্যভাবান্নি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ,  
লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামাগমমাত্রসমধিগম্য এব ত্বয়-  
মর্থো ধর্ম্যবৎ । তথা চ শ্রুতিঃ,—

অথ অগদ্ব্যনিতর্যাগমাদ্ ব্রহ্মণোহবগমাদাগমবোধিতবিষয়ত্বমন্তমানস্য কস্মা-  
দ্রোক্তাবাত ইত্যত আহ—“আগমবিরোধস্ত্ব” ইতি । ন চান্নিগ্নাগমৈক-  
সমধিগমনীয়ে ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরস্যা বকাণোহস্তি যেন তদুপাদ্ধারাগম  
আকিপ্যেতেত্যশ্রয়বানাহ—“যন্তু ক্তং পরিনিশ্পন্নবাদ্ ব্রহ্মণী”তি । যথা হি  
কার্য্যাবিশেষেণ্যারোগাকামঃ পথ্যমগ্নীরাং স্বর্গকামঃ সিকতাং তদ্বদে-

ব্রহ্মপ্রভব নহে ? ইহাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায় ? না কোন এক  
অভাবের অননুবর্তনরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় অগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে ? অথবা  
চেতন্য নাই বলিয়া ইহা ব্রহ্মপ্রভব নহে ? প্রথম করে প্রকৃতিবিকৃতি-  
ভাবের উচ্ছেদ আপত্তি, দ্বিতীয় করে আপাদ্যের অসম্বত্তা । কারণ, ব্রহ্মের-  
সম্ভাবলক্ষণ স্বভাব ( অস্তিত্ব ) আকাশ প্রভৃতি যাবস্ত পদার্থে আছে । তৃতীয়  
করে দৃষ্টান্তের অভাব । বাহ্য চেতন্যযুক্ত নহে, তাহা ব্রহ্মপ্রভব নহে,—  
ইহার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত ব্রহ্মবাদীকে দেখাইতে পারিবে না । কেন না,  
ব্রহ্মবাদী সহস্রাং অগৎকে ব্রহ্মপ্রভব বলেন । ( দৃষ্টান্তমাত্রই উত্তরসম্বত্ত  
হওয়া আবশ্যক । সেরূপ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত উত্তরসম্বত্ত না হইলে তাহা দৃষ্টান্তই  
কর না ) । যে কয়ই হউক, সকল কয়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ । শাস্ত্রবিরুদ্ধতা দোষ  
যে পক্ষদ্বয়েই আছে—তাহা “প্রকৃতিহীন” স্বভ্বে সাধিত হইয়াছে, দেখান  
হইয়াছে । [ যন্তু ক্তং জাতীয়কাঃ ] বলিয়াছিলে যে, ব্রহ্ম বগন নিশ্চাধ্য  
বস্তু নহেন, কিন্তু নিত্যানিশ্পন্ন, তখন অবশ্যই তাহাতে অন্যান্য প্রমাণ  
( প্রত্যক্ষাদি ) থাকিবেক । সে কথা মনোরথ মাত্র, কথামাত্র । কলতঃ

“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া

প্রোক্তান্তেনৈব স্বজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” ইতি ।

“কোহিদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ

ইয়ং বিন্শ্টিযত আবভূব” ।

ইতি চৈতো মন্ত্রো সিদ্ধানামপীশ্বরানাং দুর্বোধতাং  
জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ । স্মৃতিরপি ভবতি—

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥” ইতি,

“অবাক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে,” ইতি চ,

“ন মে বিদুঃ স্বরূপাঃ প্রভবঃ ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগণঞ্চ সর্বশঃ ॥” ইতি

দিত্যাদীনাং মানাস্তরাপেক্ষতা, ন তু দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞ-  
হেত্যাাদীনাং, তৎ কস্য হেতোঃ, অস্যা কাযাতেদস্য প্রামাণ্যস্তরাগোচর-  
জ্ঞাৎ । এবং ভূতহানিশেষেণপি পৃথিব্যাাদীনাং মানাস্তরগোচরত্বং ন তু  
তাহা অদৃষ্টব । কারণ, ক্রশাদি না থাকায় তিনি প্রত্যক্ষবহির্ভূত ।  
অপিচ, লিঙ্গাদি ( প্রত্যক্ষদৃষ্ট—অনুমান্য চিত্ত ) না থাকায় অনুমানাদির  
অবিষয় । ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ধর্মের ন্যায় ব্রহ্মও কেবলমাত্র শাস্ত্র-  
সম্য । জগৎকারণ ব্রহ্ম যে নিত্যস্থ দুর্বোধ্য—ঈশ্বরগণেরও দুর্বোধ্য—  
এতি তাহা দুইটা মন্ত্রে বলিয়াছেন । যথা—“হে প্রিয় নচিকেতা ! এই  
মতি, এই ব্রহ্মজ্ঞান, কেবলমাত্র নিজ বুদ্ধিতে উপাদিত করিতে নাট  
এবং কৃতকর্মবিশিত করিতেও নাই ।” “ইহা অন্যাকর্ষক অর্থাৎ বেদতত্ত্ব  
ওকর্ষক উপাদিত হইলেই ফলবতী হয়, অথবা নিকল হয় ।” “যাহা  
হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে কে তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে ?  
জানা দুরে থাকুক, তাহাকে বলে, বুঝাইয়া দেয়, এমন ব্যক্তিই বা কে  
আছে ?” এ সকল কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“যাহা চিন্তার অতীত,  
যাহা তাকে আরোহিত হইবার নহে । অর্থাৎ তাহা তর্কের অপ্রাপ্য । বেহেতু  
প্রকৃতির পর—সহ হেতু তাহা অচিন্ত্য । অচিন্ত্যতাই সে বস্তু লক্ষণ ।”  
“এই জগৎকারণ ( ব্রহ্ম ) অবাক্ত, অচিন্ত্য ও বিকাবে-রহিত ।” “জি-দেব-



চৈবজ্ঞাতীয়ক।। যদপি শ্রবণব্যাতিরেকেণ মননং বিদধ-  
চ্ছন্দ এব তর্কমপ্যাদর্তব্যং দর্শয়তীত্যুক্তং, নান্নেন মিশেণ  
শুদ্ধতর্কসাত্ত্বাভাভঃ সম্ভবতি । ঐত্যনুগৃহীত এব হুত্র  
তর্কোহনুভবাপ্তত্বেনাত্রীয়তে—স্বপ্নাস্তবন্ধান্তরোরুভয়োরিত-  
রেতরব্যভিচারাদানোহনয়াগতত্বং, সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চ-  
পরিত্যাগেন সদানুনা সম্পত্তের্মিস্রাপঞ্চসদাত্ত্বং, প্রপঞ্চস্য  
চ ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্তত্বায়ােন ব্রহ্মাব্যতিরেক  
ইত্যেবজ্ঞাতীয়কঃ । তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি চ কেবলশ্চ তর্কশ্চ

ভূতস্যাপি ব্রহ্মণঃ । তস্যাত্মৈকগোচরস্যাতিপতিতসমস্তমানান্তরসীমবয়া  
স্বভাগমসিক্তাদিতাৎ । যদি স্বভাগমাসক্ং ব্রহ্মণস্তর্কাবিসয়ত্বং, কণং  
তাই শ্রবণাত্তিরক্তমননবিধানমিত্যত আহ—“যদপি শ্রবণব্যাতিরেকেণ”  
ইতি । তর্কো হি প্রমাণবিষয়াববেচকতয়া তদিতিকর্তব্যাতাত্ত্বতত্ত্বদাপ্রয়ো  
হসিঃ প্রমাণেহুগ্রাহ্যস্যাশ্রয়স্যাভাবাৎ শুদ্ধতয়া নাজিযতে । বস্বাগব-  
প্রমাণাশ্রয়ত্বাদিসয়বিবেচকসুদবিরোধী স মন্তব্য ইতি বিধীয়তে । “ঐত্য-  
নুগৃহীত” ইতি । ঐত্যা শ্রবণস্য পশ্চাদিতিকর্তব্যাতাত্ত্বেন গৃহীতঃ “অনু-  
ভবাপ্তত্বেন” ইতি । মতো হি ভাবমানো ভাবনায় বিষয়তয়াহুত্বতো  
ভবতীতি মননমহুতবাপ্তম্ । “আনুনো হনয়াগতত্ব”মিতি । স্বপ্নাদ্যব-

গণ, কি মহর্ষিগণ, কেহই আমার আদি (উৎপত্তি) জানেন না । (নাই  
বলিয়াই জানেন না) । আমিই সমুদয় দেবতার ও ঋষির আদি অর্থাৎ  
উৎপত্তিকারণ ।” [যদপি...দর্শয়িষ্যতি] বলিয়াছিলে, ঐতি শ্রবণের  
পর মননের বিধান করার তর্কের আদর্তব্যতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে  
আমরা বলি, তাই বলিয়া শুদ্ধ তর্ক আদর্তব্য (গ্রাহ্য) নহে । যে তর্ক  
ঐতির অনুগামী, অনুভবের সহায় বলিয়া সেই তর্কই গ্রাহ্য । ঐতি-সম-  
প্তি অথের অসম্ভাবনাদিপরিস্কারার্থ অনুকূল তর্কের শরণ লওয়া কর্তব্য  
নটে ; কিন্তু স্বতন্ত্র তর্ক অবলম্বনে তত্ত্বনিদ্ধারণ কর্তব্য নহে । স্বপ্ন ও জাগ্রৎ  
এই দুই অবস্থা পরস্পরব্যভিচারিণী, আত্মা ঐ সকল অবস্থায় অনাধিত  
(অশ্লীল), সুস্থিতিকালে প্রপঞ্চত্যাগ হয়, প্রপঞ্চাভাব হেতু তৎকালে,  
আত্মা সংস্পর্শ, (স্বরূপ প্রাপ্ত বা সত্ত্বামাত্র প্রতীকৃত) হন, কারণ ও

বিপ্রলম্বকঃ দর্শয়িষ্যতি। যোহপি চেতনকারণশ্রবণবলে-  
নৈব সমস্তস্ত জগতশ্চেতনতামুৎপ্রেক্ষেত তস্যাপি বিজ্ঞা-  
নকাবিজ্ঞানক্ষেতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণঃ বিভাবনাবি-  
ভাবনাভ্যাং চেতনাস্য শক্যত এব যোজয়িতুম্। পরমৈস্য  
ইদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে। কথং, পরমকারণস্য হ্যত্র  
সমস্তজগদাত্মনো সমবস্থানং আব্যতে, বিজ্ঞানকাবিজ্ঞানকা-  
ভবদ্বিতি। তত্র যথা চেতনস্যোচেতনভাবো নোপপদ্যতে  
বিলক্ষণত্বাৎ, এতচ্চেতনস্যাপি চেতনভাবো নোপপদ্যতে।

জ্ঞাতবিসম্পৃক্তত্বমুদাসীনত্বমিতিার্থঃ। আপ চ চেতনকারণবাহিতঃ কারণ  
সালক্ষণোরপি কায়াস্য কথঞ্চিৎচেতনাবিভাবানাবিভাবাভ্যাং বিজ্ঞানকা  
বিজ্ঞানকাভবদ্বিতি জগৎকাণে যোজয়িতুং শক্যম। অচেতনপ্রধানকারণ  
বাদনাস্তু চযোজনেতৎ। ন চ্যচেতনস্য জগৎকাণস্য বিজ্ঞানরূপতা সম্ভ-  
বিনী। চেতনস্য জগৎকাণস্য সূত্রাদ্যাব্যবহাষব সত্যোরপি চেতনাস্যা-  
নাবিভাবতয়া শক্যমেব কথঞ্চিদবিজ্ঞানাত্মকং যোজয়িতুমিতিার্থঃ—“যোহপি  
চেতনকারণশ্রবণবলেন” ইতি। পরমৈস্য চ্যচেতনপ্রধানকারণবাদনঃ

কায়া চিত্র নহে, এক, সুতরাং এক ও এক প্রভব প্রেক্ষাভিন্ন নহে, এক,  
একরূপ একরূপ অষ্টরূপ ৩ক ( রূপ ) গৃহীতব্য। ৩ক ৩ক ( বাদীন বা  
প্রতিনিধিক ) প্রত্যেক, তদ্বারা বস্তুনিষ্ঠ হয় না, ইহা “তর্কপ্রতিষ্ঠানং”  
স্বর্গে প্রদর্শিত হইবেক। [ যোহপি...ভবতি ] কোন কোন বৈদ্যাস্তিক  
চেতনকারণবাদিনী প্রতিপ বলে সমস্ত জগৎকে চেতন বলেন এবং  
“গান বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান ( চেতন ও অচেতন ) উভয়কর্তা হইয়াছেন”  
এই প্রকৃতি বিভাগকে আভিচারিক অনভিচারিক বটিক করিয়া সমঞ্জস  
করেন। ( অর্থাৎ যাহাতে চেতনোর অভিচারিক তাহা চেতন, অবাণ্ড  
অচেতন, এইরূপে সন্ধান করেন )। এ বিভাগ প্রধানবাদের পক্ষে  
কোনও প্রকারে সমঞ্জস হয় না। কারণঃ পরবন্ধে ইকপ বিভাগ  
অসঙ্গত। বাদী কিপ্রকারে পরম কারণ একের জগৎকে অর্থাৎ “তিনি  
চেতন ও অচেতন করিলেন” এবং প্রকার উদ্দেশ্য সম্ভব করিবে?  
চেতনের অচেতন হওয়া ও অচেতনের চেতন হওয়া উভয়ই অসম্ভব  
এতাবত হাই ইলা ইইন য, যেসকল দৃষ্ট জগৎকে এক প্রকৃতিত্ব

প্রভুক্তহাতু বৈলক্ষণ্যস্য যথা শ্রুতৌচ চেতনং কারণং  
গ্রহীতব্যং ভবতি ॥ ৬ ॥

**অসদিতি চেন্ন প্রতিবেদ্যমাত্রাৎ । ৭ ॥ \***

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্যা-  
চেতনস্যশুদ্ধস্য শব্দাদিমতশ্চ কার্যস্য কারণমিযোত,  
অসৎ তর্হি কার্যং প্রাপ্তংপত্তেরিতি প্রসজ্যেত, অনির্কট-  
তৎ সংকার্যবাদিনস্তবেতি চেৎ, নৈম দোষঃ । প্রতিবেদ-  
মাত্রাৎ । প্রতিবেদ্যমাত্রং হীদং নাস্য প্রতিবেদ্যমস্তি । ন  
সাধ্যম্ ন যুক্ত্যত । “প্রভুক্তহাতু বৈলক্ষণ্যস্য” ইতি । বৈলক্ষণ্যে  
কার্যকারণভাবোনাস্তীত্যুপেত্যোদযুক্তম্ । পরমাণতস্ত নাশাভিরেতদ-  
ভূপেয়ত ইত্যর্থঃ ।

ন কারণং কার্যমভিন্নমভেদে কার্যত্বরূপপত্তেঃ । কারণবৎ স্বাশ্রয়-  
বৃত্তিবিরোধাৎ শুদ্ধাশুদ্ধাদিবিবুদ্ধধর্মসংসর্গাচ্চ । অথ চিদাশ্রয়ঃ কারণস্য  
জগতঃ কার্য্যভেদঃ, তথাচেদং জগৎ কায়াং সত্ত্বহপি চিদাশ্রয়ঃ কার-  
ণস্য প্রাপ্তংপত্তেরীতি, নাস্তি চেদসদ্ব্যপদ্যত ইতি সংকার্যবাদব্যাকোপ  
ইত্যাহ—“যদি চেতনং শুদ্ধ”মিতি । পরিহরতি—“নৈব দোষ” ইতি ।  
কৃতঃ, “প্রতিবেদ্যমাত্রাৎ” । বিভজ্যতে “প্রতিবেদ্যমাত্রং হীদ”মিতি ।

নিবারণ করা অসম্ভব । এ কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে । সিদ্ধান্ত এই যে,  
একমাত্র শ্রুতিশ্রমাণের বলেই চেতন-কারণ গ্রহীত হইবেক, তাহাতে  
ভক্তের প্রশংসা (স্থান) হইবে না ।

যদি শুদ্ধ, চেতন ও শব্দাদিবিহীন ব্রহ্মকে অশুদ্ধ, অচেতন ও শব্দাদিযুক্ত  
কার্যের (জগতের) কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অবশ্যই  
অসঙ্গীকার করিতে হইবে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকে না । সম্পূর্ণ অভিনব  
উৎপত্তি হয় । এই আপত্তির প্রত্যাপত্তির জন্য বলা হইল, ঐ দোষ দোষ  
নহে । অর্থাৎ চেতনকারণবাদ স্বীকার করিলেও আমাদের কার্য্যাসত্ত্ব

\* চেতনকারণবাদপ্রকারে অসৎ উৎপত্তে: প্রাক্ কায়াস্যাসত্ত্ব: চেৎ যদি মনাসে  
তদ্ব মন্তব্যম্ । ইতুমাহ প্রতীতি । প্রতিবেদ্যমাত্রং হি তৎ । তত্র অসদিতি সত্ত্বপ্রতিবেদ্যে  
নিবর্তক ইতি তথাকাস্ত্বে বৈকল্যম্ । মিথ্যাভাৎ কায়াস্য কালজগ্রেহপি কারণত্বানা সম্ভ

হয়ং প্রতিষেধঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ সত্ত্বং কার্যাস্য প্রতিষেদ্ধং  
শক্লোতি । কথম্ । যথৈব হীদানীমপীদং কার্যং কারণাজ্ঞানী  
সং এবং প্রাপ্তংপত্তেরপীতি গম্যতে । ন হীদানীমপীদং  
কার্যং কারণাজ্ঞানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি “সৰ্ব্বং তং পরা-  
দাদেবাহন্যাত্মানঃ সৰ্ব্বং বেদ” ইত্যাদিশ্রবণাৎ । কারণা-  
জ্ঞানী তু সত্ত্বং কার্যস্য প্রাপ্তংপত্তেরবিশিষ্টম্ । নমু শব্দাদি-  
হীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং, বাঢ়ং, ন তু শব্দাদিমৎকার্যং  
কারণাজ্ঞানী হীনং প্রাপ্তংপত্তেরদানীক্ষাতীতি । তেন ন

প্রতিপাদয়িষ্যতি হি তদনন্যাত্মনারম্ভগণশব্দাদিভা ইত্যত্র । যথা কার্যং  
স্বরূপেণ সদস্বভাভ্যং ন নির্বচনীয়ং অপি তু কারণরূপেণ শব্দং সন্বেদ  
নির্বাক্তমুচ্যতি । এবঞ্চ কারণসত্ত্বৈব কার্যস্য সত্ত্বা ন ততোহনোত্তি  
কথং তুৎপত্তেঃ প্রাক্ সতি কারণে ভবত্যসৎ । স্বরূপেণ তুৎপত্তেঃ  
স্বীকার করিতে হয় না । ‘অসৎ=সৎ নহে’ এ নিষেধ কেবল বাক্যভঃ  
নিষেধ । নিষেধ্য না থাকায় উহা বাস্তব নিষেধ নহে । স্থিতিকালে এই  
সকল কার্য যেমন কারণরূপে সৎ ( বিদ্যমান ), তেমনি, উৎপত্তির পূর্বেও  
ইহা কারণরূপে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বভাগী । অতএব, কার্যের কারণরূপে থাকি  
কোনও কালে নিষিদ্ধ হইবার নহে । এখনও এই কার্য ( জগৎ )  
কারণরূপ ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণরূপে নাই । বস্তুতঃ প্রতিও জগৎকে  
কারণরূপে না জানাকে নিন্দা করিয়াছেন । যথা—“যে ব্যক্তি এ সমু-  
দয়কে আত্মাতিরিক্ত দেখে, এ সমুদয় তাহাকে আক্রম ( আচ্ছন্ন )  
করে ।” এখন ও উৎপত্তির পূর্বে, উত্তর কাগেই ইহার কারণরূপিত্ব  
সত্ত্বা সমান । সে পক্ষে কোনরূপ ইত্তরবিশেষ নাই । অতএব, শব্দাদি-  
বিহীন চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য । উৎপত্তির  
পূর্বে ও পরে শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য ( জগৎ ) কারণরূপের দ্বারা পরিত্যক্ত

মবিরুদ্ধমিত্যতিসঙ্কটঃ ।—রূপাদিবিহীন চেতন ব্রহ্মকে রূপাদিবিশিষ্ট অচেতন ( অজ্ঞ )  
জগতের কারণ বলিলে সৃষ্টির পূর্বে ইহা ( জগৎ ) ছিল না, একপ যদা হয় না,  
কেমনা, নিষেধের নিষেধ্য না থাকায় ‘অসৎ=ছিল না’, এ নিষেধ নিরর্থক । অতীতকালে  
এই যে, জনাত্মেই বিদ্যা সত্ত্বা-ভাব কারণরূপের অস্তিত্ব ত্রৈকালিক অর্থাৎ সকল  
কালেই সেরূপ অস্তিত্ব আছে .

শক্যতে বস্তুং প্রাপ্তং পন্তেরসং কার্যামিতি, বিস্তরেণ চৈতৎ-  
কার্যাকারণানন্তরবাদে বক্ষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

অত্রাহ, যদি হোল্যসাবয়বত্বাচ্চৈতনত্বপাবিচ্ছিন্নতাশু-  
ক্ষাদিধর্ম্মকং কার্যং ব্রহ্মাকারণকমভ্যুপগম্যেত, তদাপীতো  
প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্যং কারণেহবিভাগমাপদ্যমানং  
কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দুষযেদিত্যপীতো কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ  
কার্যস্যোবাশুক্ষাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম জগতঃ  
কারণমিত্যসমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্ । অপি চ সম-  
স্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণা-

প্রাপ্তং পরস্য ধ্বস্তস্য বা সদস্বাত্ম্যামানকাত্যাস্য ন সত্তো হসত্তো বাৎপ-  
ত্তিযাত নির্বিবরঃ সংকার্যবাদপ্রাপ্তেবে ইত্যর্থঃ ।

অসামঞ্জস্যং বিভক্তে “অদাহ” চোদকে, “যদি হোল্যে”তি । যথা  
হি যুধানিবু হিঙ্গুসৈকবাণীনাং বিভাগলক্ষণো লবঃ স্বগতবসাদিতিবুৎ  
ক্রবরত্যেবং ব্রহ্মণি বিভুক্তাদিধর্ম্মণি জগন্মায়ানাং বিভাগং গচ্ছৎ ব্রহ্ম  
স্বধর্ম্মেণ ক্রবরেন চান্যথা লয়ে লোকানন্দ হতি ভাবঃ । কল্পান্তরেণা-  
সামঞ্জস্যমাহ “অপি চ সমস্তস্যে”তি । ন হি সমুদ্রস্য কেনোদ্বীকৃষ্ণ-  
নতে । (যেহকু কার্য মিথ্যা, সেই তেহ কারণ সকল কালই সত্য) ।  
সেই জন্তই বাদীর ‘উৎপাদ্যব পূর্ক কার্য অসৎ’ এ আপত্তি অসঙ্গত  
আপত্তি । এ কথা আমবা কার্যকারণেব অভেদপ্রতিপাদন স্থলোবল্লভ  
রূপে বলিব ।

এ স্থলে কেহ কেহ বলিবেন—এই স্থল, সাবয়ব, অচেতন, পরিচ্ছিন্ন ও  
অপ্রভু কার্য (জগৎ) যদি ব্রহ্মপ্রভবই হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই ইহা

\* অপীতো প্রলয়ে তদ্বৎ কার্যবৎ কারণস্যাপি অসমঞ্জসং অসামঞ্জস্যং তবতীতি শেধঃ ।  
নব্যাহুভেদত্বং । বিস্তরস্ত ভাবঃ ।—ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে গেলে অবা এক  
আপত্তি উপস্থিত হয় । যথা—কার্যমাত্রেই প্রলয়কালে কারণে লবপ্রাপ্ত হয় (অবিহক  
বা এক হইয়া যায়), সুতরাং কারণে বহু অসামঞ্জস্য (কার্যের দোব কারণে ঘটনা) হইতে  
পারে ।

ভাষ্যে ভৌক্তৃভোগাদিবিভাগেনোৎপত্তির্ন প্রাপ্যোত্তীর্তা-  
সমঞ্জসম্ । অপি চ ..... ব্রহ্মণ্যহিভাগং  
গতানাং কৰ্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েহপি পুনরুৎপত্তাবজ্ঞাপগম্য-  
মানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ । অথেন্দঃ  
জগদপীতাবপি বিভক্তয়েব পরেণ ব্রহ্মণ্যবতিষ্ঠেতৈবমপ্য-  
পীতিরেব ন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ কার্যং ন সম্ভবতী-  
ত্যসমঞ্জসমেবেতি । অত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

দাদিপরিশ্রমে বা রজ্জাং সর্পধারাদিবিভ্রমে বা নিয়মো দৃষ্টঃ । সমুজ্জো  
হি কদাচিৎ কেনোপরিপ্লবেণ পরিণমতে কদাচিদ্ব্যুদ্যাদিনা । রজ্জাং হি কপিৎ  
সর্প ইতি বিপর্যাস্যতি কশ্চিচ্ছায়েতি । ন চ ক্রমনিরমঃ । সৌহরমজ  
ভোগাদিবিভাগ নিরমঃ ক্রমনিরমশ্চাসমঞ্জস ইতি । কলান্তরেণাসামঞ্জসা-  
মাহ —“অপি চ ভৌক্তৃণা”মিতি । কলান্তরেণ শব্দাপূৰ্ব্বমাহ “অপেন্দ”মিতি ।  
সিদ্ধান্তসুত্রম্ ।

প্রথমকালে কারণত্রয়ে অভিভাগ প্রাপ্ত হইবেক । সীন বা এক ৩টের  
বাইবেক । তাহা হইলে নিশ্চিত হইবে যে কারণকে স্বীয় অন্তর্ভাষ্যাদি  
দোষে দূষিত করিবেক । লক্ষ্য যেমন জগৎ দূষিত করে সেইরূপ ।  
কলিতার্থ এই যে, কার্য যেমন অগুহ তেমন প্রথমকালে কারণও অগুহ  
হন । ইহা স্বীকার করিলে । সৰ্বজ্ঞ এক জগৎকারণ, এই উপনিষদ  
দর্শন (জ্ঞান) অসমঞ্জ হইবে । অত্র অসামঞ্জস্য এই যে, এই সমস্ত  
বিভাগ প্রথমে অবিকৃত হইলে বিভাগনিরামক (কারণ বিশেষ) কোন  
কিছু থাকিবেক না, তাহা না থাকিলে বিভাগক্রমে পুনরুৎপত্তিও  
হওতে পারিবে না । তৃতীয় অসামঞ্জস্য এই যে, ভৌক্তৃগণ (জীবসমূহ)  
পরমাত্মার অবিকৃত হইবেক এবং পুনরুৎপত্তিকালে মুক্তাত্মারও পুনরুৎপ  
প্রসক্তি হইবেক । যদি বল, জগৎ পরমাত্মার সহিত বিতক্তভাবে অবস্থান  
করিতে, অষ্টৈবত্ববাদী তাহাও বলিতে পারিবেন না । বিতক্ত থাকিলে  
আবার প্রথম কি ? প্রথম অসম্ভব এবং উপনিষদ দর্শন যে, কার্যাকারণকে  
অব্যক্তিরূপে বলেন, তাহাও অসম্ভব হয় । এই জন্যই বলিতেছি, উপনিষদ  
দর্শন সমস্তই অসমঞ্জস । দুজ্ঞাব এই সকল অসামঞ্জস্যের সমাধান  
বলিতেছেন—

## ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥ \*

নৈবাস্তদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমস্তি। যন্তাবলতি  
হিতং কারণমপিগচ্ছৎ কার্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দুষয়ে-  
দিতি তদদূষণম্। কস্মাৎ। দৃষ্টান্তভাবাৎ। সন্তি হি দৃষ্টান্তা  
যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দুষ-  
য়তি। তদযথা শরাবাদয়োন্মৎ প্রকৃতিকা বিকারা বিভাগা-  
বস্থায়ামুচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তুঃ পুনঃ প্রকৃতিমপিগচ্ছন্তো  
ন তামাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণ-  
বিকারা অপীতো ন সুবর্ণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি।  
পৃথিবীবিকারশ্চ ভূর্বিবধো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতা-  
বাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। তৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ

নাবিভাগমাত্রং লয়োহপি তু কারণে কার্যস্যাবিভাগস্তত্র চ তদ্ব্য-  
করণে সন্তি সতস্রং দৃষ্টান্তাঃ। তব তু কাবণে কার্যস্য লবে কার্য-  
ধর্ম্মকরণে ন দৃষ্টান্তলবোপাত্তিতার্থঃ। স্যাদেতৎ। যদি কার্যস্যাবিভাগঃ

বেদান্তদর্শনে অসম্ভবম্। অসামঞ্জস্য নাই। দৃষ্টান্ত থাকায় “লয়প্রাপ্ত  
জগৎকারণকে স্বীয় দোষে দূষিত করে” এ দোষ দোষ নহে। লয়প্রাপ্ত  
কার্য কারণকে স্বীয় ধর্ম্ম দূষিত করে না, এ বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত আছে।  
যেমন মৃত্তিকাদি প্রভব ঘটাদি বিভাগাবস্থায় ( কার্যাবস্থায় ) নানা প্রভেদ-  
বৃত্ত থাকিলেও অবিভাগাবস্থায় অর্থাৎ লয়াবস্থায় কারণকে ( মৃত্তিকাকে )  
স্বীয় ধর্ম্মে সংসৃষ্ট করে না। যমন সুবর্ণপ্রভব রুচকাদি ( অলঙ্কার ) লয়কালে  
সুবর্ণকে স্বধর্ম্মবিশিষ্টে কাব না, যেমন পৃথিবীবিকার চতুর্বিধ দেহ পৃথিবী  
প্রাপ্তিকালে স্বধর্ম্মবিশিষ্টে কাব না, সেইরূপ, জগৎও লয়কালে কারণকে  
( ব্রহ্মকে ) জগদধর্ম্মবিশিষ্টে কাব না। [ তৎ পক্ষ্যম্ : ] অন্তঃপক্ষে এইরূপ

১. যদুক্তং সুবর্ণং লয়প্রাপ্তে তৎস্বীয় ধর্ম্মকরণে দূষিতং তৎস্বীয় ধর্ম্মেণ দূষিতং।  
সন্তি দৃষ্টান্তাঃ—লীয়েন কার্যং ন কার্যং “যদুক্তং সুবর্ণং” ক রাষ্ট্রীভাষ্যে—বাস্তবিক সত্য  
ধর্ম্মের কথা বলেন সে সকল ধর্ম্ম বলিয়া লগা হইতে পারে না। “যদুক্তং কার্যং”  
কাবণকে স্বধর্ম্মবিশিষ্টে করে না, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

দৃষ্টান্তোহস্তু। অসীতির্যেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং  
 স্বধর্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত। অনন্যাত্মেহপি কার্য্যাকারণয়োঃ কার্য্যন্ত  
 কারণাত্মত্বং ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং, আরম্ভগুণাদিত্যা  
 ইতি বক্ষ্যামঃ। অত্যন্তক্ষেদমুচ্যতে কার্য্যমপীতাবাস্তীয়েন  
 ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজেদিতি স্থিতাবপি হি সমানোহয়ং প্রসঙ্গঃ  
 কার্য্যাকারণয়োঃ অনন্যাত্মাত্ম্যপগমাৎ। ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা,  
 আত্মাবেদং সর্ব্বং, ত্রৈলোক্যবেদমমৃতং পুরস্তাৎ, সর্ব্বং খল্বিদং  
 ত্রৈলোক্যোবমাদ্যাভির্হি প্রতীতিরবিশেষেণ ত্রিষপি কালেষু

কালে, কথং কার্য্যধর্ম্মাবগং কাবল্যস্যেত্যত আহ “অনন্যাত্মেপী”তি।  
 যথা রজতস্যাবোপিতস্য পারমার্থিকং রূপং শুক্লির্ন চ শুক্লে রজত-  
 মেবমিদমপীতার্থঃ। অপি চ দ্বিত্যংপত্তিপ্রণয়কারণেণ ত্রিষপি কার্য্যস্য  
 কাবল্যভেদমভিদধতী প্রতিরমতিশব্দনীয়া। সর্ব্বেণেব বেদবাদিত্ত্বত্র  
 দ্বিত্যংপত্ত্যর্থঃ পরিহারঃ স প্রলয়েহপি সমানঃ কার্য্যস্যাবিন্যাসমা-  
 বোপিতত্বং নাম। তস্মান্নাপীতিমাত্রমন্তঃযাজ্ঞমিত্যাহ “অত্যন্তক্ষেদমুচ্যতে”  
 এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু তৎপক্ষে দৃষ্টান্ত নাই। (মধুর জল লবণের  
 কারণ নহে, সুতবাং তাহা অদৃষ্টান্ত)। আরও দেখ, কারণে যে কার্য্য  
 থাকে তাহা স্বধর্ম্ম(জলাহরণাদি ধর্ম্ম)বিশিষ্ট নহে। কার্য্য যদি কারণে  
 স্বধর্ম্মসমেত প্রবেশ করিত, তাহা হইলে আর তাহার জর হইত না।  
 (কার্য্য কারণে শক্তিরূপে লুপ্তায়িত থাকে, কার্য্যরূপে থাকে না, তাই তাহার  
 ‘লয়’ আখ্যা হয়। কার্য্যরূপে থাকিলে ‘লয়’ শব্দার্থ অসম্ভব হইয়া পড়ে।)  
 যদিও কার্য্য-কারণ এক বা অভিন্ন, তথাপি, কার্য্যই কারণাত্মক, কারণ  
 কার্য্যাত্মক নহে। এ কথা “আরম্ভগুণাদিত্যাঃ” হুজে বলা হইবেক।  
 [অত্যন্ত সমানঃ] কার্য্য লয়াবস্থার কারণকে স্বধর্ম্মসংসৃষ্ট করে না  
 কেন? এ আপত্তি সিকিৎসকের অর্থাৎ তুচ্ছ। (অভিপ্রায় এই যে, ঐ  
 আপত্তি তোমার আমার উভয় পক্ষেই সমান। আমরাও চিকিৎসকের  
 জন্য ঐ দোষ উল্লেখ করিতে পারি।) কার্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে, এক,  
 ইহা স্বীকৃত থাকার কারণে কার্য্যধর্ম্মের প্রবেশাশঙ্কা লয় ও দ্বিতি উভয়  
 অবস্থাতেই আছে। “এ সমস্তই আত্মা” “আত্মাই এ সমস্ত” “এ সমস্তই  
 স্বর্গ” এই সকল প্রতি স্মৃতি, দ্বিতি, লয়, তিন্ কালেই কার্য্যাকারণের অভিন্ন



কার্যস্য কারণাদনন্যত্বং প্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ  
 কার্যস্য তদ্ব্যবসায়িকাবিদ্যাধ্যারোপিতত্বান্ন তৈঃ কারণং  
 সংসৃজ্যত ইতি অপীতাবপি স সমানঃ। অস্তি চায়মপরো  
 দৃষ্টান্তঃ, যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়ায়া মায়াবী ত্রিষপি-  
 কালেবু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্ত্বত্বাৎ এবং পরমাত্মাপি সংসার-  
 মায়ায়া ন সংস্পৃশ্যত ইতি। যথা চ স্বপ্নদৃগেকঃ স্বপ্নদর্শন-  
 মায়ায়া ন সংস্পৃশ্যতে প্রবোধসম্প্রসাদয়োরনন্যাগতত্বাৎ,  
 এবমবস্থাভ্রময়সাক্ষ্যকোহব্যভিচার্যবস্থাভ্রমেণ ব্যভিচারিণা  
 ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হেতুৎ পরমাত্মনোহবস্থাভ্রম-  
 আনাবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবনেতি। অত্রোক্তং  
 বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিস্তিরাচার্যৈঃ—

ইতি। “অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তো” “যথা স্বপ্নদৃগেক” ইতি। লৌকিকঃ  
 পুরুষঃ। “এবমবস্থাভ্রময়সাক্ষ্যক” ইতি। অবস্থাভ্রমমুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ।

ধাকা উপদেশ করিয়াছেন। তুমি স্থিতিকালের আশঙ্কা যেক্রমে পরিহার  
 করিবে আমি লয়কালের আশঙ্কা সেইক্রমে নিবারণ করিব। স্থিতিকালের  
 আশঙ্কা এইক্রমে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যথা—যেহেতু কার্য ও কার্যের  
 ধর্ম অবিদ্যাকল্পিত—সেই হেতু কারণ কার্যে বা কার্যধর্মের সংসৃষ্ট (কলু-  
 বিত) হয় না। (যাহা মিথ্যা; কিরূপে তাহা সত্যকে স্পর্শ করিবে?)  
 ইহার দ্বারা যদি স্থিতিকালের আশঙ্কা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে লয়কালের  
 আশঙ্কাও উহার দ্বারা পরিত্যক্ত হইবেক। দোষ সমান হইলে তাহার  
 পরিহারও সমান হয়। [অস্তি...ভাবনেতি] এতদ্বিত্ত, অন্য দৃষ্টান্তও  
 আছে। যেমন মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) কোনও কালে স্বপ্রসারিত মায়ায়  
 স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি, পরমাত্মাও সংসারমায়ায় স্পৃষ্ট হন না। না হইবার  
 কারণ এই যে, মায়ামাত্রেরই অবস্ত্ব (মিথ্যা)। যেমন স্বপ্নদর্শী বাস্তবিক  
 দ্বারা লিপ্ত হয় না, না হওয়ার নিদর্শন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, তেমনি, অবস্থা-  
 ভ্রমদর্শী এক অব্যভিচারী চিদাত্মা আবহিক ধর্মের লিপ্ত হন না। আত্মাতে  
 যে জাগ্রৎ-আদি অবস্থা প্রতীত হয়, তাহা মারিক। অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-  
 প্রতীতির ন্যায় মিথ্যা। [অত্রোক্তং...ভবিষ্যতি] বেদান্ততত্ত্ব সমুদায়-

“অনাদিমায়রা হুণ্ডো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজ্ঞমনিদ্রমশ্বপ্নমবৈতং বুধ্যতে তদা” ॥ ইতি ।

তত্র যদুক্তমপীতো কারণস্যাপি কার্যস্যেব হৌল্যাঙ্গি-  
দোষপ্রসঙ্গ ইতি, তদযুক্তম্ । যৎ পুনরৈতদুক্তং সমস্তস্য  
বিভাগস্যাভিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্বিভাগেনোৎপত্তৌ নিয়ম-  
কারণং নোপপদ্যত ইত্যয়মপ্যদোষো দৃষ্টান্তভাবাদেব । যথা  
হি স্রষ্টৃশক্তিসমাধ্যাদাবপি সত্যং স্বাভাবিক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ  
মিথ্যা জ্ঞানস্যানপোদিতত্বাৎ পূর্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো  
ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি । অতিশীঘ্রং ভবতি—ইমাঃ  
সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি,  
ত ইহ ব্যাত্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো  
বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যন্তবন্তি তত্তদা  
ভবন্তীতি । যথা হি অসম্বিত্তভাগেহপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞান-

কল্পান্তরেণাসামঞ্জস্যে কল্পান্তরেণ দৃষ্টান্তভাবঃ পরিহারমাহ “যৎ পুনরৈ-

বিৎ প্রাচীন আচার্য্যগণও এ কথা বলিয়াছেন । যথা—“অনাদি মায়ার  
নির্জিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, মায়ানিত্রা ত্যাগ করে, তখন, অজ্ঞ-দি-অবস্থা  
রহিত আত্মাবৈত বৃত্তিতে পায় বা অল্পভব করে ।” অতএব, তুমি কে  
বলিয়াছিলে, কার্য্য স্বীকরণে প্রবেশ করিলে কারণকে স্থল না করে  
কেন ? তাহা নিতান্ত অযুক্ত । ( কার্য্য সকল মিথ্যা বলিয়াই তাহার  
লয়োরগ্নে কারণের বৃত্তি হ্রাস হয় না । ) আর এক দোষ দেখাইয়াছিলে,  
যে, এই সকল বিভাগ অবিভক্ত বা এক হইলে পুনরুৎপত্তিকালে বিভাগ-  
নিরামকের অভাব হইবেক, কিন্তু আমরা বলি, তাহাও দোষ নহে ।  
কেন-না, অবিভাগপ্রাপ্ত হইলেও পুনর্বিভাগ হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে ।  
স্রষ্টৃ-সমাধি-কালে এ সকল অবিভক্ত হয়, এক হইয়া যায়, আবার প্রবোধ  
কালে ও ব্যুৎপাদনকালে পুনর্বিভক্ত হয় । [ অতিশীঘ্রং - মায়তে ] এ কথা  
প্রতিপত্তিও বলিয়াছেন । যথা—“স্রষ্টৃকালে এই সকল প্রজা ( জন্ত ) সংস্পর্শ  
হয় । অথচ জানে না, আমরা সংস্পর্শ হইরাছি । \* তাৎক্ষণিক আবিষ্কে-

প্রতিবন্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতৌ দৃশ্যতে,  
 এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধেব বিভাগশক্তিরনুমা-  
 ন্যতে । এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত्यूক্তঃ ।  
 সম্যগ্জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্যাপোদিতত্বাৎ । যঃ পুনরয়মন্তে-  
 হপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতোহথৈদং জগদপীতাবপি বিভক্ত-  
 মেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতিতি সোহপ্যনভ্যুপগমাদেব  
 প্রতিষিদ্ধঃ । তস্মাৎ সমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

### স্বপ্নকদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥ \*

তদ্বক্তৃমিতি । অবিদ্যাশক্তেন্নিয়ত্বাচ্চুৎপত্তিনিয়ম ইত্যর্থঃ । “এতেন”  
 ইতি । মিথ্যাজ্ঞানবিভাগশক্তিপ্রতিনিয়মেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ  
 প্রত्यूক্তঃ কারণভাবে কার্য্যাবাস্য প্রতিনিয়মাৎ তদ্বজ্ঞানেন চ স-  
 শক্তিনো মিথ্যাজ্ঞানস্য সমুলঘাতঃ নিহতত্বাদিতি ।

পুনরায় ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ ও দংশ প্রভৃতি যথাবিভাগে  
 পুনরুদ্ভূত হয় ।” সৃষ্টিকালে সমস্ত কার্য্য পরমাত্মার অবিভাগপ্রাপ্ত হয়  
 অথচ অজ্ঞান-সহায় বিভাগশক্তি বিদ্যমান থাকে । এতদ্দৃষ্টান্তে লয়-  
 কালেও বিভাগকাবণ অজ্ঞানের অন্তিত্ব অনুমান করিবে । (সেই সেই  
 অজ্ঞানসংস্কারই পুনরুৎপত্তিকালে বিভাগের নিয়মন করে) । [এতেন...  
 দর্শনম্] পুনঃ সৃষ্টিতে মুক্তাত্মারও পুনরুৎপত্তি হইতে পারে, এ আপত্তিও  
 প্রদর্শিত যুক্তিতে নিরস্ত হইতেছে । সম্যক্ জ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানের বাধ হয়,  
 এ কথা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে । (অজ্ঞানের বাধ হয় বলিয়াই  
 মুক্তাত্মার পুনরুৎপত্তি হয় না) সর্ব্বশেষে আর একটি কথা বলিয়াছিলে যে,  
 প্রলয়কালেও জগৎ বিভক্তরূপে পরমাত্মার অবস্থান করে, সে কথা  
 অগ্রাহ্য । বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিতপ্রকারে উপনিষদ দর্শন  
 (উপনিষদের জ্ঞান) সমঞ্জস । অসমঞ্জস নহে ।

\* সাংখ্যপক্ষেহপি তদোষাণাং সম্বাদিত্যর্থঃ । যে দোষাঃ সাংখ্যোঃ প্রদর্শিতান্তে দোষাঃ  
 সাংখ্যপক্ষেহপি সত্ত্বীতি তদ্বিরাসপ্রয়াসোনাস্বাভিঃ কার্য্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ।—এ সকল দোষ  
 সৎসংখ্য মতেও আছে । সাংখ্য যে কীভাবে এই সকল দোষের উদ্ধার করিবেন আশ্বরাও  
 সেই কীভাবে করিব । তজ্জন্য পৃথক্ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না ।

স্বপক্ষে চৈতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষা প্রোচ্যন্তঃ।  
 কথমিতি, উচ্যতে। যত্তাবদভিহিতং বৈলক্ষণ্যম্বেদং জগদু-  
 ব্রক্ষপ্রকৃতিকমিতি, প্রধানপ্রকৃতিকতায়ামপি সমানমেতচ্ছ-  
 দাদিহীনাং প্রধানাচ্ছদাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ।  
 অতএব চ বৈলক্ষণ্যকার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ সমানঃ প্রাপ্ত-  
 পত্তেরসংকার্যবাদপ্রসঙ্গঃ। তথাহীপীতৌ কার্যাস্ত্র কারণা-  
 বিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎ প্রসঙ্গোহপি সমানঃ। তথা যদিত  
 সর্ববিশেষেষু বিকারেষুপীতাববিভাগাত্মতাং গতেষ্বিদমস্যা  
 পুরুষশ্রোপাদানমিদমশ্চেতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতি পুরুষং  
 যে নিয়িতা ভেদা ন তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তঃ

কার্যাকারণরৌবৈলক্ষণ্যং তাবৎ সমানমেবোভয়োঃ পক্ষয়োঃ প্রাপ্ত-  
 পত্তেবসংকার্যবাদপ্রসঙ্গোহীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গশ্চ প্রধানোপাদানপক্ষ  
 এব নান্যৎ পক্ষ ইতি যদ্যপ্যুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যামস্তথাপি শুভ-

সাংখ্য যে-সকল দোষ দেখান্ সে সকল দোষ উভয়পক্ষে সমান অর্থাৎ  
 সে সকল দোষ তাঁহাব নিজপক্ষেও আছে। সাংখ্য যে বলেন, জগৎ এক-  
 বৈলক্ষণ্য বলিয়া ব্রহ্মপ্রভব নহে, সাংখ্য তাহা বলিতে পারেন না। কারণ,  
 ঐ বৈলক্ষণ্য প্রধানবাদেও আছে। প্রধানবাদী সাংখ্যও শব্দাদিবিহীন  
 প্রধান হইতে শব্দাদিমান জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। কার্যো কার-  
 ণের বৈলক্ষণ্য থাকা স্বীকার করাতেই সাংখ্যের নিজপক্ষ পরপক্ষের সহিত  
 সমান হইতেছে। অর্থাৎ যে দোষ পরপক্ষে—সেই দোষই তাঁহার  
 নিজপক্ষে আছে। অধিকন্তু সাংখ্যপক্ষে অসংকার্যবাদের আপত্তি হইতে  
 পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্যের সিদ্ধান্তে কার্যমাত্রাই সং কিম্ব কার্যো  
 কারণের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করার সে সিদ্ধান্ত থাকিতেছে না। সাংখ্যও  
 প্রলয়কালে কারণে (প্রকৃতিতে) কার্যের (জগতের) অবিভাগ (এক  
 হইয়া যাওয়া) স্বীকার করেন হুতরাং তাহার নিজপক্ষেও পূর্বোক্ত  
 দোষসমূহ (কার্যের রূপাদি কারণে প্রবেশ করা প্রকৃতি) অবশ্য আশ্রয়  
 করিবে। প্রলয়ের পূর্বে যে প্রত্যেক আত্মার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট

শক্যন্তে কারণাভাবাৎ । বিনৈব চ কারণেন নিয়মেহভ্যুপ-  
গম্যমানে কারণাভাবসামান্যাত্ মুক্তানামপি পুনর্নব্ব্যপসঙ্গঃ ।  
অথ কেচিদ্ভেদা অপীতাববিভাগমাপদ্যন্তে কেচিন্নেতি চেৎ,  
যেনাপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতীত্যেবমেতে  
দোষাঃ সাধারণহান্নান্যতরশ্চিন্ পক্ষে চোদয়িতব্য। ভবন্তী-  
ত্যদোষতামেবৈবাং দ্রুয়তি অবশ্যাশ্রয়িতব্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

✓ তর্ক্য প্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেব-  
মপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥ \*

ত্রিহিকরা সমানতাপাদনমিদানীমিতি মন্তব্যমিদমস্য পুরুষস্য স্বধঃখো-  
পাদানং ক্লেশকর্ষণাদীদমসৌতি । স্তগমমন্যৎ ।

বিভাগ থাকে। অর্থাৎ ভোগ নিয়ামক বিভিন্ন ভোগ্য থাকে। অমুক আত্মার  
অমুক কণ্ঠ, অমুক ফল, অমুক অমুক-আত্মার অভোগ্য, ইত্যাদি প্রকার  
নিয়মিত বিভাগ থাকে। প্রলয়কালে সে সমস্ত বিভাগ বিনষ্ট ও এক হয়  
সুতরাং কারণাভাবপ্রযুক্ত পুনরুৎপত্তি কালে আর সে সকল বা সেরূপ  
নিয়মিত বিভাগ খটিতে বা হইতে পারে না। নিয়ামক কারণের অভাব  
কালেও যদি নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে, মুক্তপুরুষের  
পুনর্নব্ব্যপসঙ্গ স্বীকার করিতে হইবেক। কারণ, মুক্তপুরুষেও পূর্বোক্ত  
সংসারনিয়ামক কারণের অভাব আছে। [অথ...তব্যাৎ] কোন  
কোন ভেদ (সংঘাত বিশেষ) প্রকৃতি লীন হয়, কোন কোন ভেদ  
সেরূপ হয় না, এরূপ বলিলেও দোষ হইবেক। দোষ এই যে, যেগুলি  
প্রাকৃতিলীন হইবে না সেগুলিকে আর প্রাকৃতিক বলিতে পারিবে না।  
(সে পক্ষে, পুরুষ ব্যতীত সমস্তই প্রাকৃতিক, এ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত  
আছে)। এইরূপে, প্রদর্শিত দোষনিচয় উত্তরণক্ষেই সমান জানিবে।  
যেহেতু সমান, সেই হেতু কোনও পক্ষ উক্ত দোষের অবতারণ করিতে  
পারেন না এবং পারেন না বলিয়াই তাহা অদোষ অর্থাৎ দোষ নহে।  
(যে দোষ উত্তর-স্বীকার্য্য সে দোষ দোষ নহে)।

\* তর্কস্য উহস্য অপ্রতিষ্ঠানং অববহিতত্বাৎ অপি শাস্ত্রগম্যো বস্তুনি নানর্হব্যতর্ক ইতি  
পুণ্যনব্ব্য। হেতুসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ অনাধেতি। চেৎ বদ্যপি তর্কস্য অন্যথা একান্তদ্রুয়

ইতচ্চ নাগমগমোহর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং,  
যস্মামিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতি-  
ষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ । তথা হি—কৈশ্চি-  
নভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরনৈরা-  
ভাস্তমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদনৈরাভাস্যন্ত ইতি

কেবলাগমগমোহর্থে স্বতন্ত্রতর্কাবিষয়ে । ন সাংখ্যাদিবং সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-  
মাত্রেন তর্কঃ প্রবর্তনীয়ো যেন প্রধানাদিসিদ্ধির্ভবেৎ । তদতর্কো হি স  
ভবত্যপ্রতিষ্ঠানাৎ । তদুক্তম্—

যত্নেনানুমিতোপার্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ ।

অভিযুক্ততরৈরনৈরাত্মৈরথৈবোপপাদ্যতে ॥ ইতি ।

ন চ মহাপুরুষপরিগৃহীতত্বেন কস্যাচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠা মহাপুরুষাণা-

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য, তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উদ্যম  
করিতে নাই । কারণ এই যে, পুরুষ শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমানের  
সাহায্যে যে সকল তর্কের কল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, সে সকল তর্ক প্রতি-  
ষ্ঠিত হইবার ( স্থির না থাকার ) সম্ভাবনা নাই । কেন-না, কল্পনার কোন  
অঙ্কুশ ( নিয়ামক ) নাই । যে যে-পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা  
করে । [ তথাহি...বৈধর্ম্যপাৎ ] অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, এক পণ্ডিত  
অতি বড়ে একটা তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার  
মিথ্যা ( ভুল ) দেখান । আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও  
মিথ্যা করেন । বা ভুল দেখান । মানববুদ্ধি বিচিত্র, নানাপ্রকার, সেই কারণে  
প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব । যে হেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত অর্থাৎ একপ্রকার

প্রতিষ্ঠিতত্বমিতি যাবৎ অনুসন্ধানঃ অনুমানাহঃ, এবমপি তত্রাপি অবিরোধঃ মুক্ত্যভাবঃ তস্য  
প্রসঙ্গো প্রসঙ্গিভবমিতি শেষঃ । তত্রোপ জ্ঞানাৎ মুক্ত্যযোগাৎ তর্কেণ বেদান্তসম্বন্ধব্যাখ্যা  
ন বুদ্ধি ইত্যভিপ্রায়ঃ । অথবা তত্রাপি প্রদর্শিত তর্কদোষস্য অনিবারণঃ ভবতীতি ভাঃ-  
পদ্যম্ ।—তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে না, সুতরাং তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ  
আছে । কেহেতু অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে সেই হেতু শাস্ত্রগম্য বস্তুতে তর্কের আদর করা  
অনায়া । যদি বল, অনুমানের বলে এমন তর্ক গ্রহণ করিব—যাহা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থির—  
যিচ্ছিত হইবার নহে—বলিলেও তর্কের যোচন নাই ( তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ  
নিবারিত হয় না ) অথবা তর্কশ্রবণ জ্ঞানে বুদ্ধি হয় না, এ আপত্তি পূর্বপরিচিত  
তইবেক ।

ন প্রতিষ্ঠিতং তর্কিণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুম্ । পুরুষমতি-  
বৈশ্বরূপ্যাৎ । অথ কশ্চিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাস্ত কপিলস্ত-  
হন্তস্ত বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাক্রীয়েত, এবমপি অপ্র-  
তিষ্ঠিতত্বমেব । প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরণাং  
কপিলকণ্ডুকপ্রভৃতীনাং পরম্পরং বিপ্রতিপত্তির্দর্শনাৎ ।  
অথোচ্যেত অন্যথা বয়মনুমাস্যামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো  
ভবিষ্যতি, ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যতে বক্তুং,

মেব তর্কিণাং মিথো বিপ্রতিপত্তেবতি স্মরণ শব্দত “অন্থথানুমেষ-  
মিতি চেৎ” । তদ্বিভক্তে—“অন্থথা বয়মনুমাস্যামহে” ইতি । নাস্তমানা-  
ভাসব্যভিচারেণানুমানব্যভিচারঃ শব্দনীয়ঃ প্রত্যক্ষাদিষপি তদাভাসব্যভি-  
চায়েণ তৎপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবলিস্বানুসরণে নিপুণ-  
নানুমায়া ভবিতব্যং ততশ্চাপ্রত্যাং প্রধানং সেৎসাতীতি ভাবঃ । অপি  
চ যেন তর্কেণ তর্কিণামপ্রতিষ্ঠামাহ স এব তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতোভূত্বপে-  
তদপ্রতিষ্ঠায়ামিতরাপ্রতিষ্ঠানাভাবাদিত্যাহ—“ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব”

নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ হয় না ।  
যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোসদ্বিত অর্থাৎ স্থিতির (অব্যভিচারী)  
তর্ক হয় না, সেই হেতু তর্ক অবিশ্বাস্য । তর্কেব প্রতি বিশ্বাস করিয়া  
শাস্ত্রার্থনির্ণয় করা অনায়ায্য । [অথ দশনাৎ] খ্যাতনামা কপিল  
সর্বজ্ঞ, তৎকালণে কপিলের তর্ক প্রতিষ্ঠিত (অকাট্য), একপ বলিলে  
বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটিও তাকে অন্যরূপ হইয়া  
যায় । (কপিল সর্বজ্ঞ, গৌতম অসর্বজ্ঞ, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ?) । কপিল,  
কণাদ, গৌতম, ইহারা সকলেই খ্যাতনামা—সকলবই মাহাত্ম্য সর্ব-  
বিদিত—অথচ তাহাঁদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মতবৈপরীত্য দেখা  
যায় । (কপিলের মতে কণাদেব ও গৌতমেব আপত্তি এবং কণাদ-  
গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়) । [অথো প্রতিষ্ঠাপাতে]  
যদি বল, আমরা এমন একটি তর্কের অনুমান করিব \* (অনুমান খাটাইয়া

\* আমরা একপ তর্ক করিব বা অনুমান করিব, বাহাতে অপ্রতিষ্ঠা দোষ না ঘটে ।  
এরূপ অনুবাদও হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, সকল তর্ক সত্য বা হটক, ব্যাপ্তিপক্ষ  
পর্য্যাপ্তসম্পন্ন তর্ক (অনুমানরূপ তর্ক) সত্য হইবেক ।

এতদপি হি তর্কানামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কোণৈব প্রতিষ্ঠাপাতে  
 কেযাঞ্চিং তর্কানামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনাহনোযামপি তজ্জ্ঞা-  
 তীয়কাণাং তর্কানামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্বতর্কপ্রতি-  
 ঠায়াঞ্চ সর্বলোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্তমানা-  
 ধ্বসাম্যেন হ্যনাগতেহপ্যধ্বনি স্তথদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারায় প্র-  
 বর্তমানো লোকে দৃশ্যতে। অত্যাথবিপ্রতিপত্তৌ চার্থা-

ইতি। অপি চ তর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং সকললোকব্যহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ন চ  
 অত্যাথ্যভাসনিরাকরণেন তদর্থতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যাহ “সর্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ”  
 ইতি। অপি চ বিচারায়কস্তুকত্বকিতপূর্বপক্ষপরিভাষণেন তর্কিতং

এমন একটি তর্ক বাছিয়া লইব।, যাহার অপ্রতিষ্ঠা দোষ নাই। তোমরা  
 কিছু এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, একটিও প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই।  
 একটি না একটি প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে। \*  
 (সেই তর্কের দ্বারা আমরা প্রধান সিদ্ধি করিব, তথাপি ব্রহ্মকারণবাদ  
 মানিব না)। এ কথার প্রত্যুত্তর (প্রতিবাদ) এই যে, তাহা হইলে  
 তোমরাও তর্কের দ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব (স্থিরতা) স্থাপিত করিলে।†  
 [কেযাঞ্চিং-ক্রিয়তে] তবে এরূপ বলিতে পার যে, কোন্ কোন  
 তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠিত কল্পনা করিতে গেলে  
 ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে। সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়  
 তাহা হইলে লোকের প্রযুক্তিনিবৃত্তি-ব্যবহার কি প্রকারে নির্বাহ হয়?  
 উচ্ছিন্ন হয় না কেন? আমরা দেখিতেছি, প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ  
 স্তথদুঃখের প্রাপ্তি-পরিহারের জন্য সর্বদা চেষ্টমান। সে চেষ্টা তর্ক-  
 মূলক।‡ (তর্কের অন্য নাম কল্পনা)। তর্কের সত্যতা না থাকিলে  
 সে সকল ব্যবহার থাকিত না, এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। অপিচ, অত্যাথের

\* একটি তর্কের সত্যতা দৃষ্ট হইলে তদ্বারা অন্য তর্কের সত্যতা অনুমিত হইতে পারে।

† যেমন নিজে নিজকে আরোহণ করা অসম্ভব, তেমনি, তর্কের দ্বারা তর্কের  
 প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় করাও অসম্ভব।

‡ যেমন অতীত ও বর্তমান বিষয়ক প্রবৃত্তি—তেমনি অনাগতবিষয়ক প্রবৃত্তি।  
 লোক সকল অতীত ও বর্তমানে ভোজনে দ্ধার শাস্তি হইতে দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভোজনে  
 দ্ধার শাস্তির কল্পনা কবে করিয়া আহারীয় ব্রহ্মের আয়োজন করে, ইত্যাদি।



তাননিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তি  
নিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে । যদুপরি চৈবমেব বস্তুতঃ—

“প্রত্যক্ষমজ্ঞানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ ।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমতীন্দ্রতা ॥” ইতি

“আর্যং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

বস্তুর্কেণানুসন্ধিতে স ধর্মঃ বেদ নেতরঃ” ॥ ইতি চ

ব্রুবন্ । অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কারো যদপ্রতিষ্ঠিতঃ  
নাম । এবং হি সাবদ্যতর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যন্তর্কঃ প্রতি-  
পত্তব্যো ভবতি । ন হি পূর্বকো মূঢ় আসীদিত্যাঙ্ঘ্র্যনাপি  
মূঢ়েন ভবিতব্যমিতি কিঞ্চিদন্তি প্রমাণম্ । তস্মান তর্কা-  
প্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেৎ, এবমপ্যবিরোধপ্রসঙ্গঃ । বদ্যপি

ব্রাহ্মত্বমজ্ঞানান্ধি । সতি চৈব পূর্বপক্ষবিষয়ে তর্কে প্রতিষ্ঠারহিতে  
প্রবর্ততে, তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তে: । তদ্বদাহ “অয়মেব চ তর্কজ্ঞা-  
লঙ্কার” ইতি । তামিমামাশঙ্ক্যঃ সূত্রেণ পরিহরতি—“এবমপ্যবিরোধ-  
প্রসঙ্গঃ” । ন বরমন্যত্র তর্কমপ্রমাণনাম: কিন্তু অগৎকারণসেবা স্বাভা-  
বিকপ্রতিবন্ধবশ লিপ্যন্তি । বস্তু সাধর্ম্যটৈবধর্ম্যমাত্ৰং, তদপ্রতিষ্ঠাধো-

সন্দেহ হইলে পণ্ডিতেরা বাক্যবৃত্তিনিরূপণ রূপ তর্কের দ্বারা তাহার তাৎ-  
পর্যার্থনির্ণয় করেন । [মহু. নাম] এ কথা ভগবান্ মহুও বলিয়াছেন  
( তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন ) । বখা—“বাহারার ধর্মশুদ্ধি  
ইচ্ছা করেন, তাহারার প্রত্যক্ষ, অজ্ঞান ( তর্ক ) ও বিবিধ শাস্ত্র উক্তমরূপে-  
বিদিত হইবেন ।” “যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বনপূর্বক ধর্ম-  
শুদ্ধি ধর্মবিধি অজ্ঞানদ্বান করেন, সেই পুরুষই ধর্মরহস্য জ্ঞাত হন ।” সপ্রতি-  
ষ্ঠিতা তর্কের শোভা, দোষ নহে । [ এবং...প্রসঙ্গঃ ] যে তর্কে দোষ আছে  
সে তর্ক ত্যাগ কর, করিয়া নির্দোষ তর্ক গ্রহণ কর । পূর্বপক্ষই ঠিক ছিলেন  
কিন্তু আদ্যাকেও মূঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই । ( অর্থাৎ-এক  
তর্কের দ্বারা দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্দেশ্যে অসত্য্য ) এরূপ ধর্মিলেও  
যোচন নাই । [ বদ্যপি...বোচ্যম্ ] বিষয়বিশেষে প্রতিষ্ঠিত তর্ক থাকে

কচিবিররে তর্কন্য প্রতিষ্ঠিতহুপলক্ষ্যতে তথাপি প্রকৃতে  
 তাববিররে-প্রসঙ্গত এবাপ্রতিষ্ঠিতহুদোষাদিনিশ্চোকতর্কতা  
 ন হীদমতিগকীরং ভাববাখ্যাত্যং মুক্তিবিবজ্ঞনমাগমমন্তরে  
 শোংপ্রেক্ষিতুর্মপি শক্যম্। রূপাদ্যভাবাঙ্কিনারমর্থঃ পুতাক্ত  
 গোচরোলিঙ্গাদ্যভাবাঙ্ক নানুমানাদীনামিত্যবোচাম। অপি  
 চ সম্যগ্জ্ঞানান্মোক ইতি সর্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ।  
 তচ্চ সম্যক্জ্ঞানমেকরূপং বস্তুতন্ত্রহাৎ। একরূপেণ হব-  
 স্থিতো বোহর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিরয়ং জ্ঞানং সম্যক্  
 জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাহ্মিকৃষ্ণ ইতি। তত্রৈবং সতি সম্যগ্-  
 জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিরনুপপন্না। তর্কজ্ঞানানান্ত  
 অন্যান্যবিরোধোৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যচ্চ কেনচিচ্চা-

বার ম্যুত ইতি। কমান্তরেণানিশ্চোকপদার্থমাহ “অপি চ সম্যগ্-  
 জ্ঞানান্মোক” ইতি। ভূতার্ধগোচরস্য হি সম্যগ্জ্ঞানস্য ব্যবহৃতবস্তু-  
 গোচরতরা ব্যবস্থানং লোকে দৃষ্টং যথা প্রত্যক্ষ্য। বৈদিককেন্দ্র-  
 চেতনজগৎপাদানবিরয়ং বিজ্ঞানং বেদোক্ততর্কেতিকর্তব্যাত্মকং বেদজমিচ্ছ-

থাকুক, কিন্তু প্রস্তাবিত বিবরে (জগৎকারণে) প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই।  
 প্রস্তাবিত বিবরে তর্কের অস্থিরতা অবশ্য ঘটিবেক। (তর্ক তর্কাতীত  
 বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয় না সুতরাং তর্কের মোচন বা সমাপ্তি হয় না)।  
 শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত অত্যন্ত গভীর, দূরবগাহ, ভাববাখ্যাত্য অর্থাৎ অবিদ্য  
 এবং মুক্তির কারণ জগৎকারণের করণা করিতেও পারিলে না। রূপ  
 না থাকার সে বস্তু প্রত্যক্ষের অবিরয়, লিঙ্গ না থাকার অনুমানের  
 অতীত, এ কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে—হইয়াছে। [অপি চ...  
 কথং] অর্থাৎ বেদ, \* সম্যক্ জ্ঞানে মুক্তি হয়, এ কথা বোদ্ধবাদিনামেই  
 বীকার করেন। সম্যক্ জ্ঞান একই প্রকার, নানা প্রকার নহে। (আকার  
 এক প্রকার, ভোকার এক প্রকার, এরূপ নহে)। কারণ, সম্যক্-জ্ঞান

\* সুত্রে অধিমোকগ্রন্থ আপের পৃথক্ শাখা দেখাইবার জন্য এ কথা  
 লিখিয়াছে।

কিঁকেন্দমেব সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং তদপরেণ  
ব্যুৎপাত্যে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোহপরেণ ব্যুৎপাত্য  
ইতি চ প্রসিদ্ধং লোকে । কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্ক-  
প্রভবং সম্যক্ জ্ঞানং ভবেৎ । ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদা-  
মুত্তম ইতি সর্বৈস্তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং  
সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতিপদ্যেমাঃ । ন চ শক্যন্তে অতীতা-  
নাগতবর্তমানাত্মার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্তুঃ,  
যেন 'তস্মতীরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যজ্জ্ঞানমিতি স্যাৎ ।  
বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যব-

ব্যবহৃতং বেদানপেক্ষেণ তু তর্কেণ জগৎকারণভেদমবস্থাপয়তাং তার্কি-  
কাশামন্যোনাং বিপ্রতিপত্তেস্তদ্বিনির্দারণকারণাতাবাচ ন তত্তত্তব্যবহৃতি  
ন ততঃ সমাগ্জ্ঞানম্ । অসমাগ্জ্ঞানাচ্চ ন সংসারাবিমোক্ষ ইত্যর্থঃ ।

(স্বার্থজ্ঞান) বস্তুর অধীন, মহাব্যবহার অধীন নহে । একরূপাবস্থিত বস্তুই  
সত্য, তদ্বিবরক জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান । যেমন অগ্নি উষ্ণ । অগ্নি উষ্ণ, এ জ্ঞান  
একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান । অতএব, সম্যক্ জ্ঞানে  
মতামত থাকে যুক্তিবিরুদ্ধ । তর্ক বুদ্ধিপ্রভব ; তজ্জ্ঞান তাহা নানাজনের  
নানা প্রকার ও বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয় কিন্তু  
সম্যক্ একই প্রকার । সম্যক্ জ্ঞান কস্মিন্ কালেও বিভিন্ন হয় না । এক  
তার্কিক তর্কের বলে বলিলেন, ইহাই সম্যক্ জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক  
তাহার খণ্ডন করিয়া বলিলেন, না—তাহা সম্যক্ জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্  
জ্ঞান । অতএব যাহা একরূপ নহে, যাহা অস্থির, তর্কপ্রভব তাদৃশ জ্ঞান  
কিভাবে সম্যক্ হইতে পারে ? [ নচ...পদ্যেমাঃ ] কোথাও এমন দেখা যায়  
না যে, প্রধানবাদী সর্বোত্তম তার্কিক বলিয়া প্রধানবাদীর তর্ক তার্কিকগণ  
গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং প্রধানবাদীর জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান । [ নচ...স্থিতিম্ ]  
কতক তার্কিক গত, কতক বর্তমান, কতক পরে হইবেক । সুতরাং সকল  
তার্কিক এক সময়ে ও একস্থানে মিলিত হয় না । সেই কারণে তাঁহাদের  
জ্ঞানও এক বিষয়ে একরূপ হয় না । ( তাঁহাদের জ্ঞানও ভিন্ন, জেরবস্তুর  
ভিন্ন সুতরাং সেরূপ ব্যতিচারিত জ্ঞান অসম্যক্ অর্থাৎ অস্বার্থ ) । যদি

স্থিতার্থবিষয়স্থাপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক-  
জ্ঞমতীতানাগতবর্তমানৈঃ সৰ্বৈরপি তাকিকৈরগন্ধোক্ত-  
মশক্যম্ । অতঃ সিদ্ধমস্যৈবোপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্-  
জ্ঞানত্বং, অতোন্যত্র সম্যগ্জ্ঞানস্থাপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষ  
এব প্রসজ্যেত । অত আগমবশেনাগমানুসারিতকৰ্বেণেন চ  
চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১২॥ \*

বৈদিকস্য দৰ্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতৰ্কবলোপেত-  
ত্বাৎ বেদানুসারিতশ্চ কৈশ্চিচ্ছিকৈঃ কেনচিদংশেন পরি-

ন কাৰ্য্যঃ কারণাদভিন্নমভেদে কারণরূপবৎ কাৰ্য্যস্থাপপত্তেঃ কল্পে-  
ত্যাৰ্থস্থাপপত্তেঃ । অতুতপ্রাচুর্যবনং হি তদর্থঃ । ন চাস্য কারণাদ্বয়ে  
সকলের জ্ঞান সকল সময়ে সমানরূপে একবস্ত্র গ্রহণ করে তাহা হইলে  
সেই জ্ঞানই সম্যক্জ্ঞান আখ্যা প্রাপ্ত হয় । বেদ নিত্য, তাহা ভূত-  
ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল কালেই সমবিদ্যমান ও জ্ঞানোৎপত্তির কারণ  
বলিয়া তৎপ্রভব একবস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান সকল কালে ও সকল দেশে সমান  
বা একরূপ হয় । সুতরাং কোনও কালের কোনও তাকিক সেই বেদজ্ঞানিক  
জ্ঞানের সম্যকতা অপত্বব (লোপ) করিতে সমর্থ নহেন । এই কারণেই  
উপনিষৎপ্রভব জ্ঞানের সম্যকতা ও তৰ্কপ্রভব জ্ঞানের সম্যকতা সিদ্ধ হয়  
এবং তৰ্কপ্রভব জ্ঞানের অসম্যকতা থাকায় তদ্বারা সংসারমোচন হস্ত্য  
অসম্ভাবিত হয় । বিচারের উপসংহার এই যে, শাস্ত্রের ও শাস্ত্রানুসারী  
তর্কের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও  
প্রকৃতি (উপাদান) ।

সাংখ্যের প্রধানবাদ বৈদিক মতেব অতি সন্নিহিত (প্রায় সমান) ।

\* এতেন সন্নিহিতোক্তেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টাপরিগ্রহাঃ শিষ্টৈরিত্য  
প্রকৃতিরগৃহীতাঃ পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতয়ঃ সৰ্ব্বৈরপি বাবা ব্যাখ্যাতা নিরাকৃত্য ইতি বৈদিক-  
ভাষাঃ ।—যে সকল কারণে প্রধানবাদ নিরাকৃত হইল সেই সকল কারণে যত্ন প্রকৃতি শিষ্ট  
গণের অনভিগ্রেত অন্যান্য বাবও নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিা নাইনে । অর্থাৎ উহা  
করিয়া লইবে ।

গৃহীত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্ব্যপাশ্রিত্য বস্তুক্কনিমিত্ত  
আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেবুদ্ভাবিতঃ স পরিহৃতঃ, ইদানীমণাদি-  
বাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিন্দমমতিভির্বেদান্তবাক্যেবু পুন-  
স্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ আশঙ্ক্যতে, ইত্যতঃ প্রধানমল্লনিবহণ-  
ত্বায়েনাতিদিশতি । পরিগৃহ্যন্ত ইতি পরিগ্রহাঃ । ন পরিগ্রহা

কিঞ্চিদভূতমস্তি যদর্থময়ং পুরুষো যত্তেত । অভিব্যক্তার্থমিতি চেৎ, ন ।  
তস্যা অপি কারণান্ত্বেন সত্বাৎ, অসৎসে বাহতিব্যক্তাস্যাপি তদ্বৎপ্রসঙ্গেন  
কারণান্ত্বব্যবহাভাৎ । ন হি তদেব তদানীমেনান্তি নান্তি চেতি বুজ্যতে ।  
কিঞ্চিদং মণিমন্ত্রোবধমিত্তজ্ঞানং কার্যেণ শিক্তিতং যদিদমজাতানিকদ্ধাতি-  
শয়মব্যবধানমবিদুরস্থানঞ্চ তস্যৈব তদবস্থেন্দ্রিয়স্য পুংসঃ কদাচিৎ প্রত্যক্ষং  
পরোক্ষঞ্চ যেনাস্য কদাচিৎ প্রত্যক্ষমুপলভ্তনং কদাচিদমুমানং কদা-  
চিদাগমঃ । কার্যাস্তবব্যবধিবস্য পারোক্ষ্যাহেতুরিতি চেৎ, ন । কার্য-  
জাতস্য সদাতমত্বাৎ । অথাপি স্যাৎ কার্যাস্তরাণি পিণ্ডকপালশর্করাচূর্ণ-  
কণপ্রভৃতীনি কুন্তং ব্যবদধতে, ততঃ কুন্তস্য পারোক্ষ্যং কদাচিদিতি,  
তন্ন । তস্য কার্যজাতস্য কারণায়নঃ সদাতনত্বেন সর্বদা ব্যবধানেন  
কুন্তস্যাত্যস্তমুপলব্ধিঃ সঙ্গাৎ । কদাচিৎকবে বা কার্যজাতস্য ন কারণ  
অন্তঃ । নিত্যস্থানিত্যত্বলক্ষণবিরুদ্ধশ্রুতসংসর্গস্য ভেদকত্বাৎ । তেদাভেদরোচ  
পরস্পরবিরোধেনৈকত্র সহাসম্ভব ইতুক্তম্ । তস্যাৎ কাবণাৎ কার্য-  
মেকান্তত এব ভিন্নম্ । ন চ বেদে গব্যাস্ববৎ কার্যাকারণভাবামুপ-  
পত্তিরিতি সাম্প্রদায়িকম্ । অত্বেদেহপি কারণরূপবস্তদমুপপত্তেকুক্তত্বাৎ । অত্যন্ত-  
ভেদে চ কুন্তকুন্তকারয়োর্মিত্তনৈমিত্তিকতাবস্য দর্শনাৎ । \*তদান্যাত্ম-  
বিশেষেহপি সমবায়ভেদ এবোপাদানোপাদেয়ভাবনিবমহেতুঃ । যস্যাত্মত্বা  
ভবতঃ সমবায়স্তদুপাদেয়ং যত্র চ সমবায়স্তদুপাদানম্ । উপাদানত্বঞ্চ  
কারণস্য কার্যাদমপরিমাণস্য দৃষ্টং যথা তদ্বাদীনাং পটাহুপাদানানাং  
পটাদিত্যে ন্যূনপরিমাণত্বম্ । চিদাস্তনন্ত পরমমহত উপাদানান্নাত্যাত্ম-

সাংখ্যপক্ষে শুকতর তর্কবল আছে । বেদমতানুসারী কোন কোন ঋষি  
ভ্রমভেদে কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন । এই সকল দেখিয়া বেদ-  
বাদের বিরুদ্ধে যে প্রধানবাদসমর্থক পূর্ণপক্ষসমূহ উদ্ভাবিত হইরাছিল  
সে সকল পূর্ণপক্ষ নিরস্ত হইরাছে । কিন্তু এখনও অল্পমতি লোক

অপরিগ্রহাঃ। শিক্তানামপরিগ্রহাঃ শিক্তাপরিগ্রহাঃ। এতেন  
প্রকৃতেন, প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিক্তৈশ্চ  
ব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিদংশেনাপরিগৃহীতা যেহৃণাদিকারণ-  
বাদান্তেহপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যাঃ।  
তুল্যত্বাৎ নিবাকরণকারণস্য নাত্র পুনরাশঙ্কিতব্যং কিঞ্চি-

নপরিমাণমুপাদেয়ং ভবিতুমর্হতি। তদ্বাদ্যত্রেদমন্তরাতম্যং বিশ্রাভাতি  
যতো ন কোদীরঃ সম্ভবতি তজ্জগতোমূলকারণং পরমাণুঃ। কোদীরো-  
ঃস্বরানন্তো হু মেকরাজসর্বপয়োস্তল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গোহিনস্তাবয়বত্বাহতরোঃ।  
তদ্বাৎ পরমমহতো এক্ষণ উপাদানাদতিগ্ৰন্থপাদেয়ং জগৎকার্যমভিদধতী  
ঐতঃ প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধাৎ সহস্রসংসারসত্রগতসংসারশ্রুতিবৎ।  
কথঞ্চিচ্ছবনাত্তবৃত্তা ব্যাখ্যেয়ত্যাধিকং শঙ্কমানং প্রতি সাংখ্যদ্বন্দ্বমভিদিশ-  
শতি “এতেনে”তি সূত্রেণ। অসম্বাদঃ—কারণাৎ কার্যস্য তেদং তদ-  
ন্যত্বমাবস্তগশঙ্কাদিত্য ইত্যত্র নিবেৎস্যামঃ। অবিন্যাসমারোপণেন চ  
কার্যস্য ন্যূনাধিকভাবমপ্যত্রোক্তকথাহুপক্ষিযামহে। তেন বৈশেষিকা-  
দ্যাক্ষিতস্য তর্কস্য শুকধেনাব্যবস্তিতে: সূত্রমিদং সাংখ্যদ্বন্দ্বমভিদিশতি।  
বত্র কথঞ্চিচ্ছবনাসাবিণো মধ্যাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতস্য সাংখ্যতর্কণ্যে  
গতিস্তত্র পরমাণাদিবাদস্যাত্তবেদবাহস্য মধ্যাত্মপেক্ষিতস্য চ কৈব  
কথেনি। “কেনচিদংশেনে”তি। সূত্রাদয়ো হি ব্যুৎপাদ্যান্তে চ কিঞ্চিৎ-

পবমাণুকারণবাদ প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া বেদান্তবাদের বিরুদ্ধে পুনঃ  
পূর্বপক্ষ উপাধন করিতে পারেন। ইহা ভাবিয়া সূত্রকার ব্যাস প্রধানমন্ত-  
নিপাতনন্যারে এই অতিদেশ-সূত্র বলিয়াছেন। “এদর্শিত \* যুক্তিতেই  
শিষ্টগণের অস্বীকৃত পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও নিরস্ত হইয়াছে, ইহা  
বিদিত হইবে।” যে সকল যুক্তিতে সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ নিরস্ত হইল  
সেই সকল যুক্তিতেই মনু প্রভৃতি ঋষিগণের অগৃহীত পরমাণুকারণবাদ  
প্রভৃতি নিরস্ত (খণ্ডিত) হইবেক। নিরাসের কারণ বা যুক্তি সমান।  
সুতরাং সে পক্ষে কোনরূপ শঙ্কার কারণ নাই। জগৎকারণ সিদ্ধান্ত

\* যে প্রধান বোদ্ধা—যে অধিক বলবান—যেখা বার বোদ্ধা, সে আরো কাহাকেই  
নিপাতিত করে। সে নিপাতিত হইলে, হীনবল বর সকল সহজেই নিপাতিত হইত,  
অথবা ভয়ভীত হইয়া পলায়ন করে। ইহাকেই প্রধানমন্তনিপাতন বলা যায়।

দত্তি । তুল্যমত্রাপি পরমগন্তীরস্য জগৎকারণস্য তর্কান-  
নবগাহ্যত্বং তর্কস্য চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমনাথানুমানেন্ধ্যাবিমৌল-  
আগমবিরোধশ্চেত্যেবজ্ঞাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥ ১২ ॥

**ভোক্তৃপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাম্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥\***

অন্যথা পুনত্র ত্রকারণবাদস্তর্কবলেনৈবাক্ষিপ্যতে । যদ্যপি  
প্রতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি, তথাপি প্রমাণান্তরেণ  
বিষয়াপহারেহন্যপরা ভবিতুমহতি । যথা মন্ত্রার্থবাদৌ ।

সদস্যাদপূর্বপক্ষন্যায়েৎপ্রেক্ষিতমপ্যাদ্যত্বাৎপাদ্যত্ব ইতি কেনচিদংশে-  
নেতুক্তম্ । সুগমমনাৎ ।

স্যাদেতৎ । অতিগন্তীরজগৎকারণবিষয়ত্বং তর্কস্য নাস্তি, কেবলা-  
গমগমামেতদিত্যুক্তং, তৎ কথং পুনস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ ইত্যত আহ—  
“যদ্যপি প্রতিঃ প্রমাণ”মিতি । প্রবৃত্তা হি প্রতিরনপেক্ষতয়া স্বতা-

দ্বকৌশা, তর্কের অতীত, তদ্বিষয়ক তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষদ্বষ্ট, প্রতিষ্ঠিত  
তর্কের অনুমান করিলেও তর্কের বা সংসারের মোচন নাই এবং আগম  
বিরোধ দোষও হয়, এই সকল কারণে প্রধানবাদ অগ্রাহ্য এবং ঐ সকল  
কারণে পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও অগ্রাহ্য ।

তর্কবল আশ্রয় করিয়া ত্রকারণবাদের বিরুদ্ধে অন্য প্রকার আপত্তি  
উত্থাপন করা হইতেছে । প্রতি স্বকীর অর্থে প্রমাণ সত্য ; কিন্তু যে স্থলে  
স্বকীর অর্থ অন্যপ্রমাণবিরুদ্ধ হয়—সে স্থলে সে অর্থের ত্যাগ ও অন্য  
অর্থের (গৌণ অর্থের) গ্রহণ হইয়া থাকে । যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ । (মন্ত্রের  
ও অর্থবাদের যথাপ্রতি অর্থ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরুদ্ধ হয় বলিয়া অন্য অর্থ  
গ্রহীত হইয়া থাকে) । এ দিকে তর্ককেও স্বকীর বিষয় ব্যতীত অন্য

\* ত্রকারণবাদপ্রকারে ভোগ্যস্য ভোক্তৃপত্তির্ভোক্তৃকা ভোগ্যাপত্তিরনন্যবালকা  
চবলীতি বাবৎ তত্চাবিভাগঃ প্রসিদ্ধস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যভাবো ভোগ্যঃ স্যাদিতি  
তৎ যদি কল্পিতং চোদয়েৎ তৎ প্রতি ক্রমাৎ লোকবদিতি । অনন্যবেশি বিভাগব্যবহোপ-  
পকাত্তে দুটাকল্পন্যবাদিত্যর্থঃ ।—বিনি বলিবেন, ত্রকারণবাদে অমুক ভোক্তা অমুক ভোগ্য  
এ ব্যবহার অত্যাবহীতে পারে; কারণ, ভ্রমভেদে যে ভোক্তা সেই ভোগ্য, এইরূপ নিশ্চয়  
নাহে; বলিবে, তাহাকে বলিবে, দেখাইবে, লোকমধ্যেও অতির পদার্থের ভেদ ব্যবহার  
হইত হয় । (ভাব্য বাখ্যা দেখুন) ।

তর্কোহপি হি স্ববিষয়াদম্ভত্বাপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ যথা ধর্ম্য  
ধর্ম্যয়োঃ । . কিমতো যদ্যেবং অত ইদমযুক্তং যৎপ্রমাণান্তর  
প্রসিদ্ধার্থবোধনং ক্রতেঃ । কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধোহর্থ  
ক্রত্যা বাধ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে । প্রসিদ্ধো হ্মঃ ভোক্তৃ  
ভোগ্যবিভাগঃ । লোকে ভোক্তা চ চেতনঃ শারীরঃ, ভোগ্যা  
শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি । যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ ভোগ  
ওদন ইতি । তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত । যদি ভোক্তৃ  
ভোগ্যভাবমাপদ্যেত ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবঃ আপদ্যেত  
তয়োশ্চেতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্যত্বাৎ  
প্রসজ্যেত । ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্ । যথ  
ইদ্যত্রে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্বিভাগো দৃষ্টঃ, তথাভীতানাং

প্রমাণধ্বেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে । অবর্তমানা পুনঃ ক্ষুটন্তরপ্রতি  
ষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধেন মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য জঘন্যবৃত্তিতাৎ নীরতে  
যথা মত্বার্থবাদাবিত্যর্থঃ । অতিরোহিতার্থঃ ভাষ্যম্ । "যথা বদ্যত্ব"ইতি

বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায় । যেমন ধর্ম্যার্থ্য । ( ধর্ম্যধর্ম্যবিষয়ক  
তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না সত্য ; কিন্তু অগদ্বৈদবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ) । এই  
হই কারণে বলিতে পারি, ক্রতির দ্বারা প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ পদার্থের বাধ  
জন্মান যুক্তিবিরুদ্ধ । কোন্ পদার্থের বাধা ? বলিতেছি । [ প্রসিদ্ধো...  
প্রসজ্যেত ] ভোক্তা ও ভোগ্য, এই দুই বিভাগ সর্বলোকপ্রসিদ্ধ । চেতন  
জীব ভোক্তা এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ্য । যেমন দেবদত্ত ভোক্তা এবং  
ওদন ভোগ্য । এই দুই বিভাগের লোপ প্রসক্ত হইতেছে । অন্য  
আপত্তি এই যে, হয় ভোক্তা ভোগ্যভাব প্রাপ্ত হইবেক, না হয় ভোগ্য  
ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হইবেক । কারণ এই যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু  
নাই । ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত বলিয়া পর-  
স্পরের পরস্পর স্বার্থে অতের আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, বিভাগ বা  
ভেদ থাকে না । [ ন চাস্য...মিতি ] যে বিভাগ প্রসিদ্ধ, সর্ববিধি  
সে বিভাগের লোপ অব্যক্ত । অসম্ভব কর, এখন যেমন ভোক্তৃ-ভোগ্য-



তয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্তাস্য ভোক্তৃভোগ্য-  
 বিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি  
 চেৎ কশ্চিচ্ছোদয়েৎ তং প্রতি ক্রিয়াৎ স্যালোকবদমিতি।  
 উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেহপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্ট-  
 ত্বাৎ। তথা হি—সমুদ্রাদুদকান্ননোহনন্যত্বেহপি তদ্বিকা-  
 রাণাং ফেণবীচীতরঙ্গবুদ্বাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরে-  
 তরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাদু-  
 দকান্ননোহনন্যত্বেহপি তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনামিত-  
 রেতরভাবাপত্তির্ভবতি। ন চৈতেষামিতরেতরভাবানুপপত্তা-  
 বপি সমুদ্রান্ননোহনন্যত্বং ভবতি। এবমিহাপি। ন চ ভোক্তৃ-

যদাতীতানাগতয়োঃ স্বর্গয়োরেষ বিভাগো ন ভবেৎ ততস্তদেবাদ্যতনস্য  
 বিভাগস্য বাধকং স্যাৎ, স্বপদর্শনস্যেব ভাগদর্শনং, ন যেতদস্মি।  
 অবাধিতাদ্যতনদর্শনেন তয়োরপি তথাত্মানুমানাদিত্যর্থঃ। ইমাং শব্দমা-  
 পাততোহবিচারিতলোকসিদ্ধদৃষ্টাভ্যোপদর্শনমাত্রেণ নিরাকরোতি স্বত্বকারঃ  
 “স্যালোকবৎ” ইতি।

বিভাগ দৃষ্ট হয়, পূর্বেও এইরূপ বিভাগ ছিল এবং পরেও থাকিবেক।  
 অতএব, সুপ্রসিদ্ধ ভোক্তৃ ভোগ্য বিভাগের অভাবাপত্তি হয় বলিয়া  
 ব্রহ্মকারণবাদ অযুক্ত। যদি কেহ উপরোক্ত প্রকার আপত্তি করেন,  
 তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবেক, ঐ বিভাগ লোকানুসারী।  
 অর্থাৎ লোকমধ্যেও একের বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। [ উপ...ভবিষ্যতি ]  
 আমরা অমরবাদী, লৌকিক দৃষ্টান্ত থাকায় আমাদের মতেও ঐ বিভাগ  
 উপপন্ন হয়। সমুদ্র জলাশয়, জলবিকার সকল জলভিন্ন নহে, ভিন্ন  
 না হইলেও, অভিন্ন বা এক হইলেও, ফেণ, বুদ্বুদ, লহরী, তরঙ্গ প্রভৃতি  
 বিভাগ দেখা যায়। যেমন ফেণতরঙ্গলহরী প্রভৃতি জলসকল জলাশয়ক  
 সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, ভিন্ন নহে বলিয়া তরঙ্গাদির ভেদপ্রসক্তি  
 হয় না, যুক্তির দ্বারা উক্ত বিকারনিচয়ের ভেদ সিদ্ধ না হইলেও সে  
 সকল যেমন সমুদ্রভিন্ন নহে, প্রভাবিত হলে ঠিক সেইরূপ জানিবে।

ভোগ্যদোরিতরেতরতাবাপত্তিঃ, ন চ পরস্মাদব্রজগোহনায়-  
মিতি ভবিষ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রজগো বিকারঃ,  
তৎস্বকৃত্য তদেবানুপ্রাবিশদিতি অকুরেবাবিকৃতস্য কার্য্য-  
নুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বপ্রবণাৎ তথাপি কার্য্যমনুপ্রবিষ্টস্যান্তি-  
কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্যেব ঘটদ্যুপাধি-  
নিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রজগোহনন্যত্বেহুপাপন্নো  
ভোক্তভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যা-  
ক্তম্ ॥ ১৩ ॥

তদনন্যত্বমারম্ভগণশকাতিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥\*

অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তভোগ্যলক্ষণং

পরিহারহস্যমাহ—

পূৰ্ব্বস্মাদবিরোধাদস্যা বিশেষাতিথানোপক্রমস্য বিভাগমাহ "অভ্যুপ-

দৃষ্টান্তের ন্যায় দাষ্টান্তিক ভোক্তভোগ্যও ভেদভাবাপন্ন নহে এবং  
ব্রজ হইতেও ভিন্ন নহে। [যদ্যপি...ত্বাক্তম্] ভোক্তা (জীব) বস্তু  
ব্রজের বিকার নহে, কেননা, ক্রটিতে অবিকৃত ব্রজেরই সৃষ্টপদার্থগুণের  
ওনা যায়, তথাপি, আকাশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রবিষ্ট পদার্থের ঔপাধিক বিভাগ  
স্বীকৃত আছে। (যেমন ঘটাকাশ ও মঠাকাশ প্রভৃতি)। অতএব, পরম  
কারণ ব্রজ হইতে ভিন্ন না হইলেও প্রদর্শিতপ্রকারে ভোক্তভোগ্য বিভাগ  
ব্যবহার লোপ হয় না, প্রভূত তাহা স্থির থাকে।

ব্যবহারিক ভোক্তভোগ্যবিভাগ স্বীকার করিয়া বহিষ্কৃত পূৰ্ব্বস্মাদ

\* বস্তুতঃ তদনন্যত্ব তয়োঃ কার্য্যকারণদোরভেদঃ—কারণকর্ত্তিরেকং কার্য্যমাত্মক  
ইতি বাবৎ আরম্ভগণকাহিতোহবগম্যতে। "বাচ্যরম্ভগং বিকারো দামধেনং বৃত্তিভেদোহ  
সত্যম্" ইত্যারম্ভগণকঃ। আবিপ্লবঃ—ইতদান্যামিকং সৰ্ব্বম্" ইত্যাদিবিধয়েকাহিতোপাধিক  
স্বাক্ষরভিঃ প্রাধান্যম্।—অনুক ভোক্তা, অনুক ভোগ্য, এ বিভাগ ব্যবহারিক, পারমার্থিক  
নহে। পারমার্থিক না হইলেও ব্যবহারিক বিভাগ মানিয়া লইয়া প্রভূতর ভেদেই হইয়া  
বিলুপ্ত পরমার্থগকে ই বিভাগ—ই বিভাগ কেন, কোনও বিভাগ নাই। আরম্ভগণ  
একানুপ্রাণাদিক বাক্যে লম্বা যায়, কার্য্য ও কারণ এক, ভিন্ন নহে। অর্থাৎ কার্য্য ও  
কারণের অনভিধেয়। কলিতার্থ, কার্য্যমাত্রেই কার্য্যভিধেয় নহে।

বিভাগঃ স্যাম্লোকবদিতি পরিহারোভিহিতোহন ত্বয়ং বিভাগঃ  
পরমার্থতোহস্তি । যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যাকারণয়োঃরনন্ত-  
ত্বমবগম্যতে । কার্য্যমাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ । কারণং  
পরং ব্রহ্ম । তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোহননাত্বং ব্যতিরেকে-  
ণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে । কুতঃ । আরম্ভাশব্দাদিত্যঃ । আর-  
ম্ভশব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তা  
পেক্ষায়ামুচ্যতে—যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন  
সর্বং মৃৎময়ং বিজ্ঞাতং সাদ্বাচারম্ভগং বিকারো নামধেয়ং  
মুক্তিকেত্যেবসত্যমিতি । এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎ-

গম্য চেম"মিতি । স্যাদেতৎ । যদি কারণাৎ পরমার্থভূতাদন্যত্বমন্ত্য-  
কাশাদেঃ প্রপঞ্চস্য কার্য্যস্য কুতস্তর্হি ন বৈশেষিকাভ্যাক্তদোষপ্রপঞ্চ-  
বতার ইত্যাত আহ—“ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যত” ইতি । ন  
খলুনন্যত্বমিত্যভেদং ক্রমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ । ততশ্চ নাভেদা-  
শ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ কিম্বভেদং ব্যাসেধাঙ্কির্বৈশেষিকাদিভিন্নত্বাসু সাধারণকমেবা-  
চরিতং ভবতি । ভেদনিষেধেহেতুং ব্যাচষ্টে “আরম্ভশব্দস্তাব”দিতি ।  
এবং হি ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্বং জগত্তত্ত্বতো জ্ঞায়েত যদি ব্রহ্মৈব তত্ত্বং  
জগতো ভবেৎ । যথা ব্রহ্মাঃ জ্ঞাতায়াং ভূজগতত্বং জ্ঞাতং ভবতি ।  
সাহি তস্য তত্ত্বম্ । তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ জ্ঞানমতোহনান্নিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমেব ।  
অত্রৈব বৈদিকে দৃষ্টান্তঃ “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন” ইতি । স্যাদে-  
তৎ । যদি জ্ঞাতায়াং কথং মৃৎময়ং ঘটাদি জ্ঞাতং ভবতি । ন হি

প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল কিন্তু পরমাখদর্শনে ঐ বিভাগ নাই । কেননা,  
শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যাকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয় । আকাশাদি  
বহু পদার্থাধিত জগৎ কাহা ও পরব্রহ্ম কারণ । জগৎকার্য্য যে ব্রহ্ম-কারণ  
হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তাহা উপনিষদোক্ত আরম্ভণ বাক্যে ও একাত্ম-  
প্রতিপাদক বাক্যে জানা গিয়াছে । [ আরম্ভণ...ইতি ] আরম্ভণবাক্য  
কি তাহা বলিতেছি । ছান্দোগ্যে প্রতি একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার  
কথা বলিয়া দৃষ্টান্তপ্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন—“হে সৌম্য !—খেতকেতো !  
যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃৎময় জানা হয় । মৃত্তিকাই সত্য ; বাক্যহষ্টে

পিণ্ডেন পরমার্থতো যদাক্ষনা বিজ্ঞাতেন সর্বং যুগ্মং  
ঘটশরাবোদধনাদিকং যদাক্ষনাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ ।  
যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমন্তী-  
ত্যারম্ভাতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদধনক্কেতি ন তু বস্ত-  
বন্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হেতদনৃতং  
মুক্তিকেত্যেব সত্যমিতি । এষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আশ্রিতঃ ।  
তত্র ঐশ্বর্যবাচারম্ভণশব্দাৎ দাক্ষ্যন্তিকেইপি ব্রহ্মব্যতিরৈ-  
কেণ কার্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে । পুনশ্চ তেজো-  
হবমানাং ব্রহ্মকার্যাতামুক্তা তেজোহবন্নকার্য্যাণাং তেজো-  
হবন্নব্যতিরেকেণাভাবং ব্রবীতি—অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচা-

তন্মদাক্ষকমিত্যুপপাদিতমধস্তাৎ । তস্মাৎস্বভৌতম্ । ন চান্যমিন্  
বিজ্ঞাতেহন্যদ্বিজ্ঞাতং ভবতীত্যাত আহ ঐতি: “বাচারম্ভণং বিকারো  
নামধেয়ম্” বাচয়া কেবলমারম্ভাতে বিকারজাতং ন তু তত্ত্বতোহস্তি ।  
যতো নামধেয়মাত্রমেতৎ । যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি রাহো: শির ইতি চ  
বিকল্পমাত্রম্ । যথাতর্কিককল্পবিদ: ‘শব্দজ্ঞানামুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প’  
ইতি । তথা চাবস্তুতরা হনৃতং বিকারজাতং মুক্তিকেত্যেব সত্যম্ ।

বিকার সকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নাই ।” এই বাক্যে বলা হইয়াছে,  
মুক্তিকাই ঘটশরাবাদির পারমার্থিক রূপ । ‘ঘট’ ‘শরাব’, এ সকল কেবল  
নাম অর্থাৎ কথ্যমাত্র । সুতরাং মুক্তিকা জানিলে ঘটশরাবাদি সমস্ত যুগ্ম  
জানা হয় । ঘট, শরাব, উদধন ( জালা ), এ সকল মুক্তিকা ছাড়া নহে,  
মুক্তিকাই উহাদের রূপ । সুতরাং মুক্তিকাই সত্য ; তদ্বিকার সকল মিথ্যা  
বা নামমাত্র । ( মুক্তিকাই ঘটাদির পারমার্থিক রূপ । মুক্তিকার অন্তঃস্থান  
কাল্পনিক ) । [ এব...দিনা ] ব্রহ্মেও এই দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে । এই শ্রোত  
‘আরম্ভণ’ বাক্যে জানা যাইতেছে, মুক্তিকার ও মুক্তিকার্য্যের দৃষ্টান্তে  
কারণব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যকৃত জগৎ নাই । অন্য ঐতিও তেজ, জল ও  
পৃথিবীকে ব্রহ্মোৎপন্ন বলিয়া অবশেষে সে সকল ব্যতিরিক্ত সে সকলের  
কার্য্যের ( তৈজস প্রভৃতি পদার্থের ) অভাব বলিয়াছেন । যথা—“অগ্নির

রন্তুণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং, ইত্যাদিনা । আরন্তুণশব্দাদিত্য ইত্যাদিশব্দাৎ, ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্ব্বং, তৎসত্যং স' আত্মা তত্ত্বমসি, ইদং সৰ্ব্বং যদরমাত্মা, ত্রৈলোক্যবেদং সৰ্ব্বং, আত্মৈববেদং সৰ্ব্বং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, ইত্যেবমাদ্যপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহৰ্ত্তব্যম্ । ন চান্যথা একবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে । তস্মাদ্যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃক্ষিকোদকাদীনামৃষরাদিত্যোনন্যত্বং দৃষ্টনটস্বরূপত্বাৎ

তস্মাদবটশরাবোদকনাদীনাং তত্ত্বং যদেব । তেন যদি জাতারাং তেষাং সৰ্ব্বেষামেব তত্ত্বং জাতং ভবতি । তদ্বিদ্মুঃ “ন চান্যত্বেকবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যত” ইতি । নিদর্শনাগুরব্বঃ দর্শয়ন্তু সৎসংহরতি “তস্মাদ্যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং”মিতি । যে হি দৃষ্টনটস্বরূপা ন তে বস্তসম্বো যথা মৃগতৃক্ষিকোদকাদয়ঃ । তথা চ সৰ্ব্বং বিকারজাতং তস্মাদবস্তসৎ । তথাহি—যদাস্তি তদন্তোব, যথা চিদাত্মা । ন হ্যসৌ কদাচিত্ কচিৎ কথঞ্চিন্নাস্তি কিন্তু সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বথাগ্নোব, ন নাস্তি । ন চৈবং বিকারজাতং তস্য কদাচিত্ কথঞ্চিৎ কুত্রচিদবস্থানাং । তথাহি সংস্রভাবং চেদ্বিকারজাতং, কথং কদাচিদসং অসংস্রভাবক্ষেৎ কথং কদাচিত্ সং । সদসন্তোল্লেকত্ববিরোধাত্ । ন হি রূপং কদাচিত্ কচিৎ কথঞ্চিদ্বা গচ্ছোভবতি । অথ তস্য সদস্যে ধাত্মৌ, তে চ স্বকারণাধীনজন্মতয়া কদাচিদেব ভবতঃ, তস্তাই বিকারজাতং দণ্ডায়মানং সদাতনমিতি ন বিকারঃ

অগ্নিঃ চলিয়া যায় । বিকার সকল কেবল নাম, নাম সকল ব্যাক্যসৃষ্ট । রূপত্রয় বা তন্মাত্ররূপতাই তাহাদের সত্য ।” [ আরন্তুণ-দ্রষ্টব্যম্ । ] সূত্রে ‘আদি’-শব্দ থাকার “এ সকল ব্রহ্মাত্মক” “তিনিই সত্য,—তিনিই আত্মা” “তিনিই তুমি” “আত্মাই এ সমুদয়” “এ সমুদয় ব্রহ্ম” “আত্মাই এ সমস্ত” “এই আত্মার কোনরূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই” এইরূপ এইরূপ আত্মা-বৈভববোধক বচনসমূহ উদাহরণার্থ গৃহীত হইবেক । ব্রহ্মই এ সমুদয়, ইহা অস্বীকার করিলে, একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না । অতএব, যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃক্ষিকা

স্বরূপেণ হ্রস্বপাখ্যাত্মাৎ এবমস্যা ভোগ্যভোক্তৃদ্ব্যাদিপ্রপঞ্চ-  
জাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্। নহনেকা-  
জ্ঞকঃ ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোহনেকশাখ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিবৃক্ষঃ  
ব্রহ্ম, অত একত্বং নানাত্বলোভয়মপি সত্যমেব, যথা বৃক্ষ  
ইত্যেকত্বং শাখা ইতি চ নানাত্বং, যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং

কস্যাচিৎ। অখাসত্ত্বসময়ে তন্নাস্তি, কস্য তর্হি ধর্মোহসত্ত্বম্। ন তি  
ধর্মিণাপ্রভাংপরে তদধর্মোহসত্ত্বং প্রভাংপররূপপদ্যতে। অখাস্য ন ধর্মঃ  
কিঞ্চিৎস্বরূপমসত্ত্বং, কিমায়াতঃ ভাবস্য। ন হি ঘটে জাতে পটঙ্গী কিঞ্চি-  
ত্ববতি। অসত্ত্বং ভাবাবিরোধীতি চেৎ, ন। অকিঞ্চিংকরস্য তত্ত্বরূপ-  
পত্বেঃ কিঞ্চিংকরত্বে বা তত্রাপ্যাসত্ত্বেন তদনুযোগসম্ভবাৎ। অখাস্যাসত্ত্বং  
নাম কিঞ্চিন্ন জায়তে কিঞ্চ স এব ন ভবতি। যথাহঃ—

‘ন তস্য কিঞ্চিদ্বতি ন ভবত্যেব কেবলম্’। ইতি।

অথৈব প্রসজ্যপ্রতিবেধো নিকৃচ্চাত্মাৎ। কিং তৎস্বভাবো ভাব উত  
ভাবস্বভাবঃ স ইতি। তত্র পূর্বস্মিন্ কস্মৈ ভাবানাং তৎস্বভাবতয়া  
তুচ্ছতয়া জগৎ শূন্যং প্রসজ্যেত। তথা চ ভাবানুভবাত্মকঃ। উত্তরস্মিন্  
সম্ভাবনিত্যতয়া নাভাববাবহারঃ স্যাৎ। \*করনামাত্রনিমিত্তত্বেনপি নিবে-  
শস্য ভাবনিত্যতাপত্তিস্তদবশ্যেব। তন্মাত্রনিমিত্তি কারণাদিকাজাতং ন  
বস্তসৎ। অতো বিকারজাতমনির্লক্ষণীয়মনুতম্। তদনেন প্রমাণেন  
সিদ্ধমন্তত্বং বিকারজাতস্য কারণস্য নিকৃচ্চাত্মতয়া সত্ত্বং যুক্তিকেতোব  
সত্যমিত্যাदिना প্রবন্ধেন দৃষ্টান্ততয়াহুদ্বদতি শ্রুতিঃ। ‘যত্র লৌকিক-  
পরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত’ ইতি চাক্ষপাদনৃত্রং প্রমাণসিদ্ধো দৃষ্টান্ত  
ইত্যেতৎপরং ন পুনরলৌকিকসিদ্ধমত্র বিবক্ষিতম্। অন্যথা তেষাং পর-  
মাণাদির্ন দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ। ন হি পরমাণাদির্নৈসর্গিককৈবলয়িক (বৈশেবি-  
কোত পাঠান্তরম্) বুদ্ধাতিশয়হিতান্নাং লৌকিকাণাং সিদ্ধ ইতি।  
সম্প্রত্যনেকাভবাদিনমুখাপরতি “নহনেকাত্মক”মিতি। অনেকাভিঃ শক্তি-

যেমন উষ্মরত্নমির অনতিরিক্ত, তেমনি, জ্যেষ্ঠভোগ্যপ্রপঞ্চও ব্রহ্মের  
অনতিরিক্ত। অর্থাৎ পরমার্থদর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই।  
[নহনেকাত্মকঃ...ব্যস্তীতি] যদি বল, ব্রহ্ম বহুরূপ—বৃক্ষ যেমন বহুশাখা  
বিত্ত, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তিপ্রবৃত্তিবৃক্ষ, সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব নানান

ফেণতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বং, যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরা-  
বাদ্যাত্মনা নানাত্বং, তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানাত্মোক্তব্যবহারঃ  
সেৎস্যাতি, নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাত্মো লৌকিক-  
বৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যাৎ ইতি, এবঞ্চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা  
অনুরূপা ভবিষ্যন্তীতি । নৈবং স্যাৎ । মৃত্তিকেত্যেব সত্য-

ত্রিধাঃ প্রবৃত্তয়ো নানাকার্যাসৃষ্টরস্তুদযুক্তঃ ব্রহ্মৈকং নানা চেতি । কিমতো  
যদোবমিত্যত আহ—“তত্রৈকত্বাংশেন” ইতি । যদি পুনরেকত্বমেব বস্তু  
সদ্যবেৎ ততো নানাত্বাভাবাবৈদিকঃ কর্মকাণ্ডাত্মো লৌকিকচ ব্যবহারঃ  
সমস্ত এবোচ্ছিদ্যেত । ব্রহ্মগোচরাশ্চ শ্রবণমননাদয়ঃ সর্বো দত্তজ্ঞানাজলয়ঃ  
প্রসজ্যেয়ন্ । এবঞ্চানেকাত্মকত্বে ব্রহ্মণো মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্য-  
ন্তীতি । তমিমমনেকান্তবাদঃ দুষয়তি “নৈবং স্যাৎ” ইতি । ইদং তাবদত্র  
বক্তব্যং । মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বমিতি বদন্তঃ কার্য-  
কারণায়াঃ পরস্পরং কিমভেদোহভিমত আহো ভেদ উত ভেদাভেদা-  
বিত্তি । তত্রাত্তেদ ঐকান্তিকে মৃদাত্মনেতি চ ঘটশরাবাদ্যাত্মনেতি  
চোল্লেক্ষদ্বয়ং নিয়মশ্চ নোপপদ্যতে । ভেদে চোল্লেক্ষদ্বয়নিয়মাবুপপন্ন  
বাত্মনেতি দ্বসমঞ্জসম্ । ন হান্যল্লান্য আত্মা ভবতি । ন চানেকান্তবাদঃ ।  
ভেদাভেদাক্ষরে তুল্লেক্ষদ্বয়ং ভবেদপি । নিয়মস্তযুক্তঃ । ন হি ধর্ম্মিণোঃ  
কার্যাকারণয়োঃ সঙ্করে তচ্ছব্দাবেকত্বনানাঘে ন সর্ধীয়ত ইতি সম্ভবতি ।  
ততশ্চ মৃদাত্মনৈকত্বং যাবত্তবতি তাবদঘটশরাবাদ্যাত্মনাপি স্যাৎ এবং  
ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং যাবত্তবতি তাবন্মৃদাত্মনা নানাত্বং ভবেৎ ।  
সোহয়ং নিয়মঃ কার্যাকারণয়োরৈকান্তিকং ভেদমুপকল্পয়ত্যানির্বচনীয়তাং  
বা কার্যাসা । পরাক্রান্তকাস্মাভিঃ প্রথমাধ্যায়ে তদন্তাং ভাবৎ । তদে-  
তদযুক্তিক্রিয়াকৃতমমুদবদন্তীং প্রতিমুদাহরতি ।—“মৃত্তিকেত্যেব সত্যমি”তি ।

উভয়ই সত্য, বৃক্ষ যেমন বৃক্ষরূপে এক কিন্তু শাখাপল্লবাদিরূপে নানা,  
সমুদ্রও সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু ফেণতরঙ্গাদিরূপে নানা, মৃত্তিকাও মৃত্তিকা-  
রূপে এক, আবার ঘটাদিরূপে নানা, এইরূপ, ব্রহ্মও ব্রহ্মভাবে এক কিন্তু  
জীবাদিভাবে নানা । এতদ্ব্যতীত একত্বাংশে মোক্ষব্যবহার ও নানাত্বাংশে  
লৌকিক বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে । এ ব্যবহাতেও মৃত্তিকাদি  
দৃষ্টান্ত অনুরূপ অর্থাৎ সমস্ত হয় । [ নৈবং...ভাবম্ ] এ বিষয়ে আর

মিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ। বাচারম্ভ-  
শব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ। দার্শনিকেষুপি,  
ঐকদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যমিতি চ পরমকারণস্যোবৈক্য  
সত্যত্বাবধারণাৎ। স আত্মা তত্ত্বমসি স্বেতকেতো ইতি চ  
শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। স্বয়ংপ্রসিদ্ধং ছেতচ্ছারী-  
রস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে ন যদাস্তুরপ্রসাধ্যম্। অতশ্চৈদং  
শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্ম-  
ত্বস্য বাধকং সম্পদাতে রজাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্।  
বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যব-  
হারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্যাংশোহপরো  
ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ, যত্র ইস্য সর্বগাত্মত্বাবাভূৎ

সাদেতৎ। ন ব্রহ্মণো জীবভাবঃ কারণিকঃ কিন্তু ভাবিকঃ, অংশো হি সঃ,  
তস্য কর্মসহিতেন জ্ঞানিন ব্রহ্মভাব আদীযত ইত্যত আহ। “স্বয়ং  
প্রসিদ্ধং হী”তি। স্বাভাবিকস্যানাদেৱিতি বহুত্বং নানাত্যাংশেন তু কর্ম-  
কাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকচ ব্যবহারঃ সেৎসত্যোতি তত্রাহ।—“বাধিতে চ”  
ইতি। ব্যবদবাধং হি সর্বোহিৎ ব্যবহারঃ সঙ্গদশারামিব তৎপদর্শিত-

বলি, তাহা হয় না। অর্থাৎ উক্ত ব্যবহাও অসঙ্গত। অতি দৃষ্টান্তবাক্যে  
যুক্তিকাকৈ সত্য বলিয়া জানাইয়াছেন—প্রকৃতি কারণই সত্য, তদাপ্রতি  
কার্য স্কল মিথ্যা। কার্যের মিথ্যাত্ব বাচারম্ভ শব্দে বাক্ত আছে।  
দার্শনিক বাক্যেও (যাহার বোধার্থ দৃষ্টান্ত দেখান হয় তাহা দার্শনিক।  
এখানে দার্শনিক জগৎকারণ ব্রহ্ম।) অদ্বয় পরম কারণের সত্যত্ব-  
ধারণ ও জীবের ব্রহ্মতা উপদিষ্ট আছে। জীবের ব্রহ্মত্ব জন্ম নহে,  
অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে। তাহা স্বঃসিদ্ধ। এই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মতা অনাদি  
জীবভাবের বাধা (লোপ) জন্মায়। সর্ববুদ্ধি রজুবুদ্ধির যেরূপ বাধক,  
শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও জীবভাব জ্ঞানের সেইরূপ বাধক। জীবভাব  
বিনষ্ট হইলেই তদাপ্রতি সঙ্গদর অনাদি ব্যবহার—যে সকল ব্যবহার  
হাপনার্থ ব্রহ্মের নানাত্ব কল্পনা করিতেছে সেই সকল ব্যবহার—বিলুপ্ত  
হইবে। কিছুই থাকিবে না। অতিও “যখন এ সঙ্গদর আত্মকৃত হইবে”



তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মদর্শনং প্রতি সম-  
স্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্ । ন চায়ং  
ব্যবহারাভাবোহবস্থাবিশেষনিবন্ধোহভিধীয়ত ইতি যুক্তং  
বক্তুন্ম্ । তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্যানবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ ।  
তৎকরদৃষ্টান্তেন চানুতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাত্তিসন্ধস্য মোক্ষং  
দর্শয়ন্মেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজ্জ-  
জ্ঞিতঞ্চ নানাত্বম্ । উত্তরসত্যতারাং হি কথং ব্যবহারগোচ-  
রোহপি জ্ঞত্বানুতাভিসন্ধ ইত্যাচ্যতে । যতোঃ স যত্যা-

পদার্থজ্ঞাতব্যবহারঃ । স চ যথা জাগ্রদবস্থায়ঃ বাধকান্নিবর্ততে এবং  
তত্ত্বমস্যাধিক্যপরিভাবনাভ্যাসপরিপাকভূবা শারীরস্য ব্রহ্মাত্মভাবনাকান-  
কারেণ বাধকেন নিবর্ত্ততে । স্যাদেতৎ । 'যত্র তস্য সৰ্ব্বমাত্মবাহুত্ব-  
কেন কং পশ্যেৎ' ইত্যাদিনা মিথ্যাজ্ঞানাধীনো ব্যবহারঃ ক্রিয়াকারকা-  
লক্ষণঃ সমাগ্জ্ঞানেনাপমীয়ত ইতি ন ক্রতে কিস্তবস্থাত্তেদাপ্রয়ো ব্যব-  
হারোহবস্থাত্তরপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে যথা বালকস্য কামচারবাদভক্ততোপ-  
নয়নপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে । ন চ তাবতাহমৌ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো ভবত্যেব-  
মজ্ঞাপীত্যত আহ—“ন চায়ং ব্যবহারাভাব” ইতি । কৃতং, “তত্ত্বমসীতি  
ব্রহ্মাত্মভাবস্য” ইতি । ন খণ্ডেতদ্বাক্যমবস্থাবিশেষবিনিয়তং ব্রহ্মাত্মভা-  
বমাহ জীবস্য অপি তু ন ভুঞ্জ্ঞো রজ্জ্বরিয়মিতিবৎ সঙ্গতনং তমভি-  
বদতি । অপি চ সত্যানুতাভিধানেনাপোতদেব যুক্তমিত্যাহ—“তৎকর-

তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে ?” এইরূপ এইরূপ বাক্যে ব্রহ্মাত্মদর্শীর  
লৌকিক ও বৈদিক নিখিল ব্যবহারের অভাব হওয়ার কথা বলিয়াছেন ।  
[ন চায়ং...নানাত্বম্] এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ ব্যবহারাভাব  
অবস্থাবিশেষজনিত । কেননা, ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যে দেখা যায়, ঐরূপ  
ব্যবহারাভাব পারমার্থিক, অবস্থানিবন্ধন নহে । প্রতি তৎকরের দৃষ্টান্ত  
দ্বিত্য সত্যবাদীর মুক্তি ও মিথ্যাবাদীর বন্ধন উপদেশ করার স্পষ্টই  
বুঝা যাইতেছে, একত্বই পারমার্থিক ও নানাত্ব মিথ্যাবিজ্ঞজ্ঞিত ।  
[উত্তর...দর্শয়তি] একত্ব নানাত্ব উত্তর সত্য হইলে প্রতি ভেদবর্ণীকে  
মিথ্যাত্তিসন্ধ বলিবেন কেন ? প্রতি “যে পরমাত্মার নানাত্বদর্শন করে সে

মাপ্নোতি য ইহ নানেন পশ্যতি ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবনমে-  
তদেব দর্শয়তি। ন চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানান্মোক ইতু্যপ-  
পদ্যতে। সম্যগ্জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিন্মিথ্যাজ্ঞানস্য  
সংসারকারণত্বেনানভু্যপগমাৎ। উভয়স্য সত্যতায়াং হি  
কথমেকত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানমপমুদ্যত ইতু্যচ্যতে। নত্বে-  
কত্বৈকান্তভু্যপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকি-  
কানি প্রমাণানি বাহ্যন্তোরন্ নির্বিসয়ত্বাৎ স্থাপাদিষিব

দৃষ্টান্তেন চ” ইতি। “ন চাস্মিন্ দর্শন” ইতি। ন হি জ্ঞাতৃ কঠস্য দণ্ড-  
কমণ্ডলুকুণ্ডলশালিনঃ কুণ্ডলজ্ঞানং দণ্ডবত্বাৎ কমণ্ডলুবত্বাৎ বাবেত। তৎ  
কথং হেতোঃ। তেযাং কুণ্ডলাদীনাং তস্মিন্ ভাবকত্বাৎ। তদ্বদিহাপি  
ভাবিকগোচরেনৈকাত্ম্যজ্ঞানেন ন নানাত্বং ভাবিকমপবননীয়ম্। ন হি  
জ্ঞানেন বস্তুপনীয়তেহপি তু মিথ্যাজ্ঞানেনারোপিতমিত্যর্থঃ। চৌদরশ্টি।--  
“নত্বেকত্বৈকান্তভু্যপগম” ইতি। অসামিহানধিগতাসন্ধিগ্নবিজ্ঞানসাধনং  
প্রমাণমিত প্রমাণসামান্যলক্ষণোপপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণভামলু-  
বতে। একত্বৈকান্তভু্যপগমে তু তেযাং মপেযাং তেদবিষয়াণাং বাধি-  
তবাদপ্রমাণাৎ প্রসজ্যেত। তথা বিদ্যপ্রতিষেদশাস্ত্রমপি ভাবনা-  
ভাবান্তাবকরণেতিকত্বাভাবাত্তেদাপেক্ষাহ্রাদ্যহন্তেত। তথা চ ন্যাত্তিক্য-  
মেকদেশাক্ষেপেণ চ সর্ববেদ্যাক্ষেপাদ্বেদান্তানামপ্যপ্রমাণ্যমিত্যভেদৈকাত্মা-

মুখ্য প্রাপ্ত হয়” এতৎকো ভেদদর্শনের নিকা করিয়াছেন, করিয়া একেরই  
সত্যতা দেখাইয়াছেন। [ ন চাস্মিন্...ইতু্যচ্যতে ] ভেদাভেদ মতে জ্ঞানের  
মুক্তিকারণতা অমুপপন্ন হয়। হেতু এই যে, সম্যক্জ্ঞাননাশ কোন এক  
মিথ্যাজ্ঞান সংসারের (বন্ধনের) কারণ, ইহা তাঁহাদের অস্বীকার্য  
হয়। উভয়সত্যবাদী বলিতে পারিবেন না যে, একত্বজ্ঞান নানাত্ব-  
জ্ঞানের নাশক। কেন-না, তাঁহাদের মতে নানাত্বও সত্য। [ নত্বেক...  
প্রবোধাৎ ] বলিতে পার, আত্মাস্থিক একত্ব স্বীকার করিতে গেলে নানাত্ব  
থাকে না, নানাত্ব মিথ্যা হইয়া যায়, নানাত্ব মিথ্যা হইলে প্রত্যক্ষাদি  
প্রমাণও মিথ্যাবিশয়ক বলিয়া মিথ্যা হয়। স্বাপ্তে (স্বাপ্ত—মুদ্রোপাহ্ন)  
মুখ্যজ্ঞান বস্তুপ, মসত্যে সত্যজ্ঞানও তদ্রূপ (মিথ্যা বা ভ্রম)। অপিচ,

পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাহ-  
পেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত, মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্য-  
শাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ । কথং  
চানুতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতম্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্ব-  
মুপপদ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে । নৈষ দোষঃ । সর্বব্যবহারাণা-  
মেব প্রাগুক্তকৃত্যতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যব-  
হারসেব প্রাক্ প্রবোধাৎ । যাবচ্চি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতি-  
পত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনুতবুদ্ধিন্

ভূপগমণানিঃ । ন কেবলং বিধিনিষেধাক্ষেপেণাহস্য মোক্ষশাস্ত্রস্যাক্ষেপঃ  
স্বল্পপেণাস্যপি ভেদাপেক্ষাদিত্যাহ—“মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি”তি । অপি  
চানুত্ দর্শনে বর্ণপদবাক্যপ্রকরণাদীনামলীকত্বাৎ তৎপ্রত্যক্ষমদ্বৈতজ্ঞান-  
মসমীচীনং ভবেৎ । ন ষষ্ঠলীকাক্রমাক্রমকেতনজ্ঞানং সমীচীনমিত্যাহ—  
“কথঞ্চানুতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ” ইতি । পরিহরতি—“অত্রোচ্যত” ইতি ।  
যদপি প্রত্যক্ষাদীনাম্ ভাবিকমবাধিতত্বং নাস্তি, যুক্ত্যাগমাত্যাং বাধনাৎ,  
তথাপি ব্যবহারে বাধনাতাবাং সাধ্যব্যবহারিকমবাধনম্ । ন হি প্রত্য-  
ক্ষাদিভ্রমণং পরিচ্ছিন্না প্রবর্তমানো ব্যবহারে বিসম্বাদাতে সাংসারিকঃ  
কশিচৎ । তন্মাদবোধনান্ন প্রমাণলক্ষণমতিপতন্তি প্রত্যক্ষাদয় ইতি । “সত্য-  
ত্বোপপত্তেঃ”রিত্তি সত্যত্বাভিমানোপপত্তেরিত্তি । গ্রহণকবাক্যমেতদ্বিভ-  
জতে । “যাবচ্চি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তি”রিত্তি । বিকারান্নেব তু শরী-

বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র ভেদমপেক্ষ, ভেদ না থাকিলে তাহারও ব্যাঘাত ।  
মোক্ষশাস্ত্রও ভেদমপেক্ষ—যদি শিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ অবলম্বনে  
প্রবৃত্ত । ভেদ মিথ্যা হইলে সুতরাং মোক্ষশাস্ত্রও মিথ্যা হইবেক । যদি  
মোক্ষ শাস্ত্রকে মিথ্যা বল, তাহা হইলে তৎপ্রতিপাদিত একাত্মবাদের  
সত্যতা কদাচ অস্বপন্ন হইবে । ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, একঘের  
সত্যতা পক্ষে ঐ সকল দোষ বা আপত্তি হইতেই পারে না । কারণ, ব্রহ্ম-  
জ্ঞাতাজ্ঞানের পূর্বে সমস্ত ব্যবহারের সত্যতা (ব্যবহারিক সত্যতা) উপপন্ন  
হইতে পারে । প্রবোধের পূর্বে স্বপ্ন ব্যবহারের সত্যতা স্বপ্ন, ব্রহ্মজ্ঞান-  
বেজ্ঞানের পূর্বেও লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সত্যতা তজ্জপ ।  
যাবচ্চি হৃদয়ং যতকাল ন, কোন্স প্রতিপত্তি (অদ্বৈতাত্মত্ব সংক-)

কস্যচিদ্ধুৎপদ্যতে । বিকারানেন হহং মমেত্যবিদ্যায়ান্না-  
জীয়তাবেন সর্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মা-  
জ্ঞতাং হিহা । তস্মাৎ প্রাগ্ভ্রক্ষাত্তাতাপ্রবোধাদুৎপন্নঃ সর্বো  
লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ । যথা স্থপুস্য প্রাকৃতস্য  
জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্য-  
ক্ষাভিন্নতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ । ন চ প্রত্যক্ষা-  
ভাসাভিপ্রায়ন্তংকালে ভবতি তদ্বৎ । কথং ত্বসত্যেন  
বেদান্তবাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মহস্য প্রতিপত্তিরূপপদ্যতে,

রাদীনহমিত্যাত্মভাবেন পুত্রপখাদীশ্চমেত্যাশ্বায়ভাবেনেতি যোজনন ।  
“বৈদিকশ্চ” ইতি । কর্মকাণ্ডমোক্শাত্তাব্যবহারসমর্থন । “স্বপ্নব্যবহার-  
সোব” ইতি বিতজতে । “যথা স্থপুস্য প্রাকৃতস্য” ইতি । কথঞ্চানুভেদ  
মোক্শাত্তেণেতি বহুত্বং তদন্ততাব্য দ্বয়ং—“কথং ত্বসত্যেন” ইতি ।  
শক্যমত্র বহুত্বং শ্রবণাচ্চাপার আত্মসাক্ষাৎকারপর্যায়ো বেদান্তসমুৎপাদপি  
জ্ঞাননিচয়োহসত্যঃ সোহপি হি বৃত্তিরূপঃ কার্যাত্মা নিরোধধর্মী যন্ত  
ব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারোহসৌ ন কার্যাত্তৎস্বতাব্যতং তস্মাদচোদ্যমেতৎ  
‘কথমসত্যং সত্যোৎপাদ’ ইতি । যৎ খলু সত্যং ন তদুৎপদ্যত ইতি কুত-  
স্তস্যাসত্যাদুৎপাদো বজ্রোৎপদ্যতে তৎসর্বমসত্যমেব । সাধ্যাবহারিকজ্ঞ-  
সত্যং বৃত্তিরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসোব শ্রবণাদীনামপ্যভিন্নং তস্মাদভূ-  
পেত্য বৃত্তিরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য পরমার্থসত্যতাং ব্যভিচাতোক্তাবন-  
মিতি যন্তব্যম্ । বদ্যপি সাধ্যাবহারিকস্য সত্যাত্তেব ভয়াৎ সত্যং মরণমুৎ-

কার )হর, তত কাল কোনও প্রাণীর প্রমাণ, প্রেমের, কল, এই সকল  
ও অন্তান্ত ব্যবহারিক বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধি জন্মে না । (এ সকলকে মিথ্যা  
বলিয়া জানে না) । সমস্ত জীব তাবৎপর্যন্ত আপনীর ব্রহ্মভাব ভুলিয়া  
থাকিয়া অবিদ্যাকরিত্ত বিকার সমূহকে ‘আমি’ ‘আমার’ বলিয়া জানে ।  
অতএব, ব্রহ্মাত্মতাবোধের পূর্বে লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের অলোপ  
যুক্তিসিদ্ধ । যেমন প্রাকৃত জীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয় ততক্ষণ সে স্বপ্নমু-  
পদার্থের মিথ্যাবুদ্ধি জানে না, সে-সকলকে সত্য বলিয়াই জানে, আত্ম-  
প্রবোধের পূর্ণপর্যন্ত লৌকিক বৈদিক ব্যবহার সকল তত্রূপ জানিবে ।  
[ কথং...পর্জন্যৎ ] যদি এল (মিথ্যা বেদান্তবাক্যে সত্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান

ন চি রজ্জুসর্পেণ দষ্টো ত্রিয়তে, নাপি যুগতৃক্ষিকাক্তমা  
পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি। নৈম দোষঃ।  
শঙ্কাবিসাদিনিমিত্তমরণাদিকার্যোপলক্ষেঃ। স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য  
চ সর্পদংশনোদকস্তানাদিকার্যদর্শনাৎ। তৎকার্যমপ্যনুত-

পদ তে তথাপি ভয়চেতুরহিতজ্ঞানং বাৎসত্যং ততো ভয়ং সত্যং দায়ত  
ইত্যসংহ্যাৎসত্যস্যোৎপত্তিক্রমঃ। যদাপি চাহি জ্ঞানমপি স্বরূপেণ সৎ তথাপি  
ন ওজ্ঞানত্বেন ভয়চেতুরপি ত্বনিষ্ঠাচ্যাহিক্রিয়ত্বেন। অনাপা রজ্জুজ্ঞান-  
দপি উৎপন্নস্বজ্ঞানত্বেনাবিশেষাৎ। তস্মাদনিষ্ঠাচ্যাহিক্রিয়ত্বং জ্ঞান-  
মপ্যনিকাচামিতি সিদ্ধমসত্যাদপি সত্যদোষজন ইতি। ন ক্রমঃ  
সকলজ্ঞানত্যাং সত্যদোষজনো যতঃ সমারোপিতমুত্তরাবস্থা ধূমহিষ্যা  
বহিজ্ঞানং সত্যং স্যাৎ। ন হি চক্ষুষো রূপজ্ঞানং সত্যমুপভায়ত ইতি  
বসাদিজ্ঞানেনাপি ততঃ সত্যেন ভাবিতবাম্। যতো নিম্নমো হি স  
তাদুৎপন্নঃ সত্যানঃ যতঃ কুতশ্চিৎ কিঞ্চিদেব জায়ত ইত্যোবদ্যত্যানামপি  
নিয়মো যতঃ কুতশ্চিদসত্যং সত্যং কুতশ্চিদসত্যং যথা দীর্ঘত্বাদেক্ষণে  
সমারোপিতত্বাবিশেষেৎপাজ্জীমিভাতো জ্যানানিরহমবগচ্ছন্তি সত্যমজিন-  
মিত্যতস্ত সমারোপিতদীর্ঘত্বাবজ্ঞাননিবিরহমবগচ্ছন্তো ভবন্তি ভ্রান্তাঃ।  
ন চোভয়ত্র দীর্ঘসমারোপং প্রীতি কশ্চিদন্তি ভেদঃ। তস্মাদুপপন্ন-  
মসত্যাদপি সত্যদোষদয় ইতি। নিদশনাস্তরমাং—“স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য”  
ইতি। যথা সাংসারিকোজাগ্রদভুজঙ্গং দৃষ্ট্য পলায়তে ততশ্চ ন দংশ-  
বেদনামাপ্রোক্তি, পিপাসুঃ সলিলমালোক্য পাতুং প্রবর্ততে ততস্তদাসাদ্য  
পায়ম্পায়মপ্যারিতঃ সুখমভুভবতি, এবং স্বপ্নান্তিকে’প তদবস্থং সর্ব-  
মিত্যাসত্যং কার্যসিদ্ধিঃ। শক্যতে। “তৎকার্যমপ্যনুতমেব” ইতি।

হওয়া কি প্রকারে উপপন্ন হয়? জীব রজ্জুসর্পের দংশনে মরে না এবং  
যুগতৃক্ষিক। জলে পানাবগাহনাদি প্রয়োজনও নিশ্চয় হয় না। ইহার  
প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, বেদান্তবাক্য মিথ্যা হইলেও ঐ দোষ প্রদত্ত হইতে  
পারে না। রজ্জুসর্পদংশনেও ত্রাস শঙ্কা বিষাদাদি মারক ক্রিয়া হইতে দেখা  
যায় এবং যুগপুরুষও স্বপ্নকালে স্বপ্নষ্ট ভলে ও যুগতৃক্ষিকাজলে জ্ঞানাদি  
কার্য করিয়া থাকে। [তৎকার্য...কশ্চিৎ] সে সকল ক্রিয়াও মিথ্যা,  
এ কথা বাংলায় বলিব, যদিও স্বপ্নদর্শনাবস্থার সর্পদংশন ও জলাবগাহন

মেবেতি চেৎ ক্রিয়াং তত্র ক্রমঃ । যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থায়  
সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্যামনৃতং তথাপি তদবগতিঃ সত্য-  
মেব ফলং প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যাবাধ্যমানত্বাৎ । ন হি স্বপ্নাদুৎখিতঃ  
স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্যং মিথ্যেতি মন্যমান-  
স্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্যতে কশ্চিৎ । এতেন স্বপ্ন-  
দৃশোহবগত্যাবধনেन দেহমাত্রাস্মরাদৌদূষিতৌ বেদিতব্যঃ ।  
তথা চ শ্রুতিঃ—

এবমপি নাসত্যং সত্যাসিদ্ধিরুক্তার্থঃ । পরিহরতি । “তত্র ক্রমো, যদাপি স্বপ্নদর্শনাবস্থয়া” ইতি । লৌকিকো হি সুপ্তোখিতোহবগম্য বাধিতঃ মনোহে ন তদবগতিঃ । তেন যদাপি পরীক্ষকা আনর্ক্যাচ্য-  
ক্ৰবিতামবগতিমনির্ক্যাচ্যঃ নিশ্চেষন্তি তথাপি লৌকিকাভিপ्राয়েণৈতদ্-  
ক্ৰমঃ । অতাস্তরে লৌকাগতিকানাং মতমপাকরোতি — “এতেন স্বপ্নদৃশো-  
হবগত্যাধেনেন” ইতি । যদা স্বপ্নং চৈবস্তারক্ষণীং বাস্তবিকটদংষ্ট্র-  
করালবদনামুভকবদ্রমস্মন্তকাবচুর্বিলাঙ্গলামতিরোবারুণগন্তকবিলালবৃত্তলোচ-  
নাং রোমাঞ্চসঞ্চরোৎকুল্লভীষণাং ক্ষটিকাচলভিত্তিপ্ৰতিবিম্বিতামভ্যাম্রীণাং  
তদুন্মাহ্বার স্বপ্নে প্রতিবুদ্ধো মামুখীনাশ্বনস্তমুঃ পশ্যতি তদোত্তরদেহাহু-  
গংমাস্থানং প্রতिसন্দধানো দেহাতিরিক্তমাস্থানং নিশ্চিনোতি । ন তু  
দেহমাত্রম্ । তস্মাত্রস্ব দেহবৎ প্রতिसন্ধানাভাবপ্রসঙ্গাৎ । কথংৈতদ্বপ-  
পদ্যোত যদি স্বপ্নদৃশোহবগতিরবধিতা স্যাৎ তদ্বাধে তু প্রতिसন্ধানা-  
ভাব ইতি । অসত্যাক্ত সত্যপ্রতীতিঃ প্রতिसিদ্ধাহবগতীরেকসিদ্ধা

প্রভৃতি মিথ্যা, তথাপি, সে সকলের জ্ঞান মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইলে  
 আগ্রংকালে তাহা থাকিত না। বস্তুদর্শক পূর্ব বস্তুভাগের পর সর্গদশ-  
 নাদি কার্যকলাপকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও ভদ্রবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা  
 বলিয়া জানে না। (বল্লে যে-‘আমাকে সাগে কামড়াইয়াছে’ ইত্যাকার  
 জ্ঞান হইয়াছিল, সে জ্ঞানকে সে সত্য বলিয়াই জানে)। [এতেন  
 বৈদিত্যঃ] বস্তুভাগের স্বাক্ষরভাগের বাধ হইয়া অর্থাৎ তাহা আগ্রংকালের  
 অল্পকৃত থাকে, এতদ্বারা দেহাঙ্গবাদেরও দোষ দেওয়া হইয়াছে, ইহা  
 জানিতে হইবেক। [তথাচ... দর্শনতি] প্রতিও বলিয়াছেন, বস্তুদর্শন

“বদা কর্মসু কামোষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ।

সমুজ্জিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥” ইতি

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমুজ্জঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি । তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেয়চিদরিষ্টেষু জ্ঞাতেষু ন চিরমিব জীবিয়াতীতি বিদ্যাদিত্যুক্তা অথ যঃ স্বপ্নে পুরুষঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণদন্তঃ পশ্যতি স এনং হস্তীত্যাदिना তেনাসত্যো-  
নৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যত ইতি দর্শয়তি ।  
প্রসিদ্ধক্ষেপং লোকেহস্বয়বাতিরেককুশলানাং ঐদৃশেন স্বপ্ন-  
দর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যত ঐদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি । তথা-  
হকারাদিসত্যাক্রমপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা রেখানৃতাক্রমপ্রতিপত্তেঃ ।

চেতাহ—“তথা চ শ্রুতি”রিত্তি । “তথাকারাদী”তি । বদাপি রেখা-  
স্বরূপং সত্যং তথাপি তদ্ব্যবাসিক্তমসত্যম্ । ন হি সন্ধেতরিত্তারঃ সন্ধে-

অসত্য হইলেও তাহার সমুজ্জ-ফল সত্য । যথা—“কাম্যাকর্মকালে স্বপ্নে  
স্ত্রী-সন্দর্শন হইলে জ্ঞানিতে হইবেক, তাদৃশ স্বপ্নের ফল সমুজ্জ ।” অর্থাৎ  
স্বপ্নে স্ত্রীসন্দর্শন হইলে তাত্‌কালিক কাম্যাকর্ম নির্বিঘ্নে ও উত্তমরূপে নির্বাহ  
হইয়া থাকে । [তথা...দর্শয়তি.] শ্রুতি ‘কোন এক অরিষ্ট (মরণের পূর্ব-  
লক্ষণ) প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবেক যে, অরিষ্টদর্শক শীঘ্রই মরিবে ।’  
এইরূপ বলিয়া অবশেষে ‘যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ বিকট পুরুষ  
দেখে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই পুরুষ শীঘ্রই তাহাকে বিনাশ করে ।’ এইরূপ এইরূপ  
উক্তি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসত্য স্বপ্নও সভ্যমরণের সুচক (অঙ্ক-  
যাপক) । [প্রসিদ্ধঃ...প্রতিপত্তেঃ.] অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে মঙ্গল  
হয়, অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল হয়, এ সকল তথ্য অস্বপ্ন-ব্যতি-  
য়েক-কৃশক \* লৌকিক পুরুষের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে । অগিচ, মিথ্যা বা  
কল্পিত রেখাকার জ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত অ-কারাদি অকয়ের জ্ঞান হইতে  
সেধা যাইতেছে । এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে,  
বেদান্ত শাস্ত্র কল্পিত হইলেও তাহার অকল্পিত সত্যত্বক বুঝাইবার ক্ষমতা

\* অমুক হইলে বা থাকিলে অমুক ফল হয়, না হইলে বা না থাকিলে হয় না, ইত্যাদি  
প্রকার পরীকার নিপুণ । পরীকানিপুণেরা স্বপ্নের কলাকল বিবিত আছেন ।

অপি চাস্ত্যমিদং প্রমাণমাত্মকত্বম্ প্রতিপাদকং নাতঃ  
পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তু । যথা হি লোকে যজ্ঞেতেত্যাক্তে  
কিং কেন কথং ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতে ন চৈবং তদ্ব্যমসীত্যাক্তে  
কিঞ্চিদন্যাদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তু সৰ্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাদবগতেঃ । সতি  
হন্যশ্মিন্নবশিষ্যমাণেহৰ্থ আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ ন ত্বাত্মৈকত্বব্যতি-  
রেকেণাবশিষ্যমাণেহন্যোহৰ্থোহস্তু য আকাঙ্ক্ষ্যত । ন

তদন্তীদৃশেন রেখাতেমেনাহং বর্ণঃ প্রত্যোতথ্যো হপি স্বীদৃশো রেখা-  
ভেদোহকার ঈদৃশচ্চ ককার ইতি । তথা চাস্ত্যমীচীনামং সঙ্কেতাং সমী-  
চীনবর্ণাবগতিরिति সিদ্ধম্ । যচ্চোক্তমেকত্বাংশেন জ্ঞানমোকব্যবহারঃ  
সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাপ্রয়ো লোকিকচ্চ ব্যবহারঃ সেৎ-  
স্যাগীতি তত্রাহ—“অপি চাস্ত্যমিদং প্রমাণ”মিতি । যদি খদেকত্বানেকত্ব-  
নিবন্ধনৌ ব্যবহারাবেকস্যা পুংসোহপখ্যারেণ সম্ভবতস্তত্বদগ্ধমুভয়সম্ভাং: ক-  
করোত, ন হেতদস্তু । ন হেকত্বাবগতিনিবন্ধনঃ কশ্চিদস্তু ব্যবহারত্বদ-  
বগতে: সর্বোত্তরত্বাৎ । তথাহি, তদ্ব্যমসীত্যাকাঙ্ক্ষ্যাবগতি: সমস্তপ্রমাণ-  
তৎকলতদ্ব্যবহারানপবাধমাতেনবোদীরতে নৈতস্যা: পরত্বাৎ কিঞ্চিদন্যকুলাং  
প্রতিকূলাং চাপ্ত যদপেক্ষেত বেন চেয়: প্রতিপক্ষিপোত তত্রানুকূলপ্রতি-  
কূলনিবারণান্নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমিতি । ন চেয়সবগতির্ভুলি-

আছে । [ অপি...আকাঙ্ক্ষ্যত ] অস্ত্র হেতু এই যে, এই একান্তপ্রতি-  
পাদক প্রমাণ ( অর্থাৎ তদ্ব্যমসি প্রভৃতি মহাবাক্যরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ ) চরম  
প্রমাণ । ইহার পর কিঞ্চিদাত্মক আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না ; সুতরাং  
আশঙ্কাত থাকে না । ‘যজ্ঞ কারবেক’ ইত্যাদি ইত্যাদি বিধিবাক্যে যেমন  
কোন যজ্ঞ, কি দিয়া ও কি প্রকারে, এই সকলের অপেক্ষা থাকে, আকাঙ্ক্ষা  
থাকে, তদ্ব্যমসি—সেই অস্বর ব্রহ্ম ভূমি—এ বাক্যে সেরূপ কোন আকাঙ্ক্ষা  
থাকে না । আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না বলিরাই আকাঙ্ক্ষার অন্তর হইবে ।  
আকাঙ্ক্ষিতব্য না থাকিবার কারণ এই যে, সর্বাত্মতাব ঐ জ্ঞানের বিধক ।  
অর্থাৎ সমুদায়ই আত্মা ( আমি ) এইরূপে উক্ত জ্ঞানের উদয় হয় । আত্মা  
তিরিক্ত কিছু থাকিত ত আকাঙ্ক্ষাত থাকিত তাহা থাকে না, সমুদায়  
আত্মরূপে প্রতীত হয়, সুতরাং সে জ্ঞান নিশ্চলীক, নিরাকঙ্ক্ষ ও কেবল



চেয়মবগতির্নোৎপাদ্যত ইতি শক্যং বক্তুং, তজ্জ্ঞাস্য বিজ্ঞেয়-  
ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাং, অবগতিসাধনানাং অবগাদীনাং বেদান্ত-  
বচনাদীনাং বিধীয়মানত্বাৎ । ন চেয়মবগতিরনর্থিকা  
ভ্রান্তির্কেতি শক্যং বক্তুং, অবিদ্যানিবৃত্তিকলদর্শনাৎ বাধক-  
জ্ঞানান্তরাত্তাবাচ্চ । প্রাক্ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্বঃ  
সত্যানুভবব্যহারে লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম । তস্মা-

কীংপ্রায়েত্যাহ “ন চেয়”মিতি । স্যাদেতৎ । অত্যা চেদিয়মবগতি-  
নিপ্রয়োজন্য তর্হি তথা চ ন প্রেক্ষাবত্তিকপাদীয়েত প্রয়োজনবশে বা  
নাশ্যা সাদিত্যত আহ—“ন চেয়মবগতিরনর্থিকা” কুতঃ, “অবিদ্যা-  
নিবৃত্তিকলদর্শনাৎ” । ন হীরমুৎপন্ন সতী পশ্চাদবিদ্যাং নিবর্তয়তি যেন  
নাশ্যা স্যাৎ, কিন্তুবিদ্যাধিরোদ্ধিভাবতয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মৈবোদয়তে । অবিদ্যা-  
নিবৃত্তিচ্চ ন তৎকার্যতয়া ফলমপি দ্বিষ্টতয়া, ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্যাতি  
প্রতিকূলং পরাচীনং নিরাকর্তৃমাহ ।—“ভ্রান্তিকী” ইতি । কুতো,  
“বাধকে”তি । স্যাদেতৎ । মা ভূদেকত্বানবন্ধনোব্যবহারোহনেকত্বানব-  
ন্ধনবৃত্তি । তদেব হি সকলানুভবাত লোকবাত্ম্য । অতন্তৎসংস্কার্ধমনে-  
কত্বস্য কল্পনীরং তাত্ত্বিকত্বমিত্যত আহ । “প্রাক্ চ” ইতি । ব্যবহারে  
হি বুদ্ধিপূর্বকারিণাং বুদ্ধ্যোপপাদ্যতে, ন স্বগ্যাত্মাত্মিকত্বেন, ভ্রান্ত্যপি  
তদুপপত্তিরিত্যাবেদিতম্ । সত্যং তদবিসম্বাদানুভবং গিচারাসহতরাহনি-  
র্বাচ্যত্বাৎ । অতাস্যৈকাত্ম্যজ্ঞানসানপেক্ষতয়া বাধকত্বমনেকত্বজ্ঞানস্য চ  
প্রতিবোধিগ্রাহ্যপেক্ষয়া দুর্কলত্বেন বাধ্যত্বং বহুং একত্বমুপসংহরতি ।

( এক ) । [ ন চেয়...মানত্বাৎ ] অদ্বয়জ্ঞান হয় না বলিতে পারি না ।  
কেন-না, শিষ্ঠার উপদেশে যেতকেতুর হইরাছিল এবং অদ্বয়জ্ঞানের  
উপারম্বক প্রবণ, মনন, নির্দিধ্যামন ও বেদান্তবচন প্রভৃতির বিধান দৃষ্ট  
হয় । [ ন চেয়মবগতি...বোচাম ] অদ্বয়জ্ঞান নিরর্থক, তাহার কোন ফল  
নাই, অথবা তাহা ভ্রমজ্ঞান, ইহার কোনও প্রকার বলিতে পারিবে না ।  
কেন-না, ঐ জ্ঞানে জীবের অবিদ্যানিবৃত্তি হইরা থাকে এবং ঐ জ্ঞানকে  
নিরূপণ করে এমন জ্ঞানান্তরও নাই । এবং না তাদৃশ অদ্বয়জ্ঞান উৎপন্ন  
হয় তাবৎ সত্য নিশ্চয় । লৌকিক দৈনিক সমুদায় ব্যবহারই থাকে, এ কথা  
পূর্বেও বলা হইরাছে । [ তদবিসম্বাদ্যন...কাশোহতি ] অতএব, সর্বশেষে

নত্বেন প্রমাণেন প্রতিপাদিত আত্মকত্বে সমস্তস্য প্রাচীন-  
ভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মকব্রহ্মকল্পনারকাশো-  
হস্তি। নমু মুদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্র-  
স্যাভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মুদাদয়েহিহা  
লোকে সমাধিগতা ইতি। নেতুচ্যতে। স বা এষ মহানজঃ,  
আত্মাহরোহমরোহমুতোহভয়ো ব্রহ্ম, স এষ নেতি  
নেতাস্মা অস্থূলমনণু ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধ-  
শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ  
পরিণামধর্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। স্থিতি-

“তস্মাদন্তোন প্রমাণেন” ইতি। স্যাদেত্তৎ। ন বরমনেকব্যবহারসিদ্ধার্থ-  
মদেকত্বস্য তাত্ত্বিকত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু শ্রোতমেবাহস্য তাত্ত্বিকত্বমিতি।  
চোদয়তি—“নমু মুদাদী”তি। পরিহরতি “নেতুচ্যত” ইতি। মুদাদি-  
দৃষ্টান্তেন হি কথঞ্চিৎ পরিণাম উন্মেষো ন চ শক্য উন্মেষুপি সৃষ্টিকে-  
তোব সত্যমিতি কারণধাত্তসত্যাবধারণেন কার্যস্যানুভবপ্রতিপাদনাৎ।  
সাক্ষাৎকূটস্থানিত্যপ্রতিপাদিকাত্ত সত্তি সহস্রাঃ শ্রুতব ইতি ন পরি-  
ণামধর্মতা ব্রহ্মণঃ। অথ কূটস্থস্যপি পরিণামঃ কল্প্যত্বত্বতীত্যত  
আহ।—“ন হ্যেকস্য” ইতি। শব্দে—“স্থিতিগতিব”মিতি। বৈধিকবাণ্য-

সমুৎপন্ন তত্ত্বমস্যাদি প্রমাণ যখন সাক্ষাৎব্যবিক্রয় উৎপাদন করে, তখন,  
পূর্বের সমস্ত ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন আর ‘অনেকাত্মক  
ব্রহ্ম’ একল্পনার স্থান থাকে না। [নমু...গমাৎ] যদি বল, সৃষ্টিকারি  
দৃষ্টান্ত থাকার পরিণামবাদ উক্ত শাস্ত্রের অতিমত; কেন না, দেখা যায়,  
দৃষ্টান্তগত সৃষ্টিকারি প্রকৃতি সমস্ত পদার্থই পরিণামী (দৃষ্টান্তসারে ব্রহ্মও পরি-  
ণামী অর্থাৎ এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম); এ বিষয়ে আমরা বলি,  
তাহাও নহে। কেন-না, “সেই এই আত্মা মহান ও জগাদিবিকারবর্জিত।”  
“আত্মা অজর, অমর, নিত্যমুক্ত, ভরসাহিত ও ব্রহ্ম।” “তিনি ইহা করেন,  
তাহা নহেন। অর্থাৎ সর্বনিষেধের লীমা।” “আত্মা স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম  
নহেন, হ্রস্ব নহেন—” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যতা (নিরীক-  
কারিতা) বর্ণিত হইয়াছে। [ন হ্যেকস্য...বোচাম] এক ব্রহ্মের পরিণামিত

গতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্যোতি বিশেষণাৎ । য  
 হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি ।  
 কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্যবোচাম ।  
 ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষলাভনং এবং জগদা-  
 কারপরিণামিত্বদর্শনমপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ কল্যাণাভি-  
 প্রেয়েত প্রমাণাভাবাৎ । কূটস্থব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাদেব হি

শ্রেয়ঃ গতিনিবৃত্তী এবমেকস্মিন ব্রহ্মণি পরিণামশ্চ তদভাবশ্চ কোটভাঃ  
 ভবিষ্যত ইতি । নিরাকরোক্ত—“ন, কূটস্থস্যোতি বিশেষণা”দিতি ।  
 কূটস্থনিত্যতা হি সত্যতমী স্বভাবাদপ্রত্যুতিঃ । সা কথং প্রচ্যুত্যা ন  
 বিকৃধ্যতে । ন চ ধর্ম্মিণো ব্যতিরিচ্যতে ধর্ম্মো যেন ততপজ্ঞানপারোহপি  
 ধর্ম্মী কূটস্থঃ স্যাৎ । ভেদ একান্তিকে গবাস্তবত্বধর্ম্মভাবাত্তাৎ ।  
 বাণাদয়স্ত \* পরিণামিনঃ স্থিত্যা গত্যা চ পরিণমন্ত ইতি । অপি চ  
 স্বাধ্যায়াদায়নবিধ্যাপাদিতার্থবত্ত্বাৎ বেদরাসেরেকেনাপি বর্ণনানর্থকেন  
 ন ভবিতব্যং কিং পুনরিত্যতা জগতো ব্রহ্মণোনিবপ্রতিপাদকেন বাক্য-  
 সম্বর্ভেণ । তত্র ফলবদব্রহ্মদর্শনসমারম্ভসম্মিধাবকসং জগদ্বোনিহং সমারম্ভ-  
 মানং তদর্থং সৎ তদুপায়তয়াৎবতিষ্ঠতে নাথাস্ত্বার্থমিত্যাহ—“ন চ  
 যথা ব্রহ্মণ” ইতি । অতো ন পরিণামপরত্বমন্তেত্যর্থঃ । তদনন্যত্বমিত্যাপ্য

ও অপরিণামিত্ব উভয়ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে পারিবে না । ( বুঝাতে  
 পারিবে না । হেতু এই যে, পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর  
 বিরোধী । একে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের থাকিতে পারে না ) । যদি বল, স্থিতি-  
 গতির দৃষ্টান্তে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইবে ( গতিনিবৃত্তির নাম স্থিতি ।  
 এক ব্যক্তিতে কালভেদে গতি ও গতিনিবৃত্তি বিরুদ্ধ উভয় ধর্ম্ম থাকিতে  
 দেখিরাছ, তদৃষ্টান্তে ব্রহ্মও অবচ্ছেদকভেদে উক্ত উভয় ধর্ম্ম থাকিবে ),  
 বক্তব্যঃ তাহাও থাকিবে না, বলিতেও পারিবে না । কারণ এই যে, ব্রহ্ম  
 কূটস্থ । যেহেতু ব্রহ্ম কূটস্থতাব সেই হেতু তাহাতে অনেক ধর্ম্ম  
 আশ্রয় করিতে পারে না । এ কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে । [ ন চ...  
 জাতীয়কম্ ] । যেহেতু প্রমাণ নাই সেই হেতু এমন কথা বলিতে  
 পারিবে না যে, যেমন ব্রহ্মসবন্ধে একাত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ, তেমনি,  
 জগদাকারপরিণতির জ্ঞানও অন্য ফলের কারণ । শাস্ত্র কেবল কূটস্থ

ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রং, স এষ নেতি নেতাস্থা ইত্যাশঙ্কয়া  
অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি, ইত্যেবজ্ঞাতীয়কম্। তত্রৈ-  
তৎ সিদ্ধং ভবতি। ব্রহ্মপ্রকরণে সর্বধর্মবিশেষবহিতব্রহ্ম-  
দর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যং যন্তব্রাহ্মণঃ ক্রমতে ব্রহ্মণো  
জগদাকারপরিণামিত্বাদি তদব্রহ্মদর্শনোপায়স্বেনৈব বিনি-  
যুক্ত্যতে। ফলবৎসম্মিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ। ন তু স্বতন্ত্র-  
ফলায় কল্যাত ইতি। ন হি পরিণামবদ্ধবিজ্ঞানাৎ পরি-  
ণামবদ্ধমাত্মনঃ ফলং স্যাদিতি বক্তুং যুক্তম্। কূটস্থনিত্যা-  
শ্লোকশ্চ। ননু কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্তাৎ ত্রিশি-  
ক্রীণিতব্যাভাব ইন্দ্রকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ,

ব্রহ্মণ্য প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিবিরোধক চেদয়তি। “কূটস্থব্রহ্মবাদিনঃ”

ব্রহ্মানুবিজ্ঞানেরই ফল দেখাইয়াছেন। প্রতি—“সেই আত্মা এরূপ  
নহে, সেরূপও নহে অর্থাৎ সর্ববিকারাতীত” এইরূপ উপক্রমের পর  
বলিয়াছেন, ‘হে জনক! তুমি অভয়পদ (মোক) পাইয়াছ।’ এই  
শাস্ত্রে কূটস্থানুবিজ্ঞানে মোক্ষ হওয়া কথিত হইয়াছে। [ তত্রৈতৎ  
কল্যাত ইতি ] প্রদর্শিত শাস্ত্রের দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে,  
ব্রহ্মপ্রকরণে সর্বধর্মবিবর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞানের মোক্ষফল ও তৎ-  
প্রকরণে ব্রহ্মের জগৎপরিণত হওয়ার বর্ণনা নিকল। অর্থাৎ পরিণাম-  
জ্ঞানের স্বতন্ত্র ফল নাই, তাহা কেবল তাদৃশ ব্রহ্মদর্শনের অঙ্গ বা উপায়।  
ফলবৎ কর্মের সম্মিধানে ফলবিবর্জিত কর্ম দেখিলে বুঝিতে হইবে যে,  
সে সকল ফলবৎকর্মের অঙ্গ বা সহায়। অর্থাৎ তাহাদের পৃথক ফল-  
জনকতা নাই। কর্মশাস্ত্রোক্ত এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মশাস্ত্রেও গৃহীত হইবেক।  
[ ন হি...মোক্ষসা ] মোক্ষ বখন কূটস্থ নিত্য; তখন আর বলিতে পারিবে  
না যে, পরিণামবদ্ধবিজ্ঞানে আত্মার পরিণামিত্ব ফল হইতে পারে। অর্থাৎ  
সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, এইরূপ জ্ঞানে আত্মাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়,  
এরূপ নিশ্চয় অব্যুত। [ ননু...প্রতিভ্যন্ত ] যদি বল, কূটস্থব্রহ্মবাদীরাই  
মতে একত্বই ঐকান্তিক, তাহাদের মতে এক টেব হই নাই অতরাং নিরূপ্য

ন, অবিদ্যাস্বকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষাং সর্বজ্ঞত্বম্।  
তস্মাদ্ভা এতস্মাদাস্তন আকাশঃ সমুত ইত্যাদিবাচ্যোভো  
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাং সর্বজ্ঞাং সর্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদুৎ-  
পত্তিস্থিতিলয়াঃ, নাচেতনাং প্রধানাদন্যস্মাদ্বেত্যেবোহর্থঃ  
প্রতিজ্ঞাতো জন্মাদাস্য যত ইতি। সা প্রতিজ্ঞা তদবসৈব  
ন তদ্বিক্রদ্বোহর্থঃ পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচ্যেত অত্যন্ত-  
মাত্মন একত্বম্বিতীয়ত্বক্ ক্রবতা। শৃণুযথা নোচ্যতে।  
সর্বজ্ঞশ্চেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে  
তদ্বান্য়ত্বাত্ম্যমনির্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্বজ্ঞ-  
শ্চেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিল-  
প্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্বজ্ঞ ইশ্বরঃ, আকাশো বৈ নাম

ইতি। পরিহরতি “নাবিদ্যাস্বকে”তি। নাম চ রূপক্ তে এব বীজ-  
তস্য ব্যাকরণং কার্য্যপ্রপঞ্চদপেক্ষত্বানৈবখ্যাত্য। এতদুক্তং ভবতি।

নিরস্তা এ হ এর কিছুই নাই, নিরমা-নিরস্তা না থাকার “ঈশ্বরই জগৎকারণ”  
এ প্রতিজ্ঞা থাকে না, বিতর্ক হয়। আমরা বলি, ঐ পূর্বপক্ষ করিতে  
পার না। কারণ, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বার্থ আবিদ্যাক নামরূপাত্মক বীজের  
বিকাশ সাপেক্ষ অর্থাৎ কল্পিতদৈতবটিত। “সেই এই আত্মা হইতে আকা-  
শের সমুত্তি অর্থাৎ বিকাশ হইয়াছে।” এইরূপ এইরূপ সৃষ্টিবাক্যের দ্বারা  
জানা যায়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগ-  
তের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়। অচেতন প্রধান অথবা কেবল পরমাণু  
প্রভৃতি হইতে এ সকল হয় না। এ কথা বা এ তত্ত্ব “জন্মাদাস্য যতঃ” এই  
স্মৃতি প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। যে প্রতিজ্ঞা ঐ ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাস্মৃতি দ্বারা  
হইয়াছে সে প্রতিজ্ঞা এখানে ঠিক আছে, কিছুমাত্র বিতর্ক হয় নাই। একটীও  
তদ্বিক্রদ্ব কথা বলা হয় নাই। কেন হয় নাই? যখন আত্মাত্মিক একত্ব বা  
অম্বিতীয়ত্ব বলা হইতেছে তখন কিপ্রকারে সে প্রতিজ্ঞা যুক্ত হইবে?  
ইহার প্রভূতত্ত্ব ওন। অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ—বাহ্য সত্যের অথবা মিথ্যার  
দ্বারা নির্বচনীয় নহে—বাহাকে অস্তিনাস্তি কোনও প্রকারে নির্দেশ করা  
যায় না—তাহা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত। সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বর-

নামরূপয়োনির্কীৰ্ত্তিতা তে যদন্তুরা তদব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ ।  
নামরূপে ব্যাকরবাণি, সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিচিহ্ন্য ধীরো  
নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ যদাস্তে, একং বীজং বহুধা যঃ  
করোতি ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । এবমবিদ্যাকৃতনামরূপো-  
পাধ্যানুরোধীধরো ভবতি, যোমেব ঘটকরকাভ্যুপাধ্যানু-  
রোধি । স চ স্বাত্মভূতানব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যাশ্রুতুপ-  
স্থাপিতনামরূপকৃতকার্যাকরণসম্ভাতানুরোধিনো জীবাধ্যানু  
বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীক্টে ব্যবহারবিষয়ে । তদেবমবিদ্যাশ্রুকো-  
পাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যোশ্বরত্বং সৰ্ব্বজ্ঞত্বং সৰ্ব্বশক্তি-  
ত্বঞ্চ ন পরমার্থতো বিদ্যাশ্রাপাস্তসৰ্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনী-

ন তাত্ত্বিকমৈশ্বর্যং সৰ্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ কিং ত্রবিদ্যোপাধিকমিতি তদাপ্রশ্নঃ  
প্রতিজ্ঞাহুত্বং তদাপ্রশ্নকৃত্তদনন্তত্বাহুত্বং দেনাবিরোধঃ । শূণ্যমন্তঃ ।

প্রিত অনির্কীৰ্ত্তা মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মারা-শক্তি ও প্রকৃতি  
নামে কথিত হইরাছে । ঈশ্বর সেই দুই পদার্থ হইতে ভিন্ন । এ বিষয়ে শ্রুতি  
প্রমাণ যথা—“আকাশ(ব্রহ্ম)ই নামরূপের নির্কীৰ্ত্তক । যিনি নামরূপ  
ভিন্ন অথচ নামরূপের নির্কীৰ্ত্তক তিনিই ব্রহ্ম ।” “ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন,  
আমি নামরূপের বিকাশ করিব ।” “সেই ধীর (ব্রহ্ম) সমুদায় রূপের কল্পনা  
ও সে সকলের নাম প্রদান পূৰ্ব্বক সে সকল নাম ধারণ করতঃ বিদ্যমান  
আছেন ।” “যিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিরাছেন ।” ইত্যাদি ।  
[এব...পদ্যতে] ঈশ্বর সেই আবিদ্যক নামরূপ উপাধির উপহিত । আকাশ  
যেমন ঘটাদি উপাধির উপহিত, সেইরূপ । ঈশ্বর আপনার আত্মভূত  
ঘটাকাশাদি স্থানীয় অবিদ্যা কর্তৃক প্রত্যাশ্রয়িত নামরূপের দ্বারা নির্মিত  
কার্যাকরণ সংঘাত (কার্য—দেহ, করণ—ইন্দ্রিয় । সংঘাত সমুদায়ের  
বেগল বা সমষ্টি) রূপ উপাধিতে অল্পরক্ত জীবনামক বিজ্ঞানাত্মাদির্ক  
নির্মিত ব্যবহারে পরিচালিত করিতেছেন । কথিত প্রকার আবিদ্যক  
উপাধির পরিচ্ছেদ (ভেদ) অল্পহারেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সৰ্ব্বজ্ঞত্ব ও  
সৰ্ব্বশক্তিত্ব কিম্ব পরমার্থদর্শনে এক, অবশ্য । তদ্বজ্ঞানে উপাধির বিলম্ব হয়,

শিত্রীশিতব্যসৰ্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে । তথা চোক্তম্—  
যত্র নানাং পশ্যতি নাশ্চচ্চণোতি নানাবিজ্ঞানাতি স ভূম্মা  
ইতি, যত্র ব্ৰহ্ম সৰ্বমাত্মৈবাবুত্বং কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদি  
চ । এবং পরমার্থাবস্থায়ঃ সৰ্বব্যবহারাভাবঃ বদন্তি  
বেদান্তাঃ, তথেশ্বরগীতাস্বপি—

“ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্যা সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥

নাদত্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনারূতং জ্ঞানং তেন যুহুস্তি ক্রান্তবঃ” ॥ ইতি

পৰমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদ-  
শ্যতে । ব্যবহারাবস্থায়ান্তুক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ ।

সুতরাং পরমার্থদর্শনে পরমাত্ম্যাব নিয়মানিয়ামকতা ও সৰ্বজ্ঞতা কোনরূপ  
ভেদ বা ব্যবহার থাকে না । তাহা উপপন্নও হয় না । \* [ তথাচোক্তং...  
বেদান্তাঃ ] অতি বলিরাছেন, ‘জীব যখন অন্য কিছু দেখে না, শুনে না,  
জানে না, তখনই সে ভূম্ অর্থাৎ ব্রহ্ম চর্য।’ “যখন এ সকল তাহার  
(জানীর) আত্মা হয়, আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না, অর্থাৎ বস্তুতে  
সর্পস্ব-বিনিবৃত্তির ন্যায় আত্মাতে অগৎ ভ্রম হওয়া তিরোহিত হয়, তখন  
আর কে কি দিয়া কি দেখিবে ?” বেদান্তশাস্ত্র এইরূপে পরমার্থাবস্থার-  
ব্যবহারবিলাপ কর বলিয়াছেন । [ তথৈ প্রদশ্যতে ঈশ্বর-গীতাতেও  
পরমার্থাবস্থার নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়মাত্ব (নিয়ন্তা ঈশ্বর, জীব নিয়ম্য ) নাই,  
একগুণ কথন আছে । বলা—“প্রভু জীবের সম্বন্ধে কর্তৃত্ব কৰ্ম্মত্ব কিছুই সৃজন  
করেন না । কর্ত্তব্য ফলভোগও প্রয়োগ করেন না । স্বভাব (প্রকৃতি)ই  
প্রবর্তমান অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কৰে । বিভু পরমাত্মা কাহাব স্কৃত  
স্কৃত প্রহণ করেন না । জ্ঞান অর্থাৎ চিদ্রূপঃ আত্মা অজ্ঞানে আবৃত, তাই  
তিনি জীব ও বুদ্ধ ।” [ বাব - মিত্যাহ ] যত দিন ব্যবহারাবস্থা থাকে

\* ভাবার্থ এই যে, অবিদ্যা উপাধির দ্বারা পরিকল্পিত ভেদ থাকতেই বিশ্বহানীর  
সম্ভব এবং এতিবিধ দ্বানীর জীবসমূহের নিরমাত্ব ঘটনা হয় । বিশ্বহানীর ঈশ্বর স্বকীয়  
উপাধির অভ্যুপগম সমুদায় বাহ্যোপাধি জীবকে পালনাদি করেন ।

এস সর্বেশ্বর এস ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এস সেতুর্ক্স-  
ধরণ এমাং লোকানামসন্তোদায় ইতি । তথেশ্বরগীতাস্বপি—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাকৃতানি মায়য়া” ॥ ইতি

সূত্রকারোহপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্তমিত্যাহ । ব্যব-  
হার্যভিপ্রায়েণ তু স্যালোকবাদতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং  
ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্যপ্রপঞ্চঃ পরিণামপ্রক্ৰি-  
যাঞ্চাশ্রয়তি সন্তোপাসনেষপযুক্ত্যত ইতি ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলক্ষেঃ ॥ ১৫ ॥ \*

ইতচ্চ কারণাদনন্তং কার্যস্য, যৎ কারণং ভাব এব

পারমার্থিক অবস্থা না আইসে ততদিন জীবের ব্যবহার থাকে । প্রতিও  
ব্যবহারকালে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বর্ণন কবিয়াছেন । যথা—“তিনিই সমুদায়ের  
ঈশ্বর, ইনিই ভূতপ্রাণের অধিপতি ( অধিষ্ঠাতা ), ইনিই ভূতসংঘের পালক,  
এবং তিনিই এই লোকের সেতুর ন্যায় বিধারক-নিয়ম-পরিপাটীর মধ্যস্থ-  
স্বরূপ ( সীমাস্বরূপ ) ।” ঈশ্বরগীতাতেও এইরূপ আছে । যথা—“হে অর্জুন !  
ঈশ্বর সমুদায় ভূতের হৃদয়দেশে ( বুদ্ধিরতিতে ) আছেন এবং মাগার দ্বারা  
যজ্ঞাকৃত ( যজ্ঞ - দেহ ) ভূতাদিপকে ঘুরাইতেছেন ( ভ্রমযুক্ত করিতেছেন ) ।”  
সূত্রকার ব্যাসও পরমার্থ অভিপ্রায়ে অতেন্দ বলিয়াছেন, ব্যবহার আভিপ্রায়ে  
বলেন নাই । [ ব্যব...যুক্ত্যত ইতি ] ব্যবহার অভিপ্রায়ে লোকবৎ অর্থাৎ  
লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ পরব্রহ্মকে মহাসমুদ্রভূতলা বলিয়াছেন এবং  
সন্তো উপাসনার উপযোগী বলিয়া কার্যপ্রপঞ্চের ( জগতের ) প্রত্যাখ্যান  
( নিষেধ ) না করিয়া তাহার পরিণামপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন ।

কার্য যে কারণ হইতে তির নহে, অতির, তৎপ্রতি অন্যতকে হেতু এই  
যে, কারণ থাকিলে কার্যের উপলব্ধি হয়—না থাকিলে হয় না । যেমন মৃত্তিকা

\* কারণসা ভাবেসম্বে উপলব্ধৌ চ কার্যস্য সম্ভাব উপলব্ধেচ্চ অনন্যমুদ্বিগ্নি হুত্বার্থঃ ।—  
কারণের বিদ্যমানতা থাকিলেই কার্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, এ হেতুতেও কার্য  
ও কারণ তির নহে, পরন্তু অতির ।



কারণস্য কার্যাবুপলভ্যতে। তদ্যথা সত্যং যুদি ঘট উপ-  
লভ্যতে সৎসু চ তন্তুযু পটঃ। ন চ নিয়মেনাহন্যভাবে-  
হন্যস্যোপলব্ধির্দৃষ্টা। ন হন্যো গোরন্থঃ সন্ গোষ্ঠাব  
এবোপলভ্যতে। ন চ কুলালভাব এব ঘট উপলভ্যতে  
সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেহন্যত্বাৎ। নহন্যভাবেহপ্যন্য-  
ল্যোপলব্ধির্নিয়তা দৃশ্যতে, যথাহগ্নিভাব এব ধূমস্যোতি।  
নেতৃত্বাচ্চ। উদ্বাপিতেহপ্যগ্নৌ গোপালঘটিকাদিধারিতস্য

কারণস্য ভাবঃ সত্তা চোপলভ্যশ্চ তস্মিন্ কার্যস্যোপলব্ধৌ বাচ্চ।  
এতচ্ছকুৎ ভবতি। বিষয়পদং বিষয়বিষয়িণপদং বিষয়িণদমপি বিষয়ি-  
বিষয়পদম্। তেন কারণোপলভ্যভাবয়োরাপাদেয়োপলভ্যভাবাদিতি স্তত্রার্থঃ  
সম্পদ্যতে। তথা চ প্রতিকরণাভাববুদ্ধিবোধেন চাক্ষুৰ্বেণ ন ব্যভিচারো  
নাপি বহিঃপ্রত্যক্ষভাববিধায়িত্বাভাবেন ধূমভেদেনেতি সিদ্ধং ভবতি।  
তত্র যথোক্তহেতোরেকদেশাভিধানেনোপক্রমতে ভাষ্যকারঃ। “হতশ্চ  
কারণানন্যত্বং” ভেদাভাবঃ “কার্যাস্য, যৎ কারণং” যন্তাৎ কারণাৎ,  
“ভাব এব কারণস্য” ইতি। অন্য ব্যতিরেকমুখেন গমকত্বমাহ—“ন  
চ নিয়মেন” ইতি। কাকতালীয়ন্যায়েনান্যভাবেহন্যাবুপলভ্যতে, ন তু নিয়মে-  
নেতৃত্বঃ। হেতুবিশেষণায় ব্যভিচারঃ চোদয়তি—“নহন্যভাবেহপী”তি।  
একদেশিমতেন পরিহরতি “নেতৃত্বাচ্চ” ইতি। শব্দৈকদেশিপরিস্ফুটঃ দৃশ-

থাকিলে ঘটের ও তন্তু থাকিলে পটের উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না।  
[নচ...মানত্বাৎ] এক পদার্থের বিদ্যমানতায় অন্য পদার্থের উপলব্ধি  
হইতে দেখা যায় না। যেমন অগ্নি থাকিলে বা অগ্নির দর্শনে গাভীর  
উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ। কুলালের সহিত ঘটের নিমিত্তনৈমিত্তিক সম্বন্ধ  
থাকিলেও কুলালের বিদ্যমানতায় নিয়মিতরূপে ঘটের উপলব্ধি হয়  
না। (অভিপ্রায় এই যে, যুক্তিকা ও ঘট গবাস্থের ন্যায় অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন  
হইলে যুক্তিকার কারণতা উচ্ছিন্ন হইত)। যদি বল, ভিন্নপদার্থের সত্তাবে  
ভিন্নপদার্থের উপলব্ধি হইতে দেখা যায়, যেমন অগ্নির সত্তাবে ধূমের,  
আমরা বলি, তাহা নিয়ত নহে। অগ্নি না থাকিলেও, অগ্নি নির্বাণপ্রাপ্ত  
হইলেও, গোপঘটিকাদিতে ধূমের দর্শন হয়। (গোপঘটিকা—গোষ্ঠস্থ

ধূমস্য দৃশ্যমানত্বাৎ । অথ ধূমং কয়্যাদিসবস্থয়া বিশিঃখ্যাৎ  
ঐদৃশো ধূমো নাসত্যমৌ ভবতীতি, নৈবমপি কশ্চিদোষঃ ।  
তদ্বাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিঃ কার্য্যাকারণয়োঃরনন্তত্বে হেতুং বয়ং  
বদামঃ । ন চাসাব্যগ্নধূমবোবিদ্যতে । ভাবাক্ষোপলক্কেরিতি  
বা সূত্রম্ । ন কেবলং শব্দাদেব কার্য্যাকারণয়োঃরনন্তত্বং,  
প্রত্যক্ষোপলক্কের্ভাবাচ্চ তয়োবনন্তত্বমিত্যর্থঃ । তবতি হি  
প্রত্যক্ষোপলক্কিঃ কার্য্যাকারণয়োঃরনন্তত্বে । তদযথা তন্তু-  
সংস্থানে তন্তুব্যতিরেকেণ পটৌ নাম কার্য্যং নৈবোপলভ্যতে,

। যথা পরমার্থপরিহারমাত—‘অগ্নি’ ইতি । এদেনে হেতুাবশেষণসূক্তম্ ।  
পাঠান্তরেণেদমেব সূত্রং ব্যাচষ্টে—“ন কেবলং শব্দাদেব” ইতি । পট  
ইতি হি প্রত্যক্ষবুদ্ধ্যা তন্তব এবাতানবিত্যনাবস্থা আলম্ব্যন্তে ন তু  
তদতিরক্তঃ পটঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে । একত্বত্ব তন্তুনামেকপ্রাবরণলক্ষণা-  
র্থক্রিয়াবচ্ছেদাৎনান্যমপি । যথৈকদেশকালাবচ্ছিন্না যথাদিরপলাশাদয়ো  
বহুবোহপি বনমিতি । অর্থক্রিয়ায়াক্ষ প্রত্যেকমসমর্থ্য অপানাবতৈতাবার্থী-  
ত্তরং কিঞ্চিন্নিলিতঃ কুর্কন্তো দৃশ্যন্তে যথা গ্রাবাণ উবাধারণমেকম ।  
এবমনারভৈতাবাখ্যন্তরং তন্তবো মিলিতাঃ প্রাবরণমেকং বাসয়ান্তি ।  
ন চ সমবায়ান্তিরয়োঃপি ভেদানবসার ইতি সাম্প্রতম । অন্যান্যোপল-  
ভ্যৎ । ভেদে হি সিক্তে সমবায়ঃ সমবায়চ্চ ভেদঃ । ন চ ভেদে সাধন-

ভাববিশেষ ) । [ অথ বিদ্যতে ] যদি বল, ধূম অবত্যাবশেষে বিশেষিত  
হইবেক, অগ্নি না থাকিলে তাদৃশ অর্থাৎ আবচ্ছিন্নমূল ধূম থাকে না,  
অতরাং অগ্নি থাকিলে নিশ্চিত তাদৃশ ধূম থাকিবে । আমরাও বলি, ঐরূপ  
বলিতে পার, বলিলে দোষ হইবেক না । আমরাও তদ্বাবানুরক্তা  
বুদ্ধিকে (জ্ঞানকে) কার্য্যাকারণের প্রভেদ না থাকার কারণ বলিতে বাধ্য  
আছি । কিন্তু তাদৃশ বুদ্ধি অগ্নিধূমে বিদ্যমান থাকে না । [ ভাবাক্ষো ..  
বয়ঃ ] অথবা “অভাবোপলক্কঃ” এরূপ সূত্র এবং তাহার অর্থ এইরূপ—  
কার্য্যাকারণের অভেদ কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, তাহাবিয়ে প্রত্যক্ষোপলক্ক  
আছে । উক্তর সরিবেশবিশেষ (সাক্ষান) ব্যতীত বস্ত্র নামক পৃথক্ কার্য্য

কেবলান্ত তদ্বৎ আতানবিতানবস্তুঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে ।  
তথা তদ্বৎশব্দোহংশুশ্চ তদবয়বাঃ । অনয়া প্রত্যক্ষোপলক্ষ্য  
লোহিতশুক্রকৃষ্ণানি ত্রীণি রূপাণি ততো বায়ুমাত্রমাকাশ-  
মাত্রক্ষেত্ৰমুন্মেষম্ । ততঃ পরং ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্ । তত্র  
সৰ্ব্বপ্রমাণানাং নিষ্ঠামবোচাম ॥ ১৫ ॥

### সম্বাদাবরস্য ॥ ১৬ ॥ \*

ইতচ্চ কারণং কার্যস্যানন্তত্বং যৎকারণং প্রাপ্তুংপভেঃ  
কারণান্ননৈব কারণে সম্বদবরকালীনস্য কার্যস্য জ্ঞায়তে,  
সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,

স্বরমন্তি অর্থক্রিয়াব্যপদেশঃ। ভদ্ররোরভেদেপ্যুপপত্তেরিত্যুপপাদিতম্ । তন্মাৎ  
যৎকিঞ্চিদেকং । অনয়া চ দিশা মূলকারণং ব্রহ্মৈব পরমার্থসদবাস্তব-  
কারণানি চ তদ্বাদয়ঃ সৰ্ব্বৈহনির্দীচ্যা এবত্যাহ “তথা চ তদ্বদ্বি”তি ।

বিতৰ্জতে—“ইতচ্চ” ইতি । ন কেবলং প্রতিঃ, উপপত্তিচ্ছাত্র ভবতি ।

প্রতীত হয় না। কেবল কতকগুলি সূত্রই আতান-বিতান (তান ও  
পড়েন) ভাবে থাকিতে দেখা যায়। সেইরূপ, তদ্বতে অংশ (অংশ) ও  
অংশতে অংশের অবয়ব প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। [অনয়া...  
বোচাম] এইরূপ, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির (সাক্ষাৎ জ্ঞানের) দ্বারা লোহিত-শুক্র-  
কৃষ্ণরূপের এবং তাহার দ্বারা বায়ুমাত্রার ও আকাশমাত্রার অনুমান করিবে।  
তাহারই পরে এক অদ্বয়ব্রহ্ম অনুভূত হইবেক। এই অদ্বয়ব্রহ্মই সৰ্ব্ব-  
অপেক্ষের নিষ্ঠা (সমাশ্রিত স্থান ও আশ্রয়)। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।

প্রতিতে, উপপত্তির পূর্বে জগৎকার্যের কারণে কারণাকারে থাকার  
কথা আছে, সে হেতুতেও কার্য কারণ ভিন্ন নহে। “হে সোম! এ সকল  
অগ্রে সং-ই ছিল।” “অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এ সকল এক আত্মা ছিল।”

\* অবস্থায় পরভবিকার্য কার্যস্য সৎকারণান্নবাস্তবান্যপি কারণানন্যত্বং কার্য-  
সোক্তি বোদ্ধব্যম্ । ইদং জগৎ সমাশ্রিত্যসিদ্ধিতি যামানাদিকরণ্যক্রিয়া সূত্রে: প্রাক্ কার্যস্য  
কারণান্না সৎকারণং তদবয়বমুপলভ্য উপপত্তিঃ। ইদং: কারণানন্যত্বমভেদ ইতি

ইত্যাদিবিদংশকগৃহীতস্য কার্যস্য কারণেন সমানাদিকরণ-  
ণ্যাৎ । যচ্চ যদাশ্রনা যত্র ন বর্ততে ন তৎ তত উৎ-  
পদ্যতে, যথা সিকতাভ্যন্তৈলম্ । তস্মাৎ প্রাপ্তংপত্তেরনশ্রুত্যা-  
দুৎপন্নমপ্যনন্যদেব কারণাৎ কার্যমিত্যবগম্যতে । যথা চ  
কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং  
কার্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি । একঞ্চ  
পুনঃ সত্ত্বং, অতোহপ্যনন্যত্বং কারণাৎ কার্যস্য ॥ ১৬ ॥

"যচ্চ যদাশ্রনা" ইতি । ন হি তৈলং সিকতাশ্রনা সিকতান্নমত্তি, যথা  
ঘটোহন্তি মৃদি মৃদাশ্রনা । প্রভৃৎপন্নো হি ঘটো মৃদাশ্রনোপগতাতে,  
নৈবং প্রভৃৎপন্নং তৈলং সিকতাশ্রনা । তেন যথা সিকতাভ্যন্তৈলং  
ন জারত এবমাস্রনোপি জগন্ন জারত । জারতে চ তস্মাদাস্রনাশ্রনাদিভি  
পম্যতে । উপপত্ত্যন্তরমাহ "যথা চ কারণং ব্রহ্ম" ইতি । যথা হি ঘটঃ  
সর্বদা সর্বত্র ঘট এব, ন জাহ্নসৌ কচিং পটোভবতি, এবং সদপি সর্বত্র  
সর্বদা সর্বত্র ন তু কচিং কদাচিদসত্ত্বিতুমহতীভূতপাদিতমধ্যত্বং ।  
তস্মাৎ কার্যং ত্রিষুপি কালেষু সর্বত্র । সত্ত্বং চেৎ কিমতো যদ্যেবমিত্যুক্ত  
আহ "একঞ্চ পুনঃ" ইতি । সত্ত্বং চৈকং কার্যাকারণয়োঃ । ন হি প্রতি-  
ব্যক্তি সত্ত্বং ভিদ্যতে । ততশ্চাভিন্নসত্ত্বানন্যত্বাদেতে অপি মিথো ন  
ভিদ্যেত ইতি । ন চ তাত্ত্ব্যমনন্যত্বাৎ সত্ত্বস্যেব তেদ হতি বুদ্ধম্ । তথা  
সতি ঃ সত্ত্বস্য সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ । তত্র তেদাত্তেবরোরন্যত্বসমারোপ-  
করণায়াং কিং তাত্ত্বিকাত্তেদোপাদানাহতেদকরণত্বাহো তাত্ত্বিকাত্তেদোপা-

ইত্যাদি প্রতিভে কারণের সহিত ইদম্-শব্দ-বাচ্য জগত্তের সামানাদিকরণ  
(অন্তেদ) কথিত হওয়াতেও কার্যাকারণ ভিন্ন নহে (পৃথক বস্তু নহে) ।  
[ যচ্চ...কার্যস্য ] যাহা বাহাতে তদ্রূপে থাকে না তাহা তাহা হইতে জন্মে  
না । যেমন বালুকা হইতে তৈল জন্মে না । অতএব, কার্য যেমন উৎ-  
পত্তির পূর্বে কারণের সহিত অন্তেদ, তেমনি, উৎপন্ন হইলেও অন্তেদ ।  
যেমন কোনও কালে কারণ ব্রহ্মের সত্ত্বের ব্যভিচার নাই, তেমনি, কার্য-

মুদ্রার্থ. —উৎপন্ন হইবার পূর্বে কার্য কারণরূপে থাকে । প্রতিভেও জগৎকার্যের সমাধিকরণে  
থাকা কথিত হইয়াছে । এই দুই হেতুতেও কার্যাকারণভিন্ন নহে ।

## অসম্ব্যপদেশোনেতি চেম ধর্মাস্তুরেণ

বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥ \*

ননু কচিদসম্ব্যপদেশোনেতি প্রাপ্তপত্তেঃ কার্যস্য ব্যপদেশিত  
 ঐতিঃ, অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইতি, অসম্ব্য ইদমগ্র আসীৎ  
 ইতি চ। তস্মাদসম্ব্যপদেশোনেতি প্রাপ্তপত্তেঃ কার্যস্য সম্ব-  
 দ্বিতি চেৎ, নেতি ক্রমঃ। ন হয়মত্যন্তাসম্ব্যভিপ্রায়েণ  
 প্রাপ্তপত্তেঃ কার্যস্যাসম্ব্যপদেশঃ। কিং তর্হি। ব্যাকৃতনাম-  
 রূপস্বাক্ষর্যাদব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্মাস্তুরম্। তেন ধর্মাস্তুরে-  
 দানা ভেদকরনেতি। বরক্ত পশ্যামো ভেদগ্রহস্য প্রতিযোগিগ্রহাপেক্ষাস্বাভেদ-  
 গ্রহমন্তরেণ চ প্রতিযোগিগ্রহাসম্ব্যবাদন্যোন্যাসম্ব্যপত্তেরভেদগ্রহস্য চ  
 নিরপেক্ষতয়া তদনুপপত্তেরেকৈকাশ্রয়ত্বাচ্চ ভেদস্যোক্তাভাবে তদনুপপত্তে-  
 রভেদগ্রহোপাদানৈব ভেদকরনেতি সর্কমবদাতম্।

ভূত জগতেরও ত্রৈকালিক সত্তার বাতিচার নাই। সত্তা একই, সে হেতুতেও  
 কার্য কারণ হইতে অশুভক্।

ঐতি কোন কোন স্থলে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অসত্তা (অভাব বা  
 না থাকা) বর্ণন করিয়াছেন, যথা—“এ সকল অগ্রে অসৎ ছিল” “এ সকল  
 অগ্রে অসৎ ছিল” ইত্যাদি। সেই সেই ঐতির বর্ণনা দেখিয়া যদি বল,  
 উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ অর্থাৎ থাকে না, আমরা বলি, তাহা বলিতে  
 পার না। কেননা, ঐ ব্যপদেশ (উল্লেখ) অত্যন্তাভাব (এককালে না  
 থাকা) অভিপ্রায়ে নহে। ব্যক্ততাপ্রাপ্ত নামরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত নাম  
 স্বপ্নের ব্যবহারিকভিন্নতা বা ভেদ আছে, তদনুসারে ঐ উল্লেখ হইয়াছে।  
 উক্ত ঐতির তাৎপর্যার্থ এই যে, কার্যসকল উৎপত্তির পূর্বে কারণ-  
 রূপে থাকার সুতরাং কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উৎপন্ন হইলে তাহাতে

\* অসম্ব্য অসিদ্ধিাদিঐতিঃ কার্যস্যাসম্ব্য ত্রবস্তি তেন সম্ব্যাদিত্যাহা হেতোরসিদ্ধতা  
 কং বদী ভগ্নাভেত্তর ভগ্নাতাম্। কৃতঃ। ধর্মাস্তুরেণ ধর্মাস্তববিবচঃ সম্ব্যপদেশঃ। ধর্মাস্তুর  
 ব্যপদেশক বাক্যশেষাৎ নিশ্চীরত ইতি ব্রহ্মার্থঃ।—অন্ত ঐতির, পত্তির পূর্বে এ সকল অসৎ  
 ছিল, এইরূপ উক্তিই কার্যকারণের ভেদ প্রমাণীকৃত হয় না। কারণ, ঐ উক্তি ধর্মাস্তুর-  
 স্যাপ্তিবলক্। অর্থাৎ অসৎ একরূপ স্বাক্ষর্যবান্ ছিল না, অব্যক্তধর্মবান্ ছিল, এতদ্ব্যলক্।

ণায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ সত এব কার্যস্য কারণ-  
রূপেণান্যস্য। কথমেতদবগম্যতে। বাক্যশেষাৎ। যত্ন-  
পক্রমে সন্ধিধার্থং বাক্যং তচ্ছেষাদেব নিশ্চীয়তে। ইহ চ  
তাবৎ অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইত্যসচ্ছব্দেনোপক্রমে নির্দিষ্টে  
বৎ তদেব পুনস্তচ্ছব্দেন পরায়ুশ্চ সদিতি বিশিনষ্টি তৎ  
সদাসীৎ ইতি। অসতশ্চ পূর্বাপরকালাসম্বন্ধাদাসীচ্ছব্দা-  
নুপপত্তেঃ। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ইত্যত্রাপি তদাত্মানং  
অননকুরুত ইতি বাক্যশেষে বিশেষণাত্ম্যস্তাসম্বন্ধম্। তস্মাৎ  
ধর্মাস্তরেণৈবায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যস্য। নাম-

বাক্তত্বাবাক্তত্বে ধর্মাবনির্ভরনীয়ো। সূত্রমেতদ্বিগদব্যাখ্যাতেন  
ভাবোণ ব্যাখ্যাতম্।

বাক্তত্বার্থের আগমন হয়, সুতরাং তাহার ব্যবহারও অনারূপ হয়  
[ কথ...সক্ৰম ] অগৎ এরূপ বাক্তবর্ষবান ছিল না, এই অতিপ্রায়ে ঐ অসৎ  
ব্যপদেশ (ছিল না বলা), ইহা ঐ প্রস্তাবের শেষবাক্যের দ্বারা জানা  
গিয়াছে। উপক্রমে (আরম্ভকালে) সন্ধিধবাক্য থাকিলে শেষ বাক্যের  
দ্বারা তাহার অর্থনিশ্চয় হয়। অতএব “অগ্রে এ সকল অসৎ-ই ছিল”  
এই উপক্রম বাক্যে বাহাকে অসৎ-শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন বাক্যশেষে  
তাহাকেই লক্ষ্য বা আকর্ষণ করিয়া সৎ বলিয়াছেন। যথা—“সেই সৎ  
ছিল।” ইত্যাদি। বাহা অতাস্ত অসৎ, অতাব্যয়ক বা নিকৃপাখ্য (শব্দ-  
শুদ্ধতুল্য মিথ্যা), তাহাতে পূর্বাপরকালসম্বন্ধ অস্থাপন। (সুতরাং বুঝা  
উচিত, অসৎ ছিল, এ অসৎ আত্যন্তিক অসৎ নহে)। “অসদ্বা আসীৎ”  
এ অসৎ যে আত্যন্তিক অসৎ নহে, তাহা “তিনি আপনি আপনাকে কহি-  
লেন, স্মরণ করিলেন” এই শেষ বাক্যের দ্বারা নিগীত হয়। [ তন্নাৎ...  
চর্য্যতে ] এতদ্ব্যপদেশে সিদ্ধ হইতেছে যে, ক্রতির ঐ অসদ্বান ধর্মাস্তরব্যাপ্তি।  
যে বস্তু বিস্মষ্ট নামরূপ—সেই বস্তুকেই লোকে সৎ ( আছে ) বলে। পূর্বে  
ইহা বিস্মষ্টনামরূপ ছিল না, কাহেই ক্রতি লোকপ্রসিদ্ধি অনুবাহ করিকা  
“এ সকল সৎ ছিল না বা অসৎ ছিল” এতদ্ব্যপদেশে গোপচার বাক্য বলিয়াছেন।

রূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছন্দার্থং লোকে প্রসিদ্ধং, অতঃ প্রাক্  
নামরূপব্যাকরণানসদিবাসীদিত্যুপচৰ্য্যতে ॥ ১৭ ॥

## যুক্তেঃ শব্দাস্তুরাচ্চ ॥ ১৮ ॥ \*

যুক্তেষ্ট প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যস্য সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদ-  
বগম্যতে । শব্দাস্তুরাচ্চ । যুক্তিস্তাবদ্বর্ণ্যতে । দধিঘটকচ-  
কাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি কীরমুক্তিকাস্তবর্ণাদী-  
ন্যুপাদীযমানানি লোকে দৃশ্যন্তে । ন হি দধ্যর্থিভিমুক্তি-  
কোপাদীযতে, ন ঘটাদ্যর্থিভিঃ কীরম্ । তদসৎকার্যবাদে-  
নোপপদ্যতে । অবিশিষ্টে হি প্রাপ্তংপত্তেঃ সর্বত্র সর্ব-  
স্যাসক্তে কস্মাৎ কীরাদেব দধ্যৎপদ্যতে ন মৃত্তিকায়ঃ,  
মৃত্তিকায়। এব চ ঘট উৎপদ্যতে ন কীরবাৎ । অথা-

‘অসদেব’ এই এব শব্দের ইব অর্থ গ্রহণ কবিতো হইবেক । অর্থাৎ অসৎপ্রায়  
ছিল, এইরূপ অর্থ হইবেক ।

কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে থাকে ও কারণ-ভিন্ন নহে, ইহা যুক্তিব দ্বারাও  
জানা যায়, শব্দান্তবেব দ্বারাও জানা যায় । কিরূপ যুক্তির দ্বারা জানা  
যায় তাহা বলিতেছি । যাহারা দধি, ঘট ও রুচক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার  
ইচ্ছা করে তাহারা দধি, মৃত্তিকা ও স্তবর্ণ প্রভৃতি নির্দিষ্ট কারণ ( উপাদান )  
গ্রহণ করে । যে সে দ্রব্য প্রস্তুত কবে না । দধিলিপ্সু মৃত্তিকা গ্রহণ করে  
না, ঘটলিপ্সুও দ্রব্যাদি আহরণ কবে না । একপ নিয়মিত প্রবৃত্তি অসৎ  
কার্যবাদে অনুপপন্ন । যদি কোনরূপ বিশেষ না থাকে, কার্য যদি উৎপত্তির  
পূর্বে কোথাও না থাকে, তাহা হইলে দ্রব্য হইতেই বা দধি উৎপন্ন হয় কেন ?  
মৃত্তিকা হইতেই বা না হয় কেন ? মৃত্তিকা হইতেই বা ঘট হয় কেন ? দ্রব্য  
হইতেই বা না হয় কেন ? [ অথা... কার্যম্ ] যদি বস্তু, কার্য থাকা না-থাকা

\* ‘দধ্যাদ্যর্থিনা’ কীরাদেব প্রবৃত্তি শ্রুতে তদন্যথানুপপত্তিবুক্তিহীনম্ । শব্দ-  
স্তুরাদিভিঃ সম্বাদদেশনম্বাৎ । কার্যস্য প্রাক্ কারণানন্যত্বেন সম্বাদিত্যেব :—যুক্তির দ্বারা  
ও সম্বাদদেশনী শব্দের দ্বারা কার্যের কারণরূপে অবস্থান বা থাকা সিদ্ধ বা নির্ণীত হয় ।

বিশিষ্টেইপি প্রাগমত্রে ক্ষীর এব দধিঃ কশ্চিদতিশয়ো ন  
 যুক্তিকার্য্যঃ, যুক্তিকার্য্যমেব চ ঘটস্য কশ্চিদতিশয়ো ন ক্ষীর  
 ইত্যাচ্যেত, তর্হি, অতিশয়বদ্ধাৎ প্রাগমন্তায়া অসংকার্য্য-  
 বাদহানিঃ সংকার্য্যবাদসিদ্ধিঃ চ । শক্তিঃ চ কারণস্য কার্য্য-  
 নিরমার্থী কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসত্তী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ,  
 অসৎস্বাবিশেষাদন্যস্বাবিশেষাচ্চ । তস্মাৎ কারণস্যাত্ত্বভূতা  
 শক্তিঃ শক্তেঃ চাত্ত্বভূতং কার্য্যম্ । অপি চ কার্য্যাকারণয়ো-  
 র্ভব্যগুণাদীনাঞ্চাহংস্বাহিসবদ্বৈদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যমভ্যাপ-

“অতিশয়বদ্ধাৎ প্রাগমন্তায়া” ইতি । অতিশয়ো চি ধর্ম্মো নাসত্যতি-  
 শয়বতি কার্য্যো ভবিষ্যৎমহতীতি । নহু ন কার্য্যস্যাতিশয়োনিয়মহেতুরপি  
 তু কারণস্য শক্তিভেদঃ, স চাসত্যপি কার্য্যো কারণস্য সত্তাৎ সন্নেবেত্যক্ত  
 আহ—“শক্তিঃ” ইতি । নান্যা কার্য্যাকারণভ্যাম্, নাপ্যসত্তী কার্য্য-  
 য়নেতি যোজন্য । “অপি চ কার্য্যাকারণয়ো”রিত্যি । সদ্যপি ভাবাচ্চোপ-  
 লব্ধেরিতাত্ম্যমর্থ উক্তস্তথাপি সমবায়দূষণায় পুনরবতারিতঃ । অনভ্যাপ-

নিয়মিত নহে, কারণসম্বন্ধেও কোনরূপ বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্তু দণ্ডিশব্দীয়  
 অতিশয় (এক প্রকার ধর্ম্ম বা শক্তি) ছুঁতে থাকে, যুক্তিকার্য্য থাকে না, এবং  
 ঘটসম্বন্ধীয় অতিশয় যুক্তিকাতেই থাকে, ছুঁতে থাকে না, তাই ব্যাক্রম ঘটনা  
 হয় না । একরূপ বলিলে অবশ্যই অসংকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সংকার্য্যবাদ সিদ্ধ  
 হইবে । কেন-না, পূর্বাবস্থার অতিশয় থাকা স্বীকার করাই হইতেছে ।  
 অতিশয় শব্দের অর্থ শক্তি, তাহা কারণে থাকিয়াই কার্য্যের নিয়মন করে  
 বাহাতে তাহা (কার্য্যশক্তি) থাকে না তাহা কারণও নহে সুতরাং কার্য্যও  
 জন্মায় না । শক্তি কার্য্যাকারণ ভিন্ন ও কার্য্যের ন্যায় অসৎ (না থাকা  
 বা অভাবরূপিনী) হইলে তাহা কার্য্যের নিয়ামক হইত না । অমুক  
 হইতে অমুক হইবে, অমুক হইবে না, একরূপ নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকিত  
 না) । অসৎয়ের (না থাকার) ও অন্যত্বের অবিশেষপ্রযুক্ত অনিঃসন্দেহ  
 কার্য্য হইত, কোন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকিত না । অতএব, শক্তি  
 কারণেরই স্বরূপ ও কার্য্য শক্তিরই স্বরূপ, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য । [ অপিচ,  
 প্রসঙ্গঃ ] অর্থ ও মহিব বেসন অন্ত্যাক্ত ভিন্ন, সেরূপ ভিন্নতা কার্য্য ও কারণে,



গন্তব্যম্ । সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ  
সম্বন্ধেহভ্যুপগম্যমানে তস্য তস্যান্যোহন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়ি-  
তব্য ইত্যনবস্থাপ্রসঙ্গঃ । অনভ্যুপগম্যমানে বা বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ ।  
অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যাবাপরং সম্বন্ধং  
সম্বধ্যতে, সংযোগোহপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যাব

সম্যমানে চ সমবায়স্য সমবায়িত্যাং সম্বন্ধে বিচ্ছেদপ্রসঙ্গোহব্যবহারবিজ্ঞবা-  
গুণাদীনাং মিথঃ । ন হ্যসম্বন্ধঃ সমবায়িত্যাং সমবায়ঃ সমবায়িনৌ  
সম্বন্ধয়েদिति ; শব্দতে—“অথ সমবায়ঃ স্বয়ং”মিতি । যথা হি সম্ব-  
যোগাদ্ভব্যগুণকশ্মাণি সন্তি সবস্তু স্বভাবত এব সদिति ন সত্ত্বাস্তর-  
যোগমপেক্ষতে, তথা সমবায়ঃ সমবায়িত্যাং সম্বন্ধুং ন সম্বন্ধাস্তরমপেক্ষতে,  
স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদिति, তদেতৎ সিদ্ধাস্তাস্তরবিয়োধাপাদনেন নিরা-  
করোতি—“সংযোগোহপি তর্হি”তি । ন চ সংযোগস্য কার্যত্বাৎ কার্যস্য চ  
সমবায়িকারণাধীনজন্যত্বাৎ অসমবায়ে চ তদনুপপত্তেঃ সমবায়কল্পনা  
সংযোগ ইতি বাচ্যম্ । অঙ্গসংযোগে তদভাবপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ সম্বন্ধা-  
ধীননিরূপণঃ সমবায়ো যথা সম্বন্ধিষয়ভেদে ন ভিদ্যাতে তন্নাশে চ ন  
নশ্যত্যপি তু নিত্য একঃ, এবং সংযোগোহপি ভবেৎ, ততঃ কো দোষঃ ?  
অত্বেতৎপ্রসঙ্গভিন্না সংযোগবৎ সমবায়োহপি প্রতিসম্বন্ধিমিথুনঃ ভিদ্যাতে  
চানিত্যাশ্চেত্যাভ্যুপেয়তে, তথা সতি যথৈকশ্মাণিমিত্তকারণাদেব জায়ত  
এবং সংযোগোহপি নিমিত্তকারণাদেব জনিষাত ইতি সমানম্ । “তাদা-

তত্তদ্রব্যো ও তত্তদগুণে প্রতীত হয় না । যেহেতু ভেদবুদ্ধি হয় না—সেই-  
হেতু কার্যাকারণের তাদাত্ম্য অস্বীকার্য । যাহারা অভেদপ্রত্যায়ক সম-  
বায়ের (সমবায় = একপ্রকার সম্বন্ধ) । যে সম্বন্ধ বিভিন্ন বস্তুকে অভিন্ন বোধ  
করায়) কল্পনা করেন তাহাদের সমবায়িত্রবোর সহিত তৎসম্বন্ধ ঘটাইবার  
জন্য সম্বন্ধাস্তর থাকি ও তৎসম্বন্ধসিদ্ধির জন্য অন্য সম্বন্ধের স্বীকার করিতে  
হয়, করিলে অনবস্থা দোষ হয় । না করিলে বিশিষ্টবুদ্ধির অভাব প্রসক্তি  
হয় । [ অথ...নর্থক্যাম্ ] সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধরূপ, তৎকারণে সে সম্বন্ধাস্তর  
অপেক্ষা করে না, এরূপ বলিলে আমরাও বলিব, সংযোগও সম্বন্ধরূপ,  
তাহাও সমবায়-সম্বন্ধের অপেক্ষা করিবে না । বস্তুতঃ ভব্য-গুণাদিতে  
ও উপাদান উপাদেয়ে তাদাত্ম্যপ্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থের

সমবায়ঃ সম্বোধ্যেত । তাদাত্ম্যপ্রতীতেচ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং সম-  
বায়কল্পনার্থক্যম্ । কথঞ্চ কার্য্যমবয়বি দ্রব্যং কারণেষবয়ব-  
দ্রব্যেষু বর্তমানং বর্তেত কিং সমন্তেষবয়বেষু বর্তেতোত  
প্রত্যবয়বম্ । যদি তাবৎ সমন্তেষু বর্তেত ততোহবয়বানু-  
পলকিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসম্মিকৰ্ষস্যাশক্যত্বাৎ । ন হি  
বহুত্বং সমন্তেষ্বাপ্রয়েষু বর্তমানং ব্যস্তাপ্রয়গ্রহণেন গৃহ্যতে ।  
অথাবয়বশঃ সমন্তেষু বর্তেত, তদাপ্যারম্ভকাবয়বব্যতিরেকে-

দ্ব্যপ্রতীতেচ্চ” ইতি । সম্ভাবগমো হি সম্বন্ধকল্পনাধীকঃ ন তাদাত্ম্য-  
বগমঃ । তস্য নানাত্বৈকাশ্রয়সম্বন্ধবিরোধাদিতি । বৃত্তিবিবক্তনাবয়বা-  
তিরিক্তমবয়বিনং দুষয়তি “কথঞ্চ কার্য্য”মিতি । “সমন্তে”তি । মধ্যপর-  
ভাগয়োঃকৰ্ণাভাগব্যবহিতত্বাৎ । অথ সমস্তাবয়ববাসস্তাপি কতিপয়া-  
বয়বস্থানো গ্ৰেহীযাত ইত্যন্ত আহ—“ন হি বহুত্ব”মিতি । “অথাবয়বশঃ”  
ইতি । বহুত্বসংখ্যা হি স্বরূপেণৈব ব্যাসস্তা সংখ্যোরেষু বর্তত ইত্যেক-  
তমসংখ্যোগ্রহণেহপি ন গৃহ্যতে, সমস্তব্যাসসিদ্ধান্তরূপস্য । অবয়বী তু  
ন স্বরূপেণাবয়বান্ ব্যাপ্নোতি, অপি ত্ববয়বশঃ । তেন যথা সূত্রমবয়বৈঃ  
কুন্তুমানি ব্যাপ্তবর সমস্তকুন্তুমগ্রহণমপেক্ষতে কতিপয়কুন্তুমতানস্যাপি  
তস্যোপলক্যেঃ, এবমবয়বাপীতি ভাবঃ । নিরাকরোতি—“তদালী”তি ।

প্রতীতি হয় না । তাদাত্ম্যপ্রতীতির দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি ( অভেদবুদ্ধি ) হইলে  
সমবায় করনার প্রয়োজন কি ? [ কথঞ্চ · গৃহাতে ] বল দেখি, কারণ-  
রূপ অবয়ব-দ্রব্যে যে কার্য্যরূপী অবয়বী • বৃত্তিমান্ হয় ( থাকে ) তাহা কি,  
স্বরূপতঃ সমুদায় অবয়বে ? না অংশক্রমে প্রতীতি অবয়বে ? স্বরূপতঃ সমুদায়  
অবয়বে থাকিলে অবয়বীর অন্তত্ব হইতে পারে না । কারণ এই যে,  
সমস্ত অবয়বের সন্নিবৰ্ধ হয় না । ( সন্নিবৰ্ধ = চক্ষুরাদির সহিত সংযোগ ।  
বস্তুর কতক অংশ ইঞ্জিরসংযুক্ত হয়, কতক অংশ ব্যবহৃত থাকে ) । বহুত্ব  
যেমন সমস্ত আশ্রয়ে থাকে বলিয়া একটী আশ্রয়ের জ্ঞানে বহুর জ্ঞান হয় না,  
তেননি, একাবয়বদর্শনে সমস্তাবয়ববৃত্তি অবয়বীর জ্ঞান হইবে না, ইহা অবশ্য-  
সীকার্য্য । [ অথা...কল্পনীয়ত্বাৎ ] স্বরূপতঃ অর্থাৎ সর্বাংশে না থাকুক,

ণাবয়বিনোহবয়বাঃ কল্লোরন্ যৈরবয়বৈরানন্তকেষবয়বেষবয়-  
বশোহবয়বী বর্তেত । কোশাবয়বব্যতিরিক্তৈর্হ্যবয়বৈরসিঃ  
কোশং ব্যাপ্নোতি, অনবস্থা চৈবং প্রসজ্যেত, তেষু তেষব-  
য়বেষু বর্তয়িতুমন্যেযামন্যেযামবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ । অথ  
প্রত্যবয়বং বর্তেত তদৈকত্ব ব্যাপারেহন্যত্রব্যাপারঃ স্যাৎ ।  
ন হি দেবদত্তঃ শ্রুত্রে সন্নিধীয়মানশুদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নি-  
ধীয়তে, যুগপদনেকত্ব বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাদেবদত্তযজ্ঞদত্তয়ো-  
রিব শ্রুত্পাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ । গোহাদিবৎ প্রত্যেকং পরি-  
সমাপ্তেরদোষ ইতি চেৎ, ন, তথাপ্রতীত্যভাবাৎ । যদি

শঙ্কতে।—“গোহাদিব”মিতি । নিরাকরোতি—“নে”মিতি । যদ্যপি গোহস্য  
সামান্যস্য বিশেষ্য অনির্কাণ্যো ন পরমার্থসত্ত্বত্বা চ কাহস্য প্রত্যেক-  
পারিসমাপ্তিরিতি, তথাপ্যভ্যুপেতোদম্মদিতমিতি মন্তব্যম্ । অকর্তৃকা  
যতোহতোনিরাস্মিকা স্যাৎ । কারণভাবে হি কার্যামল্লংপরং কিম্ভাম

অংশে অংশে সমস্ত অবয়বে বৃত্তিমান হয় বলিলেও আরম্ভক (জনক)  
অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বের কল্পনা করিতে হইবে কিম্ব সে কল্পনাতেও  
অনবস্থাদোষ আছে । কেননা, সেই সেই অবয়বে বৃত্তিমান ( থাকিবার )  
হইবার জন্য তত্ত্বিন্ন তত্ত্বিন্ন অবয়বের কল্পনা করিতে হয় । যেমন খড়্গের  
বৃত্তিতার জন্য হস্তাবয়বের, সেইরূপ । ( হস্ত কোষ নহে । হস্ত কোষ  
হইতে অতিরিক্ত ) । [ অথ...বাসিনোঃ ] কার্য্যনামক অবয়বী ও অংশক্রমে  
‘কার্য্যনামক অবয়বসমূহে বৃত্তিমান হয় ( থাকে ) বলিলে একাবয়বের  
( একাংশের ) ব্যাপার কালে অন্যাবয়বের ব্যাপার হয় না কেন তাহা বলিতে  
হইবে । যেমন, একই দেবদত্ত শ্রুত্রে উপস্থিত ও সেই দিবসেই  
পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে ও থাকিতে পারেন না, উহাও সেইরূপ । এক  
সময়ে উভয়দেশে উপস্থিত থাকা ছই ব্যক্তি ব্যতীত হয় না । ( অর্থাৎ  
বিত্তিন্ন অবয়বী স্বীকার করিতে হইবে । এ অবয়বী ( বস্তু ) ও সে  
অবয়বী ( বস্তু ) এক নহে ; তিন্ন, এইরূপ বলিতে হইবে । যেমন শ্রুত-  
নিবাসী দেবদত্ত ও পাটলিপুত্রনিবাসী যজ্ঞদত্ত, সেইরূপ ) । [ গোহাদি...  
দৃষ্টতে ] গোহ জাতি যেমন প্রত্যেক গো-ব্যক্তিতে থাকে অথচ বহুত্ব

গোষ্ঠাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তোহবয়বী শ্রাৎ। যথা গোষ্ঠং  
প্রতি স্বক্তিপ্রত্যক্ষং গৃহ্যতে এবমবয়ব্যপি প্রত্যাবয়বং প্রত্যক্ষং  
গৃহ্যত, ন চৈবং নিয়তং গৃহ্যতে। প্রত্যেকপরিসমাপ্তো  
চাবয়বিনঃ কার্যোপাধিকারাৎ তস্য চৈকত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তম-  
কার্য্যং কুর্য্যাৎ উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্। ন চৈবং দৃশ্যতে।  
প্রাণ্ডপ্তভেদে চ কার্য্যশ্রাসত্ত্ব উৎপত্তিরকর্তৃকা নিরাশ্রয়কা চ  
শ্রাৎ। উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া সা সাকর্তৃকৈব ভবিতুমর্হতি  
গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম শ্রাৎ অকর্তৃকা চেতি বিপ্রতি-  
ষিধ্যতে। ঘটস্ত চোৎপত্তিরূচ্যমানা ন ঘটকর্তৃকা কিং

ভবেৎ, অতো নিরাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ। যদ্ব্যচ্যোত ঘটশব্দস্তদবয়বেষু ব্যাপার-  
বিষ্টতয়া পূর্বাঙ্গপরীতাবসামপদেষু ঘটোপজনাভিমুখ্যে তাদর্শ্যমিমিত্তাদুপ-  
চারাৎ প্রযুক্ত্যতে তেবাৎ সিদ্ধয়েন কর্তৃকমন্তীভূতপদ্যতে ঘটো ভবতীতি  
প্রয়োগ ইত্যত আহ—“ঘটস্য চোৎপত্তিরূচ্যমানে”তি। উৎপাদন্য হি

দোষ হয় না, এখানেও সেইরূপ হইবেক, বহুত্ব-দোষ হইবেক না, একপও  
বলিতে পার না। কারণ, প্রত্যাবিত্ত স্থলে সেক্রপ প্রতীতি হয় না। গোষ্ঠ  
যেমন প্রত্যেক গোব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ হয়; অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে সেক্রপ,  
প্রত্যক্ষগোচর হয় না। (একটি স্ততার বস্তুর প্রতীতি হয় না, কিন্তু একটি  
গাবীতে গোষ্ঠের প্রতীতি হয়।) ইহাতেই বুঝিতে হইবেক, অবয়বী  
(বস্ত্র) গোষ্ঠজাতির ন্যায় প্রতি অবয়বে (স্ততার) পরিসমাপ্ত নহে।  
অর্থাৎ থাকে না। একই অবয়বী যদি জাতির ন্যায় সমস্ত অবয়বে অবস্থান  
করিত, তাহা হইলে তাহার সর্বস্থানে সমান কার্য্যাধিকার থাকিত।  
পুঙ্খের দ্বারা স্তনের কার্য্য ও বকের দ্বারা পৃষ্ঠের কার্য্য নিরূপ হইত।  
(দেবদত্তের কার্য্য অধ্যয়ন, দেবদত্ত তাহা গ্রামে ও অরণ্যে যথা ইচ্ছা ভ্রম  
সম্পন্ন করিতে পারে। অবয়বী গাবী, তাহার কার্য্য দুগ্ধ দান, সেও তাহা  
পুঙ্খের ও পুঙ্খের দ্বারা নিরূপ করিতে পারে, উক্ত দুটাকে ইহা  
অবস্ত্র স্বীকার্য্য।) কিন্তু অদ্যপি সেক্রপ হইতে দেখা যায় নাই।  
[প্রাণ্ডপ্তভে...প্রতীতিশ্চ] কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে থাকে না, কোনও  
রূপ থাকে না, একরূপ হইলে উৎপত্তির কর্ত্তাও থাকে না, এবং উৎপত্তি

তর্হি অন্যকর্তৃকেতি কল্প্য্য স্যাৎ । তথা কপালাদীনামপ্যুৎপত্তিরূচ্যমানাহন্যকর্তৃকেব কল্প্যেত । তথা চ সতি ঘট উৎপদ্যত ইত্যুক্তে কুলালাদীনি কারণান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যুক্তং স্যাৎ । ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনামপ্যুৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে, উৎপন্নতা প্রতীতেষ্চ । অথ স্বকারণ

সিদ্ধানাং কপালকুলালাদীনাং ব্যাপারো নোৎপত্তিঃ । ন চোৎপাদনৈবোৎপত্তিঃ, প্রযোজ্যপ্রযোজকব্যাপারয়োর্ভেদাদভেদে বা ঘটমুৎপাদনতীতিবদঘটমুৎপদ্যত ইত্যপি প্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ করোতিকাৱয়তোয়িব ঘটগোচরমোভূতাস্বামিসমবেতয়োঃপতন্ত্যুৎপাদনরোরধিষ্ঠানভেদোহভ্যুপেতব্যঃ । তত্র কপালকুলালাদীনাং সিদ্ধানামুৎপাদনাধিষ্ঠানানাং নোৎপত্ত্যাধিষ্ঠানত্বমতীতি পারিশেষ্যাৎ ঘট এব সাধ্য উৎপত্তেরধিষ্ঠানমেবিতব্যঃ । ন চাসাবসন্নধিষ্ঠানং ভবিতুমর্হতীতি সত্বমস্তাত্ম্যপেয়ম্ । এবঞ্চ ঘটো ভবতীতি ঘটব্যাপারস্য ধাতুপাত্ত্বাৎ তত্রাস্ত কর্তৃত্বমুৎপদ্যতে তৎকালানামিব সতাং বিক্লভৌ বিক্লিদ্ভ্যস্তি তৎকাল ইতি । শব্দে—“অথ স্বকারণমভাসম্বন্ধ এবোৎপত্তি”রিতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি ।—নোৎপত্তির্নাম কশ্চিৎব্যাপারো যেনাসিদ্ধস্য কথমত্র কর্তৃত্বমিত্যুদ্বিগ্নোক্তে কিত্ব স্বকারণমবধারণমবধারণো বা । স চাসতোপ্যবিরুদ্ধ ইতি । সোপাসতোনুপপন্ন ইত্যাহ—

পদার্থটী নিস্বরূপ হইয়া পড়ে । বিবেচনা কর, উৎপত্তি কি ? উৎপত্তি এক প্রকার ক্রিয়া । যখন ক্রিয়া—তখন অবশ্যই তাহার কর্তা আছে । ক্রিয়া অথচ কর্তা নাই, এরূপ হয় না । ঘটের উৎপত্তি বলিলে ঘটকর্তৃক উৎপত্তি এরূপ অর্থ হয় না কিন্তু অন্যকর্তৃক, এইরূপ অর্থই হয় । কপালাদির উৎপত্তি বলিলেও অন্যকর্তৃকতার কল্পনা করিতে হইবে । ঘট উৎপন্ন হইতেছে বলিলে কুণ্ডকার প্রভৃতি কারণ উৎপন্ন হইতেছে, এরূপ বলা যায় না । কেননা, ঘটোৎপত্তি শব্দে কুলালাদির উৎপত্তি প্রতীত হয় না, কেবল উৎপন্নতাই প্রতীত হয় । [ অথ...ভবিষ্যতীতি ] কারণ ত্রয়ো কার্যের সত্তাসম্বন্ধ হইলেই কার্যের উৎপত্তি ও আত্মলাভ ( স্বরূপনিষ্পত্তি ) হয়, এ কথা বলিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, বাহার কোন স্বরূপ নাই কি প্রকারে তাহার সম্বন্ধ ঘটনা হইবে ? বিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরই সম্বন্ধ সম্ভব

সত্তাসম্বন্ধ এবোৎপত্তিরাজ্ঞানাভাৱে কার্যাস্তেতি চেৎ, কথ-  
মলক্কাস্বকং সম্বন্ধোত্তেতি বক্তব্যম্। সতোর্হি দয়োঃ সম্বন্ধঃ  
সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্কা, অভাবস্ত চ নিরূপাখ্যাৎ  
প্রাণোৎপত্তেরিতি মৰ্যাদাকরণমনুপপন্নম্। সতাং হি লোকে  
ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মৰ্যাদা দৃষ্টা নাভাবস্ত। ন হি বক্ষ্যাপুত্রো  
রাজা বভূব প্রাক্ পূৰ্ববৰ্মণোহভিষেকাদিত্যেবজ্ঞাতীয়কেন  
মৰ্যাদাকরণেন নিরূপাখ্যো বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব  
ভবতি ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যতে। যদি চ বক্ষ্যাপুত্রঃ  
কারকব্যাপারাদুৰ্দ্ধমভবিষ্যৎ তত ইদমপি উপাপৎস্তুত  
কার্য্যভাবোহপি কারকব্যাপারাদুৰ্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়স্ত  
পশ্চামো বক্ষ্যাপুত্রস্ত কার্য্যভাবস্ত চাভাবত্বাবিশেষাৎ।  
যথা বক্ষ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদুৰ্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্য-

‘‘কথমলক্কাস্বক’’মিতি। অপি চ প্রাণোৎপত্তেরস্বকং কার্য্যাস্তেতি কার্য্য-  
ভাবস্ত ভাবেন মৰ্যাদাকরণমনুপপন্নমিত্যাহ—‘‘অভাবস্ত চ’’ ইতি। ত্বাদে-  
তৎ। অতাস্তাভাবস্ত বক্ষ্যাপুত্রস্য যাতৃমৰ্যাদাহনুপাখ্যো হি সঃ, ঘট-  
প্রাগভাবস্ত তু ভবিষ্যতা ঘটেনোপাখ্যেয়স্তাহন্তি মৰ্যাদেন্ত্যত আহ।—  
‘‘যদি চ বক্ষ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপার’’মিতি। উক্তমেতদধস্তাৎ যথা ন জাতু  
ঘটঃ পটো ভবত্যেবমসদপি সন্ন ভবতীতি। তন্মান্মুংপিণ্ডে ঘটস্তাসম্বে-

৩২, বিদ্যমান অবিন্যমানের ও ছই অবিন্যমানের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না।  
অভাব পদার্থ মিথ্যা বা ভুল, সূত্ররাং তাহা ‘‘উৎপত্তির পূৰ্বে’’ এরূপ  
মৰ্যাদা স্থান (সীমা স্থান) হইতে পারে না। অপিচ, বাহা সৎ—বাহা  
আছে—তাহাকেই সীমা করা বাইতে পারে। গৃহাদি সৎ, সে জন্য,  
গৃহাদিই সীমা হয় অসৎ বা অভাব সীমা হয় না। রাজা পূৰ্ববৰ্মণের অভি-  
ষেকের পূৰ্বে বক্ষ্যাপুত্র রাজা হইরাছিল, এ বাক্য যেমন, উক্ত বাক্যও  
সেইরূপ। কারক-ব্যাপারের পরে যদি বক্ষ্যাপুত্র হয় বা থাকে, তাহা  
হইলে কার্য্যভাবও কারকব্যাপারের পরে হইতে বা থাকিতে পারে।  
আমরা দেখিতেছি, কারক-ব্যাপারের উৰ্দ্ধে বক্ষ্যাপুত্রও অসৎ, কার্য্যভাবও

তাবোহপি কারকব্যাপারাদুর্দ্ধং ন ভবিষ্যতীতি । নন্থেবং  
সতি কারকব্যাপারোহনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্-  
সিদ্ধত্বাৎ কারণস্থ স্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিৎপ্রায়তে এবং  
প্রাক্সিদ্ধত্বাৎ তদনন্তত্বাচ্চ কার্যস্বরূপপ্রসিদ্ধয়েহপি ন  
কশ্চিৎপ্রায়তে ব্যাপ্রিয়তে চ । অতঃ কারকব্যাপারার্থবত্বায়  
মন্ত্যমহে প্রাপ্তপত্তেরভাবঃ কার্যাস্যেতি । নৈব দোষঃ ।  
যতঃ কার্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্তার্থ-  
বত্বমুপপদ্যতে । কার্যাকারোহপি কারণস্তাত্ত্বত এব,

ইত্যন্তাসবমেবেতি । অত্রাসংকার্যবাদী চোদয়তি “নন্থেবং সত্য”তি ।  
প্রাক্ প্রসিদ্ধমপি কার্যং কদাচিৎ কারণেন যোজয়িতুং ব্যাপারো-  
হর্থবান্ ভবেদিত্যত আহ--“তদনন্তত্বাচ্চ” ইতি । পরিহরতি।—“নৈব  
দোষ” ইতি । উক্তমেতৎ যথা ভূজসত্বং ন রজ্জোভিন্যতে, রজ্জু-  
রেব হি তৎ, কাল্পনিকস্ত ভেদঃ, এবং বস্তুতঃ কার্যত্বং ন কারণাদ্-  
ভিদ্ধ্যতে, কারণস্বরূপমেব হি তৎ, অনির্বাচ্যস্ত কার্যরূপং, ভিন্নমিবা-

অসৎ । [ নন্থেবং...ভাণি ] যদি বল, সংকার্য পক্ষে কারক-ব্যাপারের  
আনর্থক্য হয় অর্থাৎ যাহা থাকে, কর্তা তাহার আর কি করিবে ? যেমন  
পূর্বসিদ্ধ কারণের স্বরূপনিষ্পত্তির জন্য কোনও ব্যক্তি বস্তুবান্ হয়  
না, (যাহা আছে, স্মৃতরাং তাহা করিতে হয় না), তেমনি, কার্যের  
জন্যও বস্তুবান্ না হওয়া উচিত । কার্য যদি থাকে ত কিসের জন্য বস্তু ?  
কারকের (দণ্ডচক্রাদির) আরোজনই বা কেন ? তাহাতে ব্যাপার প্রয়োগই  
বা কেন ? অতএব, কারক-ব্যাপারের সার্থক্যাসিদ্ধির জন্য মানা উচিত  
যে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে থাকে না, পরে উৎপন্ন হয় । (যেহেতু থাকে  
না, সেই হেতু তাহা করিতে হয়) । এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, কার্য  
ত্রযা থাকিলেও কারকের আরোজন ও সে সকলে ক্রিয়াপ্রয়োগ দ্বারা বা  
নিফল নহে । কার্য থাকে বটে ; কিন্তু কার্যাকারে থাকে না । কার্য-  
কারে থাকে না বলিয়াই তাহার কার্যাকারতা-সম্পাদনার্থ কারক-ব্যাপা-  
রের প্রয়োজন হয় । কারক-ব্যাপার কার্যাকার প্রাপ্ত করার, স্মৃতরাং  
তাহা সার্থক । অনর্থক নহে । সেই কার্যাকারও কারণের স্বরূপসম্মিষ্ট ।  
যাহা তাহার স্বরূপ সম্মিষ্ট নহে—তাহা তাহার আরভ্য (জন্য)ও নহে ।

অনাস্তিত্ত্বানারভাহাদিতাভাণি । ন চ বিশেষবদর্শনমাত্রেণ  
বস্তুত্বং ভবতি । ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসা-  
রিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোহপি বস্তুত্বং গচ্ছতি,  
স এবতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । তথা প্রতিদিনমনেকসংস্থানা-  
নামপি পিত্রাদীনাং ন বস্তুত্বং ভবতি, মম পিতা মম মাতা  
মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । জন্মোচ্ছেদানস্তরিতত্বাৎ  
তত্র তত্র যুক্তং নান্তত্রেতি চেৎ, ন, ক্ষীরাदीনামপি দধ্যাদ্যা-  
কারসংস্থানস্ত প্রত্যক্ষত্বাৎ । অদৃশ্যগানানামপি বটধানা-  
দীনাং সমানজাতীয়াবয়বাস্তুরোপচিতানামক্ষুরাদিভাবেন

ভিন্নমিব চাবভাসঃ ইতি । তদ্বদযুক্তং “বস্তুত্ব”মিতি । বস্তুত্বঃ পর-  
মার্থতোহিত্যৎ ন বিশেষবদর্শনমাত্রাভবতি । সাধাবহারিকে তু কপকিত্ত্বা-

এ কথা পূর্বেও বলি' তইয়াছে । [ ন চ . জ্ঞানাৎ ] আকারের বিশেষ  
পাকিলেই যে ভিন্ন বস্তু হয়--তাহা হয় না । মনুষ্য এক সময়ে সঙ্কুচিত  
হস্তপাদ ও অল্প সময়ে প্রসারিত হস্তপাদ এই দ্বিবিধ আকারে পরিবৃষ্ট  
হইলেও মনুষ্য এক । পূর্বেই সঙ্কুচিত হস্তপাদ মনুষ্যই ইহানীং প্রসারিত  
হস্তপাদ হইয়া যাটতেছে ইহা প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণসিদ্ধ । প্রতিদিনই পিতা  
প্রভৃতি বিভিন্নাকারে দৃষ্ট হন, তাই বলিয়া তাহারা কি নিত্য নৃতন নন ?  
ভিন্নাকারচক্ষন কালেও আমার পিতা আমার মাতা আমার ভ্রাতা এবিধ  
জ্ঞান হইয়া থাকে । [ জন্ম সংজ্ঞা ] দিন দিন পিতাদিদের পরিবর্তন  
হয় সত্য ; কিন্তু জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না । যেহেতু জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না,  
সেই হেতু পিতাদিশরীর অস্তিত্ব । চক্ষু প্রভৃতিতে উচ্ছেদ ও দণ্ডি প্রভৃতিতে  
জন্ম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উক্ত উক্ত ভিন্ন, ( জন্ম ও বিনাশ এক চক্র বিক্রম  
ধর্মের আগমন প্রকার কার্য্যকারণের ভিন্নতাই সিদ্ধ, অচ্ছেদ অসিদ্ধ ) ।  
এ কথাও বলিবার যোগ্য নহে । কেন-না, চক্ষুহ দাদর আকারে এবং যুক্তি  
কাট ঘটের আকারে প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং তাহাতে উচ্ছেদ ও জন্ম  
উভয়ই অসিদ্ধ । বট বটীকে সন্মতানিগুন অদৃশ্য থাকে, পরে সজাতীয়  
অবয়বের ( পরমাণু ) প্রবেশ দ্বারা বৃদ্ধি লাভ হয়, তখন তাহা ক্ষুরাদিরূপে  
দৃষ্টিগোচর হয় । তদ্রূপে দৃষ্টিগোচর হওয়ার নাম জন্ম এবং অবয়বের



দর্শনগোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা তেষামেবাবয়বানাং অপচয়-  
বশাদদর্শনতাপত্তাৰুচ্ছেদসংজ্ঞা । তত্রৈদৃক্জন্মোচ্ছেদান্তরিত-  
য়েন চেদমতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতশ্চাসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা সতি  
গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ । তথা বালাযৌবন-  
স্বাবিরেষপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিতৃাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ ।  
এতেন কণভঙ্গবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ । যস্য পুনঃ প্রাপ্ত-  
পত্তেরসৎ কার্য্যং তস্য নির্দিষ্যতঃ কারকব্যাপারঃ স্ম্যৎ, অভা-  
বস্য বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ । আকাশস্য হননপ্রয়োজনশৃঙ্গাদ্য-  
নেকাযুধপ্রসক্তিবৎ । সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ  
স্যাদিতি চেৎ, ন, অন্তবিষয়েণ কারকব্যাপারেণাত্মনিষ্পত্তে-

নগ্বে ভবত এবেত্যর্থঃ । অনয়েব হি দিশা এব সঙ্কভোযোজ্যঃ । অসৎ-  
কাৰ্য্যবাদিনং প্রতি দৃষণাস্তরমাহ—“যস্য পুনঃ”রিতি । কার্য্যন্ত কারণাদ-

কর বশতঃ যখন তাহা দৃষ্টিপপাতীত হয় তখন তাহা উচ্ছেদ ও বিনাশ  
আখ্যা ধারণ করে । [ তত্রৈদৃক্...প্রসঙ্গশ্চ ] যদি তদ্রূপ জন্মের ও বিনা-  
শের আবরণ দৃষ্টে ( অবয়বের বুদ্ধি হ্রাস দেখিয়া ) বস্তুর ভিন্নতা অবধারণ  
কর, অকুমান কর, এবং তদনুসারে অসত্তের উৎপত্তি ও সত্তের বিনাশ  
স্বীকার কর, তাহা হইলে গর্ভবাসীর ও উত্তানশায়ীর ভিন্নতা স্বীকার করা  
উচিত । ( যে গর্ভবাস করিয়াছিল সে ইন্দ্রানীঃ উত্তানশায়ী, ইহা বলিতে  
পার না ) । অপিচ, বালা, যৌবন, বার্দ্ধক্য, এ সকল অবস্থাতেও ব্যক্তির  
ভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়, করিলে পিতৃাদি-ব্যবহার লোপ প্রাপ্ত হয় ।  
( যৌবনে বাহাকে পিতা বলিয়াহ, বার্দ্ধক্যে তাহাকে পিতা বলিতে পার না । )  
[ এতেন...ততঃ ] এই বিচারের দ্বারা বা এই সকল অসৎকার্য্যবাদনিরাসক  
বুক্তির দ্বারা কর্ণিক-বাদেরও প্রতিবাদ করা হইল । [ যস্য...করায়িতুং ]  
উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য থাকে না, কোনও আকারে থাকে না, এতন্মতে  
কারক-ব্যাপারের নৈফল্য জানিবে । কারণ, অভাব ( যাহা নাই তাহা )  
কাহার বিষয় হয় না । অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য হয় না ।  
শত শত খড়্গাদি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেও আকাশের ছেদ ভেদ সংঘটন হয়  
না । কারক সকল সমবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই  
ব্যাপ্ত হয়, এ কথাও বলিবার অযোগ্য । কারণ, একের ব্যাপারে অন্তের

রতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়িকারণস্যেবাত্তাতিশয়ঃ কার্যামিতি  
 চেৎ, ন, অতন্তুর্হি সংকার্যাতাপত্তিঃ। তস্মাৎ কীরাদীন্ত্যেব  
 দ্রব্যানি দধ্যাদিত্যেবোবতিষ্ঠমানানি কার্যাত্যাং নভন্ত ইতি  
 ন কারণাদন্ত্যং কার্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুম্।  
 তথা চ মূলকারণমেবাত্ত্যাত্যং কার্যাত্যং তেন তেন কার্যাকারেণ  
 নটবৎ সর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। এবংযুক্তেঃ কার্যস্য  
 প্রাপ্ত্যপত্তেঃ সম্বন্ধনশব্দকারণাদবগম্যাতে, শব্দান্তরাচ্চেত-  
 দবগম্যাতে। পূর্বসূত্রেহমদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্যোদাহৃতত্বাৎ,  
 ততোহন্ত্যঃ সম্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরম্। “সদেব সৌম্যেদ-  
 মগ্র আসীৎ” “একমেবাদ্বিতীয়ঃ” ইত্যাদি “তদ্বৈক আর্হঃ”

ভেদে সাবধনঃ কারকব্যাপারস্য স্যারান্যথেষ্টাৎ। “মূলকারণঃ”  
 ব্রহ্ম। শব্দান্তরাচ্চেতি হ্রদ্যবয়বমবত্যা ব্যাচটে।—“এবং যুক্তেঃ কার্যান্ত্য”  
 ইতি। অভিযোগিতাত্মক।

উৎপত্তি অসম্ভব। সম্ভব বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। দণ্ডচক্রাদি কারক  
 সৃষ্টিকার ব্যাপ্ত (ব্যাপার=কার্যজনক ক্রিয়া বিশেষ) হইলে কি সূ-  
 উৎপত্তি হয়? তাহা হয় না। কার্যকে সমবায়ী কারণের আভিলাষবিশেষ  
 (অতিশয়=রূপান্তর-শাক্ত) বলিতেও পারিবে না। বলিলে সংকার্যবাদ  
 স্বীকৃত হইবেক। সেই জন্যই বলি, চক্রাদি দ্রব্য দধ্যাদিত্যেব অবস্থিত  
 হইলে তাহা কার্য্যানাম প্রাপ্ত হয় এক শতবর্ষ ব্যাপার চেষ্টা করিলেও  
 কার্যের কারণাতিরিক্ততা প্রতিপাদন করিতে পারিবে না। [তথা চ...  
 সম্যতে] প্রবর্তিত বিচারে এই ফল ফলিতেছে যে, এক মূলকারণই চরম  
 কার্য পর্যন্ত সেই সেই কার্যের আকারে নটের ন্যায় সমুদয় ব্যবহারের  
 আশ্রয় হইতেছে। প্রদর্শিত বৃত্তিতে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব ও  
 কারণাভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জানা যায়। যেমন বৃত্তির দ্বারা জানা যায়,  
 তেমনি, শব্দান্তরের দ্বারাও জানা যায়। [পূর্ব...দ্ব্যপদেশি] পূর্ব হইতে  
 যে অসং-উল্লেখী শব্দের উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে তাহিগৃহীত সং শব্দই  
 শব্দান্তর। প্রতিতে সং শব্দের উল্লেখ থাকতেও উৎপত্তির পূর্বে কার্যের  
 অস্তিত্ব ও কারণাভিন্নত্ব জানা যায়। কথা—“হে সৌম্য! এ সকল আশ্রয়  
 সং ই ছিল। তাহা এক ও দ্বিতীয়রহিত অর্থাৎ সর্বপ্রকারভেদশূন্য।”

“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইতি চাসৎপক্ষমুপক্ষিপ্য কথমসতঃ সজ্জায়তেত্যক্ষিপ্য “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যবধারণয়তি । তত্ত্বৈদংশবদ্যাত্ম্য কার্যস্য প্রাপ্ত্যপত্তেঃ সচ্ছবদ্যাত্ম্য কারণেন সামানাদিকরণস্য ক্ষয়মানত্বাৎ সন্তানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ । যদি তু প্রাপ্ত্যপত্তেরসৎ কার্য্যস্যাপ্ত্যপত্ত্যোৎপদ্যমানং কারণে সমবেয়াৎ তদাহন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ । তত্র ‘যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি’ ইতীয়াং প্রতিজ্ঞা পীড়্যত । সন্তানন্যত্বাবগতেস্থিয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥ ১৮ ॥

## পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ \*

যথা চ সংবৈষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহ্যতে কিময়ং পটঃ

ইত্যাদি । অতি “কেহ কেহ বলেন, এ সকল আগে অসৎ ছিল” এইরূপে অসন্নানকে পূর্বপক্ষভুক্ত করিয়া পশ্চাৎ “কি প্রকারে অসৎ হইতে সত্তের আবির্ভাব হইতে পারে?” এবং প্রকারে তাহার প্রতিবাদ করতঃ পরে “সৎ-ই ছিল” এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন । [ তত্ত্বৈদংশ... সমর্থ্যতে ] গোল্ডে প্রতিতে ইদং-শব্দ-বোধ্য জগৎকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বোধ্য এক কারণের সামানাদিকরণা অর্থাৎ অভেদ অভিহিত হওয়ার কার্য্যের সব ও কারণাতিরিক্ত প্রতীত হয় । উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য থাকে না, কারকব্যাপারে অভিনব উৎপন্ন হয়, কারণে সমবেত হয়, (অভেদ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়), এরূপ বলিতে গেলে কার্য্যাকারণের ভেদ স্বীকার করিতে হয় । তাহাতে কারণ-জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকে না, ভুল হইয়া যায় । কিন্তু কার্য্য থাকে, কারণাকারে থাকে, সত্তরায় তাহা কারণাতিরিক্ত নহে, এরূপ হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা সংরক্ষিত হয়, কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না ।

সংবৈষ্টিত ( শুটান ) বস্তু স্পষ্টরূপে জ্ঞানগোচর হয় না, বস্তু কি অন্য

\* সংবৈষ্টিতপট-প্রসারিতপট-দৃষ্টান্তে কথ্য কারণাতিরিক্তমিতি হত্যাৰ্থঃ ।--সংবৈষ্টিত ও প্রসারিত বস্তুর দৃষ্টান্তে কার্য্যসকল কারণাতিরিক্ত নহে । ( কথ্য ব্যাখ্যা দেখ ।

কিঞ্চান্যং জ্ঞেয়মিতি, স এব প্রসারিতো যৎ সংবেষ্টিতঃ জ্ঞেয়ঃ  
স পট এবৈতি প্রসারণেনাভিব্যক্তো গৃহ্যতে, যথা চ সংবে-  
ষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহ্যমাণোহপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো  
গৃহ্যতে স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে,  
ন সংবেষ্টিতরূপাদয়ঃ ভিন্নঃ পট ইতি, এবং তদ্বাদিকার-  
ণাবস্থং পটাদিকার্যাম্পকং সৎ তুর্যবেমকুবিন্দাদিকারকব্যা-  
পারাবিব্যক্তং স্পকং গৃহ্যতে । অতঃ সংবেষ্টিতপটপ্রসারিত-  
পটিন্দ্ৰায়েনৈবানন্ত্যং কারণাৎ কার্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

### যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥ \*

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন

কার্যমুপাদানান্তিঃ তদুপলক্ষ্যবাপ্যুপলভ্যমানত্বাৎ ততোহধিকপরিমাণ-  
ত্বাচ্চ মনশ্চাদিব শশক ইত্যত্র ব্যতিচারার্থং সূত্রম্—পটবচ্ছোত । দ্বিতীয়-  
হেতোর্ব্যতিচারঃ ক্ষুটয়তি—যথা চ সঘেষ্টেনেতি । আয়ামো দৈর্ঘ্যম্ ।  
( ইতি রত্নপ্রভা ) ।

জ্ঞেয়া তাহা বুঝা যায় না । কিন্তু তাহা প্রসারিত হইলে স্পষ্ট বুঝা যায়, বস্ত্র  
বলিয়া প্রতীত হয় । অপিচ সঘেষ্টিত বস্ত্রকে বস্ত্র বলিয়া জানিলেও তাহার  
দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি অজ্ঞাত থাকে, প্রসারিত হইলে আর তাহা অজ্ঞাত থাকে  
না । এ স্থলে সঘেষ্টিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন নহে, একই । এইরূপ  
সূত্রাবস্থ বা কারণাবস্থ বস্ত্রাদিও বিস্পষ্ট বুঝা যায় না, বস্ত্রাদিরূপে জান-  
গোচর হয় না । কিন্তু যখন তাহা তুরী, বেমা, ও তদ্ব্যব প্রভৃতির  
ব্যাপারে বিস্পষ্ট হয় তখন বিস্পষ্ট বুঝা যায় । অর্থাৎ তখন বস্ত্রজ্ঞান  
জন্মে । এতদুদ্ভট্টোক্তে নিশ্চয় হয় যে, কার্য, কারণ হইতে ভিন্ন বা পৃথক  
নহে । সূত্র ও কাণ্ড একই জিনিষ ।

লোকমধ্যেও দেখা যায়, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—এই পঞ্চপ্রাণ

\* প্রাণাবিস্তেত্যর্থঃ ।—প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান  
নামক চতুঃপদক দৃষ্ট হইলে এই সকল কেবলমাত্র কারণভাবে বিদ্যমান থাকে । এইসকল  
যেহেতু মূল প্রাণের সহিত কার্যকৃত প্রাণাদিহে অতএব অজীকৃত হয়, অমায়িক কার্যও প্রবাহিত  
জানিবে । ( বিজ্ঞত বিবরণ ভাষ্য ব্যাক্যের দেখ ) ।

নিরুদ্ধেযু কারণমাত্ররূপেণ বর্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং  
নির্বর্ত্যতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যাস্তরং, তেষ্বেব প্রাণ-  
ভেদেষু পুনঃ প্রবর্তেযু জীবনাদধিকমাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকমপি  
কার্য্যাস্তরং নির্বর্ত্যতে । ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ  
প্রাণাদন্যত্বং সমীরণস্বভাবাবিশেষাৎ । এবং কার্য্যস্য কারণ-  
দনন্যত্বম্ । অতশ্চ কুৎসস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্য-  
ত্বাচ্চ সিদ্ধিমা শ্রোতী প্রতিজ্ঞা, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যহ-  
মতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ২০ ॥

## ইতরব্যপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষ-

প্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥ \*

অন্যথা পুনশ্চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে । চেতনাঙ্কি

ইতি চ সূত্রে নিগদব্যাত্মাতেন ভাষণে বাধ্যতে ।

প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ হইলে তাহা মাত্র কারণরূপে অবস্থান করে ও  
কেবল জীবন-কার্য্য ( বেঁচে থাকা ) নির্বাহ করে । দেহের আকুঞ্চন ও প্রসা-  
রণ কিছুই করে না । সমরাস্তরে আবার ঐ সকল প্রাণ বৃত্তিমান হয়, হইয়া  
জীবনাত্মিক আকুঞ্চনাদি কার্য্য নিব্বাহ করে । উক্ত প্রাণপঞ্চক বে-  
প্রাণের প্রভেদ, সেই মূল প্রাণ হইতে উক্ত প্রাণপঞ্চকের ভিন্নতা নাই ।  
সকল গুলিই বাবুস্বভাব, সুতরাং সকলগুলিই বস্তুতঃ এক অর্থাৎ অভিন্ন ।  
কার্য্য যে কারণ-ভিন্ন নহে তাহা এই প্রাণদৃষ্টান্তেও নিশ্চয় হয় । যে  
যেহু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য ও ব্রহ্মভিত্তিক—সেই হেহু শ্রুত্ব্যুক্ত একবিজ্ঞানে  
সমাবজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার আভিজ্ঞাও সিদ্ধ ।

চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, এই মতের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তি উত্থা-

\* পূর্ব্বপক্ষস্বত্বমেতৎ । চেতনকারণবাদে হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তির্ভবতি । কস্মাৎ ।  
ইতরব্যপদেশাৎ ইতরস্য জীবস্য ব্রহ্মত্বকথনাৎ অথবা ইতরস্য ব্রহ্মণো জীবত্বাভিধানাৎ ।  
হিতাকরণঃ অহিতকরণম্ । ব্রহ্ম যদি জীবো ভবেৎ তদা স্বানিষ্টং নরকাদিকং কস্মাৎ কথং বা  
জময়েৎ । ন জনয়তি ভাবঃ ।—ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মের জীব ভাব  
হওনের শ্রুতি থাকার নিজেই নিজের বন্ধন স্থগি করার যে ঘোষ সেই ঘোষ হইবে ।

জগৎপ্রক্রিয়ায়মাশ্রীতমাণায়াং হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রস-  
জ্যন্তে । কৃতঃ, ইতরব্যপদেশাৎ । ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মা-  
অহং ব্যপদিশতি ঋতিঃ, স আত্মা তত্ত্বমসি খেতকেতো ইতি  
প্রতিবোধনাৎ । যদ্বা ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্ত্বং ব্যপ-  
দিশতি, তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিতি সৃষ্টুরেবাবিকৃতস্য  
ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্ত্বদর্শনাৎ । অনেন জীবে-  
নাত্মনানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি চ পরা দেবতা  
জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি  
দর্শয়তি । তস্মাদ্ যদব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্বং তচ্ছারীরস্যেবেতি ।  
অতশ্চ স্বতন্ত্রঃ কর্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ সৌমনসাকরং কুর্যাৎ

যদ্যপি শারীরং পরমাত্মনো ভেদমাহঃ ঐতর্যন্তথাপ্যভেদমপি দর্শ-  
য়ন্তি ঐতর্যো বহ্বাঃ । ন চ ভেদাভেদাবেকত্র সমবেতো বিরোধাত্ ।  
ন চ ভেদস্তাত্ত্বিক ইত্যুক্তম্ । তস্মাৎ পরমাত্মনঃ সর্বকাল শারীরন্তবতো-  
ভিদ্ধান্তে । স এব অবিদ্যোপধানভেদান্বটিকরকাদ্যাকাশবত্তেদেন প্রথতে ।  
উপহিতকাল্য রূপং শারীরম্ । তেন মা নাম জীবাঃ পরমাত্মতামাত্মনো-  
হমুভবন্ । পরমাত্মা তু তানাত্মনোহভিধানমুভবতানমুভবে সার্বজ্য-  
ব্যাধাতঃ । তথা চাহং জীবান্ বহুমান্মানমেব বদীয়াৎ । ভজেনমুক্তঃ

পিত হইতেছে । চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়ার প্রণালীতে হিতাকর-  
ণাদি দোষ আশ্রয় করে । কেন-না, ঐতি ইতরের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মতা  
উপদেশ করিয়াছেন ( ব্রহ্মকেই জীব বলিয়াছেন ) । যথা—“হে খেতকেতো!  
তাহাই আত্মা এবং তাহাই তুমি ।” অথবা ইতর-শব্দে জীব-ভিন্ন অর্থাৎ  
ব্রহ্ম । ঐতি তাহার জীব হওয়া বলিয়াছেন । যথা—“ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া,  
সৃষ্টি পরার্থে প্রবিষ্ট আছেন ।” এই ঐতিতে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তা অবিকৃত  
ব্রহ্মই সৃষ্টি পরার্থে প্রবিষ্ট আছেন সুতরাং ব্রহ্মই জীব । [ অনেন...দর্শয়তি ]  
“সেই দেবতা আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া  
নাম-রূপের বিকাশ করিব ।” এতৎ প্রত্যুক্ত পরা দেবতা জীবকে আত্ম-  
শব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে ।  
[ তস্মাদ্...কৃতমিতি ] অতএব ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব

নাহিতঃ জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্ । ন হি কশ্চিদ-  
পরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাস্থনঃ কৃৎস্নপ্রবিশতি । ন চ স্বয়মত্যন্ত-  
নির্ম্মলঃ সন্নত্যাস্তমলিনঃ দেহমাত্মত্বেনোপেয়াৎ । কৃতমপি  
কথঞ্চিদ্যৎ দুঃখকরং তদিচ্ছয়া জহ্যাৎ সুখকরলোপাদদীত ।  
স্মরেচ্চ, ময়েদং জগদ্বিবিধং বিচিৎসং বিরচিতমিতি, সর্বো হি  
লোকঃ স্পষ্টঃ কার্য্যঃ কৃৎস্না স্মরতি ময়েদং কৃতমিতি । যথা চ  
মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাঃ মায়ামিচ্ছয়াহনায়াসেনৈবোপসং-  
হরতি, এবং শারীরোহপি ইমাং সৃষ্টিং উপসংহরেৎ, স্বকীয়-

---

“ন হি কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাস্থনঃ কৃৎস্নপ্রবিশতী” ত্যাগি । তস্মান  
চেতনকারণং জগদ্বিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ ।

---

তুলা কথা । যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্তা হয়  
সে অবশ্যই আপনার হিতকর কার্য্য করে । বাহাতে আপনার অহিত হয়  
তাহা করে না । অহিতকর কার্য্য করে না । ব্রহ্মই যদি জীব হইয়া  
থাকেন ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাহাতে জন্ম, মরণ,  
জরা, রোগ, শোক, প্রভৃতি বহুল অনর্থ আছে তাহা করিবেন কেন ?  
( জীব হইয়া, সৃষ্টি করিয়া, নরকাদি বস্তুরা ভোগ করিবেন কেন ? ) যে  
পরতন্ত্র নহে, স্বাধীন, সে-কি কখন কারাগার প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে  
প্রবিশ্তি হয় ? অত্যন্ত নির্ম্মল ব্রহ্ম কি-কারণে মলিন দেহকে আত্মভাবে  
গ্রহণ করিবেন ? যদিও করিয়াছেন, তথাপি, বাহা দুঃখময় তাহা ইচ্ছা-  
পূর্ব্বক ত্যাগ করিতে এবং বাহা সুখকর তাহা গ্রহণ করিতে না পারেন  
কেন ? অপিচ, যখন যে বাহা করে সে তাহা স্বরণ করিতেও পারে ।  
প্রত্যেক লোককেই কার্য্য করিবার পর স্বকৃত কার্য্যকে “আমি ইহা  
করিয়াছি” এইরূপে স্বরণ করিতে দেখা যায় । অতএব জীবভাবাপন্ন  
ব্রহ্মেরও ইহা স্বরণ করা উচিত অর্থাৎ মনে পড়া উচিত যে, আমিই  
এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি ! [ যথা চ...বস্ততে ] যেমন মায়াবী  
( ঐন্দ্রজালিক বা বাজকর ) স্বপ্রসারিত ( নিজের উদ্ভাবিত ) মায়াতে  
স্বেচ্ছাক্রমে ও বিনা ক্লেশে উপসংহার করে, জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম  
স্বকৃত সৃষ্টিকে ও শরীরকে দেহরূপে স্বেচ্ছাক্রমে ও অক্লেশে উপ-  
সংহার করিতে না পারেন কেন ? অতএব, অহিতকার্য্য দেখা যায়

মপি ভাবৎ শরীরঃ শারীরো ন শরীরাত্যন্যাসেনোপসং-  
কল্পম্ । এবং হিতক্রিয়াদানন্দশাব্যং চেতনাত-  
প্রক্রিয়েতি মন্যতে ॥ ২১ ॥

## অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥ ২২ ॥ \*

তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষং ব্যাবর্তয়তি । যৎ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তি-  
ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ শারীরাদধিকমন্তঃ তদ্ব্যং জগতঃ  
অষ্ট ক্রমঃ । ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে ।  
ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্তব্যমন্ত্যাহিতং বা পরিহর্তব্যং  
নিত্যমুক্তত্বাৎ । ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো

সত্যময়ং পরমাত্মা সর্বজ্ঞত্বাৎ যথা জীবান্ বস্তুত আত্মনোহতিরান-  
পত্ততি পত্ততোবাং ন ভাবত এবাং সুখদুঃখাদিবেদনাসম্বোধতি । অবিদ্যা-  
বশাতেবাং তদভিমান ইতি । তথা চ তেবাং সুখদুঃখাদিবেদনারামগাই-

বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে যে, চেতন ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা নহে । (যতদ-  
চেতন ব্রহ্ম এ সকল উৎপাদন করিলে অবশ্যই ইহাকে আত্মহিতোপ-  
যোগী করিতেন । তাহা যখন করেন নাই তখন ব্রহ্ম কারণক জগৎপ্রক্রিয়া  
অস্বীকার অবশ্যই অনায়ায ।)

তু-শব্দের দ্বারা পূর্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ার আপত্তি  
নিরস্তু করা হইতেছে । ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি,  
তিনি জীব হইতে অধিক সুতরাং তিয় । তাইকেই আমরা জগতের স্রষ্টা  
বলি, জীবকে স্রষ্টা বলি না । ব্রহ্ম হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তিই নাই ।  
ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ; সুতরাং তাঁহার হিত অহিত কোনও প্রকার কর্তব্য নাই

\* তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ । ভেদনির্দেশাৎ ত্রিতয়া ব্রহ্মণোহতিবাচ্যং জীবানদিব  
ব্রহ্ম । ততো ন পুরুষোত্তরপূর্বপক্ষাবসর ইত্যর্থঃ ।—অতি ব্রহ্মকে জীবতির বলিয়ারেব হওয়া  
তিনি জীব হইতে অধিক । যে হেতু ব্রহ্ম জীবাদিক—সেই হেতু এ সকল দোষ (হিত  
করণাদি দোষ) হয় না । আমরা যদি জীবকে স্রষ্টা বলিতাম তাহা হইলে অস্বীকারই এ নক  
দোষ হইত । কিন্তু আমরা ব্রহ্মকে স্রষ্টাকর্তা বলি । ব্রহ্ম জীব হইতে তিয় । জীবের কারণ  
কর্তা আছে, ব্রহ্ম তাহা নাই । সেই নকই ব্রহ্মনার্থে হিতাকরণ দোষ হয় না ।



বা কচিদপ্যস্তি, সর্বজ্ঞত্বাৎ সর্বশক্তিভাচ্চ । শারীরত্বেনব-  
 বিধঃ । তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ । ন তু তং  
 বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ক্রমঃ । কুত এতৎ । ভেদনির্দেশাৎ ।  
 আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ,  
 সোহম্বৈক্যব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সত্য সৌম্য ! তদা সম্পন্নো  
 ভবতি, শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বরূঢ়ঃ, ইত্যেবজ্ঞাতী-  
 য়কঃ কর্তৃকর্মাণ্যভেদনির্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি ।  
 নহভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ, তত্ত্বমসি ইত্যেবজ্ঞাতীয়কঃ,  
 কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্ । নৈষ দোষঃ ।  
 আকাশঘটাকাশশূন্যেনোভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠা-  
 পিতত্বাৎ । অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবজ্ঞাতীয়কেনাহভেদ-

মুদাসীন ইতি ন তেবাং বহুনাগারনিবেশেহপ্যস্তি কতি: কাচিৎকমেতি ন  
 হিতাকরণাদিদোষাৎপত্তিরিতি স্বাত্ত্বঃ । তদ্বদমুক্তম্—“অপি চ যদা  
 তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি, সে-কারণে তাঁহার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক ও শক্তিপ্রতি-  
 বন্ধক নাই । জীব অনেববিধ অর্থাৎ সেরূপ নহে । (জীবেরই হিতাহিত,  
 কর্তব্য জ্ঞান, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক ও শক্তিপ্রতিবন্ধক আছে) জীবের স্রষ্টৃত্বপক্ষে  
 ঐ সকল দোষ আছে সত্য ; কিন্তু আমরা জীবকে স্রষ্টা বলি না । ক্রটিতে  
 ভেদনির্দেশ থাকাতাই বলি না । [ আত্মা...দর্শয়তি ] “হে মৈত্রেরি !  
 আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শ্রবণাদির  
 দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্তব্য ।” “তিনিই অম্বেষণীয় এবং তিনিই  
 বিচারণীয় ।” “হে সৌম্য ! সেই কালে আত্মা সংস্পর্শ হন ।” “জীবাত্মা  
 স্রষ্টাজ্ঞ আত্মার অস্বরূঢ়—” ইত্যাদিবিধ ক্রটিতে যে কর্তৃকর্মাণ্যভিন্নতার  
 উল্লেখ আছে—সেই উল্লেখের দ্বারাই ব্রহ্মের জীবাদিকতা দর্শিত হইয়াছে ।  
 [ নহভেদ...তত্বাৎ ] বলিতে পার, ভেদ উপদেশের দ্বারা অভেদ উপদেশও  
 আছে, যথা—“তিনিই তুমি” ইত্যাদি, অতএব ভেদাভেদ উভয় কি প্রকারে  
 সম্ভবিতে পারে ? এ বিষয়ে আমরা বলি, ভেদাভেদ উভয়বিধ নির্দেশে দোষ  
 হয় না । আকাশের ও ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয় অসম্ভব নহে, প্রকৃত  
 সম্ভব, ইহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ( আকাশের বাস্তব ভেদ  
 নাই কিন্তু ঘটাদি-উপাধিবৃত্ত কাল্পনিক ভেদ আছে ) । [ অপি চ...দোষাঃ ]

নির্দেশেনাহভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবত্যপগতং ভবতি তদা  
 জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ শ্রুত্বম্। সমস্তম্ মিথ্যাজ্ঞানবিকৃ-  
 ত্তিত্য ভেদব্যবহারস্য সম্যক্জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ। তত্র  
 কুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। অবিদ্যা-  
 প্রভৃাপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসম্ভাতোপাধ্যবিবেককৃতা  
 হি জ্ঞান্টিঃ, হিতাহিতকরণাদিলক্ষণঃ সংসারো ন তু পরমার্থ-  
 তোহস্তীত্যসকৃদবোচাম জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ।  
 অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে সোহশ্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ,

তত্বমসী"তি। অপি চেতি চঃ পূৰ্ব্বোপপত্তিসাহিত্যং দ্যোতয়তি, নোপ-  
 পত্ত্যন্তরতাম্।

স্যাদেতৎ। যদি ব্রহ্মবিবর্তো জগৎ, হন্ত সৰ্ব্বস্যেব জীববজ্জৈতন্য-  
 প্রসঙ্গ ইত্যত আহ—

আরও দেখ, যখন "তত্বমসি—তিনিই তুমি" এইরূপ এইরূপ উপদেশের দ্বারা  
 অভেদ বা একত্ব জ্ঞানগোচর হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টি-  
 কর্তৃত্ব উভয়ই পরিভ্রান্ত হয়। অর্থাৎ থাকে না। কারণ এই যে, যে-কিছু  
 ভেদব্যবহার--সমস্তই মিথ্যাজ্ঞানবিকৃতি (ভ্রম)। সেই কারণে সম্যক্  
 জ্ঞান তাহাকে নষ্ট করে। অতএব, পরমার্থদর্শনে সৃষ্টিই বা কোথায় ?  
 অহিতকরণাদি দোষই বা কোথায় ? অর্থাৎ পারমার্থিক সৃষ্টিও নাই, দোষও  
 নাই। [অবিদ্যা...মানবৎ] অবিদ্যাজনিত অব্যক্ত নামরূপ, তজ্জনিত  
 কার্য্যকরণ-সম্ভাত (দেহেন্দ্রিয়ের মেলন) সেই সম্ভাতই উপাধি, এই  
 উপাধি থাকতেই হিত, অহিত, করা, না করা, এতরূপ সংসারভ্রম  
 জন্মিতেছে বা জন্মিয়াছে। সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা অনেকবার বলিয়াছি,  
 বুঝাইয়াও বিরাছি। জন্ম, মরণ, ছেদন, ভেদন, এ সকল অভিমান বরূপ--  
 সংসার তরুণ অর্থাৎ পরমার্থ-সৎ নহে। [অবা...নিরুপদ্বি] জ্ঞানের পরে  
 স্রষ্টৃবাদি ধর্ম্মের বাধ হয় সত্য, কিন্তু তাহা জ্ঞানের পূর্বে অবাধিত থাকে।  
 জ্ঞানের পূর্বে যে ভেদব্যবহার অবাধিত থাকে, প্রতি সেই অবাধিক  
 ব্যবহারের অঙ্গুবাধ করিয়া "তিনিই জীবের অবেশণীয়, তিনিই বিচারণীয়"  
 (বিচার দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয়) ইত্যাদি প্রকার ভেদ (জীব-ব্রহ্মের তির্য্যতা)  
 উপদেশ করিয়াছেন। সেই উপদেশের দ্বারাই ব্রহ্মের অধিকার (জীব

ইত্যেবজ্ঞাতীয়কেন ভেদনির্দেশেনাবগম্যমানঃ ব্রহ্মণোহ-  
ধিকত্বং হিতাকরণাদিভ্রোষপ্রসক্তিং নিরুণঙ্কি ॥ ২২ ॥

## অশ্বাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥ \*

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যাস্থিতানামপ্যশ্বানাং কেচি-  
শ্বাহাঁ মণয়ো বজ্রবৈদূর্যাদয়োহন্তো মধ্যমবীৰ্যাঃ সূর্য্যকাস্তা-  
দয়োহন্তো গ্রহীণাঃ শ্ববায়সপ্রক্ষেপণাহাঁ: পাষণা ইত্যনেক-  
বিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে । যথা চৈকপৃথিবীব্যাপাশ্রয়ানামপি  
বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যকন্দনকিম্পা-  
কাদিমূপলভ্যতে । যথা চৈকস্যাপ্যন্নরসস্য লোহিতাদীনি  
কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবমেকস্যাপি  
ব্রহ্মণো জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যকোপপদ্যত ইত্যত

অতিরোহিতার্থেন ভাষণ ব্যাখ্যাতম্ ।

ভিন্নতা) অমুভূত হয়, হইয়া অহিতকরণাদি দোষপ্রসক্তির অবরোধ করে।  
অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা হইতে ঘের না অথবা নিবৃত্তি করায়।

পৃথিবীর বিকার প্রসূত। সকল প্রসূত্রেই পৃথিবীত্ব আছে, অথচ  
কোন প্রসূতর মহামুলা ও মহাশুণ, কোন প্রসূতর মধ্যশুণ, কোন প্রসূতর  
কেবল লোষ্ট্রকার্য্যকারী। একই বীজ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় অথচ তাহার  
পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও রসাদি নানাপ্রকার হইতে দেখা যায়। আরও দেখ,  
একই অন্নরসের রক্তাদি ও লোমাদি পরিণাম হইতে দেখা যায়। এতদ্  
দৃষ্টান্তে একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞ-ভেদ ও অন্যান্য বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে  
পারে। অতএব, তাঁহাতে পরকল্পিত দোষের অনুপপত্তি আছেই। অর্থাৎ  
বেদান্তসিদ্ধান্তে পরকল্পিত দোষ আদৌ স্থানপ্রাপ্ত হয় না। স্রুতি স্বতঃ-

\* অন্তরাসিদ্ধান্তেনৈকস্য বৈচিত্র্যোপপত্তেঃ প্রাক্তনসামান্যপত্তিরেব স্যাৎপত্তিঃ সূত্রার্থঃ।—  
প্রসূতরাদি দৃষ্টান্তে একের বৈচিত্র্য অর্থাৎ বহুপ্রকারতা সিদ্ধ হয় সুতরাং পূর্বোক্ত দোষ স্থান  
প্রাপ্ত হয় না।

সুদৃশপত্তিঃ । পরপরিকল্পিতদোষানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ।  
 অতঃশ্চ প্রামাণ্যাদিকারস্য বাচ্যরস্তগম্যত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাব  
 বৈচিত্র্যবচ্ছেদ্যভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥

**উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেন্ন কীরবাঙ্ক ॥২৪॥ \***

চেতনং ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্তং  
 তন্মোপপদ্যতে । কস্মাৎ । উপসংহারদর্শনাৎ । ইহ হি লোকে  
 কুলাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্তারো যদন্তঃকরণসূত্রাদ্যেনেক-  
 কারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যঃ কুর্বাণা

এক একৈকমদ্বিতীয়তয়া পরানপেক্ষঃ ক্রমোণোৎপাদ্যমানস্য জগতো-  
 বিবিধবৈচিত্ররূপস্যোপাদানমুপেয়তে, তদনুপপন্নং । ন হেতুগুণাৎ কার্য্য-  
 ভেদোভবিতুমর্হতি তস্যাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ । কারণভেদো হি কার্য্যভেদ-  
 হেতুঃ । কীরবীজাদিকেদাদধ্যক্ষুরাদিকার্য্যভেদদর্শনাৎ । ন চাক্রমাৎ  
 কারণাৎ কার্য্যক্রমোযুক্ত্যতে । সমর্থস্য ক্রোপাযোগাৎ । দ্বিতীয়তয়া চ  
 ক্রমবস্ত্তংসংকারিসমবধানানুপপত্তেঃ । তদ্বিনয়ুক্তং ‘ইহ হি লোক’ ইতি ।

প্রমাণ, তাহাতে কথিত আছে, বিকার সকল কথামাত্র, স্মৃত্যঃ সেন সকলের  
 স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের ন্যায় বিচিত্রতা সূক্ষ্মত্বব ।

[ আপত্তি ]—এক অথচ চেতন ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা, এ কথা অনুপপন্ন ।  
 অর্থাৎ দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ । লোক মধ্যে, উপসংহার অর্থাৎ কারণকূট সংগ্রহ  
 পূর্বক কর্তৃত্ব করিতে দেখা যায়, একের কর্তৃত্ব দেখা যায় না । কুলাল  
 প্রভৃতি ঘটাদি কার্য্যের কর্তা, তাহারা সৃষ্টিকা, দণ্ড, চক্র, সূত্র প্রভৃতি  
 অনেক উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক সেই সেই কার্য্য করে, বিনা উপকরণে কিছুই  
 করিতে পারে না । তোমার মতে ব্রহ্ম একক, অসংহার, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য  
 কিছুই নাই । যদি অন্য কিছু না থাকিল, তবে উপকরণ থাকিল না স্মৃত্যঃ  
 একক ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বও মিথ্যা হইল । এই জন্যই বলি, ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা

\* উপসংহারদর্শনাৎ কার্য্যবিশেষকসামগ্রীসংগ্রহদর্শনাদ্ভাসংহারঃ ব্রহ্ম উপসংহার-  
 মিত্তি ন বক্তব্যঃ । হি কস্মাৎ কীরবৎ কীরাদিদৃষ্টান্তেন অসংহারস্যাপি ত্রাব্যভাববিশেষোপ-  
 পদ্যত এব ।—ব্রহ্ম অথবা জল যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষা করে না, অথচ কথি ও হিমালী-  
 রূপে পরিণত হয়, তেমনি অথচ ব্রহ্মও সাধনান্তর সংগ্রহ ব্যতীত জগৎ সৃষ্টি করেন ।

দৃশ্যন্তে । ব্রহ্ম চাসহারং তবাভিপ্রেতম্ । তস্য সাধনা-  
স্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং ব্রহ্মৈকমুপপদ্যেত । তন্মাত্র ব্রহ্ম  
জগৎকারণমিতি চেৎ, নৈব দোষঃ । যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্য-  
স্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে । যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা  
স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতেহনপেক্ষ্য বাহুং সাধনং  
তথেষাপি ভবিষ্যতি । ননু ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরি-  
ণমমানমপেক্ষত এব বাহুং সাধনং ঔক্ষ্যাদিকং, কথমুচ্যতে  
ক্ষীরবন্ধীতি । নৈব দোষঃ । স্বয়মপি হি ক্ষীরং বাঞ্চ যাবন্তীঞ্চ  
পরিণামমাত্রামনুভবত্যেব স্বাৰ্য্যতে হৌক্ষ্যাদিনা দধি-  
ভাবায় । যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ নৈবৌক্ষ্যাদি-  
নাপি বলাদ্ দধিভাবমাপদ্যেত । ন হি বায়ুরাকাশো

একৈকং যুগাদি কারকং, তেবাস্ত সামগ্র্যং সাধনম্, ততোহি কার্য্যং  
ভবত্যেব, তন্মাত্রাবিতীযং ব্রহ্ম জগৎপাদানমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—“ক্ষীর-  
বন্ধি” । ইদং তাবত্তবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং কিং তাত্ত্বিকমসা রূপমপেক্ষ্যাদমুচ্যত  
উতানাদিনামরূপনীভসহিতঃ কালনিকং সার্কজ্যং সৰ্কশক্তিভম্ । তত্রী পূর্সান্ন  
করে কিং নাম ততোহি তীরাদসহায়াদুপকারেত । ন হি তস্য শুদ্ধবুদ্ধ-  
কর্তা নহেন ।

এ বিষয়ে ( এ আপত্তিতে ) আমরা বলি, ব্রহ্ম এক হইলেও  
তাঁহাতে উক্ত দোষ আশ্রয় করে না । কেন-না, দুগ্ধাদির দৃষ্টান্তে এককের  
বহুভাবিহ উপপন্ন হয় । [ যথা হি...ভবিষ্যতি ] দুগ্ধ ও জল দধিরূপে ও  
হিমাদিরূপে পরিণত হয়, তাহাতে দ্রব্যাত্তরের সাহায্যের অপেক্ষা নাই ।  
এই যেমন দুগ্ধও, তেমনি, ব্রহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হয়, অথচ তাহাতে  
সাধনাত্তর সত্তাবের অপেক্ষা নাই । [ ননু...পদ্যতে ] যদি বল, দুগ্ধ যে  
দধি হয় তাহা বাহ্যসাধনের সাহায্যেই হয় । তাহাতে উদ্যার ও আতকনের  
( দধন—দধিবীজ ) সাহায্য আছে । অতএব দুগ্ধের দৃষ্টান্ত অংপেক্ষের  
সমর্থক নহে । এ কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, দধি-ভাবে প্রাপ্ত  
উদ্যার সাহায্য দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষ নহে । দুগ্ধ নিজেই দধি ইহা,  
উদ্যাদি তাহার শীতলতাবাত্র জন্মায় । দুগ্ধ নিজে দধিব্যতাব না হইলে  
উদ্যাদি কি তাহাকে বলপূর্বক দধি করিতে পারে ? উদ্য ও আতকন কি

বৌদ্ধাদিনা বলাদধিতাবমাপদ্যতে । সাধনসম্পত্ত্যা চ তন্ত  
পূর্ণতা সম্পদ্যতে । পরিপূর্ণশক্তিকন্ত ব্রহ্ম ন তস্যান্মেন কেন-  
চিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্য । অতিশ্চ তত্র ভবতি—

ন তন্ত কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎসমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব ক্ষয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি ।

তস্মাদেকস্যপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ কীরাদিবদ-  
বিচিত্রপরিণাম উপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

স্বভাবস্য বস্তুস্য কার্যমতি । তথা চ শ্রুতিঃ “ন তন্ত কার্যং করণঞ্চ  
বিদ্যতে” ইতি । উত্তরমিহ কমে যদি কুলাদধিতাবমাপদ্যতিব্রহ্মসহ-  
কারিকারণাভাবমুপাদানং সাধ্যতে, ততঃ কীরাদিভির্বাতিচারঃ ।  
তেহপি হি বাহ্যতঃকনাদিকারণানপেক্ষা এব কালপরিবাসবশেন স্বত এব  
পরিণামান্তরমাসাদয়তি । অথাস্তরকারণানপেক্ষং হেতুঃ ক্রিয়তে, তদ-  
সিদ্ধমনির্বাচ্যনামরূপবীজসহায়ত্বং । তথা চ শ্রুতিঃ—মহাত্ত্ব একতিং  
বিক্রি মারিনন্ত মহেশ্বরম্ । ইতি । কার্যক্রমেণ তৎপরিপাকোহপি ক্রম-  
বাহুস্রয়ঃ । একস্মাদপি চ বিচিত্রশক্তেঃ কারণানেককার্যোৎপাদো দৃশ্যতে ।  
বৈথেকস্মাদ্ভেদোহপ্যাকাবেকস্মাদা কর্ণঃ সংযোগবিভাগসংস্কারঃ । যদিহু  
চেতনত্বে সতীতি বিশেষণায় কীরাদিভির্বাতিচারো, দৃষ্টা হি কুলাদধিতো  
বাহুস্রাদ্যপেক্ষাচেতনঞ্চ ব্রহ্মেতি, তত্রৈবমুপতিষ্ঠতে—

বায়ুকে ও আকাশকে দধি করিতে পারে ? তাহা পারে না । সাধন বা  
উপকরণ সহায়ী ব পূর্ণতা সম্পাদন তিন্ন অন্য কিছু করে না । [সাধন...  
উপদ্যতে] ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিক, সে কারণ তাঁহার শক্তিপূরণের অন্য অন্য  
কিছুর কল্পনা করিতে হয় না । এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—  
“তাঁহার কার্য ( পরীর ) নাই, করণও ( ইন্দ্রিয়ও ) নাই । তাঁহার সমান ও  
অধিক দেখা যায় না । শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ  
জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়শক্তি থাকা কথিত আছে ।” যেহেতু তিনি পূর্ণশক্তিক,  
সেই হেতু এক হইলেও তাঁহাতে বিচিত্রশক্তি থাকা ( হৃদ্যান্নিন্ন দৃষ্টান্তে  
বিচিত্র পরিণাম ) উপপন্ন হইয়া থাকে ।

## দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥ \*

স্যাৎদেতৎ, উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যাপি  
বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবো দৃষ্টত্বাৎ । চেতনাঃ পুনঃ কুলাসা-  
ন্নয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যেব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্তমানা  
দৃশ্যন্তে । কথং ব্রহ্ম চেতনং সদসহায়ং প্রবর্তেতেতি, দেবাদি-  
বদিত্তি ক্রমঃ । যথা হি লোকে দেবাঃ পিতর ঋষয় ইত্যেব-  
মাদয়ো, মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোহনপেক্ষ্যেব কিঞ্চি-  
দ্বাহ্যং সাধনমৈর্ধ্যবিশেষযোগাদভিধানমাত্রেণ স্বত এব  
বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদৌনি রথাদৌনি চ  
নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে মজ্জার্ববাদেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ,

\* লোকাতেহনেনেতি লোকঃ শব্দ এব তদ্বিন্ ।

[ আগন্তি ] হৃৎ ও ব্রহ্ম সম্ভবতাব নহে । হৃৎ অচেতন, তাহাকে তুমি  
বিনা বাহ্যসাধনসাহায্যে দধি হইতে দেখিয়াছ । কুন্তকার চেতন, তাহাকে  
তুমি বিনা সাধনে কার্য্য করিতে দেখে নাই । প্রত্যুত তাহাকে উপকরণ  
পাইয়াই ঘটাদিকার্য্য করিতে দেখিয়াছ । তবে তুমি কি দেখিয়া বা  
কি প্রকারে বলিলে, চেতন ব্রহ্ম একক জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন ?  
কোনও একক চেতনকে ত বিনা উপকরণে কার্য্য করিতে দেখে নাই ?  
[ উত্তর ] এ বিষয়ে আমরা বলি, আমরা দেবতাদির দৃষ্টান্তে ঐ সিদ্ধান্ত  
করিতেছি । [ যথা হি...প্রামাণ্যাৎ ] দেবতা, পিতৃ, ঋষি, ইহারা যেমন  
মহাপ্রভাব ও চেতন, অথচ বিনা উপকরণে কেবলমাত্র স্বমহিমাবলে  
অভিধান ( সংকল্প ) দ্বারা বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা ও রথাদি  
নির্ম্মাণ করেন, এ তব মত্ৰ, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণদির প্রামাণ্যে  
নিশ্চিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও বিনা সাধনে কেবল স্বমহিমাবলে জগৎসৃষ্টি

\* চেতনমপি ব্রহ্ম অনপেক্ষ্যেব বাহ্যং সাধনং দেবাদিবৃষ্টান্তেন বক্ত এব জগৎ  
ন কলিকোষ ইতি সূত্রাকরাণামর্থঃ ।—চেতন ব্রহ্ম একক বা অসহায় হইলেও দেবতাদির  
দৃষ্টান্তে বিনা সাধনে সৃষ্টি করিতে পারেন, সে বিষয়ে অভ্যস্ত যোগ ও উদ্বোধিত করিতে  
পার না ।

তত্ত্বনাভ্যন্তরীণ স্বতঃ এবং তত্ত্বনু সৃজতি, বলাকা চাস্তুরেণৈব শুক্রং  
 গর্ভং ধতে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রশ্নানসাধনং সন্নো-  
 হস্তরাৎ সরোহস্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্মানপেক্ষ্য  
 বাহ্যং সাধনং স্বতঃ এবং জগৎ স্রজ্যতি । স যদি ক্রয়াদ্ য এতে  
 দেবাদয়ো ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা উপাত্তান্তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা  
 সমানস্বভাবা ন ভবন্তি । শরীরমেব হ্যচেতনং দেবাদীনাং  
 শরীরাস্তুরাদিবিভূত্যাংপাদেনোপাদানং ন তু চেতন আত্মা ।  
 তত্ত্বনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজস্তত্ত্বকণাল্লা কঠিনতামাপদ্যমানা  
 তত্ত্বত্ববতি । বলাকা চ স্তনয়িত্তুরবশ্রবণাদর্ভং ধতে । পদ্মিনী  
 চ চেতনপ্রযুক্তা সত্যচেতেনৈব শরীরেণ সরোহস্তরাৎ  
 সরোহস্তরমুপসর্পতি বল্লী ব বৃক্ষং ন তু স্বয়মেবাচেতনা সরো-  
 হস্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে । তস্মাৎ চেতনো ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা  
 ইতি । তং প্রতি ক্রয়ামায়ং দোষঃ । কুলানাদিদৃষ্টান্তবৈল-

করিয়া থাকেন । [ তত্ত্ব-স্রজ্যতি ] তত্ত্বনাভ ( মাকড়শ ) একাকীই স্বল্প  
 সৃষ্টি করে, বক সকল বিনা শুক্রে ( সন্ধ্য ) গর্ভধারণ করে, পদ্মিনী এক  
 সরোবর হইতে অল্প সরোবরে গমন করে, অথচ গমনের উপকরণ গ্রহণ  
 করে না । এতদৃষ্টান্তে জানা যায়, চেতন ব্রহ্ম বিনা বক্তিসাধনে জগৎসৃষ্টি  
 করিতে পারেন । [ স যদি...মিতি ] বাবী যদি বলেন, প্রদর্শিত দেবাদি-দৃষ্টান্ত  
 দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সমান নহে, অসমান, কেন-না, দেবাদির শরীর  
 আছে—তাহারা অচেতন—অচেতন দেহই তাহাদের ঐশ্বর্য ( ক্রমভাবিশেষ )  
 উৎপাদনের সহায় । তত্ত্বনাভ সকল ক্ষুদ্র জীব ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহা-  
 দের লালস্রাব হয়, সেই লাল কাঠিগ্র প্রাপ্ত হইয়া স্রজ্যাকার ধারণ করে ।  
 মেঘগর্জন প্রবল বকীর গর্ভ হয় । পদ্মিনীও বৃক্ষে লতার তার চেতন জীব-  
 কল্ক স্রোবর হইতে সরোবরে প্রাপ্ত হয় । চেতনসম্বন্ধ ব্যতীত অচেতন  
 পদ্মিনী সরোবর হইতে সরোবরে প্রশ্নান করিতে অসমর্থ । অতএব, ঐ  
 সকল ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । বাবীর এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি  
 এই যে, ঐ সকল দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইলেও বিষমদৃষ্টান্ত হইবে না । কেন-না,  
 কেবলমাত্র কুলালের সহিত দেবতার বৈলক্ষ্য দেখানই উক্ত দৃষ্টান্তের



ক্ষণ্যাত্মস্য বিবক্ষিতত্বাদিতি । যথা হি কুলালাদীনাং দেবা-  
দীনাঞ্চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং  
সাধনমপেক্ষস্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং  
সাধনমপেক্ষ্যত ইত্যেতাবৎ বয়ং দেবাভ্যুদাহরণেন বিব-  
ক্ষ্যামঃ । তস্মাৎ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথা সর্ব্বেষামেব  
ভবিষুমহীতীতি নাস্ত্যেকান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

**কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপোবা ॥ ২৬ ॥ \***

চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবদেবাদিবচ্চানপে-  
ক্ষিতবাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণমমাণং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং  
শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনরাক্ষিপতি—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্ন-

নন্ন ন ব্রহ্মণস্তত্ত্বতঃ পৰিণামো যেন কাৎস্ন্যভাগবিকল্পেন্নাৰ্হিপ্যাত ।

অভিপ্রেত । ( দৃষ্টান্ত সৰ্ব্বাংশে সমান হয় না, হইবাব আরোজনও নাহি ।  
একাংশে সমান হইলেই তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে । পণ্ডের ন্যায় মূণ,  
বলিলে কি মুখ ও পদ্ম সৰ্ব্বাংশে সমান বুঝিবে ? ) । যথাহি প্রায়ঃ ।  
কুলাগও চেতন, দেবতাও চেতন, সে অংশে সমান হইলেও কুলাল নাচা  
সাধন সংগ্রহ ব্যতীত কার্য্য করিতে পাবে না, কিম্ব দেবতা বিনা বাহ্যসাধনে  
কার্য্য করিতে পাবেন । এক অংশেই দৃষ্টান্ত । ব্রহ্ম চেতন হইলেও তাহাব  
কার্য্যে বাহ্যসাধনের অপেক্ষা নাই, এইমাত্র দেবতাদি দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত ।  
কালত্বার্থ এই যে, একের যে সামর্থ্য দেখা যায়, সেই সামর্থ্য যে সকলেই  
হইবেক বা থাকবেক, এমন কোন নিয়ম নাই । ( অধিকও হয়, অল্পও হয় ) ।

চেতন ও দ্বিতীয়ত্বাহত এক ব্রহ্মই ছদ্মাদির শু দেবতা প্রভৃতিব দৃষ্টান্তে  
বিনা বাহ্যসাধনে জগদাকারে ভাসমান বা পরিণত হন । এই সিদ্ধান্ত

\* পুনঃ পুনঃ পক্ষত্বম্ । চেতনং ব্রহ্ম জগৎকাৰণমিত্যাদিন্ পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ—নিরবয়বত্বাৎ  
ব্রহ্মণঃ বৃৎস্নস্য সমুদায়স্য জগৎরূপেণ পৰিণামঃ প্রাপ্নোতি তেন চ ব্রহ্মতাবপ্রসঙ্গত্ব সাৎ । পক্ষ-  
স্তরে নিরবয়বত্বজ্ঞানাদিশব্দ্যাকোপো ভবেদ্বিতি সূত্রার্থ ।—ব্রহ্ম জগৎকাৰণ, জগতের উ-  
ত্থান, এ সিদ্ধান্তে কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষ অর্থাৎ নিরবয়বত্বহেতু ব্রহ্মের সৰ্ব্বাংশে জগৎ হওক যে  
দোষ সেইদোষ হয় । সে দোষ খণ্ডনার্থ সাবয়ব বলিলে নিরবয়ববোধক শব্দের আনর্থক্য ও  
ব্রহ্মের অনিত্যতা এই দুই দোষ হইবে ।

সামান্য ব্রহ্মণঃ কার্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাৎ ।  
যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভাবিত্যততোহন্যৈকদেশঃ  
পর্যাপ্তস্যত, একদেশশ্চাবাস্থাস্যত। নিরবয়বস্ত ব্রহ্ম প্রতিভো-  
হবগম্যতে—

‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম ।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হ্যজঃ’ ॥

ইদং মহত্বতমমন্তমপারং, বিজ্ঞানঘন এব, স এস নেতি  
নেত্যাগ্নাহস্থানমনণ, ইত্যাদ্যভ্যঃ সর্লবিশেষপ্রতিষেধ-  
ত্রীভ্যঃ। ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃত্তমপরিণামপ্রসক্তৌ  
সত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত । ব্রহ্মব্যবহোপদেশানর্থক্যাকা-

অবিদ্যাকল্পিতেন তু নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃত্যব্যাকৃত্যস্থনা  
ভবান্নভাভ্যামনির্কটনীয়েন পরিণামাদিবাবহীরাপ্পদত্তং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে ।  
ন চ কল্পিতং রূপং বস্তু স্পৃশতি । ন হি চক্ষুসি তৈমিরিকস্ত দিব্যকল্পনা

অকাটা হইলেও পুনর্বার শাস্তার্থ সংশোধনের নিমিত্ত পূর্ণলক্ষ উদ্ভাবিত  
হইতেছে। যেহেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব, সেই হেতু পাওয়া যায়, সমদয় ব্রহ্মই  
কার্যরূপে অর্থাৎ জগজ্জপে পরিণত হইয়াছেন। [যদি...জীভাঃ] ব্রহ্ম যদি  
পৃথিব্যাতির জ্ঞান সাবয়ব হইতেন তাহা হইলে বুঝা যাইত, ব্রহ্মের একাংশে  
জগৎ হইয়াছে; অবশিষ্টাংশ অবিকৃত আছে। ব্রহ্ম যে সাবয়ব নহেন,  
নিরবয়ব, তাহা প্রতিপন্ন দ্বারা অবগত আছে। প্রতি ‘যথা—“ব্রহ্ম নিষ্কল  
অর্থাৎ নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিনলনীয়, নিরঞ্জন অর্থাৎ নিঃলণ।” “সেই  
দিব্য পুরুষ (পূর্ণ আত্মা) অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত বা নিরবয়ব), জগাদিবার্জিত  
এবং তিনিই বাহিরে ও অন্তরে পরিপূর্ণ বা বিদ্যমান।” “এই মহত্বত  
অন্তি এতজ্জপে জ্ঞেয়।” “আত্মা স্থল নহে, সূক্ষ্মও নহে,” ইত্যাদি। [ততশ্চ...  
ক্ষিপতি] যেহেতু ব্রহ্মের অংশ নাই, সেই-হেতু আংশিক পরিণাম অসম্ভব।  
কাবেই মানিতে হইবে, ব্রহ্মই জগদাকায়ে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায়  
পরিণাম স্বীকার করিলে মূল থাকে না। (মূল = ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ব্রহ্মই নষ্ট  
হইয়া জগৎ হইয়াছে, ইহাই পাওয়া যায়।) যদি মূল না থাকিল অর্থাৎ

পদময়ত্বদৃষ্টত্বাৎ কার্যম্য। তদ্ব্যতিরিক্তস্ত চ ব্রহ্মণোহভা-  
বাৎ। অজ্ঞত্বাদিশব্দবাক্যোপশ্চ। অর্থেতদ্ব্যপরিজিহীর্ষয়া  
সাবয়বমেব ব্রহ্মাভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্ত প্রতি-  
পাদকাঃ শব্দা উদাহৃতান্তে প্রকুপ্যন্তুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্ব-  
প্রসঙ্গ ইতি সর্বথাংয়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্য-  
কিপতি ॥ ২৬ ॥

**ত্রুতেন্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ \***

তু-শব্দেনাক্ষেপঃ পরিহরতি। ন শব্দস্যাপক্ষে কশ্চিদপি  
চক্ষুরসো দ্রিতমাবহতি। তদন্তুপপত্তা বা চক্ষুরসোঃশূন্যপত্তিঃ। তদ্বাদবাস্তবো  
পরিণামিকল্পনানুপপদ্যমানাপি ন পরমার্থসত্ত্বো ব্রহ্মণৌশূন্যপত্তিমাভতি।  
তন্নাৎ পূর্বপক্ষাত্তাবাদনারভামিদমধিকরণমিত্যত আহ “চেতনমেক”  
মিতি।

যদ্যপি প্রতিশত্বেদকাস্তিকাদৈতপ্রতিপাদনপরাৎ পরিণামো বস্তুতো  
ব্রহ্মণ্যপাকিল, “তাঁহাকে দেখিবেক, জানিবেক” এ উপদেশ বার্থ।  
কেন-না, কার্যমাত্রেই অযত্নদৃষ্ট। অর্থাৎ জগৎ দর্শনের জন্য বস্তুর প্রয়ো-  
জন হয় না। আবার ইহাও প্রতীত হয়, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। (জগৎ-ই  
ব্রহ্ম)। ব্রহ্মের ঐক্য পারিণামিক জন্মবিনাশ স্বীকারপক্ষে ‘অজর’ ‘অমর’  
এ সকল শব্দের ব্যাকোপ (অর্থের ব্যাঘাত) হইবেক। যদি এই সকল  
দোষের পরিহারার্থ ব্রহ্মকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক  
শব্দের অর্থহানি হইবেক। অপিচ, সাবয়ব-পক্ষে ব্রহ্মের নশ্বরতা আপত্তি  
হইবেক। কোনও প্রকারে সাবয়বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে না।

পূর্বপক্ষ নিরাসের জন্য সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অতি প্রায়  
এই যে, আমাদের (বেদান্তবাদীর) পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দোষ

\* তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষপরিহারার্থঃ। কৃৎসনপ্রসক্তিরিতি পূর্বপক্ষো ন ভবেদিত্যর্থঃ। কৃতঃ  
জ্ঞেতঃ। বিকারব্যতিরেকেণ হি ব্রহ্মণোহবস্থানঃ প্রসূত ইতি যাবৎ। শব্দমূলত্বাৎ শব্দপ্রমা-  
ণকত্বাচ্চ ব্রহ্মণঃ কৃৎসনপ্রসক্তিদোষাত্ভাবঃ। শব্দো হ্যভিন্নমপি ব্রহ্মণঃ অতিপাদয়তি অকৃৎস-  
নপ্রসক্তিং নিরবয়বত্বাৎ ইত্যর্থঃ।—এ পূর্বপক্ষ হইতেই পারে না। কেন-না, প্রতি ব্রহ্ম  
হইতে জগদুৎপত্তি ও জগদ্ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থান বলিয়াছেন। আরও দেখ, ব্রহ্ম শব্দ-  
প্রমাণের প্রামেয়। তদন্তুসারে শব্দানুপপত্তি হইবে। শব্দ বলিয়াছেন, বুঝাইয়া  
দিয়াছেন, ব্রহ্মের একাংশে জগৎ অথচ ব্রহ্ম নিরবয়ব।

দোষোহস্তি । ন তাবৎ কুৎসপ্রসক্তিঃ স্তি । কৃতঃ । ক্রতেঃ ।  
 যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ ক্রতে, এবং বিকারব্যক্তি-  
 রেকোপাণি ব্রহ্মণোহবস্থানং ক্রতে । প্রকৃতিবিকারয়োর্ভেদে  
 ব্যপদেশাৎ । ‘সেয়ং দেবতৈক্যত ইত্যাহমিস্মিন্ভ্রো দেবতা,  
 অনেন জীবেনান্জনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি’ ইতি  
 ‘তাবানস্তু মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ । পাদোহস্তু বিশ্বা  
 ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী, ইতি চৈবজ্ঞাতীরকাৎ । তথা  
 হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ । সংসম্পত্তিবচনাচ্চ । যদি চ কুৎসং  
 ব্রহ্ম কার্য্যভাবেনোপযুক্তং স্যাৎ ‘সতা সৌম্য ! তদা সম্পন্নো  
 ভবতি’ ইতি সুষুপ্তিগতং বিশেষণমনুপপন্নং স্যাৎ । বিকৃতেন

নিবিদ্ধস্তথাপি কীরাদিদেবতাদিদ্ভ্রোস্তেন পুনস্তস্যাস্তবৎ প্রসঙ্গঃ পূৰ্ণপাকোপ-  
 পত্তা সৰ্ব্বথাইয়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যপবাধ্য ক্রতেস্ত শব-  
 মূলভাৎ, আত্মনি চৈব বিচিহ্নাশ্চ হী’তি স্মৃতিভাঃ বিবৰ্ত্তদৃষ্টীকরণেনৈকা-

হয় না । কুৎসপ্রসক্তি দোষ ত না-ই । ( অবয়ব না থাকার সমুদয় ব্রহ্মই  
 জগদাকারে পারণত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে জগৎ-ই আছে, ব্রহ্ম নাট,  
 এ দোষ বা এ আপত্তি অব্যপক্ষে স্থানপ্রাপ্ত হয় না ) । কেননা ক্রতি  
 ব্রহ্ম হৈতে জগদুৎপত্তি ও জগদ্ব্যতিরেকে তাঁহার অবস্থান উভয়ই বলিয়া-  
 ছেন । ক্রতি প্রকৃতিকে ও বিকৃতিকে পৃথকরূপে উল্লেখ ও ব্রহ্মের  
 একাংশে জগতের অবস্থান উপদেশ করাতেই উক্ত উত্তর বলা হইয়াছে ।  
 যথা—“সেই এই দেবতা আগোচনা করিলেন, এই তিন দেবতাসকল  
 আমি জীবাত্মরূপে এতদনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।”  
 “যাহা বলা হইল—সমস্তই ব্রহ্মপুরুষের মহিমা পরন্তু ব্রহ্মপুরুষ এ সমুদয়  
 হইতে ভ্রোষ্ঠ বা অধিক । এই সমস্ত ভূত তাঁহার এক পাদ, অপর তিন পাদ  
 যুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।” “তাঁহার স্থান হৃদয় ( বুদ্ধি ) এবং তিনি সংসম্পন্ন  
 হন”, এ কথাতেও অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্বসিদ্ধি হয় । অবিকৃত ব্রহ্ম না  
 থাকিলে সুপ্তিকালের “হে সৌম্য ! জীব বধন সংসম্পন্ন ( ব্রহ্ম প্রাপ্ত ) হইয়া  
 এ বিশেষণ নিরর্থক । কারণ, বিকৃত ব্রহ্মের প্রাপ্তি নিত্য, আগন্তক বা  
 নৈমিত্তিক নহে । অর্থাৎ সুষুপ্তিরূপ নিমিত্তের দ্বারা নহে । অবিকৃত ব্রহ্ম

ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতস্ত চ ব্রহ্মণোহভাবাৎ,  
তথেন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণো বিকারস্য চেন্দ্রিয়গোচ-  
রত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদন্ত্যাবিকৃতং ব্রহ্ম। ন চ নিরবয়বত্বশব্দ-  
ব্যাকোপোহস্তি প্রায়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপ্যভ্যুপগম্য-  
মানত্বাৎ। শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং  
তদ্ব্যবধানশব্দমভ্যুপগম্যন্তব্যম্। শব্দশ্চৈতরমপি ব্রহ্মণঃ প্রতি-  
পাদয়ত্যকুৎসনপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ। লৌকিকানামপি  
মণিমস্ত্রৌষধীপ্রভৃतीনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো  
বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যস্তে তা অপি তাবল্লোপদেশমন্ত-  
রেণ কেবলেন তর্কেণাবগম্যন্ত শক্যস্তে—অস্মা বস্তুন এতাবত্যা  
এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কি-

স্তিকাদয়লক্ষণঃ কৃত্যর্থঃ পরিশোধ্যত ইত্যর্থঃ। “তস্মাদন্ত্যাবিকৃতং ব্রহ্ম”

না থাকতেই উহা স্বীকার্য্য। আরও দেখ, বিকার বা জগৎ ইন্দ্রিয়গম্য  
কিন্তু প্রতি বলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এ সকল কারণে স্বীকার  
করিতে হইবেক, অবিকৃত ব্রহ্ম আছেন। [ন চ...তাক্] প্রতিবোধ্য নির-  
বয়বত্বের স্বীকার থাকতে নিরবয়বত্ব-প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হয় না।  
ব্রহ্ম শব্দমূলক অর্থাৎ শব্দপ্রমাণক। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণক নহেন। (প্রত্য-  
ক্ষের, অনুমানের ও উপমানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র শব্দের  
দ্বারা হয়)। সেই কারণে ব্রহ্মের স্বরূপ যথাশব্দ অর্থাৎ শব্দানুরূপ। (শব্দ  
অর্থাৎ প্রতি) প্রতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগতের অবস্থান  
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [লৌকিকানা...নিক্রপোত] লোকমধ্যেও দেখা যায়,  
মণি, মস্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদিনিমিত্তবশতঃ বিচিত্র ও  
বহু বিরুদ্ধকার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত  
কেবল তর্কে জানা যায় না। অমুক বস্তুব এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক  
বিষয়, অমুক প্রয়োজন, এ সকল যখন বিনা উপদেশে কেবল তর্কে জানা  
যায় না, তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ বিনা শব্দে জানা যাইবে না,  
ইহা বলা বাহুল্য। (যখন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থের শক্তি অচিন্ত্য, তখন যে  
শব্দ বা শাস্ত্র গম্য অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপ অচিন্ত্য, তর্কের অবিষয়, তাহা

মুতাহচিন্ত্যপ্রভাবস্য বুদ্ধগোরূপং বিনা শব্দেন বিরূপ্যেত ।  
তথাহঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্য্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্য্যস্য লক্ষণম্ ॥ ইতি ।

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থবাধ্যাত্ম্যাধিগমঃ । নহু শব্দে-  
নাপি ন শক্যতে বিরুদ্ধোৎপত্তিঃ প্রত্যায়নিতুং, নিরবয়বক বুদ্ধ  
পরিণমতে ন চ কুৎসনমিতি, যদি নিরবয়বক বুদ্ধ স্যাম্বেব পরি-  
ণমেত, কুৎসনমেব বাপরিণমেত । অথ কেনচিৎ রূপেণ পরি-  
ণমেত কেনচিৎ রূপেণাবতিষ্ঠেতি রূপভেদকল্পনাং সাবয়ব-  
মেব প্রসজ্যেত । ক্রিয়াবিষয়ে হি ‘অতিরাত্রো যোড়শিনঃ  
গৃহ্যতি নাতিরাত্রো যোড়শিনঃ গৃহ্যতি’ ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাম্যঃ

ততঃ । “নহু শব্দেনাপী”তি চোধ্যমনিদ্যাকরিতম্ভোদঘাটনার । ন হি

বলা বাহুল্য । ফলিতার্থ এই যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণলভ্য নিরবয়বক ও  
বিধাতার তর্কের দ্বারা বাধনীয় নহে ।) [ উদাহঃ...পমঃ ] এ কথা পৌরা-  
ণিকগণও বলিয়াছেন । যথা—“যে বস্তু অচিন্ত্য, চিন্তার অগোচর, সে বস্তুকে  
ভুক্তাকৃত করিবে না । যাহা প্রকৃতির পরে—তাহাই অচিন্ত্য ।” (প্রকৃতি =  
প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের স্বভাব । পর = তদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ কেবল উপদেশের  
গোচর । লক্ষণ = স্বরূপ ।) এটুকুনাই বলিতেছি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাব-  
বোধ শব্দমূলক । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণমূলক নহে । [ নহু...ভূপগমাৎ ] যদি  
বল, শব্দও ( শাস্ত্রও ) বিরুদ্ধ অর্থ বুঝাইতে পারে না,—ব্রহ্ম নিরবয়ব অর্থাৎ  
তাহার একাংশ পরিণাম হয়—এ অর্থ বিরুদ্ধ অর্থ,—ব্রহ্ম যদি নিরবয়বই হন,  
তাহা হইলে বলিতেই হইবে, তাহার পরিণাম হয় না । যদি হয় ত সমস্তই  
হয় । এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে স্বরূপাবস্থান  
করেন, এরূপ বলিলে স্বরূপের ভেদ ও সাবয়বক কর্মীকার করিতে  
হইবে । বিরুদ্ধ আশ্রয় করিলে ক্রিয়াবিষয়ক বিরোধের পরিহার হইতে  
পারে ; কিন্তু বস্তুবিরোধের পরিহার হইতে পারে না । “অতিরাত্র যোড়শি-  
পাত্ত লইবেক, অতিরাত্র যোড়শি-পাত্ত লইবেক না” এই  
বিরুদ্ধ বাক্যের বিরোধ পরিহারার্থ বিরুদ্ধ গৃহীত হয় । কারণ, বিরুদ্ধ

বিরোধপ্রতীতিবিপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং  
ভবতি পুরুষতত্ত্বত্বানুষ্ঠানস্য । ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন  
বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি, অপুরুষতত্ত্বত্বানুষ্ঠানঃ । তস্মাদুর্ঘট-  
মেতদিত্তি । নৈব দোষঃ । অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাদ্যুপগমাৎ ।  
ন হ্যবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে ।  
ন হি তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোহনেক  
এব ভবতি । অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন  
ব্যাকৃতাক্যাকৃতাত্মকেন তদ্ব্যাকৃতাত্ম্যমনির্বচনীয়েন বস্তু পরি-  
ণামাদিসর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, পারমার্থিকেন চ  
রূপেণ সর্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে । বাচারম্ভণ-  
মাত্রত্বাচ্চাবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ন নিরবয়বত্বং

নিরবয়বত্বস্যাবয়বত্বাত্যাং বিধাত্তরমন্তোকনিবেধস্তেতরবিধাননাত্তরীয়কত্বাৎ ।

যাংস্থাই তদ্বিধ স্থলে বিরোধ পরিহারের উপায় । গ্রহণ করা ও না করা  
উভয়ই কর্তৃপুরুষের অধীন । কর্ত্তা বোড়শি-পাত্র গ্রহণ করিতে পারেন,  
ভাগ্য করিতেও পারেন, স্তত্রাং তদনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থাও হইতে পারে ।  
কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানস্থলে বিকল্পব্যবস্থা হইতে পারে না । (জ্ঞানকর্ত্তা কি চক্কা  
পুরুষ অথকে মহিব বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে? তাহা পারে না) ।  
সেইজন্যই বালভেহি, বিরুদ্ধপ্রতীতি স্থলে শব্দের প্রামাণ্য অত্যন্ত দুর্ব্বট ।  
এ বিষয়ে আমরা বলি, দুর্ব্বটত্ব দোষ হয় না । কারণ, আমরা কল্পিত  
ভেদের স্বীকার করিয়া থাকি । পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করি না ।  
(কল্পিত ভেদ দোষাবহ নহে) । [ন হি...কুপ্যতি] অনেক লোকে বে-  
দান্তের তিমিরবোধে বিচক্রে জিহ্বা দেখে, তাই বলিয়া চক্রে কি বিতীর  
হুতীর হন? নামরূপমূলক রূপভেদ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত । তাহা ব্যাকৃত  
অব্যাকৃত উভয়ত্বক । সত্য মিথ্যা কোনও এক নির্দিষ্টরূপে নিরূপণীয়  
নহে । ভজ্ঞপ তুচ্ছ ও অনির্বচ্য কল্পিত ভেদের দ্বারা ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব-  
ব্যবহারের আশ্পদ হইতেছে সত্য; কিন্তু পারমার্থিকরূপে তিনি সর্বব্য-  
হারের অতীত ও অপরিণতই আছেন । কল্পিত নামরূপাদি বস্তু মিথ্যা,  
কল্পমাত্র কথা, তখন কি জ্ঞান তাহার নিরবয়ব বোধক শব্দের ব্যাকোপ

ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি । ন চেয়ং পরিণামভ্রমঃ পরিণামভ্র-  
নার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ । সৰ্বব্যবহারহীনব্রহ্মা-  
ভাবপ্রতিপাদনার্থা হেবা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ । ‘স এব  
নেতি নেত্যাঙ্গা’ ইত্যুপক্রম্যাহ ‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি’  
ইতি । তন্মাদম্মৎপক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গোহস্তি ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥ \*

অপি চ নৈবাত্ত বিবদিতব্যং কথমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপা-  
নুপমর্দেনৈবানেকাকার। সৃষ্টিঃ স্রাদিতি, যতঃ আত্মস্তুপি এক-  
স্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দেনৈবানেকাকার। সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—

তেন প্রকারান্তরাভাবান্নিবরবৎসাবয়বস্বরোচ প্রকারমোরুপপত্তৌক-  
প্রবণাদ্যর্থবাদবদপ্রমাণং শব্দঃ স্রাদিতি চোদ্যার্থঃ । পরিহারঃ স্বপ্নমঃ ।

( ব্যাখ্যাত ) হইবে ? [ ন চেয়ং...প্রসঙ্গোহস্তি ] যেহেতু পরিণামজ্ঞান নিফল,  
পরিণামজ্ঞানের ফল নাই, সেই-হেতু পরিণামভ্রমঃ পরিণাম-তাৎপর্যে অতি-  
হিত নহে । সৰ্বব্যবহার-পরিহীন ব্রহ্মাভাব প্রতিপন্ন করাই সে সকল  
ভ্রমের অভিপ্রেত । কেন-না, তাদৃশ ব্রহ্মাভাব জ্ঞানের অন্তর-ফল ( ফল )  
ভ্রম আছে । ভ্রম “আত্মা ইহা নহে, তাহা নহে, ইত্যাদি প্রকার নিবেধের পর  
নিবেধা সীমা প্রদর্শন পূর্বক বলিয়াছেন” “হে জনক ! তুমি এখন অন্তরপন্ন  
পাইলে।” অতএব, আমাদের পক্ষে ( বেদান্তবাদীর পক্ষে ) কোনও দোষ  
হয় না ।

ব্রহ্ম এক, অসংহার, তাহাতে অনেকাকার সৃষ্টি হয় অথচ তাহার স্বরূপ বিনষ্ট  
হয় না, ইহা কেন হয় ? কি প্রকারে হয় ? ইহা নইয়া বিবাদ করিও না ।  
স্বপ্নজটী আত্মা এক, স্বপ্নকালে তাহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয় অথচ আত্মার  
স্বরূপ অপ্ৰচ্যুত থাকে । বিচিত্র স্বাদিক সৃষ্টি ভ্রমিতেও গঠিত হইয়াছে ।  
বলা—“সেখানে ( আত্মার ) রূপ নাই, রূপবাহী অবও নাই, পদও নাই । স্বপ্নজটী

\* আত্মনি চ আত্মস্তুপি একস্মিন্ বিচিত্রা অনেকাকার। সৃষ্টিদৃষ্টতে পঠ্যতে ই ভ্রমঃ ।  
ব্রহ্মণের হীন হয় না অথচ ব্রহ্মে অনেকাকার সৃষ্টি হয়, এ সবকে দৃষ্টান্ত করিবে । আত্মা এক-  
স্মিন্ স্বপ্নকালে তাহার স্বরূপ বৎসাবয়ব থাকে অথচ তাহাতে বিচিত্র সৃষ্টি ( স্বাদিক সৃষ্টি ) হইবে যেন  
যার এক তাহা ভ্রমিতেও কথিত আছে ।



‘ন তত্র রথান ন রথযোগান পশ্বানো ভবন্ত্যথ রথানুথযোগান্  
পথঃ সৃজতে’ ইত্যাদিনা । লোকেহপি দেবাদিবু মায়াব্যা-  
দিসু চ স্বরূপানুপমর্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে,  
তথৈকশ্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টি-  
র্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৮ ॥

### স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥ \*

পরেধামপ্যেব সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ । প্রধানবাদিনোহপি হি  
নিরবয়বমপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্ত পরিচ্ছিন্নস্ত  
শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্ত কারণমিতি স্বপক্ষস্তত্রাপি কুৎসপ্রসক্তি-  
নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্ত প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাভূতপগমকোপো  
বা । ননু নৈব তৈর্নিরবয়বং প্রধানমভূতপগম্যতে, সম্বরজ-

---

অনেন সৃষ্টিভো মায়াবাদঃ । স্বপদগাভ্যা হি মনসৈব স্বরূপানুপমর্দেন  
রথাদীন সৃজতি ।

---

রথ, অশ্ব ও পথ সৃজন করেন।” ইত্যাদি । লোক মধ্যেও দেবতা ও ঐক্স-  
জালিক ( বাজীকর ) প্রভৃতিতে দেখা যায়, তাঁহাদের স্বরূপের উপমর্দন  
( বিনাশ ) হয় না অথচ তন্ত্ৰীপ্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে । ( মায়াবীরা  
মায়ায় দ্বারা আপনাতে হস্ত্যাদির সৃষ্টি করেন অথচ তাঁহারা যেমন তেমনই  
থাকেন ) । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অদ্বয় ব্রহ্মেও বিবিধাকার সৃষ্টি হয় অথচ  
ব্রহ্মস্বরূপ যেমন তেমনই থাকে ।

প্রোক্ত স্বপক্ষ-দোষ সাংখ্যবাদীর সহিত সমান । প্রধানবাদীরাও নিরবয়ব,  
অপরিচ্ছিন্ন ( সর্বব্যাপী ) ও শব্দাদিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদি-  
যুক্ত জগৎকার্য্যের কারণ বলেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষ, সে পক্ষেও নিরবয়বত্ব-  
নিবন্ধন কুৎসপ্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক  
শব্দের ব্যর্থতা প্রাপ্তি হয় । [ ননু...প্রসঙ্গস্ত ] যদি বল, সাংখ্য প্রধানকে

\* সাংখ্যপক্ষেহপি কুৎসপ্রসক্তাদি দোষোহস্তি, তন্মাৎ সাংখ্যে স্তে দোষা নোক্তবনীয়া ইতি  
সুত্রার্থঃ ।—বাদী যে সকল দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন সে সকল দোষ তাঁহার নিজ পক্ষেও আছে ।  
যাহা নিজ পক্ষে থাকে তাহা পরপক্ষে প্রসঙ্গিত করা অন্যথা ।

স্তমাংসি হি ত্রয়ো গুণাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং তৈরৈবাবয়বৈ-  
স্তৎসাবয়বমিতি, নৈবজ্ঞাতীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতো দোষঃ  
পরিহর্তুং পার্ধ্যতে, যতঃ সত্ত্বরজস্তমসামপৌকৈকস্য সমানং  
নিরবয়বত্বং একৈকমেব চেতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চ-  
স্ত্রোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপঞ্চদোষপ্রসঙ্গস্য । তর্কপ্রতি-  
ষ্ঠানাৎ সাবয়বত্বমেবেতি চেৎ, এবমপ্যনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ ।  
অথ শক্তয় এব কার্যাবৈচিত্র্যাসূচিতা অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ,  
তাস্তু ব্রহ্মবাদিনোহপ্যবিশিষ্টাঃ । তথা, অণুবাদিনোহপ্যণুরণু-  
স্তুরেণ সংযুজ্যমানো নিরবয়বত্বাদ্যদি কাৎক্ষেন সংযুজ্যেত

চোদয়তি।—“নমু নৈব” ইতি । পরিচয়তি।—“নৈবজ্ঞাতীয়কেন”  
ইতি । যদ্যপি সমুদায়ঃ সাবয়বস্তথাপি প্রত্যেকঃ সত্ত্বাদয়ো নিরবয়বাঃ । ন  
হস্তি সম্ভবঃ সমুদায়ঃ পরিণমতে ন রজস্তমসী ইতি । সর্বেষাং সত্ত্ব-  
পরিণামাত্ম্যপগমাৎ । প্রত্যেকঃ চানবয়বানাং ক্লেশপরিণামে মূলোচ্ছেদ-  
প্রসঙ্গঃ । একদেশপরিণামে বা সাবয়বত্বমনিষ্টং প্রসজ্যেত । “তথাণুবাদিনো-  
হপী”তি । বৈশেষিকাণাং হণুভ্যাং সংযুজ্য দ্ব্যণুকমেকনারভাতে, তৈক্লিষ্টি-  
দ্ব্যণুকৈক্লিষ্টিমেকমেকনারভাত ইতি প্রক্ৰিয়া । তত্র দ্বয়োরণুরনবয়বভাঃ সংযোগ-  
স্তাবণু ব্যাপ্ত্যাং ব্যাপ্তবন্ বা তত্র ন বর্তেত । ন হস্তি সম্ভবঃ স এব তদানীং

নিরবয়ব বলেন না, সাংখ্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সমান অবস্থাকে  
প্রধান বলেন, সেই সকল গুণই অবয়ব সুতরাং প্রধান সাবয়ব । এ বিষয়ে  
আমরা বলি, ঐক্য সাবয়বত্বের দ্বারা প্রদর্শিত দোষের পরিহার হয় না ।  
যেহেতু, তাঁহাদের মতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ইহারা প্রত্যেকে সমান নিরবয়ব এবং  
অল্প গুণত্বের সাহিত্যে সজাতীয় প্রপঞ্চের (বিস্তারের) উপাদান (জনক)  
হয় । [ তর্ক...দোষঃ ] তর্ক প্রতিষ্ঠিত নহে, তর্কের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয় না,  
ইহা ভাবিয়া তর্ক পরিভাগ পূর্বক শাস্ত্রীয় সাবয়বত্ব গ্রহণ করিলেও অনিত্য-  
দোষাদি দোষ হইবেক । যদি কার্যের বিচিত্রতা (অনেকাকারতা) দেখিয়া  
সম্বাদিনিষ্ঠ শক্তিপঞ্জের অল্পমান কর, করিয়া তদনুরূপ সাবয়বত্ব স্বীকার কর,  
তাহা হইলে সৌরূপ সাবয়বত্ব ব্রহ্মবাদীর পক্ষে ইষ্টও সম্ভব । ব্রহ্মবাদীরাও  
মাত্রাশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন । অপিচ, পরমাণু-

ততঃ প্রথিমানুপপত্তেরণুমাত্রঃ প্রসঙ্গঃ । অধৈকদেশেন সংযু-  
জ্যেত তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপ ইতি স্বপক্ষেইপি  
সমান এষ দোষঃ । সমানত্বাচ্চ নান্যতরশ্চিন্নেব পক্ষ উপ-  
ক্ষেপ্তব্যো ভবতি । পরিহৃতস্ত ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষদোষঃ ॥২৯॥

### সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ \*

একস্থাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিয়োগাভ্যুপপাদ্যতে বিচিত্রো  
বিকারপ্রপঞ্চ ইত্যুক্তঃ, তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তি-

তত্র বর্ততে ন বর্ততে চেতি । তথা চোপর্যায়ঃ পার্শ্বাঃ যদপি পরমাণবঃ  
সমানদেশা ইতি প্রথিমানুপপত্তেরণুমাত্রঃ পিণ্ডঃ প্রসজ্যেত । অব্যাপনে বা  
যড়বয়বঃ পরমাণুঃ স্থাদিত্যনবয়বত্বব্যাকোপঃ । অশক্যঞ্চ সাবয়বত্বমুপেতুঃ  
তথা সত্যনস্তাবয়বত্বেন স্ত্রমেব রাজসর্বপয়োঃ সমানপরিণামত্বপ্রসঙ্গঃ । তন্মাৎ  
সমানো দোষঃ । আপাতমাত্রেন সাম্যমুক্তং পরমার্থতস্ত ভাবিকং পরিণামং  
বা কার্যাকারণভাবং বেচ্ছতামেব হুর্কারো দোষো ন পুনরন্বাকং মারা-  
বাদিনামিত্যাহ—“পরিহৃতস্তি”তি ।

বিচিত্রশক্তিসমুক্তং ব্রহ্মণস্তত্র শ্রুতাপস্তাসপয়ং সূত্রম্ ।

বাদেও স্বপক্ষ দোষ আছে । পরমাণুও নিরবয়ব, সুতরাং এক পরমাণু অপরা  
পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইতে গেলে নিরবয়বত্ব-নিবন্ধন কৃৎস্ন সংযোগই হই-  
বেক । কৃৎস্ন সংযোগ হইলে প্রথিমা (স্থূল) হইবে না । একদেশ সংযোগ  
(পাশাপাশি সংযোগ) হয় বলিতে গেলে পরমাণু নিরবয়ব এ কথা ব্যর্থ  
হইবেক । অতএব অণুবাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমান । যেহেতু সমান  
দোষ—সেই হেতু কেহ কাহার পক্ষে উক্ত দোষ প্রসঙ্গিত করিতে পারেন না ।  
ব্রহ্মবাদী স্বপক্ষদোষের পরিহার করিরাছেন ।

২৯

বলা হইল, বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ (জগৎ) উৎপন্ন  
হওয়া আবশ্যক নহে । কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন তাহা কিসে জানিলে ?  
এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলা হইল, “সর্বোপেতাচ তদর্শনাৎ” । অর্থাৎ যে, সেই

\* সর্বোপেতা সর্বশক্তিসম্পন্ন স্য পরদেবতা ইত্যাহম্ । কৃতঃ ? তদর্শনাৎ সর্বশক্তিসমুক্ত-  
দর্শনাৎ । পরদেবতারঃ সর্বশক্তিসংক্রিয়া দর্শিতবিত্যর্থঃ ।—অতি পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তির  
স্বরূপ বোধহিরাছেন । বিচিত্রশক্তি থাকাতাই তাহাতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উপপন্ন হয় ।

যুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদ্ব্যচ্যতে, সর্বোপেতা চ তদ্বর্ণনাৎ ।  
সর্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতেত্যবগম্যব্যং, কৃতঃ, তদ্বর্ণনাৎ ।  
তথা হি দর্শয়তি ঋতিঃ সর্বশক্তিযোগং পরম্ভা দেবতায়্যাঃ  
‘সর্বকৰ্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তো-  
হবাক্যানাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদেতস্তু  
বা অক্ষরম্ভ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচক্ষ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ,’  
ইত্যেবং জাতীয়কা ॥ ৩০ ॥

**বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদ্বক্তৃম্ ॥ ৩১ ॥ \***

স্বাদেতৎ, বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং ‘অচক্ষু-  
কমপ্রোত্রমবাগমনাঃ’ ইত্যেবং জাতীয়কং, কথং সা সর্বশক্তি-

এতদাক্ষেপসমাধানপরং সূত্রম্ ।

কুলানাদিত্যাবধাহকবর্ণাপেক্ষেভ্যোদেবাধীনাং বাহ্যানপেক্ষাগামান্তরকবর্ণা-  
পেক্ষস্বতীনাং প্রমাণেন দৃষ্টৌ যথা বিশেষো নাপেক্ষাতু’ শকাঃ । যথা তু  
জাগ্রৎস্থষ্টেক্ষাহকবর্ণাপেক্ষাস্তদনপেক্ষান্তরকবর্ণমাত্রমাখ্যা দৃষ্টৌ স্মাপ্ত রথাহি-

পরদেবতা সর্বশক্তি যুক্ত, ইহা অবগত হও । কেন না, প্রমাণ হুত ঋতি  
তাহাই দেখাইরাছেন । পরদেবতা সর্বশক্তিসম্পন্ন, ইহা “তিনি সর্বকৰ্ম্মা,  
সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাগিঞ্জিরবর্জিত, নিকাম, আগ্নিকাম,  
সত্যসঙ্কল্প” “যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ” “হে গার্গি ! এই অক্ষরের শাসন হেতু  
চক্ষু সূর্য্য বিধৃত আছে” ইত্যাদি ঋতিতে কথিত হইরাছে ।

শাস্ত্র বলেন, পরদেবতা নিরঞ্জিয় । যথা—“তিনি অচক্ষু, অপ্রোত্র, অবাঙ্ক  
ও অমনাঃ ।” অতএব, সর্বশক্তিযুক্ত হইলেও তিনি কি প্রকাবে সৃষ্টি করিতে  
সমর্থ হন ? দেবতা সকল চৈতন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক কার্য্যকরণসম্পন্ন  
( তাঁহাদের দেহ ও ইঞ্জির আছে ), তৎ কারণে তাঁহারা সর্বশক্তিযুক্ত হইরা  
সেই সেই কার্য্য কবিত্তে পারেন । কিন্তু পবদেবতা ব্রহ্মের দেহ মাই, ইঞ্জিরও

\* করণনিঞ্জিয়ম্ । বিকরণত্বাৎ নিরঞ্জিয়ত্বাৎ সর্বশক্তিযুক্তাণি সা পরা দেবতা ন কার্য্যা  
প্রভবেদিত্তি চেৎ যদি পূৰ্ণপক্ষসি, তত্র বদন্তব্যং তৎ উক্তং পূৰ্ণব্রহ্মেতি স্বার্থঃ ।—পরদেবতা  
নিরঞ্জিয়, স্তত্রাং তাহাতে সর্বশক্তি থাকা অসম্ভব । সম্ভব হইলেও তিনি খেদেঞ্জিয়াদির অভাৱে  
সৃষ্টি করিতে পারেন না । এই পূৰ্ণ পক্ষের বা অপশক্তির প্রত্যাশক্তি পূৰ্ণেই বলা হইরাছে ।

যুক্তাপি সতী কার্যায় প্রভবেৎ, দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সৰ্ব-  
শক্তিযুক্তা। অপি সন্ত আধ্যাত্মিককার্যাকরণসম্পন্ন। এব তস্মৈ  
তস্মৈ কার্যায় প্রভবন্তে। বিজ্ঞায়ন্তে, কথঞ্চ ‘নেতি’ ‘নেতি’ ইতি  
প্রতিষিদ্ধসৰ্ববিশেষায়। দেবতায়াঃ সৰ্বশক্তিয়োগঃ সম্ভবে-  
দিতি চেৎ, যদত্র বক্তব্যঃ তৎপূরস্তাদেবোক্তম্। শ্রুত্যা বগা-  
হ্মমেবেদমতিগম্ভীরং পরং ব্রহ্ম ন তর্ক্যবগাহম্। ন চ যথৈকশ্চ  
সামর্থ্যং দৃষ্টং তথান্যস্তাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মো-  
হস্তীতি প্রতিষিদ্ধসৰ্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সৰ্বশক্তিয়োগঃ সম্ভ-  
বতীত্যেতদপ্যবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসেনোক্তমেব। তথা  
চ শাস্ত্রং—

“অপাণিপাদে। জ্বনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।”

ইত্যকরণস্তাপি ব্রহ্মণঃ সৰ্বসামর্থ্যযোগঃ দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

সৃষ্টিবশ্যাপহোতৃমেবং সৰ্বশক্তেঃ পবস্তা দেবতায়া আশ্চর্যকবর্ণানপেক্ষয়া  
জগৎসজ্জনঃ শ্রবমাণঃ ন সামান্ত্যতোদৃষ্টমাত্রোপলব্ধমহীতি।

নাই, অধিক কি—ঐহাব কোনও ধর্ম নাই প্রত্যুত সৰ্বপ্রকার বিশেষ তাঁহাতে  
প্রতিষিদ্ধ আছে। তবে কি প্রকারে তাঁহাতে সৰ্বশক্তি থাকা সম্ভব হয় ?  
এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি কবিত যে কিছু বলা আবশ্যক সে সমস্তই পূর্বে বলা  
হইয়াছে। পবব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র ক্রটিগম্য, তর্কগম্য নহেন।  
অপিচ, এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা যায়, অন্য ব্যক্তিতেও অবিকল সেই শক্তি  
অবস্থান কবিরেক, থাকিরেক, এমন কোন নিয়ম নাই। ( একেব শক্তি  
দেখিয়া অপরেব শক্তি অল্পমান কবিলে তাহা বাতিচাবী হইতেও পারে )।  
অতএব, কোনও প্রকার বিশেষ অর্থাৎ বাস্তব ভেদ ( দ্বৈত ) না থাকিলেও  
পবব্রহ্ম সৰ্বশক্তিয়োগ অসম্ভব হয় না, এ কথা আমবা অবিদ্যাকল্পিত রূপ  
ভেদ স্বীকার প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণও আছে। যথা—  
“হস্তপদ বহিত অথচ গমন ও গ্রহণ কবিতে সমর্থ। ঐহাব চক্ষু নাই, কর্ণও  
নাই, অথচ তিনি দেখেন ও শুনেন।” ক্রটি এইরূপ ইন্দ্রিয়শূন্য পবব্রহ্মের  
সৰ্বসামর্থ্য যোগ ( থাকা ) দেখাইয়াছেন।

## ন প্রয়োজনবত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ \*

অন্যথা পুনশ্চেতনকর্তৃকত্বং জগত আক্ৰিপতি । ন খলু চেতনঃ  
পরমাত্মেদং জগদ্বিশ্বং বিরচয়িতুমর্হতি । কৃতঃ । প্রয়োজনবত্বাৎ  
প্রবৃত্তীনাং । চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত-  
মানো ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমান্বপ্রয়োজনানুপ-  
যোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্ । ভবতি চ  
লোকপ্রসিদ্ধানুবাদিনী ঐতিহ্যে ‘ন বা অরে সর্বশ্চ কামায় সর্বং  
প্রিয়ং ভবতি, আশ্বনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি’ ইতি ।  
গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিশ্বং বির-

ন তাবদুপক্রমস্তম্ভ মতিবিভ্রমাজ্জগৎপ্রক্রিয়া ভ্রান্তস্ত সর্বজ্ঞহাহুপপত্তেঃ ।  
তস্যাৎ প্রেক্ষাবতাহনেন জগৎ কর্তব্যম্ । প্রেক্ষাবতশ্চ প্রবৃত্তিঃ স্বপরহিতা-  
হিতপ্রাপ্তিপরিহারপ্রয়োজনা সত্যি নাপ্রয়োজনান্নায়াসাপি সম্ভবতি, কিং পুন-  
রপরিমেষানেকবিধোচ্চাবচপ্রপঞ্চজগদ্বিশ্ববিরচনা মহাপ্রয়াসা । অতএব  
লীলাপি পরাস্তা । অন্নায়াসসাধ্যা হি সা । ন চেয়মপাপ্রয়োজনা তস্তা অপি

চেতন ব্রহ্ম জগৎ কর্তা, এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অল্প প্রকার ‘অ’পত্তি উপা-  
পিত হইতেছে । চেতন পরমাত্মা এ জগৎ রচনা করেন নাই । কারণ এই  
যে, প্রবৃত্তিমাঝেই সপ্রয়োজন । (বিনা প্রয়োজনে কেহ কিছু করে না) ।  
লোক মধ্যে দেখা যায়, বুদ্ধিপূর্বকারী চেতন পুরুষই কার্যে প্রবৃত্ত হয় । যে  
চেষ্ঠা নিতান্ত স্বল্প, প্রয়োজনের অনুপযোগী হইলে সে চেষ্ঠাতেও প্রবৃত্তি হয় না,  
গুরুতর বা বহুব্যাপার কার্যের ত কথাই নাই । এ বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি অনু-  
বাদিনী ঐতিহ্যে আছে । যথা—“হে মৈত্রেয়ী ! সকলের কামনায় (সুখের  
জন্ত) এ সকল প্রিয় নহে ; আশ্ব কামনাতেই (আশ্ব সুখের জন্তই) এ সকল  
প্রিয় (ভালবাসার আশ্রয়) হয় ।” উচ্চাবচ অর্থাৎ ছোট বড় ও নানাবিধ  
জগৎপ্রপঞ্চের রচনা করা অল্পপ্রবৃত্তির বা অল্পচেষ্ঠার (অথবা ইচ্ছার) কার্য

\* ন জগদ্বিরচিতবৎ ব্রহ্ম । কৃতঃ ? প্রয়োজনবত্বাৎ । প্রবৃত্তির্হি প্রয়োজনবুদ্ধিপূর্বিকা ।  
ব্রহ্ম তু পরিতৃপ্তম্ । অতঃপ্রত্যং কেনচিৎ প্রয়োজনবত্বা পুরুষেন নহি : ন তু ব্রহ্মণা । ব্রহ্ম নিজ  
তৃপ্ত্যন্বয়েন প্রয়োজনবুদ্ধিরত্নাবাসিতি যোজনা ।—ব্রহ্ম আশ্রয়ক, স্থিতিতে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন  
নাই, এতদনুসারে অনুমান করা যায়, ব্রহ্ম ইহা স্থজ্ঞ করেন নাই । (পূর্বপঞ্চ হয়) ।

চয়িতব্যম্ । যদিইয়মপি প্রবৃত্তিঃ চেতনশ্চ পরমাত্মন আত্ম-  
 প্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত গরিতৃপ্তং পরমাত্মনঃ  
 জ্ঞয়মাণং বাধ্যত । প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোহপি স্যাৎ ।  
 অথ চেতনোহপি সন্ উন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরৈগৈবান্নপ্রয়ো-  
 জনং প্রবর্তমানো দৃষ্টস্তথা । পরমাত্মাপি প্রবর্তিষ্যত ইত্যাচ্যেত,  
 তথা সতি সর্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ জ্ঞয়মাণং বাধ্যত । তস্মাদ-  
 স্মিক্তা চেতনাং সৃষ্টিরিতি ॥ ৩২ ॥

**লোকবতু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥\***

তুশদেনাক্ষেপং পরিহরতি । যথা লোকে কশ্চচিদাপ্তৈ-

মুখপ্রয়োজনবহুতাদর্থোঁন বা প্রবৃত্তৌ তদভাবে কৃতার্থত্বানুপপত্তে: পরেবাং  
 চৌপকার্যাপাশক্তাবেন তদুপকারায়া অপি প্রবৃত্তেরবোগাং । তন্নাং প্রেক্ষা-  
 বৎপ্রবৃত্তি: প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা তদভাবেহমুপপত্তা ব্রহ্মোপাদানতাং জগতঃ  
 প্রতিক্রিপতীতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

তবেদেতদেবং যদি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি: প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা ভবেত্ত-

নহে । [ যদিইয়...রিতি ] যদি এই সৃষ্টিপ্রবৃত্তিতে চেতন পরমাত্মার প্রয়োজন  
 থাকে অমুমান কর, তাহা হইলে ক্রটিতে যে তুনা যায় পরমাত্মা নিত্যতৃপ্ত,  
 সে অবশ বাধিত (বিখ্যা) হইবে । এদিকে আবার প্রয়োজন ব্যতীত কার্যে  
 প্রবৃত্তি হয় না, ইহাও দেখিতে ও মানিতে হইবেক । যদিও উন্মত্ত চেতনকে  
 বুদ্ধিদোষ-বশতঃ বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে বা কার্য্য করিতে দেখিয়াছ,  
 দেখিয়া পরমাত্মার প্রবৃত্তিকে তত্ত্বল্যা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁহার  
 ন (প্রত্যক্ষ) সর্বজ্ঞতা থাকিবেক না । স্থান প্রাপ্ত হইবেক । এই  
 কারণেই বলিতেছি, চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত

৩২

হুত্বং তুশক আপত্তি পরিহারের দ্যোতক । অর্থাৎ এই সকল আপত্তি

\* আক্ষেপপরিহারের তুশকঃ । লোকবৎ লৌকিকবুদ্ধীভেদে লীলাকৈবল্যং লীলাকৈবল্যং  
 জগৎচলার ইতি জগৎচলার লীলাকৈবল্যে প্রোক্তাক্ষেপো ন দুজাত ইত্যর্থঃ ।—এই জগৎচলার  
 জগৎচলার লীলাকৈবল্যং । বিনা প্রয়োজনে লীলাপ্রবৃত্তি দেখা যায় হুত্বাৎ এই সকল পূর্বপক্ষ (ইহাদের  
 জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্বপক্ষ) স্থান প্রাপ্ত হয় না ।

বশস্ত রাজো রাজামাত্যস্ত বা ব্যতিরিক্তঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজন-  
মনতিসম্ভার কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু  
ভবন্তি । যথা চোচ্চাসপ্রখাসাদয়োহনতিসম্ভার বাহ্যঃ কিঞ্চিৎ  
প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, এবমীধরস্থাপানপেক্ষা  
কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃতি-

তত্ত্ববিবৃতি নিবর্ত্তেত সিংগপাধমিব বৃক্ষতানিবৃতি ন যেতদন্তি । প্রেক্ষা-  
বতামনহুংহিতপ্রয়োজনানামপি যাদৃচ্ছিকৌ ক্রিয়াম্ প্রবৃতিদর্শনাৎ । অস্তথা  
‘ন কুর্কীত বৃথা চেষ্টা’মিতি ধর্ম্মস্বত্রকৃতাং প্রতিবেধো নির্বিবরঃ প্রসজ্যেত ।  
ন চোন্মত্তান্ প্রত্যোক্তং স্ত্রমর্থবৎ । তেবাং তদর্থবোৎতদহুটানামুপপত্তেঃ ।  
অপি চাদৃষ্টেহুৎকৌৎপত্তিকী শাসপ্রখাসলক্ষণা প্রেক্ষাবতাং ক্রিয়া প্রয়ো-  
জনানুসন্ধানমন্তরেণ দৃষ্টা । ন চাত্মাং চেতনস্তাপি চৈতন্তমন্তপ্যোগি সস্ত্র-  
সাদেহপি ভাবাদিত্তি যুক্তং প্রাজ্ঞস্তাপি চৈতন্তাপ্রত্যুত্তেরন্তথা স্তূতশরীরেহপি  
শাসপ্রখাসপ্রবৃতিপ্রসজ্যেৎ । যথা চ স্বার্থপরার্থসম্পদাদিত্তমমতকামানাং  
কৃতকৃত্যতরাহনাকুলমনসামকামানামেব লীলামাত্রাং সত্যাপ্যহুনিপাদিনি  
প্রয়োজনে নৈব তদ্বক্ষেপেন প্রবৃতিরেবং ত্রক্ষণোহপি জগৎসম্বন্ধে প্রবৃতি-  
নাহুপপত্তা । দৃষ্টক যদগ্গবলবীৰ্য্যবৃদ্ধীনাশকামতিহর্করং বা তদন্তেবামনগ্গবল-  
বীৰ্য্যবৃদ্ধীনাং স্তূতকমীবৎকরং বা । ন হি বানরৈর্গাংকতি প্রভৃতিভিন্নগৈর্ন বজ্রো

এই প্রশাণীতে নিরন্ত (ভাড়িত) হয় । যেমন লোকমধ্যে কোন এক প্রাপ্ত-  
কাম রাজার অথবা রাজ-অমাত্যের (বাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সমস্তই  
আছে, তাহার) বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র লীলারূপ প্রবৃতি (চেষ্টা) হইতে  
দেখা যায়, অথবা যেমন শাস প্রখাস প্রভৃতিকে বিনা প্রয়োজনে বা বিনা  
উদ্দেশে কেবলমাত্র স্বভাবের বশে লীলারূপে অর্থাৎ অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে  
যায়, সেইরূপ, ঈশ্বরের প্রবৃতিও বিনা উদ্দেশে বা বিনা প্রয়োজনে  
ফলমাত্র স্বভাবের বশে নিশ্চয় হইতে পারে । লীলার যৎকিঞ্চিৎ উন্নাসাধি-  
প্রয়োজন আছে সত্য ; কিন্তু শাস প্রখাস ভ্যাগে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য অথবা  
অভিসন্ধি নাই । কোনও বুদ্ধিমান অমুক হউক বা হইবেক, তাবিয়া শাস-  
প্রখাস ভ্যাগ করেন না । তাহা স্বভাববশে আপনা হইতেই নিশ্চয় হয় ।  
সেইরূপ, ঈশ্বরের যে কাল-কর্ম্ম-নচিব সার্য্যবক্তি আছে সেই সার্য্যবক্তিই তাহার  
স্বভাব । সেই স্বভাবের বশেই সৃষ্টি হয়, কেহ তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম



ভবিষ্যতি । ন হীশ্বরস্ত প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং স্থায়তঃ  
 ঞ্জতিতো বা সম্ভবতি । ন চ স্বভাবঃ পর্য্যন্তুযোক্তুং শক্যতে ।  
 যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিশ্ববিরচনা গুরুতরসংরম্ভেবাত্তি তথাপি  
 পরমেশ্বরস্ত লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিস্বাৎ । যদি  
 নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষেত  
 তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্ত-  
 কামঞতেঃ । নাপ্যপ্রতীকৃতপ্রতীকবা । স্থষ্টিঞতেঃ  
 সর্ব্বজ্ঞঞতেঃ । ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া স্থষ্টিঞতিঃ, অবিদ্যা-

নীলনিধিরগাধো মহাসন্ধানাম্ । ন চৈব পার্থেণ শিলীমুর্ধেন বন্ধো ন চায়ং  
 ন পীতঃ সংক্ষিপ্য চুলুকেন হেলয়েব কলশযোনিনা মহামুনিনা । ন চাদ্যপি  
 ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্রবিনির্গিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমদবনানি শ্রীমদ্বৃগনরেন্দ্ৰা-  
 গামন্ত্রেবাং মনসাপি হৃৎকরাণি নরেশ্বরাণাম্ । তস্মাদুপপন্নং বদচ্ছয়া বা  
 স্বভাবাবা লীলয়া বা জগৎসর্জনং ভগবতো মহেশ্বরন্তেতি । অপি চ নেয়ং  
 পারমার্থিকী স্থষ্টির্বৈনাশুযুক্তোত প্রয়োজনমপি স্বনাদাবিদ্যানিবন্ধনা । অবিদ্যা  
 চ স্বভাবত এব কার্যোন্মুখী ন প্রয়োজনমপেক্ষতে । ন হি দ্বিচক্রালাত-  
 চক্রগঙ্ধর্ব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্ভিষ্টপ্রয়োজনা ভবন্তি । ন চ তৎকার্য্যা বিশ্ব-  
 ভরকম্পাদয়ঃ স্বেংপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষন্তে । সা চ চৈতন্তচ্ছুরিতা জগদুৎ-  
 পাদহেতুরিতি চেতনো জগদ্যোনিরাধারত ইত্যাহ—“ন চেয়ং পরমার্থ-  
 বিষয়া” ইতি । অপি চ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্ত্বয়া বিবক্ষন্ত্যাগমা অপিতু

নহে । [ন হীশ্বরস্ত...প্রসম্ভব্যাম্] জগৎস্থষ্টিতে যে পরমাত্মার কোনরূপ  
 উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি অথবা প্রয়োজন আছে, তাহা নাই । ঞ্জতি ও যুক্তি, হু-এর  
 কোনওটীর দ্বারা প্রয়োজনসম্ভাব নিরূপিত হয় না । তিনি স্থষ্টি করেন কেন ?  
 হুপ করিয়া না থাকেন কেন ? এ অহুযোগ ( প্রশ্ন ) করিতে পার না । স্বভাব-  
 রূপ কারণ থাকিলে তাহার কার্য্য নিত্যম্ অ পরিহার্য্য । আমরা মনে  
 করিতেছি, জগৎজননা অতি গুরুতর কার্য্য, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট ইহা  
 গুরুতর নহে—কিছুই নহে । তিনি অপরিমিতশক্তি, তাহার নিকট ইহা  
 লীলা-ই, অল্প কিছু নহে । যদিও লৌকিক লীলার কিছু না কিছু প্রয়োজনের  
 অস্তিত্ব উহা করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বরের জগৎজননারূপ লীলার অভ্যন্তর  
 প্রয়োজনও উহা করিতে পারিবে না । কেননা, তিনি আপ্তকাম, পূর্ণ বা নিত্য-

কল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাস্বভাবপ্রতিপাদনপর্য্য-  
চেত্যেতদপি নৈব প্রস্বর্তব্যম্ ॥ ৩৩ ॥

বৈষম্যানৈস্বর্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি  
দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ \*

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমীশ্বরস্বাক্ষিপ্যতে স্থগানিখনন-  
চায়েন প্রতিজ্ঞাতস্বার্থস্ত দ্রষ্টীকরণায়। নেথরো জগতঃ  
কারণরূপপদ্যতে, কুতঃ, বৈষম্যানৈস্বর্ণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কাংশ্চিদত্যন্ত-

গতি ব্রহ্মাস্বভাবম্। তথা চ সৃষ্টেরবিবক্ষায়াং তদাশ্রয়ো দোষো নির্বিষয়  
এবেত্যাশয়েনাহ।—“ব্রহ্মাস্বভাবে”তি।

অতিরোহিতোহজ পূর্ষঃ পক্ষঃ। উত্তরস্তূচ্যতে। উচ্চাচমধ্যমস্থগ-  
ভেদবৎপ্রাণভূৎপ্রপঞ্চঃ সূত্বহঃস্বকারণং সূধাবিবাদি চানেকবিধঃ বিরচিতঃ।  
প্রাণভূতেনোপাত্তপাপপুণ্যকর্মাতিশয়সহায়ত্বাহতবতঃ পরমেশ্বরত্ব ন বৈষম্য-  
নৈস্বর্ণ্যে প্রসঙ্গ্যেতে। ন হি সত্যঃ সত্যায়ঃ নিবৃত্তো যুক্তবাদিনঃ যুক্তবাদীনীতি

তুপ্ত। তিনি করেন নাই, অথবা তাঁহার এ প্রবৃত্তি উদ্ভাসের প্রবৃত্তির তার,  
ইহাও বলিতে পার না। ক্রটি বলিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং  
তিনি সর্বজ্ঞ—সমস্তই জ্ঞানপূর্বক করেন। ইহাও মনে করিও না যে,  
সৃষ্টি-ক্রটি সকল পরমার্থবিবয়িণী। অর্থাৎ ক্রটি যে সৃষ্টি বলিয়াছেন সে সৃষ্টি  
সত্য সৃষ্টি। অবিদ্যার দ্বারাই নামরূপ ব্যবহার যোগ্য করনা প্রোতুত  
হওয়ারকৈ সৃষ্টি বলে, সূতরাং তাহা অপরমার্থ। আপিচ, ব্রহ্মাস্বভাব প্রতিপন্ন  
করাই সৃষ্টিবাক্য-সমূহের উদ্দেশ্য, ইহা যেন বিদ্যুত হইও না।

ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ, এ বিষয়ে অস্ত্র আপত্তি উত্থাপিত  
হইতেছে। নাবিকেরা যেমন স্থগাকে (স্থগা=খোঁটা বা লগা) একবার উঠান,

\* বিবক্ষিত ভাবো বৈষম্য উত্তমাবস্থাসিদ্ধাবেন সর্বজনসিদ্ধার্থঃ। নিবৃত্তত ভাবোবৈষম্য-  
প্রট্টরিতিকুরমিতি যাবৎ। এতৌ দোষৌ সেবমস্য ভবতঃ সাপেক্ষত্বাৎ। অপেক্ষা নিমিত্তং ত-  
সহিতত্বাৎ। ন হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিবক্ষাঃ সৃষ্টিঃ নির্দিষ্টোহেতুঃ প্রবোধাদীন্ত বিবক্ষিত-  
কিন্ত বর্ণ্যাবর্ণ্যাবপেক্ষা নির্দিষ্টোহেতুঃ বিবক্ষাতি চ। ক্রতিরপি তথা দর্শয়তি যোষয়তি।—কেই অভ্যাস  
স্বর্গী, কেই অভ্যাস ছুঃখী, এরূপ বিবক্ষ সৃষ্টি যেখান সে দোষ ঈশ্বরে স্থাপন করিতে পার না।  
ছুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সৃষ্টির সেখান উত্থাপিত নিবৃত্তি অর্থাৎ নির্দয় বলিতেও পার না। কারণ  
এই যে, ঐ সকল নির্দিষ্টান্তর যোগেই হয়। ক্রটিও এরূপ বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন।

স্থখভাজঃ কৰোতি দেবাদীন, কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ কৰোতি  
পশ্বাদীন, কাংশ্চিন্মধ্যমভাজোমনুষ্যাদীনিত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং  
নিৰ্ম্মমাণস্তেশ্বরস্য পৃথগ্জনস্যেব রাগদ্বेषোপপত্তেঃ সৃষ্টি-  
স্বত্যবধারিতস্বচ্ছাদীশ্বরস্বভাববিলোপঃ প্রসজ্যেত । তথা  
খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নিৰ্গুণত্বমতিক্রুরত্বং দুঃখযোগবিধানাং  
সৰ্ব্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত । তস্মাদ্বেষম্যনৈৰ্গুণ্যপ্রসঙ্গা-

চাযুক্তবাদিনমযুক্তবাদাসীতি ক্রবাণঃ সত্যাপত্তিৰ্কা। যুক্তবাদিনমহুগুহুয়ুক্তবাদিনক  
নিগৃহয়ন্তুরন্তো দ্বিষ্টো বা ভবত্যপি তু মধ্যাহ্ন ইতি বীতরাগদ্বেষ ইতি  
চাখ্যায়তে । তদ্বদীশ্বরঃ পুণ্যকৰ্ম্মাণমহুগুহুয়পুণ্যকৰ্ম্মাণক নিগৃহয়মধ্যাহ্ন এব নাহ-  
মধ্যাহ্নঃ । এবং জ্ঞানবমধ্যাহ্নঃ জ্ঞানবদ্যাকল্যাণকারণমহুগুহুয়ীয়াং কল্যাণকারণক  
নিগৃহীয়ায় স্বৈতদন্তি । তস্মাদ্বেষম্যদোষো হত এব ন নৈৰ্গুণ্যমপি সংকরতঃ  
সমন্তান্ প্রাণভূতঃ । স হি প্রাণভূতকৰ্ম্মাশয়ানাং বৃত্তিনিরোধসময়ন্তমতি-  
লজ্জয়ন্নয়মযুক্তকারী জ্ঞাতঃ । ন চ কৰ্ম্মাপেক্ষায়ামীশ্বরস্তৈশ্বৰ্য্যাব্যাবাহতঃ । ন হি  
সেবাদিকৰ্ম্মভেদাপেক্ষাঃ ফলভেদপ্রদঃ প্রভূরপ্রভূতবতি । ন চ 'এষ হেব সাধু  
কৰ্ম্ম কারয়তি যমেভো লোকেভ্য উন্নিনীযত এব এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তঃ

অন্তবার প্রোণিত করে, সেইরূপ করাতে তাহা দৃঢ় হইয়া যায়, শাস্ত্র-  
কারেরাও তেমনি পুনঃপুনঃ আপত্তি ও পুনঃপুনঃ খণ্ডন করিয়া প্রতিজ্ঞাত  
তথ্যকে দৃঢ় করিয়া থাকেন । ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, এ কথা  
জুযুক্ত । ঈশ্বরকে সৃষ্টির ও প্রলয়ের কারণ বলিলে তাঁহাতে বৈষম্য ও  
নৈৰ্গুণ্য এই দুই দোষ আশ্রয় করিবেক । তিনি দেবতা প্রভৃতিকে  
অত্যন্ত সুখী, পশু প্রভৃতিকে অত্যন্ত দুঃখী, এবং মনুষ্য প্রভৃতিকে  
মধ্যাবস্থা করার অবশ্যই বিষম (অসমান) কার্য্য করিয়াছেন । এরূপ বিবিধ  
সৃষ্টি করাতে তাঁহার পামর মনুষ্যের জ্ঞান রাগদ্বেষাদি থাকি অসম্মিত হয় ।  
(পামরেরা রাগবশতঃ কাহার ভাল করে, আবার দ্বেষবশতঃ মন্দ করে, কষ্ট  
দেয়) । অপিচ, সৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে যে তাঁহার নিৰ্ম্মলস্বভাব বর্ণিত আছে,  
বিষম-সৃষ্টি করাতে সে স্বভাবের অভাবপ্রসক্তি হয় । দুঃখ বিধান করাতে  
ও প্রজা সংহার করাতে তাঁহাকে খল মনুষ্যের জ্ঞান নির্দয় বলাও বাইতে  
পারে । অতএব, বৈষম্য ও নৈৰ্গুণ্য এই দুই দোষ হয় বলিয়া বলিতে

নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। বৈষম্যানৈস্কপ্তে  
নেশ্বরস্য প্রসজ্যোতে, কস্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ  
কেবল ইশ্বরো বিঘমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে স্যাভামেতো দোষো  
বৈষম্যং নৈস্কপ্ত্যাক। ন তু নিরপেক্ষস্ত নিস্মাতৃভবন্তি। সাপেক্ষো  
ইশ্বরো বিঘমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ,  
ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মা-  
পেক্ষা বিঘমা সৃষ্টিরিত্যি নায়মীশ্বরস্তাপরাধঃ। ইশ্বরস্ত পর্জন্ত-  
বৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জন্তো ত্রীহিষবাদিসৃষ্টৌ সাধারণঃ  
কারণং ভবতি, ত্রীহিষবাদিবৈষম্যে তু ততদ্বীজগতান্তেবাসাধা-

যমধোনিবীৰ্যত ইতি প্রতেরীশ্বর এব যেষপক্ষপাতাভ্যাং সাধ্বসাধুনী কৰ্ম্মণী  
কারয়িত্বা স্বৰ্গং নরকং বা লোকং নয়তি। তন্মাদৈষম্যাদোষপ্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ  
কারণমিতি বাচ্যম্। বিরোধাৎ। যন্মাৎ কৰ্ম্ম কারয়িতেশ্বরঃ প্রাণিনঃ  
স্বত্বত্বধিনঃ সৃজতীতি প্রতেরবগম্যতে তন্মাদ সৃজতীতি বিরুদ্ধমতিধীরতে।  
ন চ বৈষম্যমাত্রমত্র ক্রমো ন স্বীশ্বরকারণত্বং ব্যাসেধাম ইতি বক্তব্যম্। কিমতো  
যদ্যেবম্, তন্মাদীশ্বরস্ত সবাসনক্ৰোশাপরামর্শমতিবলত্বীনাং তুরসীনাং প্রতী-  
নামনুপ্রহাদোন্নীবতেহধোনিবীৰ্যত ইত্যেতদপি তজ্জাতীয়পূৰ্ব্বকৰ্ম্মব্যাসবশাৎ-  
প্রাণিন ইত্যেবং নেয়ম্। যথাহঃ—

হয়, ইশ্বর এ জগতের কারণ নহে। স্বত্বকার এই পূর্বপক্ষের প্রত্যুত্তর  
বলিতেছেন—[বৈষম্য...বদামঃ] ইশ্বরে ঐ দুই দোষ ‘আশ্রয় করে না।  
কেন-না, তিনি সাপেক্ষ। অর্থাৎ এরূপ বিঘন সৃষ্টি নির্মিত্ত বশতঃই হয়;  
কাৰেই ইশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতে পার না। যদি কেবল ইশ্বর  
বিঘন-সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার বৈষম্যাদি দোষ হইত।  
কেবল ইশ্বর সৃষ্টি করেন না, তৎসঙ্গে নিমিত্তান্তরও কর্তৃক আছে। অর্থাৎ  
ইশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এরূপ বিঘনসৃষ্টি করেন। যদি বল, নিমিত্ত  
কি? আমরা বলি, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই নিমিত্ত। [অতঃ...দুযাতি] সৃজ্যমান  
জীবের যে ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ। সুতরাং ইশ্বর  
সে বিষয়ে অনপরাধী। ইশ্বর মেঘের জায় সাধারণ কারণ যাত্রা মেঘ  
যেমন যবাদিশস্ত্রোপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিপ্লব

রূপানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমমুখ্যাদি-  
 সৃষ্টৌ সাধারণ কারণং ভবতি, দেবমমুখ্যাদিবৈষম্যে তু তত্ত-  
 জীবগতান্বেবাসাধারণানি কৰ্ম্মানি কারণানি ভবন্তি । এবমীশ্বরঃ  
 সাপেক্ষত্বাৎ বৈষম্যনৈর্ঘূণ্যাভ্যাং দৃশ্যতি । কথং পুনরবগম্যতে  
 সাপেক্ষ ইশ্বরো নীচমধ্যমোত্তমং সংসারং নিৰ্ম্মমীত ইতি ।  
 তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ, এষ হেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং  
 যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীযত এষ উ হেবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি  
 তং যমধো নিনীযতে, ইতি । পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা  
 ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি চ । স্মৃতিরপি প্রাণিকৰ্ম্মবিশেষা-

জন্ম জন্ম যদভ্যন্তং দানমধারনং তপঃ ।

তেনৈবাত্মাসযোগেন তচ্চৈবাত্মাসতে নরঃ ॥

ইত্যভ্যাপেত্য চ সৃষ্টেস্তাৎকিকল্পমিদমুক্তমনির্বাচ্য তু সৃষ্টিরিতি ন প্রশ্ন-  
 ত্বামাত্রাপি । তথা চ মায়াকারন্তেবান্ধসাকল্যবৈকল্যভেদেন বিচিত্রান্  
 প্রাণিনো দর্শয়তো ন বৈষম্যদোষঃ সহসা সংহরতো বা ন নৈর্ঘূণ্যমেব-  
 মসাপি ভগবতো বিবিধবিচিত্রপ্রপঞ্চমনির্বাচ্য বিশ্বং দর্শয়তঃ সংহরতশ্চ  
 স্বভাবাধা লীলয়া বা ন কশ্চিদ্ধোষ ইতি স্থিতে শঙ্কাপরিহারপরং হৃত্বম্ ।

যেমন সে সকলের বৈষম্যের (ছোট বড়, ভাল মন্দ প্রভৃতির) অসাধারণ  
 কারণ, সেইরূপ, ইশ্বরও দেব মমুখ্যাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং কৰ্ম্ম  
 (তত্ত্বাত্ত অদৃষ্ট) সকল তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ কারণ । তদ্রূপ  
 সাপেক্ষতা থাকিতে ইশ্বর বৈষম্যাদিনোবে দৃষিত হন না । (কোনও কারণ  
 নাই অথচ অসমান কার্য করিলেন, এরূপ হইলে অবশ্যই দোষ হইত) ।  
 [কথং...জাতীরকা] কিসে জানিলে, ইশ্বর কৰ্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি করেন ? ক্রটিই-  
 বলিয়াছেন, ইশ্বর কৰ্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি করেন । যথা—“ইশ্বর বাহাকে এ লোক  
 হইতে উচ্চ লোকে লইবার ইচ্ছা করেন তাহাকে সংকৰ্ম্ম করান । বাহাকে  
 এ লোক হইতে অধঃপাতিত করিবার ইচ্ছা করেন তাহাকে অসং কৰ্ম্ম  
 করান ।” “পুণ্যকৰ্ম্মে উত্তমতা লাভ হয়, পাপ কৰ্ম্মে অধমতাপ্রাপ্তি হয় ।”  
 স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কৰ্ম্মানুসারে ইশ্বরের অনুগ্রহভাজন ও কৰ্ম্মানুসারে

পেক্ষমেবেশ্বরস্তানুগ্রহীত্বং নিগ্রহীত্বঞ্চ দর্শয়তি—যে যথা  
মাং প্রপদ্যন্তে তাস্ত্বৈব ভজ্যাম্যহম্, ইত্যেবজ্ঞাতীম্কা ॥৩৪॥

ন কর্মাবিভাগাদিতি চেদ্বাদিনাদিত্যং ॥ ৩৫ ॥ \*

সদেব সোম্যোদয়গ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি প্রাক্  
সৃষ্টিরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম ঘদপেক্ষা বিষয়া সৃষ্টিঃ স্ত্যং।  
সৃষ্টান্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম কর্মাপেক্ষচ্চ  
শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতো  
বিভাগাদূর্দ্ধং কর্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভা-  
গাঐচ্ছিত্র্যানিমিত্তস্য কর্মণোহভাবাতুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্তো-  
তীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ

শব্দান্তরে অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যগ্রহেণ ব্যাখ্যাতো। অনাদিহাদিতি  
সিদ্ধবক্তৃত্বং তৎসাধনার্থং হৃতম্।

নিগ্রহের পাত্র হয়। যথা—“আমাকে যে যে-রূপে ভজনা করে, আমি  
তাহাকে সেই রূপে প্রাপ্ত হই।” ইত্যাদি।

“হে সোমো! সৃষ্টির পূর্বে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ শূন্য এক সত্ত্ব  
ছিল।” ইত্যাদি প্রতিপত্তে সৃষ্টির পূর্বে অবিভাগ (একরূপ বা ভেদবাহিতা)  
নিশ্চিত থাকার তৎকালে বিষয়-সৃষ্টির প্রয়োজক কর্ম ছিল না, ইহা স্বীকার  
করিতে হইবেক। সৃষ্টির পরে শরীরাদি বিভাগ হইলে কর্ম হয় এবং  
কর্ম হইতে শরীরাদি বিভাগ হয়, এইরূপ অন্তোক্তাশ্রয় দোষও প্রসক্ত হয়।  
(বিনা শরীরাদি বিভাগে কর্ম হয়-না, আবার বিনা কর্মে শরীরাদি বিভাগ  
নিশ্চয় হয় না, সুতরাং কর্মানুযায়ী সৃষ্টি, এ কথা অপ্রমাণ)। অতএব, ঈশ্বর  
বিভাগের পর অর্থাৎ সৃষ্টির পরে কর্মানুযায়ী কল দেন দিউন, কিন্তু বিভাগে?  
পূর্বে কর্ম না থাকার অবস্থাই সমান সৃষ্টি হইবেক, তাহা না হওয়ার বৈবক্ষ্যানি

\* শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম। তচ্চ সৃষ্টিঃ প্রাক্ স্রজ্যা বিভাগাত্মকনির্ধারণাৎ দর্শ-  
য়তি সম্যক্ত ইতি বা ভাষ্যতাম্। কৃতঃ? অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। সংসারো নাসিধ্যম্। অতো  
নোক্তদোষাবতারনত্বঃ।—সৃষ্টির পূর্বে কোনও বিভাগ ছিল না, কেবলমাত্র এক ও একরূপ  
কারণ ছিল, এরূপ নিশ্চয় থাকার বৈবক্ষ্যাকারক কর্ম ছিল না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ  
এই যে, সংসার অনাদি। সংসার যখন অনাদি তখন ঐ আপত্তি হইতেই পারে না।

দোষো বদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্মৃতাঃ । অনাদৌ তু সংসারে  
 ভবেন কৰ্ম্মণঃ সৰ্গবৈষম্যাস্তু চ প্রবৃ্ত্তির্ন  
 বিরূধ্যতে । কথং পুনরবগম্যতে অনাদিরেষ সংসার ইতি,  
 অত উত্তরং পঠতি ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাপ্যপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ \*

উপপদ্যতে চ সংসারস্থানাদিহম্ । আদিমন্তে হি সংসারস্তা  
 হকস্মাদ্ভূতেষ্মুক্তানামপি পুনঃ সংসারোদ্ধৃতিপ্রসঙ্গঃ, অকু-

অকৃত্যে কৰ্ম্মণি পুণ্যে পাপে বা তৎকলং ভোক্তারমধ্যাগচ্ছতঃ । তথা  
 চ বিধিনিবেশশাস্ত্রমনর্থকং ভবেৎ প্রবৃ্ত্তিনিবৃত্তাভাবাদিতি । যোক্ষণাস্তত  
 চোক্তমানর্থকাম্ । ন চাবিদ্যা কেবলেতি লয়াতিপ্রায়ম্ । বিক্লেপনকণাবিদ্যা-  
 সংসারস্ত কার্য্যভ্যং স্মোংপত্তৌ পূৰ্ব্বঃ বিক্লেপমপেক্ষতে । বিক্লেপচ মিথ্যা-  
 প্রত্যয়ো মোহাপরনামা পুণ্যাপুণ্যপ্রবৃ্ত্তিহেতুভূতরাগবৈষনীবানম্ । স চ রাগা-  
 দ্বিত্তিঃ সহিতঃ স্বকার্ণোন্ন শরীরঃ স্ববহুঃখভোগায়তনমন্তরেণ সম্ভবতি । ন চ

দোষ আসিতে পারে । যদি একরূপ বল, তাহা হইলে আমরা বলিব, সংসারের  
 অনাদিও বিধায় ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না । সংসারের যদি  
 আদি থাকিত, প্রোধমা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য প্রদর্শিত দোষ হইত ।  
 যেহেতু সংসারের আদি নাই, প্রথম নাই, বীজাকুরের জ্ঞান অনাদি, সেই হেতু  
 বীজাকুরের জ্ঞান কৰ্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যের হেতুহেতুমত্ভাব আছে । ফলিতার্থ,  
 সৃষ্টিবৈষম্য কৰ্ম্মনিমিত্তক, ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে । পাছে কেহ বলেন,  
 সংসার অনাদি, ইহা কিসে জানিলে ? তাহাদিগকে প্রহৃত্তয় দিবার জন্ত স্বর  
 বলিতেছেন—

সংসারের অনাদিও বৃত্তিসিদ্ধ এবং স্রুতি-স্মৃতি উত্তরসিদ্ধ । সংসারকে  
 আদিমান বলিতে গেলে আকস্মিক উৎপত্তি, সূক্ত জীবের পুনঃসংসার, অকৃত্য  
 ভ্যাগম ও কৃত্যনাশ ( কিছু না করিয়া ফলভোগ ও করিয়াও অভোগ ) এই  
 সকল স্বীকার করিতে হইবে । অপিচ, বিনা নিমিত্তে স্ববহুঃখের বৈষম্য  
 হওয়া মানিতে হইবে । ( এ সকল মানা বা স্বীকার করা অসম্ভব ।

\* সংসারস্থানাদিহম্ বৃত্ত্যা মিথ্যতি স্রুতৌ স্মৃতৌ চোপলভ্যত ইতি বোজনাঃ—সংসারের  
 অনাদিও বৃত্তিসিদ্ধ এবং তাহা স্রুতি স্মৃতি উত্তরই কথিত আছে ।

তাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ । স্বখদুঃখাদিবৈষম্যাদ্ নির্নিমিত্তত্বাৎ । ন  
চেৎস্বেরো বৈষম্যাহেতুরিত্যুক্তম্ । ন চাবিদ্যা কেবলা বৈষম্যাদ্  
কারণং, একরূপত্বাৎ । রাগাদিক্লেবাসনাকিপ্তকৰ্ম্মাপেক্ষা  
অবিদ্যা বৈষম্যাকরী স্যাৎ । ন চ কৰ্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি  
ন চ শরীরমন্তরেণ কৰ্ম্ম সম্ভবতীতীতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ ।  
অনাদিহে তু বীজাক্কুরত্বায়োনোপপত্তের্ন কশ্চিদদোষো ভবতি ।  
উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং ত্রুতিন্মৃত্যোঃ । ত্রুতো  
তাবৎ—অনেন জীবেনাত্মনা ইতি সৰ্গপ্রমুখে শারীরমাত্মনঃ  
জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেনাভিলপন্যনাদিঃ সংসার ইতি

রাগদ্বৈষাবস্তুরেণ কৰ্ম্ম । ন চ ভোগসহিতং মোহমন্তরেণ রাগদ্বৈষৌ । ন চ পূৰ্ণ-  
শরীরমন্তরেণ মোহাদিরিতি পূৰ্ণপূৰ্ণশরীরাপেক্ষা মোহাদিরেবং পূৰ্ণপূৰ্ণ-  
মোহাদ্যাপেক্ষং পূৰ্ণপূৰ্ণশরীরমিত্যনাদিত্যেবাত্ত ভগবতী চিন্তমনাকুলমতি ।  
তদন্তেতদাহ—“রাগাদিক্লেবাসনাকিপ্তকৰ্ম্মাপেক্ষা অবিদ্যা বৈষম্যাকরী ভা”দিত্তি ।  
রাগদ্বৈষমোহা রাগাদিক্লেবাসনাকিপ্তকৰ্ম্মাপেক্ষা অবিদ্যা বৈষম্যাকরী ভা”দিত্তি ।  
স্তেবং বাসনাঃ কৰ্ম্মপ্রযুক্তাঃ কৰ্ম্মপ্রযুক্তাঃ কৰ্ম্মপ্রযুক্তাঃ কৰ্ম্মপ্রযুক্তাঃ কৰ্ম্মপ্রযুক্তাঃ

কেন-না, আকস্মিক-সৃষ্টিপক্ষে জ্ঞান ও কৰ্ম উভয়ই বার্থ হয় ।) জীব  
বৈষম্যের কারণ নহেন, তাহা বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন করাও  
হইয়াছে । [ ন চাবিদ্যা-ভবতি ] একরূপতা নিবন্ধন কেবল অবিদ্যাও  
বৈষম্যের হেতু নহে । রাগ দ্বৈষ ও মোহরূপ ক্লেবের বাসনা নাশক  
সংস্কার হইতে যে কৰ্ম্ম জন্মে, সেই কৰ্ম্মই অবিদ্যার সচিব্য প্রাপ্ত হইয়া  
সৃষ্টিবৈষম্যাকরী হয় । (এতাবতা বলা হইল যে, অবিদ্যাসহচর ক্লেবের ও  
তদাকিপ্ত কৰ্ম্মের অনাদি প্রবাহ আছে) । সংসারের সাদিহ পক্ষে, বিনা  
কৰ্ম্মে শরীর হয় না, আবার বিনা শরীরে কৰ্ম্ম হয় না, এইরূপ অতোদ্ধাত্ত  
দোষ আছে । কিন্তু অনাদি পক্ষে বীজাক্কুরের দৃষ্টান্তে উক্ত ঘটনা দোষ  
বলিয়া গণনীয় হয় না । [ উপলভ্যতে-নিশ্চয়ত্বাৎ ] সংসারের অনাদিত্ব  
ত্রুতিতেও দেখা যায়, স্মৃতিতেও দেখা যায় । ত্রুতিতে বলা—“আমি এই  
জীবাত্মরূপে অতুপ্রবিষ্ট হইয়া—” ইত্যাদি । এই ত্রুতি সৃষ্টপ্রক্রিয়ার শরীরস্থ  
আত্মাকে প্রাণধারণার্থক জীব-শব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন



দর্শয়তি । আদিমন্ত্রে তু ততঃ প্রাগনবধারিতঃ প্রাণঃ স কথং  
 প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখেন্ভিলপ্যেত । ন চ  
 ধারয়িত্যতীত্যতোহ্ভিলপ্যেত । অনাগতাক্চি সম্বন্ধাদতীতঃ  
 সম্বন্ধো বলীয়ান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নহাৎ । সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ  
 ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসম্ভাবং দর্শ-  
 য়তি । স্মৃতিবপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে ।—ন রূপম-  
 সোহ তথোপলভ্যতে নাস্তৌ ন চাদিন্ চ সম্প্রতিষ্ঠা ইতি ।  
 পুরাণে চাতীতানামনাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমন্তীতি  
 স্থাপিতম্ ॥ ৩৬ ॥

### সর্ব্বধর্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥ \*

পেক্ষা লয়লক্ষণা বিদ্যা । শ্রাদেতৎ । ভবিষ্যতাহপি ব্যপদেশো দৃষ্টৌ যথা  
 পুরোডাশকপালেন ত্বানুপবয়তীত্যত আহ ।—“ন চ ধারয়িত্যতীত্যত” ইতি ।  
 তদেবমনাদিত্বে সিদ্ধে সমেব সৌমোদনগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি প্রাক্  
 সৃষ্টিরবিভাগাবধারণং সমুদাচরদ্রুপবাগাদিনিষেধপরং ন পুনরিতান্ প্রস্থপ্তানপ্য-  
 পাকরোতীতি সর্ব্বমবদাতম্ ।

যে, সংসারের প্রথম নাই, সংসার অনাদি । ইহার আদি থাকিলে কিরূপে  
 সৃষ্টিমুখে (সৃষ্টির প্রথমে) প্রাণধারণবাচক জীব-শব্দের অভিলাপ (উচ্চারণ)  
 সম্ভব হইতে পারে? প্রাণ ধারণ করিবেন, এইরূপ ভবিষ্যৎ প্রাণধারণ লক্ষ্য  
 করিয়া জীব-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বলাও সম্ভব নহে । কেননা,  
 ভবিষ্যৎসম্বন্ধ অপেক্ষা ভূতসম্বন্ধের বলবত্তা আছে । (হইয়াছে ও হইবে, এই  
 দুয়ের মধ্যে যাহা হইয়াছে তাহাই প্রবল) । [সূর্য্যা...স্থাপিতম্] “বিধাতা  
 পূর্ব্বকল্পনানুরূপ চন্দ্রসূর্য্যোর সৃষ্টি করিলেন” এই মন্ত্র পূর্ব্বকল্প থাকি দেখা-  
 ইয়াছেন । স্মৃতিও সংসারকে অনাদি বলিয়াছেন । যথা—“এ সৃষ্টিতে ইহার  
 (ব্রহ্মের) রূপ, অস্ত (সীমা), আদি (প্রথম) ও অবিদ্যা অর্থাৎ আশ্পদ  
 উপলব্ধ হয় না ।” পুরাণেও স্থাপিত হইয়াছে, অতীত ও অনাগত কল্পের  
 পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই ।

\* সর্ব্বো ধর্ম্মা সর্ব্বধর্ম্মান্তেষামুপপত্তিবুদ্ভবঃ তস্মাৎ অপি । যে যে ধর্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধা

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যগ্নিবদধারিতে  
বেদার্থে পরৈরুপকিণ্ডান্ বিলক্ষণত্বাদীন দোষান্ পর্যাহার্যাদা-  
চার্য্যঃ । ইদানীং পরপক্ষপ্রতিবেদপ্রধানং প্রকরণমারম্ভমাণঃ  
স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি ।—যস্মাদগ্নিন্ ব্রহ্মণি  
কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্ব কারণধর্ম্মা  
উপপদ্যন্তে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্ম ইতি তস্মা-  
দনতিশঙ্কনীয়মিদমৌপনিষদং দর্শনমিতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতাষ্যে শক্তরত্নবৎপূজ্যাপদকৃতৌ

দ্বিতীয়স্তাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

অত্র সর্ব্বজ্ঞমিতি দৃষ্টতে । সর্ব্বজ্ঞ চেতনাধিষ্ঠিতশ্চৈব লোকে প্রত্নিরিতি  
লোকানুসারো দর্শিতঃ । “সর্ব্বশক্তি”তি । সর্ব্বজ্ঞ জগত উপাদানকারণং  
নিমিত্তকারণং চেত্বাপপাদিতম্ । “মহামায়”মিতি । সর্ব্বাভুপপত্তিশঙ্কা পরিত্যক্তা ।  
ভস্মাজ্জগৎকারণং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাটম্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাব্যবিভাগে ভামত্যাঃ

দ্বিতীয়স্তাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

চেতন ব্রহ্ম জগতের উভয়বিধ কারণ ( নিমিত্ত ও উপাদান ) এই সুনিশ্চিত  
বেদান্তার্থের প্রতি ঐরূপ অর্থ নিশ্চিত থাকিলেও বাদিগণ যে দোষার্পণ  
করেন, আচার্য্য ( ব্যাস ) সে সকল দোষ পরিহার করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি  
পরপক্ষনিবেদপ্রধান প্রকরণ আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্বপক্ষসংশোধনপ্রধান  
প্রকরণের উপসংহার ( সমাপ্তি ) করিতেছেন । যেহেতু চেতন ব্রহ্মকে  
জগৎকারণরূপে গ্রহণ করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিতপ্রকারে সমুদায় কারণধর্ম্ম  
( সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তি ও মহামায়াবিহ প্রভৃতি ) উপপন্ন হয়, সেই হেতু এই  
ওপনিষদ দর্শন ( উপনিষদজনিত জ্ঞান ) সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কার অতীত ।  
অর্থাৎ এ দর্শনে অল্পমাত্রও শঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষ স্থানপ্রাপ্ত হয় না ।

স্তে সর্ব্ব ব্রহ্মণ্যপি কারণে ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মকারণবাদ এব সাধীয়াৎ ।—যে কিছু কারণধর্ম্ম  
সমস্তই ব্রহ্মকারণে সম্ভূত হয় সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তের মত নির্দোষ ।

## দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥ \*

যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্ঘ্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং  
প্রবৃত্তং ন তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলাভিযুক্তিভিঃ কক্ষিৎ সিদ্ধান্তং সাধ-  
য়িতুং দুষয়িতুং বা প্রবৃত্তং, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ

জ্ঞাদেতৎ । ইহ হি পাদে স্বতন্ত্রা বেদানপেক্ষাঃ প্রধানাদিসিদ্ধিবিষয়াঃ  
সাংখ্যাদিযুক্তয়োনিরাকরিয়ান্তে, তদযুক্তমশাস্ত্রান্ধাৎ । ন হীদং শাস্ত্রমুচ্ছ-  
তর্কশাস্ত্রবৎ প্রবৃত্তমপি তু বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্মপরাণীতি পূর্বপক্ষোত্তরপক্ষাত্যাং  
বিনিশ্চেদতুম্ । তত্র কঃ প্রসঙ্গঃ শুদ্ধতর্কবৎ স্বতন্ত্রযুক্তিনিরাকরণশ্চেত্যত আহ—  
“যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানা”মিতি । ন হি বেদান্তবাক্যানি নির্ণেতব্যানীতি  
নির্ণায়ন্তে, কিন্তু মোক্ষমাণানাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনায় । যথা চ বেদান্তবাক্যোক্তো  
জগদুৎপাদনং ব্রহ্মাবগম্যাতে, এবং সাংখ্যাদ্যনুমানেন্ভ্যঃ প্রধানাদ্যচেতনং জগ-  
দুৎপাদনমবগম্যাতে । ন চেতদেব চেতনোৎপাদনমচেতনোৎপাদনক্বেতি সমুচ্ছেদুং  
শক্যং, বিরোধাত্ । ন চ বাবস্থিতে বস্তুরি বিকলোযুজ্যতে । ন চাগমবাধিত-  
বিষয়তরানুমানমেব নোদীয়ত ইতি সাম্প্রতম্ । সর্বজ্ঞপ্রণীততরা সাংখ্যাদ্যা-

যদিও এই শাস্ত্র (মীমাংসা শাস্ত্র) বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত,  
তর্কশাস্ত্রের জ্ঞায় যুক্তি মাত্র অবলম্বনে কোন কিছু নির্ণয় করিতে ও কোন  
কিছুরও দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত নহে, তথাপি, বেদান্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে  
গেলে তৎপ্রতিপাদ্য সম্যকজ্ঞানের শব্দস্বরূপ সাংখ্যাদি দর্শনের মত ধওন  
করা আবশ্যক হয় এবং সেই কারণে এই দ্বিতীয় পাদের আরম্ভ । বেদান্তার্থ

\* চেতনানির্দিষ্টতরুৎপ্রকৃতিকারণপক্ষে জগতঃ স্ববহুঃপ্রশাস্তিপরিহারাদিযোগ্যোঃ বিশিষ্টো-  
বিন্যাসো রচনা তস্যা অনুপপত্তিরসিদ্ধিঃ স্যাদিতাহচেতনস্য জগৎকারণস্যানুমানঃ ন ভবতীতি  
যোজন্য ।—যেহেতু চেতনের প্রেরণা ব্যতীত এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচনা করা  
অচেতন প্রধানের পক্ষে অসিদ্ধ বা অসম্ভব—সেই হেতু জগৎ কার্য দেখিয়া অচেতন প্রধানের  
অনুমান অসিদ্ধ অর্থী হইয়াছে ।

সম্যগদর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানীতি তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ততে । বেদান্তার্থনির্ণয়সা চ সম্যগদর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং তদ্ব্যভ্যাহিতং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাদিতি । নমু মুমুক্শুণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগদর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কৰ্ত্তুং যুক্তং কিং পরকনিরাকরণেন পরবিদ্বেষকারণেন । বাঢ়মেবং তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহাস্তি সাংখ্যাাদিতত্ত্বানি সম্যগদর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তান্ত্যপলভ্য ভবেৎ কেবালিশাস্ত্রমতীনাং তেতাংপি সম্যগদর্শনায়োপাদেয়ানীত্যপেক্ষা । তথা যুক্তিগাঢ়ত্বসম্ভবেন

গমস্ত বেদাগমতুল্যত্বাৎ তদ্ব্যবহিতত্বানুমানস্ত প্রতিকৃতিসিংহতুল্যতরাহবাধ্যত্বাৎ । তদ্ব্যভ্যাহিরোধায় ত্রক্ষণি সমন্বয়োবেদান্তানাং সিধ্যাতীতি ন ততস্তত্ত্বজ্ঞানং সেদু-  
মহতি । ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদৃতে মোক্ষ ইতি স্বতন্ত্রাণামপানুমানানামাত্মনীরূপমিহ  
শাস্ত্রেহসঙ্গতমেবেতি । যদ্যেবং ততঃ পরকীর্ত্তমাননিরাস এব কথ্যং প্রথমং  
ন কৃত ইত্যত আহ—“বেদান্তার্থনির্ণয়স্ত চ” ইতি । নমু বীতরাগকথার  
তত্ত্বনির্ণয়মাত্রমুপযজ্যতে ন পুনঃ পরপক্ষাবিক্ষেপঃ । স হি সরাগতামারহতীতি  
চোদয়তি ।—“নমু মুমুক্শুণামিতি । পরিহরতি ।—“বাঢ়মেবং তথাপি”তি ।  
তত্ত্বনির্ণয়াবসানো বীতরাগকথা । ন চ পরপক্ষদূষণমন্তরেণ তত্ত্বনির্ণয়ঃ শক্যঃ  
কৰ্ত্তুমিতি তত্ত্বনির্ণয়ঃ বীতরাগেণাপি পরপক্ষে দূষ্যতে ন তু পরপক্ষতয়েতি ন

নিকপণের প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান, তাহা ইতিপূর্বে বেদান্তার্থনিরূপণপূর্বক  
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । পরপক্ষ খণ্ডনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান পোষকতা ( পুষ্টি ) হইতে  
পারে, এই অভিপ্রায়ে এই পরপক্ষখণ্ডনাত্মক দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করা বাই-  
তেছে । [ নমু.. প্রথত্যতে ] যদি বল, যুক্তির কারণ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ  
ও তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণের জন্য স্বপক্ষস্থাপন, মাত্র এই দুই কার্য করা উচিত,  
তাহাতে পরবিদ্বেষাত্মক পরমত খণ্ডন করার প্রয়োজন ? আমরা বলি, প্রয়ো-  
জন আছে । সে সকল মতের অসারতা দেখানই প্রয়োজন । সাংখ্যাদি  
শাস্ত্রেরও মহত্ব আছে, দেখিবামাত্র আপাত-জ্ঞানে বোধ হয়, ঐ সকল শাস্ত্রও  
মহাজন ( ঋষিগণ ) পরিগৃহীত ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যাংগাদিনার্ম প্রবৃত্ত । অবিকল্প  
লোক সহসা মনে করিতে পারে—তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রই  
গৃহীতব্য । বিশেষতঃ সৰ্ব্বজ্ঞ কপিলের কথিত ও যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্য

সর্বজ্ঞতাবিত্ত্বাচ্চ ব্রহ্ম। চ তেষিত্যতত্ত্বদসারতোপপাদনায়  
প্রযত্যাতে। ননু, ঈকতেনাশকং [ অ० ১। পা० ১। সূ० ৫ ]  
কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা [ অ० ১। পা० ১। সূ० ১৮ ] এতেন  
সর্বৈ ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ [ অ० ১। পা० ৪। সূ० ২৮ ]  
ইতি চ পূর্বত্রাপি সাংখ্যাাদিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ কিং পুনঃ  
কৃতকরণেনেতি। তদুচ্যতে। সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায়  
বেদান্তবাক্যানুপুদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচ-  
কতে, তেমাং যদ্ব্যখ্যানং তদ্ব্যখ্যানাভাসং ন সম্যব্যখ্যান-  
মিত্যেতাবৎ পূর্বত্র কৃতম্, ইহ তু বাক্যানিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্র-  
স্তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়ত ইত্যেয বিশেষঃ। তত্র সাংখ্যা

বীতরাগকথাস্বাভিত্তিরিত্যর্থঃ। পুনরুক্ততাং পরিচোদ্য সমাধত্তে।--“নবী-  
কতে”রিতি। “তত্র সাংখ্যা” ইতি। যানি হি যেন রূপেণাহৌল্যাদা চ  
সৌন্দর্য্যং সমবীয়ন্তে তানি তৎকারণানি দৃষ্টানি যথা ঘটাদয়ো রূচকাদয়শ্চা-  
হৌল্যাদা চ সৌন্দর্য্যম্ ৎস্ববর্ণাদিতাত্ত্বৎকারণাঃ। তথা চেনং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ  
ভাবজাতং স্বত্বদ্বঃখমোহাস্বনাধিতমূলভাত্তে তস্মাত্তদপি স্বত্বদ্বঃখমোহাস্ব-  
সামান্তকারণকং ভবিতুমর্হতি। তত্র জগৎকারণস্ত যেরং স্থাশ্রিতা তৎ সত্ত্বং,  
যা চ দ্বঃখাশ্রিতা তদ্রজো, যা চ মোহাশ্রিতা তত্তম ইতি ত্রৈগুণ্যকারণসিদ্ধিঃ। তথা  
হি প্রত্যেকং ভাবাত্রৈগুণ্যমন্তোন্নুভূয়ন্তে। যথা মৈত্রদ্বারেষু পদ্মাবত্যাং মৈত্রস্ত  
স্বত্বং তৎ কস্ত হেতোস্তং প্রতি সত্ত্বগুণসমুদ্ভবাৎ। তৎসপত্নীনাঞ্চ দ্বঃখং তৎ কস্ত

শাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত ব্রহ্ম হইতে পারে। কাণেই মুমুক্শুদিগের  
হিতের জন্য সে সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান ও তৎপক্ষে যত্ন করা বিধেয়।  
[ ননু...বিশেষঃ ] তবে এই বলিতে পার যে, পূর্বের সাংখ্যাদি মতের খণ্ডন  
করা হইয়াছে আবার তাহা কেন ? ইহার প্রত্যুত্তরে এই যে, সাংখ্যাদি শাস্ত্র  
নিজপক্ষ স্থাপনার্থ বেদান্তবাক্য উল্লেখপূর্বক সে সকলকে যে আপন  
মতের অনুরূপ করিয়া লইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। পূর্বের এতাবশ্যাত্র  
বলা হইয়াছে ও দেখান হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পাদে, তাঁহাদের যে বেদ-  
বাক্যানিরপেক্ষ স্বতন্ত্র যুক্তি আছে সে সকল যুক্তির খণ্ডন করা হইবেক।  
বিশেষ এই যে, পূর্বের তাঁহাদের যুক্তিখণ্ডন প্রাধান্তরূপে করা হয় নাই, এই  
পাদে তাহা করা হইবেক। [ তত্র বিমতে ] তদ্বোধো সাংখ্যের বিবেচনা

মন্ত্বে যথা ঘটশরাদবদয়ে। তেদা যদাস্ততয়াৎধীরমানা যদাস্তক-  
সামান্তপূর্বক। লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব এব বাহ্যাত্মিক।  
তেদাঃ সুখদুঃখমোহাস্ততয়াৎধীরমানাঃ সুখদুঃখমোহাস্তক-  
সামান্তপূর্বক। ভবিতুমহন্তি। যতঃ সুখদুঃখমোহাস্তকং সামান্তং  
তৎ ত্রিগুণং প্রধানং যদ্বদচেতনং চেতনস্ত পুরুষস্তার্থং সাধয়িতুং  
প্রবৃত্তং স্বভাবভেদেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা প্রবর্তত ইতি।  
তথা পরিমাণাদিভিরপি নিবৈশ্বদেব প্রধানমসুমিমতে। তত্র  
বদামঃ, যদি দৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে নাচেতনং লোকে

হেতোস্তাঃ প্রত্যস্তা রজোগুণসমুদ্ভবাং। চৈত্রস্ত তু ত্রৈগুণ্য ভামধিন্দতো মোহো  
বিবাদস্তং কস্ত হেতোস্তং প্রত্যস্তাস্তমোগুণসমুদ্ভবাং। পদ্যাবত্যা চ সর্গে ভাবা  
ব্যাখ্যাতাঃ। তন্মাত্রং সর্বঃ সুখদুঃখমোহাধিতং জগত্তং কারণং গম্যতে। তচ্চ  
ত্রিগুণং প্রধানং—প্রধীরতে ক্রিরতে হনেন জগদিতি প্রধীরতে নিবীরতে হস্মিন্-  
প্রলয়সময়ে জগদিতি বা প্রধানং, তচ্চ যৎসুখবদচেতনং চেতনস্ত পুরুষস্ত  
ভোগাপবর্ণলক্ষণমর্থং সাধয়িতুং স্বভাবত এব প্রবর্ততে, ন তু কেনচিৎ-  
প্রবর্ত্যতে। তথা হাহঃ “পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্যতে করণ-  
মিতি। পরিমাণাদিভিরিত্যাদিগ্রহণেন ‘শক্তিঃ প্রযুক্তেঃ কারণকার্যবি-  
ভাগাদবিভাগাদৈশ্বর্যপাত্ত’ ইত্যব্যক্তসিদ্ধিহেতবো গৃহ্যন্তে। এতাং চোপরিষ্টা-  
ত্যাখ্যায় নিরাকরিত্যত ইতি। তদেতৎপ্রধানাসুমানং দৃষয়তি।—“তত্র  
বদামঃ” ইতি। যদি ভাবদচেতনং প্রধানমনসিদ্ধিতঃ চেতনেন প্রবর্ততে  
স্বভাবত এবৈতি সাধ্যতে, তদব্রূহঃ, সমধরাদেহেতোশ্চেতনানসিদ্ধিতঃ বিব্রূহঃ  
চেতনাসিদ্ধিতঃ যেন যৎসুখবদো দৃষ্টান্তপক্ষিণি ব্যাপ্তেকপলকৈর্কিরুহাং। নহি

এই যে, যেমন ঘটাদি মূখ্য পদার্থে মৃত্তিকাক্রপের অবয়ব থাকার মৃত্তিকাজাতি  
সে সকলের কারণ, তেমনি, যে কিছু বাহ্যিক ও আন্তরিকভাব (পদার্থ)  
সে সমস্তই সুখ দুঃখ মোহরূপে অধিত থাকার সুখদুঃখমোহাস্তক কোন এক  
সামান্ত (জাতি) সে সমস্তের কারণ। সেই সুখদুঃখমোহাস্তক সামান্ত পদার্থটী  
ত্রিগুণ ও মৃত্তিকাদির ত্রায় অচেতন। চেতন এবং চেতন পুরুষের (আত্মার)  
প্রয়োজন সাধনার্থ তাহা স্নিষ্ট বিচিত্রস্বভাবপ্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরি-  
ণমিত হয়। পরিমাণ প্রভৃতি বোধকহেতুর দ্বারাও তাহার (প্রধানের) অন্-  
ধান হইয়া থাকে। [ তত্র বদামঃ...দৃষ্টান্ত ] এই মন্তের উপরে আমরা বলি,

চেতনানিধিত্তং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিৎশিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্তনসমর্থান্  
বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্ । গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারভূম্যা-  
দয়ো হি লোকে প্রজ্জাবন্তিঃ শিল্পিভির্ব্যতীতকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তি-  
পরিহারযোগ্য রচিতা দৃশ্যন্তে, তথৈদং জগদখিলং পৃথিব্যাদি-  
নানাকর্মফলোপভোগযোগ্যং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদিনানা-  
জাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিনি্যাসমনেককর্মফলানুভবাধিষ্ঠানং  
দৃশ্যমানং প্রজ্জাবন্তিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভির্মনসাপ্যালোচ-  
য়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং প্রধানং রচয়েৎ লোভুপাষণা-  
দিষদৃষ্টত্বাৎ । যদাদিষপি কুন্তকারাদ্যাধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা  
রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানস্তাপি চেতনাস্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ ।

যৎসুবর্ণদার্কাদয়ঃ কুলালহেমকাররথকারাদিভিরনধিষ্ঠিতাঃ কুন্তকচকরথাহুপা-  
দমতে । তস্মাৎ কৃতকত্বমিব নিত্যস্বসাধনায় প্রযুক্তং সাধ্যবিকল্পেন ব্যাপ্তং  
বিকল্পম্ । এবং সমর্থাদিচেতনানিধিত্তত্বে সাধ্য ইতি রচনানুপপত্তেয়িত্ব  
দর্শিতম্ । যদ্যচোত দৃষ্টান্তধর্ম্মিণ্যচেতনং তাবদুপাদানং দৃষ্টং তত্র যদপি  
তচ্চেতনপ্রযুক্তমপি দৃশ্যতে তথাপি তৎপ্রযুক্তত্বং হেতোরপ্রয়োজকং বহি-

সাংখ্য কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-বল অবলম্বন করিয়া ঐকপ জগৎকারণ নিরূপণ  
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু তিনি চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও  
অচেতনকে বিশিষ্টপুরুষার্থ নির্বাহক বিকার ( বস্তুভেদ ) রচনা করিতে দেখেন  
নাই । ( অর্থাৎ অচেতন কারণ পক্ষে দৃষ্টান্ত নাই ) । গৃহ, অট্টালিকা,  
শয্যা, আসন ও ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি যে কিছু সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্য  
বস্তুভেদ—সমস্তই বুদ্ধিমান শিল্পীর দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়, কেবল  
পাষণাদি অচেতন কর্তৃক সে সকল রচিত হইতে দেখা যায় না । লোভু-  
পাষণাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণা ব্যতীত অল্পমাত্রও বিশিষ্ট-  
রচনা করিতে পারে না, তখন, অচেতন প্রধান কিরূপে এই পৃথিব্যাদি  
লোক—এতদ্ব্যবস্তী কর্মফলভোগযোগ্য নানা স্থান—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক  
শরীরাদি—মাতৃবাদি জাতি—অসাধারণরূপে বিভ্রান্ত ও রচনাপারিপাট্যবৃত্ত  
নানা কর্মফল অনুভব করিবার উপকৃত্ত আশ্রয়—বুদ্ধিমান শিল্পীরও তুল্যোপ-  
কল্পনার অতীত—এই অদ্বুত জগৎ-রচনা করিবে? [ যদা...ভবতি ] এ সম্বন্ধে  
এই মাত্র দেখা যায় যে, যুক্তিকাদি জব্য কুন্তকারাদি কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া

ন চ সূদাত্ত্যপাদানবরূপব্যাপ্যপ্রয়োগেণ ধর্মেণ মূলকারণমব-  
ধারণীয়ং ন বাহুকৃত্তকারাদিব্যাপ্যপ্রয়োগেতি কিকিৎ নিরাসক-  
মতি। ন চৈবং সাত কিকিষিরূপাথে প্রকৃত্যন্ত প্রতিরসুগৃহ্যেত  
চেতনকারণসমর্পণাৎ। অতোরচনামুপপত্তেচ্চ হেতোর্নীচে-  
তনং জগৎকারণমমুমান্যতব্যং ভবতি। অপরাদ্যামুপপত্তেচ্চৈতি

রসবাস্তবরসঃ কচেতনামাত্রমুপাদানমুগতং হেতোঃ প্রযোজকম্। বখাঃ—  
‘ব্যাগ্ৰেণ চ দৃষ্টমানারঃ কচিৎকর্মঃ প্রযোজকঃ’ ইতি। তত্রাহ।—“ন চ  
সূদারী”তি। স্বতাবপ্রতিবন্ধঃ হি ব্যাপ্যঃ ব্যাপকমবগমরতি। স চ স্বতাব-  
প্রতিবন্ধঃ শক্তিতস্মারোপিতোপাধিনিরাসে সতি নিশ্চীরতে। ক্রমিচ্চরশ্চ-  
ইবরব্যক্তিরেকরোরারততে। তৌ চাবরব্যক্তিরেকৌ ন তথোপাদানানটৈক্যে  
বখা চেতনপ্রযুক্তবেপি পবিকৃটৌ। তদনমত্রাস্তরদেহেনেতি ভাবঃ। এবরপি  
চেতনপ্রযুক্তঃ নাত্মপেয়েত যদি প্রমাণাস্তরবিরোধো ভবেৎ, প্রকৃত্যন্ত  
প্রতিরসুগৃহ্যতরাজেতাহ।—“ন চৈবং সতী”তি। চকারেণ সূত্রস্থখাদিবিম-  
ষয়নকণত হেতোরসিদ্ধয়ঃ সমুচ্চিনোভীতাহ।—“অপরাদ্যামুপপত্তেচ্চ”তি।  
আস্তরাঃ পবনী সূত্রস্থঃখমোহবিবাদা বাহেভ্যন্তন্মনাবিত্যোক্তিবিচ্ছিন্নপ্রভার-  
প্রবেশনীয়েত্যো ব্যতিরিক্তা অধ্যক্ষমীক্যতে। যদি পুনয়েত এব সূত্রস্থঃখাদি-  
স্বতাবা তবেদুত্ততঃ স্বরূপবাচেনস্তেপি চন্দনঃ সূত্রঃ সাত। ন হি চন্দনঃ  
কদাচিদচন্দনঃ। তথা নিদাবেষপি সুকুমরপকঃ সূত্রো ভবেৎ। ন হসৌ কদা

বিবিধাকারে বিকচিত্ত হর। তদ্বদৃষ্টান্তে প্রধানেরও কোন এক চেতন অধি-  
ষ্ঠাতা আছে, এইরূপই অনুমান হইতে পারে। এমন কোন নিরাসক নাই  
যে তদ্বাবা মূল কারণে সূতিকাদি উপাদান স্বরূপের অন্তরিক্ত ধর্ম বাকা  
স্বীকার করা বাইতে পারে এবং সূত্রকারাদির দ্বারা অধিষ্ঠাতাকে পরিহার করা  
বাইতে পারে। (অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে অচেতনত্ব ধর্ম আছে, তাহাতে অভ-  
সাপেক্ষতা ধর্ম নাই। সূতিকা সূত্রকারকস্বক প্রযুক্ত হইয়া বটাদি আকারে  
পরিণত হর, কিন্তু মূল প্রকৃতি যে লেঙ্গল নিরসের অধীন নহে, এমন  
কথা বলিতে পারিবে না)। অচেতন যাহেই চেতনাবিধিত, প্রকণ হইলে  
কিছুব্যয় দোষ হর না প্রকৃত্যন্ত চেতন-কারণ-সমর্পণ করার প্রতির সাহুসনা  
হর। অতএব, অচেতন কারণ পক্ষে বিভিন্ন জগৎরচনা উপহার না হওয়ার  
অচেতন প্রধানই জগৎ কারণ, এ অনুমান হইতেই পারে না। [অবরা-  
বিশেষাৎ] সূত্রস্থ চ-শব্দের দ্বারা সাংখ্য্যাক্ত অবস্থানি হেতুর অনিচ্ছা বিজ্ঞাপিত



চ-শব্দেন হেতোরসিদ্ধিঃ সম্বন্ধিনোতি । ন হি বাহ্যাদ্যাত্মিকানাং ভেদানাং স্বচ্ছঃখমোহান্নকতয়াহস্য উপপদ্যক্তে, স্বখাদীনামন্তরত্বপ্রতীতেঃ শব্দাদীনাঞ্চ । ইতদ্রূপত্বপ্রতীতেঃ তদ্বিমিত্তত্বপ্রতীতেচ্চ । শব্দাদ্যবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষাৎ স্বখাদিবিশেষোপলব্ধেঃ । তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলানুসঙ্গাদীনাং সংসর্গপূর্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাদ্যাত্মিকানাং ভেদানাং

চিদকুসুমপক ইতি । এবং কণ্টকঃ ক্রমেনকন্ত স্বখ ইতি মনুষ্যানীনাংপি প্রাপকৃত্যং স্বখঃ জ্ঞাত্যং । ন তসৌ কাশ্চিৎ প্রত্যেক কণ্টক ইতি । তন্মাদ স্বখাদিস্বভাবা অপি চন্দনকুসুমাদয়ো জাতিকাশাবস্থাদ্যপেক্ষয়া স্বচ্ছঃখাদি-  
হেতবো ন তু স্বয়ং স্বখাদিস্বভাবা ইতি রমণীয়ম্ । তন্মাৎ স্বখাদিকপ সমন্বয়ো ভাবানামসিদ্ধি ইতি নানেন তদ্রূপং কাশ্যমব্যাক্তমুদ্রীযত ইতি । তদ্বিমিত্তকং “শব্দাদ্যবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষা”মিতি । ভাবনা বাসনা সংস্কারস্তদ্বিশেষাৎ । কবতজ্ঞানসম্বন্ধকং হি কর্ম করতোচিতিমেব ভাবনামতি-  
ব্যানক্তি, যথাস্থৈ কটকা এব বোচন্তে । এবমন্তরাপি দ্রষ্টব্যম্ । পবিমাণ-  
মিতি সাংখ্যীয়ং হেতুমুপপত্ততি । “তথা পবিমিতানাং ভেদানা”মিতি ।  
সংসর্গপূর্বকত্বং হি সংসর্গত্বকন্নিয়মণয়ে হসন্তবান্নানাৎকারণমবেতন্ত নানা-  
কাবগানি সংসৃষ্টানি করনীয়ানি । তানি চ সম্বৎসরমাংস্তেবেতি ভাবঃ ।  
তদেতৎ পরিমিতত্বং সাংখ্যবাক্যাত্মলোচনেনানৈকান্তিকমিতি দৃশ্যতি ।—

হইয়াছে । বাহ্যিক আধ্যাত্মিক যে কিছু বিকাব—সমস্তই স্বচ্ছঃখমোহান্নক—সমস্ত বিকাবে স্বচ্ছঃখাদিব অস্বয় আছে,—এ প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না । কেননা, স্বচ্ছঃখমোহ, এসকল অন্তরত্ব বলিয়াই প্রতীত হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহ্যিক বলিয়াই অস্বত্বত্ব হয় । ( বাহ্যবস্তুরে স্বচ্ছঃখাদি নাই ) । একই শব্দ, একই স্পর্শ, একই রূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্য অনুসারে কাহার কিছুতে স্বচ্ছঃখ, কাহার কিছুতে স্বচ্ছ হইয়া থাকে । ( ইহাতেও বুঝা যায়, বিবচ স্বখাদ্যাত্মক নহে ) । বাহ্যারা পবিমিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ অনুবাদি বিকারেব সংসর্গপূর্বক উৎপত্তি দেখিয়া \* পবিমিতত্ব হেতুর দ্বারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকারের ( জন্ত পদার্থের ) সংসর্গপূর্বকত্ব অনুমান কবেন,

\* যট, কপালকপালিকাসংসর্গ জন্ম । অতুর, বীজভূমিলাদিসংসর্গ জন্ম । সংসর্গ,

পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্বকত্বমকুমিমানন্ত সত্ত্বরজস্তমসামপি  
সংসর্গপূর্বকত্বপ্রসঙ্গঃ পরিমিতত্বাবিশেষাৎ । কার্যাকারণভাবস্ত  
প্রেক্ষাপূর্বকনির্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট ইতি ন কার্য-  
াকারণত্বাৎ বাহ্যাব্যাজিকানাং তেদানামচেতনপূর্বকত্বং শকাৎ  
কল্পয়িতুম্ ॥ ১ ॥

## প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥ \*

আত্মাং তাবদিয়ং রচনা, তৎসিদ্ধার্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যা-

“সত্ত্বরজস্তমসা”মিতি । যদি তাবৎ পরিমিতত্বমিহ ত্বা, সা নতনোপি নাতীতা-  
ব্যাপকো হেতুঃ পরিমাণাদিতি । অথ ন যোজনাদিমিতত্বং পরিমাণমিহ ত্বাঃ  
নতনো জন্মঃ, কিং ত্বাবাপিতা মব্যাপি চ নতন্তদ্বাদ্যদেঃ । ন হি কার্য্যং কারণ-  
ব্যাপি, কিন্তু কারণং কার্য্যব্যাপীতি পরিমিতং নতন্তদ্বাদ্যব্যাপিত্বাৎ । ইহ  
সত্ত্বরজস্তমাংস্তপি ন পরস্পরং ব্যাপ্তবন্তি । ন চ ত্বাসত্ত্বরপূর্বকত্বমেতেনামিতি  
ব্যক্তিচারঃ । ন হি যথা তৈঃ কার্য্যজ্ঞাতমাবিষ্টমেবং তানি পরস্পরং বিশক্তি,  
মিথঃ কার্য্যাকারণভাবাভাবাৎ । পরস্পরসংসর্গত্বাবেশক্তিচিন্ত্যো নান্তি । ন হি  
চিতিশক্তিঃ কূটস্থনিত্যা তৈঃ সংসৃজ্যতে । ততশ্চ তদব্যাপকা গুণা ইতি পরি-  
মিতাঃ । এবং চিতিশক্তিরপি গুণৈরসংসৃষ্টেতি সাপি পরিমিতেতানৈকান্তিকত্বং  
পরিমিতত্বস্ত হেতোরিতি । তথা কার্য্যাকারণবিভাগোপি সমবয়ববিকৃত ইত্যাহ—  
“কার্য্য কারণভাবি”তি ।

ন কেবলং রচনাভেদা ন চেতনাবিধানমন্তরেণ তবস্ত্যপি তু সাম্যা-

ত্বাদেব মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণেরও সংসর্গপূর্বকত্ব প্রসঙ্গ হইবে । কারণ;  
উক্ত গুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব দর্শ্য আছে । [ কার্য্য কল্পয়িতুম্ ] বুদ্ধিপূর্বক  
বিরচিত বান, আসন, শয্যা প্রভৃতিতে কার্য্যাকারণভাব দৃষ্ট হয়, এ নিমিত্ত,  
কার্য্যাকারণ ভাব গ্রহণপূর্বক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক তেদের ( ভিন্ন ভিন্ন  
পদার্থের ) অচেতনপূর্বকত্ব অর্থাৎ অচেতনকারণনির্মিতত্ব অনুমান করিতে  
পার না ।

রচনা দূরে থাকুক, রচনাসিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি—তাহাও অচেতন প্রযো-

\* চ-কারণে অনুপপত্তিপদবস্তুভাঃ যত্র যোজ্যম্ । সত্ত্বরজস্তমসং জগৎ কারণেব নানু-  
ভাব্যঃ তস্য স্তম্ব্যঃ প্রকৃতিবস্তুপদভেদিত্বং দ্ব্যর্থঃ ।—অচেতন কারণ-পক্ষে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি  
আছে । কার্য্যোদ্যম হওয়ার পক্ষে প্রবৃত্তি বলে, তাহা প্রকৃতির পক্ষে অচেতনের সম্বন্ধে অসম্ভব ।

বহানাং প্রচ্যুতিঃ সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গাভাবরূপাপত্তির্বি-  
শিষ্টকার্যাত্মাভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাপি নাচেতনস্ত প্রধানস্ত  
স্বতন্ত্রস্তোপপদ্যতে যুদাদিষদর্শনাং রথাদিষু চ । ন হি যুদা-  
দয়ো রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তশ্চেতনৈঃ কুলানাদিঙ্জি-  
রথাদিভির্বাহনযিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্যাত্মিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে ।  
দৃষ্টাকাদৃষ্টসিদ্ধিঃ । অতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপি হেতোর্নাচেতনং  
জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি । সত্যমেতৎ, ন কেবলস্ত

বহারাঃ প্রচ্যুতির্ধৈবমাম্ । তথা চ যদ্বক্তং বলীরন্তদ্যভিভূতঞ্চ তদ্বক্তৃণ-  
তরা স্থিতধর্মম্ । এবং হি গুণপ্রধানভাবে সত্যস্ত মহদানৌ কার্যো প্রবৃত্তিঃ  
সাপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি । ন হি চেতনাধিষ্ঠানমন্তবেণ মূংপিণ্ডে  
প্রধানেন্দ্রজ্ঞাতবেন চক্রদণ্ডলিলম্বাদিয়োগ্যবতিষ্ঠন্তে । তস্যাং প্রবৃত্তেরপি  
চেতনাধিষ্ঠানসিদ্ধিরিতি শক্তিতঃ প্রবৃত্তেন্দ্ৰেত্যয়মপি হেতুঃ সাংখ্যায়ো বিকল্প  
এবেত্ব্যক্তং বক্তোক্ত্য । অত্র সাংখ্যশ্চোদয়তি ।—নমু চেতনস্তাপি প্রবৃত্তি-  
রিত্তি । অয়মভিপ্রায়ঃ—তরা কিলোপনিষদেনাস্বদ্বৈতত্বং দৃষ্যমিহা কেবলস্ত  
চেতনৈবৈবান্তনিরণেকস্ত জগৎপাদানবঃ নিমিত্তত্বঞ্চ সমর্থনীয়ম্ । তদবুজম্ ।  
কেবলস্ত চেতনস্ত প্রবৃত্তেদৃষ্টান্তধর্মিণামুপলব্ধেরিতি । উপনিষদস্ত চেতন-  
হেতুকাং তাবদেষ সাংখ্যঃ প্রবৃত্তিমত্ব্যপগচ্ছতু পশ্চাৎ স্বপক্ষমত এব

নেত্র পক্ষে স্বাধীনভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নাই । বিশিষ্ট বিজ্ঞানের নাম রচনা  
এবং উৎসাহক ক্রিয়াবিশেষের (চেতনের পক্ষে ইচ্ছাসম্বলিত যত্নের) নাম  
প্রবৃত্তি । স্বর্গের উদ্দেশে প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সামান্যতঃ ভঙ্গ । নহ  
সত্ত্ব ও তম এই গুণ পরস্পর পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্তি । তদনন্তর কোম  
এক বিশিষ্টাকার কার্যো উদ্ভূত হওয়া । একগ প্রবৃত্তি চেতনানযিষ্ঠিত অচেতন  
প্রধানের পক্ষে হইতেই পারে না । হেতু এই যে, সৃষ্টিকার ও রথাদি অচেতনের  
জাদৃষ্ট বিধিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই । [ ন হি ভবতি ] সৃষ্টিকারি হউক, আর  
বথাদি হউক, কুন্তকারের ও রথকারের অধিষ্ঠান ব্যতীত আপনা হইতে  
কেহ কখন সৃষ্টিকারকে ও রথকে বিশিষ্ট কার্যাত্মিমুখ হইতে দেখেন নাই ।  
দৃষ্টান্ত থাকিলেই তদ্বারা অদ্বৈতের জ্ঞান হইতে পারে সত্য ; কিন্তু দৃষ্টান্ত  
নাই । যেহেতু অজ্ঞান উৎপাদক দৃষ্টান্ত নাই সেই হেতু অচেতনের প্রবৃত্তি  
অসম্ভব । যেহেতু অচেতনের বিশিষ্টকার্যপ্রবৃত্তির অজ্ঞান দৃষ্ট, সেই হেতু  
অচেতন জগৎকারণের অজ্ঞানও দৃষ্ট । [ সত্যমেতৎ বীতি ] যদিও কেবল

চেতনস্ত প্রবৃত্তিদৃষ্টেতি; তথাপি, চেতনস্য যুক্তস্ত রথাদি-  
 রচেতনস্ত প্রবৃত্তিদৃষ্টা। ন চ চেতনস্য যুক্তস্ত চেতনস্ত প্রবৃত্তি-  
 দৃষ্টা। কিং পুনরত্র যুক্তঃ। যন্নিম্ন প্রবৃত্তিদৃষ্টা তস্ত সেন্তি, উক্ত  
 যৎসংযুক্তস্ত দৃষ্টা তন্ত্বেব সেন্তি। নমু যন্নিম্ন দৃষ্টতে প্রবৃত্তি-  
 তন্ত্বেব সেন্তি যুক্তম্। উভয়োঃ প্রত্যক্ষদ্বাং। ন হু প্রবৃত্ত্যা-  
 অয়ত্নেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ। প্রবৃত্ত্যা অর-  
 দেহাদিসংযুক্তত্বৈব তু চেতনস্ত সত্ত্বাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতন-  
 রথাদিবৈলক্ষণ্যং জীবদেহস্ত দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে

সমাধাত্মা মীত্যাতিসন্ধিমানাহ।—“সত্যমেতৎ। ন কেবলস্ত চেতন্ত প্রবৃত্তি-  
 দৃষ্টা” ইতি। সাংখ্যো অহ।—“ন চ চেতনস্য যুক্তস্ত” ইতি। তু-শব্দ উপ-  
 নিষদগণকঃ ব্যাবর্তয়তি। অচেতনাত্মনৈব সৰ্বা প্রবৃত্তিদৃষ্টতে ন হু  
 চেতনাত্মনা কা চিদপি। তদ্বাং ন চেতনস্ত জগৎসৰ্ব্বমে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ।  
 অত্রোপনিষদো গুণাতিসন্ধিঃ প্রসঙ্গপূৰ্ব্বকং বিম্বণতি।—“কিং পুনরত্র” ইতি।  
 অত্রাত্বে সাংখ্যো জ্ঞেতে। “নমু যন্নিম্ন” ইতি। ন তাবচেতনঃ প্রবৃত্ত্যা-  
 অয়ত্নতঃ তৎপ্রবোধকতরা বা প্রত্যক্ষসীক্যতে, কেবলং প্রবৃত্তিত্বপ্রদশ্চা-  
 চেতনো দেহরথাদিঃ প্রত্যক্ষেণ প্রতীয়তে, তত্রাচেতনস্ত প্রবৃত্তিত্বসিদ্ধি-  
 ত্বৈব ন হু চেতননিমিত্তা। সত্ত্বাবমাত্রস্ত তত্র চেতনস্ত গম্যতে রথাদি-  
 বৈলক্ষণ্যস্বীকৃত্যেহস্ত। ন চ সত্ত্বাবমাত্রেন কারণবসিদ্ধিঃ। না ত্বাকাশ  
 উৎপত্তিমতাঃ ঘটাদীনাং নিমিত্তকারণবত্তি হি সৰ্ব্বজ্ঞেতি। তদনেন দেহাতি-  
 রিক্তে সত্যপি চেতনে তস্ত ন প্রবৃত্তিঃ এতি নিমিত্ততাবোধসীকৃত্যাকম্।

চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না; তথাপি, চেতন সংযুক্ত রথাদি অচেতনের  
 প্রবৃত্তি দেখা যায় কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না।  
 যদি জিজ্ঞাসা কর, যে আধারে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় সেই আধারের প্রবৃত্তি? অথবা  
 বাহ্যর সংযোগে আধার বিশেষ প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি?  
 কাহার প্রবৃত্তি যুক্তি সিদ্ধ? ইহার প্রকৃত্তর এই যে, বাহ্যতে প্রবৃত্তি  
 লক্ষন হয় তাহারই প্রবৃত্তি, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কেননা, প্রেরণ হইলে উভয়ের  
 প্রত্যক্ষতা সঙ্গত হয়। তত্বে চেতন প্রবৃত্তির আশ্রয়, কিন্তু তাহা রথাদি  
 তার প্রত্যক্ষ নহে। আরও দেখ, প্রবৃত্তিযুক্ত যেহেই চেতনের অস্তিত্ব  
 অপ্রকৃত্ত হয়, যুক্ত দেখে নহে। সুতরাং কেবল অচেতন রথাদি, জীবকেন

দেহে সতি চৈতন্যম্ দর্শনাৎ, অসত্ত্বি চাদর্শনাৎ, দেহত্বেন  
চৈতন্যমসীতি লোকারতিকাঃ প্রতিপন্নঃ । তস্মাদ্চৈতন্যম্  
প্রতিরিত্তি । তদতিবীর্যতে । ন ক্রমো যন্নিম্নচেতনে প্রবৃদ্ধি-  
দৃশ্যতে ন তন্ত্বে সতি, ভবতি তু তদ্ব্যব সা । সাপি চেতনাত্ত-  
বতীতি ক্রমঃ । তদ্বাবে ভাবাৎ তদভাবে চাতাবাৎ । যথা  
কার্তাদিকপাশ্রয়পি দাহপ্রকাশাদিলক্ষণা বিজ্রিয়াহ্মুপলভ্য-  
মানাপি চ কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি তৎসংযোগে  
দর্শনাৎ তদ্বিয়োগে চাদর্শনাৎ তদ্বৎ । লোকারতিকানামপি

যতশ্চাত্ত ন প্রবৃদ্ধিঃ তু ভাবোহিতি অত এব প্রত্যকে দেহে সতি প্রবৃদ্ধি-  
দর্শনাদসতি চাদর্শনাৎ চৈতন্যং লোকারতিকাঃ প্রতিপন্নঃ । তথা  
চ ন চিদান্বনিমিত্তা প্রবৃদ্ধিরিতি সিদ্ধম্ । তস্মাৎ রচনায়াঃ প্রবৃদ্ধের্থা  
চিদান্বকাবণমসিদ্ধিজগত ইতি । উপনিষদঃ পরিব্রজি—“তদতিবীর্যতে । ন  
ক্রম” ইতি । ন চাবঃ প্রত্যকানুমানাগমসিদ্ধঃ শারীরো বা পবমানো বা-  
হ্ম্যতিরিদানীং সাধনীয়ঃ । কেবলমন্ত্ৰ প্রবৃদ্ধিঃ প্রতি কাবণং বক্তব্যম্ ।  
‘তদ্বৎ’ বৃত্তবীর্যে বা রথাদৌ বাহনবিশিষ্টে চেতনেন প্রবৃত্তেবদর্শনাৎ তদ্বি-  
পর্যায়ৈ চ প্রবৃদ্ধিদর্শনাদবরক্যতিবেকাত্যাং চেতনহেতুকং প্রবৃত্তেনির্জনীয়তে,  
ন তু চেতনমত্ৰাবয়োগে, যেনাতিপ্রসঙ্গো ভবেৎ । ভূতচৈতনিকানামপি  
চেতনাবিধানাদচেতনানাং প্রবৃদ্ধিবিভাবাবিহীন ইত্যাহ ।—“লোকারতিকা-

হইতে অভ্যস্ত বিলক্ষণ । সেই কারণেই প্রবৃদ্ধিবৃত্ত দেহের জ্ঞানে চৈতন্য  
সম্ভাবের জ্ঞান হয়, তদভাবে চৈতন্যের অভাব অস্বত্ব হয় । এই অতি-  
প্রায়েই নাড়িকেরা দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে । এই সকল বৃত্তিতে স্থির  
হয়, জানা যায়, অচেতনই প্রবৃত্ত হয় এবং শুদ্ধ চেতনের প্রবৃদ্ধি নাই ।  
[ তদ্বতি - প্রবৃত্তকত্বম্ ] সাংখ্যেব এবমিয মত খণ্ডনার্থ ইহা বলা হইল  
অর্থাৎ বৃত্ত বলা হইল । অর্থ এই যে, অচেতনে যে প্রবৃদ্ধি দেখা যায়, সে  
প্রবৃদ্ধি সে অচেতনের মতে, এমন কথা আনকা বলি না । যে প্রবৃদ্ধি জ্ঞানই,  
কিন্তু জ্ঞান চেতন-হইতেই হয় । অর্থাৎ চেতনই তৎপ্রবৃদ্ধির কারণ ।  
চেতনকে কাবণ বলিবার হেতু এই যে, চৈতন্যমাকিসেই প্রবৃদ্ধি ( দেহের )  
থাকে, না থাকিলে থাকে না । কার্তিক আশ্রয় ব্যতীত কার্তিকি আশ্রয়  
বিকার অস্বত্ব হয় না সত্তা ; কিন্তু অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি আশ্রয়















